আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে আখিরাতে বিশ্বাস : একটি পর্যালোচনা

(A review : on the role of belief in the world hereafter to construct an ideal society)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক

ড.এ.আর.এম.আলী হায়দার

সুপার নিউমারারী অধ্যাপক

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০

গবেষক

মো. মাহবুবুর রহমান

রেজি. নং-৬৯ (পুন.)

শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-১৮

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০

অক্টোবর ২০১৯

Dhaka University Institutional Repository

অঙ্গীকারনামা

আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে পিএইচ.ডি ডিগ্রী লাভের নিমিত্তে উপস্থাপিত "আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে আখিরাতে বিশ্বাস : একটি পর্যালোচনা" শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক প্রফেসর ড.এ.আর.এম.আলী হায়দার, সুপার নিউমারারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় রচনা করেছি। এটা আমার মৌলিক গবেষণাকর্ম। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশ বিশেষ উপস্থাপন করিনি।

মো. মাহবুবুর রহমান
পি এইচ.ডি গবেষক
রেজি. নং-৬৯ (পুন.)
শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-১৮
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মোঃ মাহবুবুর রহমান, পিএইচ.ডি গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে পিএইচ.ডি ডিগ্রী লাভের নিমিত্তে উপস্থাপিত "আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে আখিরাতে বিশ্বাস : একটি পর্যালোচনা" শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় রচনা করেছে। আমি তার পাণ্ডুলিপিগুলো মনোযোগ সহকারে আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি। আমার জানামতে, উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভের সম্পূর্ণ কিংবা অংশ বিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী/ডিপ্লোমা লাভের জন্য কিংবা প্রকাশের জন্য উপস্থাপন করা হয় নাই। সুতরাং গবেষককে পিএইচ.ডি ডিগ্রী প্রদানের নিমিত্তে অভিসন্দর্ভটি পরীক্ষকগণের নিকট প্রেরণের জন্য জমা নেয়ার সুপারিশ করছি।

প্রফেসর ড.এ.আর.এম.আলী হায়দার
সুপার নিউমারারী অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আলহাম্‌দুলিল্লাহ-সমস্ত প্রশংসা শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য। শুকরিয়ায় মাথা নত করছি মহান আল্লাহর দরবারে, যাঁর অশেষ কৃপায় “আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে আখিরাতে বিশ্বাস : একটি পর্যালোচনা” নামে একটি অভিসন্দর্ভ উপস্থাপন করলাম। যথাসময়ে বিধি মোতাবেক অভিসন্দর্ভটি লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্তে উপস্থাপন করতে পেরে আমি মহান আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করছি এবং রাসূল (স.)-এর প্রতি দরুদ ও সালাম পেশ করছি। আর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবায়ে কিরামের প্রতি এবং যারা তাঁকে অনুসরণ করে পৃথিবী থেকে চলে গেছেন, তাদের সকলের প্রতিও আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক।

যথাযথ সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন পূর্বক আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. এ.আর.এম আলী হায়দার, সুপার নিউমারারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর প্রতি। কর্মব্যস্ততা ও শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি আমার গবেষণা কর্মের জন্য তাঁর মূল্যবান সময় দিয়েছেন এবং অসামান্য ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করেছেন। তাঁর নিরন্তন উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানের ফলেই আমার গবেষণা কর্মটি আল্লাহর রহমতে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে এবং তাঁর মূল্যবান পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনার ফলে অভিসন্দর্ভটি মানসম্মত হয়েছে। আমার এ গবেষণাকর্মের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে এবং এর অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে বিন্যস্তকরণ আর এর অবয়ব ও ভাব সৌন্দর্য বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে তাঁর নিরলস আন্তরিক সাহায্য-সহযোগিতায়। তাঁর স্বভাবসুলভ স্নেহের শাসন ও কোমল আচরণ আমার গবেষণার কাজকে আরো ত্বরান্বিত করতে সহায়তা করেছে। এজন্য আমি তাঁর প্রতি চিরকৃতজ্ঞ ও ঋণী। তাঁর ঋণ আমি কোনদিনও পরিশোধ করতে পারব না। সেই সাথে আমি তাঁর শারীরিক সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি। আরো কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সম্মানিত চেয়ারম্যান সাহেব ও অন্যান্য সব শিক্ষকগণের প্রতি। তাদের সকলের সঠিক দিক-নির্দেশনা ও ভুল-ত্রুটি সংশোধন করে দেওয়ায় অভিসন্দর্ভটি রচনায় অনেক সহায়ক হয়েছে।

এ সময়ে আমি গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে স্মরণ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় আব্বাজান মরহুম ইঞ্জিনিয়ার হাজী মো. মোখলেছুর রহমানকে। যিনি আমাকে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণে নিয়োজিত করেছেন এবং ইসলামী শিক্ষা গ্রহণে অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ দিয়েছেন। যিনি আজকে বেঁচে থাকলে এবং এই অভিসন্দর্ভটি দেখলে সবচেয়ে বেশি খুশি হতেন। আরো স্মরণ করছি আমার মামা মরহুম হাজী মো. মতিউর রহমানকে, যিনি শিক্ষা গ্রহণে আমাকে খুব বেশি উৎসাহ দিতেন। আরো স্মরণ করছি আমার শ্রদ্ধেয়া নানীজান আফরোজা খাতুনকে, যার দোয়া ও উৎসাহ আমার জ্ঞান অর্জনকে ত্বরান্বিত করেছে। আরো স্মরণ করছি আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু মরহুম অন্ধ হাফেজ আব্দুল বাতেনকে, যিনি আমাকে লেখালেখি করার জন্য খুব তাকিদ ও উৎসাহ দিতেন। শ্রদ্ধেয় শ্বশুর মো. আব্দুল হাকিম খান কিছুদিন আগে ইন্তিকাল করেছেন। তিনিও এ কাজে খুব বেশি উৎসাহ দিতেন। আল্লাহ তাদের সবাইকে জান্নাতুল ফিরদাউস নসিব করুন; যাদের আদর-স্নেহ, দোয়া, উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় শিক্ষার পথে এতটুকু অগ্রসর হতে পেরেছি।

আমি আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার পরম শ্রদ্ধেয়া আম্মাজান আনোয়ারা বেগমকে, যার ত্যাগ, শ্রম ও দোয়া আমার জ্ঞানার্জনের পথকে সহজ করে দিয়েছে। আমি আরো কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার বড় ভাই মো. ইব্রাহিম ভাইকে, যার বই-পুস্তক অভিসন্দর্ভ রচনায় অনেক সহায়ক হয়েছে। আরো কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার জীবনসঙ্গিনী সাঈদা সিদ্দিকা, ছোট ভাই মো. আরীফুল হক ও মো. মফিজুর রহমান এবং আমার বড় ছেলে মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন, মেঝো ছেলে মো. খালেদ সাইফুল্লাহ ও ছোট ছেলে মো. আসাদুল্লাহ আল গালিবকে, আমার গবেষণা কর্ম সম্পন্ন করার পেছনে এদের অবদান সবচেয়ে বেশি। আমার গবেষণাকর্মের স্বার্থে, তাঁরা বড় ধরনের ত্যাগ স্বীকার করেছেন। এজন্য আমি আন্তরিকভাবে তাদের জীবনের সুখ-শান্তি ও অগ্রগতি কামনা করছি।

Dhaka University Institutional Repository

আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের পিএইচ.ডি গবেষক মো. মজিবুর রহমান ভাইকে, আমার অভিসন্দর্ভের বিষয়টির শিরোনাম তিনিই নির্বাচন করে দিয়েছিলেন। আমি আরো আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি ড. মো. আলমগীর ভাইকে। তাঁর আন্তরিক উৎসাহ, অনুপ্রেরণা, সুচিন্তিত অভিমত ও মূল্যবান পরামর্শ আমার গবেষণাকর্মকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে। বিভিন্ন পর্যায়ে তার অকৃত্রিম স্নেহপূর্ণ সাহায্য-সহযোগিতা আমার গবেষণাকর্মকে আরো সহজ-সাবলীল ও ত্বরান্বিত করেছে। এজন্য আমি তাঁর কাছে চিরঋণী এবং তাঁর প্রতি রইল আমার অকৃত্রিম আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। আরো কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি ডা. নূর হোসেন ও সাজ্জাদ ভাইকে, যারা আমার গবেষণাকর্মের তথ্য-উপাত্তের উৎসের সন্ধান দান এবং তা সহজভাবে সংগ্রহের ক্ষেত্রে নির্দেশনা প্রদানে তাঁদের আন্তরিকতার কোন কমতি ছিলনা। আরো কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি ড. মঞ্জুরুল ইসলাম ভাইকে, যিনি অভিসন্দর্ভ রচনায় উৎসাহ দিয়েছেন। আমার ছোট বেলার শিক্ষক, হোমনা ডিগ্রী কলেজের প্রভাষক মো. ফেরদৌস সাহেব আমাকে অভিসন্দর্ভ রচনায় উৎসাহ দিয়েছেন।

আমার অভিসন্দর্ভ রচনায় আমি বিভিন্ন বিষয়ের ওপর লিখিত দেশি-বিদেশি লেখকের রচনার সাহায্য নিয়েছি। এজন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থে আমি যথাস্থানে ‘পাদটীকা’ উদ্ধৃতিতে সেসব লেখকের নাম ও তাদের গ্রন্থ বা প্রবন্ধের নাম উল্লেখ করেছি। তবুও এখানে আরেকবার ঐসব লেখকের কাছে আমি আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। পরিশেষে আমার এ অভিসন্দর্ভটি রচনার কাজে যেসব প্রতিষ্ঠান ও সুধীজন আমাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি রইল আমার ভালবাসা ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

আধুনিক বাংলা বানানের নিয়ম অনুসরণ

অভিসন্দর্ভ রচনায় আমি ‘বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান’-এর সহায়তা নিয়ে আধুনিক বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম অনুসরণ করার চেষ্টা করেছি। আরবি শব্দের বানান বাংলা একাডেমি অনুসরণ করে ইমান, ইদ, ইসলামি, আরবি, নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত, সওয়াব, সদকা, দোয়া, ফেরেশতা, তওবা, গুনাহ প্রভৃতি শব্দ লেখা হয়েছে। তবে অল্প কয়েকটি শব্দ ব্যতিক্রম করা হয়েছে । সুরাকে সূরা, আবুকে আবূ, ধর্মের আর আরবি প্রতিশব্দ দ্বীন, রাসূলুল্লাহ (স.)-প্রিয়তমা স্ত্রী আয়েশা (রা.)-এর নাম আয়িশা (রা.), সুরা আলে ইমরানকে, সূরা আলি ইমরান, লেখা হয়েছে। আর লেখকের নাম, কিতাবের নাম, অধ্যায়ের ও অনুচ্ছেদের নাম বা আরবি ইবারত বাংলায় লেখতে গিয়ে কিছু ব্যতিক্রম করা হয়েছে ।

মো. মাহবুবুর রহমান
পি এইচ.ডি গবেষক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ সংকেত

স. = সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
আ. = আলাইহিস সালাম
রা. = রাদিয়াল্লাহু আনহু
র./রহ. = রহমাতুল্লাহি আলাইহি
ইং = ইংরেজি
বা./বাং = বাংলা
হি. = হিজরি
খ্রি. = খ্রিস্টাব্দ
বি.দ্র. = বিস্তারিত/ বিশেষ দ্রষ্টব্য
ড. = ডক্টর
খ. = খণ্ড
পৃ. = পৃষ্ঠা
অনু. = অনুবাদ
অনূ. = অনূদিত
ইফাবা = ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
জ. = জন্ম
মৃ. = মৃত্যু
P. = Page
Op.cit = Operae-citrae
Ed. = Edition/Editor/Edited
JASB = Journal of Asiatic Society of Bangal.
Ibid = (Ibidem) in the same palace; from the same source.

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

১.অঙ্গীকারনামা...i

২. প্রত্যয়নপত্র... ii

৩. কৃতজ্ঞতা স্বীকার... iii-iv

৪. শব্দ সংকেত..v

৫. সূচিপত্র..vi-x

৬. ভূমিকা...xi-xii

প্রথম অধ্যায় : ইসলামের আলোকে আদর্শ সমাজ ১-১২

প্রথম পরিচ্ছেদ : সমাজের পরিচয়.. ২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ইসলামের আলোকে আদর্শ সমাজের পরিচয়.........................৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ (স.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আদর্শ সমাজের মডেল ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত.................৪

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : ইসলামে আদর্শ সমাজের স্বরূপ ও প্রকৃতি.............................৫

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : ইসলামের আলোকে আদর্শ সমাজের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য.................৬-৭

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : ইসলামে আদর্শ সমাজের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা.........................৮-১২

দ্বিতীয় অধ্যায় : আখিরাতে বিশ্বাসের পরিচিতি ও মানব জীবনে এর প্রভাব..................১৩-৫০

প্রথম পরিচ্ছেদ : আখিরাতের পরিচয়...১৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : আখিরাতের প্রয়োজনীয়তা..২১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : আখিরাতের জীবন..২২

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : আখিরাত সম্পর্কে প্রধান ধর্মমত..২৩

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : আখিরাতের সত্যতার পক্ষে যুক্তি ও প্রমাণ...............................৩০

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : দুনিয়াতেই মরার পর পুনরায় জীবিত করার দৃষ্টান্ত..........................৩৩

সপ্তম পরিচ্ছেদ : আখিরাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব..৩৬

অষ্টম পরিচ্ছেদ : আখিরাতে বিশ্বাস না করার ক্ষতিসমূহ.................................৩৮

নবম পরিচ্ছেদ : মানব জীবনে আখিরাতে বিশ্বাসের প্রভাব................................৪২

দশম পরিচ্ছেদ : আখিরাতে বিশ্বাস মানুষের মনে বদ্ধমূল করার উপায়.........................৪৪

তৃতীয় অধ্যায় : আখিরাতের বিবরণ...৫১-৮৭

প্রথম পরিচ্ছেদ : আখিরাতের সূচনা মৃত্যু...৫২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : আখিরাতের প্রথম ঘাঁটি কবর ও আলমে বারযাখ..........................৫৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : কিয়ামতের বিবরণ...৬৪

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : হাশরের দৃশ্য...৬৮

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : জান্নাতের বর্ণনা..৭৩

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : জাহান্নামের বিবরণ..৭৮

চতুর্থ অধ্যায় : আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে আখিরাতে বিশ্বাস.................................৮৮

প্রথম পরিচ্ছেদ : ব্যক্তি চরিত্র গঠন.. ....৮৯-১০৪

চরিত্রের পরিচয়...৮৯

Dhaka University Institutional Repository

আখলাক বা চরিত্রের প্রকারভেদ..৮৯
সচ্চরিত্র গঠনে আখিরাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব..৯০
ব্যক্তি চরিত্র গঠনে আখিরাতে বিশ্বাস...৯১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : আদর্শ পরিবার গঠন..১০৫-১১৮
পরিবারের শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ..১০৫
পরিবারের প্রকারভেদ...১০৫
পরিবারের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ..১০৬
পরিবার প্রথা উচ্ছেদের বিরূপ প্রভাব ও ক্ষতিসমূহ...১০৭
আদর্শ পরিবার গঠনে আখিরাতে বিশ্বাস.. ১০৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : আদর্শ সমাজ গঠন...১১৯-১৪০
আদর্শ সমাজের পরিচয়..১১৯
আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠায় আখিরাতে বিশ্বাস...১১৯

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : আদর্শ রাষ্ট্র গঠন..১৪১-১৫৮
রাষ্ট্রের সংজ্ঞা...১৪১
ইসলামে আদর্শ রাষ্ট্রের সংজ্ঞা...১৪১
ইসলামে আদর্শ রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য...১৪২
আদর্শ রাষ্ট্রের মডেল ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত...১৪৩
আদর্শ ও জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের অভাবে সামাজিক প্রভাব ও ক্ষতিসমূহ.....................১৪৩
আদর্শ ও জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের অভাবে রাজনৈতিক প্রভাব ও ক্ষতিসমূহ...................১৪৩
আদর্শ ও জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের অভাবে অর্থনৈতিক প্রভাব ও ক্ষতিসমূহ....................১৪৪
আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় আখিরাতে বিশ্বাস..১৪৫

পঞ্চম অধ্যায় : অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে আখিরাতে বিশ্বাস..........................১৫৯-১৮১
প্রথম পরিচ্ছেদ : দারিদ্র্য সমস্যা...১৬০
দারিদ্র্যের সংজ্ঞা...১৬০
সমাজতত্ত্ববিদ এবং অর্থনীতিবিদদের মতে দারিদ্র্যের সংজ্ঞা.......................................১৬০
দারিদ্র্যের ইসলামি সংজ্ঞা..১৬১
চরম দরিদ্র ও সাধারণ দরিদ্র...১৬২
দারিদ্র্য সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি...১৬৩
দারিদ্র্যের প্রভাব ও ক্ষতিসমূহ...১৬৫
দারিদ্র্য বিমোচনে আখিরাতে বিশ্বাস..১৬৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : সুদ সমস্যা..১৮২-২০২
সুদের শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ...১৮২
সুদের প্রকারভেদ...১৮৪
সুদের বিধান...১৮৪
ব্যবসা ও সুদের মধ্যে পার্থক্য...১৮৫
সুদের বিরূপ প্রভাব ও ক্ষতিসমূহ..১৮৬
ক. ব্যক্তিগত জীবনে সুদের বিরূপ প্রভাব ও ক্ষতিসমূহ..১৮৭
খ. সামাজিক জীবনে সুদের প্রভাব ও ক্ষতিসমূহ...১৮৭

Dhaka University Institutional Repository

গ. সুদের অর্থনৈতিক বিরূপ প্রভাব ও ক্ষতিসমূহ..১৮৮
ঘ. সুদের রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক বিরূপ প্রভাব এবং ক্ষতিসমূহ..১৯১
সুদ প্রতিরোধে আখিরাতে বিশ্বাস...১৯২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : দুর্নীতি..২০৩-২২৩
দুর্নীতির পরিচয়...২০৩
দুর্নীতির শ্রেণি বিভাগ..২০৪
ব্যক্তি জীবনে দুর্নীতির প্রভাব ও ক্ষতিসমূহ...২০৫
সামাজিক জীবনে দুর্নীতির প্রভাব ও ক্ষতিসমূহ..২০৫
অর্থনৈতিক দুর্নীতির প্রভাব ও ক্ষতিসমূহ...২০৬
দুর্নীতি মুক্ত সমাজ গঠনে আখিরাতে বিশ্বাস..২০৬

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : শ্রম সমস্যা..২২৪-২৩৭
শ্রমের সংজ্ঞা...২২৪
শ্রমের প্রকার ভেদ...২২৪
ইসলামে শ্রমের প্রকারভেদ...২২৫
শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আখিরাতে বিশ্বাস..২২৫
শ্রমিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সচেতনতা সৃষ্টিতে আখিরাতে বিশ্বাস...............................২৩৩

ষষ্ঠ অধ্যায় : সামাজিক সমস্যা সমাধানে আখিরাতে বিশ্বাস................................২৩৮-২৫১
প্রথম পরিচ্ছেদ : জ্ঞানার্জন ও শিক্ষা বিস্তার...২৩৯
শিক্ষার পরিচয়...২৩৯
ইসলামি শিক্ষার পরিচয়..২৪০
ইসলামি শিক্ষার প্রকারভেদ..২৪০
ইসলামি শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা...২৪১
জ্ঞানার্জন ও শিক্ষা বিস্তারে আখিরাতে বিশ্বাস...২৪৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : অপরাধ...২৫২-২৬৪
অপরাধের সংজ্ঞা..২৫২
অপরাধের কারণ সমূহের বিকাশ...২৫৩
অপরাধ উৎপত্তির কারণ..২৫৪
অপরাধ প্রতিরোধে আখিরাতে বিশ্বাস..২৫৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা...২৬৫-২৭৯
ন্যায় বিচারের পরিচয়...২৬৫
সমাজে ন্যায়বিচার না থাকার প্রভাব ও ক্ষতিসমূহ..২৬৬
ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় আখিরাতে বিশ্বাস..২৬৭

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : নারী নির্যাতন...২৮০-২৯৮
নারী নির্যাতনের পরিচয়..২৮০
নারী নির্যাতনের প্রভাব ও ক্ষতিসমূহ...২৮১
নারী নির্যাতনের পারিবারিক বিরূপ প্রভাব ও ক্ষতিসমূহ...২৮১
নারী নির্যাতনের সামাজিক ক্ষতিসমূহ...২৮২

Dhaka University Institutional Repository

নারী নির্যাতন প্রতিরোধে আখিরাতে বিশ্বাস...২৮৩
পঞ্চম পরিচ্ছেদ : ব্যভিচার...২৯৯-৩১৩
ব্যভিচারের সংজ্ঞা...২৯৯
ব্যভিচার, ধর্ষণ ও সমকামিতার মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া রোগসমূহ...২৯৯
জিনা-ব্যভিচার প্রতিরোধে আখিরাতে বিশ্বাস...৩০৩

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : বিবাহবিচ্ছেদ...৩১৪-৩২৯
বিবাহ-বিচ্ছেদ বলতে কি বুঝায়?...৩১৪
সমাজ জীবনে বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রভাব ও ক্ষতিসমূহ...৩১৪
বিবাহ-বিচ্ছেদের কারণ...৩১৫
বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রতিরোধে আখিরাতে বিশ্বাস...৩১৭

সপ্তম পরিচ্ছেদ : আত্মহত্যা... ৩৩০-৩৪৫
আত্মহত্যার পরিচয়...৩৩০
বিশ্বে আত্মহত্যার পরিসংখ্যান... ....৩৩০
আত্মহত্যার কারণ...৩৩০
আত্মহত্যার ক্ষতিসমূহ...৩৩১
আত্মহত্যা প্রতিরোধে আখিরাতে বিশ্বাস...৩৩২

অষ্টম পরিচ্ছেদ : হত্যাকাণ্ড...৩৪৬-৩৬০
হত্যার পরিচয়... **৩৪৬**
হত্যার প্রকারভেদ...**৩৪৬**
হত্যাকাণ্ডের প্রভাব ও ক্ষতিসমূহ...৩৪৭
পৃথিবীতে প্রথম হত্যাকাণ্ড...৩৪৮
হত্যাকাণ্ড প্রতিরোধে আখিরাতে বিশ্বাস...৩৪৯

নবম পরিচ্ছেদ : মাদকদ্রব্য ও মাদকাসক্ত সমস্যা...৩৬১-৩৭৪
মাদক ও মাদকাসক্তির পরিচয়...৩৬১
মাদকাসক্তির বৈশিষ্ট্যাবলি...৩৬৩
মাদকাসক্ত ব্যক্তির লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য...৩৬৩
মাদকদ্রব্যের শ্রেণিবিভাগ...৩৬৪
কয়েকটি মাদকদ্রব্যের পরিচিতি...৩৬৫
মাদকদ্রব্যের ক্ষতিসমূহ...৩৬৬
মাদকদ্রব্য ব্যবহারে শরীরে যে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া...৩৬৬
কিয়ামতের পূর্বে মাদকের ব্যাপক প্রসার ঘটবে...৩৬৭
মাদকাসক্ত প্রতিরোধে আখিরাতে বিশ্বাস...৩৬৭

দশম পরিচ্ছেদ : ধূমপান প্রতিরোধ...৩৭৫-৩৮৪
ধূমপানের সূচনা... ৩৭০
ধূমপানের ক্ষতিসমূহ... ৩৭৫
পরোক্ষ ধূমপান কী?...৩৭৬
তামাকের ধোঁয়ায় কী থাকে?...৩৭৭
পরোক্ষ ধূমপায়ীর কী ক্ষতি হয়?...৩৭৭
ধূমপান প্রতিরোধে আখিরাতে বিশ্বাস...৩৭৯

Dhaka University Institutional Repository

একাদশ পরিচ্ছেদ : ভেজাল প্রতিরোধ..৩৮৫-৩৯৩
ভেজালের পরিচয়... **৩৮৫**
ভেজাল পণ্যসামগ্রীর ক্ষতিসমূহ.. **৩৮৫**
ভেজাল প্রতিরোধে আখিরাতে বিশ্বাস...৩৮৬

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ : মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা...৩৯৪-৪১২
মানবাধিকারের সংজ্ঞা..৩৯৪
মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও মানবাধিকার আইন...৩৯৪
মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় নবী-রাসূলগণ...
মুহাম্মদ (স.) সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানবাধিকার প্রতিষ্ঠাতা...
বর্তমান বিশ্বে জাতিসংঘ ও মানবাধিকার..৩৯৫
মানবাধিকার লংঘনের কারণ..৩৯৬
মানবাধিকার লংঘনের বিরূপ প্রভাব ও ক্ষতিসমূহ...৩৯৭
মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় আখিরাতে বিশ্বাস...৩৯৮

উপসংহার...৪১২-৪১৬
গ্রন্থপঞ্জি...৪১৭-৪২৫

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

মানুষ সামাজিক জীব। মানুষ স্বভাবগতভাবেই কাম, ক্রোধ, লোভ ও মোহের অধিকারী। পার্থিব সম্পদ, খ্যাতি, যশ, ক্ষমতা ইত্যাদির আকাঙ্ক্ষা ও লিপ্সা তার সহজাত প্রবৃত্তি। লোভ-লালসার মোহে পড়ে মানুষ হিংসা-বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, নিষ্ঠুরতা, হত্যা, লুণ্ঠন ইত্যাদিতে জড়িয়ে পড়ে। এসব অনাচার-পাপাচার সমাজে নানাবিধ বিপর্যয় সৃষ্টি করে। ফলে মানব সমাজে নেমে আসে বিভিন্ন অঘটন ও ধ্বংসলীলা। মানুষকে অপকর্ম থেকে বিরত রাখার জন্য দেশে আইন রয়েছে; রয়েছে কঠোর শাস্তির বিধান। অন্যায় কর্মে লিপ্ত না হওয়ার জন্য চলছে বিভিন্ন প্রচার-প্রপাগাণ্ডা ও আদেশ-নিষেধ। তবুও বর্তমান সমাজে অপরাধ প্রবণতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। যা সামাজিক শান্তি-শৃংখলাকে ভূলুণ্ঠিত করছে। ধর্মীয় মূল্যবোধ, সামাজিক শিক্ষা-দীক্ষা, রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন মানুষকে বিচ্যুতির হাত থেকে রক্ষা করতে পারছে না। পুলিশ অপরাধী ধরছে। বিচার বিভাগ অপরাধীকে শাস্তি দিচ্ছে। অপরাধী সাজা ভোগ করছে। মানুষ তা অবলোকন করছে। তবুও মানুষ অপরাধ করেই চলেছে। অনেক ক্ষেত্রে অপরাধী মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে বা ছল-চাতুরী করে অর্থের বিনিময়ে সাজা থেকে মুক্তি পেয়ে যাচ্ছে। এই অপরাধী পরে আরো মারাত্মক অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে।

মানুষ যদি আল্লাহ তা'আলাকে বিশ্বাস করত এবং আখিরাতে বিশ্বাসী হত, প্রগাঢ়ভাবে বিশ্বাস করত যে, কৃতকর্মের জন্য আখিরাতে আল্লাহ তা'আলার নিকট তাকে জবাবদিহি করতে হবে। সৎকর্মের জন্য আখিরাতে অনন্ত কালের জন্য পুরস্কারস্বরূপ জান্নাত এবং মন্দকর্মের জন্য জাহান্নামে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। সে শাস্তি থেকে ছল-চাতুরী করে বাঁচার কোন উপায় নেই। তাহলে অপরাধ প্রবণতা সমাজ থেকে অনেক কমে যেত। একমাত্র আখিরাতে বিশ্বাসই পারে মানুষকে যাবতীয় অপকর্ম থেকে রক্ষা করতে। আখিরাতের বিশ্বাস মানুষকে সৎকর্মশীল হতে এবং অপকর্ম থেকে দূরে রাখতে সাহায্য করে। এই বিশ্বাস মানুষের নৈতিক চরিত্রের গুণাবলি বিকশিত করে সমাজের মানুষগুলোকে ভাল মানুষ হতে উৎসাহিত করে। আখিরাতে বিশ্বাস সমাজের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে। তাতে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক এমনকি রাষ্ট্রীয় পর্যায় পর্যন্ত সকল স্তরের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে। এভাবে আখিরাতে বিশ্বাস সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা, সম্প্রীতি-ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে এবং সমাজের উন্নতি-অগ্রগতি সাধন করে আদর্শ সমাজ গড়ে তোলে।

বিশ্বে সংখ্যার দিক দিয়ে দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম জাতি। কিন্তু ইমানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আখিরাতের প্রতি তাদের বিশ্বাস অত্যন্ত ক্ষীণ ও দুর্বল। যার কারণে মুসলিম সমাজে আজ সবচেয়ে বেশি অধঃপতিত এবং লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও অপমান তাদের নিত্যসঙ্গী। অথচ আখিরাতে বিশ্বাসই পারে তাদেরকে অধঃপতনের অতল গহ্বর থেকে তুলে সম্মানের আসনে সমাসীন করতে। আখিরাতে বিশ্বাস তাদেরকে উপহার দিতে পারে একটি সুন্দর ও আদর্শ সমাজ। যে সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মুহাম্মাদ (স.) মদিনায়। এ বিষয়ে উচ্চ পর্যায়ে গবেষণার যৌক্তিকতা বিচার করে আমি “আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে আখিরাতে বিশ্বাস : একটি পর্যালোচনা” শিরোনামে একটি অভিসন্দর্ভ প্রণয়ন করি। এ অভিসন্দর্ভটি বিশ্বের মানুষের জন্য আখিরাতে বিশ্বাস ও আদর্শ সমাজ এবং আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে আখিরাতে বিশ্বাসের ভূমিকা সম্পর্কে একটি কল্যাণকর ধারণা উপস্থাপন করবে বলে আমি আশাবাদী। এ অভিসন্দর্ভটির মূল উদ্দেশ্য হলো ইসলামের আদর্শ সমাজের ধারণা উপস্থাপন করা এবং তা সমাজে বাস্তবায়নের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন করে দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা অর্জন করা। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সেই শক্তি ও ক্ষমতা দান করুন। আমীন!

আমি প্রস্তাবিত গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে উপস্থাপনের জন্য আলোচ্য বিষয়টিকে ছয়টি অধ্যায়ে এবং প্রতিটি অধ্যায়কে কয়েকটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করে গবেষণার বিষয়বস্তু আলোচনা করেছি। প্রথম অধ্যায়ের নাম হলো ইসলামের আলোকে আদর্শ সমাজ। এই অধ্যায়ে সমাজের পরিচয়, ইসলামের আলোকে আদর্শ সমাজের পরিচয়, ইসলামে আদর্শ সমাজের স্বরূপ ও প্রকৃতি, ইসলামের আলোকে আদর্শ সমাজের লক্ষ্য-

উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য, রাসূলুল্লাহ (স.) প্রতিষ্ঠিত আদর্শ সমাজের মডেল, ইসলামে আদর্শ সমাজের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আখিরাতে বিশ্বাসের পরিচিতি, আখিরাতের পরিচয়, আখিরাতের প্রয়োজনীয়তা, আখিরাতের জীবন, আখিরাত সম্পর্কে প্রধান ধর্মমত, আখিরাতের সত্যতার পক্ষে যুক্তি ও প্রমাণ, দুনিয়াতেই মরার পর পুনরায় জীবিত করার দৃষ্টান্ত, আখিরাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব, আখিরাতে বিশ্বাস না করার ক্ষতিসমূহ, মানব জীবনে আখিরাতে বিশ্বাসের প্রভাব, আখিরাতে বিশ্বাস মানুষের মনে বদ্ধমূল করার উপায়সমূহ বর্ণনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে আখিরাতের বিবরণ যেমন : মৃত্যু, কবর, কিয়ামত, হাশর, জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ের নামকরণ করা হয়েছে আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে আখিরাতে বিশ্বাস। এই অধ্যায়ে ব্যক্তি চরিত্র গঠন, আদর্শ পরিবার গঠন, আদর্শ সমাজ গঠন, আদর্শ রাষ্ট্র গঠন করার উপায়সমূহ বর্ণনা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে আখিরাতে বিশ্বাস, দারিদ্র্য সমস্যা, সুদ সমস্যা, দুর্নীতি, শ্রম সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায় হলো সামাজিক সমস্যা সমাধানে আখিরাতে বিশ্বাস। এই অধ্যায়ে জ্ঞানার্জন ও শিক্ষা বিস্তার, অপরাধ, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, নারী নির্যাতন, ব্যভিচার, বিবাহবিচ্ছেদ, আত্মহত্যা, হত্যাকাণ্ড, মাদকদ্রব্য ও মাদকাসক্ত সমস্যা, ধূমপান প্রতিরোধ, ভেজাল প্রতিরোধ, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

উক্ত প্রতিটি বিষয়ে প্রধানত চারটি বিষয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে : ১. সমস্যার সংজ্ঞা বা পরিচয়, স্বরূপ ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ। ২. উক্ত বিষয়ের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অথবা উক্ত সমস্যার প্রভাব ও ক্ষতিসমূহ। ৩. উক্ত সমস্যা সমাধানে আখিরাতে বিশ্বাস ৪. সুপারিশমালা বা প্রস্তাব এবং উপসংহার বা মন্তব্য দেওয়া হয়েছে। অধ্যায়সমূহের আলোচনা শেষে গবেষণার সার-সংক্ষেপের ওপর একটি উপসংহার এবং পরিশেষে গ্রন্থপঞ্জি সংযোজন করা হয়েছে। এই অভিসন্দর্ভে স্বীকৃত গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এর তথ্য-উপাত্ত যতটা সম্ভব মূল গ্রন্থসমূহ থেকে সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলার অশেষ মেহেরবানিতে আলোচ্য বিষয়টি নিয়ে একটি সুন্দর অভিসন্দর্ভ রচনা করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আমার গবেষণাটি একবিংশ শতাব্দীর ভয়াবহ সামাজিক সমস্যার সমাধানে জ্ঞানের জগতে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে। এর দ্বারা পাঠক, গবেষকসহ সকল শ্রেণির মানুষ অত্যন্ত উপকৃত হবেন। ইনশা-আল্লাহ! মানব কল্যাণে এই গবেষণা কর্মকে আল্লাহ তা'আলা কবুল করুন।

আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে আখিরাতে বিশ্বাসঃ একটি পর্যালোচনা

ABSTRACT/ সারসংক্ষেপ

মানব জীবনে আকিদা-বিশ্বাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ আকিদা-বিশ্বাস অনুযায়ী তার জীবন পরিচালনা করে। আকিদা-বিশ্বাস ভাল হলে মানুষ সৎপথে পরিচালিত হয়। আর আকিদা-বিশ্বাস খারাপ হলে জীবন ধ্বংস হয়। আমরা মুসলমান। আমাদের আকিদা-বিশ্বাস ইমান। ইমানের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আখিরাতে বিশ্বাস। এজন্যই কুরআন ও হাদিসে বহু জায়গায় আল্লাহর সাথেই আখিরাতের কথা উল্লেখ রয়েছে এবং আল্লাহকে ভয় করার সাথে সাথে কিয়ামতের ভয়াবহ দিনকে তথা আখিরাতকে ভয় করার আদেশ দেয়া হয়েছে। আখিরাত হলো মৃত্যুর পরবর্তী অনন্তকালীন ও চিরস্থায়ী জীবন। অনেক মানুষ আল্লাহ তা'আলাকে বিশ্বাস করলেও আখিরাত সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষের রয়েছে, অজ্ঞতা, সন্দেহ, সংশয় ও অবিশ্বাস। এমনকি বর্তমানে মুসলমানদের আখিরাতে বিশ্বাসও অত্যন্ত দুর্বল ও ক্ষীণ। যার কারণে আখিরাতে বিশ্বাস মুসলমানদের জীবনে তেমন কোন প্রভাব ফেলছে না। অথচ কুরআন ও হাদিসে আখিরাতে বিশ্বাসকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আমাদের আখিরাতে বিশ্বাস শক্তিশালী হলে আমাদের জীবন হতো আখিরাত কেন্দ্রিক। আখিরাত কেন্দ্রিক জীবন হলো পাপাচার মুক্ত ও সাফল্যময় জীবন। এ জীবনই আল্লাহ তা'আলা চান।

মানুষ যদি আল্লাহ তা'আলাকে বিশ্বাস করত এবং আখিরাতে বিশ্বাসী হত, প্রগাঢ়ভাবে বিশ্বাস করত যে, কৃতকর্মের জন্য আখিরাতে আল্লাহ তা'আলার নিকট তাকে জবাবদিহি করতে হবে। সৎকর্মের জন্য আখিরাতে অনন্ত কালের জন্য পুরস্কারস্বরূপ জান্নাত এবং মন্দকর্মের জন্য জাহান্নামে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। সে শাস্তি থেকে ছল-চাতুরী করে বাঁচার কোন উপায় নেই। তাহলে অপরাধ প্রবণতা সমাজ থেকে অনেক কমে যেত। একমাত্র আখিরাতে বিশ্বাসই পারে মানুষকে যাবতীয় অপকর্ম থেকে রক্ষা করতে। আখিরাতের বিশ্বাস মানুষকে সৎকর্মশীল হতে এবং অপকর্ম থেকে দূরে রাখতে সাহায্য করে। এই বিশ্বাস মানুষের নৈতিক চরিত্রের গুণাবলি বিকশিত করে সমাজের মানুষগুলোকে ভাল মানুষ হতে উৎসাহিত করে। আখিরাতে বিশ্বাস সমাজের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে। তাতে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক এমনকি রাষ্ট্রীয় পর্যায় পর্যন্ত সকল স্তরের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে। এভাবে আখিরাতে বিশ্বাস সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা, সম্প্রীতি-ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে এবং সমাজের উন্নতি-অগ্রগতি সাধন করে আদর্শ সমাজ গড়ে তোলে।

বিশ্বে সংখ্যার দিক দিয়ে দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম জাতি। কিন্তু ইমানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আখিরাতের প্রতি তাদের বিশ্বাস অত্যন্ত ক্ষীণ ও দুর্বল। যার কারণে মুসলিম সমাজে আজ সবচেয়ে বেশি অধঃপতিত এবং লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও অপমান তাদের নিত্যসঙ্গী। অথচ আখিরাতে বিশ্বাসই পারে তাদেরকে অধঃপতনের অতল গহ্বর থেকে তুলে সম্মানের আসনে সমাসীন করতে। আখিরাতে বিশ্বাস তাদেরকে উপহার দিতে পারে একটি সুন্দর ও আদর্শ সমাজ। যে সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মুহাম্মাদ (স.) মদিনায়।

এ বিষয়ে উচ্চ পর্যায়ে গবেষণার যৌক্তিকতা বিচার করে আমি "আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে আখিরাতে বিশ্বাস : একটি পর্যালোচনা" শিরোনামে একটি অভিসন্দর্ভ প্রণয়ন করি। এ অভিসন্দর্ভটি বিশ্বের মানুষের জন্য আখিরাতে বিশ্বাস ও

আদর্শ সমাজ এবং আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে আখিরাতে বিশ্বাসের ভূমিকা সম্পর্কে একটি কল্যাণকর ধারণা উপস্থাপন করবে বলে আমি আশাবাদী। এ অভিসন্দর্ভটির মূল উদ্দেশ্য হলো ইসলামের আদর্শ সমাজের ধারণা উপস্থাপন করা এবং তা সমাজে বাস্তবায়নের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন করে দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা অর্জন করা। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সেই শক্তি ও ক্ষমতা দান করুন। আমীন!

আমি প্রস্তাবিত গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে উপস্থাপনের জন্য আলোচ্য বিষয়টিকে ছয়টি অধ্যায়ে এবং প্রতিটি অধ্যায়কে কয়েকটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করে গবেষণার বিষয়বস্তু আলোচনা করেছি। উক্ত প্রতিটি বিষয়ে প্রধানত চারটি বিষয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে : ১. সমস্যার সংজ্ঞা বা পরিচয়, স্বরূপ ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ। ২. উক্ত বিষয়ের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অথবা উক্ত সমস্যার প্রভাব ও ক্ষতিসমূহ। ৩. উক্ত সমস্যা সমাধানে আখিরাতে বিশ্বাস ৪. সুপারিশমালা বা প্রস্তাব এবং উপসংহার বা মন্তব্য দেওয়া হয়েছে। অধ্যায়সমূহের আলোচনা শেষে গবেষণার সার-সংক্ষেপের ওপর একটি উপসংহার এবং পরিশেষে গ্রন্থপঞ্জি সংযোজন করা হয়েছে। এই অভিসন্দর্ভে স্বীকৃত গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এর তথ্য-উপাত্ত যতটা সম্ভব মূল গ্রন্থসমূহ থেকে সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়েছে।

এই আখিরাতে বিশ্বাস আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। আর আদর্শ সমাজ দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতের মুক্তি নিশ্চিত করে। আদর্শ সমাজেই মানুষ সুখে-শান্তিতে, নিরাপদে ও নিশ্চিন্তে বাস করতে পারে। এই আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে সবাইকে এগিয়ে আসা অত্যন্ত প্রয়োজন। এই ক্ষেত্রে আখিরাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব সর্বাধিক। এজন্যই আমরা এই অভিসন্দর্ভের শুরুতেই আদর্শ সমাজের পরিচয়, আদর্শ সমাজের স্বরূপ-প্রকৃতি, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছি।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে আখিরাত সম্পর্কে মানুষের অজ্ঞতা দূর করে আখিরাত সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। দুনিয়ার জীবনই একমাত্র জীবন নয়। দুনিয়ার জীবনের পরেই আছে আখিরাতের জীবন। দুনিয়ার জীবন হলো ক্ষণকালের জীবন আর আখিরাত হলো অনন্তকালের জীবন। দুনিয়ার জীবন হলো পরীক্ষার স্থান আর আখিরাত হলো ফলাফল ভোগের প্রকৃত স্থান। একজন ইমানদারের বিশ্বাস হলো এটাই।

চতুর্থ অধ্যায়ে ব্যক্তি চরিত্র গঠনে আখিরাতে বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। মূলত যারা দুনিয়ার জীবনকেই একমাত্র জীবন মনে করে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি খুবই সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। আর যারা আখিরাতে বিশ্বাসী তাদের দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত সুদূর প্রসারী এবং অনেক ব্যাপক। যে ব্যক্তি আখিরাতে বিশ্বাসী, সে আল্লাহ তা'আলার নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে আল্লাহ তা'আলার সার্বভৌমত্ব ও কর্তৃত্ব মেনে নেয়। সে ব্যক্তি একটি ক্ষুদ্র কাজও আল্লাহ তা'অলার বিধানের বাইরে করে না। একমাত্র আল্লাহ তা'আলার অনুগত বান্দা হিসেবে জীবন যাপন করে সে। তাই আখিরাতে বিশ্বাস মানুষের ব্যক্তি চরিত্র গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এই বিশ্বাসে তার চরিত্র উন্নত হয় এবং আল্লাহ তা'আলার বিধান মেনে চলতে উৎসাহী হয়। আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন ও তাঁর পুরস্কার প্রাপ্তির বাসনা তার মনে সদা জাগরুক থাকে।

এই অধ্যায়ে আমরা আদর্শ পরিবার গঠনে আখিরাতে বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা করেছি। পারিবারিক জীবনের মাধ্যমেই একজন মানুষ অনাবিল সুখ-শান্তি লাভ করতে পারে। কিন্তু বর্তমানে পারিবারিক জীবনে অসংখ্য সহিংস ও নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে। স্বামী কর্তৃক স্ত্রী, স্ত্রী কর্তৃক স্বামী, সন্তান কর্তৃক পিতা-মাতা, পিতা-মাতা কর্তৃক সন্তান

নির্যাতিত হওয়ার লোমহর্ষক ঘটনা ঘটেছে। পারিবারিক সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে আত্মহননের মত ঘটনাও ঘটছে। এর একমাত্র কারণ ইসলামি বিধানের অজ্ঞতা এবং আখিরাতে বিশ্বাসের দুর্বলতা। ইসলামি বিধান মত চললেই পারিবারিক জীবনের কাঙ্ক্ষিত সুখ-শান্তি পাওয়া সম্ভব। এজন্য প্রয়োজন আখিরাতে বিশ্বাস। আখিরাতে বিশ্বাস সচ্চরিত্রবান পিতা-মাতার মাধ্যমে মানবীয় মূল্যবোধসম্পন্ন ও উন্নত চরিত্রবান বংশধর সৃষ্টি করে।

এই অধ্যায়ে আমরা আরো আলোচনা করেছি আদর্শ সমাজ গঠনে আখিরাতে বিশ্বাস সম্পর্কে। আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসের ভিত্তিতে ইসলামি আদর্শ সমাজে মানুষকে পরস্পরের সাথে অটুট ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে দেয় এবং সে আকীদা-বিশ্বাসের সূত্র ধরেই সাদা-কালো, আরব-অনারব, গ্রীক-পারসী ও নিগ্রোসহ শতধা বিভক্ত জাতিগুলোকে একই উম্মাতে শামিল করে দেয়। এ সমাজের সর্বময় ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য এবং মানুষ তাঁর সামনেই মাথা নত করে, অন্য কারো কাছে নয়। তাদের একমাত্র আশা থাকে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি এবং আখিরাতে জান্নাত লাভের বাসনা। যে ব্যক্তির চরিত্র যতো উন্নত, এ সমাজে তার মর্যাদা ততো ওপরে। আল্লাহ প্রদত্ত আইনের চোখে সমাজের সকল মানুষ সমান। এ সমাজে মানবতাকে সর্বোচ্চ স্থান দেয়া হয় এবং সেখানে মানুষের চারিত্রিক উৎকর্ষতাকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়।

এই অধ্যায়ে আমরা আরো আলোচনা করেছি আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় আখিরাতে বিশ্বাস সম্পর্কে। সমাজের বৃহৎরূপ হলো রাষ্ট্র। দেশ ও জাতির উন্নতি-অগ্রগতি ও শান্তির পূর্ব শর্ত হলো রাষ্ট্রে সুশাসন। সুশাসন ছাড়া আদর্শ রাষ্ট গঠন সম্ভব নয়। বর্তমানে পৃথিবীর কোন রাষ্ট্রেই পরিপূর্ণ সুশাসন নেই। কারণ আখিরাতে বিশ্বাস ছাড়া প্রকৃত সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। ন্যায়ভিত্তিক সুশাসন সত্যিকার অর্থে ধনী-গরিব, নারী-পুরুষ, ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায় এবং অঞ্চল নির্বিশেষে সকল মানুষের নিজ নিজ অধিকার ও সমমর্যাদা ভোগের নিশ্চয়তা বিধান করে। কিন্তু সুশাসন না থাকলে মানবাধিকার হরণ, অর্থনৈতিক বঞ্চনা, অনাচার, দুর্নীতি, জুলুম-অত্যাচার ও বৈষম্য বিস্তার লাভ করে। মুসলিম দেশগুলোতে সুশাসনের অভাব সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হচ্ছে। আখিরাত ভুলে যাওয়ার কারণে মুসলিম উম্মাহ আজ রাজনৈতিকভাবে বহু দলে বিভক্ত। বেশিরভাগ মুসলিম দেশেই রাজতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্র বিদ্যমান। যার যাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছে মুসলিম জনগণ। মুসলিম দেশগুলোর শিক্ষা-সংস্কৃতি, রাজনীতি ও অর্থনীতিসহ সব কিছুই পশ্চিমা ব্যবস্থায় পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত। সাম্রাজ্যবাদ, ইহুদি-খ্রিস্টান ও ব্রাহ্মণ্যবাদী ষড়যন্ত্রে মুসলিম জাতি অজ পর্যুদস্ত। মুসলিম রাষ্ট্রে কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক ইসলামের সুশাসন না থাকার ফলে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রে এবং রাজনীতি-অর্থনীতি, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও নৈতিকতাসহ সকল ক্ষেত্রেই অধঃপতন ঘটছে। আর এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামী আদর্শ অনুসরণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই আদর্শই জনগণের শান্তি, নিরাপত্তা, উন্নয়ন ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে পারে। এর জন্য প্রয়োজন আখিরাতে বিশ্বাস। আখিরাতে বিশ্বাস ছাড়া ইসলামি আদর্শ অনুসরণ ও বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। এজন্যই আমরা আলোচনা করেছি আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় আখিরাতে বিশ্বাস সম্পর্কে। দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে আমাদের সবাইকে আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসতে হবে।

পঞ্চম অধ্যায়ে অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে আখিরাতে বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের গুরুত্ব অত্যধিক। অর্থনৈতিক সমস্যার মধ্যে দারিদ্র্য একটি অন্যতম সমস্যা। যে সমস্যা মানুষের দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতের মুক্তির পথ বিনষ্ট করে। সমাজের দরিদ্র মানুষগুলো অন্ন-বস্ত্র, শিক্ষা-চিকিৎসা ও বাসস্থানসহ তাদের বিভিন্ন চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হচ্ছে। ফলে তারা চরম অশান্তি ও বিভিন্ন

মানসিক কষ্টে ভুগছে। দারিদ্র্য মুক্ত হওয়ার পথ ক্রমে ক্রমেই রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। সরকার দেশের মানুষকে দারিদ্র্য মুক্ত করার যত চেষ্টা চালাচ্ছে সাফল্য খুব কমই হচ্ছে। অথচ ইসলামি অর্থব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে অতিসহজেই দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব। এর জন্য প্রয়োজন আখিরাতে বিশ্বাস। আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করে। মুসলিম বিশ্বে শুধুমাত্র জাকাত প্রদানের মাধ্যমেই দারিদ্র্য নির্মূল সম্ভব। কিন্তু মুসলমানরা আখিরাতে বিশ্বাসে দুর্বলতার কারণে সঠিকভাবে জাকাত আদায় করছে না। দারিদ্র্যও দূর হচ্ছে না।

এই অধ্যায়ে আমরা আরো আলোচনা করেছি সুদ প্রতিরোধে আখিরাতে বিশ্বাস সম্পর্কে। সুদ সামাজিক শোষণের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার। সুদের কারণেই দরিদ্র মানুষগুলো আরো দরিদ্র এবং ধনীরা আরো ধনী হচ্ছে। সুদের ক্ষতিসমূহ ও এর বিরূপ প্রভাব শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং এর ক্ষতিসমূহ ও ধ্বংসকারিতা মানব জীবনের নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও মারাত্মক আঘাত হানে। সুদে পৃথিবীর সব দেশ সয়লাব হয়ে আছে। মানুষ লোভের বশবর্তী হয়ে সুদে জড়িয়ে পড়ে। সুদের জন্য আখিরাতে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। আখিরাতে বিশ্বাস ছাড়া সমাজ থেকে সুদ দূর করা সম্ভব নয়। এজন্যই আমরা সুদ প্রতিরোধে আখিরাতে বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা করেছি।

দুর্নীতি একটি সমাজের দুষ্ট ক্ষত। দুর্নীতির কারণেই দেশের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে এবং অযোগ্য ও দুশ্চরিত্রের লোক প্রশাসনে ঢুকছে। তারা আরো বেশি দুর্নীতি করছে। দুর্নীতি কোনভাবেই দূর করা সম্ভব হচ্ছে না। আল্লাহর ভয় ও আখিরাতে বিশ্বাসই পারে সমাজ থেকে দুর্নীতি দূর করতে।

বর্তমান বিশ্বে শ্রমিকরা সবচেয়ে বেশি অবহেলিত ও নির্যাতিত শ্রেণি। অথচ তারাই দেশকে সচল রাখছে। মালিক কর্তৃক শ্রমিক নির্যাতিত হচ্ছে আবার শ্রমিকরাও মালিকের ক্ষতি সাধন করছে। মালিক-শ্রমিক যেন প্রতিদ্বন্দ্বী দুটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। আখিরাতে বিশ্বাস মালিক-শ্রমিক সমস্যার সুন্দর সমাধান দিতে পারে। তাই এ বিষয়টি আমরা আলোচনা করেছি।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে সামাজিক সমস্যা সমাধানে আখিরাতে বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমান সমাজ নিত্য-নতুন সমস্যায় জর্জরিত। এ সব সমস্যা দূর করতে পারলেই আদর্শ সমাজ বিনির্মাণ সম্ভব হবে। একদিন মুসলিম জাতি জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ ছিল। তারাই সারা বিশ্বে জ্ঞান-বিজ্ঞান ছড়িয়ে দিয়েছিল। এতে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল আখিরাতে বিশ্বাস। বর্তমানে মুসলিম জাতি জ্ঞান-বিজ্ঞানে পিছিয়ে পড়েছে। যার কারণে মুসলিম জাতি পৃথিবীতে লাঞ্ছিত-অপমানিত ও নির্যাতিত হচ্ছে। অথচ জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা করে দুনিয়ার উন্নতি ও আখিরাতে উচ্চ মর্যাদা লাভ সম্ভব। এজন্যই জ্ঞানার্জন ও শিক্ষা বিস্তারে আখিরাতে বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

অপরাধ আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার অন্যতম একটি সমস্যা। অপরাধ দমনের জন্য যত পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে, সমাজে অপরাধীর সংখ্যা ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইসলামি বিধান মেনে আখিরাতমুখী জীবন যাপনের মাধ্যমে সমাজ থেকে অপরাধ দূর করা সম্ভব। আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত বিধানেই রয়েছে ইনসাফপূর্ণ বণ্টননীতি। এই বিধান চালু করলেই সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারলে দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতের মুক্তি নিশ্চিত হবে। তাই অপরাধ দূরীকরণ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় আখিরাতে বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

বর্তমান বিশ্বের সর্বত্র নারী নির্যাতন খুব উচ্চহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে । শিশু থেকে শুরু করে সব বয়সের নারীরাই এ নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। ঘরে-বাইরে, শিক্ষাঙ্গনে ও কর্মস্থলে কোথাও নারীর জীবন নিরাপদ নয়। সমাজে নারী

উত্ত্যক্তকরণ, অপহরণ, গুম, হত্যা, আত্মহত্যা, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন দিন দিন বেড়েই চলেছে। এজন্যই গুরুত্বসহকারে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে আখিরাতে বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ব্যভিচার, ধর্ষণ ও সমকামিতা অশ্লীলকর্ম এবং ঘৃণ্য অপরাধ। মানুষের মনে আখিরাতের বিশ্বাস বদ্ধমূল করা ছাড়া সমাজ থেকে ব্যভিচার ও ধর্ষণ নির্মূল করা সম্ভব নয়। আখিরাতের বিশ্বাসের কারণেই মুসলিম সমাজে ব্যভিচার ও ধর্ষণের অপরাধ অনেক কম। আখিরাতে প্রকৃত বিশ্বাসী মুসলিম ব্যভিচারে লিপ্ত হতে পারে না। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, মানুষের মনে আখিরাতের বিশ্বাস বদ্ধমূল করতে পারলে সমাজ থেকে ব্যভিচার নির্মূল করা সম্ভব হবে।

বিবাহ-বিচ্ছেদ একটি অন্যতম সামাজিক সমস্যা। অথচ বিবাহ একটি পবিত্র বন্ধন। এটি অটুট রাখা স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই দায়িত্ব। দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ এই বন্ধন অটুট রাখার মধ্যে নিহিত। তাই বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রতিরোধে আখিরাতে বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

আত্মহত্যা একটি মানবতা বিরোধী ঘৃণ্য অপরাধ। প্রতিদিন সারা বিশ্বে অসংখ্য মানুষ মনের দুঃখে অত্মহত্যা করে। অথচ মানুষের জীবন অত্যন্ত মূল্যবান। ইসলামে আত্মহত্যা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। আখিরাতে বিশ্বাস মানুষের মনে বদ্ধমূল করতে পারলে আত্মহত্যা অনেক কমিয়ে আনা সম্ভব। তাই আত্মহত্যা প্রতিরোধে আখিরাতে বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা করা একটি জঘন্যতম অপরাধ। বিশেষত অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা মানবতা বিধ্বংসী অপরাধগুলোর মধ্যে অন্যতম। সারা পৃথিবীতে সব দেশেই অহরহ মানুষ খুন হচ্ছে। আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা থেকে বিরত রাখতে পারে, যদি আখিরাতে বিশ্বাস তার হৃদয়ে বদ্ধমূল থাকে। তাই এই বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

মাদক একটি মারাত্মক সামাজিক সমস্যা। মাদক অসংখ্য অপরাধের জন্মদাতা। মাদকের কারণেই সমাজে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস ও খুন-খারাবিসহ অসংখ্য অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে। আখিরাতের বিশ্বাসকে মানুষের মনে বদ্ধমূল করতে পারলে মাদক নির্মূলে সহায়ক হতে পারে।

ধূমপান একটি ক্ষতিকর অভ্যাস। জীবন, স্বাস্থ্য, সম্পদ ও পরিবেশ নষ্ট করে ধূমপান। ধূমপানের কারণে বিভিন্ন জটিল রোগ বাসা বাঁধছে মানুষের শরীরে। তাই ধূমপান ছেড়ে দেওয়ার সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা এবং মানুষের মনে আখিরাতে বিশ্বাস বদ্ধমূল করতে পারলে ধূমপানমুক্ত সমাজ গঠন করা সম্ভব হবে।

পণ্যসামগ্রীতে ভেজাল মিশ্রণ একটি অন্যতম সামাজিক সমস্যা। একশ্রেণির অতিলোভী ও মুনাফাখোর পণ্যে ভেজাল মিশ্রণের সাথে জড়িত। এই ভেজাল দ্রব্যের কারণে জনস্বাস্থ্য চরম হুমকির সম্মুখীন। এতে মানুষ জটিল-কঠিন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। নিত্য-নতুন আইন করেও এই অপরাধ বন্ধ করা যাচ্ছে না। এই অপরাধীর সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। অথচ পণ্যসামগ্রী ও খাদ্যে ভেজাল মিশানো ইসলামে একটি গুরুতর অপরাধ। তাই মানুষের মনে আখিরাতে বিশ্বাস বদ্ধমূল করে পণ্যে ভেজাল মেশানো প্রতিরোধ করা সম্ভব।

আজ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মানবাধিকার খুব বেশি লজ্ঘিত হচ্ছে। বিশ্বে মানবাধিকার ঘোষণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। ফলে মানবাধিকার প্রতিনিয়ত লংঘন হচ্ছে। বিশ্বে স্বার্থপরতা, নিষ্ঠুরতা ও পাশবিকতা চরম আকার ধারণ

করছে। প্রতিদিন মানুষ মারা যাচ্ছে, বোমার আঘাতে জর্জরিত হচ্ছে শিশু, নারী ও অসংখ্য মানুষ। পুষ্টি ও চিকিৎসার অভাবে অসংখ্য শিশু জীবন্ত কংকাল হয়ে বেঁচে আছে অতি কষ্টে। আরেক শ্রেণির মানুষ ভোগ-বিলাসে ও আরাম-আয়েশে মত্ত। অন্য মানুষের প্রতি সামান্য দায়িত্বানুভূতিও তাদের মনে জাগ্রত হচ্ছে না। মানুষের মনে আখিরাতে বিশ্বাস বদ্ধমূল করতে পারলেই বিশ্বে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে।

আমাদের সবসময় মনে রাখতে হবে যে, মানুষের জীবনের দুটি ধাপ। একটি দুনিয়ার জীবন আর অন্যটি আখিরাতের জীবন। দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী আর আখিরাতের জীবন চিরস্থায়ী। মানুষ কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে আখিরাতকে ভুলে আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত ও রাসূল (স.) প্রদর্শিত জীবন পরিচালনার দিক-নির্দেশনা অমান্য করে। ফলে মানুষ সমাজে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়ে পড়ে। এ সব সমস্যার সমাধান হলো ইসলামের বিধান মেনে চলা। আখিরাতের বিশ্বাস দৃঢ় প্রত্যয় না হলে ইসলামি সব বিধান মেনে চলা সম্ভব নয়। আখিরাতে বিশ্বাস মানুষের মনে দৃঢ় প্রত্যয় বা বদ্ধমূল করতে পারলেই মানুষ আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (স.)-এর নির্দেশ মেনে চলবে এবং ইসলামী বিধান সমাজে বাস্তবায়িত হবে। ইসলামি বিধান সমাজে বাস্তবায়িত হলেই ইসলামের আদর্শ সমাজ বিনির্মাণ সম্ভব হবে। সুতরাং আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে আমাদের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সহায় হোন। (আমীন)

আধুনিক বাংলা বানানের নিয়ম অনুসরণ

অভিসন্দর্ভ রচনায় আমি 'বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান'-এর সহায়তা নিয়ে আধুনিক বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম অনুসরণ করার চেষ্টা করেছি। আরবি শব্দের বানান বাংলা একাডেমি অনুসরণ করে ইমান, ইদ, ইসলামি, আরবি, নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত, সওয়াব, সদকা, দোয়া, ফেরেশতা, তওবা, গুনাহ প্রভৃতি শব্দ লেখা হয়েছে। তবে অল্প কয়েকটি শব্দ ব্যতিক্রম করা হয়েছে । সুরাকে সূরা, আবুকে আবূ, ধর্মের আর আরবি প্রতিশব্দ দ্বীন, রাসূলুল্লাহ (স.)-প্রিয়তমা স্ত্রী আয়েশা (রা.)-এর নাম আয়িশা (রা.), সুরা আলে ইমরানকে, সূরা আলি ইমরান, লেখা হয়েছে। আর লেখকের নাম, কিতাবের নাম, অধ্যায়ের ও অনুচ্ছেদের নাম বা আরবি ইবারত বাংলায় লেখতে গিয়ে কিছু ব্যতিক্রম করা হয়েছে ।

মো. মাহবুবুর রহমান
পি এইচ.ডি গবেষক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম অধ্যায়

ইসলামের আলোকে আদর্শ সমাজ

ইসলামের আদর্শ সমাজই বিশ্বের সর্বাধিক সুন্দর সমাজ। শান্তিপূর্ণ জীবনের নিশ্চয়তা একমাত্র ইসলামি আদর্শ সমাজই প্রদান করে। কারণ, ইসলামি আদর্শ সমাজ অপরাধমুক্ত ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ এমন একটি সমাজ যে সমাজে রয়েছে জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা, নিরাপত্তামূলক বাসস্থান, মানসম্মানের নিরাপত্তা, স্বাধীন মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা। এই সমাজে কেউ কাউকে উৎপীড়ন করে না, কষ্ট দেয় না এবং একের সুখে সবাই সুখী হয় আর একের দুঃখে সবাই দুঃখ প্রকাশ করে সহানুভূতিসহ সাহায্যের হাত প্রসারিত করে দেয়। তাই এ আদর্শ সমাজই দুঃখ-কষ্টমুক্ত ও শান্তিপূর্ণ জীবনের নিশ্চয়তা প্রদান করে। দুনিয়া ও আখিরাতের সুখ-শান্তি নিশ্চিত করার জন্য ইসলামের আদর্শ সমাজের বিকল্প নেই। নিম্নে ইসলামের আলোকে আদর্শ সমাজের পরিচয় বর্ণনা করা হলো।

প্রথম পরিচ্ছেদ : সমাজের পরিচয়
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ইসলামের আলোকে আদর্শ সমাজের পরিচয়
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ (স.) প্রতিষ্ঠিত আদর্শ সমাজের মডেল
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : ইসলামে আদর্শ সমাজের স্বরূপ ও প্রকৃতি
পঞ্চম পরিচ্ছেদ : ইসলামের আলোকে আদর্শ সমাজের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : ইসলামে আদর্শ সমাজের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

প্রথম পরিচ্ছেদ
সমাজের পরিচয়

মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ জীব। আদিপিতা আদম ও মা হাওয়া (আ.)-এর মাধ্যমে মানুষ পৃথিবীতে আগমন করে। মানুষ সমাজে বাস করে। সমাজ এড়িয়ে কোন মানুষ স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে না। কারণ, মানুষ মানুষকে ভালবাসে। এছাড়া জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে একজন মানুষের জন্য অন্য মানুষের সহযোগিতার প্রয়োজন। একান্ত ব্যক্তিগত উদ্যোগে কোন মানুষ তার ব্যক্তিগত প্রয়োজনগুলো পূরণ করতে সক্ষম নয়। খাদ্য, পোশাক-পরিচ্ছেদ, পানাহারসহ সকল কিছুর পেছনে রয়েছে অন্য মানুষের শ্রম ও সহযোগিতা। এজন্যই মানুষ সংঘবদ্ধভাবে বাস করে। এই সংঘবদ্ধভাবে বাস করার অপর নাম সমাজ। আর সুখ-সমৃদ্ধি ও শান্তিময় জীবনের জন্য প্রয়োজন ইসলামের আদর্শ সমাজ। নিম্নে ইসলামের আলোকে আদর্শ সমাজের পরিচিতি তুলে ধরা হলো।

সমাজের পরিচয়

শাব্দিক অর্থে ইংরেজি society শব্দের বাংলা রূপ হচ্ছে সমাজ। এটি ল্যাটিন শব্দ socius থেকে এসেছে। যার অর্থ হচ্ছে কতকগুলো অনুভূতি সম্পন্ন একই জাতীয় জীবের সহাবস্থান হচ্ছে সমাজ। তবে গহীন বনে অবস্থানকৃত বাঘ, হরিণ ইত্যাদির অবস্থান এবং মৌচাকে বসবাসরত প্রাণীর অবস্থানকে মানুষের পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে একত্রে বসবাসকারীদের ন্যায় সমাজ বলা যাবে না। কেননা সমাজে জন্ম নিয়ে বিশেষ প্রক্রিয়ায় সমাজিকীকরণের মাধ্যমে সুস্থ বিবেকবান সদস্য মিলে সমাজ গঠিত হয়।[১]

সমাজের সংজ্ঞা

সমাজবিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজের সংজ্ঞা প্রদানে প্রয়াসী হয়েছেন। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গির বিভিন্নতার জন্য সর্বসম্মতভাবে সমাজের কোন সার্বজনীন সংজ্ঞা প্রদান করতে পারেনি।
নিম্নে সমাজবিজ্ঞানীদের কিছু সংজ্ঞা উল্লেখ করা হলো-

১. সামনার এবং কেলার (Sumner and keller)-এর মতে, "সমাজ হচ্ছে জীবনযুদ্ধে জয়ী হওয়া এবং মানবজাতির অস্তিত্ব চিরস্থায়ী করার লক্ষ্যে একদল মানুষের সমবায়ী প্রচেষ্টার মাঝে বসবাস।"[২] (Society is conceived as "a group of human beings living in a co-operative effort to win subsistence and to perpetuate the speies" .

২. সমাজবিজ্ঞানী রবার্ট এম. ম্যাকাইভার (Robert M. Mclver)-এর মতে, সমাজ হচ্ছে সামাজিক সম্পর্কের এমন এক পূর্ণাঙ্গ রূপ যার মধ্যে এবং মাধ্যমে আমরা বেঁচে থাকি।"[৩] (Society is the system of social relationships in and through which we live)

৩. সমাজবিজ্ঞানী এফ. এইচ. গিডিংস (F.H. Giddings)-এর মতে, "সমাজ হলো একই মনোভাবাপন্ন কতিপয় ব্যক্তি যারা তাদের মনোভাবের কথা জানে ও উপভোগ করে এবং সেজন্য সাধারণ লক্ষ্য অর্জনের লক্ষ্যে সমবেতভাবে কাজ করতে পারে।"[৪] (Society is a number of like-minded individuals who know and enjoy their like- mindedness and therefore able to work together for common ends.

---

১. আবু সিনা সৈয়দ তারেক ও খ. ম. আমিনুল ইসলাম, *প্রারম্ভিক সমাজ বিজ্ঞান*, (ঢাকা : আজিজিয়া বুক ডিপো, ২০০৮ইং), পৃ. ১৩১

২. Samuel Koenig, ph.D. : *Sociology, an Introduction to the Science of Society;* Barnes & Noble, Inc, New York 1968 : p.-21..

৩. Ibid P.21

৪. F.H Giddings, *Elements of Sociology,* (New York : Macmillon Company, 1927), P.6

৪. সমাজবিজ্ঞানী পি. জিসবার্ট (P. Gisbert)-এর মতে, "সাধারণভাবে সমাজ বলতে সামাজিক সম্পর্কের এমন এক জটিল জাল বোঝায়, যার মাধ্যমে প্রত্যেক মানুষ তার সঙ্গীদের সাথে সম্পর্কযুক্ত।"[৫] (Society, in general consists in the complicated network of social relationships by which every human being is interconnected with his fellowmen.)
বিস্তৃত অর্থে সমাজ হচ্ছে, মানুষের প্রয়োজনে সৃষ্ট এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যা পারস্পরিক যোগাযোগ, ভাবের আদান-প্রদান, প্রচলিত রীতি-নীতি, আদর্শ, মূল্যবোধ, বিশ্বাস, শিল্পকলা, সাহিত্য ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
ইসলামের আলোকে আদর্শ সমাজের পরিচয়

ইসলামি বিধি-বিধান, শিক্ষা ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে যে সমাজ প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয় এবং যে সমাজে আখিরাতের মুক্তির ব্যবস্থা রয়েছে, তাকে আদর্শ সমাজ বলে। আর মানব জাতির সামগ্রিক কল্যাণ, সেবা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ইসলামের বিধান যে সমাজ ব্যবস্থায় চালু রয়েছে, সে সমাজ ব্যবস্থাকে আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা বলে।
ব্যাপক অর্থে-আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা বলতে এমন এক সমাজ ব্যবস্থাকে বুঝায়, যে সমাজ আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল মুহাম্মদ (স.)-এর বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হয়। যেখানে মানুষের আকিদা-বিশ্বাস, ইবাদত-বন্দেগি, রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন, রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা, চরিত্র, ব্যবহারিক জীবনসহ জীবনের প্রতিটি দিকের ওপরই ইসলাম বাস্তবসম্মতভাবে ক্রিয়াশীল এবং যে সমাজ ব্যবস্থায় কুরআন ও হাদিসের আইন-কানুন চালু রয়েছে তাকে আদর্শ সমাজ বলে। সুতরাং যে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা, জীবন-সম্পদ ও ইজ্জত-আব্রুর নিরাপত্তার জন্য আইন-কানুন কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে রচিত ও পরিচালিত হয়, যেখানে নেই কোন বর্ণ-বৈষম্যের ভেদাভেদ, প্রত্যেক মুসলমান যেখানে ভাই-ভাই আর অমুসলিমদের রয়েছে পূর্ণ নিরাপত্তা, মূলত সেই সমাজ ব্যবস্থাই হচ্ছে আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা।
তফাজ্জল হুসাইন আদর্শ সমাজের পরিচয় তুলে ধরেছেন এভাবে–"আদর্শ সমাজ বলতে এমন একটি সমাজকে বুঝায়, যেখানে নাগরিকবৃন্দ আল্লাহ তা'আলার প্রতি প্রগাঢ় ইমান এবং আখিরাতের প্রতি বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে সৎকাজে উদ্যোগী হয় এবং অসৎকাজ থেকে বিরত থাকে। এরূপ সমাজে দ্বন্দ্ব-কলহ, চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, খুন-খারাবি, হিংসা-বিদ্বেষ, পরনিন্দা, অভাব-অভিযোগ ও অপসংস্কৃতি থাকবে না। মানুষ পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসবে। একে অন্যের বিপদ-আপদে সাহায্য-সহযোগিতা করবে এবং সুখে-দুঃখে সহানুভূতি ও সহমর্মিতা প্রকাশ করবে, সব মানুষ একতাবদ্ধ হয়ে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসবে। আদর্শ সমাজে উপরোক্ত নেতিবাচক দিকগুলো সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে আসবে এবং ইতিবাচক দিকগুলো সর্বোচ্চ স্তরে পরিলক্ষিত হবে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে এমন এক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যেখানে চুরি, ডাকাতি, খুন-খারাবি সর্বনিম্ন স্তরে নেমে এসেছিল এবং মুসলমানদের মানবীয় গুণাবলী পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হয়েছিল।"[৬] এরূপ সমাজ গড়তে হলে সমাজের সদস্যবৃন্দকে আল্লাহ তা'আলাকে বিশ্বাস করতে হবে, সাথে সাথে থাকতে হবে আখিরাতে বিশ্বাস। মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের কথা চিন্তা করে পাপ কাজ থেকে দূরে থাকতে হবে এবং আল্লাহ তা'আলার দেয়া দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা পুরোপুরি মেনে চলতে হবে। তাহলে গড়ে উঠবে আদর্শ সমাজ।

৫. p. Gisbert, *Fundamentals of Sociology*, (Orient Longman Ltd,Third edition,1973),P.10
৬. তফাজ্জল হুসাইন, *হযরত মুহাম্মাদ (স.) সমকালীন পরিবেশ ও জীবন*, (ঢাকা : ইসলামিক রিসার্চ ইন্সটিটিউট ১৯৯৮ইং), পৃ. ৫১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূলুল্লাহ (স.) প্রতিষ্ঠিত আদর্শ সমাজের মডেল ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

চৌদ্দ শ বছর পূর্বেই রাসূলুল্লাহ (স.) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আদর্শ সমাজের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মদিনায় হিজরত করে মহানবী (স.) ইসলামী বিধি-বিধানের ওপর ভিত্তি করে একটি জনকল্যাণমূলক আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি মদিনায় বসবাসকারী সকলের সাথে চুক্তি করেন এবং তাতে ধর্ম ও জানমালের ওপর তাদের অধিকার স্বীকার করে নেন। এ চুক্তি 'মদিনা সনদ' (Charter of Madina) নামে পরিচিত। যাকে সমাজ বিজ্ঞানীরা বিশ্বে প্রথম লিখিত পূর্ণাঙ্গ সংবিধান বলে গণ্য করেন। যে সমাজে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের শান্তি ও নিরাপত্তা বিদ্যমান ছিল।

ক. রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন :

والله ليتمن هذا الأمر، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله، أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون»

"আল্লাহর কসম! আল্লাহ এ দ্বীনকে অবশ্যই পূর্ণতা দান করবেন। তখন একজন উষ্ট্রারোহী সান'আ হতে হাযরামাউত পর্যন্ত সফর করবে। সে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকেও ভয় করবে না। অথবা সে তার মেষপালের জন্য নেকড়ে বাঘের ভয়ও করবে না। কিন্তু তোমরা তাড়াহুড়া করছ।"[৭]

খ. হিজরতের পর রাসূলুল্লাহ (স.) আদি ইব্‌ন হাতিম (রা.)-কে বললেন : "অচিরেই তুমি শুনবে, এক মহিলা সুদূর কাদিসিয়া থেকে একাকী তার উটে চড়ে এই মসজিদ জিয়ারতের উদ্দেশ্যে বের হবে এবং সম্পূর্ণ নির্ভয়ে এসে পৌঁছবে।"[৮]

এখানে রাসূলুল্লাহ (স.) এমন এক সমাজ প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত দিলেন, যেটা সম্পূর্ণ ন্যায়ভিত্তিক ও শান্তিময়। যেখানে কোন চুরি-ডাকাতি, খুন-খারাবি ও লুণ্ঠন থাকবে না। কেউ অন্যের জান-মাল, ইজ্জত, সম্ভ্রম অন্যায়ভাবে স্পর্শ করার সাহস করবে না। বাস্তবিকই রাসূলুল্লাহ (স.) এ ধরনের শান্তিময় সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স.) আদর্শ সমাজের যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, আজকের কোন আধুনিক রাষ্ট্রেও তা খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই প্রকৃত আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হলে ইসলামকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তাহলেই আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে।

---

৭. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌নু ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আল-মানাকিব, অনুচ্ছেদ : আলামাতুন নবুয়্যাতি ফিল ইসলাম, (দারু তাওকিন নাজাহ, ১৪২২ হি.), খ. ৪, পৃ. ২০১, হাদিস নং-৩৬১২

৮. ইব্‌ন হিসাম, *আস-সিরাহ্ আন-নাবাবিয়্যাহ,* (দামেস্ক : দারুল খাইর,১৯৯৯ইং), খ. ২, পৃ. ৫৮০

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইসলামে আদর্শ সমাজের স্বরূপ ও গঠন প্রকৃতি

১. ইসলামি শরিয়তের পূর্ণ বাস্তবায়ন

ইসলামি শরিয়তের পূর্ণ বাস্তবায়ন ছাড়া পূর্ণাঙ্গ আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। কারণ একদিকে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (স.)-এর প্রতি ইমান আনা যেমন অপরিহার্য তেমনি শরিয়তের বিধানাবলি অনুসরণীয়। সুতরাং যারা ইমান না আনবে এবং শরিয়তের বিধানাবলি বাস্তব জীবনে রূপায়িত না করবে, তারাই আল্লাহ তা'আলার কোপানলে পড়বে। তাদের দ্বারা কখনো আদর্শ সমাজ গড়ে উঠবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

"তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশের প্রতি ইমান আন আর কিছু অংশকে অবিশ্বাস কর? তোমাদের মধ্যে যারা এমন আচরণ করবে তাদের একমাত্র প্রতিফল এই যে, তারা এ পার্থিব জগতে হবে অপমানিত আর কিয়ামতের দিন নিক্ষিপ্ত হবে কঠোর শাস্তির মধ্যে।"[৯]

২. পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ

আদর্শ সমাজ ইসলামের আদর্শ রীতি-নীতি, আইন-কাঠামো ও বিধি-বিধান দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। এ সমাজের বিকাশ, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ ইসলামের বিধান অনুযায়ী হতে হবে। সুতরাং এই আদর্শ সমাজ ব্যবস্থায় প্রতিটি মানুষের অধিকার, চাহিদা, দায়-দায়িত্ব ইসলামি অনুশাসন দ্বারা নির্ধারিত হয়। এজন্যই মানব জীবনকে সার্বিকভাবে সৎ, সুন্দর, সুশৃঙ্খল ও সুখময় করতে হলে ইসলামি আদর্শ সমাজের কোন বিকল্প নেই।

৩. গঠন প্রকৃতি

আদর্শ সমাজ মূলত কুরআন-সুন্নাহর বিধি-বিধানের দ্বারা গঠিত। কুরআন-সুন্নার আলোকে ইসলাম মানুষের চাহিদা, রুচি ও স্বভাবের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আদর্শ সমাজ গঠনে এক সুদূরপ্রসারী পথ নির্দেশনা ও নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। যা সর্বকালের সর্বযুগে সর্বক্ষেত্রে সমানভাবে উপযোগী। তাই ইসলামের এই আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা এমন একটি উন্নত ও যুক্তিসম্মত সমাজব্যবস্থা, যেখানে প্রচলিত বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাসমূহের উত্তম দিকগুলোর অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছে। বস্তুত মানব জীবনকে সৎ ও সুন্দর, সুশৃঙ্খল ও সুখময় করার জন্য ইসলাম একটি সর্বোত্তম সমাজ ব্যবস্থা প্রদান করেছে। আদর্শ সমাজ ব্যবস্থায় ইসলমের নীতিসমূহ যথাযথ বাস্তবায়ন করা গেলে সেখানে কোন অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার, অনাচার, রাহাজানি, মারামারি, ছিনতাই, ধর্ষণ, অপহরণ, গুম, খুন ইত্যাদি মানবতা বিরোধী কোন অপরাধ সংঘটিত হবে না। আলাহ তা'আলা বলেন :

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

"অতএব আপনি নিষ্ঠার সাথে নিজকে দ্বীনের ওপর প্রতিষ্ঠা রাখুন। এটাই আল্লাহর প্রকৃতি (ইসলাম), যার ওপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সঠিক ধর্ম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।"[১০]

---

৯ . আল-কুরআন, *সূরা বাকারা* ২ : ৮৫

১০. আল-কুরআন, *সূরাহ রূম* ৩০ : ৩০

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ইসলামের আলোকে আদর্শ সমাজের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য

মানব জাতির আদি ও প্রাচীনতম সংগঠন হচ্ছে সমাজ। অতীতে মানুষ নিজেদের প্রয়োজনে সমাজবদ্ধ হয়েছে এবং বর্তমানেও সমাজবদ্ধ অবস্থায় বসবাস করছে। প্রকৃতপক্ষে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতেই সমাজের সৃষ্টি। পারস্পরিক সহযোগিতার পাশাপাশি আরও কিছু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়েই সমাজের পথ চলা। নিম্নে ইসলামের আলোকে আদর্শ সমাজের কতিপয় লক্ষ্য-উদ্দেশ্য তুলে ধরা হলো–

১.পরিবার গঠন করা

বিবাহ, সন্তান জন্মদান ও লালন-পালন এবং শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যমে একটি সুন্দর পরিবার গঠন করে সামাজিক অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করা।

২.দ্বীন ও ইমানের নিরাপত্তা

সামাজিক জীবনে দ্বীন ও ইমানের নিরাপত্তা বিধান করা।

৩.ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা

সমাজে বসবাসরত প্রতিটি মানুষের মনের সংকীর্ণতা দূর করে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

৪.সমষ্টিগতভাবে ইবাদতের অনুষ্ঠানাদি

সালাত, সাওম, জাকাত, হজ প্রভৃতি মৌলিক ইবাদত সমষ্টিগতভাবে আদায় করা।

৫.হাক্কুল ইবাদ বা বান্দার হক আদায়

সমাজে হাক্কুল ইবাদ বা বান্দার হক সঠিক ভাবে আদায় করা।

৬.সকল মানুষের কল্যাণ সাধন

সকল মানুষের কল্যাণ, সুখ-সমৃদ্ধি ও শান্তি নিশ্চিত করা।

৭.মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা

ধর্ম, বর্ণ, বংশের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে সব মানুষকে মর্যাদায় সিক্ত করা।

৮.নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করা

সমাজের প্রতিটি মানুষের সার্বিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করা।

৯. জ্ঞানার্জন ও শিক্ষা

জ্ঞানার্জন ও শিক্ষার বিস্তার ঘটানো।

১০. সাহায্য ও সহযোগিতা

বিপদাপদে পরস্পরকে সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করা।

১১. মজবুত বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া

স্নেহ- মায়া মমতা, প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা ও শ্রদ্ধার মজবুত বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া।

১২. চাহিদা পূরণ করা

সমাজবদ্ধ মানুষের ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক চাহিদা পূরণ করা।

১৩. সকলের কল্যাণ নিশ্চিত করা

সমাজকে কাঙ্ক্ষিত গতিধারায় পরিচালিত করে সকলের কল্যাণ নিশ্চিত করা।

১৪. জীবনকে আরামদায়ক করে গড়ে তোলা

উন্নত প্রযুক্তি ও কৌশল উদ্ভাবন করে সামাজিক জীবনকে আরামদায়ক করে গড়ে তোলা।

১৫. ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা

সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা।

১৬. নেতৃত্বের বিকাশ ঘটানো

দক্ষ, যোগ্য ও সঠিক নেতৃত্বের বিকাশ ঘটানো।

১৭. আখিরাতের পাথেয় সংগ্রহ করা

আখিরাত কেন্দ্রিক জীবন যাপন করে আখিরাতের পাথেয় সংগ্রহ করা।

ইসলামের আলোকে আদর্শ সমাজের বৈশিষ্ট্য

আদর্শ সমাজের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ। যথা–

১. আদর্শ সমাজে ইসলামি বিধান মেনে চলা হয়।

২. জীবন, সম্পদ ও সম্ভ্রমের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়।

৩. সর্বশ্রেণির মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হয়।

৪. এ সমাজে ইসলামি অর্থনীতি বাস্তবায়ন করা হয়।

৫. এ সমাজে আখিরাত কেন্দ্রিক জীবনযাপন করা হয় ।

৬. সুদ-ঘুষ ও দুর্নীতিমুক্ত সমাজ ।

৭. অপরাধমুক্ত সমাজ ।

৮. শোষণমুক্ত সমাজ।

৯. চুরি-ডাকাতি সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে আসে।

১০. এ সমাজে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হয়।

১১. এ সমাজে শিশু, প্রতিবন্ধী, বিকলাঙ্গ, অসহায় ও বিপদগ্রস্ত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হয়।

১২. এ সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা হয়।

১৩. জুলুম-নির্যাতনমুক্ত সমাজ।

১৪. ঝগড়া-বিবাদমুক্ত সমাজ।

১৫. মাদকমুক্ত সমাজ।

এ ধরনের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত সমাজ পৃথিবীর ইতিহাসে ইসলামি সমাজ ছাড়া কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। ইসলামের আদর্শ সমাজই সর্বাধিক সুন্দর সমাজ। দুনিয়ার সুখ-শান্তি ও আখিরাতের মুক্তি নিশ্চিত করতে ইসলামের আদর্শ সমাজ অত্যন্ত প্রয়োজন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ইসলামে আদর্শ সমাজের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

ইসলামে আদর্শ সমাজের সুস্পষ্ট রূপরেখা বিদ্যমান। এই সমাজ প্রতিষ্ঠার সুস্পষ্ট নীতিমালা ও বিধি-বিধান প্রদান করেছে ইসলাম। সাথে সাথে এ সব নীতিমালা বাস্তবায়ন করে বিধি-বিধানের প্রতি আনুগত্যের প্রতি অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছে ইসলাম। তাই ইসলামে আদর্শ সমাজের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক। নিম্নে সেগুলো আলোচনা করা হলো।

১. সমাজবদ্ধ জীবন

সামাজিক জীবনের জন্য আদর্শ সমাজ খুব বেশি প্রয়োজন। আদর্শ সমাজের জন্য সমাজবদ্ধ জীবন অপরিহার্য। এজন্য ইসলাম সমাজবদ্ধ জীবনযাপনের প্রতি অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছে এবং এর প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়েছে।

ক. আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

"তোমরা সকলে আল্লাহর রশিকে (আল্লাহর দ্বীনকে) মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না আর তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর; তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে, অতঃপর আল্লাহ তোমাদের অন্তরে প্রীতির সঞ্চার করলেন, ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে গেলে। তোমরা তো অগ্নিকুণ্ডের কাছে ছিলে, আল্লাহ তা থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করলেন, এভাবেই আল্লাহ তার নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা হেদায়েত লাভ করতে পার।"[১১]

খ. আল্লাহ তা'আলা বলেন : **وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ**

"আর তোমরা তাদের মতো হয়ো না যাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ আসার পরও বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে গেছে এবং পরস্পর মতবিরোধে লিপ্ত রয়েছে। তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।"[১২]

গ. রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন :

عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الِاثْنَيْنِ أَبْعَدُ، مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمُ الْجَمَاعَةَ، مَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ فَذَلِكَ الْمُؤْمِنُ.

"তোমাদের জন্য আবশ্যক হল যে, একতাবদ্ধ হয়ে বসবাস করবে এবং বিচ্ছিন্ন হওয়া থেকে দূরে থাকবে। কেননা শয়তান এক ব্যক্তির সহযোগী হয় আর দুই ব্যক্তি থেকে দূরে সরে যায়। যে ব্যক্তি জান্নাতের মধ্যে সবচাইতে উত্তম জায়গার ইচ্ছা পোষণ করে সে যেন ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকে (মুসলিম সমাজে)। যার সৎ আমল তাকে আনন্দিত করে এবং বদ্ আমল কষ্ট দেয় সেই হলো প্রকৃত ইমানদার।"[১৩]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ......سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- يَقُولُهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- يَقُولُ « مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِىَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِى عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً ».

ঘ. আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা.) হতে বর্ণিত। অমি রাসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি :"যে ব্যক্তি (আমিরের) আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে নিয়ে মৃত্যুবরণ করবে সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় মিলিত

---

১১. আল-কুরআন, *সূরা আলি ইমরান* ৩ : ১০৩

১২. আল-কুরআন, *সূরা আলি ইমরান* ৩ : ১০৫

১৩. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত তিরমিযী*, অধ্যায় : আল-ফিতান, অনুচ্ছেদ : মা জাআ ফী লুযূমিল জামা'আতি, (বৈরুত : দারুল গুরুব আল-ইসলামি, ১৯৯৮), খ. ৪,পৃ. ৩৫, হাদিস নং-২১৬৫

হবে যে, তার কোন দলিল থাকবে না। আর যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলো অথচ তার ঘাড়ে আনুগত্যের কোন চুক্তি নেই তার মৃত্যু জাহিলিয়াতের মৃত্যু হবে।” [১৪]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْوِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –ﷺ– « مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ فَمِيتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ ».

ঙ. ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : “যে ব্যক্তি তার আমিরের মধ্যে এমন কোন ব্যাপার দেখে যা সে অপছন্দ করে, তবে সে যেন ধৈর্য ধারণ করে। কেননা যে ব্যক্তি দল থেকে এক বিঘত পরিমাণ সরে গেল এবং এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল, সে জাহিলিয়াতের মৃত্যু বরণ করলো।”[১৫]

২. দ্বীন ও ইমানের নিরাপত্তা

একজন মুসলমানকে আদর্শ সমাজে মুসলিম জনসমষ্টির সাথে নিজকে জড়িয়ে রাখতে হবে। এর মাধ্যমেই একজন মুসলমানের দ্বীন ও ইমানের যথাযথ সংরক্ষণ সম্ভব। মুসলিম জনসমষ্টির অনুপস্থিতিতে মুসলমানদের দ্বীন ও ইমানের নিরাপত্তা অসম্ভব। কেননা সমষ্টি থেকে পৃথক হলেই সে শয়তানের কর্তৃত্বাধীন এলাকায় চলে যায়। পক্ষান্তরে আদর্শ সমাজ এমন একটি লৌহ নির্মিত আশ্রয়স্থল যার মধ্যে প্রবেশ করে কোন ইমানদারকে শিকার করা শয়তানের জন্য অত্যন্ত কঠিন। ইসলামি আদর্শ সমাজ ছাড়া মুসলমানদের দ্বীন ও ইমান হেফাজত করা খুবই কষ্টকর।

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ»

ক. আবূ যর গিফারি (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : “যে ব্যক্তি দল থেকে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেল, সে তার গর্দান থেকে ইসলামের রশি খুলে ফেলল।”[১৬]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لاَ يَجْمَعُ أُمَّتِي، أَوْ قَالَ: أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى ضَلاَلَةٍ، وَيَدُ اللهِ مَعَ الجَمَاعَةِ، وَمَنْ شَذَّ شَذَّ إِلَى النَّارِ.

খ. আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন :“নিশ্চয়ই আল্লাহ তা’আলা আমার উম্মতকে অথবা (বলেছেন) মুহাম্মাদ (স.)-এর উম্মতকে কখনও ভুল সিদ্ধান্তের ওপর সংঘবদ্ধ করবেন না। আর দলের ওপর আল্লাহর হাত (সাহায্য) থাকে। সুতরাং যে ব্যক্তি (মুসলিম সমাজ হতে) বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।”[১৭]

৩. সমষ্টিগতভাবে ইবাদতের অনুষ্ঠানাদি

আদর্শ সমাজের অনুপস্থিতিতে মুসলমানগণের পক্ষে ইসলামের অনেক মৌলিক বিধান ও ইবাদত অনুশীলন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। হাক্কুল্লাহ বা আল্লাহর হকসমূহ পুরোপুরি আদায় করতে পারে না। নামাজ, রোজা, জাকাত ও হজের মত মৌলিক ইবাদতসমূহ সে সঠিক ও মানসম্মতভাবে পালন করতে সক্ষম হয় না। কারণ ইসলামের প্রতিটি ইবাদত যেমন সালাত, সাওম, জাকাত, হজ প্রভৃতি ইবাদত অনুষ্ঠান একা বা এককভাবে করার নির্দেশ

---

১৪. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আল-ইমারাহ, অনুচ্ছেদ : আল-আমরু বিললুজুমিল জামাআতি ইনদা জুহূরিল ফিতানি ওয়া তাহযিরিদ দু’আয়ি ইলাল কুফরি, (বৈরুত : দারুল জাবাল), খ. ৬, পৃ. ২২, হাদিস নং-৪৮৯৯

১৫. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আল-ইমারাহ, অনুচ্ছেদ : আল-আমরু বিললুযুমিল জামাআতি ইনদা জুহূরিল ফিতানি ওয়া তাহযিরিদ দু’আয়ি ইলাল কুফরি, (বৈরুত: দারুল জাবাল), খ. ৬, পৃ. ২১, হাদিস নং-৪৮৯৬

১৬. আবূ দাউদ সুলাইমান ইব্ন আশ’আছ আস-সিজিস্তানী, *সুনানু আবী দাউদ*, অধ্যায় : আস-সুন্নাহ, অনুচ্ছেদ : ফী কাতলিল খাওয়ারিজি, (বৈরুত : মাকতাবুল আসরিয়্যাহ), খ. ৪,পৃ. ২৪১, হাদিস নং-৪৭৫৮

১৭. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত তিরমিযী*, অধ্যায় : আল-ফিতান, অনুচ্ছেদ : মা জাআ ফী লুযূমিল জামা’আতি, (বৈরুত : দারুল গুরুব আল-ইসলামী, ১৯৯৮), খ. ৪,পৃ. ৩৬, হাদিস নং-২১৬৭

নেই। বরং সবকয়টি মৌলিক ইবাদত সমষ্টিগতভাবে আদায় করা এবং সমাজে তা সমষ্টিগতভাবে চালু করার নির্দেশ দিয়েছে ইসলাম। আল্লাহর ইবাদতের মাধ্যমে সামগ্রিকতা, সামষ্টিকতা ও ঐক্যের চেতনা তীব্রভাবে অনুভূত হয়। ইসলাম সমষ্টিগতভাবে ইবাদত করা অপরিহার্য করে দিয়ে সমাজবদ্ধ জীবনকে সহজ করে দিয়েছে।

ক. আল্লাহ তা'আলা বলেন :

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

"আমি তাদেরকে ক্ষমতা দান করলে, তারা নামাজ কায়েম করবে, জাকাত আদায় করবে আর সৎকাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজে নিষেধ করবে। আর সকল কাজের শুভপরিণাম আল্লাহর ইচ্ছাধীন।"[১৮]

খ. আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

তোমরা নামাজ কায়েম কর, জাকাত আদায় কর এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু কর। (অর্থাৎ জামা'আতের সাথে নামাজ আদায় কর)।"[১৯]

গ. আল্লাহ তা'আলা বলেন : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"হে ইমানদারগণ! তোমাদের ওপর রোজা ফরজ করা হলো, যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমদের পূর্ববর্তীদের ওপর, যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।"[২০]

৪. হাক্কুল ইবাদ বা বান্দার হক আদায়

আদর্শ সমাজ ছাড়া একজন মুসলমান হাক্কুল ইবাদ বা বান্দার হক সঠিক ভাবে আদায় করতে পারে না। যেমন গরিব-দুঃখীকে সাহায্য, অসহায় ব্যক্তিকে সহায়তা, মজলুম ব্যক্তিকে সাহায্য, রোগীর সেবা ইত্যাদি। অথচ ইসলামে 'হাক্কুল ইবাদ' তথা অপরের প্রতি কর্তব্যের গুরুত্ব অত্যধিক। বিশ্বস্ততার সাথে হাক্কুল ইবাদ পালন ইসলামি সমাজ জীবন যাপনের অপরিহার্য শর্ত। একজন মুসলমানের এমন কোন কাজ করার অধিকার নেই, যা অপরের পক্ষে ক্ষতিকর। নিজের, নিজ পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীর মঙ্গল সাধন প্রত্যেক মুসলিমের অপরিহার্য কর্তব্য। বিশ্বস্ততার সাথে এ কর্তব্য সম্পাদন কোন দাক্ষিণ্যমূলক কাজ নয়, বরং দৈনন্দিন দায়িত্বের ব্যাপার, যা পালন না করা পাপ এবং অপরাধের শামিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

"নেকি নেই পূর্ব ও পশ্চিম দিকে মুখ ফেরানোর মধ্যে, বরং নেকি আছে আল্লাহ, শেষ বিচারের দিন, ফেরেশতাগণ, কিতাব ও নবীদের ওপর ইমান আনলে এবং সম্পদ ব্যয় করলে আল্লাহর মহব্বতে নিকট আত্মীয়, ইয়াতিম, মিসকিন, মুসাফির, সাহায্যপ্রার্থী ও দাস মুক্তিতে।"[২১]

৫. শান্তিপূর্ণ জীবনের নিশ্চয়তা বিধান

শান্তিপূর্ণ জীবনের নিশ্চয়তা একমাত্র ইসলামি আদর্শ সমাজই প্রদান করে। কারণ, আদর্শ সমাজ অপরাধমুক্ত ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ এমন একটি সমাজ যে সমাজে রয়েছে জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা, নিরাপত্তামূলক বাসস্থান, মান-সম্মানের নিরাপত্তা, স্বাধীন মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা। এই সমাজে কেউ কাউকে উৎপীড়ন করে না, কষ্ট দেয় না এবং একের সুখে সবাই সুখী হয় আর একের দুঃখে সবাই দুঃখ প্রকাশ করে সহানুভূতিসহ সাহায্যের হাত প্রসারিত করে দেয়। তাই আদর্শ সমাজই দুঃখ-কষ্টমুক্ত শান্তিপূর্ণ জীবনের নিশ্চয়তা প্রদান করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا

"(স্মরণ করুন) যখন ইব্রাহিম (আ.) বলেন, হে প্রভু একে নিরাপদ শহর বানাও।"[২২]

---

১৮. আল-কুরআন, *সূরা হজ* ২২ : ৪১
১৯. আল-কুরআন, *সূরা বাকারা* ২ : ৪৩
২০. আল-কুরআন, *সূরা বাকারা* ২ : ১৮৩
২১. আল-কুরআন, *সূরা বাকারা* ২ : ১৭৭
২২. আল-কুরআন, *সূরা বাকারা* ২ : ১২৬

৬. মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা

ইসলামে আদর্শ সমাজ ধর্ম, বর্ণ, বংশের, প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে সব মানুষকে মর্যাদায় সিক্ত করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

"অবশ্যই আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি।"[২৩]

এ মর্যাদা বা সম্মান সকল মানুষের একটি জন্মগত অধিকার। ইসলামি আদর্শ সমাজ জাতি, ধর্ম, বর্ণ, বংশ নির্বিশেষে জীবন ধারণের দিক হতে সব মানুষকে সমান সুযোগ-সুবিধা দান করে। সব নাগরিকের জন্য সমভাবে এগুলোর নিশ্চয়তার বিধান করা হয়ে থাকে এই সমাজে। আল্লাহ তা'আলার নিকট মানুষের পাপ-পুণ্যের ফয়সালা তাদের বাহ্যিক আকার আকৃতি ও মর্যাদা দ্বারা হবে না। বরং তা হবে তাদের নিয়ত অনুযায়ী। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- « إِنَّ اللَّهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ ».

আবূ হুররায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুলাহ (স.) বলেছেন : "আল্লাহ তা'আলা তোমাদের বাহ্যিক আকার-আকৃতির দিকে দেখেন না। বরং তিনি তোমাদের অন্তর দেখেন।"[২৪]

৭. সব মানুষের কল্যাণ সাধন

ইসলামে আদর্শ সমাজ আল্লাহ প্রদত্ত উৎকৃষ্ট নীতিমালার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই সমাজের লক্ষ্য হলো সকল মানুষের কল্যাণ, সুখ-সমৃদ্ধি ও শান্তি নিশ্চিত করা। সমাজে আত্মসর্বস্বতা এবং ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক স্বার্থপরতা মানুষের মধ্যে শত্রুতা ও পরশ্রীকাতরতার মনোভার জাগিয়ে তোলে। ফলে ভাই-ভাই, পিতা-পুত্র, মাতা-কন্যা পর্যন্ত দ্বন্দ্ব-সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। এমনকি এতে রক্তের সম্পর্ক পর্যন্ত ছিন্ন হয়ে পড়ে। তাই ইসলামের নির্দেশ হল আত্মসর্বস্বতা ও স্বার্থপরতা বর্জন করে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সব মানুষের কল্যাণে ধাবিত হওয়া।

ক. আল্লাহ তা'আলা বলেন :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

"তোমরাই সর্বোত্তম জাতি, তোমাদেরকে মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা ভাল কাজের নির্দেশ দেবে এবং অন্যায় কাজে মানুষকে নিষেধ করবে আর আল্লাহর প্রতি ইমান আনবে।"[২৫]

খ. রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন :

عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- قَالَ « الدِّينُ النَّصِيحَةُ » قُلْنَا لِمَنْ قَالَ « لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ.

তামিম দারি (রা.) হতে বর্ণিত। নবী (স.) বলেছেন : "কল্যাণ কামনাই হলো দ্বীন। একথা তিনি তিন বার বললেন। সাহাবীগণ বললেন কল্যাণ কামনা কার জন্য? রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, আল্লাহ, তাঁর রাসূল, তাঁর কিতাব, মুসলমানদের নেতা এবং জনসাধারণের জন্য।"[২৬]

৮. আখিরাতের পাথেয় সংগ্রহ

দুনিয়া থেকেই আখিরাতের পাথেয় সংগ্রহ করে নিতে হবে। দুনিয়ার সৎকর্ম ও ইবাদত বন্দেগি হলো আখিরাতের পাথেয়। একমাত্র আদর্শ সমাজেই আখিরাতের পাথেয় সংগ্রহ করা অধিকতর সহজ। এই সমাজে রয়েছে দ্বীনি পরিবেশ ও ইমানি চেতনা। যা আখিরাতের পাথেয় সংগ্রহ করতে একে অপরকে সহযোগিতা করে এবং তারা আখিরাতের পাথেয় সংগ্রহের ব্যাপারে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়।

---

২৩. আল-কুরআন, *সূরা বানি ইসরাইল* ১৭ : ৭০

২৪ . আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আল-বিররু ওয়াস সিলাহ,অনুচ্ছেদ : তাহরীমু জুলমিল মুসলিমি ওয়া খাজলিহী ওয়া ইহতিকারিহী ওয়া দামিহী ওযা মালিহী, (বৈরুত : দারুল জাবাল), খ. ৪, পৃ. ১১, হাদিস নং-৬৭০৮

২৫ . আল-কুরআন, *সূরা আলি ইমরান* ৩ : ১১০

২৬. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আল-ঈমান, অনুচ্ছেদ : বায়ানু আন্নাদ-দীনা আন-নছীহাহ , প্রাগুক্ত, খ. ১,পৃ. ৫৩, হাদিস নং-২০৫

ক. আলাহ তা'আলা বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

"হে ইমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। তোমাদের প্রত্যেকের ভেবে দেখা উচিত, আগামী তথা আখিরাতের জন্য কি পাথেয় পাঠিয়েছে আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত।"[২৭]

খ. আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

"আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন, তা দ্বারা আখিরাতের ঘর বানাবার চিন্তা কর। আর এ দুনিয়া হতেও নিজের অংশ গ্রহণ করতে ভুলো না।"[২৮]

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন, দ্বীন ও ইমানের নিরাপত্তা, সুষ্ঠুভাবে ইবাদত সম্পাদন, বান্দার হক আদায়, শান্তিপূর্ণ জীবন ও আখিরাতে পাথেয় সংগ্রহের জন্য ইসলামি আদর্শ সমাজ অপরিহার্য। সুতরাং উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষাপটে বলা যায় যে, মানব জীবনে আদর্শ ইসলামি সমাজের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি।

উপসংহার

ইসলামের আদর্শ সমাজই বিশ্বের সর্বাধিক সুন্দর সমাজ। দুনিয়া ও আখিরাতের সুখ-শান্তি নিশ্চিত করার জন্য ইসলামের আদর্শ সমাজের বিকল্প নেই। এ ধরনের আদর্শ সমাজের মডেল স্থাপন করেছিলেন রাসূলুল্লাহ (স.)। যা পরবর্তী যুগেও চালু ছিল। এরূপ সমাজ বিশ্বের কোন ব্যক্তি, ধর্ম, দেশ বা জাতি গঠন করতে সক্ষম হয়নি। এ সমাজ রাসূলুল্লাহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মানুষের মনে আল্লাহর ভয় ও আখিরাতের বিশ্বাস বদ্ধমূল করে। বর্তমান বিশ্বে প্রতিটি সমাজই অবক্ষয়ের চরম অতল গহ্বরে নিমজ্জিত। প্রতিটি সমাজকে আদর্শ সমাজে রূপান্তর করতে হলে রাসূলুল্লাহ (স.)-এর আদর্শ অনুসরণ ছাড়া সম্ভব নয়। এ সমাজ গড়তে হলে সমাজের প্রতিটি মানুষের মনে আল্লাহর ভয় ও আখিরাতের বিশ্বাস দৃঢ় প্রত্যয় করতে হবে। তাহলেই মানুষের মনে শান্তি-স্বস্তি ফিরে আসবে এবং আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে । আল্লাহ তা'আলা আমাদের সহায় হোন। (আমিন)

---

২৭. আল-কুরআন, *সূরা হাশর* ৫৯ : ১৮

২৮. আল-কুরআন, *সূরা কাসাস* ২৮ : ৭৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

আখিরাতে বিশ্বাসের পরিচিতি ও মানব জীবনে এর প্রভাব

ইসলাম ধর্মে আখিরাতে বিশ্বাস হলো, মৃত্যুর পর আমাদের সবাইকে আবার জীবিত হতে হবে এবং বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। মানুষ ভাল কাজের পুরস্কার জান্নাত পাবে আর অসৎ কাজের জন্য জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করতে হবে। আখিরাতে এই বিশ্বাস ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর অন্যতম। আখিরাতে বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করে আমাদের সমাজে এ ধরনের লোকের সংখ্যা খুবই কম। অথচ মানুষ বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করে। সব কাজের মূলে বিশ্বাস কাজ করে। বিশ্বাস যত গাঢ় হয় কাজের প্রতি তার অনুরাগ তত বৃদ্ধি পায়। সুতরাং বলা যায় যে, মানুষের বিশ্বাস মানুষের প্রকৃতি ও জীবন নিয়ন্ত্রণ করে। এভাবে বিশ্বাস মানুষকে ইতিবাচক কাজের দিকে ধাবিত করে এবং নেতিবাচক কাজ থেকে বিরত রাখে। তাই আখিরাতে বিশ্বাস মানুষের মনে বদ্ধমূল করতে পারলে সুন্দর সমাজ নির্মাণ সম্ভব হবে। নিম্নে আখিরাতে বিশ্বাসের পরিচিতি ও মানব জীবনে আখিরাতে বিশ্বাসের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

প্রথম পরিচ্ছেদ : আখিরাতের পরিচয়

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : আখিরাতের প্রয়োজনীয়তা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : আখিরাতের জীবন

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : আখিরাত সম্পর্কে প্রধান ধর্মমত

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : আখিরাতের সত্যতার পক্ষে যুক্তি ও প্রমাণ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : দুনিয়াতেই মরার পর পুনরায় জীবিত করার দৃষ্টান্ত

সপ্তম পরিচ্ছেদ : আখিরাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব

অষ্টম পরিচ্ছেদ : আখিরাতে বিশ্বাস না করার ক্ষতিসমূহ

নবম পরিচ্ছেদ : মানব জীবনে আখিরাতে বিশ্বাসের প্রভাব

দশম পরিচ্ছেদ : আখিরাতে বিশ্বাস মানুষের মনে বদ্ধমূল করার উপায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

আখিরাতের পরিচয়

আখিরাত শব্দের অর্থ

ক. 'মুজেমুল ওয়াসীত' নামক প্রসিদ্ধ অভিধানে আছে "আখিরাত হলো দুনিয়ার বিপরীত শব্দ। অর্থ মৃত্যুর পরবর্তী জীবন।"[১]

খ. 'আল মুনজিদ ফীল লুগতিল আরাবিয়্যাহ আল মুয়াছারাহ' নামক প্রামাণ্য অভিধানে আছে- "আখিরাত হলো দুনিয়ার বিপরীত শব্দ, আখিরাতের অর্থ মৃত্যুর পরবর্তী চিরস্থায়ী জীবন, অনন্তকালীন জীবন, আখিরাতের জীবন।"[২]

গ. 'কাওয়ায়িদুল ফিক্হ' গ্রন্থে আছে-"আখিরাত বলতে মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে বুঝায়।"

ইমাম রাগিব বলেন : "দুনিয়া দ্বারা যেমন দুনিয়ার জীবন বুঝায় ঠিক তেমনি আখিরাত দ্বারা মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে বুঝায়।"[৩]

ঘ. এটা আখির শব্দের স্ত্রী লিঙ্গ। এর অর্থ সবার পর, সর্বশেষ। শব্দটি কুরআন মাজীদে মৃত্যুর পরবর্তী জীবন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ভাষ্যকারদের মতে, "এটা আসলে 'আদ্দারুল আখিরাহ' অর্থাৎ মৃত্যুর পরবর্তী জীবন, এর বিপরীত শব্দ হলো 'দুনিয়া' অর্থ নিকটতর বা নিকটতম আবাস বা জীবন।"[৪]

ঙ. 'আখিরাত' শব্দটি সাধারণত 'আল-হায়াত কিংবা 'আদ-দার'-এর বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন–

আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ

"আখিরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন।"[৫]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন : أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ

"তবে কি তোমরা আখিরাতের জীবনের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনের উপর পরিতুষ্ট হয়েছে?"[৬]

আবার কখনো 'মওছুফ' উল্লেখ ব্যতিরেকে ব্যবহৃত হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ

"আর আখিরাতের উপর তারা নিশ্চিত বিশ্বাসী।"[৭]

আখিরাত শব্দটির বিভিন্ন অর্থ

আখিরাত শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। আল্লামা আবদুল আজীজ সাইয়্যেদুল আহলীর মতে, মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে আখিরাত শব্দটি পাঁচটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যথা :

এক. আখিরাত অর্থ কিয়ামত (বা পুনরুত্থান)।

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ

"আর যারা আখিরাতকে বিশ্বাস করে না, তারা সোজা পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে।" অর্থাৎ মৃত্যু পর পুনরুত্থানকে।[৮] এই আয়াতে আখিরাত শব্দটি মৃত্যু পর পুনরুত্থান অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন: وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى

"আর আমি মালিক দুনিয়া ও আখিরাতের।"অর্থাৎ দুনিয়া ও আখিরাত।[৯]

---

১. ড. শাওকি দাইফ, মু'জেমুল ওসিত, (মিশর : মাকতাবুস সরুক আদ-দাওলিয়াহ, ২০০৪ ইং/১৪২৫হি.), পৃ.৯

২. আলমুনজিদ ফী আল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ আল মুফাছারাহ, (বৈরুত : দারুল মাশায়িক্ব, ২০০১), পৃ. ১১

৩. মুফতী আমীমুল ইহসান, ক্বাত্তায়ায়িদুল ফিক্হ, (দেওবন্দ : আশরাফিরা বুক ডিপো ১৩৮১হি.), পৃ. ২৫৬

৪. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামি বিশ্বকোষ*, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ২০০৪ ইং), খ. ১ম, পৃ. ২০১

৫. আল কুরআন, *সূরা আনকাবুত* ২৯ : ৬৪

৬ . আল-কুরআন, *সূরা তাওবাহ* ৯ : ৩৮

৭. আল-কুরআন, *সূরা বাকারাহ* ২ : ৪

৮. আল-কুরআন, *সূরা আল-মো'মিনূন* ২৩ : ৭৪

৯. আল-কুরআন, *সূরা আল-লায়ল* ৯২ : ১৩

এই আয়াতে আখিরাত শব্দটি আখিরাত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এমন অনেক আয়াত রয়েছে।

দুই. আখিরাত অর্থ জান্নাত।

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ

"যে কেউ তা (যাদু) ক্রয় করলে আখিরাতে তার কোন অংশ নেই।"অর্থাৎ জান্নাতে তার কোন অংশ নেই।[১০]

এই আয়াতে আখিরাত শব্দটি জান্নাত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

তিন. আখিরাত অর্থ জাহান্নামের আজাব।

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন : أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ

"যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সেজদার মাধ্যমে অথবা দাঁড়িয়ে ইবাদত করে, আখিরাতকে ভয় করে অর্থাৎ জাহান্নামের আজাবকে ভয় করে এবং তার পালনকর্তার রহমত প্রত্যাশা করে, অর্থাৎ জান্নাতের প্রত্যাশা করে।[১১]

এই আয়াতে আখিরাত শব্দটি জাহান্নামের আজাব অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

চার. আখিরাত অর্থ আগের / অতীত / শেষ ।

যেমন আল্লহ তা'আলা বলেন : مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ

"আমরা আগের ধর্মে এ ধরনের কথা শুনিনি। এটা মনগড়া উক্তি ছাড়া আর কিছু নয়। অর্থাৎ আগের ধর্ম এবং এটা সেই ধর্ম যে ধর্মে তারা পূর্বে ছিল। তাই অর্থ হবে সে সব ধর্ম, যে সব ধর্ম মহানবী (স.)-এর পূর্বে ছিল।[১২]

এই আয়াতে আখিরাত শব্দটি আগের / অতীত/ শেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন : فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ

"এরপর যখন দ্বিতীয় (শেষ) প্রতিশ্রুতির সে সময়টি এল, তখন অন্য বান্দাদেরকে প্রেরণ করলাম, যাতে তোমাদের মুখমণ্ডল বিকৃত করে দেয়।" অর্থাৎ আজাবের শেষ প্রতিশ্রুতির সময়, যা তাদের সাথে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল।[১৩]

এই আয়াতে আখিরাত শব্দটি শেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

পাঁচ. আখিরাত অর্থ কবর।

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন : يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ

"যারা শাশ্বত বাণীতে বিশ্বাসী তাদেরকে আল্লাহ সুপ্রতিষ্ঠিত রাখেন দুনিয়ার জীবনে এবং আখিরাতে।" অর্থাৎ কবরে যখন মুনকার নাকীর প্রশ্ন করবে।[১৪]

এই আয়াতে আখিরাত শব্দটি কবর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।[১৫]

পরিভাষায় 'আখিরাত' বলতে মৃত্যুর পর থেকে অনন্তকালের জীবনকে বুঝায়। মৃত্যুর পর কবরের জীবন, সিঙ্গায় ফুৎকার, কিয়ামত (মহাপ্রলয়), হাশর, পুনরুত্থান, হিসাব, পুলছিরাত, জান্নাত ও জাহান্নাম আখিরাতের অন্তর্ভুক্ত। দুনিয়াতে মৃত্যুকষ্ট শুরু হওয়া থেকেই এ জীবনের সূচনা হয়। আয়িশা (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.) ইন্তিকালের পর বলেন:

في آخر يوم من الدنيا، وأول يوم من الآخرة

"এটাই হলো তাঁর দুনিয়ার শেষ দিন এবং আখিরাতের প্রথম দিন।"[১৬]

---

১০. আল-কুরআন, *সূরা আল-বাকারাহ* ২ : ১০২

১১. আল-কুরআন, *সূরা যুমার* ৩৯ : ৯

১২. আল-কুরআন, *সূরা ছোয়াদ* ৩৮ : ৭

১৩. আল-কুরআন, *সূরা বানী ইসরাইল* ১৭ : ৭

১৪. আল-কুরআন, *সূরা ইব্রাহিম* ১৪ : ২৭

১৫. আবদুল আজিজ সাইয়্যেদুল আহলী, *কামূছুল কুরআন আও ইছলাহুল ওয়াজুহি ওয়ান নাজায়িরি ফিল কুরআনিল কারীম,* (বৈরুত : দারুল উলুম লিল মালায়ীন, ১৯৮০ইং), খ. ১, পৃ.২৩-২৪

১৬. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আল-মাগাযী, অনুচ্ছেদ : মারাদুন নাবিয়্যি (স.) ওয়া ওয়াফাতিহি, (দারু তাওকিন নাজাহ, ১৪২২ হি.), খ. ৬, পৃ. ১৩, হাদিস নং-৪৪৫১

মৃত্যুকষ্ট শুরু হলেই মানুষের সামনে আখিরাতের দৃশ্য চলে আসে। তখন তওবা করলে আল্লাহ তা'আলা তা গ্রহণ করেন না। আল্লহ তা'আলা বলেন :

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

"আর এমন লোকদের জন্য কোন ক্ষমা নেই, যারা মন্দ কাজ করতেই থাকে, এমন কি যখন তাদের কারো মাথার উপর মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন বলতে থাকে : আমি এখন তওবা করছি। আর তওবা নেই তাদের জন্য, যারা কুফরি অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। আমি তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।"[১৭]

মৃত্যুর সময় আখিরাতের ভয়াবহ দৃশ্য দেখে মানুষ আল্লাহ তা'আলার কাছে সৎকর্মশীল হওয়ার সুযোগ দানের জন্য আবেদন জানাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে মৃত্যু আসার আগেই ব্যয় কর। অন্যথায় সে বলবে : হে আমার পালনকর্তা, আমাকে আরও কিছুকাল অবকাশ দিলে না কেন? তাহলে আমি সদকা করতাম এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। প্রত্যেক ব্যক্তির নির্ধারিত সময় যখন উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ্ কাউকে অবকাশ দেবেন না। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ সে বিষয়ে খবর রাখেন।"[১৮]

আখিরাত শব্দটি কুরআনে উল্লেখ

আখিরাত শব্দটি আল-কুরআনে ৪২ টি সূরায় ১১৬ বার[১৯] উল্লেখ করা হয়েছে।

১. সূরা আল-বাকারা ২ : আয়াত নং-৪, ৮৬, ৯৪, ১০২, ১১৪, ১৩০, ২০০, ২০১, ২১৭, ২২০............................১০ বার।
২. সূরা আলি ইমরান ৩ : আয়াত নং-২২, ৪৫, ৫৬, ৭২, ৭৭, ৮৫, ১৪৫, ১৪৮, ১৫২, ১৭৬..............১০ বার।
৩. সূর আন-নিসা ৪ : আয়াত নং-৭৪,৭৭, ১৩৪..৩ বার।
৪. সূরা মায়িদা ৫ : আয়াত নং-৫, ৩৩, ৪১...৩ বার।
৫. সূরা আনয়াম ৬ : আয়াত নং-৩২, ৯২, ১১৩, ১৫০...৪ বার।
৬. সূরা আরাফ ৭ : আয়াত নং-৪৫, ১৪৭, ১৫৬, ১৬৯..৪ বার।
৭. সূরা আনফাল ৮ : আয়াত নং-৬৭...১ বার।
৮. সূরা তাওবা ৯ : আয়াত নং-৩৮, ৩৮, ৬৯, ৭৪..৪ বার।
৯. সূরা ইউনুস ১০ : আয়াত নং-৬৪...১ বার।
১০. সূরা হুদ ১১ : আয়াত নং-১৬, ১৯, ২২, ১০৩..৪ বার।
৭. সূরা ইউসুফ ১২ : আয়াত নং-৩৭, ৫৭, ১০৬, ১০৯...৪ বার।
১১. সূরা রাদ ১৩ : আয়াত নং-২৬, ৩৪, ...২ বার।
১২. সূরা ইব্রাহিম ১৪ : আয়াত নং-৩, ২৭, ...২ বার।
১৩. সূরা নাহল ১৬ : আয়াত নং-২২, ৩০, ৪১, ৬০. ১০৭, ১০৯, ১২২ ....৭ বার।
১৪. সূরা বানি ইসরাইল ১৭ : আয়াত নং-৭৭, ১০, ১৯, ২১, ৪৫,৭২, ১০৪.......................................৭ বার।
১৫. সূরা ত্বহা ২০ : আয়াত নং-১২৭ ....১বার।
১৬. সূরা হজ ২২ : আয়াত নং-১১, ১৫ ....২ বার।
১৭. সূরা মু'মিনূন ২৩ : আয়াত নং-৩৩, ৭৪, ...২ বার।

১৭ . আল-কুরআন, *সূরা নিসা* ৪ : ১৮

১৮. আল-কুরআন, *সূরা মুনাফিকুন* ৬৩ : ১০-১১

১৯. মোহাম্মদ ফুয়াদ আব্দুল বারি, আলফাজু কুরআনিল কারিম, (কাহিরা : দারুল হাদিস, ১৯৯৬ইং), পৃ. ২৭-২৯

১৮. সূরা নূর ২৪ : আয়াত নং-১৪, ১৯, ২৩ ....৩ বার।
১৯. সূরা নামল ২৭ : আয়াত নং-৩, ৪, ৫, ৬৬ ....৪ বার।
২০. সূরা কাসাস ২৮ : আয়াত নং-৭০, ৭৭, ৮৩ ....৩ বার।
২১. সূরা আনকাবুত ২৯ : আয়াত নং-২০, ২৭, ৬৪ ....৩ বার।
২২. সূরা রূম ৩০ : আয়াত নং-৭, ১৬...২ বার।
২৩. সূরা লুকমান ৩১ : আয়াত নং-৪..১বার।
২৪. সূরা আহযাব ৩৩ : আয়াত নং-২৯, ৫৭.. ২বার।
২৫. সূরা সাবা ৩৪ : আয়াত নং-১, ৮, ২১...৩ বার।
২৬. সূরা সদ ৩৮ : আয়াত নং-৭...১ বার।
২৭. সূরা যুমার ৩৯ : আয়াত নং-৯, ২৬, ৪৫...৩ বার।
২৮. সূরা গাফির ৪০ : আয়াত নং-৩৯, ৪৩..২ বার।
২৯. সূরা ফুসসিলাত ৪১ : আয়াত নং-৭, ১৬, ৩১...৩ বার।
৩০. সূরা শূরা ৪২ : আয়াত নং-২০, ২০...২ বার।
৩১. সূরা যুখরুফ ৪৩ : আয়াত নং-৩৫..২ বার।
৩২. সূরা নাজম ৫৩ : আয়াত নং-২৫, ২৭...২ বার।
৩৩. সূরা হাদিদ ৫৭ : আয়াত নং-২০...১ বার।
৩৪. সূরা হাশর ৫৯ : আয়াত নং-৩..১ বার।
৩৫. সূরা মুমতাহিনা ৬০ : আয়াত নং-১৩..১ বার।
৩৬. সূরা কালাম ৬৮ : আয়াত নং-৩৩..১ বার।
৩৭. সূরা মুদ্দাসির ৭৪ : আয়াত নং-৫৩..১ বার।
৩৮. সূরা কিয়ামাহ ৭৫ : আয়াত নং-২১..১ বার।
৩৯. সূরা নাযিয়াহ ৭৯ : আয়াত নং-২৫..১ বার।
৪০. সূরা আলা ৮৭ : আয়াত নং-১৭...১ বার।
৪১. সূরা লাইল ৯২ : আয়াত নং-১৩..১ বার।
৪২. সূরা দুহা ৯৩ : আয়াত নং-৪...১ বার।
আল-কুরআনে মোট ১১৬ বার উল্লেখ করা হয়েছে।

আখিরাতের বিষয়সমূহ

আখিরাত শব্দটি এবং অন্যান্য শব্দও যেমন মওত (মৃত্যু), কবর, সিঙ্গায় ফুৎকার, ইয়মুন, ইয়মুল আখির, কিয়ামত (মহাপ্রলয়), হাশর, পুনরুত্থান, হিসাব, পুলসিরাত, জান্নাত ও জাহান্নাম এ ধরনের সব শব্দ ও বিষয় আখিরাতের অন্তর্ভুক্ত।

আখিরাত বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ কিছু আয়াত

১. আল্লাহ তা'আলা বলেন : مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ

"যিনি বিচার দিনের মালিক।"[২০]

২. আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ

"আর তারা আখিরাতকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে।"[২১]

৩. আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ

---

২০. আল-কুরআন, *সূরা আল-ফাতিহাহ* ১ : ৩

২১. আল-কুরআন, *সূরা আল-বাকারা* ২ : ৫

"আর মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোক রয়েছে যারা বলে, আমরা ইমান এনেছি আল্লাহর প্রতি ও আখিরাতের দিনের প্রতি অথচ তারা মু'মিন নয়।"[২২]

৪. আল্লাহ তা'আলা বলেন : الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ

"যারা না দেখেই তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে আর তারা কেয়ামতের ভয়ে ভীত থাকে।"[২৩]

৫. আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ

"হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর এবং ভয় কর এমন এক দিনকে, যখন পিতা সন্তানের কোন কাজে আসবে না এবং সন্তানও তার পিতার কোন উপকারে আসবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহর ওয়াদা সত্য। সুতরাং দুনিয়ার জীবন যেন তোমাদেরকে কিছুতেই ধোঁকা না দেয় এবং আল্লাহ সম্পর্কে প্রতারক (শয়তান) যেন তোমাদেরকে কিছুতেই প্রতারিত না করে।"[২৪]

৬. আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"আমি তোমাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় কর তোমাদের কারো মৃত্যু আসার আগেই । অন্যথায় সে বলবে : হে আমার পালনকর্তা, আমাকে আরও কিছুকাল অবকাশ দিলে না কেন? তাহলে আমি সদকা করতাম এবং সৎকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। আল্লাহ্ কাউকে অবকাশ দেবেন না যখন কারো নির্ধারিত সময় এসে যায়, তখন । আল্লাহ্ খবর রাখেন তোমরা যা কর।"[২৫]

৭. আল্লাহ তা'আলা বলেন :

الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ

"যারা আখিরাতের চাইতে দুনিয়ার জীবনকে ভালবাসে এবং আল্লাহ্র পথে বাধা দান করে আর তাতে বক্রতা তালাশ করে, তারা চরম পথভ্রষ্টতায় নিপতিত আছে।"[২৬]

৮. আল্লাহ তা'আলা বলেন : كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ

"কখনও না, বরং তোমরা দুনিয়ার জীবনকে ভালবাস আর আখিরাতকে উপেক্ষা কর।"[২৭]

৯. আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

"দুর্ভোগ মাপে কম দাতাদের জন্য যারা মানুষের নিকট থেকে যখন মেপে নেয় তখন পুরোপুরি নেয়। আর যখন তাদের মেপে দেয় কিংবা ওজন করে দেয়, তখন কম করে দেয়। তারা কী বিশ্বাস করে না যে, অবশ্যই তারা পুনরুত্থিত হবে? অত্যন্ত ভয়াবহ একদিনে। সেদিন সকল মানুষ বিশ্বজগতের প্রতিপালকের সামনে দণ্ডায়মান হবে।"[২৮]

---

২২. আল-কুরআন, *সূরা আল-বাকারা* ২ : ৮

২৩. আল-কুরআন, *সূরা আল-আম্বিয়া* ২১ : ৪৯

২৪. আল-কুরআন, *সূরা আল-লুক্বমান* ৩১ : ৩৩

২৫. আল-কুরআন, *সূরা মুনাফিকুন* ৬৩ : ১০-১১

২৬. আল-কুরআন, *সূরা ইব্রাহীম* ১৪ : ৩

২৭. আল-কুরআন, *সূরা আল-কিয়ামাহ* ৭৫ : ২০-২১

২৮. আল-কুরআন, *সূরা মুতাফ্ফিফীন* ৮৩ : ১-৬

১০. আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

"কোন নবীর পক্ষে শোভনীয় নয় যে, কোন জিনিস গোপন (আত্মসাৎ) করা। আর যে ব্যক্তি কোন জিনিস গোপন (আত্মসাৎ) করবে, কিয়ামতের দিন সে গোপনকৃত বস্তু নিয়ে উপস্থিত হবে।"[২৯]

১১. আল্লাহ তা'আলা বলেন : أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ

"বরং যারা আখিরাত বিশ্বাস করে না তারা আজাবে নিমজ্জিত হবে। আর তারাই অতি মারাত্মক বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে।"[৩০]

১২. আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

"আর যারা আখিরাত বিশ্বাস করে না, তাদের জন্য আমি কঠিন আজাব প্রস্তুত করে রেখেছি।"[৩১]

১৩. আল্লাহ তা'আলা বলেন : بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى

"বরং তোমরা দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দিয়ে থাক। অথচ আখিরাত (দুনিয়ার তুলনায়) অতি উত্তম ও চিরস্থায়ী।"[৩২]

১৪. আল্লাহ তা'আলা বলেন : قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا

"হে রাসূল (স.)! আপনি তাদেরকে বলে দিন, দুনিয়ার ভোগসামগ্রী অতিসামান্য। আর যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করেছে তার জন্য আখিরাতই উত্তম। আর তোমাদের প্রতি সামান্য পরিমাণও জুলুম করা হবে না।"[৩৩]

১৫. আল্লাহ তা'আলা বলেন: وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ:

"এই পৃথিবীর জীবন ক্রীড়া-কৌতুক ছাড়া কিছু নয়। আখিরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন, যদি তারা জানত।"[৩৪]

আখিরাত বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ কিছু হাদিস

عن أنس، عن النبي ﷺ قال: «اللهم لا عيش إلا عيش الآخره، فأصلح الأنصار والمهاجره»

১. আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। নবী (স.) বলেছেন : "হে আল্লাহ! আখিরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন। সুতরাং আপনি আনসার ও মুহাজিরদের কল্যাণ দান করুন।"[৩৫]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «زُورُوا الْقُبُورَ؛ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ»

২. আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "তোমরা কবর জিয়ারত করো। কেননা তা তোমাদেরকে আখিরাত স্মরণ করিয়ে দেয়।"[৩৬]

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا؛ فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا، وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ»

---

২৯. আল-কুরআন, *সূরা আলি ইমরান* ৩ : ১৬১

৩০. আল-কুরআন, *সূরা সাবা* ৩৪ : ৮

৩১. আল-কুরআন, *সূরা বানি ইসরাইল* ১৭ : ১০

৩২. আল-কুরআন, *সূরা আ'লা* ৮৮ : ১৬

৩৩. আল-কুরআন, *সূরা আন-নিসা* ৪ : ৭৭

৩৪. আল-কুরআন, *সূরা আনকাবুত* ২৯ : ৬৪

৩৫. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আর-রিক্বাক,অনুচ্ছেদ : মা জাআ ফীছছিহ্হাতি ওয়াল ফারাগি..., (দারু তাওকুন নাজাহ, ১৪২২ হি.), খ. ৮, পৃ. ৪৪, হাদিস নং-৬৪১৩

৩৬. অবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন্ ইয়াযিদ ইবন মাজাহ আল-কাযভীনী, *সুনানু ইবনু মাজাহ*, অধ্যায় : আল-জানাযিজ, অনুচ্ছেদ : মা জাআ ফী যিয়ারাতিল কুবূরি, (হালবী, মিশর : দারু ইহইয়ায়িল কিতাব আল-আরাবী), খ. ১,পৃ. ৫০০, হাদিস নং-১৫৬৯

৩. ইব্‌ন মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "আমি তোমাদেরকে কবর জিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা কবর জিয়ারত করো। কেননা তা দুনিয়া বিমুখ বানায় এবং আখিরাত স্মরণ করিয়ে দেয়।"[৩৭]

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: أخذ رسول الله ﷺ بمنكبي، فقال: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» وكان ابن عمر، يقول: «إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك»

৩. আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) একবার আমার দু'কাঁধ ধরে বললেন : "তুমি এ দুনিয়াতে একজন মুসাফির অথবা পথযাত্রীর মত থাক। আর ইব্‌ন উমর (রা.) বলতেন : "তুমি সন্ধ্যায় উপনীত হলে আর ভোরের অপেক্ষা করো না এবং ভোরে উপনীত হলে সন্ধ্যার অপেক্ষা করো না। তোমার সুস্থতার সময় তোমার পীড়িত অবস্থার জন্য সঞ্চয় করে রেখো। আর জীবিত অবস্থায় তোমরা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নিও।"[৩৮]

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ، عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَحَبَّ الدُّنْيَا أَضَرَّ بِالْآخِرَةِ، وَمَنْ أَحَبَّ الْآخِرَةَ أَضَرَّ بِالدُّنْيَا أَلَا فَأَضِرُّوا بِالْفَانِي لِلْبَاقِي»

৪. আবূ মূসা আল-আশআরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি দুনিয়াকে ভালবাসে সে আখিরাতের ক্ষতি করে। আর যে ব্যক্তি আখিরাতকে ভালবাসে সে দুনিয়ার ক্ষতি করে।[৩৯]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَتِ الآخِرَةُ هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ مَا قُدِّرَ لَهُ.

৫. আনাস ইব্‌ন মালেক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "যে ব্যক্তির একমাত্র চিন্তার বিষয় হবে আখিরাত, আল্লাহ্ সেই ব্যক্তির অন্তরকে অভাবমুক্ত করে দেবেন এবং তার যাবতীয় বিচ্ছিন্ন কাজগুলো একত্র করে সুসংহত করে দেবেন। তখন তার নিকট দুনিয়া তুচ্ছ হয়ে ধরা দেবে। আর যে ব্যক্তির একমাত্র চিন্তার বিষয় হবে দুনিয়া, আল্লাহ্ দারিদ্র্য ও অভাব-অনটন তার দু'চোখের সামনে লাগিয়ে রাখবেন এবং তার কাজগুলো এলোমেলো ও বিচ্ছিন্ন করে দেবেন। তার জন্য যা নির্দিষ্ট রয়েছে, দুনিয়াতে সে এর চাইতে বেশি পাবে না।"[৪০]

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- « وَاللَّهِ مَا الدُّنْيَا فِى الآخِرَةِ إِلاَّ مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَذِهِ - وَأَشَارَ يَحْيَى بِالسَّبَّابَةِ - فِى الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَ يَرْجِعُ ».

৬. রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন : "আল্লাহর শপথ! দুনিয়া আখিরাতের তুলনায় শুধু ততটুকু, যেমন তোমাদের কেউ তার এই আঙ্গুলটি সমুদ্রের পনিতে ভিজিয়ে দেখল যে, কতটুকু পানি নিয়ে ফিরছে। বর্ণনাকারী ইয়াহ্ইয়া এ সময় শাহাদাত আঙ্গুলের দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন।"[৪১] "অর্থাৎ আঙ্গুলের এ পানি হচ্ছে তার দুনিয়ার জীবন আর মহাসমুদ্রের পানি হচ্ছে তার আখিরাতের জীবন।"

---

৩৭. অবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াযিদ ইব্ মাজাহ আল-কাযভীনী, *সুনানু ইবনু মাজাহ*, অধ্যায় : আল-জানাযিজ, অনুচ্ছেদ : মা জাআ ফী যিয়ারাতিল কুবূরি, (হালবী : দারু ইহইয়ায়িল কিতাব আল-আরাবী), খ. ১,পৃ. ৫০১, হাদিস নং-১৫৭১

৩৮. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আর্ রিকাক,অনুচ্ছেদ : কাওলিন নাবিয়্যি (স.) কুন ফিদ দুনইয়া কাআন্নাকা গারীবুন আও আ বিরি সাবিলিন, (দারু তাওকুন নাজাহ, ১৪২২ হি.), খ. ৮, পৃ. ৪৪, হাদিস নং-৬৪১৬

৩৯. আহমাদ ইবনু আমার, *মুসনাদুল বাযযার*, অধ্যায় : মুসনাদু আবী মূসা (রা.), অনুচ্ছেদ : আওয়ালু হাদীসু আবী মূসা (রা.) , (মাদীনাতুল মুনাওয়ারাহ : মাকতাবুল উলুম ওয়াল হিকাম, ২০৯ইং), খ. ৮, পৃ. ৭১, হাদিস নং-৩০৬৭

৪০. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত তিরমিযী*, অধ্যায় : ছিফাতুল ক্বিয়ামাতি ওয়ার রাকায়িকি ওয়াল ওয়ারাআ আন রাসূলিল্লাহ (স.), অনুচ্ছেদ : নেই, (বৈরুত : দারুল গুরুব আল-ইসলামী, ১৯৯৮), খ. ৪,পৃ. ২২৪, হাদিস নং-২৪৬৫

৪১. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : ছিফাতিল জান্নাতি ওয়া ছিফাতু না'য়ীমিহা ওয়া আহ্লিহা, অনুচ্ছেদ : ফানায়িদ্দুনইয়া ওয়া বায়ানিল হাস্‌রি ইয়াওমিল ক্বিয়ামাতি, (বৈরুত : দারুল জাবাল), খ. ৮,পৃ. ১৫৬, হাদিস নং-৭৩৭৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আখিরাতের প্রয়োজনীয়তা

১. ভাল কাজের পুরস্কার এবং মন্দ কাজের শাস্তি

ভাল ও মন্দ এবং ন্যায় ও অন্যায় কখনো এক হতে পারে না। তাই ভাল কাজের প্রতিদান এবং মন্দ কাজের শাস্তি দেয়াই যুক্তিসঙ্গত ও বিবেকসম্মত। এর ব্যতিক্রম করা ন্যায়নীতির পরিপন্থী। একজন মানুষ সারা জীবন ভাল-মন্দ অনেক কাজ করে। এ সব কাজের প্রভাব ও ক্রিয়া যুগ যুগ ধরে চলতে থাকে। এমনকি তার মৃত্যুর পরও তা চলতে থাকে। তাই এসব কাজের ফলাফল যদি মানুষ ভোগ করতে না পারে তাহলে মানুষের জীবনের কোন মূল্য রইল না। এতে মানুষের জীবন অর্থহীন ও মূল্যহীন হয়ে যায়। তার কর্মটিও মূল্যহীন হয়ে যায়। মানুষের জীবনকে সার্থক করতে হলে ভাল কাজের পুরস্কার এবং মন্দ কাজের শাস্তি থাকাটা অত্যন্ত জরুরি। এই জন্যই আখিরাত প্রয়োজন।

২. মানুষের জীবনের মূল্য বৃদ্ধি

একজন মানুষ অন্যজনকে হত্যা করলে তার বিচার না হলে অথবা হত্যাকারীর শাস্তি না হলে হত্যাকাণ্ডে নিহত ব্যক্তির জীবনটা বৃথা ও মূল্যহীন হয়ে যায়। যেমন বাঘের কাছে হরিণের জীবনের যেমন মূল্য নেই, ঠিক তেমনি একজন মানুষের কাছে আরেকজন মানুষের জীবন মূল্যহীন হয়ে যায়। এই পৃথিবীতে অনেক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় কিন্তু দুনিয়ার আদালতে বিচার হয় না। অথবা অনেক গুপ্ত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় যার খবর দুনিয়ার মানুষ জানেও না বা জানলেও বিচার হয় না। এসব হত্যাকাণ্ডের বিচার আল্লাহর আদালতে আখিরাতে ঠিকই হবে।

৩. ভাল ও মন্দ কর্মের মূল্যায়ন

একজন মানুষ ভাল কাজ করল, সে যদি পুরস্কার না পায় তাহলে তার কর্মটি মূল্যহীন হলো এবং যে ভাল কাজ করল তারও যথাযথ মূল্যায়ন হল না এবং তাকে তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করা হলো। যেমন–

এক. একজন মানুষ একটা ভাল কাজ করল, কিন্তু তার কর্মটি জাতির সামনে প্রকাশ পেল না। তার কোন মূল্যায়ন হল না। অর্থাৎ সে দুনিয়াতে কর্মফল ভোগ করতে পারল না।

দুই. আরেকজন ভাল কাজ করল কিন্তু ফল ভোগের আগেই তার মৃত্যু হলো। সেও প্রতিদান পেল না।

তিন. অন্যজন ভাল কাজ করল কিন্তু ভাল করতে গিয়ে উল্টা ক্ষতিগ্রস্ত হলো। যেমন নবীরা নিঃস্বার্থভাবে দ্বীন মানুষের নিকট প্রচার করতে গিয়ে নির্যাতিত হয়েছেন আবার অনেকে শহীদ পর্যন্ত হয়েছেন। উপরোক্ত তিন জনের ভাল কাজের পুরস্কার পাওয়া বিবেকের দাবি এবং যুক্তিসম্মত ও ন্যায়নীতিসম্মত। এই জন্যই আখিরাত প্রয়োজন।

৪. ভাল কাজের পুরোপুরি পুরস্কার এবং মন্দ কাজের যথাযথ শাস্তি প্রদান

একজন লোক এমন একটি ভাল কাজ করল যা দ্বারা মানুষ যুগ যুগ ধরে উপকৃত হলো। তার পুরস্কার এত বেশি হওয়া উচিত যে, দুনিয়ার স্বল্পকালীন জীবনে তাকে তা দেয়া সম্ভব নয়। অন্য একজন মানুষ এত বেশি অন্যায় করেছে যে, তাকেও এ দুনিয়ায় পরিপূর্ণ শাস্তি দেয়া সম্ভব নয়। যেমন একজন মানুষ একজন মানুষকে হত্যা করল। নিঃসন্দেহে হত্যাকারী মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি, তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া উচিত। একজন মানুষ হত্যার জন্য তাকে একবার মৃত্যুদণ্ড দেয়া হলো। কিন্তু একজন মানুষ যদি দশজন মানুষকে হত্যা করে তাহলে দশবার মৃত্যুদণ্ড দেয়া উচিত। কিন্তু দশজন মানুষের হত্যাকারীকে এ দুনিয়ায় দশবার মৃত্যুদণ্ড দেয়া সম্ভব নয়। তাকে একবারই মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। একজন মানুষকে হত্যা করে যদি একবার মৃত্যুদণ্ড হয় আর দশজন হত্যা করেও যদি একবার মৃত্যুদণ্ড হয় তাহলে এটা ন্যায় বিচারের পরিপন্থী। সুতরাং বলা যায়, ইহকালে ভাল কাজে পুরস্কার এবং মন্দ কাজের পরিপূর্ণ শাস্তি দেয়া সম্ভব নয়। এজন্য অনন্তকালের একটা ভিন্ন জগৎ প্রয়োজন। আর এটাই হল ইসলামের দৃষ্টিতে আখিরাত। এই আখিরাতে মানুষকে আল্লাহ তা'আলা ভাল কাজের পূর্ণ পুরস্কার এবং মন্দ কাজের যথাযথ শাস্তি দেবেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আখিরাতের জীবন

আখিরাতের পুরস্কার ও শাস্তি চিরস্থায়ী

ক. আল্লাহ তা'আলা বলেন : بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى

"বরং তোমরা দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দিয়ে থাক। অথচ আখিরাত (দুনিয়ার তুলনায়) অতি উত্তম ও চিরস্থায়ী।"[৪২]

খ. আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى

"আর আখিরাতের আজাব অধিক কঠোর ও চিরস্থায়ী।"[৪৩]

আখিরাতকে অবিশ্বাসীদের পরিণতি

ক.আল্লাহ তা'আলা বলেন:

أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ

"বরং যারা আখিরাত বিশ্বাস করে না তারা আজাবে নিমজ্জিত হবে। আর তারাই অতি মারাত্মক বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে।"[৪৪]

খ.আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

"আর যারা আখিরাত বিশ্বাস করে না, তাদের জন্য আমি কঠিন আজাব প্রস্তুত করে রেখেছি।"[৪৫]

গ.আল্লাহ তা'আলা বলেন :

كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًاإِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا

"বরং এরা কিয়ামতকে অস্বীকার করে। যে ব্যক্তি কিয়ামতকে অস্বীকার করবে, আমি তার জন্য আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি। এ আগুন যখন দূর হতে তাদেরকে দেখবে, তখন তারা আগুনের তর্জন ও গর্জন শুনতে পাবে।"[৪৬]

আখিরাতে বিশ্বাসীদের পুরস্কার জান্নাত

ঘ. আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ

"নিশ্চয়ই যারা ইমান এনেছে (আখিরাতসহ যাবতীয় বিষয়ের উপর) এবং নেক কাজ করেছে, তাদের প্রতিপালক তাদেরকে ইমানের মাধ্যমে পথ প্রদর্শন করেন শান্তিময় জান্নাত সমূহের প্রতি, যেগুলোর তলদেশে ঝর্ণাসমূহ প্রবহমান।"[৪৭]

আখিরাতের উদ্দেশ্য

আল্লাহ তা'আলার প্রতি বিশ্বাসী সৎকর্মশীল লোকদেরকে পুরস্কৃত করা এবং আল্লাহ ও আখিরাতের অবিশ্বাসীদের শাস্তি দেয়াই হল আখিরাত বা কিয়ামতের উদ্দেশ্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ

---

৪২. আল-কুরআন, *সূরা আ'লা* ৮৮ : ১৬

৪৩. আল-কুরআন, *সূরা ত্বহা* ২০ : ১২৭

৪৪. আল-কুরআন, *সূরা সাবা* ৩৪ : ৮

৪৫. আল-কুরআন, *সূরা বানি ইসরাইল* ১৭ : ১০

৪৬. আল-কুরআন, *সূরা ফুরকান* ২৫ : ১১-১২

৪৭. আল-কুরআন, *সূরা ইউনূস* ১০ : ৯

سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

"কাফিররা বলে, আমাদের ওপর কিয়ামত আসবে না। আপনি বলে দিন, হ্যাঁ, অবশ্যই। আমার প্রতিপালকের শপথ! অবশ্যই তা তোমাদের ওপর আসবে। তিনি অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবগত। আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে তাঁর অগোচরে নয় অণু পরিমাণ কিছু কিংবা তার চেয়েও ছোট অথবা বড়, বরং এর প্রত্যেকটি লিপিবদ্ধ আছে সুস্পষ্ট কিতাবে। এটা (আখিরাত) এজন্য যে, যারা ইমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তিনি তাদের প্রতিদান দান করবেন। এদের জন্যই ক্ষমা ও সম্মানজনক রিজিক রয়েছে। আর যারা আমার আয়াতসমূহ ব্যর্থ করার চেষ্টা করে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আর যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, তারা জানে যে, যা আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে, তা সত্য। আর তা পরাক্রম শালী, প্রশংসনীয় আল্লাহর পথ প্রদর্শন করে।" [৪৮]

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আখিরাত সম্পর্কে প্রধান ধর্মমত

আখিরাত সম্পর্কে পৃথিবীতে বিভিন্ন মতবাদ রয়েছে। নিম্নে আখিরাত সম্পর্কে পাঁচটি প্রধান ধর্মমত আলোচনা করা হলো ।

১. হিন্দু ধর্মে মৃত্যুর পরের জীবন–পুনর্জন্মবাদ

পুনর্জন্মবাদ হলো মৃত্যুর পর আত্মা অন্য দেহে পুনরায় জন্মলাভ করে। বর্তমান হিন্দু সম্প্রদায় সাধারণভাবে পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাসী। তাদের মতে, মানুষকে তার কর্মফল ভোগ করার জন্য বার বার এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করতে হয়। প্রতিটি আত্মাই প্রথম জন্মের কর্মফল অনুযায়ী পরজন্মে ভিন্ন ভিন্ন দেহ নিয়ে এই পৃথিবীতে আগমন করে। মন্দ কর্মের জন্য মানুষের আত্মাকে কীট-পতঙ্গ, পশুপাখি, গাছ-পালা, বা তরুলতা হয়ে এবং যাদের কর্ম ভাল তারা মানবদেহ ধারণ করে জন্ম গ্রহণ করতে হয়।

মোক্ষলাভ

মোক্ষ অর্থ পুনর্জন্ম বা সংসার চক্র থেকে মুক্তি। সব হিন্দুর সর্বশেষ লক্ষ্য হলো একদিন পুনর্জন্ম চক্র সমাপ্ত হবে এবং তাকে আর পুনরায় জন্ম গ্রহণ করতে হবে না। এটি তখনই ঘটবে যখন ভাল বা মন্দ কোন কর্মই থাকবে না।

নতুন শরীর গ্রহণ

ক. ভগবদগীতায় বলা হয়েছে-"মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করে নতুন বস্ত্র পরিধান করে, আত্মাও সেইরূপ জীর্ণ শরীর ত্যাগ করে নতুন শরীর গ্রহণ করে। আত্মাকে অস্ত্র দিয়ে কাটা যায় না, আগুনে পোড়ানো যায় না, জলে ভিজানো যায় না, বাতাসে শুকানো যায় না।"[৪৯]

খ. ভগবদ্‌গীতায় আরো বলা হয়েছে-"জন্মের পর মৃত্যু, মৃত্যুর পর জন্ম–ইহা নিশ্চিত। ইহা জানিয়াও তোমার শোক করা উচিত নয়।"[৫০]

গ. উপনিষদে বলা হয়েছে-"জোঁক যেমন ঘাসের এক প্রান্তে গিয়ে অন্য ঘাসকে আশ্রয় করে এবং নিজকে তার উপর তুলে নেয়, তেমনি এই আত্মাও দেহ ত্যাগ করে ও অবিদ্যা (মায়া) দূর করে অন্য একটি দেহকে অবলম্বন করে এবং নিজকে সেখানে নিয়ে যান। স্বর্ণকার যেমন একখণ্ড সোনা নিয়ে তাকে অভিনব এবং সুন্দর রূপ দেয়, সেরূপ

---

৪৮. আল-কুরআন, *সূরা সাবা* ৩৪ : ৩-৬

৪৯. শ্রী প্রাণকুমার ভট্টাচার্য সম্পাদিত, *শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা*, (ঢাকা : নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ১৯৯৯ইং), ২ : ২২ ও ২৩, পৃ.২৪

৫০ . শ্রী প্রাণকুমার ভট্টাচার্য সম্পাদিত, *শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা*, (ঢাকা : নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ১৯৯৯ইং), ২ : ২৭, পৃ.২৫

এই আত্মা দেহ ত্যাগের পর অবিদ্যা (মায়া) দূর করে পিতৃগণ, গন্ধর্বগণ, দেবগণ, প্রজাপতি ব্রাহ্ম বা অন্য কোন রূপ জীবের উপযোগী এক সুন্দর ও নতুন রূপ সৃষ্টি করেন।"[৫১]

বেদে পুনর্জন্মবাদের উল্লেখ নেই

হিন্দুদের সবচেয়ে বিশুদ্ধ ও মূল ধর্মগ্রন্থ বেদে পুনর্জন্মবাদের কোনো উল্লেখ নেই।
ড. রাধাকৃষ্ণাণ বলেন-"ঋকবেদে পুনর্জন্মবাদের উল্লেখ নেই।" [৫২]
খুব সম্ভব পরবর্তী যুগে উপরোল্লিখিত মতবাদের সৃষ্টি হয়ে থাকবে।

পুনর্জন্মবাদের পর্যালোচনা

১. কর্মফল ভোগের ব্যবস্থাকে বানচাল করে দেয়া

মানুষ কর্মদোষে গরু, ভেড়া, ছাগল, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি রূপে জন্মগ্রহণ করলে পরোক্ষভাবে ভগবানেরই দুর্বলতা প্রকাশ পায়। কেননা মানুষ ও অন্যান্য পশু-পাখি তাদের দৈনিক আহার্যের জন্য এসব প্রাণীকে বধ করে সৃষ্টিকর্তার নির্ধারিত কর্মফল ভোগের ব্যবস্থাকে অহরহ বানচাল করে দিচ্ছে।[৫৩]

২. পূর্বজন্মে পাপীরা কি পুণ্যবান ছিল?

আমরা দেখতে পাই যে, মুণি-ঋষি, অবতার তথা মানব সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা বেশি দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে থাকেন, অপরদিকে পাপীরা পৃথিবীতে সুখ-সম্ভোগে বিভোর থাকে। তাহলে কি মনে করতে হবে যে, উপরিউক্ত পুণ্যাত্মাগণ পূর্বজন্মে মহাপাপী এবং পাপীরা পূর্বজন্মে মহাপুণ্যবান ছিল? [৫৪]

৩. অক্ষমের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন কি সমীচীন?

এখানে একটি মানবীয় দিকও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। মানুষ যদি কর্মদোষে অন্ধ, আতুর, খঞ্জ ইত্যাদি রূপে জন্মগ্রহণ করে এবং এ কর্মদোষেই যদি তারা রুগ্ন অথবা বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তাহলে তাদের প্রতি কৃপা ও সহানুভূতি প্রদর্শন কি সমীচীন হবে? কেননা যারা ভগবান কর্তৃক তাদের কর্মফলের শাস্তি ভোগ করছে তাদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন ভগবান-প্রদত্ত বিধানকে বানচাল করারই নামান্তর নয় কি?[৫৫]

৪. পূর্বজন্ম সম্বন্ধে কেউ কিছু জানতে পেরেছে কি?

আর একটি বিষয় এখানে লক্ষণীয় যে, কর্মদোষেই যদি মানুষের পুনর্জন্ম হয় তাহলে পূর্বজন্মে সে কি পাপ করেছিল এবং তার জন্ম কোথায় কিভাবে হয়েছিল অন্ততঃ ন্যায় বিচারের খাতিরে সে সম্পর্কে তাকে অবহিত রাখা উচিত। মানব সমাজেও এ প্রথা চালু আছে যে, অপরাধীর অপরাধ সাব্যস্ত করে তাকে সে সম্পর্কে অবহিত করার পরই শাস্তি প্রদান করা হয়। অতএব মহা ন্যায়বিচারক ভগবানের বেলায় কিভাবে এ নীতির ব্যতিক্রম হতে পারে? কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন মানুষ তার পূর্বজন্ম সম্বন্ধে কিছু জানতে পেরেছে কি?[৫৬]

জাতিস্মর

অবশ্য মাঝে-মধ্যে জাতিস্মর সম্পর্কিত কিছু কিছু খবরাদি দেশ-বিদেশের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হতে দেখা যায়। যাদের পূর্বজন্মের কথা স্মরণ থাকে তাদেরকে বলা হয় জাতিস্মর। সম্প্রতি এডওয়ার্ড রিয়াল নামীয় ব্রিটেনের জনৈক বৃদ্ধ ভদ্রলোক সেকেন্ড টাইম রাউন্ড (প্রকাশক : নেভিল স্পিয়ার ম্যান, লন্ডন) নামক একটি আত্মস্মৃতি লিখেছেন। তিনি দাবি করেছেন যে, এটা তার পূর্বজন্মের অর্থাৎ তিন শত বছর পূর্বেকার আত্মস্মৃতি।[৫৭]

---

৫১. *বৃহদারণ্যক উপনিষদ*, বাংলায় রূপান্তর-ভরেশ রায়, (ঢাকা : জে. কে. প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স, ২০০৪ ইং), খ, ১, চতুর্থ অধ্যায়, চতুর্থ ব্রাহ্মণ, পৃ. ২২৬

৫২. ড. রাধাকৃষ্ণাণ, *উপনিষদ কি ভূমিকা*, (দিল্লি : রাজ পাল এন্ড সন্স), পৃ. ৪২

৫৩. আব্দুল মতীন জালালাবাদী, *জীবন মৃত্যু পরকাল ও আত্মার হালচাল*, (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ২০০৪ইং), পৃ. ৪৮

৫৪. আব্দুল মতীন জালালাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮-৫২

৫৫. আব্দুল মতীন জালালাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

৫৬. আব্দুল মতীন জালালাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

৫৭. আব্দুল মতীন জালালাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

রিয়ালের আত্মস্মৃতি

রিয়াল উক্ত আত্মস্মৃতিতে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি সপ্তদশ শতাব্দীতে 'সামারসেটে' চাষাবাদ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তখন তার নাম ছিল জন ফ্লেচার। তার পরিষ্কার মনে আছে যে, তিনি বিবাহিত ছিলেন এবং তার স্ত্রীর নাম ছিল সিসিলি। মন মাউথের ডিউকের সেনাবাহিনীর পথ প্রদর্শক হিসেবে কাজ করার জন্য একদিন তিনি তার স্ত্রীর নিকট হতে বিদায় নিয়ে বের হন এবং সেই যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন।[৫৮]

অধ্যাপক কোহেনের অভিমত

মি. রিয়ালের পুস্তককে কেন্দ্র করে সম্প্রতি ব্রিটেনে নাকি জাতিস্মর সম্পর্কে দস্তুরমত বৈজ্ঞানিক গবেষণা শুরু হয়ে গেছে। ব্রিটেনের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক কোহেন অবশ্য ইতিমধ্যেই মত প্রকাশ করেছেন যে, এ আত্মস্মৃতি রিয়ালের একটি ধাপ্পাবাজি ছাড়া কিছু নয়। খুব সম্ভব এটাও হতে পারে যে, রিয়াল নিজের আজান্তেই বহু বছর গবেষণায় অতিবাহিত করার পর নিজের সম্পর্কে একটি ধারণা করে বসেছেন এবং সেই ধারণাকে অত্যন্ত চাতুর্যের সাথে কথিত আত্মস্মৃতিতে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাছাড়া উক্ত আত্মস্মৃতিতে যেভাবে 'ভার্বেটিম' ফর্মে স্মৃতি বর্ণনা করা হয়েছে তাতেও রিয়ালের ধাপ্পাবাজি ধরা পড়ে যায়। কেননা এভাবে কারো স্মৃতি জাগরূক থাকে না--- থাকা সম্ভবও নয়।[৫৯]

৫. মানব সৃষ্টির পূর্বে উদ্ভিদ ও প্রাণী কাদের আত্মা ছিল?

সব ধর্ম ও বিজ্ঞান একমত যে, পৃথিবীতে একসময় মানুষের অস্তিত্ব ছিল না। পৃথিবীতে সর্বপ্রথম সৃষ্টি হলো উদ্ভিদ। হিন্দু ধর্মে পুনর্জন্মবাদে মন্দ কর্মের জন্য মানুষের আত্মাকে কীট-পতঙ্গ, পশু-পাখি, গাছ-পালা, বা তরুলতা হয়ে জন্ম গ্রহণ করতে হয়। এখন প্রশ্ন হলো মানব সৃষ্টির পূর্বে যে সব উদ্ভিদ ও প্রাণী ছিল তারা কাদের আত্মা ছিল এবং তারা কিভাবে পাপ করেছিল?

৬. পৃথিবীতে মানুষ কমে যাওয়ার কথা

পুনর্জন্মবাদে দুইভাবে পৃথিবী থেকে মানুষ কমে যাওয়ার কথা।

এক. মন্দকর্মের মাধ্যমে

পুনর্জন্মবাদে মন্দ কর্মের জন্য মানুষের আত্মাকে কীট-পতঙ্গ, পশু-পাখি, গাছ-পালা, বা তরুলতা হয়ে জন্ম গ্রহণ করতে হয়। বর্তমান পৃথিবীতে পাপীর সংখ্যাই বেশি। তারা মৃত্যুর পর মানুষ না হয়ে জন্ম গ্রহণের কারণে পৃথিবী থেকে মানুষ কমে যাওয়ার কথা। কিন্তু আমরা দেখছি পৃথিবীতে দিন দিন লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

দুই. মোক্ষলাভের মাধ্যমে

মোক্ষ লাভের মাধ্যমে যারা পুনর্জন্ম থেকে মুক্তি পেয়েছে তারা আর পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করবে না। তারা জন্ম গ্রহণ না করার কারণে পৃথিবী থেকে মানুষ কমে যাওয়ার কথা। কিন্তু আমরা দেখছি পৃথিবীতে দিন দিন লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২. বৌদ্ধ ধর্মে মৃত্যুর পরের জীবন-জন্মান্তরবাদ

বৌদ্ধগণ জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী। তাদের মতে মানুষের আত্মার মধ্যে যতদিন পর্যন্ত ইচ্ছা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনা ও আসক্তি বর্তমান থাকবে ততদিন পর্যন্ত তার মুক্তি নেই। মরণ কালে যার মনে কিছুমাত্র বাসনা থেকে যায়, তাকে পুনরায় এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করতে হয়। এভাবে জন্মচক্র চলার পর যখন মানুষের আত্মা বাসনামুক্ত হয়ে উঠবে তখনই সে জন্মচক্র হতে মুক্তি পাবে এবং বৌদ্ধদের ধর্মীয় ভাষায় এটাকেই বলা হয় নির্বাণ লাভ।[৬০]

---

৫৮. আব্দুল মতীন জালালাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯-৫০

৫৯. আব্দুল মতীন জালালাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯-৫০

৬০. আব্দুল মতীন জালালাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১

পুনর্জন্মবাদ ও জন্মান্তরবাদের মধ্যে পার্থক্য

পুনর্জন্মাবাদ এবং জন্মান্তরবাদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, পুনর্জন্মবাদে মানুষকে তার কর্মদোষে কীট-পতঙ্গ, পশু-পাখি ইত্যাদি রূপেও জন্মগ্রহণ করতে হয়, আর জন্মান্তরবাদে মানুষকে বাসনামুক্ত না হওয়া পর্যন্ত শুধু মানুষরূপেই বার বার জন্মগ্রহণ করতে হয়।[৬১]

নির্বাণ লাভ

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, বৌদ্ধদের মধ্যে নির্বাণ লাভের পর আত্মাকে আর জন্মচক্রে পড়তে হয় না। তার চিরমুক্তি লাভ ঘটে। কিন্তু নির্বাণ লাভের অবস্থার স্বরূপ কি এবং তারপর আত্মার কি হয়, এ সম্বন্ধে বৌদ্ধদের কোন পরিষ্কার ধারণা আছে বলে মনে হয় না।

বৌদ্ধ ধর্মে মৃত্যুর পরের জীবন পর্যালোচনা

এখানে আর একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, বাসনার জের যদি জন্মান্তরের কারণ হয়ে থাকে তাহলে সাধু-অসাধু নির্বিশেষে সকল ব্যক্তিকেই জন্মান্তরের চক্রে চিরকাল ঘূর্ণায়মান থাকতে হবে। কেননা সাধুরা যেখানে নিশ্চিত অমর জীবনের আশা নিয়ে প্রাণত্যাগ করেন, সাধারণ ব্যক্তিরা সেখানে মরণকে এড়িয়ে চিরকাল বেঁচে থাকার ইচ্ছা নিয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যখন প্রত্যেক আশা বা ইচ্ছাই পাপ এবং তার ফল জন্মান্তর তখন তো সাধু-অসাধু কারোই নির্বাণ লাভের উপায় থাকে না।[৬২]

পিথাগোরাস ইউরোপে জন্মান্তরবাদ প্রচার করেন

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সক্রেটিসের অগ্রসূরী গ্রীক পণ্ডিত পিথাগোরাস যিনি নিজেকে দেবসন্তান বলে দাবি করতেন ইউরোপে সর্বপ্রথম জন্মান্তরবাদ প্রচার করেন। তিনি বলতেন, জীব মাত্রই পুনঃ পুনঃ জগতে জন্মগ্রহণ করছে। তবে আমি ছাড়া অন্য কেউই তার পূর্বজন্মের স্মৃতি জাগিয়ে রাখতে পারেনি এবং পারবেও না। কেননা তারা সাধারণ প্রাণী। আমি যেহেতু পূর্বজন্মে দেবতা ছিলাম তাই সব পূর্বস্মৃতি আমার মনে জাগ্রত আছে।

শুধুমাত্র পিথাগোরাস দেবসন্তান ছিলেন কিনা এবং বাকি সবাই সাধারণ প্রাণী কিনা সে সম্পর্কে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। তবে তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে বুঝা যায় যে, বৌদ্ধদের জন্মান্তরবাদ এবং পিথাগোরাসের জন্মান্তরবাদের মধ্যে বেশ কিছুটা মৌলিক পার্থক্য রয়েছে।[৬৩]

৩. ইয়াহুদী ধর্মে মৃত্যুর পরের জীবন

ইয়াহুদীদের সাধারণ অভিমত এই যে, মানুষের আত্মা চিরন্তন। এর ক্ষয় ও লয় নেই। মৃত্যুর পর মানুষের আত্মা চাই সে পাপী হোক অথবা পুণ্যবান হোক পরমাত্মা তথা আল্লাহর সত্তার সাথে মিশে যায়। তাদের মতে, বেহেশত-দোজখ বলে কোনো জিনিসের অস্তিত্ব নেই। অতএব পাপ-পুণ্যের কারণে মানুষ দোজখ অথবা বেহেশতে প্রবেশ করবে তেমন কথার মূলে কোনো সত্যতা নেই।

মানুষ আল্লাহর সত্তার সাথে মিশে যায়

বিশিষ্ট ইয়াহুদী চিন্তাবিদ ড. লুইস ফিংকল স্টেন বলেন, "অনেক ইয়াহুদী বিজ্ঞজন এ মত পোষণ করেন যে, মানুষের চিরবিলুপ্ত ঘটে না, বরং তারা আল্লাহর সত্তার সাথে মিশে যায়। 'আল্লাহর সাথে একাত্ম হয়ে যাওয়া' এমন একটি পুরস্কার যা না পাওয়ার চেয়ে কঠিন শাস্তি মানুষের জন্য আর কিছুই হতে পারে না। তবে কিছুসংখ্যক ইয়াহুদী বিজ্ঞজন এ মত পোষণ করেন যে, কিছু পাপী লোকও এ পুরস্কার লাভ করবে, তবে মৃত্যুর পর কিছুদিন তাদেরকে শাস্তিভোগ করতে হবে।"[৬৪]

ইয়াহুদী ধর্মে মৃত্যুর পরের জীবন পর্যালোচনা

ইয়াহুদীদের পরকাল সম্পর্কিত এ মত তাদের ধর্মগ্রন্থ তাওরাতের দর্শনের চেয়ে গ্রীক দর্শনের সাথে অধিক সামঞ্জস্যশীল বলে মনে হয়।

---

৬১. আব্দুল মতীন জালালাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১

৬২. আব্দুল মতীন জালালাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১

৬৩. আব্দুল মতীন জালালাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২

৬৪. আব্দুল মতীন জালালাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯

প্লেটোর মতেও আত্মা চিরন্তন

গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর মতেও আত্মা চিরন্তন। তিনি বলেন, "বস্তুজগতে যেমন ক্রম-বিভেদ আছে, আত্মাসমূহের মধ্যেও তেমনি বিকাশের পর্যায় অনুযায়ী উচ্চ-অনুচ্চ ক্রম আছে। কিন্তু সকল আত্মাই চিরন্তন ও ধ্রুব। এদের সর্বপ্রধান হচ্ছে বিরাট বিশ্ব-আত্মা (পরমাত্মা)। বিশ্ব-আত্মার প্রভাবেই অন্য সকল আত্মা সঞ্জীবিত রয়েছে এবং তারই নিত্যতায় সমৃদ্ধ হয়ে অপর সকল আত্মা অবিনশ্বর হয়েছে।"

পবিত্র কুরআন এবং বাইবেলে পরকাল সম্পর্কিত তাওরাতের যে দর্শন বর্ণনা করা হয়েছে তার সাথে ইয়াহুদীদের বর্তমান পরকাল-দর্শনের বিশেষ কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না।

পরকালে যদি পাপ-পুণ্যের বিচার না হয়

'মানুষের আত্মা অবিনশ্বর'–একথা পরকালে বিশ্বাসী সকলেই স্বীকার করে। তবে পরকালে যদি দুনিয়ার পাপ-পুণ্যের বিচার না হয়, বেহেশত দোজখ বলে কোনো জিনিসের অস্তিত্ব যদি না থাকে তাহলে মানুষ ব্যক্তি, সমাজ ও গোষ্ঠী জীবনে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে শুধু পাপাচার তথা জুলুম-অত্যাচারেই যে লিপ্ত থাকবে তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। অতএব, ইয়াহুদীদের বর্তমান পরকাল-দর্শন ঐশীগ্রন্থ তাওরাতের পরকাল-দর্শনের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, তেমন কথা আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারি না।[৬৫]

৪. খ্রিস্ট ধর্মে মৃত্যুর পরের জীবন

বিখ্যাত খ্রিস্টান চিন্তাবিদ প্রফেসর বেরী উলানফ-এর উক্তি হতে পরকাল সম্পর্কিত খ্রিস্টমতের একটি পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায়। তিনি বলেন, "খ্রিস্টানরা যুগ যুগ ধরে চারটি বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে আসছে। আর তা হলো-মৃত্যু, প্রতিদান, বেহেশত এবং দোজখ। একটি প্রতিদান তো মৃত্যুর সাথে সাথেই পাওয়া যাবে। কিন্তু প্রকৃত প্রতিদান পাওয়া যাবে পুনরুত্থান দিবসে, যখন মানুষ পুনরায় জীবিত হয়ে উঠবে। বেহেশত ও দোজখ সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস হলো, এগুলো যেমন এক একটি স্থান তেমনি এক একটি আত্মিক অবস্থাও।"[৬৬]

মানুষ পুনরায় জীবিত হবে

খ্রিস্টানদের অভিমত এই যে, মানুষ মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হবে। বাইবেলে বলা হয়েছে-"কেউ হয়তো বলবে, মৃতদের কেমন করে জীবিত করে তোলা হবে? কেমন শরীর নিয়েই বা তারা উঠবে?" তুমি তো মূর্খ! তুমি নিজে যে বীজ লাগাও তা না মরলে তো চারা গজিয়ে ওঠে না। তোমার লাগানো বীজ থেকে যে চারা হয় তা তুমি লাগাও না বরং একটা মাত্র বীজই লাগাও–সেই বীজ গমের হোক বা অন্য কোন শস্যের হোক। কিন্তু আল্লাহ নিজের ইচ্ছামতই সেই বীজকে শরীর দিয়ে থাকেন। তিনি প্রত্যেক বীজকেই তার উপযুক্ত শরীর দান করে থাকেন। সব গোশ্তই এক রকম নয়। মানুষের গোশ্ত এক রকম, পশুর এক রকম, পাখির এক রকম এবং মাছের এক রকম। আসমানে অনেক শরীর আছে, দুনিয়াতেও অনেক শরীর আছে, কিন্তু আসমানের শরীরগুলোর উজ্জ্বলতা এক রকম এবং দুনিয়ার শরীরগুলোর উজ্জ্বলতা আর এক রকম। সূর্যের উজ্জ্বলতা আর এক রকম, চাঁদের এক রকম এবং তারাগুলোর আর এক রকম। এমনকি, উজ্জ্বলতার দিক থেকে একটা তারা অন্য আর একটার চেয়ে আলাদা।

মৃতদের জীবিত হয়ে ওঠাও ঠিক সেই রকম। লাশ দাফন করলে তা নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু সেই লাশ এমন অবস্থায় জীবিত করে তোলা হবে যা কখনও নষ্ট হবে না। তা অসম্মানের সঙ্গে মাটিতে দেয়া হয়, কিন্তু সম্মানের সঙ্গে উঠানো হবে; দুর্বল অবস্থায় মাটিতে দেয়া হয়, কিন্তু শক্তিতে উঠানো হবে; সাধারণ শরীর মাটিতে দেয়া হয়. কিন্তু অসাধারণ শরীর উঠানো হবে।[৬৭]

---

৬৫. আব্দুল মতীন জালালাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯-৮০

৬৬. আব্দুল মতীন জালালাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১

৬৭. *ইঞ্জিল শরীফ,* ১ করিন্থীয় ১৫: ৩৫-৪৫, (ঢাকা : দ্যা বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি, ২০০৮ইং), পৃ. ৩৪৬-৩৪৭

পুণ্যবান বেহেশতে ও পাপী দোজখে যাবে

বাইবেলের উক্তি অনুযায়ী মৃত্যুর পর মানুষ পুনরায় জীবিত হবে। অতঃপর শেষ বিচারের দিন মনুষ্যপুত্র (যীশু) প্রবল প্রতাপে আগমন করবেন এবং পাপ-পুণ্যের বিচার করে পুণ্যবানদেরকে বেহেশতে এবং পাপীগণকে দোজখে প্রবেশের হুকুম দেবেন। বাইবেলে বলা হয়েছে–

সব জাতির বিচার

ইব্‌নে-আদম সব ফেরেশতাদের সঙ্গে নিয়ে যখন নিজের মহিমায় আসবেন তখন তিনি বাদশাহ্‌ হিসেবে তাঁর সিংহাসনে মহিমার সঙ্গে বসবেন। সে সময় সব জাতির লোকদের তাঁর সামনে একসঙ্গে জমায়েত করা হবে। রাখাল যেমন ভেড়া আর ছাগল আলাদা করে তেমনি তিনি সব লোকদের দু'ভাগে আলাদা করবেন। তিনি নিজের ডান দিকে ভেড়াদের আর বাঁ দিকে ছাগলদের রাখবেন।

"এর পরে বাদশাহ্‌ তাঁর ডান দিকের লোকদের বলবেন, আমার পিতার দোয়া পেয়েছ, এস। দুনিয়ার শুরুতে যে রাজ্য তোমাদের জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে তার অধিকারী হও। যখন আমার খিদে পেয়েছিল তখন তোমরা আমাকে খেতে দিয়েছিলে; যখন পিপাসা পেয়েছিল তখন পানি দিয়েছিলে; যখন মেহমান হয়েছিলাম তখন আশ্রয় দিয়েছিলে; যখন খালি গায়ে ছিলাম তখন কাপড় পরিয়েছিলে; যখন অসুস্থ হয়েছিলাম তখন আমার দেখাশুনা করেছিলে; যখন জেলখানায় বন্দি অবস্থায় ছিলাম তখন আমাকে দেখতে গিয়েছিলে।"

"তখন সেই আল্লাহভক্ত লোকেরা জবাবে তাঁকে বলবে, 'প্রভু, আপনার খিদে পেয়েছে দেখে কখন আপনাকে খেতে দিয়েছিলাম বা পিপাসা পেয়েছে দেখে পানি দিয়েছিলাম? কখনই বা আপনাকে মেহমান হিসেবে আশ্রয় দিয়েছিলাম, কিংবা খালি গায়ে দেখে কাপড় পরিয়েছিলাম? আর কখনই বা আপনাকে অসুস্থ বা জেলখানায় আছেন জেনে আপনার কাছে গিয়েছিলাম?"

"এর জবাবে বাদশাহ্‌ তখন তাদের বলবেন, 'আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, আমার এই ভাইদের মধ্যে সামান্য কোন একজনের জন্য যখন তা করেছিলে তখন আমারই জন্য তা করেছিলে।'

"পরে তিনি তাঁর বাঁ দিকের লোকদের বলবেন, 'ওহে বদদোয়াপ্রাপ্ত লোকেরা, আমার কাছ থেকে তোমরা দূর হও। ইবলিশ এবং তার ফেরেশতাদের জন্য যে চিরকালের আগুন প্রস্তুত করা হয়েছে তার মধ্যে যাও। [৬৮]

খ্রিস্টধর্মে মৃত্যুর পরের জীবন পর্যালোচনা

মানুষ মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হবে এবং শেষ বিচারের পর বেহেশত অথবা দোজখে প্রবেশ করবে, কিন্তু মৃত্যুর পর হতে শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত কোথায় এবং কি অবস্থায় থাকবে তার কোন বিবরণ আমরা বাইবেলে পাইনি। তবে প্রফেসর বেরী উলানফের উক্তি হতে বুঝা যাচ্ছে যে, মৃত্যুর সাথে সাথেই পুণ্যবান এবং পাপী কোন না কোন রূপে যথাক্রমে বেহেশত ও দোজখের স্বাদ গ্রহণ করে থাকে এবং শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত তারা এ অবস্থায়ই থাকে।[৬৯]

৫. ইসলাম ধর্মে মৃত্যুর পরের জীবন

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে আখিরাত সম্পর্কে দুটি মত তুলে ধরা হয়েছে।

ক. আখিরাত অস্বীকারকারীদের মত।

খ. আখিরাত সম্পর্কে কুরআনের মত।

ক. আখিরাত অস্বীকারকারীদের মত

মানুষ নির্দিষ্ট সময়ের পরে মৃত্যুবরণ করে। মানুষের মৃত্যুর পরে আর কিছুই নেই। মানুষ মরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সব কার্যক্রম শেষ হয়ে যায়। এমন কোন শক্তি নেই যে, এই মানুষটিকে আবার সৃষ্টি করতে পারে। মৃত্যুর পর কারো দরবারেও মানুষকে দাঁড়াতে হবে না এবং কোন কর্ম সম্পর্কে কারো কাছে জবাবদিহিও করতে হবে না। এই পৃথিবীতে সম্পাদিত কোন কাজের জন্য কোন শাস্তি বা পুরস্কার লাভের প্রশ্ন আসে না। জীবন সৃষ্টি হয়েছে ভোগ করার জন্য। অতএব জীবনকে যেভাবে পারা যায় উপভোগ করতে হবে। তারপর একদিন মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এই

---

৬৮. *ইঞ্জিল শরীফ*, মথি ২৫: ৩১-৪১, (ঢাকা : দ্যা বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি, ২০০৮ইং), পৃ. ৫৫-৫৬

৬৯. আবদুল মতীন জালালাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২

জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটবে। এরপর আর কিছু নেই। মৃত্যুর পর মানুষ চিরতরে নিঃশেষ হয়ে যায়। কাজেই আবার জীবন লাভ অসম্ভব। আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ

"তারা বলে, আমাদের এই পার্থিব জীবনই একমাত্র জীবন এবং আমাদেরকে পুনরায় জীবিত হতে হবে না।"[৭০]

আখিরাত অস্বীকারকারীদের যুক্তি

মৃত ব্যক্তির হাড়-মাংস পচে গলে মাটিতে মিশে গিয়েছে, যার অণু-পরমাণু মাটি, বাতাস পানিতে রূপান্তরিত হয়ে ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে সুতরাং এই মানুষটি পুনরায় জীবিত হওয়া অসম্ভব। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ

"তারা বলে, আমরা যখন মাটিতে বিলীন হয়ে যাবো, তারপর কি আমাদের নতুন করে সৃষ্টি করা হবে?"[৭১]

আল্লাহ তা'আলা বলেন : أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ

"যখন আমরা মরে যাব এবং মাটি ও হাড়ে পরিণত হব, তখনও কি আমরা পুনরুত্থিত হবে? আমাদের পূর্ব পুরুষগণও কি?" [৭২]

আল্লাহ তা'আলা বলেন: إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ

"নিশ্চয়ই ওরা বলে, প্রথম মৃত্যু ছাড়া আমাদের আর কিছুই নেই এবং আমাদেরকে পুনরায় জীবিত করে উঠানো হবে না।"[৭৩]

খ. আখিরাত সম্পর্কে কুরআনের মত

মানুষের জীবনে রয়েছে দুটি অধ্যায়–

এক. দুনিয়ার জীবন

মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত দুনিয়ার জীবন।

দুই. আখিরাতের জীবন

মৃত্যু থেকে শুরু করে অনন্তকালের জীবন হলো আখিরাতের জীবন। যে জীবনের শুরু আছে কিন্তু শেষ নেই। চাই সে জান্নাতি হোক বা জাহান্নামি হোক না কেন। দুনিয়ার জীবন এবং আখিরাতের জীবনের তুলনা করেছেন রাসূল (স.) এভাবে–

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –ﷺ– « وَاللَّهِ مَا الدُّنْيَا فِى الآخِرَةِ إِلاَّ مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَذِهِ – وَأَشَارَ يَحْيَى بِالسَّبَّابَةِ – فِى الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَ يَرْجِعُ ».

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন : "আল্লাহর শপথ! দুনিয়া আখিরাতের তুলনায় শুধু ততটুকু, যেমন তোমাদের কেউ তার এই আঙ্গুলটি সমুদ্রের পনিতে ভিজিয়ে দেখল যে, কতটুকু পানি নিয়ে ফিরছে। বর্ণনাকারী ইয়াহ্ইয়া এ সময় শাহাদাত আঙ্গুলের দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন।"[৭৪]

অর্থাৎ আঙ্গুলের এ পানি হচ্ছে তার দুনিয়ার জীবন আর মহাসমুদ্রের পানি হচ্ছে তার আখিরাতের জীবন। মৃত্যুর মাধ্যমে দুনিয়ার জীবন শেষ হয় এবং আখিরাতের জীবন শুরু হয় মাত্র। যারা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ মত দুনিয়ার জীবন অতিবাহিত করবে কবর থেকেই তাদের জান্নাতের সুখ শুরু হবে এবং হাশরের ময়দানে হিসাব- নিকাশের পর অনন্তকালের জান্নাত লাভ করবে। পক্ষান্তরে যারা পাপী তাদের মৃত্যু থেকে কষ্ট শুরু হবে এবং কবরে ও জাহান্নামে

---

৭০. আল-কুরআন, *সূরা আনআম* ৬ : ২৯

৭১. আল-কুরআন, *সূরা আস্সাজদাহ্* ৩২ : ১০

৭২ . আল-কুরআন, *সূরা আস-সফফাত* ৩৭ : ১৬-১৭

৭৩. আল-কুরআন, *সূরা আদ-দুখান* ৪৪ : ৩৪-৩৫

৭৪. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : ছিফাতিল জান্নাতি ওয়া ছিফাতু না'য়ীমিহা ওয়া আহ্লিহা, অনুচ্ছেদ : ফানায়িদ্দুনইয়া ওয়া বায়ানিল হাস্রি ইয়ামিল ক্বিয়ামাতি, (বৈরুত : দারুল জাবাল), খ. ৮, পৃ. ১৫৬, হাদিস নং-৭৩৭৬

শাস্তি ভোগ করতে হবে। আর যারা মুশরিক ও নাস্তিক তারা কবরে শাস্তি ভোগ করবে এবং অনন্তকাল জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আখিরাতের সত্যতার পক্ষে কুরআনের যুক্তি ও প্রমাণ

১. নবী-রসূলদের আখিরাত বিষয়ক সংবাদ

নবী-রাসূলদের আখিরাত বিষয়ক সংবাদ আখিরাতের সবচেয়ে বড় প্রমাণ। আল্লাহ তা'আলা এই পৃথিবীতে লক্ষাধিক নবী-রাসূল পাঠিয়েছে। নবী-রাসূলগণ ছিলেন সমাজের সর্বোৎকৃষ্ট চরিত্রের অধিকারী। তাঁরা জীবনে কখনো মিথ্যা কথা বলেননি, কাউকে ধোঁকা দেননি এবং কারো হক নষ্ট করেননি। তাঁরা আল্লাহ তাআ'লার নিকট থেকে যে জ্ঞান লাভ করেন তা হলো অহী। আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে অহী প্রাপ্ত হয়ে নবী-রাসূলগণ আখিরাতের সংবাদ দিয়েছেন। সব নবী-রাসূলগণ আখিরাত সম্পর্কে একই সংবাদ দিয়েছেন। আখিরাত বিষয়ক তাদের সংবাদের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। তারা সবাই এই আখিরাত সম্পর্কে একই কথা প্রচার করে গেছেন। এ লক্ষাধিক নবী-রাসূলগণ একই সময়ে, একই যুগে বা একই দেশে পৃথিবীতে আগমন করেননি। কিছু সংখ্যক নবী ব্যতীত এক নবীর সঙ্গে অন্য নবীর সাক্ষাতও হয়নি। সাধারণত একজন নবীর ইন্তিকালের পর তার শিক্ষা ও আদর্শ মানুষ ভুলে যাওয়ার পর অন্য নবী প্রেরিত হয়েছেন। সর্বপ্রথম নবী আদম (আ.) এবং সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (স.)। ঈসা (আ.)-এর ইন্তিকালের প্রায় ছয়শত বছর পর সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ (স.) এই পৃথিবীতে আগমন করেন। এই ছয়শত বছর পৃথিবীতে অন্য কোন নবী ছিল না। মুহাম্মাদ (স.) নিরক্ষর ছিলেন। তিনিও পূর্ববর্তী নবীদের আখিরাত বিষয়ক সংবাদই প্রচার করেছেন। এভাবে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন স্থানে পৃথিবীতে নবীরা এসে আখিরাতের একই কথা বলেছেন। কোন নবী বা রাসূল নিজের মনগড়া কোন কথা বলেননি। একমাত্র আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান থেকে তারা আখিরাত বিষয়ক সংবাদ দিয়েছেন। তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের দাওয়াত নবীরা নিঃস্বার্থভাবে দিয়েছেন। একই দাওয়াত দিতে গিয়ে অনেক নবীকে অনেক নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে, দেশ ছাড়তে হয়েছে; এমনকি জীবন পর্যন্ত দিতে হয়েছে। এই দাওয়াত বন্ধ করলে তারা অনেক পার্থিব সুযোগ-সুবিধা লাভ করতে পারতেন। কিন্তু তারা তা করেননি। যে নবী জীবনে কোন দিন মিথ্যা বলেনি, সে নবী আখিরাতের বিষয়ে মিথ্যা বলবেন এটা অসম্ভব। সুতরাং বলা যায় যে, নবী-রাসূলদের আখিরাত বিষয়ক সংবাদ সত্য। এটাই আখিরাতে সবচেয়ে বড় প্রমাণ। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ

"তিনি সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী, আরশের অধিপতি, তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যার প্রতি ইচ্ছা অহী প্রেরণ করেন স্বীয় আদেশসহ। যাতে সে সতর্ক করতে পারে কিয়ামত দিবস সম্পর্কে।"[৭৫]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

"তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতকে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।"[৭৬]

২. মৃত্যুর পর মানুষ মাটি থেকে পুনরায় সৃষ্টি হবে

মানুষ মাটিতে অবস্থিত বিভিন্ন মৌলিক পদার্থ থেকে সৃষ্ট। কারণ মানুষের শরীরের সকল মৌলিক পদার্থ তার খাদ্য থেকে আহরিত। আর খাদ্য (শাক-সবজি, মাছ, গোশতসহ) সবই শেষ পর্যন্ত মাটি থেকে উদ্ভূত। সুতরাং মানুষের অণু-পরমাণুগুলো একসময় মাটিতে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো-ছিটানো ছিল। মানুষের মৃত্যুর পর কবরস্থ করা হলে মানুষের উপাদানগুলো মাটির সাথে মিশে যায়। মৃতদেহ আগুনে পোড়ালে ছাইগুলো মাটির সাথে মিশে যায় আর

৭৫. আল-কুরআন , *সূরাহ মু'মিনূন* ৪০ : ১৫

৭৬. আল-কুরআন , *সূরাহ আল-আহযাব* ৩৩ : ২১

কিছু অংশ ধোঁয়া আকারে বায়ুর সাথে মিশে যায়। যেগুলো বায়ুর সাথে মিশে যায় তা একসময় বৃষ্টির পানির সাথে মাটিতে ফিরে আসে। পানিতে মিশে গেলেও তা একসময় মাটিতে ফিরে আসে। কোন জীবন্ত প্রাণী তা খেয়ে ফেললেও সেগুলো মরে যাওয়ার পর মাটির সাথে মিশে যায়। সুতরাং বলা যায় যে, মানুষ মাটির উপাদান থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আবার মারা যাওয়ার পর চক্রাকারে মানুষের উপাদানগুলো মাটিতেই ফিরে আসে। মাটির কোথায় কোথায় মানুষের মৃতদেহের মৌলিক উপাদানগুলো বা অণু-পরমাণুগুলো লুকায়িত আছে আল্লাহ তা'আলা তা জানেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ

"আমি জানি মাটি তাদের মৃতদেহের যা কিছু গ্রাস করেছে। আমার কাছে এমন কিতাব আছে যাতে প্রত্যেকটি জিনিসের রেকর্ড সংরক্ষিত আছে।"[৭৭]

আল্লাহ তা'আলা মানুষের শরীরের অণু-পরমাণুগুলো একত্র করে তাকে পুনরায় জীবিত করবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন : مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى

"এ মাটি থেকে তোমাকে সৃষ্টি করেছি, এতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে নিব এবং এ মাটি থেকেই তোমাদের বের করে নিব।"[৭৮]

৩. মানুষের অস্তিত্বে মৃত্যুর পর পুনঃজীবন লাভের প্রমাণ

আল্লাহ তা'আলা আদম (আ.)-কে মাটি থেকে এবং আদম ও হাওয়া (আ.) ব্যতীত অন্যান্য মানুষকে মায়ের পেটে জটিল প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ধাপে ধাপে মানুষকে সৃষ্টি করেন এবং জন্মের পর তাকে ধীরে ধীরে বড় করে কাউকে যৌবনে কাউকে বার্ধক্য পর্যন্ত নিয়ে মৃত্যু দান করেন। যে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে মাতৃ উদরে সৃষ্টি করেছেন সে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে মাতৃউদরের বাইরে সৃষ্টি করতে পুরোপুরি সক্ষম। কেননা আল্লাহ তা'আলা প্রথম মানুষ আদম (আ.)-কে মাটি দ্বারাই সৃষ্টি করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ

"হে মানব মণ্ডলী! যদি তোমাদের পুনরুত্থান সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকে, তাহলে তোমরা জেনে রাখ আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি মাটি থেকে, তারপর শূক্র থেকে, তারপর রক্তপিণ্ড থেকে, তারপর গোশতের টুকরা থেকে, যা পূর্ণাকৃতি বিশিষ্ট হয় এবং অপূর্ণাকৃতি বিশিষ্ট (নষ্ট) হয়। এসব বর্ণনা করা হচ্ছে তোমাদের কাছে সত্য সুস্পষ্ট করার জন্য। আর আমি যাকে ইচ্ছা এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত গর্ভাশয়ে স্থির রাখি। অতঃপর আমি তোমাদেরকে শিশুর আকারে বের করি। তারপর তোমরা যেন পূর্ণ যৌবনে উপনীত হও আর তোমাদের মধ্যে থেকে অনেকেই যৌবনে পৌঁছার আগেই মৃত্যু ঘটানো হয় আর কাউকে বার্ধক্য বয়স পর্যন্ত পৌঁছানো হয়ে থাকে, যে সময় তারা কোন বিষয় জ্ঞান লাভ করার পর তা ভুলে যায়।"[৭৯]

৪. বৃক্ষ-তরুলতা ও উদ্ভিদে মানুষের পুনঃজীবন লাভের প্রমাণ

আল্লাহ মানুষকে কিভাবে পুনঃজীবিত করবেন তার প্রমাণ-বৃক্ষ তরুলতা ও উদ্ভিদে রয়েছে। গ্রীষ্মকালে খর-তাপে অনেক গাছ পাতাশূন্য হয়ে মৃতভাব ধারণ করে। পদতলে নিষ্পেষিত দূর্বা ঘাসগুলো গালিচার মতোই ছিল, সে সুন্দর ঘাসগুলো একসময় অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে। সে স্থানে সবুজের কোন চিহ্ন থাকে না। এ ছাড়া বাতাস, পাখি ও অন্যান্য প্রাণী অসংখ্য উদ্ভিদের বীজ ভূপৃষ্ঠে ছড়িয়ে রাখে। নানা ধরনের উদ্ভিদের মূল মাটির সাথে মিশেছিল। এ সবের মধ্যে উদ্ভিদ জীবনের সামান্যতম লক্ষণও বিদ্যমান ছিল না। এসব বীজ ও মূল মাটির নিচে লুকায়িত ছিল।

---

৭৭. আল-কুরআন, *সূরা কাফ* ৫০ : ৪

৭৮. আল-কুরআন, *সূরা ত্বয়া হা* ২০ : ৫৫

৭৯. আল-কুরআন, *সূরা হজ্জ* ২২ : ৫

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন অনুগ্রহ করে বৃষ্টি বর্ষণ করলেন। তারপর নিষ্প্রাণ বীজ ও বৃক্ষমূলগুলো মাটি ভেদ করে চারাগাছ রূপে মাথা উঁচু করে নিজের অস্তিত্ব প্রকাশ করল। মৃত-ভূমি পুনরায় সবুজ-শ্যামল আভায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো। আল্লাহ তা'আলা মৃত জমিনকে জীবন দান করে সবুজ-শ্যামল করলেন যেভাবে, সেভাবেই আল্লাহ মৃত মানুষগুলোকে পুনরায় জীবিত করবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِ الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ

"আর তুমি ভূমিকে দেখছো শুষ্ক। তারপর যখনই আমি তার ওপর বৃষ্টি বর্ষণ করছি তখনই সে সবুজ শ্যামল হয়েছে, স্ফীত হয়ে উঠেছে এবং সব ধরনের সুদৃশ্য উদ্ভিদসমূহ উদগত করতে শুরু করছে। এসব কিছু এজন্য যে, আল্লাহ সত্য, তিনি মৃতদেরকে জীবিত করেন এবং তিনি সব জিনিসের ওপর ক্ষমতাবান। আর (এ কথার প্রমাণ) কিয়ামত অবশ্যই আসবে, এতে কোন সন্দেহ নেই এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ কবরবাসীকে পুনরুত্থিত করবেন।"[৮০]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ

"আল্লাহ বায়ুরাশি প্রেরণ করেন, তারপর সে বায়ু মেঘমালাকে সঞ্চালিত করে, এরপর আমি তা শুষ্ক জমিনের দিকে নিয়ে যাই এবং আমি তা দ্বারা মৃত পতিত জমিনকে সঞ্জীবিত করে তুলি। এমনিভাবেই (মৃত মানুষের) পুনরুত্থান হবে।"[৮১]

৫. আল্লাহ তা'আলাই পুনরায় সৃষ্টি করবেন

আল্লাহ তা'আলা মায়ের পেটে মানুষকে তিন অন্ধকারের ভেতর সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ

"তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মাতৃগর্ভে পর্যায়ক্রমে একের পর এক তিনটি অন্ধকারে। তিনিই আল্লাহ, তোমাদের পালনকর্তা, রাজত্ব তাঁরই, তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। অতএব তোমরা কোথায় ফিরে যাচ্ছ?"[৮২]

আধুনিক বিজ্ঞানও আবিষ্কার করেছে, ভ্রূণ অবস্থায় শিশু ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে তিনটি অন্ধকারের মধ্যে । প্রথমত, পেটের অন্ধকার, এরপর যে জরায়ুতে প্রতিপালিত হয় সেই জরায়ুর অন্ধকার, অতঃপর (যে পর্দা দিয়ে শিশুটি আবৃত থাকে) প্লাসেন্টের অন্ধকার।[৮৩]

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে মায়ের পেটে তিন অন্ধকারে সৃষ্টি করেছেন। যে আল্লাহ তা'আলা প্রথমে একটি সংকীর্ণ জায়গায় মানুষকে সৃষ্টি করলেন, তিনি দ্বিতীয়বারও এ মানুষটি সৃষ্টি করতে পুরোপুরি সক্ষম। আল্লাহ তা'আলা বলেন

أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ

"মানুষ কি লক্ষ্য করেনা যে, আমি তাকে শুক্রবিন্দু থেকে সৃষ্টি করেছি? অতঃপর সে হয়ে পড়ল প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী, আর সে আমার সম্পর্কে অভিনব কথা বর্ণনা করে, অথচ সে নিজের সৃষ্টির ব্যাপারটি ভুলে যায়। সে বলে, "কে জীবিত করবে এ হাড়গুলোকে, যখন তা পচে গলে যাবে?" বলুন, তিনিই এগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করবেন, যিনি ওগুলোকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, আর তিনি সব ধরনের সৃষ্টি সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি অবগত আছেন।"[৮৪]

---

৮০. আল-কুরআন, *সূরা হাজ্জ* ২২ : ৫-৭

৮১. আল-কুরআন, *সূরা ফাত্বির* ৩৫ : ৯

৮২. আল-কুরআন, *সূরা যুমার* ৩৯ : ৬

৮৩. হাসানুজ্জামান, *বিজ্ঞানের বিস্ময় ও আল-কুরআন*, (ঢাকা : আল বালাগ পাবলিকেশন লিমিটেড, ২০০৯ ইং), পৃ. ৭৯

৮৪. আল-কুরআন, *সূরা ইয়াসিন* ৩৬ : ৭৭-৭৯

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا

"তারা বলে আমরা যখন (মৃত্যুর পর) হাড্ডিতে পরিণত হয়ে পচে গলেও কি নতুন সৃষ্টি রূপে পুনরায় উত্থিত হব? বলুন, (মৃত্যুর পর) তোমরা পাথর কিংবা লোহা হও (তোমরা পুনরুত্থিত হবে) কিংবা এমন কিছু সৃষ্টি তোমাদের ধারণায় যা অত্যন্ত কঠিন, অচিরেই তারা বলবে, কে আমাদের পুনরায় সৃষ্টি করবে? বলুন : তিনিই যিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন। তারপর তারা আপনার সামনে মাথা নাড়বে এবং বলবে : সে উত্থান কবে হবে? বলুন : সম্ভবত তা অচিরেই এসে পড়বে।"[৮৫]

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দুনিয়াতেই মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করার দৃষ্টান্ত

কুরআন ও হাদিসে দুনিয়াতেই মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করার দৃষ্টান্ত বর্ণিত আছে। নিম্নে তা আলোচনা করা হলো।

ক. বনি ইসরাইলের সত্তরজন মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করা

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"আর যখন তোমরা বললে, হে মূসা! আমরা তোমাকে বিশ্বাস করব না, যতক্ষণ না আমরা আল্লাহ্কে প্রকাশ্যে দেখতে পাব। তখন তোমাদিগকে পাকড়াও করল বিদ্যুৎ। অথচ তোমরা তা প্রত্যক্ষ করছিলে। অতঃপর তোমাদের মৃত্যুর পর আমি তোমাদেরকে পুনরায় জীবিত করেছি, যাতে করে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।"[৮৬]

মূসা (আ.) যখন বনি ইসরাইলের সত্তরজন লোককে সঙ্গে নিয়ে আল্লাহর ওয়াদা অনুযায়ী তূর পাহাড়ে যান এবং ঐ লোকগুলো আল্লাহর কথা শুনতে পায়, তখন তারা মূসা (আ.)-কে বলে যে, তারা আল্লাহকে সামনে না দেখা পর্যন্ত ইমান আনবে না। এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথা বলার ফলে দেখতে দেখতেই তাদের ওপর আকাশ হতে বিদ্যুতের গর্জনে এক ভয়াবহ উচ্চ শব্দ হয়, এর ফলে এরা সবাই মারা যায়। এদিকে মূসা (আ.) বিলাপ করতে থাকেন এবং কেঁদে কেঁদে মহান আল্লাহর নিকট আরজ করেন: "হে আল্লাহ! আমি বনি ইসরাইলকে কি উত্তর দিব! এরা তো তাদের মধ্যে উত্তম ও নেতৃস্থানীয় লোক ছিল। হে প্রভু! আপনার এরূপ করার ইচ্ছা থাকলে ইতিপূর্বেই তাদেরকে ও আমাকে মেরে ফেলতেন। হে আল্লাহ! অজ্ঞ লোকদের অজ্ঞতার কারণে আমাকে ধরবেন না।

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা মূসা (আ.)-কে জানিয়ে দিলেন যে, ঐ সত্তর ব্যক্তিও তাদের মধ্যে ছিল যারা বাছুরের পূজা করেছিল। অতঃপর আল্লাহ সাথে সাথেই এক ব্যক্তিকে জীবন ফিরিয়ে দেন এ জন্য যে, অন্যদের জীবন কিভাবে পুনরায় ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে তা যেন সে অবলোকন করতে পারে।[৮৭]

খ. বনি ইসরাইল সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তিকে গোপনে হত্যা করার পর পুনরায় জীবিত করা

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন :

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِ اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

---

৮৫. আল-কুরআন, *সূরা বানী ইসরাইল* ১৭ : ৪৯-৫১

৮৬. আল-কুরআন, *সূরা বাকারা* ২ : ৫৫-৫৬

৮৭. আবুল ফিদা ইসমাঈল ইব্ন উমর কাছীর, *তাফসীরুল কুরআনিল আজীম*, (বৈরুত : দারুল কিতাবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১৯হি.), খ. ১, পৃ. ১৬৬-১৬৭

"স্মরণ কর, যখন তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে এবং সে সম্পর্কে একে অপরকে অভিযুক্ত করেছিলে। যা তোমরা গোপন করছিলে আল্লাহ্ তা প্রকাশ করে দিলেন। অতঃপর আমি বললাম, এর (গরুর) একটি টুকরা দ্বারা তাকে (মৃত ব্যক্তিকে) আঘাত কর। এভাবে আল্লাহ্ মৃতকে জীবিত করেন এবং তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনসমূহ দেখালেন, যাতে তোমরা বুঝতে পার।"[৮৮]

উক্ত ঘটনাটি এভাবে বর্ণিত আছে। বনি ইসরাইল সম্প্রদায়ের ভিতর একজন নিঃসন্তান ব্যক্তি ছিল। সে বিপুল সম্পত্তির অধিকারী ছিল। তার ভাবী উত্তরাধিকারী ছিল তার এক ভ্রাতুষ্পুত্র। এক রাতে সে পিতৃব্যকে হত্যা করে তার লাশ স্বগোত্রের জনৈক ব্যক্তির গৃহের সামনে রেখে দিল। সকালে ওঠে সেই ব্যক্তি ও তার দলবলের বিরুদ্ধে তার পিতৃব্যকে হত্যার অভিযোগ আনল। ফলে দুই দলের মধ্যে সশস্ত্র লড়াই শুরু হল। তখন বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ বলল তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রাসূল বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কেন তোমরা পরস্পরকে হত্যা করছ? এ কথা শুনে তারা সঙ্গে সঙ্গে সদলবলে মূসা (আ.)-এর নিকট গিয়ে সব ঘটনা বর্ণনা করল। তিনি বললেন : "তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই একটি গাভী জবাই করতে আদেশ করেছেন।"

উবাদা সালামী বলেন : 'তারা কোন প্রশ্ন না তুলে যে কোন একটি গাভী জবাই করলে চলত। কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের জন্য কষ্টসাধ্য ডেকে আনল। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দুঃসাধ্য নির্দেশ প্রদান করলেন। তারা প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে এমন এক বিশেষত্বপূর্ণ গাভী জবাই করার জন্যে আদিষ্ট হল, যা সারা দেশে মাত্র একটিই ছিল এবং তার মালিক সুযোগ বুঝে তার চামড়ার থলিতে যে পরিমাণ স্বর্ণ ধরানো যায় তা-ই তার মূল্য দাবি করল। সে পরিষ্কার ঘোষণা করল, আল্লাহর কসম! এর কমে আমি গাভী বিক্রয় করব না। অগত্যা তারা সে মূল্যে গাভী খরিদ করল। তারপর তা জবাই করে তার একটি অংশ মৃত ব্যক্তির দেহে লাগার সাথে সাথে সে জীবিত হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। সবাই জিজ্ঞেস করল, তোমার হত্যাকারী কে? সে ভ্রাতুষ্পুত্রকে দেখিয়ে বলল– এ ব্যক্তি। এ বলে সে পুনরায় মরে গেল। ফলে হন্তারক ভ্রাতুষ্পুত্র তার সম্পত্তির সামান্যতম অংশও পেল না। এ ঘটনার পর হতে আর কোন হত্যাকারী নিহতের সম্পত্তির উত্তরাধিকার পাচ্ছে না।[৮৯]

গ. উযায়ের (আ.)-এর মৃত্যুর পর পুনরায় পুনর্জীবন সচক্ষে দেখতে পাওয়া

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"অথবা ঐ ব্যক্তির অনুরূপ যে এমন এক নগর দিয়ে যাচ্ছিল যা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। সে বলল : কেমন করে আল্লাহ্ মরার পর একে জীবিত করবেন? অতঃপর আল্লাহ্ তাকে মৃত অবস্থায় রাখলেন একশ বছর। তারপর তাকে পুনর্জীবিত করলেন এবং আল্লাহ্ বললেন, তুমি কত কাল এভাবে ছিলে? সে বলল আমি ছিলাম, একদিন কিংবা এক দিনের কিছু কম সময়। তিনি বললেন– না, বরং তুমি তো একশ বছর ছিলে। অতএব তোমার খাবার ও পানীয়ের দিকে লক্ষ্য কর, সেগুলো পচে যায়নি আর দেখ তোমার গাধাটির দিকে, কারণ আমি তোমাকে মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত বানাতে চেয়েছি। আর হাড়গুলোর দিকে লক্ষ্য কর যে, আমি এগুলোকে কেমন করে জোড়া লাগিয়ে দেই এবং সেগুলোর উপর গোশতের আবরণ পরিয়ে দেই। অতঃপর যখন ইহা তার নিকট সুস্পষ্ট হল, তখন সে বলে উঠল, আমি জানি যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।"[৯০]

ইব্ন আবূ হাতীম (রহ.) বর্ণনা করেন, আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা.) বলেন যে, আয়াতে (সূরা বাকারা ২ : ২৫৯) বর্ণিত ব্যক্তি হলেন উযায়ের (আ.)।

---

৮৮. আল-কুরআন, *সূরা বাকারা* ২ : ৭২-৭৩

৮৯. আবুল ফিদা ইসমাঈল ইব্ন উমর কাছীর, *তাফসীরুল কুরআনিল আজীম*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ.১৯০

৯০. আল-কুরআন, *সূরা বাকারা* ২ : ২৫৯

মুজাহিদ ইব্‌ন যাবের (রহ.) বলেন যে, এই আয়াত হলো রাজা বখত নাসর কর্তৃক জেরুজালেমের একটি গ্রাম সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস এবং জনগণকে হত্যা করার পর ওখানকার বনি ইসরাইলের এক মহান ব্যক্তি সম্পর্কিত। রাজা বখত নাসর যখন ঐ জনবসতি ধ্বংস করে এবং জনগণকে তরবারির নিচে নিক্ষেপ করে তখন ঐ জনবসতি শ্মশানে পরিণত হয়। এরপর ঐ মহান ব্যক্তি সেখান দিয়ে গমন করেন। যখন তিনি দেখেন যে, জনপদটি একেবারে শ্মশান হয়ে গেছে, সেখানে না আছে কোন বাড়িঘর, না আছে কোন মানুষ! সেখানে অবস্থানরত অবস্থায় তিনি চিন্তা করেন যে, এমন জাঁকজমকপূর্ণ শহর যেভাবে ধ্বংস হয়েছে এটা কি আর কোনদিন জনবসতিপূর্ণ হতে পারে! অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং তাকেই মৃত্যু দান করেন। তিনি ঐ অবস্থায়ই থাকেন। আর এদিকে সত্তর বছর পর বাইতুল মুকাদ্দাস পুনরায় জনবসতিপূর্ণ হয়। পলাতক বনি ইসরাইল আবার ফিরে আসে এবং নিমেষের মধ্যে শহর ভরপুর হয়ে যায়। পূর্বের সেই শোভা ও জাঁকজমক পুনরায় পরিলক্ষিত হয়।

এবার একশ বছর পূর্ণ হওয়ার পর আল্লাহ তাকে পুনর্জীবিত করেন এবং সর্বপ্রথম চক্ষুর মধ্যে আত্মা প্রবেশ করান যেন তিনি নিজের পুনর্জীবন সচক্ষে দেখতে পারেন। অতঃপর যখন ফুঁ দিয়ে সারা দেহে আত্মা প্রবেশ করানো হয় তখন আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতার মাধ্যমে তাকে জিজ্ঞেস করেন : "তুমি কত কাল এভাবে ছিলে? সে বলল আমি ছিলাম, একদিন কংবা একদিনের কিছু কম সময়।"এটা বলার কারণ ছিল এই যে, সকাল বেলা তার আত্মা বের হয়েছিল এবং একশ' বছর পর যখন তিনি জীবিত হন তখন ছিল সন্ধ্যা। সুতরাং তিনি মনে করেন যে, ঐ দিনই রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে বলেন : "বরং তুমি তো একশ বছর ছিলে। অতএব তোমার খাবার ও পানীয়ের দিকে লক্ষ্য কর, সেগুলো পচে যায়নি।"ঐ খাদ্য ছিল আঙ্গুর, ডুমুর এবং ফলের নির্যাস। ঐ নির্যাস নষ্ট হয়নি, ডুমুর টক হয়নি এবং আঙ্গুরও খারাপ হয়নি। বরং প্রতিটি জিনিসই স্বীয় আসল অবস্থায় বিদ্যামান ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : তোমার গাধার যে গলিত অস্থি তোমার সামনে রয়েছে ঐ দিকে দেখ। তোমার চোখের সামনেই আমি তোমার গাধাকে জীবিত করছি। আমি তোমাকে মানব জাতির নিদর্শন করতে চাই, কিয়ামতের দিন পুনরুত্থানের প্রতি তাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে। অতঃপর তিনি দেখতে দেখতেই অস্থিগুলো স্ব স্ব জায়গায় সংযুক্ত হয়ে যায়।[৯১]

ঘ. ইব্রাহীম (আ.)-নিবেদন ও পুনর্জীবন দান প্রত্যক্ষকরণ

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন :

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"আর স্মরণ করুন, যখন ইব্রাহীম বললেন, হে আমার পালনকর্তা! আমাকে দেখান, কেমন করে আপনি মৃতকে জীবিত করবেন। আল্লাহ বললেন : তুমি কি বিশ্বাস কর না? তিনি বললেন,অবশ্যই বিশ্বাস করি, কিন্তু যাতে আমার অন্তরে প্রশান্তি লাভ করতে পারে। তিনি বললেন, তাহলে চারটি পাখি লও। পরে সেগুলোকে নিজের পোষ মানিয়ে নাও। অতঃপর সেগুলোর দেহের একেকটি অংশ বিভিন্ন পাহাড়ের উপর রেখে দাও। তারপর সেগুলোকে ডাক, তোমার নিকট দৌড়ে চলে আসবে। আর জেনে রাখো, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"[৯২]

ইব্রাহীম (আ.) আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি আরজ করলেন, আপনি কিভাবে মৃতকে পুনর্জীবিত করবেন, তা আমাকে প্রত্যক্ষ করান। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রার্থনা কবুল করলেন এবং বিষয়টি প্রত্যক্ষ করবার জন্য এক অভিনব ব্যবস্থা করলেন, যাতে মুশরিকদের যাবতীয় সন্দেহ-সংশয়ও দূর হয়ে যায়। প্রক্রিয়াটি ছিল এই যে, ইব্রাহীম (আ.)-কে চারটি পাখি ধরে নিজের কাছে রেখে সেগুলোকে এমনভাবে লালন-পালন করতে নির্দেশ দেয়া হলো, যাতে সেগুলো সম্পূর্ণরূপে পোষ মেনে যায় এবং ডাকামাত্র হাতের কাছে চলে আসে। তদুপরি তিনিও যেন সেগুলোকে ভালভাবে চিনতে পারেন। পরে নির্দেশ হল, পাখিগুলোকে জবাই করে এর হাড়-মাংস, পাখা ইত্যাদি কিমায় পরিণত কর, তারপর সেগুলোকে ভাল করে মিশিয়ে নিয়ে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে নিজের পছন্দমত

---

৯১. আবুল ফিদা ইসমাঈল ইব্ন উমর কাছীর, *তাফসীরুল কুরআনিল আজীম*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫২৬-৫২৭

৯২. আল-কুরআন সূরা বাকারা ২ : ২

কয়েকটি পাহাড়ে এক একটি ভাগ রেখে দাও। তারপর এদেরকে ডাক। এগুলো আল্লাহ্র কুদরতে জীবিত হয়ে দৌড়ে এসে তোমার কাছে এসে পড়বে। ইব্রাহীম (আ.) তা-ই করলেন। অতঃপর এদের যখন ডাকলেন, সঙ্গে সঙ্গে হাড়ের সাথে হাড়, পাখার সাথে পাখা, মাংসের সাথে মাংস ও রক্তের সাথে রক্ত মিলে পূর্বের রূপ ধারণ করল এবং তাঁর কাছে দৌড়ে এসে উপস্থিত হলে। তখন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করলেন–হে ইব্রাহীম! কিয়ামতের দিন এমনিভাবে সবাইকে তাদের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে একত্রিত করে এক মুহূর্তে সেগুলোতে প্রাণ সঞ্চারিত করে দিব।[৯৩]

ঙ. মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ –ﷺ– قَالَ « أَسْرَفَ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَوْصَى بَنِيهِ فَقَالَ إِذَا أَنَا مُتُّ فَأَحْرِقُونِى ثُمَّ اسْحَقُونِى ثُمَّ اذْرُونِى فِى الرِّيحِ فِى الْبَحْرِ فَوَاللَّهِ لَئِنْ قَدَرَ عَلَىَّ رَبِّى لَيُعَذِّبُنِى عَذَابًا مَا عَذَّبَهُ بِهِ أَحَدًا. قَالَ فَفَعَلُوا ذَلِكَ بِهِ فَقَالَ لِلأَرْضِ أَدِّى مَا أَخَذْتِ. فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ فَقَالَ لَهُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ فَقَالَ خَشْيَتُكَ يَا رَبِّ – أَوْ قَالَ – مَخَافَتُكَ. فَغَفَرَ لَهُ بِذَلِكَ ».

আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (স.) বলেছেন : "এক ব্যক্তি তার নিজের জীবনে অনেক পাপ করেছে। এরপর যখন তার মৃত্যুর সময় হলো তখন সে তার সন্তানদেরকে অসিয়ত করে বলল, আমি যখন মৃত্যুবরণ করব তখন আমার লাশ আগুনে পুড়িয়ে দেবে, এরপর ছাইগুলোকে ভালভাবে পিষবে। তারপর আমার কিছু অংশ বাতাসে উড়িয়ে দেবে, আর কিছু অংশ সমুদ্রে ভাসিয়ে দেবে। আল্লাহর কসম! আমার প্রতিপালক যদি আমাকে পান, তবে অবশ্যই তিনি আমাকে এমন শাস্তি দেবেন, যা তিনি আর কাউকে দেননি। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, তার সন্তানগণ তার সাথে তা-ই করল। এরপর আল্লাহ মাটিকে বললেন, তুমি তার যে ছাই গ্রাস করেছ তা একত্রিত করে দাও। ফলে সে (জীবিত হয়ে) সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। এ সময় আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এ কাজ করতে কিসে তোমাকে উৎসাহিত করেছে? উত্তরে সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আপনার ভয়ে। এ কথার বিনিময়ে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন।"[৯৪]

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আখিরাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব

১. আল্লাহ তা'আলাকে বিশ্বাসের পূর্ণতা আনয়ন

আখিরাতে বিশ্বাস আল্লাহ, তাঁর কিতাব এবং তাঁর রাসূলের বিশ্বাসের পূর্ণতা আনয়ন করে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে রাসূলের মাধ্যমে যে নির্দেশ দিয়েছেন তা মানা ও না মানা আখিরাতের বিশ্বাসের ওপর নির্ভরশীল। আখিরাতে বিশ্বাস থাকলে একজন বিশ্বাসী আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ মেনে চলবে এবং তাঁর নাফরমানি থেকে বিরত থাকবে। কারণ, এ গুলোর পুরস্কার সে আখিরাতে লাভ করবে। পক্ষান্তরে একজন আখিরাতে অবিশ্বাসীর নিকট আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ মেনে চলা নিষ্ফল। তার নিকট আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ মেনে চলার মধ্যে কোন লাভ নেই। তেমনি তার নাফরমানিতে কোন ক্ষতি নেই। কারণ, আল্লাহ তা'আলা তাঁর নির্দেশ না মানার শাস্তি তৎক্ষণাৎ প্রদান করেন না। আল্লাহ তা'আলাকে মানার পরিপূর্ণ পুরস্কার এবং না মানার শাস্তি মূলত আখিরাতে দেবেন। ভাল কাজের পরিপূর্ণ পুরস্কার আখিরাতে প্রদানের ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا

"নিশ্চয়ই যারা ইমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তাদের আপ্যায়নের জন্য রয়েছে জান্নাতুল ফিরদাউস। যাতে তারা অনন্তকাল থাকবে এবং সেখান থেকে স্থান পরিবর্তন কামনা করবে না।"[৯৫]

---

৯৩. মুফতী শফী (র.), *তাফসীরে ম'আরেফুল কুরআন*, অনুবাদ ও সম্পাদনায়-মাওলানা মুহিউদ্দিন খান, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ), খ. ১, পৃ.৬৮৭-৬৮৮

৯৪. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী,*সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আত-তাওবাহ, অনুচ্ছেদ : ফী সাআতি রাহমাতিল্লাহি তাআ'লা ওয়া ইন্নাহা সাবাকাত গাদাবাহু, (বৈরুত : দারুল জাবাল), খ. ৮, পৃ. ৯৭, হাদিস নং-৭১৫৭

৯৫. আল-কুরআন, *সূরা আরাফ* ১৮ : ১০৭-১০৮

অন্যায়-অপকর্মের জন্য আখিরাতে জাহান্নামের শাস্তির ভয় প্রদর্শন করে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

"নিশ্চয়ই যারা আমার সাক্ষাৎ লাভের আশা করে না এবং দুনিয়ার জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট রয়েছে এবং তাতেই প্রশান্তি অনুভব করছে এবং যারা আমার নিদর্শনাবলি সম্বন্ধে গাফিল। এরূপ লোকদের ঠিকানা হলো জাহান্নাম, সেসব কৃতকর্মের বদলা স্বরূপ যা তারা করতো।"[৯৬]

অবশ্য অনেক জাতিকে আল্লাহ তা'আলা তাদের পাপের কারণে দুনিয়াতেও শাস্তি দিয়েছেন, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ

"আর অনেক জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি। তাদের ওপর আমার শাস্তি রাতে অথবা দ্বিপ্রহরের বিশ্রাম অবস্থায় এসেছে। যখন আমার শাস্তি এসেছিল তখন তারা শুধু বলত, আমরাই জালিম ছিলাম।"[৯৭]

২. নবী-রাসূলদের (আ.) আখিরাতের কথা প্রচার

পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলা যত নবী-রাসূল (আ.) পাঠিয়েছেন, সব নবী-রাসূল (আ.) ইমানের অন্যতম বিষয় হিসেবে আখিরাতের কথা প্রচার করেছেন। যারা আখিরাত অস্বীকার করেছে সব নবী-রাসূলই (আ.) তাদের কাফের বলেছেন। আমাদের নবী মুহাম্মাদ (স.)ও আখিরাতের প্রতি অত্যধিক গুরুত্বারোপ করেছেন।

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –ﷺ– « وَاللَّهِ مَا الدُّنْيَا فِى الآخِرَةِ إِلاَّ مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَذِهِ – وَأَشَارَ يَحْيَى بِالسَّبَّابَةِ – فِى الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَ يَرْجِعُ ».

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "আল্লাহর শপথ! দুনিয়া আখিরাতের তুলনায় শুধু ততটুকু, যেমন তোমাদের কেউ তার এই আঙ্গুলটি সমুদ্রের পানিতে ভিজিয়ে দেখল যে, কতটুকু পানি নিয়ে ফিরছে। বর্ণনাকারী ইয়াহ্ইয়া এ সময় শাহাদাত আঙ্গুলের দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন।"[৯৮]

অর্থাৎ আঙ্গুলের এ পানি হচ্ছে তার দুনিয়ার জীবন আর মহাসমুদ্রের পানি হচ্ছে তার আখিরাতের জীবন।"

৩. কুরআনে আখিরাতের শাস্তি সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন

কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন জায়গায় আখিরাতের শাস্তির ভয় প্রদর্শন করেছেন এবং আখিরাতের ব্যাপারে মানুষকে সতর্ক করেছেন।

ক. আল্লাহ তা'আলা বলেন: إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا

"নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে আসন্ন আজাবের ভয় প্রদর্শন করলাম। যেদিন মানুষ তার কৃতকর্ম সচক্ষে দেখতে পাবে; আর কাফের তখন বলবে 'হায় আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম।"[৯৯]

খ. আল্লাহ তা'আলা বলেন: وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

"তোমরা সেদিনকে ভয় করো, যেদিন তোমরা আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে, এরপর প্রত্যেককেই কর্মফল পুরোপুরি দেয়া হবে, আর তাদের প্রতি কোন জুলুম করা হবে না।"[১০০]

গ. আল্লাহ তা'আলা বলেন :

---

৯৬. আল-কুরআন, *সূরা ইউনুস* ১০ : ৭-৮

৯৭. আল-কুরআন, *সূরা আ'রাফ* ৭ : ৪-৫

৯৮. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : ছিফাতিল জান্নাতি ওয়া ছিফাতু না'য়ীমিহা ওয়া আহ্লিহা, অনুচ্ছেদ : ফানায়িদ্‌দুনইয়া ওয়া বায়ানিল হাস্‌রি ইয়াওমিল ক্বিয়ামাতি, (বৈরুত: দারুল জাবাল), খ. ৮, পৃ. ১৫৬, হাদিস নং-৭৩৭৬

৯৯. আল-কুরআন, *সূরা আন-নাবা* ৭৮ : ৪০

১০০. আল-কুরআন, *সূরা বাকারা* ২ : ২৮১

فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ (8) فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ

"অতঃপর যার (নেকির পাল্লা) ভারী হবে সে তো লাভ করবে সন্তোষজনক জীবন, আর যার নেকির পাল্লা হালকা হবে তার বাসস্থান হবে হাবিয়া, আপনি কি জানেন সেটা কী? তা হলো প্রজ্বলিত আগুন।"[১০১]

এভাবে কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহ তা'আলা আখিরাতের শাস্তির ভয় প্রদর্শন করেছেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

আখিরাতে বিশ্বাস না করার প্রভাব ও ক্ষতিসমূহ

১. ভোগ-বিলাসই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য

পরকাল অস্বীকারের প্রথম ও স্বাভাবিক আছর (প্রতিক্রিয়া) এই যে, পার্থিব জীবন এবং দুনিয়ার যাবতীয় বস্তু ভোগের ও স্বাদ গ্রহণের এক ধরনের পাগলামি ও ক্ষ্যাপামী সৃষ্টি হয়। ভোগ করাই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। আজ পাশ্চাত্যের প্রতিটি কোণ থেকে কেবল "খাও, দাও ও ফুর্তি কর" এই শ্লোগান উত্থিত হচ্ছে। তাদের গোটা জীবন-জিন্দিগিই এর পেছনে এবং এগুলো অর্জনের প্রতিযোগিতায় ব্যয়িত হচ্ছে। এ প্রতিযোগিতা জীবনকে এমন একটি ঘোড়াদৌড় প্রতিযোগিতার ময়দান বানিয়ে দিয়েছে যার কোন শেষ নেই। জীবনের এমন এক অন্তহীন পিপাসা রয়েছে, রয়েছে এমন এক রাক্ষুসে ক্ষুধা যা কোনদিন মিটবার নয়। সবার মুখেই কেবল এক কথা, "আরো চাই, আরো চাই, কেবল একই চিৎকার, আরো দাও, আরো দাও।"

জীবনের প্রয়োজনগুলো প্রতিদিন কেবল বাড়ছে আর বাড়ছে। প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণের উপকরণ এবং এর ভেতর নিত্য-নতুন আবিষ্কারও প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, আর তা শতাবিধ সামাজিক সমস্যা-সংকট সৃষ্টি করছে। বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতা এতে সাহায্য করছে। জীবন যাত্রার মান প্রতিদিন উচ্চ থেকে উচ্চতর হচ্ছে, এমন কি প্রত্যেক লোক যখন চোখ তুলে, মনজিলে মকসুদ তখন দূরে ও অভীষ্ট লক্ষ্য বুলন্দ দেখতে পায়। ফল হয় এই যে, তার জীবন এ সবের লাভের আশায় ও চেষ্টা-তদবিরে নিরানন্দ ও বিষাদ হয়ে যায় এবং তা লোভ-লালসার এক লাগাতর আজাব ও জীবনের অন্তহীন সংগ্রামে মত্ত হয়ে পড়ে। ধৈর্য ও অল্পে তুষ্টি, যা মানসিক প্রশান্তি ও আত্মিক তৃপ্তির সবচেয়ে বড় মাধ্যম, দীর্ঘকাল থেকেই ইউরোপে দুষ্প্রাপ্য।

পরকাল অস্বীকার অথবা আখিরাত ভুলিয়ে দেবার পর ভোগ ও বিলাস-ব্যসনের এই আবেগ পুরাতে থাকে- আমরা মুসলমানরা পাগলামী মনে করি–পরকাল অস্বীকারকারীদের দৃষ্টিকোণ থেকে এটাই প্রকৃত বুদ্ধিমত্তা, যা এই জীবনের পর অপর জীবনের ধারণা থেকে মুক্ত, এই জীবনই মজা লুটতে ও কলিজার আগুন নেভাতে কেন কমতি করবে? ফুর্তি কর ও ভোগ-বিলাসকে আর কোন দিনের জন্য তুলে রাখবে? এ জন্য কুরআন মাজীদ বলছে :

وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ

"যারা কুফরি করে (অর্থাৎ যারা অবিশ্বাসী কাফির) তারা ভোগ-বিলাসে মগ্ন থাকে এবং জন্তু-জানোয়ারের মত উদর পূর্তি করে, তাদের নিবাস জাহান্নাম।"[১০২]

অপর জায়গায় কুরআনে বলা হয়েছে, ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

"ওদেরকে ছাড়-খেতে থাকুক, ভোগ করতে থাকুক এবং আশা ওদেরকে মোহাচ্ছন্ন রাখুক, পরিণাম ওরা বুঝবে।"[১০৩]

২. মানব সেবার প্রতি অনীহা

আখিরাতে অবিশ্বাসীরা চরম স্বার্থপর। তারা কেবল নিজকে নিয়েই সারাজীবন ব্যস্ত থাকে। পার্থিব স্বার্থ বা সুনাম-সুখ্যাতি ছাড়া তারা মানব কল্যাণ বা মানব সেবায় এগিয়ে আসে না। যদিও তারা বিত্ত-বৈভবের পাহাড় গড়ছে; অথচ তাদের সামনেই আরেক শ্রেণির মানুষ অনাহারে-অর্ধাহারে থেকে ধুঁকে ধুঁকে নিঃশেষ হচ্ছে। আর্ত-পীড়িত

---

১০১. আল-কুরআন, *সূরা কারিয়াহ* ১০১ : ৬-১১

১০২. আল-কুরআন, *সূরা মুহাম্মদ* ৪৭ : ১২

১০৩. আল-কুরআন, *সূরা হিজর* ১৫ : ৩

বুভুক্ষু মানুষের রোনাজারিতে কেঁপে কেঁপে উঠছে পৃথিবীর আকাশ-বাতাস। বর্তমান পৃথিবীর বুভুক্ষু ও নিরন্ন মানুষের দিকে তাকালে এর প্রমাণ পাওয়া যায়।[১০৪]

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ

"আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে বিচার দিবসকে মিথ্যা মনে করে, এ তো সেই ব্যক্তি, যে ইয়াতিমকে ধাক্কা মেরে তাড়িয়ে দেয়, আর মিসকিনকে খাদ্যদানে উৎসাহ প্রদান করে না। সুতরাং দুর্ভোগ সেসব নামাজিদের জন্য, যারা তাদের নামাজ সম্পর্কে উদাসীন; যারা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে তা করে আর নিত্যব্যবহার্য বস্তু দানে বিরত থাকে।"[১০৫]

৩. গর্ব ও অহংকার

আখিরাত অস্বীকারকারীরা গর্বিত ও অহংকারী হয়ে থাকে। তারা নিজকে সর্বসেরা মনে করে। তারা স্বভাবত স্বার্থপর, অহংকারী ও সংকীর্ণমনা। তারা তাদের নীচ ও হীন প্রবৃত্তির কারণে এতই অহংকারী হয় যে, নিজকে ছাড়া সবাইকে তারা ছোট মনে করে। এ হীনম্মন্যতার কারণে তারা জ্ঞানী ব্যক্তিদের সদুপদেশকে উপহাস করে। তাই তারা আল্লাহ তা'আলাকে এবং আখিরাতকে বিশ্বাস করে না। এ ধরনের আখিরাত অবিশ্বাসীদের মিথ্যা অহংকারের পরিণামে দুনিয়া ও আখিরাতে বিপর্যয় ও ধ্বংস ডেকে আনে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন : فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ

"যারা আখিরাত বিশ্বাস করে না তাদের অন্তর সত্যবিমুখ এবং তারা অহংকারী।"[১০৬]

আল্লাহ তা'আলা ফিরাউন ও তার সৈন্যবাহিনী সম্পর্কে বলেন :

وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ

"ফিরাউন ও তার বাহিনী অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে অহংকার করেছিল এবং ওরা মনে করেছিল যে, ওরা আমার নিকট ফিরে আসবে না। অতএব, আমি তাকে তার বাহিনীকে ধরলাম এবং সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম। দেখ জালিমদের পরিণাম কি হয়ে থাকে।"[১০৭]

৪. অপরের ধন-সম্পদ আত্মসাৎ

পরকালে (আখিরাতে) অবিশ্বাসীরা যখন দেখে যে, পৃথিবীতে সৎকাজের বিনিময়ে কোন পার্থিব ফায়দা হাসিল হচ্ছে না তখন তারা দুনিয়ার সুখ-সমৃদ্ধির জন্য দুষ্কৃতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। অবিশ্বাসী মানুষ তখন আত্মপূজারী পশুতে পরিণত হয়। দুনিয়ার সুখ-সম্ভোগ করায়ত্ত করার জন্য সে তখন দুর্বলের ওপর অত্যাচার করে, অপরের অধিকার হরণ করে, আত্মসাৎ করে থাকে ধন-সম্পদ ইত্যাদি।[১০৮]

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

---

১০৪. নূরুল ইসলাম মানিক সম্পাদিত, *সন্ত্রাস প্রতিরোধে ইসলাম*, প্রবন্ধ : সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদবী, অনুবাদ : আবু সাঈদ মুহাম্মাদ ওমর আলী, সীরাতে মুহম্মদী (স.)-এর পয়গাম বর্তমান বিশ্বের প্রতি, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন,২০০৯), পৃ. ১৩-১৪

১০৫. আল-কুরআন, *সূরা মা'উন* ১০৭ : ১-৭

১০৬. আল-কুরআন, *সূরা নাহল* ১৬ : ২২

১০৭. আল-কুরআন, *সূরাহ কাসাস* ২৮:৩৯-৪০

১০৮. কাজী মো. মরতুজা আলী, *বিশ্বাস ও আত্মোন্নয়ন* (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ২০০৭খ্রি.), পৃ. ৫৪-৫৫

"দুর্ভোগ মাপে কমদাতাদের জন্য, যারা মানুষের নিকট থেকে যখন মেপে নেয় তখন পুরোপুরি নেয়। আর যখন তাদেরকে মেপে কিংবা ওজন করে দেয়, তখন কম দেয়। তারা কি বিশ্বাস করে না যে, অবশ্যই তারা পুনরুত্থিত হবে? অত্যন্ত ভয়াবহ একদিনে যেদিন সকল মানুষ দাঁড়াবে বিশ্ব জগতের প্রতিপালকের সামনে।"[১০৯]

৫. পাপাচারে আকণ্ঠ নিমজ্জিত

আখিরাতে অবিশ্বাসীদের অধিকাংশই পাপাচারে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকে। তাদের পাপাচারে বাধা কোথায়? মদ্যপান, জুয়া খেলা, জিনা-ব্যভিচার, জুলুম-নির্যাতন, চুরি-ডাকাতি, হত্যা-সন্ত্রাসসহ সব ধরনের অপকর্মে তারা লিপ্ত থাকে। তারা অন্যকে উৎপীড়ন করে; অন্যের অধিকারে অন্যায় হস্তক্ষেপ করে; উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করে সমাজকে অস্থিতিশীল করে তোলে। সাধারণ মানুষ তাদের ভয়ে তাদের অপকর্মের প্রতিবাদের ভাষা হারিয়ে ফেলে। আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ

"সেদিন দুর্ভোগ হবে মিথ্যারোপকারীদের, যারা প্রতিফল দিবসকে মিথ্যা মনে করে। সে দিনকে কেবল প্রত্যেক সীমালংঘনকারী পাপীই মিথ্যা মনে করে।"[১১০]

৬. পার্থিব জীবনে হতাশা

আখিরাত অস্বীকারকারীদের যার যত আছে তারা ততো চায় অর্থাৎ তাদের সুখ-সমৃদ্ধ জীবনকে তারা আরো উপভোগ করতে চায়। তাদের সুখের কোন সীমা-পরিসীমা নেই। তাই তাদের সম্পদের প্রতি রয়েছে দুর্নিবার তৃষ্ণা ও লোলুপ দৃষ্টি। ধনসম্পদ উপার্জনের অদ্ভুত রকমের তৃষ্ণা তাদের ক্রমাগত তাড়িত করে। প্রচুর সম্পদ আহরণের পরেও তারা অতৃপ্ত থাকে। অন্যের সম্পদের প্রতিও রয়েছে তাদের ঈর্ষা। এজন্য তারা সর্বদা হতাশা ব্যক্ত করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ

"যারা পার্থিব জীবনের কল্যাণ কামনা করেছিল, তারা বললো : হায়! কারুনকে যা দেয়া হয়েছিল, আমরাও যদি তা-ই পেতাম। নিশ্চয়ই সে বড় ভাগ্যবান। আর যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছিল, তারা বললো, ধিক তোমাদেরকে! যারা ইমান আনে এবং ভাল কাজ করে তাদের জন্য আল্লাহর পুরস্কারই শ্রেষ্ঠ।"[১১১]

৭. কর্ম নিষ্ফল

আখিরাত অস্বীকারকারীরা দুনিয়ায় বিভিন্ন রকম অপকর্ম করে বেড়ায়। এই অপকর্মসমূহ তাদের নিকট অত্যন্ত সুসজ্জিত, সুবিন্যস্ত ও যুক্তিসঙ্গত মনে হয়। কিন্তু তারা যে অপকর্ম করছে একথা তারা বুঝতেই পারে না যে, তারা অপকর্ম করে নিজেই নিজের ক্ষতি করছে। এর পরিণাম তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে ভোগ করতে হবে। শুধু তা-ই নয় তাদের ভাল কর্মও আখিরাতে নিষ্ফল হবে।

ক. আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ

"যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না আমি তাদের কর্মসমূহকে তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছি, ফলে তারা বিভ্রান্তিতে ঘুরে বেড়ায়। তারা ঐসব লোক যাদের জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে এবং তারাই আখিরাতে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হবে।"[১১২]

খ. আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

---

১০৯. আলা কুরআন, *সূরাহ মুতাফফিযীন* ৮৩: ১-৬

১১০. আল-কুরআন, *সূরাহ মুতাফফিফীন* ৮৩: ১০-১২

১১১. আল-কুরআন, *সূরাহ কাসাস* ২৮: ৭৯-৮০

১১২. আল-কুরআন, *সূরা নামল* ২৭ : ৪-৫

"যারা আমার নিদর্শন ও আখিরাতের সাক্ষাতকে অস্বীকার করে তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়। তাদেরকে তো তেমন প্রতিফল দেয়া হবে, যেমন কাজ তারা করতো।[১১৩]

গ. আল্লাহ তা'আলা বলেন:

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا

"আপনি বলুন! আমি কি তোমাদের সংবাদ দেব, নিজেদের আমলের ক্ষেত্রে কারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত? এরা সেসব লোক, যাদের কৃত প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনে বিফল হয়, অথচ তারা এ ধারণা করে যে, তারা উত্তম কাজ করছে। এরা এমন লোক, যারা তাদের পালনকর্তার নিদর্শনাবলি এবং তাঁর সাথে সাক্ষাতের বিষয়টি অস্বীকার করে। ফলে তাদের কৃতকর্মসমূহ নিষ্ফল হয়ে যায়। সুতরাং কিয়ামতের দিন তাদের জন্য (আমল) ওজনের কোন ব্যবস্থা আমি করবো না।"[১১৪]

৮. দুনিয়ায় আল্লাহর আজাব-গজবকে উপেক্ষা করা

পাপ মানব জাতির জন্য ডেকে আনে আল্লাহর ক্রোধ ও শাস্তি। এ শাস্তি কোন সময় বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাধ্যমে হয় । আবার কোন কোন সময় ফাসাদ, বিপর্যয়, বিদ্রোহ ও যুদ্ধের রূপেও শাস্তি জাতির মধ্যে নেমে আসে। যার কারণে অসংখ্য রক্তপাত ঘটে, নেমে আসে বিভিন্ন বিপর্যয় এবং ধ্বংস হয় দেশ ও জাতি। আখিরাতে অবিশ্বাসীরা পাপের কারণে আসা আল্লাহ তা'আলার আজাব-গজবকে মনে করে এরূপ ঘটনা খুবই স্বাভাবিক। এরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটে থাকে। এ সব ঘটনা পাপের কারণে ঘটছে তারা তা স্বীকার করে না। আল্লাহ্ তা'আলার আজাব-গজবকে উপেক্ষা করে তাদের আনন্দ-উল্লাস, ভোগ-বিলাস ও অপকর্ম চালিয়ে যেতে থাকে। এ ধরনের বস্তুবাদী মানসিকতা সম্পন্ন লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"আপনার পূর্বেও বহু জাতির নিকট রাসূল পাঠিয়েছি। অতঃপর তাদের অর্থ সংকট ও দুঃখ-কষ্ট দিয়ে পাকড়াও করেছি যাতে তারা বিনীত হয়। আমার শাস্তি যখন তাদের ওপর আপতিত হল, তখন তারা কেন বিনীত হল না? বরং তাদের অন্তর কঠিন হয়ে গেল এবং তারা যা করছিল শয়তান সেগুলোকে তাদের জন্য সুশোভিত করে দিয়েছিল।"[১১৫]

৯. সরল পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া

মানুষের বিপথগামী হওয়া ও নৈতিক অবক্ষয়ের পেছনে যে চরিত্র বিধ্বংসী মহাশত্রু কাজ করে তা হচ্ছে কুপ্রবৃত্তি। কুপ্রবৃত্তির কারণেই মানুষ উচ্ছৃঙ্খল, অহংকারী, লোভী, পাপী, কৃপণ, সন্ত্রাসী হয়ে ওঠে। এই কুপ্রবৃত্তি ও শয়তান মানুষকে আল্লাহ তা'আলা বিধান ও রাসূল (স.)-এর সুন্নাহ মানতে বাধা দেয়। আখিরাতে বিশ্বাস কুপ্রবৃত্তি ও শয়তানের বিরুদ্ধে অস্ত্র বিশেষ। জান্নাতের আশা মানুষকে সরল-সঠিক পথে চলতে উৎসাহিত করে আর জাহান্নামের শাস্তির ভয় যাবতীয় অন্যায়-অপকর্ম থেকে দূরে রাখে। সুতরাং যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে, এই বিশ্বাসই তাদেরকে সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করে। আর যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না, তারা সরল-সঠিক পথে চলতে পারে না। তারা সরল-সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ

"নিশ্চয়ই আপনি তাদেরকে সরল-সঠিক পথের দিকে ডাকছেন, অথচ যারা আখিরাত বিশ্বাস করে না, তারা তো সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে।"[১১৬]

---

১১৩. আল-কুরআন, *সূরা আ'রাফ* ৭ : ১৪৭

১১৪. আল-কুরআন, *সূরা কাহ্ফ* ১৮ : ১০৩-১০৫

১১৫. আল-কুরআন, *সূরা আন'আম* ৬ : ৪২-৪৩

১১৬. আল-কুরআন, *সূরা মু'মিনূন* ২৩ : ৭৩-৭৪

১০. কুরআন দ্বারা উপকৃত না হওয়া

আল্লাহ তা'আলা বলেন : الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ

"কুরআন মানব জাতির জন্য পথ প্রদর্শক।"[১১৭]

কুরআন মানব জাতির জন্য দুনিয়ার শান্তি এবং আখিরাতে মুক্তির মহাসনদ। আখিরাত অবিশ্বাসীরা আখিরাতে বিশ্বাস না রাখার কারণে কুরআন দ্বারা উপকৃত হতে পারে না।

১১. আখিরাতে অবিশ্বাসীদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত

মানুষের জন্য এই দুনিয়ার জীবনই শেষ নয়, মৃত্যুর পর আরেকটি জীবন রয়েছে। সেটি হল আখিরাতের জীবন। এই দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে পাঠিয়েছেন পরীক্ষা করার জন্য। আখিরাতে মানুষের কর্মফল পরিপূর্ণভাবে দেয়া হবে। আখিরাতে এই দুনিয়ার সারা জীবনের হিসাব দিতে হবে এবং কৃতকর্মের জবাবদিহি করতে হবে। ভাল কাজের পুরস্কার জান্নাত এবং অন্যায়-অপকর্মের শাস্তির জন্য জাহান্নাম রয়েছে। আখিরাতে অবিশ্বাসীরা আখিরাতের জীবনকে সত্য বলে মনে করে না। তারা মনে করে এটি অসম্ভব ও অবাস্তব। এই ধরনের আখিরাতে অবিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহ যন্ত্রণাদায়ক কঠিন শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

"এবং যারা আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে না, তাদের জন্য আমি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।"[১১৮]

নবম পরিচ্ছেদ

মানব জীবনে আখিরাতে বিশ্বাসের প্রভাব

মানুষ বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করে। বিশ্বাস ছাড়া কাজ করে না। সব কাজের মূলে বিশ্বাস কাজ করে। বিশ্বাস যত গাঢ় হয় কাজের প্রতি তার অনুরাগ তত বৃদ্ধি পায়। সুতরাং বলা যায় যে, বিশ্বাস মানুষের প্রকৃতি ও জীবন নিয়ন্ত্রণ করে। রোগী ওষুধ খায়। তার বিশ্বাস ওষুধ খেলে তার রোগ সেরে যাবে। এ বিশ্বাস না থাকলে রোগী ওষুধ খাবে না। আবার ডায়াবেটিস রোগী মিষ্টি জাতীয় খাবার এড়িয়ে চলে। যদিও মিষ্টি জাতীয় খাবারে তার ঝোঁক বেশি। তার মন চাচ্ছে মিষ্টি জাতীয় খাবার খেতে। তারপরেও সে মিষ্টি জাতীয় খাবার খায় না, সে জানে মিষ্টি খেলে তার ডায়াবেটিস রোগ বৃদ্ধি পাবে, তাতে তার জীবন সংকটাপন্ন হবে। এভাবে বিশ্বাস মানুষকে ইতিবাচক কাজের দিকে ধাবিত করে এবং নেতিবাচক কাজ থেকে বিরত রাখে।

ইসলাম ধর্মে মৃত্যুর পর আবার জীবিত হতে হবে এবং বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। ভাল কাজের পুরস্কার জান্নাত ও অসৎ কাজের জন্য জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করতে হবে। আখিরাতে এই বিশ্বাস ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর অন্যতম। আখিরাতে বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করে আমাদের সমাজে এ ধরনের লোকের সংখ্যা খুবই কম। আমাদের সমাজে দেখা যায় মিথ্যার বেসাতি, প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ, সুদ- ঘুষ, ব্যভিচার-ধর্ষণ, সন্ত্রাস, মদ্যপান, জুয়া খেলা, পিতা-মাতার অবাধ্যতা, ভাই-বোনে ঝগড়া, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন, গীবত, ভেজাল, ওজনে কম দেয়া, এতিমের সম্পদ হরণ, স্বামী-স্ত্রীর মনোমালিন্য, পরস্পর খুনাখুনি ইত্যাদি। এ ধরনের অপরাধের মূলে রয়েছে প্রধানত দুটি কারণ। ১. আখিরাত বিশ্বাস না করা, ২. আখিরাতকে ভুলে যাওয়া।

১. আখিরাত বিশ্বাস না করা

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ

---

১১৭. আল-কুরআন, *সূরা বাকারা* ২ : ১৮৫

১১৮. আল- কুরআন, *সূরা বানী ইসরাইল* ১৭ : ১০

"যারা আখিরাত বিশ্বাস করে না তাদের দৃষ্টিতে তাদের অসৎ কর্মকে আমি সুশোভিত করে দিয়েছি, যাতে তারা বিভ্রান্ত অবস্থায় ঘুরে বেড়ায়। তারা এসব লোক যাদের জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে এবং তারা আখিরাতে ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।"[১১৯]

সুতরাং বলা যায় যে, যারা আখিরাত বিশ্বাস করে না তারাই আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ অমান্য করে বিভিন্ন পাপাচারে লিপ্ত হয়। তারা অন্যায়-অপকর্ম করে নিজেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সাথে সাথে সমাজের শান্তিময় পরিবেশকে নষ্ট করে।

২. আখিরাতকে ভুলে যাওয়া

মানুষ যদি আখিরাতকে ভুলে যায় তাহলে সে বিভিন্ন অপকর্মে জড়িয়ে পড়ে এবং আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ অমান্য করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ

"আর বলা হবে, 'আজ আমি তোমাদেরকে ভুলে গেলাম, যেমন (আখিরাতের) এ দিনের আগমনকে তোমরা ভুলে গিয়েছিলে। আর জাহান্নামই তোমাদের আবাসস্থল এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না।"[১২০]

উক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, আখিরাতকে ভুলে যাওয়ার কারণে মানুষ আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ অমান্য করে এবং বিভিন্ন পাপাচারে লিপ্ত হয়ে জাহান্নামি হয়।

আখিরাত ভুলে যাওয়ার কারণ

আখিরাত ভুলে যাওয়ার কারণ হলো আখিরাতে বিশ্বাসে দুর্বলতা। বিশ্বাস দুর্বল হলেই মানুষ ভুলে যায় এবং কাজে দুর্বলতা থাকে । উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, একজন মানুষ ভুলেও বিষাক্ত সাপের গায়ে হাত দেবে না। মনের অজান্তে হাত গেলেও সাথে সাথে সরিয়ে নেবে। ঠিক তেমনি আল্লাহ তা'আলার হুকুম অমান্য করা, কল্যাণকর কাজে এগিয়ে না আসা এবং সমাজে স্বার্থপরতার পরিচয় দেয়া এগুলোর মূলেও রয়েছে আখিরাতে বিশ্বাসের দুর্বলতা। কারণ মানুষ বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করে। বিশ্বাস শক্তিশালী হলে বিশ্বাস অনুযায়ী তার সব কর্ম সংঘটিত হয়। যেমন একজন দুষ্ট ছাত্রও পরীক্ষার সময় রাত জেগে লেখাপড়া করে। কারণ সে এ ব্যাপারে অবগত যে, এখন পরিশ্রম করলে পরীক্ষায় পাস করবে, পাস করলে চাকরি পাবে। বোঝা গেল রাতের ঘুম হারাম করার পিছনে চাকরির চিন্তাই মূল কারণ। একজন দুষ্ট ছাত্রও যদি বুঝতে পারে যে, রাত জেগে পরিশ্রম করলে সে কী পাবে! সে তার বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করে। অনুরূপভাবে একজন শ্রমিক রোদ-বৃষ্টি উপেক্ষা করে কাজে লিপ্ত হয়। কারণ তার জানা আছে যে, শ্রম দিলেই সে পারিশ্রমিক পাবে, নয়তো রিক্তহস্তে কষ্টে কালাতিপাত করতে হবে। ফলে সে তার কাজের ব্যাপারে সচেতন থাকে। সামান্য কোন অজুহাত সে খুঁজে না; সে অবহেলাও করেনা। একজন ছাত্র ও একজন শ্রমিক তাদের কাজের গুরুত্ব বুঝার কারণে সে অনুযায়ী কাজ করে।

আমরা আখিরাতের গুরুত্ব না বুঝার কারণে এবং আখিরাতে বিশ্বাস আমাদের মনে বদ্ধমূল ও দৃঢ় প্রত্যয় না হওয়ার কারণে অথবা আখিরাত ভুলে যাওয়ার কারণে আখিরাতে বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করছি না। নিম্নে আমাদের মনে আখিরাতে বিশ্বাসকে বদ্ধমূল বা দৃঢ় প্রত্যয় করার উপায় বর্ণনা করা হলো।

---

১১৯. আল-কুরআন, *সূরাহ নামল* ২৭:৪-৫

১২০. আল-কুরআন, *সূরাহ জাছিয়া* ৪৫:৩৪

দশম পরিচ্ছেদ

আখিরাতে বিশ্বাস আমাদের মনে বদ্ধমূল বা দৃঢ় প্রত্যয় করার উপায়সমূহ

আখিরাতে বিশ্বাস মানুষের মনে বদ্ধমূল বা দৃঢ় প্রত্যয় করতে পারলে মানুষ অবশ্যই আখিরাতে বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করবে। আখিরাতে বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করলে সমাজে অপরাধের মাত্রা অনেক কমে যাবে এবং মানুষ সমাজ গঠনমূলক কাজে আগ্রহী হয়ে সমাজ কল্যাণমূলক কাজে অংশ নেবে। এতে প্রতিষ্ঠিত হবে একটি সুন্দর আদর্শ সমাজ। নিম্নে আখিরাতে বিশ্বাস আমাদের মনে বদ্ধমূল বা দৃঢ় প্রত্যয় করার উপায়সমূহ আলোচনা করা হলো।

১. আত্ম পরিচয় লাভ

মানুষ মরণশীল। কারণ, মানুষের মৃত্যু অনিবার্য। পৃথিবীতে মানুষের আসা-যাওয়ার মাঝখানে কিছু কাল অবস্থানই জীবন। মানুষের জীবনে দুটি ধাপ। একটি জন্ম অপরটি মৃত্যু। মাঝখানে কিছুকালের ব্যবধান। এই ব্যবধানের মাঝেই মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, ব্যথা-বেদনা, বিরহ-মিলন জড়িত জীবন। এই জীবনে মৃত্যু নিয়তির অমোঘ বিধান। মৃত্যু অবধারিত ও অনিবার্য। মৃত্যুর হাত হতে কেউ রক্ষা পায়নি, পাবেও না। জীবন মাত্রই মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। এখন প্রশ্ন হলো মানুষ দুনিয়াতে কেন আসল ? কোথা থেকে আসল ? কোথায় ফিরে যাবে ? মৃত্যুই কি শেষ পরিণতি ? নাকি মৃত্যুর পরেও মানুষের জীবন বাকী থাকে ? মৃত্যুর পর তার পরবর্তী জীবনের সৌভাগ্য কিসে? দুর্ভাগ্য কিসে? কেউ মৃত্যুবরণ করে জন্মের পূর্বে, কেউ মৃত্যুবরণ করে শিশুকালে, কেউ মৃত্যুবরণ করে শৈশবকালে, কেউ মৃত্যুবরণ করে যৌবনকালে, কেউ মৃত্যুবরণ করে বার্ধক্যে। কখন কার মৃত্যু হবে কেউ বলতে পারে না। সুস্থ মানুষ হঠাৎ মৃত্যুবরণ করে। আবার গুরুতর অসুস্থ মানুষ অজ্ঞান অবস্থায় থেকে, মৃত্যুর দ্বার প্রান্ত থেকেও ফিরে আসে। কেন এমন হয়? কে মৃত্যু ঘটায়? আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ

"বিশ্বাসীদের জন্যে পৃথিবীতে নিদর্শনাবলি রয়েছে এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও, তোমরা কি অনুধাবন করবে না?"[১২১]

মৃত মানুষকে জীবন দেয়ার জন্য চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের ব্যাপক গবেষণা চলছে। মৃত্যুর বিরুদ্ধে মানুষ অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। মৃত্যুর রহস্যকে মানুষ জয় করার সাধনা করেছে। মৃত্যুকে জয় করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তবুও চেষ্টা থেমে নেই। যতদিন বেঁচে থাকা যায় ততদিন পরিপূর্ণ প্রশান্তি নিয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা চলছে। বেশিদিন বাঁচবার চেষ্টাও মানুষ করছে, চেয়েছে অকাল বার্ধক্যকে জয় করতে, অকালে মৃত্যুকে রোধ করতে। রোগ-ব্যাধির বিরুদ্ধে মানুষ কিছুটা সাফল্য দেখাতে পারলেও মানুষের মৃত্যুকে জয় করার অক্লান্ত সাধনা পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। বিভীষিকাময় মৃত্যু নিঃশব্দে পৃথিবীর বুকে নেমে আসে, মানুষের গায়ের উপর দিয়ে বুলিয়ে দেয় তার শীতল কঠিন হাতখানি, আর সঙ্গে সঙ্গে থেমে যায় জীবনের সকল কাকলী। মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্পর্কে সর্বাধিক সত্যবাদী নবী-রাসূলগণ যা বলেছেন তা মিথ্যা হতে পারে না। তাই মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্পর্কে ভাবনা মানব জীবনে আনতে পারে আমূল পরিবর্তন; মানুষের জীবনকে করতে পারে সুন্দর আর সুন্দর মানুষ দিয়ে গড়ে উঠতে পারে সুন্দর সমাজ।

২. দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী ও মূল্যহীন

আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবন খুবই ক্ষণস্থায়ী ও মূল্যহীন। আমাদের দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের পর রয়েছে চিরস্থায়ী ও অনন্তকালের আখিরাতের জীবন। সে জীবনের তুলনায় এ জীবন অত্যন্ত তুচ্ছ ও নগণ্য–এই চেতনা আমাদের মনে জাগ্রত করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا

"হে রাসূল (স.)! আপনি তাদেরকে বলে দিন, দুনিয়ার ভোগসামগ্রী অতিসামান্য। আর যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করেছে তার জন্য আখিরাতই উত্তম। আর তোমাদের প্রতি সামান্য পরিমাণও জুলুম করা হবে না।"[১২২]

---

১২১. আল-কুরআন, *সূরা যারিয়াত* ৫১ : ২০-২১

১২২. আল-কুরআন, *সূরা আন-নিসা* ৪ : ৭৭

৩. মৃত্যুর কথা অধিক পরিমাণে স্মরণ করা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ يَعْنِي الْمَوْتَ.

আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "তোমরা অধিক পরিমাণে জীবনের স্বাদ হরণকারী অর্থাৎ মৃত্যুকে স্মরণ কর।"[১২৩]

৪. কবর জিয়ারত করা

কবর স্থানে গেলে মানুষের মনে ভীতি সঞ্চার হয় এবং আখিরাতের কথা স্মরণ হয়।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «زُورُوا الْقُبُورَ؛ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ»

আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "তোমরা কবর জিয়ারত করো। কেননা তা তোমাদেরকে আখিরাত স্মরণ করিয়ে দেয়।"[১২৪]

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا؛ فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا، وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ»

ইব্ন মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "আমি তোমাদেরকে কবর জিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা কবর জিয়ারত করো। কেননা তা দুনিয়া বিমুখ বানায় এবং আখিরাত স্মরণ করিয়ে দেয়।"[১২৫]

৫. শয়তানের ধোঁকায় না পড়া

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ

"হে মানুষ! নিশ্চয় আল্লাহ্র ওয়াদা সত্য। সুতরাং দুনিয়ার জীবন যেন তোমাদেরকে প্রতারণা না করে এবং সেই প্রবঞ্চক (শয়তান) যেন কিছুতেই তোমাদেরকে আল্লাহ্ সম্পর্কে প্রবঞ্চিত না করে। শয়তান তোমাদের শত্রু; অতএব, তাকে শত্রু রূপেই গ্রহণ কর। সে তার দলবলকে আহ্বান করে যেন তারা জাহান্নামি হয়।"[১২৬]

৬. নফস বা কুপ্রবৃত্তির তাড়না থেকে নিজকে রক্ষা করা

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى

"অনন্তর যে ব্যক্তি সীমালংঘন করেছে এবং দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দিয়েছে, জাহান্নামই হবে তার ঠিকানা। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াতে ভয় করে এবং কুপ্রবৃত্তির তাড়না থেকে নিজেকে বিরত রাখে, তার ঠিকানা হবে জান্নাত।"[১২৭]

---

১২৩. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত তিরমিযী*, অধ্যায় : আয-যুহুদ, অনুচ্ছেদ : মা জা আ ফী যিকরিল মাওতি, (বৈরুত : দারুল গুরুব আল-ইসলামী, ১৯৯৮খ্রি.), খ. ৪,পৃ. ১২৯, হাদিস নং-২৩০৭

১২৪. অবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন্ ইয়াযিদ ইব্ন মাজাহ আল-কাযভীনী, *সুনানু ইবনু মাজাহ*, অধ্যায় : আল-জানাযিজ, অনুচ্ছেদ : মা জাআ ফী যিয়ারাতিল কুবূরি, (হালবী, মিশর : দারু ইহইয়ায়িল কিতাব আল-আরাবী), খ. ১,পৃ. ৫০০, হাদিস নং-১৫৬৯

১২৫. অবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াযিদ ইব্ মাজাহ আল-কাযভীনী, *সুনানু ইবনু মাজাহ*, অধ্যায় : আল-জানাযিজ, অনুচ্ছেদ : মা জাআ ফী যিয়ারাতিল কুবূরি, (হালবী : দারু ইহইয়ায়িল কিতাব আল-আরাবী), খ. ১,পৃ. ৫০১, হাদিস নং-১৫৭১

১২৬. আল-কুরআন, *সূরা ফাত্বির* ৩৫ : ৫-৬

১২৭. আল-কুরআন, *সূরা নাযি'আত* ৭৯ : ৩৭-৪১

৭. দুনিয়ার জীবনের ধোঁকা বা প্রতারণায় না পড়া

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ

"হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর এবং ভয় কর এমন এক দিনকে, যখন পিতা সন্তানের কোন কাজে আসবে না এবং সন্তানও তার পিতার কোন উপকারে আসবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহর ওয়াদা সত্য। সুতরাং দুনিয়ার জীবন যেন তোমাদেরকে কিছুতেই ধোঁকা না দেয় এবং আল্লাহ সম্পর্কে প্রতারক (শয়তান) যেন তোমাদেরকে কিছুতেই প্রতারিত না করে।"[১২৮]

৮. তওবা করা

আখিরাতে বিশ্বাসী ভুলক্রমে একটি অপরাধ করে ফেললে জাহান্নামের শাস্তির ভয়ে এবং জান্নাত লাভের আশায় তৎক্ষণাৎ তওবা করে পাপ থেকে ফিরে আসে এবং পাপ ছেড়ে দেয়। ফলে তার দ্বারা আর কোন পাপ দ্বিতীয় বার সংঘটিত হতে পারে না। তওবার দ্বারা তওবাকারী ভবিষ্যতে অপরাধ না করার ব্যাপারে সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। এতে আখিরাতে বিশ্বাস একজন মু'মিনের মনে বদ্ধমূল হয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

"অবশ্যই আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করেন যারা ভুলবশত মন্দ কাজ করে । অতঃপর অনতিবিলম্বে তওবা করে। অতএব এরাই হল সেসব লোক, যাদের তওবা আল্লাহ কবুল করবেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় ।"[১২৯]

শুধু তাই নয়, অপরাধী অপরাধ থেকে তওবা করে অপরাধ ছেড়ে দিয়ে অপরাধের ক্ষতিপূরণ হিসেবে বেশি বেশি সৎকর্ম করে । আল্লাহ তা'আলা বলেন : إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ

"নিঃসন্দেহে সৎকাজসমূহ মন্দ কাজসমূহকে মিটিয়ে দেয়। যারা উপদেশ গ্রহণ করে, এটি তাদের জন্য একটি উপদেশ ।"[১৩০]

অপরাধ করে অপরাধ থেকে ফিরে এসে যারা তওবা করবে আল্লাহতায়ালা তাদের সম্পর্কে বলেন :

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ

"তারা কখনও কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা কোন মন্দ কাজ করে ফেললে কিংবা কোন মন্দকাজে জড়িত হয়ে নিজের উপর জুলুম করে ফেললে, আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে আল্লাহ ছাড়া আর কে আছে পাপ ক্ষমা করতে পারে? আর তারা যা করে ফেলে, জেনে শুনে তা পুনরাবৃত্তি করে না। তাদের জন্য প্রতিদান হল তাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও জান্নাত যার তলদেশে প্রবাহিত হচ্ছে ঝর্ণাসমূহ, সেখানে তারা থাকবেন অনন্তকাল । যারা সৎকাজ করে তাদের জন্য কতইনা চমৎকার প্রতিদান ।"[১৩১]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

---

১২৮. আল-কুরআন, *সূরা লুকমান* ৩১ : ৩৩

১২৯. আল-কুরআন, *সূরা আন-নিসা* ৪ : ১৭

১৩০. আল-কুরআন, *সূরা হুদ* ১১ : ১১৪

১৩১. আল-কুরআন, *সূরা আলি ইমরান* ৩ : ১৩৫-১৩৬

"হে ইমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট তওবা কর, আন্তরিক তওবা, আশা করা যায় তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেবেন এবং তোমাদেরকে এমন জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশে ঝর্ণাসমূহ প্রবাহিত ।"[১৩২]

আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে তওবার দিকে ধাবিত করে । আর তওবা করলে একজন মুমিনের মনে আখিরাতে বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়।

৯. পার্থিব সৌন্দর্য ও ভোগবিলাস উপেক্ষা করা

দুনিয়ার জীবন উপকরণ অত্যন্ত চাকচিক্যময় ও আকর্ষণীয়। পার্থিব সৌন্দর্য ও ভোগবিলাস উপেক্ষা করে আখিরাতের পাথেয় সংগ্রহ করা প্রতিটি মানুষের দায়িত্ব।

আল্লাহ তা'আলা বলেন : **وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى**

"আপনি আপনার দুই চোখ দিয়ে কখনো তাকাবেন না সেই সব বস্তুর প্রতি যা আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষকে পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য স্বরূপ উপভোগের যে উপকরণ দিয়েছি, তা দিয়ে পরীক্ষা করার জন্যে।" আপনার প্রতিপালকের দেয়া রিজিকই উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী।[১৩৩]

১০. দুনিয়াতে পথিক বা মুসাফিরের মত জীবন যাপন করা

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: أخذ رسول الله ﷺ بمنكبي، فقال: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» وكان ابن عمر، يقول: «إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك»

আব্দুল্লাহ ইব্নু উমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) একবার আমার দু'কাঁধ ধরে বললেন : "তুমি এ দুনিয়াতে একজন মুসাফির অথবা পথযাত্রীর মত থাক। আর ইব্ন উমর (রা.) বলতেন : "তুমি সন্ধ্যায় উপনীত হলে আর ভোরের অপেক্ষা করো না এবং ভোরে উপনীত হলে সন্ধ্যার অপেক্ষা করো না। তোমার সুস্থতার সময় তোমার পীড়িত অবস্থার জন্য সঞ্চয় করে রেখো। আর জীবিত অবস্থায় তোমরা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নিও।"[১৩৪]

১১. আখিরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন মনে করা

আল্লাহ তা'আলা বলেন : **وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ**

"এই পৃথিবীর জীবন ক্রীড়া-কৌতুক ছাড়া কিছু নয়। আখিরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন, যদি তারা জানত।"[১৩৫]

عن أنس، عن النبي ﷺ قال: «اللهم لا عيش إلا عيش الآخره، فأصلح الأنصار والمهاجره»

আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। নবী (স.) বলেছেন : "হে আল্লাহ! আখিরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন। সুতরাং আপনি আনসার ও মুহাজিরদের কল্যাণ দান করুন।"[১৩৬]

১২. আখিরাতের বেশি বেশি পাথেয় সংগ্রহের ব্যাপারে সচেষ্ট হওয়া

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

---

১৩২. আল-কুরআন, *সূরা আত-তাহরীম* ৬৬: ৮

১৩৩. আল-কুরআন, *সূরা ত্বা হা* ২০ : ১৩১

১৩৪. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আর্ রিকাক,অনুচ্ছেদ : কাওলিন নাবিয়্যি (স.) কুন ফিদ দুনইয়া কাআন্নাকা গারীবুন আও আ বিরি সাবিলিন, (দারু তাওকুন নাজাহ, ১৪২২ হি.), খ. ৮, পৃ. ৪৪, হাদিস নং-৬৪১৬

১৩৫. আল-কুরআন, *সূরা আনকাবুত* ২৯ : ৬৪

১৩৬. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আর-রিক্বাক,অনুচ্ছেদ : মা জাআ ফীছছিহ্হাতি ওয়াল ফারাগি..., (দারু তাওকুন নাজাহ, ১৪২২ হি.), খ. ৮, পৃ. ৪৪, হাদিস নং-৬৪১৩

"হে ইমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর। প্রত্যেকেরই ভেবে দেখা উচিত আগামী কালের (আখিরাতের) জন্যে সে কী অগ্রিম পাঠিয়েছে। আল্লাহ্‌কে ভয় কর । তোমরা যা কর, আল্লাহ্ তা'আলা সে সম্পর্কে খবর রাখেন।"[১৩৭]

১৩. সর্বদা আখিরাতের চিন্তায় মগ্ন থাকা

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَتِ الآخِرَةُ هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ مَا قُدِّرَ لَهُ.

আনাস ইব্‌ন মালেক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "যে ব্যক্তির একমাত্র চিন্তার বিষয় হবে আখিরাত, আল্লাহ্ সেই ব্যক্তির অন্তরকে অভাবমুক্ত করে দেবেন এবং তার যাবতীয় বিচ্ছিন্ন কাজগুলো একত্র করে সুসংহত করে দেবেন। তখন তার নিকট দুনিয়া তুচ্ছ হয়ে ধরা দেবে। আর যে ব্যক্তির একমাত্র চিন্তার বিষয় হবে দুনিয়া, আল্লাহ্ দারিদ্র্য ও অভাব-অনটন তার দু'চোখের সামনে লাগিয়ে রাখবেন এবং তার কাজগুলো এলোমেলো ও বিচ্ছিন্ন করে দেবেন। তার জন্য যা নির্দিষ্ট রয়েছে, দুনিয়াতে সে এর চাইতে বেশি পাবে না।"[১৩৮]

১৪. আখিরাত বা কিয়ামতের দিনকে ভয় করা

আল্লাহ তা'আলা বলেন : **وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ**

"আর সেইদিনকে ভয় কর, যেদিন তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। অতঃপর প্রত্যেককেই তার কর্মের ফল পুরোপুরি দেয়া হবে এবং তাদের প্রতি কোন রূপ জুলুম করা হবে না।"[১৩৯]

১৫. কিয়ামতের কঠিন হিসাবকে ভয় করা

প্রতিটি মানুষের উচিত কিয়ামতের কঠিন হিসাবকে ভয় করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন : **اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ**

"মানুষের হিসাব-নিকাশের সময় নিকটবর্তী হয়েছে, অথচ তারা বেখবর হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।"[১৪০]

عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: «ليس أحد يحاسب إلا هلك» قالت: قلت: يا رسول الله جعلني الله فداءك، أليس يقول الله عز وجل: {فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا} [الانشقاق: 8] قال: «ذاك العرض يعرضون ومن نوقش الحساب هلك»

আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "কিয়ামতের দিন যে ব্যক্তিরই হিসাব নেয়া হবে, সে ধ্বংস হয়ে যাবে। তিনি বলেন, তখন আমি বললাম : হে আল্লাহর রাসূল (স.)! আমাকে আল্লাহ্ আপনার জন্য কোরবান করুন, আল্লাহ কী বলেননি, "যার ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে তার হিসাব সহজভাবে নেয়া হবে।" এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন : এ আয়াতে আমলনামা কিভাবে দেয়া হবে সে ব্যাপারে উল্লেখ করা হয়েছে, নতুবা খুঁটিনাটি হিসাব নেয়া হবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে।"[১৪১]

---

১৩৭. আল-কুরআন, *সূরা হাশর* ৫৯ : ১৮

১৩৮. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত তিরমিযী*, অধ্যায় : ছিফাতুল ক্বিয়ামাতি ওয়ার রাকায়িকি ওয়াল ওয়ারাআ আন রাসূলিল্লাহ (স.), অনুচ্ছেদ : নেই, (বৈরুত : দারুল গুরুব আল-ইসলামী, ১৯৯৮), খ. ৪,পৃ. ২২৪, হাদিস নং-২৪৬৫

১৩৯. আল-কুরআন, *সূরা বাকারাহ* ২ : ২৮১

১৪০. আল-কুরআন, *সূরা আম্বিয়া* ২১ : ১

১৪১. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আত-তাফসীর, অনুচ্ছেদ : ফাসাওফা ইয়ুহাসাবু হিসাবাই ইয়াসীরা, (দারু তাওকুন নাজাহ, ১৪২২ হি.), খ. ৬, পৃ. ১৬৭, হাদিস নং-৪৯৩৯

১৬. আখিরাতে জবাবদিহিতাকে ভয় করা

একজন মানুষ যদি কাজ সঠিকভাবে সম্পন্ন না করে তাহলে কিয়ামতের দিন এ জন্য জবাবদিহি করতে হবে।

ক. আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

"আর তোমরা যা করো সে বিষয়ে অবশ্যই তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে।"[১৪২]

খ. আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ

"তারপর অবশ্যই সেদিন তোমাদেরকে নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।"[১৪৩]

গ. আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

"নিশ্চয়ই কান, চোখ ও অন্তর এদের প্রত্যেকটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।"[১৪৪]

আখিরাতে বিশ্বাস প্রতিটি মানুষকে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের জোর তাগিদ দেয়। কারণ এই দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন না করলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার নিকট জবাবদিহি করতে হবে এবং এর জন্য শাস্তি ভোগ করতে হবে।

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول اله صلى الله عليه و سلم يقول (كلكم راع ومسؤول عن رعيته والإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته) . قال وحسبت أن قد قال (والرجل راع في مال أبيه)

ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি: "তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। তাই শাসক হলেন দায়িত্বশীল, তার দায়িত্ব সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করা হবে। পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্বশীল এবং তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। স্ত্রী তার স্বামীর ঘরের দায়িত্বশীল, তার দায়িত্ব সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করা হবে। খাদেম তার মনিবের ধন-সম্পদের দায়িত্বশীল, তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।"[১৪৫]

১৭. আখিরাতের আলোচনা বেশি বেশি করা

যে বিষয় মানুষ বেশি বেশি আলোচনা করে অথবা বার বার শুনে তা তার হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়। যেমন আমেরিকায় আমরা অনেকেই যাই নাই বা দেখি নাই তবুও আমেরিকার আলোচনা এত বেশি হয়েছে বা আমেরিকার কথা এত বেশি শুনেছি যে আমেরিকা আমাদের মনে দৃঢ় প্রত্যয় হয়েছে। কেউ যদি বলে আমেরিকা বলতে কোন দেশ পৃথিবীতে নেই তাহলে আমরা তাকে পাগল বলব। আমেরিকা না গিয়ে এবং না দেখেও আমেরিকা দেখার মত আমাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়ে গেছে। ঠিক তেমনি আখিরাতের আলোচনা বেশি বেশি করলে বা আখিরাতের কথা বেশি শুনলে আমেরিকার মত আখিরাতও আমাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়ে যাবে। যার প্রমাণ হান্‌যালাহ্ (রা.)-এর ঘটনা।

عَنْ حَنْظَلَةَ الأُسَيِّدِيِّ قَالَ – وَكَانَ مِنْ كُتَّابِ رَسُولِ اللَّهِ –ﷺ– قَالَ – لَقِيَنِى أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ كَيْفَ أَنْتَ يَا حَنْظَلَةُ قَالَ قُلْتُ نَافَقَ حَنْظَلَةُ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا تَقُولُ قَالَ قُلْتُ نَكُونُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ –ﷺ– يُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ حَتَّى كَأَنَّا رَأْىَ عَيْنٍ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ –ﷺ– عَافَسْنَا الأَزْوَاجَ وَالأَوْلاَدَ وَالضَّيْعَاتِ فَنَسِينَا كَثِيرًا قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَوَاللَّهِ إِنَّا لَنَلْقَى مِثْلَ هَذَا. فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ –ﷺ– قُلْتُ نَافَقَ حَنْظَلَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ –ﷺ– « وَمَا ذَاكَ ». قُلْتُ يَا

---

১৪২. আল-কুরআন, *সূরা নাহল* ১৬ : ৯৩

১৪৩. আল-কুরআন, *সূরা তাকাছুর* ১০২ : ৮

১৪৪. আল-কুরআন, *সূরা বানি ইসরাইল* ১৭ : ৩৬

১৪৫. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ঈসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আসিয়াত, পরিচ্ছেদ : তাবীলু কাওলিহী তা'আলা মিন বাদি ওয়আসিয়্যাতি ইয়ূসী বিহা আওদা-ইন, (বৈরুত : দারু ইবনি কাসীর, ১৪০৭ হি.), হাদিস নং- ২৫৬৪ পৃ. ৭৩৭

رَسُولَ اللَّهِ نَكُونُ عِنْدَكَ تُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ حَتَّى كَأَنَّا رَأْىَ عَيْنٍ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ عَافَسْنَا الأَزْوَاجَ وَالأَوْلاَدَ وَالضَّيْعَاتِ نَسِينَا كَثِيرًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- « وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ إِنْ لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِى وَفِى الذِّكْرِ لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلاَئِكَةُ عَلَى فُرُشِكُمْ وَفِى طُرُقِكُمْ وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً ». ثَلاَثَ مَرَّاتٍ.

হান্‌যালাহ্‌ আল উসাইয়দি (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (স.)-এর কাতিব ছিলেন। তিনি বলেন, একদা আবু বকর (রা.) আমার সাথে দেখা করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, হে হান্‌যালাহ! তুমি কেমন আছ ? তিনি বলেন, জবাবে আামি বললাম, হান্‌যালাহ্‌ তো মুনাফিক হয়ে গেছে। সে সময় তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ্‌! তুমি কি বলছ? হান্‌যালাহ্‌ (রা.) বলেন, আমি বললাম, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে থাকি, তিনি আমাদের সামনে জান্নাত-জাহান্নামের আলোচনা করেন, তখন মনে হয় যেনো আমরা সেগুলো প্রত্যক্ষভাবে দেখছি। কিন্তু যখন আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট থেকে বাড়ি ফিরে আসার পর স্ত্রী-সন্তান ও সহায়-সম্পদের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ি তখন অনেক কিছুই ভুলে যাই। আবূ বাক্‌র (রা.) বললেন, আল্লাহর কসম! আমাদেরও তো একই অবস্থা। নিশ্চয়ই আমরা এ বিষয় নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাক্ষাৎ করবো। অতঃপর আমি এবং আবু বকর (রা.) সেদিকে রওনা হলাম। এমনকি রাসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে গেলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (স.)! হান্‌যালাহ্‌ তো মুনাফিক হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, তা কিভাবে? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (স.)! আমরা আপনার কাছে থাকি, আপনি আমাদের সামনে জান্নাত-জাহান্নামের আলোচনা করেন, তখন মনে হয় যেনো আমরা সেগুলো সরাসরি দেখছি। কিন্তু যখন আপনার নিকট থেকে বাড়ি ফিরে আসার পর স্ত্রী-সন্তান ও ধন-সম্পদের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ি তখন অনেক কিছুই ভুলে যাই। রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, যে সত্তার হাতে আমার জীবন আমি তাঁর কসম করে বলছি! আমার নিকট থাকলে তোমাদের যে অবস্থা হয়, যদি তোমরা এ অবস্থায় অনড় থাকতে এবং সার্বক্ষণিক আল্লাহর যিকিরে পড়ে থাকতে তাহলে অবশ্যই ফেরেশতাগণ তোমাদের বিছানায় ও তোমাদের রাস্তায় তোমাদের সাথে মুসাফাহা করত। কিন্তু হে হান্‌যালাহ্‌! সেই অবস্থা তো সময় সময় হয়ে থাকে।[১৪৬]

১৮. আখিরাতের ক্ষতি না করা

যে কাজ করলে আখিরাতের ক্ষতি হয় সে কাজ না করা।

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ، عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَحَبَّ الدُّنْيَا أَضَرَّ بِالْآخِرَةِ، وَمَنْ أَحَبَّ الْآخِرَةَ أَضَرَّ بِالدُّنْيَا أَلَا فَأَضِرُّوا بِالْفَانِي لِلْبَاقِي»

আবূ মূসা আল-আশআরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, “যে ব্যক্তি দুনিয়াকে ভালবাসে সে আখিরাতের ক্ষতি করে। আর যে ব্যক্তি আখিরাতকে ভালবাসে সে দুনিয়ার ক্ষতি করে।[১৪৭]

পরিশেষে বলা যায় যে, উক্ত বিষয়গুলো গুরুত্ব দিতে পারলে আমাদের অন্তরে আখিরাতে বিশ্বাস বদ্ধমূল বা দৃঢ় প্রত্যয় হবে। আখিরাতে বিশ্বাস আমাদের অন্তরে বদ্ধমূল বা দৃঢ় প্রত্যয় হলেই আমরা সমাজকে আদর্শ সমাজ হিসেবে গঠন করতে পারব । আল্লাহ তা'আলা আমাদের সহায় হোন।

---

১৪৬. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আত-তাওবাহ,অনুচ্ছেদ : ফাদলু দাওয়ামিয যিকরি ওয়াল ফিকরি ফী উমূরিল আখিরাতি ওয়াল মুরাকাবাতি..., (বৈরুত : দারুল জাবাল), খ. ৮, পৃ. ৯৪, হাদিস নং-৭১৪২

১৪৭. আহমাদ ইব্‌ন অমার, *মুসনাদুল বাযযার*, অধ্যায় : মুসনাদু আবী মূসা (রা.), অনুচ্ছেদ : আওয়ালু হাদীসু আবী মূসা (রা.) , (মাদীনাতুল মুনাওয়ারাহ : মাকতাবুল উলুম ওয়াল হিকাম, ২০৯ইং), খ. ৮, পৃ. ৭১, হাদিস নং-৩০৬৭

তৃতীয় অধ্যায়

আখিরাতের বিবরণ

মানুষের জীবনের দুটি ধাপ। একটি দুনিয়ার জীবন আর অন্যটি আখিরাতের জীবন। দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী আর আখিরাতের জীবন চিরস্থায়ী। মানুষ কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে আখিরাতকে ভুলে আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত ও রাসূল (স.) প্রদর্শিত জীবন পরিচালনার দিক-নির্দেশনা অমান্য করে। ফলে মানুষ সমাজে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়ে পড়ে। তাই নিম্নে আখিরাতের বিভিন্ন ধাপ মৃত্যু, কবর, কিয়ামত, হাশর, জান্নাত ও জাহান্নামের পরিচয় বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হলো।

প্রথম পরিচ্ছেদ : আখিরাতের সূচনা মৃত্যু

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : আখিরাতের প্রথম ঘাঁটি কবর ও আলমে বারযাখ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : কিয়ামতের বিবরণ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : হাশরের দৃশ্য

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : জান্নাতের বর্ণনা

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : জাহান্নামের বিবরণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

আখিরাতের সূচনা মৃত্যু

মৃত্যু কী ?

মানবদেহে একটি সূক্ষ্ম ও অদৃশ্য শক্তি রয়েছে যা মানুষকে সচল, সজিব ও সক্রিয় রাখে। এ শক্তি মানবদেহের সাথে যতদিন সংযুক্ত থাকে ততদিন মানুষ জীবিত থাকে। এ শক্তিকে মানবাত্মা বা রুহ বলা হয়। এ শক্তিটি নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে হজরত আজরাইল (আ.) মানবদেহ থেকে রুহ কবজ করে নেন। আর তখনই মানুষ মারা যায়।[১]

ক. রুহ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

"তারা আপনাকে রুহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, আপনি বলে দিন রুহ আমার প্রতিপালকের আদেশ মাত্র এবং এ ব্যাপারে তোমাদেরকে অতি সামান্য জ্ঞান দেয়া হয়েছে।"[২]

খ. আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ

" তিনি তাঁর বান্দাদের ওপর পূর্ণ কর্তৃত্বশীল। তিনিই নিযুক্ত করেন তোমাদের ওপর পহারাদার (ফেরেশতা)। এমনকি, যখন তোমাদের কারো মৃত্যু আসে তখন আমার প্রেরিত ফেরেশতারা তার মৃত্যু ঘটায়। আর তারা কখনো (দায়িত্ব পালনে) ত্রুটি করে না।"[৩]

গ. আল্লাহ তা'আলা বলেন : قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ

"(হে নবী!) আপনি বলুন, তোমাদের প্রাণ হরণের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা তোমাদের প্রাণ হরণ করবে। অতঃপর তোমাদের পালনকর্তার নিকট তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে।"[৪]

সকল প্রাণীর মৃত্যু অনিবার্য ও অবধারিত

ক. আল্লাহ তা'আলা বলেন : كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ

"প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। অতঃপর তোমরা আমার কাছেই ফিরে আসবে"।[৫]

খ. আল্লাহ তা'আলা বলেন: إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ

"নিশ্চয়ই আপনার মৃত্যু হবে এবং তাদেরও মৃত্যু হবে। এরপর কিয়ামতের দিন তোমরা তোমাদের পালনকর্তার নিকট মামলা পেশ করবে।"[৬]

গ. আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ

"আর আমি আপনার পূর্বেও কোন মানুষকে অনন্ত জীবন দান করিনি। সুতরাং আপনার মৃত্যু হলে তারা কি চিরজীবী হবে। প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভাল দ্বারা পরীক্ষা করে থাকি এবং আমার কাছেই তোমাদেরকে ফিরে আসতে হবে।"[৭]

---

১. লেখক মণ্ডলী, *ফাতাওয়া ও মাসাইল*, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬খ্রি.), খ. ১ম ও ২য়, পৃ. ৩১০

২. আল-কুরআন, *সূরা বানি ইসরাইল* ১৭ : ৮৫

৩. আল-কুরআন, *সূরা আন'আম* ৬ : ৬১

৪. আল কুরআন, *সূরা আস-সিজদাহ* ৩২ : ১১

৫. আল-কুরআন, *সূরা আনকাবূত* ২৯ : ৫৭

৬. আল-কুরআন, *সূরা যুমার* ৩৯ : ৩০-৩১

৭. আল-কুরআন, *সূরা আম্বিয়া* ২১ : ৩৪-৩৫

ঘ. আল্লাহ তা'আলা বলেন :

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

"প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। আর নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে পূর্ণ কর্মফল দেয়া হবে। তারপর যাকে জাহান্নামের আগুন থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে সেই সফলতা লাভ করবে। আর দুনিয়ার জীবন প্রতারণা ছাড়া আর কিছু নয়।"[৮]

ঙ. আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

"আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনিই তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন। তোমাদের মধ্যে কতককে বৃদ্ধবয়সে পৌঁছানো হয়। ফলে তারা যা কিছু জানত সে সম্পর্কে তারা সজ্ঞান থাকে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।"[৯]

মৃত্যু থেকে পলায়ন করা অসম্ভব

ক. আল্লাহ তা'আলা বলেন : قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا

"(হে নবী!) আপনি বলে দিন! তোমাদের কোন লাভ হবে না যদি তোমরা মৃত্যু অথবা হত্যা থেকে পলায়ন কর, তবে এ ক্ষেত্রে তোমাদেরকে সামান্যই ভোগ করতে দেয়া হবে।"[১০]

খ. আল্লাহ তা'আলা বলেন :

قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

"(হে নবী!) আপনি বলে দিন, যে মৃত্যু থেকে তোমরা পালাতে চাও সেই মৃত্যু তোমাদের নিকট আসবেই। অতঃপর তোমরা সে মহান সত্তার নিকট ফিরে যাবে, যিনি গোপন ও প্রকাশ্য সবই জানেন। আর তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন ঐ সমস্ত বিষয়সমূহ যা তোমরা করতে।"[১১]

গ. আল্লাহ তা'আলা বলেন : أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ

"তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, সেখানেই মৃত্যু তোমাদেরকে গ্রাস করবে, যদিও তোমরা সুদৃঢ় দুর্গেই থাকো না কেন।"[১২]

মৃত্যু আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত

মানুষের মৃত্যু অনিবার্য এবং হায়াত আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত। হায়াত শেষ না হওয়ার এক মুহূর্ত পূর্বেও কোন মানুষের মৃত্যু হবে না এবং হায়াত শেষ হওয়ার পর এক মুহূর্তও বিলম্ব হবে না। নির্দিষ্ট সময় মৃত্যু হবেই।

ক. আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"আর আল্লাহ কখনো কাউকে কোন অবকাশ দেন না, যখন তার (মৃত্যুর) নির্দিষ্ট সময় এসে পড়ে।"[১৩]

খ. আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا

"কোন প্রাণীই আল্লাহর অনুমতি ছাড়া মরতে পারে না। মৃত্যুর নির্ধারিত সময় লিখিত রয়েছে।"[১৪]

---

৮. আল-কুরআন, *সূরা আলে ইমরান* ৩ : ১৮৫
৯. আল-কুরআন, *সূরা নাহল* ১৬ : ৭০
১০. আল-কুরআন, *সূরা আহযাব* ৩৩ : ১৬
১১. আল-কুরআন, *সূরা জুমু'আ* ৬২ : ৮
১২. আল-কুরআন, *সূরা নিসা* ৪ : ৭৮
১৩. আল-কুরআন, *সূরা মুনাফিকুন* ৬৩ : ১১
১৪. আল-কুরআন, *সূরা আলি ইমরান* ৩ : ১৪৫

জীবন ও মৃত্যুর উদ্দেশ্য

আল্লাহ মৃত্যু এবং জীবন সৃষ্টি করেছেন মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য। যারা নেক আমল করবে আল্লাহ তাদেরকে আখিরাতে জান্নাত প্রদানের মাধ্যমে পুরস্কৃত করবেন আর যারা এই পরীক্ষায় অকৃতকার্য হবে তাদের শাস্তির জন্য জাহান্নাম রয়েছে। আল্লাহ বলেন :

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ

"তিনিই মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন, তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য। তোমাদের মধ্যে আমলের দিক থেকে সর্বোত্তম ব্যক্তি কে?"[১৫]

মৃত্যুর সময় তওবা কবুল হবে না

যারা সারা জীবন অপকর্ম করে মৃত্যুর সময় আখিরাতের ভয়াবহ দৃশ্য দেখে তওবা করে, তাদের তওবা গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

"এমন লোকদের জন্য কোন তওবা নেই, যারা গুনাহ করতেই থাকে, এমনকি যখন তাদের কারো মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়, তখন বলে নিশ্চয়ই আমি এখন তওবা করছি। আর তাদের জন্যও তওবা নেই, যারা কাফির অবস্থায় মারা যায় । আমি তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।"[১৬]

মৃত্যুর সময় মানুষের আল্লাহর নিকট আবেদন

ক. আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"আর আমি তোমাদেরকে যা রিজিক দিয়েছি,তা থেকে দান করো, তোমাদের কারো মৃত্যু আসার পূর্বে। অন্যথায় মৃত্যু আসলে সে বলবে, হে আমার পালনকর্তা! আমাকে কেন আরো কিছু সময় অবকাশ দিলে না? আমি দান-খয়রাত করতাম এবং আমি সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। আর যখন মৃত্যুর নির্দিষ্ট সময় এসে পড়ে তখন আল্লাহ কাউকে অবকাশ দেন না। আল্লাহ তোমাদের কর্ম সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত।"[১৭]

খ. আল্লাহ তা'আলা বলেন :

حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ

"তাদের কাছে যখন মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন সে বলে, হে আমার পালনকর্তা! আমাকে আবার (পৃথিবীতে) পাঠান, যাতে আমি নেক আমল করতে পারি, যা আমি পূর্বে করিনি। কখনো নয়। এতো তার কথা মাত্র। আর তাদের সামনে বারযাখ[১৮] আছে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত।"[১৯]

---

১৫. আল-কুরআন, *সূরা মূলক* ৬৭ : ২

১৬. আল-কুরআন, *সূরা নিসা* ৪:১৮

১৭. আল-কুরআন, *সূরা মুনাফিকুন* ৬৩ : ১০-১১

১৮. বারযাখ অর্থ প্রতিবন্ধক, পর্দা, পৃথিকীকরণ। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার আড়ালে চলে যায়। অন্যদিকে আখিরাতও দেখা যায় না, যদিও আখিরাতের কিছু নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়। এটাই আলমে বারযাখ, মৃত্যুর পরে কিয়ামাতের পূর্ব পর্যন্ত রুহ এখানে থাকে। আল-কুরআনুল কারীম, সম্পাদক মণ্ডলী, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ), পৃ. ১১৭১

১৯. আল-কুরআন, *সূরা মু'মিনূন* ২৩ : ৯৯-১০০

গ. আল্লাহ তা'আলা বলেন :

قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ

" যদি আপনি দেখতেন যখন অপরাধীরা তাদের পালনকর্তার সামনে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা দেখলাম ও শুনলাম। সুতরাং আমাদেরকে পাঠিয়ে দিন, আমরা সৎকর্ম করব। আমরা দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে গেছি।"[২০]

মৃত্যুর সময় যন্ত্রণা ও কষ্ট

মৃত্যুর সময় যন্ত্রণা ও কষ্ট কমবেশি সবারই হবে। তবে পাপীদের মৃত্যুর সময় যন্ত্রণা ও কষ্ট বেশি হবে।

ক. আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ

"অতঃপর যখন কারো প্রাণ ওষ্ঠাগত হয় আর তখন তোমরা তাকিয়ে থাকো। আমি তখন তোমাদের চেয়ে তার অধিক নিকটবর্তী থাকি, কিন্তু তোমরা দেখতে পাও না।"[২১]

খ. আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ

"মৃত্যু যন্ত্রণা অবশ্যই আসবে। এই মৃত্যুর ব্যাপারে তুমি টালবাহানা করতে।"[২২]

أن عائشة كانت تقول: فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه، يقول: «لا إله إلا الله، إن للموت سكرات»

আয়িশা (রা.) বলেন : "রাসূলুল্লাহ (স.) ইন্তিকালের সময় স্বীয় হস্তদ্বয় পানির মধ্যে প্রবেশ করিয়ে তার দ্বারা তাঁর চেহারা মুছতে লাগলেন। তিনি বলছিলেন :"আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। নিশ্চয়ই মৃত্যু-যন্ত্রণা অত্যন্ত কঠিন।"[২৩]

، عن عائشة، قالت: «مات النبي ﷺ وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي، فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا، بعد النبي ﷺ»

আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : "নবী (স.)-এর মৃত্যুর সময় তাঁর মাথা আমার বুক ও থুতনির মাঝে ছিল। আর নবী (স.)-এর মৃত্যু যন্ত্রণা দেখার পর আমি অন্য কারো মৃত্যু যন্ত্রণাকে খারাপ মনে করি না।"২৪

عن أنس، قال: لما ثقل النبي ﷺ جعل يتغشاه، فقالت فاطمة عليها السلام: واكرب أباه، فقال لها: «ليس على أبيك كرب بعد اليوم»، فلما مات قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه، من جنة الفردوس، مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه، فلما دفن، قالت فاطمة عليها السلام: يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله ﷺ التراب

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : "যখন নবী (স.)-এর রোগ প্রকট রূপ ধারণ করে তখন তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়েন। এ অবস্থায় ফাতেমা (রা.) বলেন, উহ্! আমার আব্বার ওপর কত কষ্ট! তখন নবী (স.) বললেন, আজকের পরে তোমার আব্বার উপর আর কোন কষ্ট নেই। যখন তিনি ইন্তিকাল করলেন তখন ফাতেমা (রা.) বললেন, হায় আমার আব্বা! রবের ডাকে সাড়া দিয়েছেন। হায় আমার আব্বা! জান্নাতুল ফিরদাউসে তাঁর বাসস্থান।"[২৫]

---

২০. আল-কুরআন, *সূরা আস-সিজদাহ* ৩২ :১১-১২

২১. আল-কুরআন,*সূরা ওয়াকিয়া* ৫৬ : ৮৩-৮৫

২২. আল-কুরআন, *সূরা ক্বাফ* ৫০:১৯

২৩. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আল-মাগাযী, অনুচ্ছেদ : মারাদুন নাবিয়্যি (স.) ওয়া ওয়াফাতিহি, (দারু তাওকিন নাজাহ, ১৪২২ হি.), খ. ৬, পৃ. ১৩, হাদিস নং-৪৪৪৯

২৪. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায়: আল- মাগাযী, অনুচ্ছেদ : মারাদুন নাবিয়্যি (স.) ওয়া ওয়াফাতিহি, (দারু তাওকিন নাজাহ, ১৪২২ হি.), খ. ৬, পৃ. ১২, হাদিস নং-৪৪৪৬

২৫. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আল- মাগাযী, অনুচ্ছেদ : মারাদুন নাবিয়্যি (স.) ওয়া ওয়াফাতিহি, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ১৫, হাদিস নং-৪৪৬২

ইমানদারদেরকে মৃত্যুর সময় সুসংবাদ

ক. আল্লাহ তা'আলা বলেন : الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

"ফেরেশতাগণ যাদের জান কবজ করেন তাদের পবিত্র থাকা অবস্থায়, ফেরেশতারা বলবে, তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। তোমরা যে আমল করতে, তার প্রতিদানে জান্নাতে প্রবেশ কর।"[২৬]

খ. আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ

"নিশ্চয়ই যারা বলে, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্, অতঃপর তাতে অবিচল থাকে, তাদের নিকট (মৃত্যুর সময়) ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় এবং বলে, তোমরা ভয় করো না, চিন্তা করো না আর জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ কর। দুনিয়া ও আখিরাতে আমরা তোমাদের বন্ধু। আর সেখানে তোমাদের জন্য তোমাদের মন যা চায় তা-ই আছে এবং সেখানে তোমাদের জন্যে আছে যা তোমরা দাবি করবে। এটা ক্ষমাশীল করুণাময়ের পক্ষ থেকে সাদর আপ্যায়ন।"[২৭]

পাপীদেরকে মৃত্যুর সময় দুঃসংবাদ ও মৃত্যু যন্ত্রণা

ক. আল্লাহ তা'আলা বলেন :

الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُون فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ

"যাদের মৃত্যু ঘটায় ফেরেশতারা নিজেদের ওপর জুলুম করা অবস্থায়, তখন তারা আত্মসমর্পণ করে বলবে যে, আমরা তো কোন মন্দ কাজ করতাম না। হ্যাঁ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সব বিষয় অবগত আছেন, যা তোমরা করতে। কাজেই জাহান্নামের দরজাসমূহে প্রবেশ কর, সেখানে তোমরা চিরকাল থাকবে আর অহংকারীদের আবাসস্থল কতই নিকৃষ্ট।"[২৮]

খ. আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ

"যদি আপনি দেখতেন যখন জালেমরা মৃত্যু যন্ত্রণায় থাকে এবং ফেরেশতারা স্বীয় হাত প্রসারিত করে বলে, বের কর স্বীয় আত্মা! অদ্য তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি প্রদান করা হবে। কারণ, তোমরা আল্লাহ্‌র ওপর অসত্য বলতে এবং তাঁর আয়াতসমূহ থেকে অহংকার করতে।"[২৯]

গ. আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ

"আর যদি তুমি দেখতে, যখন ফেরেশতারা কাফেরদের রুহ বের করে তাদের মুখে এবং তাদের পিঠে প্রহার করে, আর বলে, আগুনে দগ্ধ হওয়ার শাস্তি ভোগ কর। এটা হলো সে সবের বিনিময় যা তোমরা পূর্বে পাঠিয়েছ নিজের হাতে। আর তা এ জন্য যে, আল্লাহ্ বান্দার ওপর জুলুম করেন না।"[৩০]

---

২৬. আল-কুরআন, *সূরা নাহল* ১৬ : ৩২

২৭. আল-কুরআন, *সূরা ফুসসিলাত* ৪১ : ৩০-৩২

২৮. আল-কুরআন, *সূরা নহল* ১৬ : ২৮-২৯

২৯. আল-কুরআন, *সূরা আন'আম* ৬ : ৯৩

৩০. আল-কুরআন, *সূরা আনফাল* ৮ : ৫০-৫১

ঘ. আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ

"তখন তাদের অবস্থা কেমন হবে? যখন ফেরেশতারা তাদের চেহারায় ও পিঠে আঘাত করতে করতে তাদের মৃত্যু ঘটাবে। এটা এজন্যে যে, তারা তা-ই অনুসরণ করে, যা আল্লাহ্কে অসন্তুষ্ট করে এবং তারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করে। ফলে তিনি তাদের কর্মসমূহ নিষ্ফল করে দেন।"[৩১]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আখিরাতের প্রথম ঘাঁটি কবর ও আলমে বারযাখ

আলমে বারযাখ

'বারযাখ' শব্দের অর্থ যবনিকা বা পর্দা। আলমে বারযাখ পর্দাস্বরূপ এক অদৃশ্য জগত। এ জগত, বস্তু জগত ও আখিরাতের মধ্যে বিরাট যবনিকা হয়ে রয়েছে।[৩২]

মানুষের মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময় রুহ যে স্থানে অবস্থান করে তাকে বারযাখ বলা হয়। যদিও কবরে দাফন না করা হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ

"তাদের সামনে বারযাখ (প্রতিবন্ধক বা পর্দা) থাকবে, পুনরুত্থান দিন পর্যন্ত।"[৩৩]

দু'আকারী যখন বলে : আমি কবর আজাব থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই, তখন সে মূলত বারযাখের আজাব থেকে বাঁচতে সাহায্য চায়।[৩৪]

কবর আলমে বারযাখের অংশ বিশেষ। কাজেই কবরের আজাব ও নিয়ামত আলমে বারযাখের আযাব ও নিয়ামতেরই নামান্তর। কবরের আজাব ও নিয়ামতের অর্থ আলমে বারজাখের আজাব ও নিয়ামত। অধিকাংশ মানুষ কবরস্থ হয় বলে কবরের আজাব ও নিয়ামতের কথা বলা হয়েছে। আলমে বারযাখে অবশ্যই পাপী লোকদের শাস্তি হবে। চাই তারা কবরস্থ হোক কিংবা বন্য জন্তুর উদরস্থ হোক, আগুন পুড়িয়ে ছাই করে হাওয়ায় উড়িয়ে দেওয়া হোক অথবা পানিতে পড়ে জলজন্তুর আহারে পরিণত হোক; কবরবাসীদের যেরূপ আজাব হবে তাদের অনুরূপ আজাব হবে এবং কবরবাসীদের ন্যায় তাদেরকেও মুনকার ও নাকীরের সাওয়াল-জাওয়াবের সম্মুখীন হতে হবে। কবর বা আলমে বারযাখের আজাব ও নিয়ামত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স.) যেভাবে বর্ণনা করেছেন, কোন প্রকার কম-বেশি না করে তার প্রতি সেভাবেই ইমান আনা ফরজ।[৩৫]

মৃত্যুর পর থেকে পুনরুত্থান পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময় রুহ যে স্থানে অবস্থান করে তাকে আলমে বারযাখ বলা হয়। মৃত্যুর পর থেকেই মানুষের বারযাখী জীবন শুরু হয়। হজরত ইসরাফীল (আ.)-এর তৃতীয়বার সিংগায় ফুৎকারের মাধ্যমে আলমে বারযাখ বা বারযাখী জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটবে। তারপরই শুরু হবে আলমে আখিরাত বা পরকালীন জীবন।[৩৬]

---

৩১. আল-কুরআন, *সূরা মুহাম্মদ* ৪৭ : ২৭

৩২. লেখক মণ্ডলী, *ফাতাওয়া ও মাসাইল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৯-৩৯০

৩৩. আল-কুরআন, *সূরা মু'মিনূন* ২৩ : ১০০

৩৪. আবূ আব্দুল্লাহ 'আমির আব্দুল্লাহ ফালিহ, *মু'জামু আলফাজিল আকিদাহ,* (রিয়াদঃ মাকতাবুল উলীবাহ,১৪১৭হি./ ১৯৯৭ইং), খ. ১, পৃ. ৬৬

৩৫. আল্লামা সদরুদ্দীন আলী ইব্ন আলী হানাফী, *শরহুত তাহাবিয়া,* (মক্কাতুল মুকাররামা : দারু তাইয়্যিবাতিল খাদর লিন নাশরি ওয়াত তাওজী, ২০১৫খ্রি.), পৃ. ৪১৪

৩৬. লেখক মণ্ডলী, *ফাতাওয়া ও মাসাইল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৯-৩৯০

মৃত্যুর পর মানুষ বারযাখের অধিবাসী হয়ে যায়। সেখান থেকে পুনরুত্থান পর্যন্ত সেখানে থাকতে হবে। সেটা এমন এক অদৃশ্য জগত যে, সেখানে কে কি অবস্থায় আছে তার খোঁজ-খবর নেয়া এবং হাল-হাকীকত জানা দুনিয়ার কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়।[৩৭]

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ: الْبَرْزَخُ مَا بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، لَيْسُوا مَعَ أَهْلِ الدُّنْيَا يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ وَلَا مَعَ أَهْلِ الْآخِرَةِ يُجَازَوْنَ بِأَعْمَالِهِمْ.

وَقَالَ أَبُو صَخْرٍ:الْبَرْزَخُ الْمَقَابِرُ لَا هُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَا هُمْ فِي الْآخِرَةِ، فَهُمْ مُقِيمُونَ إِلَى يَوْمِ يَبْعَثُونَ، وَفِي قوله تعالى: وَمِنْ وَرائِهِمْ بَرْزَخٌ تَهْدِيدٌ لِهَؤُلَاءِ الْمُحْتَضَرِينَ مِنَ الظلمة بعذاب البرزخ، كما قال

মুজাহিদ বলেন : "বারযাখ হলো দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যখানে একটি পর্দা।"[৩৮]

মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব (রহ.) বলেন : "বারযাখ হলো দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যখানে এমন একটি স্থান যেখানে তারা (মৃত ব্যক্তিরা) না সরাসরি দুনিয়ায় আছে যে, পানাহার করবে আর না তারা সরাসরি আখিরাতে আছে যে, আমলের প্রতিদান দেয়া হবে। বরং তারা রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতের মাঝামাঝি স্থানে।"[৩৯]

আবূ শাখার (রহ.) বলেন বারযাখ হলো কবর। তারা দুনিয়ায়ও অবস্থান করে না আর আখিরাতেও না। কিয়ামত পর্যন্ত এমন একটি স্থানে তারা অবস্থান করবে। আল্লাহ তা'আলার বাণী :وَمِنْ وَرائِهِمْ بَرْزَخٌ দ্বারা আসন্ন মৃত্যুর সম্মুখীন কাফিরদেরকে ধমক দিয়েছেন।[৪০]

যেমন আল্লাহর বাণী : مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ "তাদের সামনে জাহান্নাম রয়েছে।"[৪১]

অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন : وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ "তাদের সামনে কঠিন শাস্তি রয়েছে।"[৪২] দ্বারা ধমক দিয়েছেন।

'ইল্লিয়্যীন' ও 'সিজ্জীন'

আলমে বারযাখে মানুষের রুহগুলো রাখার জন্য আল্লাহ 'ইল্লিয়্যীন' ও 'সিজ্জীন' নামক দুধরনের জায়গা প্রস্তুত করে রেখেছেন।

ক. 'ইল্লিয়্যীন'

'ইল্লিয়্যীন' শব্দটি علو শব্দ হতে নির্গত হয়েছে। যার অর্থ হলো উঁচু ও উন্নত হওয়া। বলা হয়ে থাকে যে, যে জিনিস যত বেশি উন্নত ও উঁচু হয় তা তত বড় ও প্রশস্ত হয়ে থাকে।[৪৩]

মুফাসসিরদের মধ্যে 'ইল্লিয়্যীন'-এর অর্থ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে।[৪৪]

ক. কেউ কেউ বলেন, তা হলো সপ্তম আকাশ।

খ. কা'ব বলেন, 'ইল্লিয়্যীন' হলো সপ্তম আসমান, যেখানে মু'মিন ব্যক্তিদের রুহ অবস্থান করে।

গ. আবূ সালেহ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, 'ইল্লিয়্যীন' এর অর্থ হলো জান্নাত।

ঘ.'ইল্লিয়্যীন' হচ্ছে আরামদায়ক জায়গা– যেখানে নেককার বান্দাদের রুহগুলোকে রাখা হয়। সেখানে জান্নাতের পরিবেশ বিরাজ করবে।

---

৩৭. লেখক মণ্ডলী, *ফাতাওয়া ও মাসাইল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৯-৩৯০

৩৮. আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনু উমর কাছীর, *তাফসীরুল কুরআনিল আজীম*, (বৈরুত: দারুল কিতাবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১৯হি.), খ. ৫, পৃ. ৪৩০

৩৯. আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনু উমর কাছীর, *তাফসীরুল কুরআনিল আজীম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩০

৪০. আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনু উমর কাছীর, *তাফসীরুল কুরআনিল আজীম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩০

৪১. আল-কুরআন, *সূরা জাছিয়া* ৪৫ : ১০

৪২. আল-কুরআন, *সূরা ইব্রাহীম* ১৪ : ১৭

৪৩. আবুল ফিদা ইসমাঈল ইব্‌ন উমর কাছীর, *তাফসীরুল কুরআনিল আজীম*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৩৪৮

৪৪. আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্‌ন জারীর আত-তাবারী, *জামি'উল বায়ান ফী তা'বীলুল কুরআন*, (মুয়াস্‌সাতুর রিসালাহ, ১৪২০হি./২০০০ইং), খ. ২৪, পৃ. ২৯০-২৯১

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ كِتَابٌ مَرْقُومٌ

"কখনো নয়, নিশ্চয়ই সৎলোকদের আমলনামা ইল্লিয়্যীনে আছে। আপনি কি জানেন, ইল্লিয়্যীন কী? সেটা চিহ্নযুক্ত একটি লিখিত কিতাব।"[৪৫]

খ. সিজ্জীন

সিজ্জীন শব্দটি سجن হতে গঠিত। যার অর্থ সংকীর্ণ স্থান। কারণ আল্লাহর সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে যা যত ওপরে তা তত বেশি প্রশস্ত আর যা যত নিচে তা তত সংকীর্ণ। এই জন্য নিচের দিক হতে ওপরের দিকে এক আসমান হতে আরেক আসমান বেশি প্রশস্ত। আর জমিনের ওপর থেকে নিচের দিকে এক তবক হতে আরেক তবক বেশি সংকীর্ণ। তাই সর্বাপেক্ষা বেশি প্রশস্ত হলো সপ্ত আকাশ আর সর্বাপেক্ষা বেশি সংকীর্ণ হলো সপ্তম জমিন। আর সপ্তম জমিনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংকীর্ণ হলো উহার মধ্যভাগ। উহাই হলো কাফির, মুশরিক ও পাপাচারীদের ঠিকানা।[৪৬] এই সিজ্জীনের অবস্থান সাত জমিনের নিচে ।

ক. ইব্ন আব্বাস (রা.) কা'ব (রা.) নিকট জিজ্ঞেস করেন যে, সিজ্জীন কি আমাকে বলুন? জবাবে কাব (রা.) বলেন, তা হলো সপ্ত জমিনের সর্বশেষ স্তর, যেখানে কাফিরদের রুহ অবস্থান করবে।[৪৭]
খ. আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা.) বলেন, তা হলো সপ্তস্তর বা জমিনের সর্বশেষ স্তর, যেখানে কাফিরদের রুহ ও তাদের খারাপ আমলসমূহ অবস্থান করবে।[৪৮]

গ. আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী কারীম (স.) থেকে বর্ণনা করেন যে, সিজ্জীন হলো জাহান্নামের একটি খোলা গর্ত।[৪৯]
ঘ. আবূ কুরাইব....বারা (রা.) সূত্রে রাসূলুল্লাহ (স.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, যখন কোন পাপী ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে, তখন ফেরেশতারা তার আত্মাকে নিয়ে প্রথমে ঊর্ধ্বগামী হতে থাকে। এই সময় অন্যান্য ফেরেশতারা তাদেরকে জিজ্ঞেস করতে থাকে যে, এই খবিস রুহটি কোন ব্যক্তির? জবাবে ফেরেশতারা ঐ ব্যক্তির নাম ও দুনিয়ার পরিচয় পেশ করতে থাকে। এমতাবস্থায় তারা যখন দুনিয়ার আসমানের নিকটবর্তী হয়ে সেখানে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করে, তখন তাদের জন্য আকাশের দরজা উন্মুক্ত করা হয় না। এই পর্যায়ে নবী করীম (স.) আল্লাহ তা'আলার এই বাণী তিলাওয়াত করেন : لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ
"এদের জন্য আকাশের দরজা খোলা হবে না এবং তারা কখনই জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যেমন উটের পক্ষে সূঁচের ছিদ্রে প্রবেশ অসম্ভব।"[৫০]
এই সময় আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে এরূপ ঘোষণা দেওয়া হয় যে, জমিনের সর্বশেষ স্তরে সংরক্ষিত সিজ্জীন নামক স্থানে এদের আমলনামা রাখা হোক।[৫১]
সিজ্জীন হচ্ছে কষ্টদায়ক জায়গা– যেখানে অপরাধীদের রুহগুলোকে রাখা হয়। সেখানে জাহান্নামের পরিবেশ বিরাজ করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন : كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ كِتَابٌ مَرْقُومٌ

---

৪৫. আল-কুরআন, *সূরা মুত্বাফফিফীন* ৮৩ : ১৮-২০
৪৬. আবুল ফিদা ইসমাঈল ইব্ন উমর কাছীর, *তাফসীরুল কুরআনিল আজীম*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৩৪৬
৪৭. আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর আত-তাবারী, *জামি'উল বায়ান ফী তা'বীলুল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ. ২৪, পৃ. ২৮২-২৮৪
৪৮. আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর আত-তাবারী, *জামি'উল বায়ান ফী তা'বীলুল কুরআন*, প্রগুক্ত, খ. ২৪, পৃ. ২৮২-২৮৪
৪৯. আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর আত-তাবারী, *জামি'উল বায়ান ফী তা'বীলুল কুরআন*, প্রগুক্ত, খ. ২৪, পৃ. ২৮২-২৮৪
৫০. আল কুরআন, *সূরা আ'রাফ* ৭ : ৪০
৫১. আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর আত- তাবারী, *জামি'উল বায়ান ফী তা'বীলুল কুরআন*, প্রগুক্ত, খ. ২৪, পৃ. ২৮২-২৮৪

"কখনো নয়, নিশ্চই পাপাচারীদের আমলনামা সিজ্জীনে আছে। আপনি কি জানেন সিজ্জীন কি? এটা চিহ্নযুক্ত একটি লিখিত কিতাব।[৫২]

এক কথায় মানুষের মৃত্যুর পর তার রুহ ইল্লিয়্যীনে বা সিজ্জীনে চলে যায় এবং তার দেহ কবরে রাখা হয়। কবরে রাখার পর দেহের সাথে রুহের সংযোগ হয়। এরপর তার সওয়াল-জওয়াব হয়। এ সওয়াল-জওয়াবের ভিত্তিতে কারো জন্য হয় মেহমানখানা বা বিশ্রামাগার আর কারো জন্য হয় জেলখানা। অর্থাৎ নেককার বান্দাদের কবর হয় Air Conditioned বা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত আর অপরাধীদের কবর হবে অগ্নিগর্ভ।[৫৩]

কবরের বিবরণ

কবর অর্থ কবর দেয়া, দাফনের (কবর দেয়ার) স্থান, দাফন করা।[৫৪]

ক. আল্লাহ তা'আলা বলেন : **ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ**

"জীবনদান করার পর তাকে মৃত্যু দিলেন এবং কবরে পৌঁছার ব্যবস্থা করলেন।"[৫৫]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا القَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الجَنَّةِ أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النَّارِ.

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

আবূ সাইদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "প্রত্যেক ব্যক্তির কবর হবে হয়তো জান্নাতের বাগানসমূহের একটি বাগান কিংবা জাহান্নামের গহ্বর সমূহের একটি গহ্বর।"[৫৬]

কবরে আসল ঠিকানা জান্নাত অথবা জাহান্নাম দেখানো

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ « إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِىِّ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ يُقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ».

আব্দুল্লাহ ইব্ন ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "যখন তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করে তখন সকাল-সন্ধ্যা তাকে তার ঠিকানা দেখানো হয়। যদি জান্নাতী হয় তাহলে তাকে জান্নাতই দেখানো হয়, আর যদি জাহান্নামি হয়, তাহলে তাকে জাহান্নামই দেখানো হয় এবং তাকে বলা হয় এটাই তোমার বাসস্থান। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তোমাকে এখানে পৌঁছে দিবেন।"[৫৭]

কবরের আজাব সবচেয়ে ভয়ানক

عُثْمَانَ. قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ إِلاَّ وَالقَبْرُ أَفْظَعُ مِنْهُ.هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ يُوسُفَ.

---

৫২. আল কুরআন, সূরাহ মুত্বাফফিফীন ৮৩:৭-৯

৫৩. মাওলানা মোহাম্মদ তৈয়ব আলী, *জান্নাতের অফুরন্ত নেআমত ও জাহান্নামের অন্তহীন শাস্তি*, (ঢাকা : ফায়জুল্লাহ প্রকাশনী, ২০০৭খ্রি.), পৃ. ১৬-১৭

৫৪. জুবরান মাসউদ, আর-রায়িদ (বৈরুত : দারুল ইলম লিল মালাঈন, ২০০৫), পৃ. ৬৮৫,
ড. রুহী বা'আলা বাক্কী, আল মাওরিদ, (বৈরুত : দারুল ইলম লিল মালাঈন, ১৯৯৫), পৃ. ৮৪৮

৫৫. আল-কুরআন, *সূরা আবাসা* ৮০ : ২১

৫৬. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত তিরমিযী*, অধ্যায় : ছিফাতিল ক্বিয়ামাতি ওয়ার রাকায়িকে ওয়াল ওরয়ি আন রাসূলিল্লাহ (স.), অনুচ্ছেদ : নেই, (বৈরুত: দারুল গুরুব আল-ইসলামি, ১৯৯৮), খ. ,পৃ. , হাদিস নং-২৪৬০

৫৭. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : সিফাতিল জান্নাতি ওয়া সিফাতু নায়ীমাহা ওয়া আহলিহা, অনুচ্ছেদ : আরদু মাকআদিল মায়্যিতি মিনাল জান্নাতি আওয়িন নারি আলাইহি ওয়া ইসবাতি আযাবিল ক্বাব্‌রি, (বৈরুত : দারুল জাবাল), খ. ৮, পৃ. ১৬০, হাদিস নং-৭৩৯০

ক. ওসমান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "আমি কবরের দৃশ্যের চাইতে অধিক ভয়ংকর দৃশ্য আর কখনো দেখিনি।"[৫৮]

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ –ﷺ– قَالَ « لَوْلاَ أَنْ لاَ تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ».

খ. আনাস ইব্‌ন মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (স.) বলেন : "যদি এ ভয় না হত যে, তোমরা তোমাদের লাশগুলো দাফন করা থেকে বিরত থাকবে, তাহলে আমি আল্লাহর নিকট দোয়া কারতাম যে, তিনি যেন তোমাদেরকে কবরের আজাবের আওয়াজ শুনিয়ে দেন।"[৫৯]

কবরের আজাব

কবরে ফিরআউন ও তার অনুসারীদের সকাল-সন্ধ্যা জাহান্নামের শাস্তি দেয়া হচ্ছে।

ক. আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ

"আর কঠিন শাস্তি পরিবেষ্টন করল ফিরআউন সম্প্রদায়কে। সকাল-সন্ধ্যায় তাদেরকে উপস্থিত করা হয় আগুনের সামনে এবং যেদিন কিয়ামত ঘটবে, সেদিন বলা হবে, ফিরআউন সম্প্রদায়কে নিক্ষেপ কর কঠিন শাস্তিতে।"[৬০]

খ. আল্লাহ তা'আলা বলেন : مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا

"তাদের পাপাচারের কারণে তারা নিমজ্জিত হলো, এরপর তাদেরকে প্রবেশ করানো হয়েছিল জাহান্নামে। অতঃপর তারা আল্লাহ ব্যতীত কাউকে সাহায্যকারী হিসেবে পায়নি।"[৬১]

মু'মিনগণ কবরে জান্নাতের নিয়ামত ভোগ করবে

আল্লাহ তা'আলা বলেন : الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

"ফেরেশতাগণ যাদের মৃত্যু ঘটায় পবিত্র অবস্থায়, ফেরেশতাগণ বলবে তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, তোমরা যা করতে,তার প্রতিফল স্বরূপ তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর।"[৬২]

অর্থাৎ মৃত্যুর সাথে সাথেই নেককার রুহ জান্নাতে প্রবেশ করে বিচরণ করতে শুরু করবে। আর হিসাব-নিকাশের পর তারা সশরীরে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

মু'মিন তার কবরে সবুজ বাগানে অবস্থান করবে

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قال إن المؤمن في قبره لفي روضة خضراء فيرحب له قبره سبعون ذراعا وينور له كالقمر ليلة البدر

আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "নিশ্চয়ই মু'মিন তার কবরে সবুজ বাগানের মধ্যে থাকবে। তার কবরকে ৭০ হাত প্রশস্ত করে দেয়া হবে। আর তা ১৪ তারিখের পূর্ণিমার চাঁদের আলোর ন্যায় আলোকময় হবে।"[৬৩]

---

৫৮. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌নু ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত তিরমিযী*, অধ্যায় : আয-যুহুদ, অনুচ্ছেদ : নেই, প্রাগুক্ত, খ. ৪,পৃ. ১৩০, হাদিস নং-২৩০৮

৫৯. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : সিফাতিল জান্নাতি ওয়া সিফাতু নায়ীমাহা ওয়া আহলিহা, অনুচ্ছেদ : আরদু মাকআদিল মায়্যিতি মিনাল জান্নাতি আওয়িন নারি আলাইহি ওয়া ইসবাতি আযাবিল ক্বাবরি, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ১৬১ , হাদিস নং-৭৩৯৩

৬০. আল-কুরআন, *সূরা মু'মিন* **৪০ : ৪৫-৪৬**

৬১. আল কুরআন, *সূরা নূহ* ৭১ : ২৫

৬২. আল-কুরআন, *সূরা নাহল* ১৬ : ৩২

৬৩. মুহাম্মদ নাসীরুদ্দীন আলবানী, *ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব*, অধ্যায় : আল-জানায়িজ, অনুচ্ছেদ : আত-তারগীবু ফী সুয়ালিল অফবি ওয়ল আফিয়াতি, (রিয়াদ : মাকতাবাতুল মায়ারিফ), খ. ৩, পৃ. ২১৭ , হাদিস নং-৩৫৫২

কবর থেকে জান্নাতের সুখ অথবা জাহান্নামের শাস্তি শুরু

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدْ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُءُوسِنَا الطَّيْرُ، وَفِي يَدِهِ عُودٌ يَنْكُتُ بِهِ فِي الْأَرْضِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: «اسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ» مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا، زَادَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ «هَاهُنَا» وَقَالَ: " وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ حِينَ يُقَالُ لَهُ: يَا هَذَا، مَنْ رَبُّكَ وَمَا دِينُكَ وَمَنْ نَبِيُّكَ؟ " قَالَ هَنَّادٌ: قَالَ: " وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: رَبِّيَ اللَّهُ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا دِينُكَ؟ فَيَقُولُ: دِينِيَ الْإِسْلَامُ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ؟ " قَالَ: " فَيَقُولُ: هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [ص: 240]، فَيَقُولَانِ: وَمَا يُدْرِيكَ؟ فَيَقُولُ: قَرَأْتُ كِتَابَ اللَّهِ فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ «زَادَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ» فَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ {يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا} [إبراهيم: 27] " الْآيَةُ – ثُمَّ اتَّفَقَا – قَالَ: " فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: أَنْ قَدْ صَدَقَ عَبْدِي، فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ " قَالَ: «فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا» قَالَ: «وَيُفْتَحُ لَهُ فِيهَا مَدَّ بَصَرِهِ» قَالَ: «وَإِنَّ الْكَافِرَ» فَذَكَرَ مَوْتَهُ قَالَ: " وَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ: لَهُ مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: هَاهْ هَاهْ هَاهْ، لَا أَدْرِي، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا دِينُكَ؟ فَيَقُولُ: هَاهْ هَاهْ، لَا أَدْرِي، فَيَقُولَانِ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ؟ فَيَقُولُ: هَاهْ هَاهْ، لَا أَدْرِي، فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: أَنْ كَذَبَ، فَأَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ " قَالَ: «فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا» قَالَ: «وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ» زَادَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ قَالَ: «ثُمَّ يُقَيَّضُ لَهُ أَعْمَى أَبْكَمُ مَعَهُ مِرْزَبَّةٌ مِنْ حَدِيدٍ لَوْ ضُرِبَ بِهَا جَبَلٌ لَصَارَ تُرَابًا» قَالَ: «فَيَضْرِبُهُ بِهَا ضَرْبَةً يَسْمَعُهَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ فَيَصِيرُ تُرَابًا» قَالَ: «ثُمَّ تُعَادُ فِيهِ الرُّوحُ»

আল-বারা ইব্‌ন আযিব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সঙ্গে আনসার গোত্রের এক ব্যক্তির জানাজায় শরীক হওয়ার জন্য রওয়ানা হয়ে কবরের নিকট গেলাম। কিন্তু তখনও কবর খনন শেষ হয়নি। তাই রাসূলুল্লাহ (স.) বসলেন এবং আমরাও তাঁর চারদিকে নীরবে তাঁকে ঘিরে বসে পড়লাম, যেন আমাদের ওপর পাখি বসে আছে। তখন তাঁর হাতে ছিল একটি লাঠি, তা দিয়ে তিনি মাটিতে আঁচড় কাটছিলেন। অতঃপর তিনি মাথা তুলে দুই তিনবার বললেন, তোমরা আল্লাহর নিকট কবরের আজাব থেকে আশ্রয় চাও।

কবরে জান্নাতের সুখ উপভোগ করা

বর্ণনাকারী জারীর আরো উল্লেখ করেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন: "মৃত ব্যক্তি তাদের জুতার শব্দ শুনতে পায় যখন তারা ফিরে যেতে থাকে, আর তখনই তাকে বলা হয়, তোমার রব কে? তোমার দ্বীন কি ছিল? এবং তোমার নবী কে ছিল? হান্নাদ (রহ.) বলেন, তিনি (স.) বলেছেন, অতঃপর তার নিকট দু'জন ফেরেশতা এসে বসিয়ে উভয়ে প্রশ্ন করে তোমার রব কে? তখন সে বলে, আমার রব আল্লাহ। তারা উভয়ে তাকে প্রশ্ন করে তোমার দ্বীন কি ছিল? সে বলে, আমার দ্বীন হলো ইসলাম। তারা প্রশ্ন করে, এ লোকটি তোমাদের মধ্যে প্রেরিত হয়েছিলেন, তিনি কে? তিনি বলেন, সে বলে, তিনি আল্লাহর রাসূল (স.)। তারপর তারা উভয়ে আবার বলে, তুমি কি করে জানতে পারলে? সে বলে, আমি আল্লাহর কিতাব পড়েছি এবং তাঁর প্রতি ইমান এনেছি আর সত্য বলে স্বীকার করেছি। জারীর বর্ণিত হাদিসে রয়েছে: এটাই হলো আল্লাহর এ বাণীর অর্থ: "যারা এ শাশ্বত বাণীতে ইমান এনেছে তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন।"[৬৪]

এরপর বর্ণনাকারী জারীর ও হান্নাদ উভয়ে একইরূপ বর্ণনা করেন। নবী (স.) বলেছেন : অতঃপর আকাশ হতে একজন ঘোষক ঘোষণা করেন, আমার বান্দা ঠিক বলেছে। সুতরাং তার জন্য জান্নাতের একটি বিছানা বিছিয়ে দাও এবং তাকে জান্নাতের পোশাক পরিয়ে দাও। এছাড়া তার জন্য জান্নাতের দিক থেকে একটা দরজা খুলে দাও। তিনি

---

৬৪. আল-কুরআন, *সূরা ইব্রাহীম* ১৪ : ২৭

(স.) বলেন, তার দিকে জান্নাতের স্নিগ্ধকর হাওয়া ও তার সুগন্ধি বইতে থাকে। তিনি আরো বলেন, ঐ দরজা তার দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করা হয়।

কবরে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করা

অতঃপর নবী (স.) কাফিরদের মৃত্যু প্রসঙ্গে বলেন, তার রুহকে শরীরে ফিরিয়ে আনা হয় এবং দু'জন ফেরেশতা এসে তাকে বসিয়ে প্রশ্ন করেন, তোমার রব কে? তখন সে বলে, হায়! আমি কিছুই জানি না। তারপর তারা প্রশ্ন করেন, তোমার দ্বীন কি ছিল? সে বলে, হায়! আমি কিছুই জানি না। তারা প্রশ্ন করেন, এ লোকটি তোমাদের মধ্যে প্রেরিত হয়েছিলেন, তিনি কে? হায়! আমি কিছুই জানি না। তখন আকাশ হতে একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করেন, সে মিথ্যা বলেছে। সুতরাং তার জন্য জাহান্নামের একটি বিছানা এনে বিছিয়ে দাও এবং তাকে জাহান্নামের পোশাক পরিয়ে দাও। আর তার জন্য জাহান্নামের দিকে একটা দরজা খুলে দাও। তিনি (স.) বলেন, তার দিকে জাহান্নামের উত্তপ্ত বাতাস আসতে থাকে। এছাড়া তার জন্য তার কবরকে এত সংকীর্ণ করে দেয়া হয় যে, তার এক দিকের পাঁজর অপর দিকের পাঁজরের মধ্যে ঢুকে যায়।

হাতুড়ি দিয়ে সজোরে আঘাত করা

বর্ণনাকারী জারীর বর্ণিত হাদিসে রয়েছে : তিনি (স.) বলেন : "অতঃপর তার জন্য এক অন্ধ ও বধির ফেরেশতাকে নিযুক্ত করা হয়, যার সঙ্গে একটি লোহার হাতুড়ি থাকবে, যদি এর দ্বারা পাহাড়ে আঘাত করা হয় তাহলে তা ধূলায় পরিণত হয়ে যাবে। নবী (স.) বলেন : তারপর সে তাকে হাতুড়ি দিয়ে সজোরে আঘাত করতে থাকে, এতে সে বিকট শব্দে চিৎকার করতে থাকে যা মানুষ ও জিন ছাড়া পূর্ব হতে পশ্চিম পর্যন্ত সকল সৃষ্ট জীবই শুনতে পায়। আঘাতের ফলে সে মাটির সাথে মিশে যায়। তিনি বলেন, অতঃপর (শাস্তি অব্যাহত রাখার জন্য) পুনরায় তাতে রুহ ফেরত দেয়া হয়।"[৬৫]

কবরে বিষাক্ত সাপ নিযুক্ত করা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى النَّارِ، وَيُسَلَّطُ عَلَيْهِ عَقَارِبُ وَثَعَابِينُ، لَوْ نَفَخَ أَحَدُهُمْ فِي الدُّنْيَا مَا أَنْبَتَتْ شَيْئًا، تَنْهَشُهُ، وَتُؤْمَرُ الْأَرْضُ فَتُضَمُّ، حَتَّى تَخْتَلِفَ أَضْلَاعُهُ»

আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "........অতঃপর তার জন্য জাহান্নামের দিকে একটি পথ খুলে দেয়া হবে আর তার শাস্তির জন্য এমন বিষাক্ত সাপ নির্ধারণ করা হবে যে, এর কোন একটি যদি কখনো দুনিয়ায় নিঃশ্বাস ত্যাগ করে তাহলে দুনিয়ায় আর কখনো কোন কিছু উৎপন্ন হবে না। এমন বিষাক্ত সাপ তাকে কামড়াতে থাকবে। তারপর জমিনকে নির্দেশ দেয়া হবে যে, কাফেরের ওপর তুমি সংকীর্ণ হয়ে যাও, তখন জমিন তার জন্য এতটা সংকীর্ণ হয়ে আসবে যে, তার দেহের এক পার্শ্বের হাড় অপর পার্শ্বের সাথে গিয়ে মিশবে।"[৬৬]

কিয়ামত পর্যন্ত কাফিরদেরকে কবরেই শাস্তি ভোগ করতে হবে

কিয়ামত পর্যন্ত কাফিরদেরকে তাদের কবরেই শাস্তি দেয়া হতে থাকবে।

আল্লাহর বাণী : **إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ** "তাদের সামনে বারযাখ (প্রতিবন্ধক বা পর্দা) থাকবে, পুনরুত্থান দিন পর্যন্ত।"[৬৭]

যেমন হাদিসেও এসেছে : **فَلاَ يَزَالُ فِيهَا مُعَذَّبًا** তথায় (কবরে) সর্বদা সে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে।[৬৮]

---

৬৫. আবূ দাউদ সুলাইমান ইবন আশ'আছ আস-সিজিস্তানী, *সুনানু আবী দাউদ*, অধ্যায় : আস-সুন্নাহ, অনুচ্ছেদ : ফিল মাসআলাতি ফিল কাবরি ওয়া আযাবিল কাবরি, (বৈরুত : মাকতাবুল আসরিয়্যাহ), খ. ৪,পৃ. ১৩৯, হাদিস নং-৪৭৫৩

৬৬. সুলায়মান আহমাদ ইব্‌ন আইয়ুব আবুল কাসিম আত তিবরানী, *মুজিমুল আওসাত*, অধ্যায় : আল-'আইন, অনুচ্ছেদ : মিন ইসমুহূ আব্দুল্লাহ, (কাহেরাহ : দারুল হারামাইন), খ. ৫,পৃ. ৪৪, হাদিস নং-৪৬২৯

৬৭. আল-কুরআন, সূরা মু'মিনূন ২৩ : ১০০

৬৮. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত তিরমিযী*, অধ্যায় : আল-জানায়িজ, অনুচ্ছেদ : মা জা ফী আযাবিল কাবরি, (বৈরুত : দারুল গুরুব আল-ইসলামি, ১৯৯৮), খ. ২,পৃ. ৩৭৪, হাদিস নং-১০৭১

এই কবরবাসী বা আলমে বারযাখবাসীদের মধ্যে যারা অপরাধী হবে তারা দুনিয়ায় ফিরে এসে সৎকর্মশীল হবার জন্য নিজেদের প্রভুর কাছে আগ্রহ প্রকাশ করবে। কিন্তু এ আলমে বারযাখ থেকে তাদেরকে আর ফিরে আসতে দেয়া হবে না। বরং কিয়ামত পর্যন্ত তারা এ দুনিয়া ও কিয়ামতের মধ্যবর্তী এ সময় সীমার মধ্যে কবরবাসী হয়ে অবস্থান করবে। আলমে বারযাখ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ

"যখন তাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন সে বলে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে পুনরায় পাঠিয়ে দিন, যাতে আমি সৎকাজ করতে পারি; যা আমি পূর্বে করিনি, এ হবার নয়; এতো তার একটি উক্তি মাত্র। তাদের সামনে বারযাখ (প্রতিবন্ধক বা পর্দা) থাকবে, পুনরুত্থান দিন পর্যন্ত।"[৬৯]

ইমানদার ও সৎকর্মশীল কবরবাসীরা এক স্বপ্ন শয্যায় শায়িত থাকবে

কবরবাসীদের মধ্যে যারা ইমানদার ও সৎকর্মশীল তারা এক স্বপ্ন শয্যায় শায়িত থাকবে আর স্বপ্ন দেখতে দেখতেই কিয়ামত সংঘটিত হবে এবং আকস্মিকভাবে নিজের দেহ ও প্রাণসহ জীবিত অবস্থায় হাশরের ময়দানে উপস্থিত হবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ

"তারা (বিস্ময়ের সাথে) বলে উঠবে : "হায় হায়! নিদ্রা হতে কে আমাদেরকে জাগ্রত করল? এটা তো তা-ই, যার ওয়াদা দয়াময় আল্লাহ করেছিলেন। আর রাসূলগণের কথা তো সত্য প্রমাণিত হলো।"[৭০]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কিয়ামতের বিবরণ

কিয়ামত শব্দটি 'কাওমুন' ধাতু থেকে গঠিত। 'কিয়ামুন' শব্দমূলের অর্থ হল উঠে দাঁড়ানো, সোজা হয়ে দাঁড়ানো ইত্যাদি। 'কিয়ামত' শব্দটি 'ইয়াওমুন' এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়।

'ইয়াওমুল কিয়ামাহ' এর অর্থ হল, পুনরুত্থানের দিন। সুতরাং কিয়ামতের অর্থ পুনরুত্থানের দিন, যেদিন সকল মানুষকে চিরঞ্জীব-চিরস্থায়ী আল্লাহর সম্মুখে দণ্ডায়মান হতে হবে।[৭১]

ইমাম রাগিব বলেন : "মহাপ্রলয় সংঘটিত হওয়ার নাম কিয়ামত।"[৭২]

যেমন পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন : **وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ**

"যে দিন মহাপ্রলয় সংঘটিত হবে সেই দিন অপরাধীরা হতাশ হয়ে পড়বে।"[৭৩]

পরিভাষায় জগতের প্রলয়ের জন্য প্রথমবার সিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া থেকে জান্নাতবাসীগণের জান্নাতে প্রবেশ ও জাহান্নামবাসীদের জাহান্নামে গিয়ে স্থির হওয়া পর্যন্ত সময়কে ইয়াওমুল কিয়ামাহ বা কিয়ামত দিবস বলা হয়।

কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে ?

কিয়ামত কখন কিভাবে সংঘটিত হবে তা কেবল আল্লাহ তা'আলাই জানেন। কোন নবী-রাসূলকে পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন সম্পর্কে অবহিত করেননি। আল্লাহ তা'আলা যে দিন হুকুম করবেন ঠিক সে দিনই কিয়ামত সংঘটিত হবে।

---

৬৯. আল-কুরআন, *সূরা মু'মিনূন* ২৩ : ৯৯-১০০

৭০. আল-কুরআন, *সূরা ইয়াসিন* ৩৬ : ৫২

৭১. ইব্‌ন মানযুর, *লিসানুল আরব*, (বৈরুত : দারু ইহইয়াউত তুরাছিল আরবী, ১৯৯৩খ্রি./ ১৪১৩হি.), খ. ১২, প ৫০৬

৭২. ইমাম রাগিব ইসফাহানি, *মু'জিমু মুফরাদাতি আলফাজিল কুরআন*, (বৈরুত : দারুল ফিকর, ২০০৬ খ্রি.), পৃ. ৩১৫

৭৩. আল-কুরআন, *সূরা রূম* ৩০ : ১২

ক. এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

"তারা আপনাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, কখন তা সংঘটিত হবে? আপনি বলে দিন, এ বিষয়ের জ্ঞান শুধু আমার প্রতিপালকের কাছেই রয়েছে। শুধু তিনিই তা নির্দিষ্ট সময় প্রকাশ করবেন। তাতে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে ভয়ংকর ঘটনা ঘটবে। তোমাদের কাছে তা আকস্মিকভাবেই এসে পড়বে। আপনি জানেন মনে করে তারা আপনাকে প্রশ্ন করে। আপনি বলে দিন, এ বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহর নিকটই রয়েছে, কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা জানে না।"[৭৪]

قال: متى الساعة؟ قال: " ما المسئول عنها بأعلم من السائل،

খ.হাদিসে জিবরাঈলে রয়েছে, জিবরাঈল (আ.) জিজ্ঞেস করলেন, কিয়ামত কখন হবে? রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন : "এ বিষয়ে যাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে তিনি তাঁর চেয়ে অধিক জানেন না, যিনি জিজ্ঞেস করেছেন।"[৭৫]

কিয়ামতের আলামত

রাসূলুল্লাহ (স.) কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পূর্বে কিয়ামতের কিছু লক্ষণ প্রকাশের কথা বলেছেন। ইসলামের পরিভাষায় এগুলোকে কিয়ামতের আলামত বলে। কিয়ামতের আলামত দুই প্রকার।

ক. আলামতে সুগরা বা ছোট আলামত।

খ. আলামতে কুবরা বা বড় আলামত।

ক. আলামতে সুগরা বা ছোট আলামত

কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পূর্বে কিছু ছোট ছোট লক্ষণ প্রকাশিত হবে, এগুলোকে আলামতে সুগরা বা ছোট আলামত বলা হয়। যা হাদিসে বর্ণিত আছে।

عن أنس ﷺ، قال: لأحدثنكم حديثا سمعته من رسول الله ﷺ لا يحدثكم به أحد غيري: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم، ويكثر الجهل، ويكثر الزنا، ويكثر شرب الخمر، ويقل الرجال، ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد»

ক. আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন : "নিশ্চয়ই কিয়ামতের আলামত হলো ইলম বা জ্ঞান ওঠে যাওয়া, অজ্ঞতা, ব্যভিচার, মদ্যপান বিস্তার লাভ করা, পুরুষের সংখ্যা কমে যাওয়া, নারী সংখ্যা বেড়ে যাওয়া, এমনকি একজন পুরুষের অধীনে পঞ্চাশ জন নারী থাকবে।"[৭৬]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا اتُّخِذَ الفَيْءُ دُوَلاً، وَالأَمَانَةُ مَغْنَمًا، وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، وَعَقَّ أُمَّهُ، وَأَدْنَى صَدِيقَهُ، وَأَقْصَى أَبَاهُ، وَظَهَرَتِ الأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَسَادَ القَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، وَكَانَ زَعِيمُ القَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، وَظَهَرَتِ القَيْنَاتُ وَالمَعَازِفُ، وَشُرِبَتِ الخُمُورُ، وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الأُمَّةِ أَوَّلَهَا، فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ، وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا وَآيَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامٍ بَالٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعَ.

---

৭৪. আল-কুরআন, *সূরা আল-আ'রাফ* ৭ : ১৮৭

৭৫. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আল-ঈমান,অনুচ্ছেদ : সুআলু জিবরীলান নাবিয়্যা (স.) আনিল ঈমান ওয়াল ইসলামি ওয়াল ইহসানি ওয়া ইলমিস সাআহ, (দারু তাওকিন নাজাহ, ১৪২২ হি.), খ. ১, পৃ. ১৯, হাদিস নং-৫০

৭৬. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আন-নিকাহ,অনুচ্ছেদ : ইয়ুকিল্ল রিজালু ওয়া ইয়ুকছিরুর, (দারু তাওকিন নাজাহ, ১৪২২ হি.), খ. ৭, পৃ. ৩৭, হাদিস নং-৫২৩১

খ. আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "যখন গনিমতের (যুদ্ধলব্ধ) সম্পদ ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত করা হবে, আমানতের মালকে লুটের মাল মনে করবে, জাকাতকে জরিমানা মনে করা হবে, দ্বীনের উদ্দেশ্য ছাড়া জ্ঞান অর্জন করা হবে, পুরুষ স্ত্রীর অনুগত হয়ে যাবে কিন্তু নিজ মায়ের অবাধ্য হবে, বন্ধু-বান্ধবকে কাছে টেনে নিবে, কিন্তু পিতাকে দূরে ঠেলে দিবে, মসজিদে কলরব ও হট্টগোল করবে, পাপাচারীরা গোত্রের নেতা হবে, নিকৃষ্ট লোক সমাজের কর্ণধার হবে, কোন মানুষের অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য তাকে সম্মান দেখানো হবে, গায়িকা-নর্তকি ও বাদ্যযন্ত্রের প্রসার ঘটবে, মদপান করা হবে, এই উম্মতের শেষ জমানার লোকেরা তাদের পূর্ববর্তী মনীষীদের লানত করবে, তখন তোমরা অগ্নিবায়ু, ভূমিধস, ভূমিকম্প, চেহারা বিকৃতি ও পাথর বর্ষণরূপ শাস্তির এবং আরো আলামতের অপেক্ষা করবে যা একের পর এক নিপতিত হতে থাকবে, যেমন পুরনো পুঁতির মালা ছিঁড়ে গেলে একের পর এক পড়তে থাকে।"[৭৭]

খ. আলামতে কুবরা বা বড় আলামত

কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পূর্বে দশটি বড় ধরনের ঘটনা সংঘটিত হবে, এগুলোকে আলামতে কুবরা বা বড় আলামত বলা হয়।

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ الْغِفَارِىِّ قَالَ اطَّلَعَ النَّبِىُّ –ﷺ– عَلَيْنَا وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ فَقَالَ « مَا تَذَاكَرُونَ ».قَالُوا نَذْكُرُ السَّاعَةَ. قَالَ « إِنَّهَا لَنْ تَقُومَ حَتَّى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتٍ ». فَذَكَرَ الدُّخَانَ وَالدَّجَّالَ وَالدَّابَّةَ وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَنُزُولَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ –ﷺ– وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَثَلاَثَةَ خُسُوفٍ خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِمْ.

হুযাইফাহ্ ইব্‌ন আসিদ আল গিফারি (রা.) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একদিন আমরা (বিভিন্ন বিষয়ে) আলোচনা করছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ (স.) আমাদের কাছে আসলেন এবং প্রশ্ন করলেন, তোমরা কি বিষয়ে আলোচনা করছ? উত্তরে তাঁরা বললেন, আমরা কিয়ামতের ব্যাপারে আলোচনা করছি। এ কথা শুনে তিনি বললেন : "ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না তোমরা দশটি বিশেষ আলামত দেখবে। তার উল্লেখ করে তিনি বলেন : "১. ধোঁয়া, ২. দাজ্জাল, ৩. দাব্বা, ৪. পশ্চিমাকাশ হতে সূর্যোদয় হওয়া, ৫. মারইয়াম পুত্র ঈসা (অ.)-এর অবতরণ, ৬. ইয়া'জূজ-মা'জূজ এবং তিনবার ভূখণ্ড ধসে যাওয়া তথা ৭. পূর্ব দিকে ভূখণ্ড ধস, ৮. পশ্চিম দিকে ভূখণ্ড ধস এবং ৯. আরব উপদ্বীপে ভূখণ্ড ধসের কথা বর্ণনা করলেন। ১০. সর্বশেষ ইয়ামেন থেকে আগুন জ্বলে তা জনগণকে হাঁকিয়ে হাশরের ময়দানের দিকে নিয়ে যাবে।"[৭৮]

সিঙ্গায় ১ম ফুৎকার ও মহাপ্রলয়

ক. আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ

"যখন সিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে, একটি মাত্র ফুৎকার, জমিন ও পর্বতমালা উত্তোলিত হবে। অতঃপর উভয়কে একই আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হবে। অতএব সেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে। আর আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যাবে এবং তা সম্পূর্ণ বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে।"[৭৯]

খ. আল্লাহ তা'আলা বলেন : **يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ**

---

৭৭. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত তিরমিযী*, অধ্যায় : আল-ফিতান, অনুচ্ছেদ : মা জাআ ফী আলামাতি হুলুলিল মাছখি ওয়াল খাছফি, (বৈরুত : দারুল গুরুব আল-ইসলামি, ১৯৯৮), খ. ৪,পৃ. ৬৪, হাদিস নং-২২১১

৭৮. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আল-ফিতান ওয়া আশরাতুস সা'আহ,অনুচ্ছেদ : ফীল আয়াতি আল্লাতি তাকূনু কাবলাস সা'আহ, (বৈরুত : দারুল জাবাল), খ. ৮, পৃ. ১৭৮, হাদিস নং-৭৪৬৭

৭৯. আল কুরআন, *সূরা হাক্কাহ* ৬৯ : ১৩-১৬

"সেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত এবং পর্বতসমূহ হবে ধূনিত রংগিত পশমের মত।"[৮০]

গ. আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَت

"আকাশ যখন বিদীর্ণ হবে, যখন নক্ষত্রমণ্ডলী বিক্ষিপ্ত হয়ে ঝরে পড়বে, সমুদ্র যখন উদ্বেলিত হবে, এবং যখন কবর উন্মোচিত হবে, তখন প্রত্যেকে জানবে, সে কী আগে পাঠিয়েছে এবং কী পেছনে রেখে গেছে।"[৮১]

ঘ. আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ كَلَّا لَا وَزَرَ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ

"এবং চন্দ্র হয়ে পড়বে জ্যোতিহীন, যখন সূর্য ও চন্দ্রকে একত্রে করা হবে সেদিন মানুষ বলবে, আজ পালাবার স্থান কোথায়? না কোন আশ্রয়স্থল নেই। সেদিন ঠাঁই হবে তোমার প্রতিপালকের নিকট।"[৮২]

আল্লাহ তা'আলা বলেন : **وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ**

"আপনি আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্যকে ডাকবেন না। তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। আল্লাহর সত্তা ব্যতীত সবকিছুই ধ্বংসশীল। বিধান তাঁরই এবং তোমাদেরকে তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে।"[৮৩]

ঘ. আল্লাহ তা'আলা বলেন : **كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ**

"পৃথিবীর ওপর যা কিছু আছে সব কিছুই ধ্বংসশীল। শুধু বাকী থাকবে আপনার মহিমায় ও মহানুভব পালনকর্তার সত্তা।"[৮৪]

সিঙ্গায় দ্বিতীয় ফুৎকার ও পুনরুত্থান

ক. আল্লাহ তা'আলা বলেন : **وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ**

"যখন সিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে তখনই তারা কবর থেকে ওঠে তাদের প্রতিপালকের দিকে ছুটে আসবে।"[৮৫]

أن عائشة ﵂، قالت: قال رسول الله ﷺ: « تحشرون حفاة عراة غرلا» قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال: «الأمر أشد من أن يهمهم ذاك»

আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "মানুষকে হাশরের মাঠে উঠানো হবে খালি পা, উলঙ্গ ও খতনাবিহীন অবস্থায়। আয়িশা (রা.) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! তখন তো পুরুষ ও নারীগণ একে অপরের প্রতি তাকাবে? তিনি বললেন : "এইরূপ ইচ্ছা করার চাইতেও কঠিন হবে তখনকার অবস্থা।"[৮৬]

---

৮০. আল-কুরআন, *সূরা কারিআ* ১০ : ৪-৫

৮১. আল-কুরআন, *সূরা ইনফিতার* ৮২ : ১-৫

৮২. আল-কুরআন, *সূরা ক্বিয়ামাহ* ৭৫ : ৮-১২

৮৩. আল-কুরআন, *সূরা কাছাছ* ২৮ : ৮৮

৮৪. আল-কুরআন, *সূরা আর-রহমান* ৫৫ : ২৬-২৭

৮৫. আল-কুরআন, *সূরাহ ইয়াসিন* ৩৬ : ৫১

৮৬. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আর-রিকাক,অনুচ্ছেদ : কাইফাল হাশরু, (দারু তাওকিন নাজাহ, ১৪২২ হি.), খ. ৪, পৃ. ১০৯, হাদিস নং-৬৫২৭

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

হাশরের দৃশ্য

হাশর অর্থ একত্র করা। যেমন বলা হয় – حشر الأستاذُ طلاّبه في قاعة الدّرس "শিক্ষক তার ছাত্রদের পাঠদানে একত্র করলেন। এই অর্থেই আল্লাহ তা'আলার বাণী : " {وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ}
"সুলায়মানের সামনে একত্র করা হলো তাঁর বাহিনীকে।"[৮৭]
পরিভাষায় অর্থ হলো আল্লাহ সমস্ত সৃষ্টিজীবকে তাদের কবর থেকে বা শায়িত অবস্থা থেকে পুনরুত্থিত করা।[৮৮]

যেমন রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : –[حديث] وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ"
"কিয়ামতের দিন আমাকে দরিদ্রদের সাথে দলভুক্ত করে একত্র করুন।"[৮৯]
আল্লাহ তা'আলার বাণী : ". {وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ}
"তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে রেখেছেন এবং তাঁরই নিকট তোমাদেরকে একত্র করা হবে।"[৯০]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قَالَ: "يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ مِقْدَارَ نِصْفِ يَوْمٍ مِنْ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ يُهَوَّنُ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كَتَدَلِّي الشَّمْسِ لِلْغُرُوبِ إِلَى أَنْ تغرب"

আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "যেদিন মানুষ দাঁড়াবে বিশ্ব প্রতিপালকের সামনে। (আল-কুরআন, সূরা ইয়াসিন ৩৬ : ৫৯-এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন :) অর্ধেক দিনের পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান হবে আর এ পরিমাণ মু'মিনের জন্য অত্যন্ত কম হবে, সূর্য ঢলে পড়ার পর থেকে নিয়ে অস্ত যাওয়া পর্যন্ত সময়ের পরিমাণ হবে।"[৯১]

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرٍ حَدَّثَنِى سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنِى الْمِقْدَادُ بْنُ الأَسْوَدِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ –ﷺ– يَقُولُ « تُدْنَى الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْخَلْقِ حَتَّى تَكُونَ مِنْهُمْ كَمِقْدَارِ مِيلٍ ». قَالَ سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ فَوَاللَّهِ مَا أَدْرِى مَا يَعْنِى بِالْمِيلِ أَمَسَافَةَ الأَرْضِ أَمِ الْمِيلَ الَّذِى تُكْتَحَلُ بِهِ الْعَيْنُ. قَالَ « فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِى الْعَرَقِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى كَعْبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حَقْوَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ إِلْجَامًا ». قَالَ وَأَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ –ﷺ– بِيَدِهِ إِلَى فِيهِ.

মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের দিন সূর্যকে মানুষের নিকটবর্তী করে দেওয়া হবে। অবশেষে তা মানুষের নিকট থেকে এক মাইল দূরে অবস্থান করবে। বর্ণনাকারী সুলায়মান ইব্ন আমির (রহ.) বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি জানি না, মাইল শব্দ দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে, জমিনের দূরত্ব, না ঐ শলাকা যা চোখে সুরমা দেওয়ার কাজে ব্যবহৃত হয়। মানুষ তাদের আমল অনুসারে ঘামের মাঝে ডুবে থাকবে। তাদের কারো ঘাম পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত হবে, কারো তার দুই হাঁটু

---

৮৭. আল-কুরআন, *সূরা নামল* ২৭ : ১৭

৮৮. আহমদ মুখতার আব্দুল হামিদ, *মুজিমু লুগাতিল আছরিয়্যাহ আল-মু'আছারাহ,* (আলিমুল কুতুব ১৪২৯হি./২০০৮খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৫০০

৮৯. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত তিরমিযী*, অধ্যায় : আয-যুহুদ, অনুচ্ছেদ : মা জাআ আন্না ফুকারা আল মুহাজিরীন, (বৈরুত : দারুল গুরুব আল-ইসলামি, ১৯৯৮), খ. ৪,পৃ. ১৫৫, হাদিস নং-২৩৫২

৯০. আল-কুরআন, *সূরা মু'মিনূন* ২৩ : ৭৯

৯১. মুহাম্মদ ইব্ন হিব্বান ইব্ন আহমদ আবু হাতিম আত্-তামিমী আল-বাসাতি, *সহীহ ইবনু হিব্বান*, অধ্যায় : যিকরু ইনসানি বিআন্নাল্লাহা জাল্লা ওয়া আলা বিতাফাদ্দুলিহী, ইয়ুহাওয়িনু তুলা ইয়াওমাল কিয়ামাতি আলাল মু'মিনীন (দারু তাওকিন নাজাহ, ১৪২২ হি.), খ. ১৬, পৃ. ৩২৮, হাদিস নং-৭৩৩৩

পর্যন্ত ঘামের মধ্যে ডুবে থাকবে, কারো কোমর পর্যন্ত আর কারো মুখ পর্যন্ত ঘামে ডুবে থাকবে। বর্ণনাকারী বলেন, এ সময় রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর মুখের প্রতি ইশারা করলেন।[৯২]

হাশরের ময়দানে অপরাধীদের পৃথক করা

আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ

"হে অপরাধীরা! আজ তোমরা পৃথক হয়ে যাও।"[৯৩]

আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ

"যেদিন আমি একত্রিত করব একেকটি দলকে সেসব সম্প্রদায় থেকে, যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলত। অতঃপর তাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করা হবে।"[৯৪]

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ

"অতঃপর যখন বিকট শব্দ আসবে, সেদিন মানুষ পলায়ন করবে তার ভাইয়ের কাছ থেকে, তার মাতা, তার পিতা, তার স্ত্রী ও তার সন্তানদের কাছ থেকে। সেদিন তাদের প্রত্যেকেরই নিজের এক চিন্তা থাকবে, যা তাকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে। অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে উজ্জ্বল, সহাস্য ও প্রফুল্ল এবং অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে ধূলিমলিন। তাদেরকে কালিমা আচ্ছন্ন করে রাখবে। তারাই কাফের পাপাচারী।"[৯৫]

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ

"মহাত্রাস তাদেরকে চিন্তাযুক্ত করবে না এবং ফেরেশতারা তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাবে, (বলবে) এটাই তোমাদের সেই দিন, যার ওয়াদা তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল। সেদিন আমি আকাশকে গুটিয়ে নেব, যেমন গুটানো হয় লিখিত কাগজপত্র। যেভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম, সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব। আমার ওয়াদা নিশ্চিত, তা আমি পূর্ণ করবই।"[৯৬]

আল্লাহ তা'আলার আদালতে জবাবদিহিতা

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَزُولُ قَدَمُ ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ، عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ، وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ.

ক. ইব্‌ন মাসউদ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন : "কিয়ামতের দিন আদম সন্তানকে পাঁচটি প্রশ্ন না করা পর্যন্ত তার প্রতিপালকের নিকট থেকে এক পাও অগ্রসর হতে দেয়া হবে না। তার জীবন সম্পর্কে, সে কিভাবে অতিবাহিত করেছে? তার যৌবনে সম্পর্কে, সে তা কিভাবে কাটিয়েছে ? তার সম্পদ সম্পর্কে সে কিভাবে তা উপার্জন করেছে? আর কোথায় তা খরচ করেছে? যা সে শিক্ষা করেছে তার ওপর সে কী আমল করেছে।"[৯৭]

---

৯২. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : সিফাতুল জান্নাতি ওয়া সিফাতু নায়ীমিহা ওয়া আহলিহা, অনুচ্ছেদ : ফী সিফাতি ইয়ামিল কিয়ামাতি, (বৈরুত : দারুল জাবাল), খ. ৮, পৃ. ১৫৮, হাদিস নং-৭৩৮৫

৯৩. আল-কুরআন, *সূরা ইয়াসিন* ৩৬ : ৫৯

৯৪. আল-কুরআন, *সূরা নামল* ২৭ : ৮৩

৯৫. আল-কুরআন, *সূরা আবাসা* ৮০ : ৩৩-৪২

৯৬. আল-কুরআন, *সূরা আম্বিয়া* ২১ : ১০৩-১০৪

৯৭. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত তিরমিযী*, অধ্যায় : সিফাতুল কিয়ামাহ ওয়ার রাকাইক ওয়াল ওরা, অনুচ্ছেদ : ফিল কিয়ামাহ, (বৈরুত : দারুল গুরুব আল-ইসলামী, ১৯৯৮), খ.৪,পৃ. ১৯০, হাদিস নং-২৪১৬

আল্লাহ তা'আলার আদালতে বিচার

ক. আল্লাহ তা'আলা বলেন :

الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ

"রাজত্ব সেদিন হবে আল্লাহরই, তিনিই তাদের মধ্যে বিচার করবেন। অতএব যারা ইমান আনে এবং নেক কাজ করে তারা নেয়ামতপূর্ণ জান্নাতে থাকবে। আর যারা কুফরি করে এবং আমার আয়াত সমূহকে মিথ্যা মনে করে তাদের জন্যে অপমানজনক শাস্তি রয়েছে।"[৯৮]

খ. আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

"পৃথিবী তার পালনকর্তার নূরে উদ্ভাসিত হবে, আমলনামা উপস্থাপন করা হবে, নবীদেরকে ও সাক্ষীদেরকে আনা হবে এবং সকলের মধ্যে ন্যায় বিচার করা হবে। তাদের কারো প্রতি জুলুম করা হবে না।"[৯৯]

গ. আল্লাহ তা'আলা বলেন :

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُون وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

"যে কেউ সৎকর্ম নিয়ে আসবে, সে উৎকৃষ্টতর প্রতিদান পাবে এবং সেদিন তারা গুরুতর অস্থিরতা থেকে নিরাপদ থাকবে এবং যে মন্দ কাজ নিয়ে আসবে, তাকে অগ্নিতে অধঃমুখ করে নিক্ষেপ করা হবে। তোমরা যা করছিলে, তারই প্রতিফল তোমরা পাবে।"[১০০]

আল্লাহর আদালতে সাক্ষীসমূহ

আল্লাহ তা'আলা তার আদালতে বিচার সম্পন্ন করার জন্য চার ধরনের সাক্ষীর ব্যবস্থা রেখেছেন। যথা–

প্রথম সাক্ষী : আমলনামা : আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا

"আর আমি প্রতিটি মানুষের কৃতকর্মকে তার জন্য গলার হার বানিয়ে রেখেছি, আর কেয়ামতের দিন আমি তার জন্য কিতাব (আমলনামা) বের করব যা সে খোলা পাবে, (বলা হবে) তুমি তোমার কিতাব (আমলনামা) পাঠ কর, আজ তোমার হিসাবের জন্য তুমি নিজেই যথেষ্ট।"[১০১]

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا

"আর আমলনামা সামনে রাখা হবে। তাতে যা লেখা আছে তার কারণে আপনি অপরাধীদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত দেখবেন আর তারা বলবে, হায় আফসোস! এটা কেমন আমলনামা! যে ছোট বড় কোন কিছুই বাদ দেয়নি বরং সব কিছুর হিসাবই এতে রয়েছে। তারা সামনে উপস্থিত পাবে তারা যা করেছে। আপনার প্রতিপালক কারো প্রতি জুলুম করবেন না।"[১০২]

দ্বিতীয় সাক্ষী : কিরামান কাতিবীন : আল্লাহ তা'আলা বলেন :

كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُون

---

৯৮. আল-কুরআন, *সূরা আল-হাজ্জ* ২২ : ৫৬-৫৭

৯৯. আল-কুরআন, *সূরা যুমার* ৩৯ : ৬৯

১০০. আল-কুরআন, *সূরা নামল* ২৭ : ৮৯-৯০

১০১. আল-কুরআন, *সূরা বানী ঈসরাঈল* ১৭ : ১৩-১৪

১০২. আল-কুরআন, *সূরা কাহাফ* ১৮ : ৪৯

“কখনো না বরং তোমরা প্রতিদান (কিয়ামতের) দিনকে মিথ্যা মনে করছ, আর নিশ্চয়ই তোমাদের ওপর সংরক্ষক নিযুক্ত আছেন। (তারা হলেন) সম্মানিত লেখকবৃন্দ (ফেরেশতাগণ)। তারা জানে তোমরা যা কর।”[১০৩]

তৃতীয় সাক্ষী : জমিন : আল্লাহ তা’আলা বলেন :

وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا

“আর মানুষ বলবে, এর (জমিনের) কি হলো? সেদিন সে তার সকল খবর বর্ণনা করবে। তা একারণে যে, আপনার পালনকর্তা তাকে এরূপ আদেশ করবেন।”[১০৪]

এভাবে জমিন মানুষের কৃতকর্মের সাক্ষী দিবে।

চতুর্থ সাক্ষী : মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ : আল্লাহ তা’আলা বলেন :

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

“আজ আমি তাদের মুখ বন্ধ করে দেব, এদের হাত আমার সাথে কথা বলবে, এদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে।”[১০৫]
কিয়ামতের দিন এই ৪ ধরনের সাক্ষীর কারণে অপরাধীদের অপরাধ সকল মানুষের সামনে প্রকাশ হবেই এবং অপরাধের কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবেই।

কিয়ামতের দিন আল্লাহর আদালতে বিচারের বিষয়সমূহ

ক. আল্লাহর হক

খ.বান্দার হক

ক. আল্লাহর হক

আল্লাহর হক যেমন নামাজ, রোজা, হজ, জাকাতসহ অন্যান্য ইবাদত না করে থাকলে আল্লাহ তা’আলা ইচ্ছা করলে ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দিবেন। আল্লাহ তা’আলা বলেন :

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“যা কিছু আকাশসমূহে রয়েছে এবং যা কিছু পৃথিবীতে আছে, সবকিছু আল্লাহ্‌রই। যদি তোমরা মনের কথা প্রকাশ কর অথবা গোপন কর, আল্লাহ্ তোমাদের কাছ থেকে তার হিসাব গ্রহণ করবেন। অতঃপর যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দিবেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।”[১০৬]

খ.বান্দার হক

আল্লাহ তা’আলা বান্দার হক ক্ষমা করবেন না

عن أبي هريرة ﷺ قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه

আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : “যে ব্যক্তি তার কোন ভাইয়ের ওপর জুলুম করে থাকে তার সম্মানহানি ঘটিয়ে অথবা অন্যকোন ভাবে, তাহলে তার উচিত সেই দিন (কিয়ামতের দিন) আসার পূর্বেই (হক আদায় করে বা ক্ষমা প্রার্থনা করে) পরিষ্কার করে নেয়া। যে দিন কোন দিনার ও দিরহামের লেনদেন থাকবে না। তার কোন নেক আমল থাকলে জুলুম পরিমাণ নেক আমল তার থেকে নিয়ে অত্যাচারিত

---

১০৩. আল-কুরান, *সূরা আল-ইনফিতার* ৮২ : ৯-১২

১০৪. আল-কুরআন, *সূরা যিলযাল* ৯৯ : ৩-৫

১০৫. আল-কুরআন, *সূরা ইয়াসিন* ৩৬ : ৬৫

১০৬. আল-কুরআন, *সূরা বাকারা* ২ : ২৮৪

ব্যক্তিকে দিয়ে দেয়া হবে। আর যদি তার কোন নেক আমল না থাকে তাহলে অত্যাচারিত ব্যক্তির সমপরিমাণ গুনাহ তার মাথায় চাপানো হবে।"[১০৭]

মিযানে নেক আমল ও পাপ ওজন করা হবে

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ

"অতঃপর যার নেকির পাল্লা ভারী হবে, সে সুখময় জীবন লাভ করবে। আর যার নেকির পাল্লা হালকা হবে, তার ঠিকানা হবে হাবিয়া। আপনি জানেন তা কি? তা হলো প্রজ্বলিত আগুন।"[১০৮]

জাহান্নামের ওপর পুলসিরাত

আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا

"তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যাকে তা (জাহান্নাম) অতিক্রম করতে হবে না। এটা আপনার পালনকর্তার অনিবার্য সিদ্ধান্ত। অতঃপর আমি মুত্তাকিদেরকে উদ্ধার করব এবং জালেমদেরকে সেখানে নতজানু অবস্থায় ছেড়ে দিব।"[১০৯]

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ بَلَغَنِي أَنَّ الْجِسْرَ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرَةِ وَأَحَدُّ مِنَ السَّيْفِ

আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন : "আমার নিকট এ হাদিস পৌছেছে যে, পুলসিরাত চুলের চেয়েও চিকন ও তরবারীর চেয়েও ধারালো হবে।"[১১০]

عن أبي هريرة ﷺ قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم وَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَىْ جَهَنَّمَ فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِى أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُ وَلاَ يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إِلاَّ الرُّسُلُ وَدَعْوَى الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ. وَفِى جَهَنَّمَ كَلاَلِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ هَلْ رَأَيْتُمُ السَّعْدَانَ ». قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ « فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَعْلَمُ مَا قَدْرُ عِظَمِهَا إِلاَّ اللَّهُ تَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ فَمِنْهُمُ الْمُؤْمِنُ بَقِىَ بِعَمَلِهِ وَمِنْهُمُ الْمُجَازَى حَتَّى يُنَجَّى

আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "পুলসিরাত জাহান্নামের ওপর বসানো হবে। আমি ও আমার উম্মতকে নিয়ে সর্বপ্রথম জান্নাত পার হব। সেদিন রাসূলগণ ব্যতীত অন্য কেউ কথা বলতে পারবে না। আর রাসূলগণও এই দু'আ করবেন : হে আল্লাহ বাঁচাও! হে আল্লাহ বাঁচাও!" জাহান্নামে সা'দন কাঁটার মত হুক থাকবে। তোমরা সা'দন বৃক্ষ দেখেছ কি? তাঁরা বললেন : হ্যাঁ দেখেছি, হে আল্লাহর রাসূল! রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন : জাহান্নামের হুকও সা'দন কাঁটার মত হবে। অবশ্য এর জ্ঞান একমাত্র আল্লাহরই আছে যে, তা কত বড় হবে। ঐ হুক মানুষকে তাদের গুনাহের কারণে জাহান্নামে ফেলে দিবে। তাদের কেউ কেউ তার আমলের কারণে রক্ষা পাবে আর কেউ শাস্তি ভোগ করে মুক্তি পাবে।"[১১১]

---

১০৭. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আল-মাজালিমু,অনুচ্ছেদ : মান কানাত লাহু মাজলিমতুন ইনদার রাজুলি ফাহাল্লালাহা লাহু, (বৈরুত : দারু ইবনি কাছীর, ১৯৮৭ইং/১৪০৭হি.), খ. ২, পৃ. ৮৬৫, হাদিস নং-২৩১৭

১০৮. আল-কুরআন, *সূরা কারি'আহ* ১০১ : ৬-১১

১০৯. আল-কুরআন, *সূরা মারইয়াম* ১৯ : ৭১

১১০. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী,*সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আল-ঈমান, অনুচ্ছেদ : মা'রেফাতু ত্বরীকির রুয়িয়াতি, (বৈরুত : দারুল জাবাল), খ. ১, পৃ. ১১৭, হাদিস নং-৪৭৩

১১১. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী,*সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আল-ঈমান, অনুচ্ছেদ : মা'রেফাতু ত্বরীকির রুয়িয়াতি, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১১২, হাদিস নং-৪৬৯

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

জান্নাতের বর্ণনা

জান্নাত অর্থ খেজুর গাছ ও অন্যান্য বৃক্ষ সমৃদ্ধ বাগান, বাসস্থান যা আল্লাহ মুত্তাকিদের জন্য তৈরি করে রেখেছেন।[১১২]

ইবনুল আসিরের মতে-জান্নাত শব্দটি আবৃত করা অর্থ থেকে নির্গত হয়েছে। কেননা জান্নাতের বৃক্ষরাজি খুব ঘন সন্নিবেশিত এবং যেগুলোর ডালপালা খুব ঘন সন্নিবেশিত বিধায় উহা ছায়াময়।[১১৩]

নামকরণ

জান্নাত মূলত এমন প্রতিটি বৃক্ষসমৃদ্ধ বাগানকে বলা হয়, যার গাছ-পালাতে ভূমি আচ্ছাদিত হয়ে থাকে। হয়ত ভূপৃষ্ঠের বাগানের সাথে সাদৃশ্য থাকার কারণে জান্নাতের নামকরণ করা হয়েছে। যদিও উভয়ের মাঝে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। নয় তো জান্নাতের নেয়ামতসমূহ আমাদের থেকে গোপন থাকায় জান্নাত (আবৃত থাকা) নামকরণ করা হয়েছে।[১১৪] এ বিষয়ে মহান আল্লাহ তার কালামে ইঙ্গিত করে বলেন :

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"কেউ জানে না, তার কৃতকর্মের জন্য কী কী নয়ন-প্রীতিকর প্রতিদান লুকায়িত আছে।"[১১৫]

পারিভাষিক অর্থে জান্নাত এমন চিরস্থায়ী বাসস্থান যা আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকিদের জন্য মৃত্যুর পর চির শান্তি-সুখের আবাস হিসেবে তৈরি করে রেখেছেন। যা দিগন্ত বিস্তৃত নানা রকম ফুলে-ফলে সুশোভিত সুরম্য অট্টালিকা সম্বলিত মনোমুগ্ধকর বাগান, যার নিচে প্রবহমান বিভিন্ন ধরনের নদ-নদী ও ঝর্ণধারা। যেখানে চির বসন্ত বিরাজমান।

জান্নাতের নেয়ামত কল্পনাতীত

عن أبي هريرة ﷺ، قال: قال رسول الله ﷺ: قال الله «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، فاقرءوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين»

আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন :"আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য এমন নেয়ামতসমূহ তৈরি করে রেখেছি, যা কোন চোখ কোনদিন দেখেনি, কোন কান কখনো শোনেনি এবং এমনকি কোন মানুষ তা কল্পনাও করতে পারে না ।[১১৬] এরপর তিনি বলেন, যদি তোমরা চাও, তাহলে নিম্নোক্ত আয়াতটি পড়। যার অর্থ হলো : "কেউ জানে না, তার কৃতকর্মের জন্য কী কী নয়নপ্রীতিকর প্রতিদান লুকায়িত আছে।"[১১৭]

জান্নাতের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ لِأَصْحَابِهِ: «أَلَا مُشَمِّرٌ لِلْجَنَّةِ؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ لَا خَطَرَ لَهَا، هِيَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ نُورٌ يَتَلَأْلَأُ، وَرَيْحَانَةٌ تَهْتَزُّ، وَقَصْرٌ مَشِيدٌ، وَنَهَرٌ مُطَّرِدٌ، وَفَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ نَضِيجَةٌ،

---

১১২. শাইখ কামেল মুহাম্মদ আল জায়যার, *আল-মুজামুল ফারীদু লিমায়ানী কালিমাতিল কুরআনিল মাজীদ*, (কায়রো : দারুত তাওযী ওয়ান্নশরিল ইসলামিয়া, ২০০৬খ্রি.), খ. ১ম,পৃ. ২১৩

১১৩. ইমাম মাজদুদ্দীন ইবনুল আসির, *আননিহায়াতু ফী গারীবিল হাদীস ওয়াল-আছার*, (বৈরুত : আলা মাকাতাবুল আছরিয়্যাতু ছাইদা ২০০৮খ্রি.), পৃ.২৭৯

১১৪. মুফতী আমীমুল ইহসান, কাত্তয়ায়িদুল যিকহ, (দেওবন্দ : আশরাফিয় জিপো, ১৩৮১হি.),পৃ. ২৫৬

১১৫. আল-কুরআন, *সূরা সাজদাহ* ৩২ : ১৭

১১৬. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : বাদ্উল খালকি, অনুচ্ছেদ : মা জাঅ ফী ছিফাতিল জান্নাতি ওয়া আন্নাহা মাখরুক্বাতুন, (দারু তাওকিন নাজাহ, ১৪২২ হি.), খ. ৪, পৃ. ১১৮, হাদিস নং-৩২৪৪

১১৭. আল-কুরআন, *সূরা সাজদাহ* ৩২ : ১৭

وَزَوْجَةٌ حَسْنَاءُ جَمِيلَةٌ، وَحُلَلٌ كَثِيرَةٌ فِي مَقَامٍ أَبَدًا، فِي حَبْرَةٍ وَنَضْرَةٍ، فِي دَارٍ عَالِيَةٍ سَلِيمَةٍ بَهِيَّةٍ» قَالُوا: نَحْنُ الْمُشَمِّرُونَ لَهَا، يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «قُولُوا إِنْ شَاءَ اللَّهُ» ، ثُمَّ ذَكَرَ الْجِهَادَ وَحَضَّ عَلَيْهِ

উসামা ইব্ন যায়েদ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "নিশ্চয়ই জান্নাত সম্বন্ধে মানুষের কোন ধারণা নেই। কাবার রবের (প্রভুর) শপথ করে বলছি যে, জান্নাত হলো ঝলমলে আলো, বিচ্ছুরিত সুবাস; সুউচ্চ ও সুদৃঢ় বালাখানা (অট্টালিকা), প্রবাহিত নদী, সুপক্ক বহু ফলমূল সমৃদ্ধ, সুন্দরী-রূপসী স্ত্রী, বহু কারুকার্য খচিত পোশাকাদি, অনন্তকালীন সুখ-সমৃদ্ধি ও শান্তিতে ভরপুর, সুউচ্চ, নিরাপদ ও চমৎকার গৃহসমৃদ্ধ এক জগত।"[১১৮]

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ

"তাঁরা (জান্নাতিরা) থাকবে সুউচ্চ জান্নাতে। সেখানে তারা কোন নিরর্থক কথাবার্তা শুনতে পাবে না। সেখানে থাকবে প্রবাহিত ঝর্ণাধারা, সেখানে থাকবে উন্নত সুসজ্জিত আসন, সেখানে আরো আছে সুপরিবেশিত পানপাত্র এবং সারি সারি সাজানো বালিশ আর থাকবে বিস্তৃত বিছানো গালিচা।"[১১৯]

জান্নাতের সংখ্যা

জান্নাতের সংখ্যা ৮টি। যথা :

১. **জান্নাতুল ফিরদাউস :** যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا

"যারা ইমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, তাদের আপ্যায়নের জন্যে রয়েছে জান্নাতুল ফিরদাউস। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, সেখান থেকে স্থান পরিবর্তন করতে চাইবে না।"[১২০]

২. **জান্নাতুন না'ঈম :** যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

"যারা ইমান আনে আর সৎকাজ করে তাদের জন্য রয়েছে নেয়ামতে ভরা জান্নাত (জন্নাতুন না'ঈম)। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহ্র ওয়াদা যথার্থ। তিনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।"[১২১]

৩. **জান্নাতুল মা'ওয়া :** যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى

"আর যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াতে ভয় করে এবং কুপ্রবৃত্তির তাড়না থেকে নিজেকে বিরত রাখে, তার ঠিকানা হবে জান্নাত (জন্নাতুল মা'ওয়া)।"[১২২]

৪. **জান্নাতু আদন :** যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

"আল্লাহ মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে এমন জান্নাতসমূহের ওয়াদা দিয়েছেন, যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত হয় । তারা সেখানে চিরকাল থাকবে উত্তম বাসস্থানসমূহে। যা চিরস্থায়ী বাগানসমূহে (জান্নাতু আদনে) অবস্থিত। আর আল্লাহ্র সন্তুষ্টিই হল সবচেয়ে বড় (নেয়ামত)। এটিই হল সবচেয়ে বড় সফলতা।"[১২৩]

---

১১৮. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াযিদ ইব্ন মাজাহ আল-কাযভীনী, *সুনানু ইবনি মাজাহ*, অধ্যায় : আয-যুহুদ, অনুচ্ছেদ : ছিফাতিল জান্নাতি, (হালব : দারু ইহইয়ায়িল কিতাব আল-আরাবি), খ. ২,পৃ. ১৪৪৮, হাদিস নং-৪৩৩২

১১৯. আল-কুরআন,*সূরা গাশিয়াহ* ৮৮ : ১০-১৬

১২০. আল-কুরআন, *সূরা কাহাফ* ১৮ : ১০৭-১০৮

১২১. আল-কুরআন, *সূরা লোকমান* ৩১ : ৮-৯

১২২. আল-কুরআন, *সূরা নাযিয়াত* ৭৯ : ৪০ ৪১

১২৩. আল-কুরআন, *সূরা তাওবা* ৯ : ৭২

৫. **দারুস সালাম :** যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

"আর আল্লাহ্ শান্তির আবাসের (দারুস সালামের) দিকে আহ্বান জানান এবং তিনি যাকে ইচ্ছা সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করেন।"[১২৪]

৬. **জান্নাতুল খুলদ :** যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا

(হে নবী!) আপনি বলুন, এটা উত্তম, না চিরকাল বসবাসের জান্নাত (জান্নাতুল খুলদ), যার ওয়াদা দেয়া হয়েছে মুত্তাকিদেরকে। সেটা হবে তাদের জন্য প্রতিদান ও প্রত্যাবর্তন স্থান।"[১২৫]

৭. **দারুল মাকাম :** যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ

"যিনি নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে চিরস্থায়ী বাসস্থান (দারুল মাকাম) দিয়েছেন, যেখানে আমাদেরকে কষ্ট স্পর্শ করে না এবং স্পর্শ করে না ক্লান্তিও।"[১২৬]

৮. **দারুল ক্বারার :** যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ

"হে আমার সম্প্রদায়! নিশ্চয়ই এ দুনিয়ার জীবন তো অস্থায়ী উপভোগের বস্তু মাত্র, আর নিশ্চয়ই আখিরাতই হচ্ছে চিরস্থায়ী আবাস (দারুল ক্বারার)।"[১২৭]

জান্নাতিদের কখনো মৃত্যু হবে না

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ

"এখন আমাদের আর মৃত্যু হবে না আমাদের প্রথম মৃত্যু ছাড়া এবং আমদের শাস্তিও দেয়া হবে না। নিশ্চয়ই এটাই মহা সাফল্য । এরূপ সাফল্যের জন্যে আমলকারীর আমল করা উচিত।"[১২৮]

আল্লাহ তা'আলা বলেন : لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ

"সেখানে তারা আর কখনো মৃত্যুর মুখোমুখি হবে না। পৃথিবীতে একবার যে মৃত্যু হয়েছে সেটাই তাদের জন্য যথেষ্ট। আর আল্লাহ তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে বাঁচিয়ে দেবেন।"[১২৯]

জান্নাতিগণ অসুস্থ হবে না

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ وَأَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ -ﷺ- قَالَ « يُنَادِى مُنَادٍ إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُّوا فَلاَ تَسْقَمُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيَوْا فَلاَ تَمُوتُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُّوا فَلاَ تَهْرَمُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا فَلاَ تَبْتَئِسُوا أَبَدًا ». فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ (وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ)

আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "যখন জান্নাতিগণ জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন কজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে, হে জান্নাতিগণ! তোমরা সর্বদা সুস্থ থাকবে, কখনো অসুস্থ হয়ে পড়বে না; তোমরা

---

১২৪. আল-কুরআন, *সূরা ইউনূস* ১০ : ২৫

১২৫. আল-কুরআন, *সূরা ফুরকান* ২৫ : ১৫

১২৬. আল-কুরআন, *সূরা ফাত্বির* ৩৫ : ৩৫

১২৭. আল-কুরআন, *সূরা মু'মিন* ৪০ : ৩৯

১২৮. আল-কুরআন, *সূরা সাফফাত* ৩৭ : ৫৮-৬১

১২৯. আল-কুরআন, *সূরা দোখান* ৪৪ : ৫৬

সর্বদা জীবিত থাকবে; কখনো মরবে না; তোমরা সর্বদা যুবক থাকবে; কখনো বৃদ্ধ হবে না এবং তোমরা সর্বদা অফুরন্ত নেয়ামত ভোগ করবে, কখনো হতাশা ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে না।”[১৩০]

ঘুমের প্রয়োজন হবে না

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَنَامُ أَهْلُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: " النَّوْمُ أَخُو الْمَوْتِ، وَلَا يَمُوتُ أَهْلُ الْجَنَّةِ

জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! জান্নাতবাসী কি ঘুমাবে? " তিনি বলেন : “ঘুম তো মৃত্যুর সহোদর, আর জান্নাতবাসীরা মরবে না। (সুতরাং তাদের ঘুমের প্রয়োজন নেই)।”[১৩১]

জান্নাতিদের দৈহিক গঠন

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَهْلُ الجَنَّةِ جُرْدٌ مُرْدٌ كُحْلٌ لاَ يَفْنَى شَبَابُهُمْ وَلاَ تَبْلَى ثِيَابُهُمْ.هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : “জান্নাতীগণ লোম ও দাড়ি-গোঁফ বিহীন হবে। তাদের চোখ থাকবে সুরমায়িত । তাদের যৌবন কোনদিন বিলুপ্ত হবে না এবং তাদের কাপড় চোপড়ও পুরানো হবে না।”[১৩২]

জান্নাতিদের বয়স

অল্প বয়সে অথবা বেশি বয়সে, যে কোন বয়সেই মারা যাক না কেন যদি তারা জান্নাতি হয়, তবে তাদেরকে জান্নাতে ত্রিশ বছরের যুবক বানিয়ে প্রবেশ করানো হবে। তাদের বয়স ও আকার-আকৃতি কখনো হ্রাস-বৃদ্ধি হবে না।

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَدْخُلُ أَهْلُ الجَنَّةِ الجَنَّةَ جُرْدًا مُرْدًا مُكَحَّلِينَ أَبْنَاءَ ثَلاَثِينَ أَوْ ثَلاَثٍ وَثَلاَثِينَ سَنَةً.

মু'আয ইব্ন জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত। নবী (স.) বলেছেন : “জান্নাতিরা জান্নাতে প্রবেশের সময় তাদের শরীরে লোম থাকবে না, দাড়ি-গোঁফ থাকবে না এবং চোখে সুরমা লাগানো থাকবে। তারা হবে ত্রিশ অথবা তেত্রিশ বছরের যুবক।”[১৩৩]

জান্নাতিদের পোশাক ও অলংকার

ক. আল্লাহ তা'আলা বলেন : جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ

“তারা প্রবেশ করবে স্থায়ী জান্নাতে, সেখানে তাদেরকে স্বর্ণের কংকন ও মণি-মুক্তার অলংকারে সজ্জিত করা হবে এবং সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের।”[১৩৪]

খ. আল্লাহ তা'আলা বলেন :

---

১৩০. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : ছিফাতিল জান্নাতি ওয়া ছিফাতু নায়ীমিহা ওয়া আহলিহা , অনুচ্ছেদ : ফী দাওয়ামি নায়ীমি আহলিল্ জান্নাতি, (বৈরুত : দারুল জাবাল), খ. ৮, পৃ. ১৪৮, হাদিস নং-৭৩৩৬

১৩১. আহমদ ইব্ন হুছাইন ইব্ন আলী আবু বাকর আল-বায়হাকী, *শু'আবিল ঈমান*, অধ্যায় : তা'দীদু নিয়ামিল্লাহি আজ্জা ওয়া জাল্লা, অনুচ্ছেদ : ফাদলু ফিন নাওমি অল্লাজি হুয়া নি'মাতি মিন নিয়ামিল্লাহি তা'আলা ফী দারিদ দুনিয়া, (রিয়াদ : মাকতাবাতার রুশদ লিন নাশরি ওয়াত তাওযী,১৪২৩হি./২০০৩খ্রি.), খ. ৬, পৃ. ৪০৯, হাদিস নং-৪৪১৮

১৩২. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত তিরমিযী*, অধ্যায় : সিফাতিল জান্নাতি, অনুচ্ছেদ : মা জাআ ছিফাতি ছিয়াবি আহলিল জান্নতি, (বৈরুত : দারুল গুরুব আল-ইসলামি, ১৯৯৮খ্রি.), খ. ৪,পৃ. ২৬০, হাদিস নং-২৫৩৯

১৩৩. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্নু ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত তিরমিযী*, অধ্যায়: সিফাতিল জান্নাতি, অনুচ্ছেদ : মা জাআ সিন্নি আহলিল জান্নাতি, প্রাগুক্ত, খ. ৪,পৃ. ২৬৩, হাদিস নং-২৫৪৫

১৩৪. আল-কুরআন, *সূরা ফাতির* ৩৫ : ৩৩

أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا

"তাদের জন্য আছে স্থায়ী জান্নাত, যার নিচ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তাদেরকে স্বর্ণের কংকন দ্বারা অলংকৃত করা হবে। তারা সূক্ষ্ম ও গাঢ় রেশমের সবুজ পোশাক পরিধান করবে এবং সেখানে তারা সুসজ্জিত আসনের ওপর হেলান দিয়ে বসবে। এটা কতই না উত্তম প্রতিদান এবং কতই না উত্তম আশ্রয়স্থল।"[১৩৫]

গ. আল্লাহ তা'আলা বলেন :

عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا

"তাদের ওপর মিহিন রেশমের সবুজ পোশাক ও মখমলের কাপড় থাকবে এবং তাদেরকে রৌপ্যের কংকন পরানো হবে।"[১৩৬]

জান্নাতিদের সুসজ্জিত আসনসমূহ

ক. আল্লাহ তা'আলা বলেন : مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ

"তারা সবুজ গালিচা ও সুন্দর বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে।"[১৩৭]

খ. আল্লাহ তা'আলা বলেন ; عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ

"স্বর্ণ খচিত আসনসমূহের ওপর তারা হেলান দিয়ে মুখোমুখি হয়ে বসবে।"[১৩৮]

গ. আল্লাহ তা'আলা বলেন : مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا

"তারা সুসজ্জিত আসনের ওপর ঠেস লাগিয়ে বসবে।"[১৩৯]

ঘ. আল্লাহ তা'আলা বলেন : فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ

"তথায় (জান্নাতে) ঝর্ণাধারা প্রবহমান থাকবে, সেখানে উন্নত আসনসমূহ থাকবে, পান-পাত্র সমূহ সুসজ্জিত থাকবে। সারি সারি সাজানো বালিশ, আর বিস্তৃত বিছানো গালিচা থাকবে।"[১৪০]

জান্নাতিদের আসবাবপত্রসমূহ

ক. আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا

"আর তাদেরকে পরিবেশন করা হবে রূপার পাত্রে এবং কাঁচের পেয়ালায়। সে কাঁচ রূপা জাতীয় হবে এবং সেগুলোকে পরিমাণ মত ভর্তি করে রাখা হবে।"[১৪১]

খ. আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"তাদের সামনে সোনার থালা ও পানপাত্র পরিবেশন করা হবে। সেখানে রয়েছে সবকিছু মন যা চায় এবং চোখ জুড়ানো জিনিস সমূহ । (তাদেরকে বলা হবে) তোমরা এখানে চিরদিন থাকবে।"[১৪২]

---

১৩৫. আল-কুরআন, *সূরা কাহাফ* ১৮ : ৩১
১৩৬. আল-কুরআন, *সূরা দাহর* ৭৬ : ২১
১৩৭. আল-কুরআন, সূরা আর রহমান ৫৫ : ৭৬
১৩৮. আল-কুরআন, সূরা ওয়াকিয়া ৫৬ : ১৫-১৬
১৩৯. আল-কুরআন, *সূরা কাহাফ* ১৮ : ৩১
১৪০. আল-কুরআন, *সূরা গাশিয়াহ* ৮৮ : ১২-১৬
১৪১. আল-কুরআন, *সূরা দাহর* ৭৬ : ১৫-১৬
১৪২. আল-কুরআন, *সূরা যুখরুফ* ৪৩ : ৭১

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- « أَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ وَمَجَامِرُهُمُ الأَلُوَّةُ وَأَزْوَاجُهُمُ الْحُورُ الْعِينُ ».

গ. আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "তাদের চিরুনি হবে স্বর্ণের। তাদের গায়ের ঘাম হতে মিশকের ঘ্রাণ আসবে এবং তাদের ধূপদানী হবে 'আলূওয়াহ্' নামে এক ধরনের সুগন্ধি কাঠ দিয়ে তৈরি।"[১৪৩]

জান্নাতিদের পেশাব-পায়খানা করতে হবে না

عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ -ﷺ- يَقُولُ « إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَأْكُلُونَ فِيهَا وَيَشْرَبُونَ وَلاَ يَتْفُلُونَ وَلاَ يَبُولُونَ وَلاَ يَتَغَوَّطُونَ وَلاَ يَمْتَخِطُونَ ». قَالُوا فَمَا بَالُ الطَّعَامِ قَالَ « جُشَاءٌ وَرَشْحٌ كَرَشْحِ الْمِسْكِ يُلْهَمُونَ التَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ كَمَا يُلْهَمُونَ النَّفَسَ ».

ক. জাবির (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স.)-কে বলতে শুনেছি,তিনি বলেন : "জান্নাতবাসীগণ জান্নাতে খাবার খাবে এবং পান করবে কিন্তু সেখানে থুতু ফেলবে না, পেশাব পায়খানা করার প্রয়োজন হবে না। এমনকি তাদের নাকে ময়লাও জমবে না। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে খাদ্য যাবে কোথায়? রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, ঢেকুর এবং মেশকের ন্যায় সুগন্ধযুক্ত ঘ্রাণ দ্বারা নিঃশেষ হয়ে যাবে। আল্লাহর তাসবীহ ও প্রশংসা তাদের অন্তরে সেভাবে ঢেলে দেয়া হবে, যেভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস অবিরাম চলে।"[১৪৪]

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

জাহান্নামের বিবরণ

'জাহান্নাম' আরবি শব্দ। শব্দটি হিব্রু Gehinnon থেকে আরবি ভাষায় গৃহীত হয়েছে। আরবিতে জাহান্নামকে 'নার' বলা হয়, ফরাসি ভাষায় দোজখ এবং বাংলায় নরক বলা হয়ে থাকে। আভিধানিক অর্থ শাস্তির স্থান, দুঃখময় স্থান, নরক ইত্যাদি।[১৪৫]

পারিভাষিক অর্থ মৃত্যুর পর অপরাধীদেরকে যে আগুনে শাস্তি দেয়া হবে তাকে জাহান্নাম বলে।[১৪৬]

জাহান্নামে নানা প্রকার কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তির বিশাল বিভীষিকাময় স্থান। তাতে রয়েছে প্রজ্বলিত আগুনের লেলিহান শিখা, বিষধর সাপ, সীমাহীন হীম ঠাণ্ডা ও নানা রকম কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা, মহান আল্লাহ তাঁর নাফরমান বান্দাদের শাস্তি দেওয়ার জন্য জাহান্নাম তৈরি করে রেখেছেন। পবিত্র কুরআন ও হাদিসের বিবরণ ব্যতীত জাহান্নাম সম্পর্কে জানার অন্য কোন উপায় নেই।[১৪৭]

জাহান্নামের পরিচয়

আল্লাহ তা'আলা বলেন : إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا

"নিশ্চয়ই জাহান্নাম একটি ঘাঁটি। আল্লাহ্দ্রোহীদের প্রত্যাবর্তন স্থল। সেখানে তারা যুগ যুগ ধরে অবস্থান করবে।"[১৪৮]

---

১৪৩. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : ছিফাতুল জান্নাতি ওয়া ছিফাতু নায়ীমিহা ওয়া আহলুহা, অনুচ্ছেদ : আওয়ালু যুমরাতি তাদখুলুল জান্নাতা আলা ছুরাতিল ক্বামারি লাইলাতিল বাদরি, (বৈরুত : দারুল জাবাল), খ. ৮, পৃ. ১৪৬, হাদিস নং-৭৩২৮

১৪৪. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : ছিফাতুল জান্নাতি ওয়া ছিফাতু নায়ীমিহা ওয়া আহলুহা, অনুচ্ছেদ : ছিফাতুল জান্নাতি ওয়া আহলিহা ওয়া তাসবীহিহিম ফীহা বুকরাতাও ওয়া আশিইয়্যা, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ১৪৭ , হাদিস নং-৭৩৩১

১৪৫. মাওলানা মোহাম্মদ তৈয়ব আলী, *জান্নাতের অফুরন্ত নিআমত ও জাহান্নামের অন্তহীন শস্তি*, (ঢাকা : ফয়জুল্লাহ প্রকাশনী, ২০০৭খ্রি.), পৃ.৯৯

১৪৬. জুবরান মাসউদ, *আর-রায়িদু মু'জামুন আলিফবাইয়্যন ফিল লুগাতি ওয়ালআলাম*, (বৈরুত : দারুল ইলম লিল মালাঈন, ২০০৫খ্রি.), পৃ. ২৩২

১৪৭. লেখক মণ্ডলী, *ফাতাওয়া ও মাসাইল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৪

১৪৮. আল-কুরআন, *সূরা নাবা* ৭৮ : ২১-২৩

জাহান্নামের সংখ্যা

জাহান্নামের সংখ্যা সাতটি। যথা :

১. **হাবিয়া :** যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ

"আর যার নেকীর পাল্লা হালকা হবে, তার ঠিকানা হবে হাবিয়া। আপনি কি জানেন তা কী? তা হলো প্রজ্বলিত আগুন।"[১৪৯]

২. **জাহিম :** যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন

وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ

"আর যদি সে পথভ্রষ্ট মিথ্যারোপকারীদের একজন হয়, তবে তার আপ্যায়ন হবে উত্তপ্ত পানি দ্বারা এবং সে নিক্ষিপ্ত হবে (জাহিমে) অগ্নিতে। এটা তো ধ্রুব সত্য।"[১৫০]

৩. **সাকার :** যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন :

سَأُصْلِيهِ سَقَرَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ

"আমি তাকে প্রবেশ করাব (সাকার) অগ্নিতে। আপনি কি জানেন (সাকার) অগ্নি কি? এটা (জীবিত অবস্থায়) রাখবে না এবং (মৃত অবস্থায়) ছেড়ে দিবে না। এটা মানুষকে দগ্ধ করবে। এতে নিয়োজিত আছে উনিশ জন ফেরেশতা।"[১৫১]

৪. **সাইর :** যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন :بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا

"বরং তারা কিয়ামতকে অস্বীকার করে এবং যে কিয়ামতকে অস্বীকার করে, আমি তার জন্যে প্রস্তুত করেছি 'সাঈর'(জ্বলন্ত অগ্নি)।"[১৫২]

৫. **লাযা :** যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন: كَلَّا إِنَّهَا لَظَى نَزَّاعَةً لِلشَّوَى تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى

"কখনই নয়। নিশ্চয়ই এটা তো লাযা (লেলিহান অগ্নি শিখা)। যা (শরীর হতে) চামড়া তুলে দিবে। এটা সেই ব্যক্তিকে ডাকবে যে সত্যের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিল ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল।"[১৫৩]

৬. **হুতামাহ :** যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন:

كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ

"কখনই না, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে (হুতামাহয়) পিষ্টকারীর মধ্যে। আপনি কি জানেন, পিষ্টকারী কী? এটা আল্লাহ্‌র প্রজ্বলিত আগুন, যা হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছবে।"[১৫৪]

৭. **জাহান্নাম :** যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ اصْلَوْهَا

"সেদিন তাদেরকে ধাক্কা মারতে মারতে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের অগ্নির দিকে । (বলা হবে,) এটা সেই অগ্নি, যাকে তোমরা মিথ্যা মনে করতে। এটা কি জাদু, না কি তোমরা দেখতে পাচ্ছ না? এতে তোমরা প্রবেশ কর।"[১৫৫]

---

১৪৯. আল-কুরআন, *সূরা ক্বারিয়াহ* ১০১ : ৮-১১
১৫০. আল-কুরআন, *সূরা ওয়াকিয়াহ* ৫৬ : ৯২-৯৫
১৫১. আল-কুরআন, *সূরা মুদ্দাসির* ৭৪ : ২৬-৩০
১৫২. আল-কুরআন, *সূরা ফুরকান* ২৫ : ১১
১৫৩. আল-কুরআন, *সূরা মাআরিজ* ৭০ : ১৫-১৭
১৫৪. আল-কুরআন, *সূরা হুতামাহ* ১০৪ : ৪-৭
১৫৫. আল-কুরআন, *সূরা আত-তূর* ৫২ : ১৩-১৬

জাহান্নামের বেষ্টনী ও প্রাচীর

ক. আল্লাহ তা'আলা বলেন : إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا

"নিশ্চয়ই আমি জালিমদের জন্য আগুন তৈরি করে রেখেছি, যার বেষ্টনীসমূহ তাদের ঘিরে রাখবে।"[১৫৬]

খ. আল্লাহ তা'আলা বলেন :

لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ

"তাদের জন্য তাদের ওপর দিক থেকে বেষ্টনকারী অগ্নিশিখা থাকবে এবং তাদের নিচের দিক থেকে বেষ্টনকারী অগ্নিশিখা থাকবে। এ শাস্তির বর্ণনা দ্বারা আল্লাহ আপন বান্দাগণকে সতর্ক করেছেন। কাজেই হে আমার বান্দাগণ! আমাকে ভয় কর।"[১৫৭]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لِسُرَادِقِ النَّارِ أَرْبَعَةُ جُدُرٍ كِثَفُ كُلِّ جِدَارٍ مِثْلُ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ سَنَةً»

গ. আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "চারটি প্রাচীর দ্বারা জাহান্নাম পরিবেষ্টিত। এর প্রতিটি প্রাচীরের প্রস্থ চল্লিশ বছরে অতিক্রান্ত পথের দূরত্বের সমান।"[১৫৮]

জাহান্নামের গভীরতা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- إِذْ سَمِعَ وَجْبَةً فَقَالَ النَّبِيُّ -ﷺ- « تَدْرُونَ مَا هَذَا ». قَالَ قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ « هَذَا حَجَرٌ رُمِىَ بِهِ فِى النَّارِ مُنْذُ سَبْعِينَ خَرِيفًا فَهُوَ يَهْوِى فِى النَّارِ الآنَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى قَعْرِهَا ».

আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে বসা ছিলাম, এমন সময় একটি বিকট শব্দ শোনা গেল। নবী করীম (স.) বললেন : "তোমরা কি জান এটা কিসের শব্দ? আমরা বললাম : আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন : এটা একটি পাথর, যা সত্তর বছর পূর্বে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, আর তা তার তলদেশে যেতে ছিল এবং এতদিনে সেখানে গিয়ে পৌঁছেছে (এটি তারই শব্দ)।"[১৫৯]

জাহান্নামের আগুনের তীব্রতা

ক. আল্লাহ তা'আলা বলেন : فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى

"সুতরাং আমি তোমাদেরকে প্রজ্বলিত আগুনের ভয় প্রদর্শন করছি।"[১৬০]

খ. আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى

"আর তা উপেক্ষা করবে সে, যে চরম হতভাগা। সে ভয়াবহ আগুনে প্রবেশ করবে। তারপর সেখানে সে মরবেও না আর জীবিতও থাকবে না।"[১৬১]

গ. আল্লাহ তা'আলা বলেন : قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا

"(হে নবী) আপনি বলে দিন, জাহান্নামের আগুন (দুনিয়ার আগুন অপেক্ষা) অধিক গরম।"[১৬২]

---

১৫৬. আল-কুরআন, *সূরা কাহাফ* ১৮ : ২৯

১৫৭. আল-কুরআন, *সূরা যুমার* ৩৯ : ১৬

১৫৮. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবনু ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত তিরমিযী*, অধ্যায় : ছিফাতি জাহান্নাম, অনুচ্ছেদ : মা জাআ ফী ছিফাতি শারাবি আহলিন নারি, (বৈরুত : দারুল গুরুব আল-ইসলামী, ১৯৯৮), খ. ৪,পৃ. ২৮৭, হাদিস নং-২৫৮৪

১৫৯. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী,*সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : ছিফাতুল জান্নাতি ওয়া ছিফাতু নায়ীমিহা ওয়া আহলিহা, অনুচ্ছেদ : ফী শিদ্দাতি হার্‌রিনা নারি জাহান্নামা ওয়া বা'দি কা'রিহা..., (বৈরুত : দারুল জাবাল), খ. ৮, পৃ. ১৫০, হাদিস নং-৭৩৪৬

১৬০. আল-কুরআন, *সূরা লাইল* ৯২ : ১৪

১৬১. আল-কুরআন, *সূরা আল-আ'লা* ৮৭ : ১১-১৩

১৬২. আল-কুরআন, *সূরা তাওবা* ৯ : ৮১

ঘ. আল্লাহ তা'আলা বলেন: كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا

"যখনই তার আগুন নিস্তেজ হয়ে আসবে, তখন তাদের জন্য আগুনকে বৃদ্ধি করে দিব।"[১৬৩]

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِىَّ -ﷺ- قَالَ « نَارُكُمْ هَذِهِ الَّتِى يُوقِدُ ابْنُ آدَمَ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ ». قَالُوا وَاللَّهِ إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ « فَإِنَّهَا فُضِّلَتْ عَلَيْهَا بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا كُلُّهَا مِثْلُ حَرِّهَا ».

ঙ. আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করিম (স.) বলেছেন : "তোমাদের আগুন যা আদম সন্তান জ্বালায়, তা (তাপমাত্রার দিক থেকে) জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ মাত্র। তারা (সাহাবাগণ) বললেন : আল্লাহর কসম (জাহান্নামিদের শাস্তির জন্য দুনিয়ার) এ আগুনই তো যথেষ্ট ছিল। হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন : তা হবে (জাহান্নামের আগুন) দুনিয়ার আগুনের চেয়ে উনসত্তর গুণ বেশি গরম। আর তার প্রত্যেকটি অংশ দুনিয়ার আগুনের ন্যায় গরম হবে।"[১৬৪]

জাহান্নামিদের গায়ের চামড়া পুড়ে গেলেই নতুন চামড়া লাগিয়ে শাস্তি

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا

"নিশ্চয়ই যারা আমার নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করে, অচিরেই আমি তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। যখনই তাদের চামড়া পুড়ে যাবে, তখনই আমি তা পরিবর্তন করে দিব অন্য চামড়া দিয়ে যাতে তারা শাস্তি ভোগ করতে পারে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"[১৬৫]

জাহান্নামের সবচাইতে কম শাস্তি

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- « إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا مَنْ لَهُ نَعْلاَنِ وَشِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ يَغْلِى مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَغْلِى الْمِرْجَلُ مَا يَرَى أَنَّ أَحَدًا أَشَدُّ مِنْهُ عَذَابًا وَإِنَّهُ لأَهْوَنُهُمْ عَذَابًا ».

ক. নু'মান ইবন বশীর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "জাহান্নামিদের মধ্যে সবচেয়ে হালকা শাস্তি দেয়া হবে সেই ব্যক্তিকে, যাকে এক জোড়া আগুনের সেন্ডেল পরানো হবে এবং তার ফিতা দুটোও হবে আগুনের তৈরি। এতেই তার মগজ এমন ভাবে ফুটতে থাকবে, যেভাবে চুলার ওপরে ডেকচিতে পানি ফুটতে থাকে। সে মনে করবে, তার চেয়ে কঠিন আজাব অন্য কেউ ভোগ করছেনা। অথচ সে হবে সর্বাপেক্ষা কম শাস্তি প্রাপ্ত ব্যক্তি।"[১৬৬]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ « أَهْوَنُ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا أَبُو طَالِبٍ وَهُوَ مُنْتَعِلٌ بِنَعْلَيْنِ يَغْلِى مِنْهُمَا دِمَاغُهُ ».

খ. ইবন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "জাহান্নামের মধ্যে সবচেয়ে হালকা শাস্তি হবে আবূ তালেবের। তাকে দুটি জুতা পরানো হবে মাত্র। এতেই তার মাথার মগজ ফুটতে থাকবে।"[১৬৭]

জাহান্নামের ক্রোধ, গর্জন ও হুংকার

ক. আল্লহ তা'আলা বলেন: إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا

---

১৬৩. আল-কুরআন, *সূরা বানী ইসরাঈল* ১৭ : ৯৭

১৬৪. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী,*সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : ছিফাতুল জান্নাতি ওয়া ছিফাতু নায়ীমিহা ওয়া আহলিহা,অনুচ্ছেদ : ফী শিদ্দাতি হার্‌রিনা নারি জাহান্নামা ওয়া বা'দি কা'রিহা..., (বৈরুত : দারুল জাবাল), খ. ৮, পৃ. ১৪৯, হাদিস নং-৭৩৪৪

১৬৫. আল-কুরআন, *সূরা নিসা* ৪ : ৫৬

১৬৬. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আল-ঈমান, অনুচ্ছেদ : আহওয়ানু আহলিন নারি 'আযাবান, (বৈরুত : দারুল জাবাল), খ. ১, পৃ. ১৩৬, হাদিস নং-৫৩৯

১৬৭. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আল-ঈমান,অনুচ্ছেদ : আহওয়ানু আহলিন নারি 'অযাবান, (বৈরুত: দারুল জাবাল), খ. ১, পৃ. ১৩৫, হাদস নং-৫৩৭

“জাহান্নাম যখন দূর হতে তাদেরকে (জাহান্নামিদের) দেখবে,তখন তারা তার গর্জন ও হুংকার শুনতে পাবে।”[১৬৮]

খ. আল্লাহ তা’আলা বলেন :

إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ

“যখন তারা (জাহান্নামে) নিক্ষিপ্ত হবে, তখন তারা তার বিকট গর্জন শুনতে পাবে, এবং তা এমন উত্তেজিত হবে যেন এখনই ক্রোধে ফেটে পড়বে।”[১৬৯]

জাহান্নামিকে জাহান্নামে যেতেই হবে

আল্লাহ তা’আলা বলেন : وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ

“নিশ্চয়ই পাপীরা জাহান্নামে যাবে, তারা বিচার দিন এতে প্রবেশ করবে এবং সেখান থেকে অনুপস্থিত থাকতে পারবে না।”[১৭০]

জাহান্নামিদের খাদ্য

এক : যাক্কুম

ক. আল্লাহ তা’আলা বলেন : إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ كَغَلْيِ الْحَمِيمِ

“নিশ্চয়ই যাক্কুম গাছ পাপীদের খাদ্য হবে, যা গলিত তামার মতো, এটা পেটে ফুটতে থাকবে ফুটন্ত পানির মতো।”[১৭১]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ: {اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ أَنَّ قَطْرَةً مِنَ الزَّقُّومِ قُطِرَتْ فِي دَارِ الدُّنْيَا لأَفْسَدَتْ عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا مَعَايِشَهُمْ، فَكَيْفَ بِمَنْ يَكُونُ طَعَامَهُ؟.هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

খ. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ,রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : “যদি যাক্কুমের এক ফোঁটা দুনিয়াতে ফেলে দেয়া হত, তাহলে দুনিয়াবাসীদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে যেত। তাহলে ঐ ব্যক্তির কি অবস্থা হবে এটা যার খাদ্য হবে।”[১৭২]

দুই : দারী

আল্লাহ তা’আলা বলেন : لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ

“কাঁটাযুক্ত গুল্ম ছাড়া তাদের জন্য কোন খাবার থাকবে না, যা তাদের পুষ্ট করবে না এবং তাদের ক্ষুধাও নিবৃত্ত করবে না।”[১৭৩]

তিন : যা-গুসসা।

আল্লাহ তা’আলা বলেন : إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا

“নিশ্চয়ই আমার কাছে রয়েছে শিকল ও অগ্নিকুণ্ড এবং এমন খাবার যা গলায় আটকে যায় আর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।”[১৭৪]

চার : গিসলীন

আল্লাহ তা’আলা বলেন : فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ

---

১৬৮. আল-কুরআন, *সূরা ফুরকান* ২৫ : ১২

১৬৯. আল-কুরআন, *সূরা মুল্‌ক* ৬৭ : ৭-৮

১৭০. আল-কুরআন, সূরা ইনফিত্বর ৮২:১৪-১৬

১৭১. আল-কুরআন, *সূরা দুখান* ৪৪ : ৪৩-৪৬

১৭২. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌নু ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত তিরমিযী*, অধ্যায় : ছিফাতি জাহান্নাম, অনুচ্ছেদ : মা জাআ ফী ছিফাতি শারাবি আহলিন নারি, (বৈরুত : দারুল গুরুব আল-ইসলামী, ১৯৯৮), খ. ৪,পৃ. ২৮৮, হাদিস নং-২৫৮৫

১৭৩. আল-কুরআন, *সূরা গাশিয়াহ* ৮৮ : ৬-৭

১৭৪. আল-কুরআন, *সূরা মুযযাম্মিল* ৭৩ : ১২-১৩

"অতএব আজ সেখানে তার কোন বন্ধু নেই। আর কোন খাবার নেই, ক্ষত নিঃসৃত পুঁজ ছাড়া, যা অপরাধী ছাড়া আর কেউ তা খাবে না।"[১৭৫]

জাহান্নামিদের পানীয়

এক : হামিম (গরম পানি)

আল্লাহ তা'আলা বলেন : **وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ**

"আর তাদেরকে পান করানো হবে ফুটন্ত পানি। যা তাদের নাড়িভুঁড়ি ছিন্নভিন্ন করে দেবে।"[১৭৬]

দুই : কালমুহলে (গলিত ধাতুর ন্যায় পানীয়)

ক. আল্লাহ তা'আলা বলেন : **وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا**

"তারা পানীয় চাইলে তাদেরকে দেয়া হবে গলিত ধাতুর ন্যায় পানি, যা তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে, এটি নিকৃষ্ট পানীয় আর জাহান্নাম কত নিকৃষ্ট আশ্রয়।"[১৭৭]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ: {كَالمُهْلِ} قَالَ: كَعَكَرِ الزَّيْتِ، فَإِذَا قَرَّبَهُ إِلَى وَجْهِهِ سَقَطَتْ فَرْوَةُ وَجْهِهِ فِيهِ.هَذَا حَدِيثٌ، لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ رِشْدِينَ بْنِ سَعْدٍ، وَرِشْدِينُ قَدْ تُكُلِّمَ فِيهِ.

খ. আবূ সাঈদ (রা.) হতে বর্ণিত। নবী (স.) বলেছেন : "আল্লাহ তা'আলার বাণী 'কালমুহলে'-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন : এটা যায়তুন তেলের ন্যায়। যখন তা মুখমণ্ডলের নিকটবর্তী করা হবে তখন (গরমের তাপে) তার মুখের চামড়া এর মধ্যে খসে পড়বে।"[১৭৮]

তিন : গাসসাক পুঁজ

ক. আল্লাহ তা'আলা বলেন :

هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ

"আর সীমালংঘনকারীদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্টতম পরিণাম জাহান্নাম, সেখানে তারা প্রবেশ করবে, আর তা কত নিকৃষ্টতম স্থান (সীমালংঘনকারীদের জন্য)। তাই তারা স্বাদগ্রহণ করুক ফুটন্ত পানি ও পুঁজের। আরো রয়েছে এরূপ বিভিন্ন ধরনের শাস্তি।"[১৭৯]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ،عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَوْ أَنَّ دَلْوًا مِنْ غَسَّاقٍ يُهْرَاقُ فِي الدُّنْيَا لَأَنْتَنَ أَهْلَ الدُّنْيَا»

খ. আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। নবী (স.) বলেছেন : "জাহান্নামিদের (খাদ্য) পুঁজের এক বালতিও যদি দুনিয়াতে ঢেলে দেওয়া হত, তাহলে পুরা দুনিয়া দুর্গন্ধময় হয়ে যেত।"[১৮০]

চার : মা-উন ছাদীদ (গলিত পুঁজ)

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ

---

১৭৫. আল-কুরআন, *সূরা হাক্কাহ* ৬৯:৩৫-৩৭

১৭৬. আল কুরআন, সূরা মুহাম্মদ ৪৭ : ১৫

১৭৭. আল-কুরআন, *সূরা কাহাফ* ১৮ : ২৯

১৭৮. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌নু ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত তিরমিযী*, অধ্যায়: ছিফাতি জাহান্নাম, অনুচ্ছেদ: মা জাআ ফী ছিফাতি শারাবি আহলিন নারি, (বৈরুত: দারুল গুরুব আল-ইসলামী, ১৯৯৮), খ. ৪,পৃ. ২৮৫, হাদিস নং-২৫৮১

১৭৯. আল-কুরআন, *সূরা সোয়াদ* ৩৮ : ৫৫-৫৮

১৮০. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌নু ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত তিরমিযী*, অধ্যায় : ছিফাতি জাহান্নাম, অনুচ্ছেদ : মা জাআ ফী ছিফাতি শারাবি আহলিন নারি, (বৈরুত : দারুল গুরুব আল-ইসলামী, ১৯৯৮), খ. ৪,পৃ. ২৮৭, হাদিস নং-২৫৮৪

“তাদের প্রত্যেকের জন্য পরিণামে জাহান্নাম রয়েছে এবং প্রত্যেককে পান করানো হবে গলিত পুঁজ, যা সে অতি কষ্টে গলাধঃকরণ করবে এবং তা গলাধঃকরণ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে। সকল দিক থেকে তার নিকট আসবে মৃত্যু যন্ত্রণা, কিন্তু তার মৃত্যু ঘটবে না এবং সে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে থাকবে।”[১৮১]

জাহান্নামিদের পোশাক

এক : আগুনের পোশাক

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ

“এরা হচ্ছে দুটি দল, তারা তাদের প্রতিপালকের ব্যাপারে বিতর্ক করে । অতঃপর যারা কুফুরি করে তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে আগুনের পোশাক, তাদের মাথার ওপর ঢেলে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি।”[১৮২]

দুই : আলকাতরার পোশাক

ক. আল্লাহ তা'আলা বলেন : سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ

“তাদের জামা হবে আলকাতরার এবং মুখমণ্ডলকে আগুন আচ্ছন্ন করে ফেলবে।”[১৮৩]

খ. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেছেন : 'কাতিরুন' বলা হয় গলিত তামাকে। উক্ত কঠিন গরম আগুনের মত তামা জাহান্নামিদের পোশাক হবে। আগুন তাদের মুখমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করবে। তা মাথা থেকে উপরের দিকে ওঠতে থাকবে। এতে চেহারা বিকৃত হয়ে যাবে।[১৮৪]

জাহান্নামিদের বিছানা : আল্লাহ তা'আলা বলেন : لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ

“জাহান্নামে তাদের জন্য থাকবে আগুনের বিছানা, তাদের ওপরের চাদরও হবে আগুনের। এমনভাবেই আমি জালিমদেরকে প্রতিফল দিয়ে থাকি।”[১৮৫]

জাহান্নামের সাপ ও বিচ্ছুর দংশন

عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ الزُّبَيْدِيَّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ فِي النَّارِ حَيَّاتٍ كَأَمْثَالِ أَعْنَاقِ الْبُخْتِ، تَلْسَعُ إِحْدَاهُنَّ اللَّسْعَةَ فَيَجِدُ حَمْوَتَهَا أَرْبَعِينَ خَرِيفًا، وَإِنَّ فِي النَّارِ عَقَارِبَ كَأَمْثَالِ الْبِغَالِ الْمُوكَفَةِ، تَلْسَعُ إِحْدَاهُنَّ اللَّسْعَةَ، فَيَجِدُ حَمْوَتَهَا أَرْبَعِينَ سَنَةً "

ক. আব্দুল্লাহ ইব্‌ন হারেছ ইব্‌ন জায আয-যুবাইদী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : “জাহান্নামে সাপ বোখতী (খোরাসানী) উটের মত হবে। সে সাপগুলোর কোন একটি সাপ একবার দংশন করলে চল্লিশ বছর পর্যন্ত তার বিষক্রিয়া থাকবে। আর জাহান্নামে কাঠ বহনকারী খচ্চরের ন্যায় বিচ্ছু আছে। এর কোন একটি একবার দংশন করলে তার বিষক্রিয়াও চল্লিশ বছর পর্যন্ত অনুভব করবে।”[১৮৬]

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ} [النحل:88] قَالَ: زِيدُوا عَقَارِبَ أَنْيَابُهَا كَالنَّخْلِ الطِّوَالِ.

---

১৮১. আল-কুরআন, *সূরা ইব্রাহীম* ১৪ : ১৬-১৭

১৮২. আল-কুরআন, *সূরা হজ্জ* ২২ : ১৯

১৮৩. আল-কুরআন, *সূরা ইব্রাহীম* ১৪ : ৫০

১৮৪. আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনু উমর কাছীর, *তাফসীরুল কুরআনিল আজীম*, (বৈরুত : দারুল কিতাবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১৯হি.), খ. ৪,পৃ. ৪৪৮

১৮৫. আল-কুরআন, সূরা আরাফ ৭ : ৪১

১৮৬. ইমাম আমদ ইব্‌ন হাম্বল, *মুসনাদু আহমাদ*, অধ্যায় : মুসনাদুমশ শামিলীন,অনুচ্ছেদ : হাদিসু আব্দুল্লাহ বিন হারিস বিন জুযইন আয-যুবাইদী (রা.), (মুয়সসাসাতুর রিসালাহ, ১৪২১হি./২০০১খ্রি.), খ. ২৯,পৃ. ২৫১, হাদিস নং-১৭৭১২

খ. আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) মহান আল্লাহর বাণী : "আমি তাদের শাস্তির ওপর শাস্তি বাড়িয়ে দেব।"[১৮৭] উক্ত আয়াতের তাফসিরে বলেন : "জাহান্নামিদের শাস্তি বৃদ্ধি করার জন্য বিচ্ছুর দাঁত লম্বা খেজুরের মত হবে।"[১৮৮]

শিকল ও বেড়ি পরিয়ে শাস্তি

ক. আল্লাহ তা'আলা বলেন : إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا

"নিশ্চয়ই আমি কাফিরদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি শিকল, বেড়ি ও প্রজ্বলিত আগুন।"[১৮৯]

খ. আল্লাহ তা'আলা বলেন : ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ

"অতঃপর তাকে শৃঙ্খলিত কর সত্তর গজ দীর্ঘ এক শিকলে।"[১৯০]

গ. আল্লাহ তা'আলা বলেন : إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ

"যখন তাদের গলদেশে বেড়ি ও শিকল থাকবে, তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে ফুটন্ত পানিতে, এরপর তাদেরকে দগ্ধ করা হবে আগুনে।"[১৯১]

মাথার সম্মুখ ভাগের চুল ও পা ধরে টেনে হেঁচড়ে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হবে

ক. আল্লাহ তা'আলা বলেন : يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ

"যেদিন তাদেরকে উপুড় করে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের দিকে। (বলা হবে) জাহান্নামের শাস্তি ভোগ কর।"[১৯২]

খ. আল্লাহ তা'আলা বলেন : يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ

"অপরাধীদেরকে তাদের চেহারা দ্বারা চেনা যাবে। তাদেরকে পাকড়াও করা হবে মাথার সম্মুখ ভাগের চুল ও পা ধরে।"[১৯৩]

গ. আল্লাহ তা'আলা বলেন : كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ

"কখনই নয়, যদি সে নিবৃত্ত না হয়, তবে আমি তাকে অবশ্য টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যাব, মাথার সম্মুখ ভাগের চুল ধরে, যে কেশগুচ্ছ মিথ্যাবাদী পাপিষ্ঠের।"[১৯৪]

লোহার হাতুড়ি দিয়ে পেটানো হবে

ক. আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ

"আর তাদের জন্য লোহার হাতুড়ি রয়েছে। যখনই তারা যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে সেখান (জাহান্নাম) থেকে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে সেখানে ফিরিয়ে নেয়া হবে এবং বলা হবে দহন শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর।"[১৯৫]

وَعَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَوْ أَنَّ مِقْمَعًا مِنْ حَدِيدٍ وُضِعَ فِي الْأَرْضِ، فَاجْتَمَعَ لَهُ الثَّقَلَانِ مَا أَقَلُّوهُ مِنَ الْأَرْضِ "

---

১৮৭. আল-কুরআন, *সূরা নাহল* ১৬ : ৮৮

১৮৮. আবুল হাসান নূরুদ্দীন আলী ইব্ন আবী বকর আল হায়সামী, *মাজমাউয যাওয়ায়িদ*, অধ্যায় : সিফাতুন্নার, পরিচ্ছেদ: যিয়াদাতু আহলিন্নারি মিনাল আযাব, (কাহিরা : মাকতাবুল কুদসী, ১৪১৪হি./১৯৯৪ইং), খ. ১০, পৃ. ৩৯০, হাদিস নং-১৮৬০০

১৮৯. আল-কুরআন, সূরা দাহর ৭৬ : 4

১৯০. আল-কুরআন, *সূরা হাক্কাহ* ৬৯ : ৩২

১৯১. আল-কুরআন, *সূরা মু'মিন* ৪০ : ৭১-৭২

১৯২. আল-কুরআন, *সূরা কামার* ৫৪ : ৪৮

১৯৩. আল-কুরআন, *সূরা আর-রহমান* ৫৫:৪১

১৯৪. আল-কুরআন, *সূরা আলাক* ৯৬ : ১৫-১৬

১৯৫. আল-কুরআন, *সূরা হজ্জ* ২২ : ২১-২২

খ. রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "জাহান্নামের একটি হাতুড়ি (গুর্জ) যদি মাটিতে রাখা হয়, তবে সমস্ত জিন ও মানুষ মিলেও তা উত্তোলন করতে সক্ষম হবে না।"[১৯৬]

জাহান্নামিদের পাহাড় থেকে নিক্ষেপ করে শাস্তি দেয়া হবে

ক. আল্লাহ তা'আলা বলেন : سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا

"আমি অচিরেই তাকে সাউদ পাহাড়ে (জাহান্নামের একটি পাহাড়ে) চড়তে বাধ্য করব।"[১৯৭]

عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الصَّعُودُ جَبَلٌ مِنْ نَارٍ يَتَصَعَّدُ فِيهِ الكَافِرُ سَبْعِينَ خَرِيفًا وَيَهْوِي فِيهِ كَذَلِكَ مِنْهِ أَبَدًا.هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، لاَ نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ لَهِيعَةَ.

খ. রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন: "জাহান্নামে সাউদ নামে একটি পাহাড় রয়েছে। জাহান্নামিকে সত্তর বছরে তার উপরে উঠানো হবে এবং সেখান থেকে নিচে নিক্ষেপ করা হবে। এ অবস্থা সবসময় অব্যাহত থাকবে।"[১৯৮]

জাহান্নামিদের মৃত্যু কামনা

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ

"তারা ডেকে বলবে, হে মালিক। তোমার পালনকর্তা আমাদেরকে নিঃশেষ করে দিক। তিনি বলবেন, তোমরা তো এভাবেই থাকবে। (আল্লাহ বলবেন) আমি তোমাদের নিকট সত্য দ্বীন পৌছিয়েছি, কিন্তু তোমাদের অধিকাংশ মানুষ সত্য দ্বীনের প্রতি ঘৃণাপরায়ণ।"[১৯৯]

জাহান্নামে মৃত্যু নেই

ক. আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ

"আর যারা কাফির, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন, তাদেরকে মৃত্যুর আদেশ দেয়া হবে না যে, তারা মরে যাবে, আর তাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তি লাঘবও করা হবে না। আমি প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে এভাবেই শাস্তি দিয়ে থাকি।"[২০০]

খ. আল্লাহ তা'আলা বলেন : ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى

"অতঃপর সে তাতে (জাহান্নামে) মরবেও না, বাঁচবেও না।"[২০১]

জাহান্নামিদের কান্নাকাটি, ফারিয়াদ ও আর্তচিৎকার

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ

"তারা সেখানে চিৎকার করে বলবে "হে আমার রব। আমাদের এখান থেকে বের করে দিন, আমরা সৎকাজ করব, পূর্বে যা করতাম তা করব না। আমি কি তোমাদেরকে এমন বয়স দান করিনি যে, সতর্ক হতে চাইলে সতর্ক হতে

---

১৯৬. ইমাম আমদ ইব্ন হাম্বল, *মুসনাদু আহমাদ*, অধ্যায়: মুসনাদুল মুকছিরীনা মিমনাস সাহাবাতি,অনুচ্ছেদ: মুসনাদু আবী সাঈদ খুদরী (রা.), (মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪২১হি./২০০১খ্রি.), খ. ১৭,পৃ. ৩৩৪, হাদিস নং-১১২৩৩

১৯৭. আল-কুরআন, *সূরা মুদ্দাসির* ৭৪:১৭

১৯৮. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত তিরমিযী*, অধ্যায় : সিফাতি জহান্নামা আন রাসূলিল্লাহ (স.), অনুচ্ছেদ : মা জাআ ফী সিফাতি কা'রি জাহান্নমা, (বৈরুত : দারুল গুরুব আল-ইসলমী, ১৯৯৮), খ. ৪,পৃ. ২৮৪, হাদিস নং-২৫৭৬

১৯৯. আল-কুরআন, *সূরা যুখরুফ* ৪৩ :৭৭-৭৮

২০০. আল-কুরআন, *সূরা ফাতির* ৩৫ : ৩৬

২০১. আল-কুরআন, *সূরা আ'লা* ৮৭ : ১৩

পারতে? আর তোমার নিকট তো সতর্ককারীও এসেছিল। সুতরাং আজাবের স্বাদ গ্রহণ কর। এরূপ জালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই।”[২০২]

জাহান্নামিরা সবকিছুর বিনিময়ে মুক্তি চাইবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلَّا إِنَّهَا لَظَى نَزَّاعَةً لِلشَّوَى

“অপরাধী চাইবে সেদিনের আজাব হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য নিজের সন্তান, স্ত্রী, ভাই ও পরিবার,যারা তাকে আশ্রয় দিত এবং পৃথিবীর সবকিছুর বিনিময় হিসেবে দিত, তারপরও সে নিজকে বাঁচাতে চাইবে। তা কখনো হবে না,যা চামড়া খসিয়ে ফেলবে।”[২০৩]

বিনিময় বা মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে না

ক. আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

“আজ তোমাদের থেকে কোন মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে না। আর না কাফেরদের থেকে। তোমাদের বাসস্থান হবে জাহান্নামের আগুন। এটাই তোমাদের বন্ধু । আর তা কতইনা নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল।”[২০৪]

খ. আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ

“নিশ্চয় যারা কাফির হয়ে গিয়েছে এবং কাফির অবস্থায় মারা যায়, কারো মুক্তির বিনিময়ে যদি পৃথিবী পরিমাণ স্বর্ণও দেওয়া হয় তবুও তা গৃহীত হবে না। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আজাব, আর তাদের কোন সাহায্যকারী নেই।”[২০৫]

জাহান্নামীরা আল্লাহর দীদার লাভ থেকে বঞ্চিত

আল্লাহ তা'আলা বলেন : كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ

“কখনও নয়, নিশ্চয়ই তারা সেদিন তাদের রবের দর্শন লাভ হতে বঞ্চিত হবে।”২০৬

জাহান্নামিরা কেন জাহান্নামি?

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَدْخُلُ النَّارَ إِلَّا شَقِيٌّ» ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَنِ الشَّقِيُّ؟ قَالَ: «مَنْ لَمْ يَعْمَلْ لِلَّهِ بِطَاعَةٍ، وَلَمْ يَتْرُكْ لَهُ مَعْصِيَةً»

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : “হতভাগ্য ছাড়া কোন ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। জিজ্ঞেস করা হলো হে আল্লাহর রাসূল! হতভাগ্য কে? তিনি বললেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য আনুগত্য করে না এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কোন গুনাহ পরিত্যাগ করে না।”[২০৭]

---

২০২. আল-কুরআন, *সূরা ফাত্বির* ৩৫ :৩৭

২০৩. আল-কুরআন, *সূরা মা'আরিজ* ৭০ : ১১-১৬

২০৪. আল- কুরআন, *সূরা হাদীদ* ৫৭ : ১৫

২০৫. আল-কুরআন, *সূরা আলি ইমরান* ৩ : ৯১

২০৬. আল-কুরআন, সূরা মুত্বাফফিফীন ৮৩ : ১৫

২০৭. অবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াযিদ ইব্‌ন মাজাহ আল-কাযভীনী, *সুনানু ইবনি মাজাহ*, অধ্যায় : আয-যুহুদ, অনুচ্ছেদ : মা ইয়ুরজা মিররাহমাতিল্লাহ ইয়ামাল ক্বিয়ামাহ, (মিশর : দারু ইহইয়ায়িল কিতাব আল-আরাবী), খ. ২,পৃ. ১৪৩৬, হাদিস নং-৪২৯৮

চতুর্থ অধ্যায়

আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে আখিরাতে বিশ্বাস

সুখ-সমৃদ্ধি ও শান্তিপূর্ণ জীবন মানুষের কামনা। মানুষের এই কামনা পূরণ হচ্ছে না। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা মানুষকে দিয়েছে উন্নতি-অগ্রগতি, কিন্তু কেড়ে নিয়েছে সুখ-শান্তি। মানুষ বিত্ত-বৈভবের ভিতরে বাস করেও অশান্তির দাবানলে পুড়ে মরছে। গোটা বিশ্বে শান্তির জন্য হাহাকার চলছে। কোথাও শান্তি খুঁজে পাচ্ছে না মানুষ। কারণ ইসলাম ছাড়া শান্তি অন্য কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। শান্তিপূর্ণ জীবনের জন্য প্রয়োজন ইসলামের একটি আদর্শ সমাজ। যে সমাজ দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতের মুক্তি নিশ্চিত করে। যে সমাজ বিনির্মাণে অনুপ্রেরণা জোগায় আখিরাতে বিশ্বাস। নিম্নে ইসলামের একটি আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে আখিরাতে বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

প্রথম পরিচ্ছেদ : ব্যক্তি চরিত্র গঠন

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : আদর্শ পরিবার গঠন

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : আদর্শ সমাজ গঠন

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : আদর্শ রাষ্ট্র গঠন

প্রথম পরিচ্ছেদ

ব্যক্তি চরিত্র গঠন

মানুষ সমাজে একতাবদ্ধ হয়ে বাস করে । দুই বা ততোধিক সদস্য নিয়ে পরিবার গঠিত হয়। আর বহুসংখ্যক পরিবার নিয়ে সমাজ গড়ে ওঠে। সমাজের প্রতিটি সদস্য যদি ব্যক্তিগত জীবনে সৎ, ন্যায়নিষ্ঠ ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী হয় তাহলে সমাজ সুন্দর হয়। আর যদি মানুষের ব্যক্তিজীবন হয় কলুষিত, তাহলে সমাজ হয় বিপর্যস্ত এবং সমাজের শান্তি হয় তিরোহিত। মানুষের ব্যক্তিগত সুন্দর জীবন গঠন করার ক্ষেত্রে আখিরাতে বিশ্বাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আখিরাতে বিশ্বাস মানুষের দুনিয়ার জীবনকে করে সুখময় ও শান্তিময় এবং সৎকর্মের মাধ্যমে আখিরাতে জান্নাত লাভের অনুপ্রেরণা জোগায়। নিম্নে ব্যক্তি চরিত্রের পরিচয়, চরিত্রের প্রকারভেদ, সচ্চরিত্র গঠনে আখিরাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব ও ব্যক্তি চরিত্র গঠনে আখিরাতে বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা করা হলো ।

চরিত্রের পরিচয়

চরিত্র শব্দের আভিধানিক অর্থ

চরিত্রের শব্দের আরবি প্রতিশব্দ খুলুকুন। এর বহুবচন আখলাক। ‘আখলাক’ অর্থ চরিত্র, অভ্যাস, স্বভাব।

মুফতি আমীমুল ইহসান বলেন : “খুলুকুন (চরিত্র)-এর শাব্দিক অর্থ অভ্যাস, স্বভাব, ব্যক্তিত্ব, নীতি ও ধর্ম।[১]

চরিত্র শব্দের পারিভাষিক অর্থ

ক. মুফতি আমীমুল ইহসান বলেন : “চরিত্র হলো আত্মার এমন এক দৃঢ় অবস্থা যা থেকে চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই সহজে ও স্বচ্ছন্দে কর্মের উদ্ভব হয়।”[২]

খ. ইমাম গাযযালী (র.) বলেন : “চরিত্র হলো মানব মনে গ্রথিত এমন অবস্থা, যা থেকে কোন কর্ম চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই সহজেই প্রকাশিত হয়।”[৩]

গ. মু’জেমুল ওসীত গ্রন্থকার বলেন : “চরিত্র হলো আত্মার এমন এক দৃঢ় অবস্থা যা থেকে চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন ছাড়াই ভাল অথবা মন্দ কর্ম প্রকাশিত হয়।”[৪]

ঘ. এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম বলেন : “কোন মানুষের আচার-আচরণ ও দৈনন্দিন কাজ-কর্মের মধ্য দিয়ে যে স্বভাব প্রকাশ পায় তাকে আখলাক বলে।”[৫]

চরিত্র বলতে মূলত ভাল চরিত্রকে বুঝায়। সুতরাং মানুষের স্বভাব, যখন সামগ্রিকভাবে সুন্দর, নির্মল ও মার্জিত হয়, তখন তাকে আখলাক, চরিত্র বা সচ্চরিত্র বলে। মানুষের পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কিত আচার-আচরণ ও কর্মকাণ্ড ইসলামি শরিয়াত অনুসারে সুষ্ঠু, সুন্দর, কল্যাণকর ও যথাযথভাবে পালন করাকে আখলাক বলে। মানুষের জীবনের সবদিক আখলাকের অন্তর্ভুক্ত। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত আখলাক বিস্তৃত।[৬] মানুষ আল্লাহ্ তা’আলার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। মানুষের এ শ্রেষ্ঠত্ব তার চরিত্র ও গুণাবলি এবং কর্মের মাধ্যমে ফুটে ওঠে।

আখলাক বা চরিত্রের প্রকারভেদ

আখলাক বা চরিত্র দুই প্রকার। যথা :

---

১. মুফতি আমীমুল ইহসান, *কাওয়ায়িদুল ফিকহ,* (দেওবন্দ : আশরাফিয়া বুক ডিপো,১৩৮১ হি.) পৃ.২৮১

২. মুফতি আমীমুল ইহসান, *কাওয়ায়িদুল ফিকহ,* (দেওবন্দ : আশরাফিয়া বুক ডিপো,১৩৮১ হি.) পৃ.২৮১

৩. আবু হামিদ মুহাম্মদ আল-গাযযালী, *ইহ্ইয়াউ উলূমিদ্দীন,* (বৈরুত : দারুল মা’আরিফ), খ. ৩, পৃ. ১৭৭

৪. ড. শাওকী দাইফ, *মু’জেমুল ওসীত,* (মিসর : মাকতাবুস সারুক আদ-দাওলিয়াহ, ২০০৪ ইং/১৪২৫হি.), পৃ.২৫২

৫. এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম, *ইসলামে আত্মশুদ্ধি ও চরিত্র গঠন,* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,২০০৩ ইং), পৃ.৮১

৬. এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম,প্রাগুক্ত,পৃ.৮১

ক. আখলাকে হামীদাহ বা প্রশংসনীয় চরিত্র।
খ. আখলাকে যামীমাহ বা নিন্দনীয় চরিত্র।

ক. আখলাকে হামীদাহ

যে স্বভাব বা যে আচরণ আল্লাহ ও তাঁর আল্লাহর রাসূল (স.)-এর কাছে প্রিয় তাকে আখলাকে হামীদাহ বা প্রশংসনীয় চরিত্র বলে। যেমন, তাকওয়া এবং এর থেকে উৎসারিত-সততা,আমানতদারি, ওয়াদা পালন, ন্যায়বিচার, মানব সেবা, পরিচ্ছন্নতা, শালীনতা ইত্যাদি।

খ. আখলাকে যামীমাহ

যে স্বভাব বা যে আচরণ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের কাছে ঘৃণিত ও নিন্দনীয় তাকে আখলাকে যামীমাহ বা নিন্দনীয় চরিত্র বলে। যেমন, মিথ্যা, প্রতারণা, পাপাচার, খিয়ানত, জুলুম-অত্যাচার পরনিন্দা ইত্যাদি।

সচ্চরিত্র গঠনে আখিরাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব

সচ্চরিত্র গঠনে আখিরাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব অত্যধিক। নিম্নে সেগুলো আলোচনা করা হলো।

ক. পূর্ণ সব চারিত্রিক গুণাবলি অর্জন

পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকে যুগে যুগে সকল জাতির কাছে সচ্চরিত্র গঠন কথাটি বড়ই সমাদৃত। সচ্চরিত্রবান লোককে সকল যুগেই শ্রদ্ধার চোখে দেখা হয়েছে। সত্য কথা বলা, বৈধ উপায়ে জীবনযাপন করা, অন্যের প্রতি দয়া প্রদর্শন, বিপন্নকে সাহায্য করা, অপরের জীবন, ধন-সম্পদ ও ইজ্জত-আবরুর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সকলের প্রতি ন্যায়বিচার করা, কর্মঠ ও সৎকর্মশীল হওয়া, আত্মত্যাগ, ধৈর্য ও সহনশীলতা, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ প্রভৃতি সচ্চরিত্রের গুণাবলি হিসেবে সর্বজন স্বীকৃত। এখন প্রশ্ন হলো, এ চারিত্রিক গুণাবলি কিভাবে অর্জন করা যায়? তা অর্জনের প্রেরণা কী করে লাভ করা যায় এবং সে প্রেরণার উৎসই বা কী হতে পারে? অবশ্য আল্লাহ ও পরকাল বিশ্বাস না করেও উপরে উল্লিখিত গুণাবলির কিছুটা যে অর্জন করা যায় না তা নয়, তবে তা হবে আংশিক, অস্থায়ী, অপূর্ণ ও একদেশদর্শী। জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে উক্ত গুণাবলি আংশিকভাবে অর্জন করা যেতে পারে শুধু দেশ ও জাতির স্বার্থে। আবার দেশ ও জাতির স্বার্থেই উক্ত গুণাবলি পরিহার করাই মহৎ কাজ বলে বিবেচিত হয়। জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে অন্য দেশ ও জাতিকে পদানত করা, অন্য জাতির লোককে দাসে পরিণত করে তাদেরকে পশুর চেয়ে হেয় জীবনযাপন করতে বাধ্য করা মোটেই দোষণীয় মনে করা হয় না।

ইংরেজ জাতির দৃষ্টান্ত পেশ করে বলা হয় যে, তারা সমষ্টিগতভাবে আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাসী না হয়েও অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অধিকতর নির্ভরশীল, ন্যায়পরায়ণ, সত্যবাদী, মহানুভব ও মানবদরদী, মানবতার সেবায় তারা নিবেদিত-প্রাণ। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, ব্যক্তিগতভাবে তাদের কারো মধ্যে কিছু চারিত্রিক গুণ পাওয়া গেলেও গোটা জাতি মিলে তারা যাদেরকে তাদের জাতীয় প্রতিনিধি মনোনীত করে তারা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রকাশ্যে মিথ্যা, প্রতারণা, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ, বিশ্বাসঘাতকতা, অন্যায়, অবিচার, নরহত্যা প্রভৃতি ঘৃণ্য অপরাধ নির্দ্বিধায় করে ফেলে। এরপরও সমগ্র জাতির কাছে তারা অভিনন্দন লাভ করে। ব্রিটিশ শাসকগণ তাদের উপনিবেশগুলোর অধিবাসীদের সাথে যে আচরণ করেছে বর্বরতার চেয়ে তা কি কোন দিক দিয়ে কম? ইংরেজ জাতির প্রাতঃস্মরণীয় ও চিরস্মরণীয় নেতা লর্ড ক্লাইভ ১৭৫৭ সালে পলাশীর আম্রকাননে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপনের জন্য যে প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতার ভূমিকা পালন করে তা ইতিহাসের স্মরণীয় ঘটনা।[৭]

বর্তমান জগতের সভ্যতার ও মানবাধিকারের প্রবক্তা আমেরিকানরা কি কোন মহান চরিত্রের অধিকারী? আপন স্বার্থে লক্ষ-কোটি মানব সন্তানকে পারমাণবিক অস্ত্রের সাহায্যে নির্মূল করতে তারা দ্বিধাবোধ করেনি। মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাইল নামে একটি ইয়াহুদী রাষ্ট্রের পত্তন করে। গোটা মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি নষ্ট করা হয়েছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ গৃহহারা,

৭. আব্বাস আলী খান, *মৃত্যু যবনিকার ওপারে*, (ঢাকা : ইসলামিক পাবলিকেশন লিঃ ১৯৮২ইং), পৃ. ১৫-১৯

সর্বহারা হয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছে। এর জন্যে আমেরিকাবাসী কি দায়ী নয়? এটা কি মানবতাবাদী চরিত্রের নিদর্শন?

আল্লাহ্ ও আখিরাতে অবিশ্বাসী হিটলার, লেনিন, স্টালিন প্রমুখ রাষ্ট্রনায়ক কোটি কোটি মানুষের রক্ত স্রোতে প্রবাহিত করে কোন চরিত্রের অধিকারী ছিল? চীনেও আমরা একই দৃশ্য দেখি। সুতরাং বলা যায় যে, আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী না হয়ে মানবীয় চরিত্রের পূর্ণ সব চারিত্রিক গুণাবলি অর্জন সম্ভব নয়।

খ. আখিরাতের পুরস্কার ও শাস্তি

ভাল-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায় নির্ধারণ করে দেয়ার পর আল্লাহ ঘোষণা করেন যে, ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়ের ভিত্তিতেই মানুষের বিচার হবে আখিরাতে। ভাল চরিত্রের লোক সেখানে হবে পুরস্কৃত এবং লাভ করবে চিরন্তন সুখী জীবন। পক্ষান্তরে মন্দ চরিত্রের লোকের পরিণাম হবে অত্যন্ত ভয়ানক। এ এক অনিবার্য সত্য যা অস্বীকার করার কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ নেই।

গ. চরিত্র গঠনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা

আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি দৃঢ় প্রত্যয়ের ভিত্তিতেই ভাল চরিত্র লাভ করে ভালভাবে জীবনযাপন করা সম্ভব। কারণ ভাল চরিত্র গঠনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা একমাত্র আখিরাতে বিশ্বাস দ্বারাই লাভ করা যেতে পারে। এ বিশ্বাস মনের মধ্যে যত দিন জাগরূক থাকবে, ততোদিন ভাল কাজ করার ও ভাল পথে চলার প্রেরণা লাভ করা যাবে।

ঘ. চারিত্রিক অধঃপতন

মানব জাতির ইতিহাসও একথাই সাক্ষ্য দেয় যে, যখন মানুষ ও কোন জাতি আল্লাহ ও আখিরাতকে অস্বীকার করেছে অথবা ভুলে গিয়েছে, তখনই তারা চারিত্রিক অধঃপতনের অতলতলে নিমজ্জিত হয়েছে। তাদের কৃত অনাচার-অবিচারে সমাজ জীবনে নেমে এসেছে হাহাকার-আর্তনাদ। অবশেষে সে জাতি হয়েছে নাস্তানাবুদ এবং মুছে গেছে দুনিয়া থেকে তাদের নাম-নিশানা।[৮]

ঙ. আখিরাতে বিশ্বাস ছাড়া সত্যিকার চরিত্রবান হওয়া যায় না

আখিরাতের বিশ্বাস ছাড়া সত্যিকার চরিত্রবান হওয়া যায় না। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ

'মুসা বললেন, আমি আমার ও তোমাদের পালনকর্তার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি প্রত্যেক উদ্ধত ব্যক্তি থেকে, যে হিসাব দিবসকে বিশ্বাস করে না।"[৯]

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা যারা হিসাব দিবস তথা আখিরাতকে বিশ্বাস করে না তাদেরকে উদ্ধত বলেছেন। উদ্ধত ব্যক্তি কখনো সৎচরিত্রবান হতে পারে না। সুতরাং, বলা যায় যে, আখিরাতে বিশ্বাস ছাড়া প্রকৃত চরিত্রবান হওয়া যায় না তা মহাগ্রন্থ আল কুরআন দ্বারা প্রমাণিত। পরিশেষে বলা যায় যে, মানুষের মানবীয় চরিত্র গঠনে আখিরাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক।

ব্যক্তি চরিত্র গঠনে আখিরাতে বিশ্বাস

মানুষ বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করে। তাই ব্যক্তি চরিত্র গঠনে আখিরাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব অত্যধিক। নিম্নে সেগুলো আলোচনা করা হলো।

১. দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন

মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা জীব। মানুষ জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেকসম্পন্ন প্রাণী । উদ্দেশ্য ছাড়া সে কোন কাজ করে না। যে কাজে সে লাভ দেখে সে কাজ করতে আগ্রহী হয় । যে কাজে সে লাভ দেখে না তা করাকে সে অর্থহীন মনে করে। তেমনিভাবে যে কাজে সে বাহ্যিক ক্ষতি দেখে তা থেকে দূরে থাকে। যে ব্যক্তি আখিরাতে বিশ্বাসী নয়, সে আল্লাহ তা'আলাকে মানা ও তার ইচ্ছা অনুযায়ী চলাকে মনে করে নিষ্ফলকর্ম। তার

---

৮ . আব্বাস আলী খান, *মৃত্যু যবনিকার ওপারে,* (ঢাকা : ইসলামিক পাবলিকেশন লিঃ ১৯৮২ইং), পৃ. ১৫-১৯

৯. আল-কুরআন, *সূরাহ-মু'মিন* ৪০ : ২৭

কাছে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যে যেমন কোন লাভ নেই, তেমনি তার নাফরমানিতেও কোন ক্ষতি নেই । আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (সা.) যেসব আদেশ দিয়েছেন তার আনুগত্য করা তার পক্ষে কি করে সম্ভব হবে ? আখিরাতে অবিশ্বাসীর দৃষ্টি সব সময় দুনিয়ার লাভ-ক্ষতির উপর নিবদ্ধ । এমন কোন কাজ করার প্রবণতা তার মধ্যে কখনো দেখা যাবে না, যার কোন লাভ এ দুনিয়ায় প্রাপ্তির আশা নেই ; এমন কোন কাজ থেকে সংযত হয়ে থাকবে না, যা থেকে এ দুনিয়ার বুকে কোন ক্ষতি হওয়ার মতো কোন বিপদের আশঙ্কা থাকবে। এভাবে আখিরাতের অস্বীকৃতি মানুষের জীবনের চূড়ান্ত প্রভাব বিস্তার করে। তার কথা-বার্তা, চাল-চলন, চিন্তা-চেতনাসহ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আখিরাতে অবিশ্বাসের প্রভাব বিদ্যমান থাকে ।

অপরদিকে যে ব্যক্তি আখিরাতে বিশ্বাসী সে দুনিয়ার লাভ-ক্ষতিকে মনে করে ক্ষণস্থায়ী। সে আখিরাতের স্থায়ী লাভ-ক্ষতি বিবেচনা করেই সৎকর্মের পথ অবলম্বন করবে আর অসৎকর্মের পথ বর্জন করে চলবে, তাতে সৎকর্ম থেকে তার যত বড় ক্ষতিই আসুক আর অসৎকর্ম থেকে যত বেশি লাভের সম্ভাবনা থাকুক। চিন্তা করা দরকার এদের দু'জনের মধ্যে কত প্রভেদ। একজনের কাছে সৎকাজ হচ্ছে তা-ই, যার ফল সে পাবে এ ক্ষণস্থায়ী জীবনে, যেমন কিছু টাকা তার মিলবে, কিছু জমিন তার অধিকারে আসবে,হয়ত কোন পদ, সুনাম-সুখ্যাতি ও মানুষের বাহবা মিলবে, হয়ত কোন লালসা চরিতার্থ হবে, হয়ত কিছুটা ভোগের আকাঙ্ক্ষা তার পূর্ণ হবে, হয়ত কিছুটা ভোগের পরিতৃপ্তি সে পাবে! তার ধারণা অনুযায়ী অসৎকাজ হচ্ছে তা-ই যাতে এ জীবনে কোন খারাপ পরিণাম আসে অথবা আসার ভয় থাকে; যেমন ধন-প্রাণের ক্ষতি, স্বাস্থ্যহানি, কোন রকম দুঃখ-কষ্ট অথবা অবাঞ্ছিত অবস্থা। পক্ষান্তরে, অপর ব্যক্তির কাছে সৎকাজ হচ্ছে তা-ই যাতে আল্লাহ তা'আলা খুশি হন, আর অসৎকাজ হচ্ছে তা-ই যাতে আল্লাহ তা'আলা অসন্তুষ্ট হন। সৎ কাজের ফল দুনিয়ায় যদি তার কোন লাভ নাও হয়, বরং কোন ক্ষতি হয়, তবুও সে তাকে সৎ কাজই মনে করে এবং প্রত্যয় পোষণ করে যে, শেষ পর্যন্ত তার সৎ কাজের জন্য চিরদিনের প্রাপ্য লাভ সে আল্লাহর কাছে পাবে। অসৎকর্ম থেকে যদি তার কোন ক্ষতি নাও হয়, কোন ক্ষতির ভয় না থাকে, তবুও সে তাকে অসৎকর্মই মনে করে এবৎ প্রত্যয় পোষণ করে যে, যদি দুনিয়ার এ সংক্ষিপ্ত জীবনে শাস্তি থেকে বেঁচে যায় এবং কিছু দিন মজা লুটবার সুযোগ পায়; তবুও শেষ পর্যন্ত আখিরাতে আজাব থেকে তার রেহাই নেই

২. তাকওয়া বা আল্লাহভীতি সৃষ্টি[১০]

তাকওয়া সব সদ্‌গুণের মূল উৎস। আখিরাতে বিশ্বাস মানুষের মনে তাকওয়া বা আল্লাহ ভীতি সৃষ্টি করে এবং মুত্তাকি হতে উৎসাহিত করে। কারণ যারা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে অর্থাৎ যারা মুত্তাকি তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে জান্নাত প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

ক. আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا

"আর যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করতো, তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে।"[১১]

খ. আল্লাহ তা'আলা বলেন :

لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ

"কিন্তু যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে, তাদের জন্য রয়েছে প্রাসাদের ওপর নির্মিত প্রাসাদ, যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত। এটা আল্লাহর ওয়াদা, আর আল্লাহ কখনো ওয়াদা ভঙ্গ করেন না।"[১২]

গ. আল্লাহ তা'আলা বলেন : تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا

---

১০. তাকওয়া অর্থ হলো ভয়-ভীতি, আল্লাহ ভীতি আর পরিভাষায় তাকওয়া অর্থ হলো-আল্লাহর আদেশ পালন করা এবং তাঁর নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকা। ইব্রাহীম মুস্তফা, *মু'জিমুল ওসীত*, অধ্যায় : ওয়াও, (দারুদ দাওয়া), খ. ২, পৃ. ১০৫২

১১. আল কুরআন, *সূরা যুমার* ৩৯ : ৭৩

১২. আল-কুরআন, *সূরা যুমার* ৩৯ : ২০

"এ সেই জান্নাত, যার অধিকারী করবো আমার বান্দাদের মধ্যে যারা মুত্তাকি[১৩]।"[১৪]

ঘ. আল্লাহ তা'আলা বলেন : ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا

"অতঃপর আমি সেসব লোকদেরকে মুক্তি দেবো, যারা আল্লাহকে ভয় করতো, এবং জালিমদেরকে সেখানে (জাহান্নামে) নতজানু অবস্থায় ছেড়ে দেবো।"[১৫]

ঙ. আল্লাহ তা'আলা বলেন : يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا

"যেদিন আমি মুত্তাকিদেরকে করুণাময়ের কাছে মেহমানরূপে একত্র করবো।"[১৬]

যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে এবং বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তা'আলা আমার সব কিছু জানেন, শোনেন ও দেখেন, তিনি আমার অন্তরের গোপন খবরও জানেন, আমার প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য ছোট-বড় যাবতীয় বিষয়, কথাবার্তা ও কর্মকাণ্ড আল্লাহ তা'আলা দেখছেন এবং ফেরেশতাগণ তা লিপিবদ্ধ করছেন, অন্য সবাইকে ফাঁকি দেওয়া গেলেও আল্লাহ তা'আলাকে ফাঁকি দেয়া যায় না। সে ব্যক্তি কোন রকম পাপ চিন্তা বা পাপকর্মে লিপ্ত হতে পারে না। কারণ সে জানে যে, মন্দ কাজের জন্য একদিন অবশ্যই আমাকে আল্লাহ তা'আলার নিকট আখিরাতে জবাবদিহি করতে হবে। যখন সে বুঝবে এবং জানবে যে, মন্দ কাজের জন্য কবরে আজাব, হাশরের ময়দানে কষ্ট এবং জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে হবে,তখন সে কোন অবস্থাতেই প্রলোভনে পড়বে না এবং প্রকাশ্যে বা নির্জন থেকে নির্জন স্থানেও পাপকর্মে লিপ্ত হবে না। কারণ তার অন্তরে তাকওয়া বিদ্যমান, যা দুনিয়ার কোন আইন দ্বারা সম্ভব নয়। মানুষ দুনিয়ার আইনকে এবং সে আইনের শাস্তিকে ভয় করলেও যেখানে ধরা পড়ার ভয় নেই বা লোকচক্ষুর অন্তরালে মানুষ অপরাধ করে। আবার অনেক অপরাধীর দুনিয়ার শাস্তি গা সওয়া হয়ে গেছে। শাস্তিকে ভয় করে না। আবার অনেক অপরাধী টাকার জোরে শাস্তি থেকে মুক্তি পেয়ে নির্দোষও প্রমাণিত হয়। তাকওয়াবান ব্যক্তি ভুলে অপরাধ করে ফেললেও তৎক্ষণাৎ তওবা করে অন্যায় থেকে ফিরে আসে এবং অপরাধ স্বীকার করে দুনিয়ার শাস্তি মাথা পেতে নেয়। তাই তাকওয়াবান ব্যক্তির মধ্যে সততা, ন্যায়পরায়ণতা, আমানতদারি, প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা, পরিচ্ছন্নতা, শালীনতা ইত্যাদি গুণের সমাবেশ ঘটে। তাকওয়াবান ব্যক্তির মধ্যে মিথ্যা, প্রতারণা, ধোঁকাবাজি,পাপাচার, খিয়ানত, জুলুম-অত্যাচার, পরনিন্দা, পরচর্চা ইত্যাদি থাকতে পারে না। তাই তাকওয়া সব সদ্গুণের মূল বা উৎস। আর তাকওয়াই হলো মহৎচরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আর তাকওয়া গঠনে অনুপ্রেরণা জোগায় আখিরাতে বিশ্বাস।

৩. আত্মশুদ্ধির তাগিদ[১৭]

আদর্শ সমাজ গঠন করতে হলে সমাজের প্রতিটি সদস্যকে সচ্চরিত্রবান হতে হবে। সচ্চরিত্র গঠনের জন্যই আত্মশুদ্ধি প্রয়োজন। আত্মশুদ্ধি ছাড়া মানুষ অন্যায়-অপকর্ম থেকে বাঁচতে পারে না এবং ভাল কাজে উৎসাহ পায় না। মানুষের অসৎ প্রবৃত্তি অবদমিত করে সদ্প্রবৃত্তি জাগ্রত করে মানবীয় গুণের বিকাশ সাধনের জন্য আত্মশুদ্ধি প্রয়োজন।

---

১৩. তাকওয়ার গুণসম্পন্ন ব্যক্তিরাই মুত্তাকি।

১৪. আল-কুরআন, *সূরা মারইয়াম* ১৯ : ৬৩

১৫ . আল-কুরআন, *সূরা মারইয়াম* ১৯ : ৭২

১৬. আল-কুরআন, *সূরা মারইয়াম* ১৯ : ৮৫

১৭. আত্মশুদ্ধির আরবি হলো তাযকিয়ায়ে নাফস। 'তাযকিয়া' শব্দের অর্থ হলো-কোন জিনিসকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা, বর্ধিত করা, পরিপাটি করা, পরিশোধিত করা, সৌন্দর্যমণ্ডিত করে বিকশিত ও পরিস্ফুটন ঘটানো ইত্যাদি। পবিত্র কুরআনের পরিভাষায় তাযকিয়ার মর্মার্থ হলো-নাফস, রুহ বা আত্মাকে সকল প্রকার অপছন্দনীয় প্রবৃত্তি কামনা-বাসনা এবং চাওয়া-পাওয়া থেকে পূত-পবিত্র করে নেকী ও পুণ্য; তাক্ওয়া ও পরহেজগারি তথা আল্লাহ্ভীতির মত যাবতীয় সদ্গুণ দ্বারা সুসজ্জিত করে নিজকে ইনসারেন কামেল বা পূর্ণাঙ্গ মানুষের স্তরে পৌঁছানো। এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম,ইসলামে আত্মশুদ্ধি ও চরিত্র গঠন, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,২০০৩ ইং), পৃ. ১৬

আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে আত্মশুদ্ধির তাগিদ দেয়। কারণ আত্মশুদ্ধি ছাড়া আখিরাতে মুক্তি সম্ভব নয়। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় কাজকর্ম পরিচালনার জন্য আত্মা এবং হাত, পা, চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দান করেছেন। আর আত্মা হলো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিচালক। আত্মা দ্বারাই মানুষ ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণের পার্থক্য উপলব্ধি করতে পারে। আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে বিশুদ্ধ অন্তর মানুষকে সৎ,ভাল ও কল্যাণের পথে পরিচালিত করে এবং অন্যায় ও অসৎ পথে চলতে নিরুৎসাহিত করে।

মানুষের চরিত্রও নিয়ন্ত্রণ করে মানুষের আত্মা বা অন্তর। কারণ পৃথিবীর সকল পাপ-পুণ্য, ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য নির্ণয় করে মানুষকে পরিচালিত করে তার অন্তর। এ অন্তর বা হৃদয় যদি বিশুদ্ধ হয়, তা দ্বারা পরিচালিত হয়ে মানুষ সৎ কাজ করে এবং মানবিক গুণাবলি বিকাশ সাধন করে সত্যিকার মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠে। এ ধরনের অন্তরই আখিরাতে মুক্তির কারণ হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

"যেদিন (কিয়ামতের দিন) ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কোন কাজে আসবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি পবিত্র অন্তর নিয়ে আল্লাহর কাছে উপস্থিত হবে।"[১৮]

উক্ত কুরআনের আয়াত দ্বারা জানা গেল যে, যারা বিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে আল্লাহর নিকট উপস্থিত হবে আখিরাতে তারাই মুক্তি পাবে। পক্ষান্তরে মানুষের হৃদয় যদি কলুষিত হয়, তখন মানুষ দৈনন্দিন জীবনে দ্বন্দ্ব-সংঘাত, হিংসা, বিদ্বেষ, লোভ-লালসা, স্বার্থ-চিন্তা, কুমন্ত্রণা প্রভৃতির ক্লেদাক্ত সংস্পর্শে জড়িয়ে পড়ে। এ জন্যই রাসূল (স.) বলেছেন :

أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

"নিশ্চয়ই মানুষের দেহের ভিতর এমন এক টুকরা গোশত আছে, সে গোশতের টুকরা যখন যথার্থরূপে পবিত্র হয় তখন সমস্ত দেহই পবিত্র হয় আর সে গোশত টুকরা যখন অপবিত্র হয়ে পড়ে, তখন সমস্ত দেহই অপবিত্র হয়ে যায়; আর তা হলো কাল্ব বা অন্তর।"[১৯]

সুতরাং কলুষিত অন্তর মানুষকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায় এবং তার মধ্যে পশুপ্রবৃত্তিকে জাগ্রত করে। যাদের অন্তর কলুষিত তারা মানুষের আকৃতি হয়ে পশুর মতো কাজ করে এবং পশুসুলভ আচরণ করে। তাদের মধ্যে মানবতাবোধ, সত্যনিষ্ঠা, ঔদার্য, সৎ বিবেচনাবোধ ইত্যাদি গুণাবলি নেই। তারাই হলো জাহান্নামি। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

"আমি জাহান্নামের জন্য অনেক জিন ও মানুষ সৃষ্টি করেছি। যাদের অন্তর আছে কিন্তু তা দ্বারা বিবেচনা করে না, যাদের চোখ আছে কিন্তু তা দ্বারা দেখে না। যাদের কান আছে কিন্তু কান দ্বারা শুনেনা । তারা চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায়। বরং তার চেয়েও অধিক বিভ্রান্ত। এরাই হলো গাফেল।"[২০]

এ জন্য সকলের উচিত নিজের অন্তরকে বিশুদ্ধ অন্তর হিসেবে গড়ে তোলা। এ ধরনের অন্তরই আখিরাতে মুক্তির কারণ হবে।

৪. পাপ প্রবণতা দূরীকরণ

মানুষের মধ্যে দু'ধরনের প্রবৃত্তি রয়েছে। সুকুমার প্রবৃত্তি যা মানুষকে তাড়িত করে নিয়ে যায় ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির দিকে; তেমনি কিছু কুপ্রবৃত্তিও মানুষকে তাড়িত করে নিয়ে যায় নেতিবাচক ও ধ্বংসাত্মক পথে। কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় মানুষ পদে পদে ভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট হয়ে থাকে। আখিরাতের শাস্তির ভয় মানুষের

---

১৮. আল-কুরআন, *সূরা শুআরা* ২৬ : ৮৮-৮৯

১৩. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আল-ঈমান,অনুচ্ছেদ : ফযলু মানিসতাবরা-আ লিদীনিহী, (বৈরুত : দারু ইবনি কাছীর, ১৯৮৭ইং/১৪০৭হি.), ১খ. , পৃ. ২৮, হাদিস নং-৫২

২০. আল-কুরআন, *সূরা আরাফ* ৭ : ১৭৯

কুপ্রবৃত্তিকে দুর্বল করে দেয়। ফলে আখিরাতের পাথেয় সংগ্রহ করা তার জন্য সহজ হয়। কারণ সে বিশ্বাস করে যে, প্রতারণা ও ছলচাতুরি করে মানুষ দুনিয়ার শাস্তি থেকে রক্ষা পেলেও আখিরাতের শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব নয়। আখিরাতের শাস্তির ভয় মানুষের মন থেকে পাপ প্রবণতা দূর করে দেয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا

"নিশ্চই যারা আমার আয়াতসমূহকে প্রত্যাখ্যান করেছে, অতিসত্বর আমি তাদেরকে আগুনে দগ্ধ করব, যখনই তাদের চামড়া পুড়ে যাবে,তখনই তার স্থলে নতুন চামড়া সৃষ্টি করে দেব, যাতে তারা শাস্তি ভোগ করতে পারে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"[২১]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ « إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَنْتَعِلُ بِنَعْلَيْنِ مِنْ نَارٍ يَغْلِى دِمَاغُهُ مِنْ حَرَارَةِ نَعْلَيْهِ ».

আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন : "জাহান্নামবাসীদের সর্বনিম্ন শাস্তি হচ্ছে কোনো ব্যক্তিকে আগুনের এক জোড়া জুতা পরিয়ে দেয়া হবে। ফলে এর তাপে তার মস্তিষ্ক টগবগ করে ফুটতে থাকবে।"[২২]

৫.অন্যায়-অত্যাচার প্রতিরোধ

এই পৃথিবীতে অনেক মানুষ অহরহ পাপ করে যাচ্ছে। তারা জুলুম-অত্যাচার, খুন-জখম, চুরি-ডাকাতি, জেনা-ব্যভিচারসহ বিভিন্ন পাপাচারে প্রতিনিয়ত লিপ্ত হচ্ছে। এমন কোন পাপাচার নেই যে তাদের দ্বারা সংঘটিত হচ্ছে না। তারা সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য প্রতিপন্ন করছে, আমানতের খিয়ানত করছে। ব্যাপকভাবে পাপাচারীদের মধ্যে অনেকেই তাদের পাপাচারকে অস্বীকার করছে। পাপাচার এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, তারা সমাজকে পুরোপুরি কলুষিত করে তুলছে। সমাজের প্রচলিত আইন ও শাসন এসব পাপাচার প্রতিরোধে মোটেই সহায়ক হচ্ছে না।

এ পৃথিবীতে এসব পাপাচারীর বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব না হলেও এরা কিন্তু মহান আল্লাহর শাস্তি থেকে পরিত্রাণ লাভ করতে পারবে না। আখিরাতে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যখন বিচারের সম্মুখীন করবেন তখন তারা সেখানেও মিথ্যা ও শঠতার আশ্রয় নেবে, যেমনভাবে তারা দুনিয়াতে মিথ্যা ও শঠতার আশ্রয় গ্রহণ করত। যখন তাদেরকে তাদের পাপাচার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে, তখন তারা জোর গলায় তা পুরোপুরি অস্বীকার করবে। এমনকি সেখানে তারা কসম করে কুফর, শিরিক ও পাপাচারকে অস্বীকার করবে। কেউ কেউ বলবে, আমাদের আমলনামায় ফেরেশতা যা কিছু লিখেছে তা থেকে আমরা সম্পূর্ণ মুক্ত। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের মুখে মোহর এঁটে দেবেন যাতে তারা কিছু বলতে না পারে। অতঃপর তাদের হাত, পা ও বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে কথা বলার যোগ্যতা দান করা হবে। তারা তাদের যাবতীয় কার্যকলাপের সাক্ষ্য দেবে।

ক. আল্লাহ তা'আলা বলেন :

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

"আজ আমি তাদের মুখে মোহর এঁটে দেব, তাদের হাত আমাদের সাথে কথা বলবে এবং তাদের পা তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে।"[২৩]

খ. আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُون وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ

---

২১. আল-কুরআন, *সূরা আন-নিসা* ৪ : ৫৬

২২. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : কিতাবুল ঈমান, অনুচ্ছেদ : আহওয়ানু আহলিন নারি আজাবান, (বৈরুত : দারুল জাবাল), খ. ১, পৃ. ৫৩৫, হাদিস নং-৫৩৬

২৩. আল-কুরআন, *সুরা ইয়াসিন* ৩৬ : ৬৫

“অবশেষে যখন তারা জাহান্নামের কাছে পৌঁছবে, তখন তাদের কান, চক্ষু ও চর্মসমূহ তাদের বিরুদ্ধে তাদের কার্যাবলির সাক্ষ্য প্রদান করবে। তারা (জাহান্নামিরা) তাদের ত্বকসমূহকে বলবে, তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছো কেন? তারা বলবে আল্লাহ আমাদের বাক শক্তি দিয়েছেন, যিনি প্রত্যেককে বাক শক্তি দিয়েছেন। আর তিনিই তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা তারই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। তোমাদের কান ও তোমাদের চক্ষু এবং তোমাদের ত্বক তোমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দেবে না- এ ধারণার বশবর্তী হয়ে তোমরা তাদের কাছে কিছু গোপন করতে না। তবে তোমাদের ধারণা ছিল যে, তোমরা যা কর তার অনেক কিছুই আল্লাহ জানেন না। তোমাদের পালনকর্তা সম্বন্ধে তোমাদের এ ধারণাই তোমাদের ধ্বংস করছে। ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছো।”[২৪] আখিরাতের এ ধরনের বিশ্বাস মানুষকে যাবতীয় অন্যায়-অত্যাচারসহ যাবতীয় পাপাচার থেকে দূরে সরিয়ে রাখে।

৬. উত্তম চরিত্র গুনাহসমূহ দূর করে দেয়

একজন মানুষের উত্তম চরিত্র তার গুনাহসমূহ দূর করে দেয়।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " حُسْنُ الْخُلُقِ يُذِيبُ الْخَطَايَا كَمَا تُذِيبُ الشَّمْسُ الْجَلِيدَ "

ইব্‌নে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি নবী (স.) হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : “উত্তম চরিত্র গুনাহসমূহ এমনভাবে দূর করে দেয়, যেমন সূর্য চামড়া থেকে পানি দূর করে দেয়।”[২৫]

৭. উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার ভালবাসা অর্জন

আল্লাহর তা'আলার নিকট উত্তম চরিত্র অত্যন্ত প্রিয়। আল্লাহর তা'আলা উত্তম চরিত্রকে ভালবাসেন এবং মন্দ চরিত্রকে ঘৃণা করেন।

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللهَ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ وَمَعَالِيَ الْأَخْلَاقِ، وَيُبْغِضُ سَفْسَافَهَا "

সাহল ইব্‌ন সা'দ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : “নিশ্চয়ই আল্লাহ দয়াশীল। তিনি দয়া করা এবং উত্তম চরিত্রকে ভালবাসেন এবং মন্দ চরিত্রকে ঘৃণা করেন।”[২৬]

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِنَا الطَّيْرَ، مَا يَتَكَلَّمُ مِنَّا مُتَكَلِّمٌ إِذْ جَاءَهُ أُنَاسٌ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، ...فَمَنْ أَحَبُّ عِبَادِ اللهِ إِلَى اللهِ؟ قَالَ: «أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً

উসামাহ ইব্‌ন শারীক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী (স.)-এর নিকট এত নীরবে বসে ছিলাম যেন আমাদের মাথার ওপর পাখি বসে আছে। আমাদের মধ্যে কেউই কোন কথা বলছিল না। এমন সময় তাঁর নিকট কিছু লোক আসল। অতঃপর তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল!...আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় কারা? তিনি বললেন, তাদের মধ্যে যার চরিত্র সবচেয়ে ভাল।”[২৭]

৮. রাসূলুল্লাহ (স.)-এর আদর্শে চরিত্র গঠন

আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আদর্শ গ্রহণ করা বা তাঁর আদর্শে চরিত্র গঠন করা আল্লাহ ও আখিরাতের বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে বলেন :

---

২৪. আল-কুরআন, *সূরা হা-মীম সাজদা* ৪১ : ২০-২৩

২৫. আহমদ ইব্‌ন হুছাইন ইব্‌ন আলী আবু বাকর আল-বায়হাকী, *শু'আবিল ঈমান*, অধ্যায় : হুসনুল খুলুকি, (রিয়াদ : মাকতাবাতার রুশদ লিন নাশরি ওয়াত তাওযী, ১৪২৩হি./২০০৩খ্রি.), খ. ১০,পৃ. ৩৮৬, হাদিস নং-৭৬৭৩

২৬. আহমদ ইব্‌ন হুছাইন ইব্‌ন আলী আবু বাকর আল-বায়হাকী, *শু'আবিল ঈমান*, অধ্যায় : হুসনুল খুলুকি, (রিয়াদ : মাকতাবাতার রুশদ লিন নাশরি ওয়াত তাওযী,১৪২৩হি./২০০৩খ্রি.), খ. ১০, প. ৩৭২, হাদিস নং-৭৬৪৬

২৭. সুলায়মান আহমাদ ইব্‌ন আইয়ুব আবুল কাসিম আত তিবরানী, *মুজিমুল কাবীর*, অধ্যায় : আল-আলিফ, অনুচ্ছেদ : মা জাআ ফীততাদাবী ওয়া তারকীল গীবাতি ওয়া হুসনুল খুলুকি, (কাহেরাহ : মাকতাবাতু ইব্‌ন তাইমিয়াহ, ১৪১৫হি./১৯৯৪খ্রি.), খ.১,পৃ. ১৮১, হাদিস নং-৪৭১

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

"তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে; তাদের জন্য রাসূলের মধ্যেই রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ।"[২৮]

রাসূলুল্লাহ (স.) ছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ ও সর্বশেষ নবী। তিনি সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। কুরআন কারীমে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (স.)-এর উত্তম চরিত্রের প্রশংসা করে বলেন :

وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ

"আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত।"[২৯]

রাসূলুল্লাহ (স.) সচ্চরিত্র ও উন্নত আচরণের পূর্ণ আদর্শ ছিলেন। ফলে তাঁর জীবন থেকে বিপথগামী মানবতা সর্বদা সচ্চরিত্র ও উন্নত আচরণের পথ-নির্দেশনা লাভ করতে পারে। রাসূলুল্লাহ (স.) মহৎ ও সুউন্নত চরিত্রের অধিকারী হওয়ার কারণ ছিল জগদ্বাসী যাতে তাঁর অনুসরণের মাধ্যমে আপন সমাজকে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব ও প্রেম-প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারে। তাঁর পবিত্র সত্তার মধ্যেই উত্তম চরিত্রের সমস্ত গুণাবলির সমাবেশ ঘটেছে। রাসূলুল্লাহ (স.) নিজেই বলেছেন : إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

"আমি উত্তম চারিত্রিক গুণাবলিকে পরিপূর্ণতা দান করার জন্য প্রেরিত হয়েছি।[৩০]

এজন্যই আল্লাহ তা'আলা তাঁর আনুগত্যকে আল্লাহর আনুগত্য প্রতিপন্ন করে বলেন :

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا

"যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করল, সে তো আল্লাহরই আনুগত্য করল।[৩১]

অন্যত্র তাঁর অনুসরণকারীদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে ভালবাসা ও ক্ষমার সুসংবাদ দেয়া হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"হে নবী! আপনি বলুন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস, তবে আমাকে অনুসরণ করো, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।[৩২]

৯. সরল-সঠিক পথে জীবন পরিচালনা

এ পৃথিবীতে ভাল-মন্দ, সৎ-অসৎ, সত্য-মিথ্যা পাশাপাশি বিরাজমান। এখানে সৎপথের যাত্রী যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে মিথ্যা ও অসৎ পথের যাত্রী। সৎ পথে চলতে গেলে শত-সহস্র দুঃখ-কষ্ট এসে আমাদের চলার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এসব দুঃখ-কষ্ট বাধা হিসেবে না মেনে আমাদের সৎ পথে চলতে হবে। কারণ জীবনে প্রকৃত সাফল্য ও আখিরাতের জান্নাত লাভ করতে হলে আমাদের সৎপথে জীবন পরিচালনা করতে হবে । কেননা সৎপথের কোন বিকল্প নেই। আখিরাতের বিশ্বাস আমাদের সৎপথে চলার ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা জোগায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ

"যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তারা সরলপথ থেকে বিচ্যুত হল।"[৩৩] কুরআনের এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হলো আখিরাতের বিশ্বাস না থাকলে মানুষ সরল সঠিক পথে চলতে পারবে না । সরল সঠিক পথে চলতে হলে আখিরাতে

---

২৮. আল-কুরআন, *সূরা আহযাব* ৩৩ : ২১

২৯. আল-কুরআন, *সূরা কালাম* ৬৮ : ৪

৩০. আবু বকর আহমাদ বিন আল হুসাইন আল বায়হাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, অধ্যায় : শাহাদাৎ, অনুচ্ছেদ : বায়ানু মাকারিমিল আখলাখ, (হায়দারাবাদ : মাজলিসু দায়িরাতুল মায়ারিফ, ১৩৪৪ হি.), খ. ২, পৃ. ৮৭২, হাদিস নং ২১৩০১

৩১. আল-কুরআন, *সূরা আন-নিসা* ৪ : ৮০

৩২. আল-কুরআন, *সূরা আলি-ইমরান* ৩ : ৩১

৩৩. আল-কুরআন, *সূরা মু'মিন* ২৩ : ৭৪

বিশ্বাস অপরিহার্য। এজন্য আমরা প্রতি রাকাতে নামাজে সূরা ফাতেহা পাঠ করার সময় আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা জানাই এভাবে– اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

''আমাদের সরল পথ প্রদর্শন করুন। ঐ লোকেদের পথ, যাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেছেন। তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি আপনার গজব বর্ষিত হয়েছে, আর না তাদের পথ, যারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে।"[৩৪] আর তাঁরা হলেন চার শ্রেণির মানুষ। তাঁদের পরিচয় দিতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا

"আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবে, সে (জান্নাতে) তাদের সঙ্গী হবে, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন। তারা হলেন- নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ ও সৎকর্মশীলগণ। আর তারা কতইনা উত্তম সঙ্গী।"[৩৫]

১০. সৎ কর্মে অনুপ্রেরণা

মানুষ মাত্রই জন্ম মৃত্যুর অধীন। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করলে একদিন তাকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতেই হবে। এটাই চিরন্তন সত্য। আখিরাতে বিশ্বাসীরা মনে করে, এ পৃথিবী হচ্ছে আখিরাতের পাথেয় সংগ্রহের স্থান। আখিরাতের জীবন হচ্ছে প্রতিফল লাভের কাল। সৎকর্মের সুযোগ মানুষ শুধু মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্তই পেয়ে থাকে। অতএব মানুষের প্রতিটি মুহূর্ত অত্যন্ত মূল্যবান। যা কিছু আখিরাতে পাবে তা মানুষের ইহকালেরই প্রতিদান। সেখানে কোনো পুণ্য বিফলে যাবে না এবং কোন পাপকেও ছেড়ে দেয়া হবে না। সৎকর্ম করলে সে অনন্ত সুখের কানন জান্নাত লাভ করবে। আর অসৎকর্ম করলে তার ঠিকানা হবে জাহান্নামের আগুন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"যারা সৎকর্ম করেছে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ এবং আরো অনেক কিছু। আর তাদের মুখমণ্ডলকে মলিনতা আচ্ছন্ন করবে না, অপমানও না। তারাই জান্নাতের অধিবাসী, সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে। পক্ষান্তরে যারা মন্দ কাজ করেছে, তারা তাদের প্রতিফল অনুরূপ মন্দই পাবে এবং অপমান তাদের আচ্ছন্ন করে নেবে। তাদেরকে আল্লাহ থেকে রক্ষা করতে পারে এমন কেউ নেই, যেন তাদের মুখমণ্ডল অন্ধকার আস্তরণে আচ্ছাদিত, এরাই হচ্ছে জাহান্নামি। সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে।"[৩৬]

১১. গর্ব-অহংকার দূরীকরণ

অহংকার মানুষকে ধ্বংস করে। এই অহংকারের কারণেই মানুষ নিজকে সর্বেসর্বা মনে করে। তারাই মানুষের ওপর জুলুম-নির্যাতন ও নিষ্পেষণ চালায়। এ ধরনের স্বৈরাচারী কর্মকাণ্ডের জন্য তারা আখিরাতে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি ভোগ করবে। আখিরাতে বিশ্বাস মানুষের মন থেকে গর্ব-অহংকার দূর করে দেয়।

ক. আল্লাহ তা'আলা বলেন : تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

"এই আখিরাতের ঘর আমি তাদের জন্যে নির্ধারণ করেছি, যারা দুনিয়ার বুকে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না। শুভ পরিণাম আল্লাহভীরুদের জন্যে ।"[৩৭]

---

৩৪. আল-কুরআন, *সূরা ফাতিহা* ১ : ৫-৭

৩৫. আল-কুরআন, *সূরা নিসা* ৪ : ৬৯

৩৬. আল কুরআন, *সূরা ইউনুস* ১১:২৬-২৭

৩৭. আল-কুরআন, *সূরা কাছাছ* ২৮:৮৩

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِّ فِي صُوَرِ الرِّجَالِ يَغْشَاهُمُ الذُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، فَيُسَاقُونَ إِلَى سِجْنٍ فِي جَهَنَّمَ يُسَمَّى بُولَسَ تَعْلُوهُمْ نَارُ الأَنْيَارِ يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ طِينَةَ الخَبَالِ.

খ. আমর ইব্‌ন শু'আইব (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, নবী করীম (স.) বলেছেন : "কিয়ামতের দিন অহংকারীদেরকে পিঁপড়ার মত ক্ষুদ্র করে মানুষের আকৃতিতে তোলা হবে। চারদিক থেকে অপমান তাদের ঘিরে ধরবে। তারপর তাদেরকে জাহান্নামের একটি জেলখানার দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। যার নাম 'বুলাস'। আগুন তাদের ঘিরে ধরবে। জাহান্নামিদের রক্ত ও পুঁজ তাদের পান করতে দেয়া হবে। এ খাবারকে 'ত্বীনাতুল খাবাল' বলা হয়।"[৩৮]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِىِّ -ﷺ- قَالَ « لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ ». قَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً. قَالَ « إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ ».

গ. আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মস্‌উদ (রা.) হতে বর্ণিত। নবী (স.) বলেছেন : "যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এক ব্যক্তি বললো, মানুষ চায় যে, তার পোশাক সুন্দর হোক, তার জুতা সুন্দর হোক, এগুলো কি অহংকার? তিনি (স.) বললেন : আল্লাহ সুন্দর, তিনি সুন্দরকে ভালবাসেন। প্রকৃতপক্ষে অহংকার হলো সত্যকে অস্বীকার করা এবং মানুষকে ঘৃণা করা।"[৩৯]

১২. বিনয়-নম্রতা অবলম্বন করা

বিনয়-নম্রতা অবলম্বন করা মানব চরিত্রের অন্যতম ভূষণ।

عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ تَرَكَ اللِّبَاسَ تَوَاضُعًا لِلَّهِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ دَعَاهُ اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَى رُءُوسِ الخَلاَئِقِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ مِنْ أَيِّ حُلَلِ الإِيمَانِ شَاءَ يَلْبَسُهَا. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

মু'আয ইবনু আনাস আল-জুহানী (রা.) বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "যে ব্যক্তি ক্ষমতা থাকার পরও আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য নম্রতাবশতঃ দামি জামা পরা ছেড়ে দেবে, তাকে কিয়ামতের দিন আল্লাহ সকল সৃষ্টির সামনে ডেকে আনবেন এবং ইমানদারদের পোশাকের মধ্যে যে কোন পোশাক পরিধান করার অধিকার দেবেন।"[৪০]

১৩. সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী সর্বোত্তম ইমানদার

আখিরাতে মুক্তির প্রথম শর্ত হলো ইমান। আর সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারীই সর্বোত্তম ইমানদার।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا» ، قَالَ: فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْيَسُ؟ قَالَ: «أَكْثَرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْرًا، وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا، أُولَئِكَ الْأَكْيَاسُ»

---

৩৮. ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা আততিরমিযী, *জামে তিরমিযী*, অধ্যায় : যুহদ, অনুচ্ছেদ : মাজা ফী ছিফাতি আও ইন্নী আল হাউজ, (বৈরুত : দারুল গুরুব আল-ইসলামী, ১৯৯৮ইং), খ.৪, পৃ. ২৩৬, হাদিস নং-২৪৯২, তিনি হাদিসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

৩৯. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আল-ঈমান, অনুচ্ছেদ : তাহরীমুল কিব্‌রি ওয়া বায়ানিহী, (বৈরুত : দারু ইবনি কাছীর, ১৯৮৭ইং/১৪০৭হি.), খ. ১, পৃ.৬৫ , হাদিস নং-২৭৫

৪০. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত তিরমিযী*, অধ্যায় : সিফাতিল ক্বিয়ামাহ ওযার রাক্বায়িক্বি ওয়াল ওয়ারায়ি, অনুচ্ছেদ : মাজাআ ফী সিফাতি ওয়া ইন্নী আল-হাওদি, (বৈরুত : দারুল গুরুব আল-ইসলমি, ১৯৯৮খ্রি.), খ. ৪,পৃ. ২৩১, হাদিস নং-২৪৮১

ইব্‌ন উমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সাথে ছিলাম, তখন আনসারদের এক ব্যক্তি তাঁর নিকট আসল এবং নবী (স.)-কে সালাম দিল। অতঃপর সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (স.)! কোন ইমানদার সর্বোত্তম? তিনি বললেন : "তাদের মধ্যে যে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী।" সে আরো জিজ্ঞেস করল যে, ইমানদারদের মধ্যে অধিক বুদ্ধিমান কে? তিনি বললেন : "তাদের মধ্যে সর্বাধিক মৃত্যুর কথা স্মরণকারী এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জন্য সর্বাধিক প্রস্তুতি গ্রহণকারী, সে সবচেয়ে বেশি বুদ্ধিমান।"[৪১]

১৪. উত্তম চরিত্র দ্বারা রোজা পালনকারী ও নামাজ আদায়কারীর মর্যাদা লাভ

রোজা ও নামাজ আখিরাতে জান্নাতে যাওয়ার পাথেয় হবে। একজন মানুষ উত্তম চরিত্র দ্বারা দিনে রোজা পালনকারী ও রাতে নামাজ আদায়কারীর সমান মর্যাদা লাভ করতে পারে।

عَنِ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَبْلُغُ بِحُسْنِ الْخُلُقِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ "

ক. আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি নবী (স.) হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা উত্তম চরিত্র দ্বারা দিনে রোজা পালনকারী ও রাতে নামাজ আদায়কারীর সমান মর্যাদা দান করেন।[৪২]

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ

খ. আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি, "নিশ্চয়ই একজন মু'মিন উত্তম চরিত্র দ্বারা দিনে রোজা পালনকারী ও রাতে নামাজ আদায়কারীর সমান মর্যাদা লাভ করতে পারে।"[৪৩]

১৫.কিয়ামতের দিন রাসূলুল্লাহ (স.)-এর প্রিয়পাত্র হওয়া

কিয়ামতের দিন রাসূলুল্লাহ (স.)-এর প্রিয়পাত্র হওয়া একজন মু'মিনের জন্য বিরাট সৌভাগ্যের ব্যাপার। কারণ জান্নাতে যেতে চাইলে কিয়ামতের দিন রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সুপারিশের প্রয়োজন হবে। যারা রাসূলুল্লাহ (স.)-এর প্রিয়পাত্র হবে তারাই রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সুপারিশ পাবে। রাসূলুল্লাহ (স.)-এর প্রিয়পাত্র হওয়ার অন্যতম উপায় হলো সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়া।

عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ القِيَامَةِ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلَاقًا، وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ القِيَامَةِ الثَّرْثَارُونَ وَالمُتَشَدِّقُونَ وَالمُتَفَيْهِقُونَ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ عَلِمْنَا الثَّرْثَارُونَ وَالمُتَشَدِّقُونَ فَمَا المُتَفَيْهِقُونَ؟ قَالَ: «المُتَكَبِّرُونَ»: وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الحَدِيثَ،

ক. জাবির (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "নিশ্চয়ই আমার নিকট তোমাদের মধ্য থেকে সবচেয়ে প্রিয় এবং কিয়ামতের দিন আমার খুব নিকটে থাকবে তারা, যারা তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। আর তোমাদের মধ্যে আমার নিকট সবচেয়ে ঘৃণ্য এবং কিয়ামতের দিন আমার নিকট থেকে দূরে থাকবে তারা, যারা বাচাল (বেশি কথা বলে), ধূর্ত-নির্লজ্জ এবং অহংকারে মত্ত ব্যক্তিরা। সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর

---

৪১. অবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াযিদ ইবন মাজাহ আল-কাযভীনী, *সুনানু ইবনু মাজাহ*, অধ্যায় : আয-যুহুদ, অনুচ্ছেদ : যিকরুল মাওতি ওয়াল ইসতি'দাদু, (হালব : দারু ইহইয়ায়িল কিতাব আল-আরাবি), খ. ২,পৃ. ১৪২৩, হাদিস নং-৪২৫৯

৪২. আহমদ ইবন হুছাইন ইবনু আলী আবু বাকর আল-বায়হাকী, *শু'আবিল ঈমান*, অধ্যায়: হুসনুল খুলুকি, (রিয়াদ: মাকতাবাতার রুশদ লিন নাশরি ওয়াত তাওযী,১৪২৩হি./২০০৩খ্রি.), খ. ১০, প. ৩৫৯, হাদিস নং-৭৬২২

৪৩. আহমদ ইবন হুছাইন ইব্‌ন আলী আবু বাকর আল-বায়হাকী, *শু'আবিল ঈমান*, অধ্যায়: হুসনুল খুলুকি, (রিয়াদ: মাকতাবাতার রুশদ লিন নাশরি ওয়াত তাওযী,১৪২৩হি./২০০৩খ্রি.), খ. ১০, প. ৩৬৪, হাদিস নং-৭৬৩২

রাসূল (স.)! বাচাল ও ধূর্ত-নির্লজ্জ ব্যক্তিদের তো আমরা জানি কিন্তু মুতাফাইহিকূন কারা? তিনি বললেন : অহংকারীরা।"[৪৪]

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " أُخْبِرُكُمْ بِأَحَبِّكُمْ إِلَيَّ، وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ " فَسَكَتَ الْقَوْمُ، فَأَعَادَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، قَالَ الْقَوْمُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا "

খ. আমর ইব্‌ন শুআ'ইব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি নবী (স.) হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "আমি কি তোমাদের সংবাদ দেব, আমার নিকট তোমাদের মধ্য থেকে সবচেয়ে প্রিয় এবং কিয়ামতের দিন আমার খুব নিকটে থাকবে কারা? সকলেই চুপ থাকলেন। তিনি দুইবার অথবা তিনবার একই কথা পুনরাবৃত্তি করলেন। সকলেই বলল হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, যারা তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী।"[৪৫]

عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَحَبُّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبُكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا، وَأَبْغَضُكُمْ إِلَيَّ، وَأَبْعَدُكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَسَاوِئُكُمْ أَخْلَاقًا " وَرَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، وَزَادَ فِيهِ: " مَسَاوِئُكُمْ أَخْلَاقًا الثَّرْثَارُونَ الْمُتَشَدِّقُونَ الْمُتَفَيْهِقُونَ "

গ. আবূ ছা'লাবা আল-খুসানী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি নবী (স.) হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "আমার নিকট তোমাদের মধ্য থেকে সবচেয়ে প্রিয় এবং কিয়ামতের দিন আমার খুব নিকটে থাকবে তারা, যারা তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। আর তোমাদের মধ্যে আমার নিকট সবচেয়ে ঘৃণ্য এবং কিয়ামতের দিন আমার নিকট থেকে দূরে থাকবে তোমাদের মধ্যে যার চরিত্র খারাপ।"[৪৬]

১৬.মীযানের পাল্লায় সচ্চরিত্রই সবচেয়ে বেশি ভারী হবে

মানুষের সর্বোৎকৃষ্ট গুণাবলির মধ্যে চরিত্র অন্যতম। এর মধ্যে মানুষের প্রকৃত পরিচয় নিহিত। চরিত্রই মনুষ্যত্বের পরিচায়ক। উত্তম চরিত্রই মানুষকে মান-মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তোলে। চরিত্র মানব জীবনের অমূল্য সম্পদ। যার চরিত্র নেই, পৃথিবীতে তার কোন মান-মর্যাদা নেই। চরিত্রই মানুষকে সুশোভিত করে। চরিত্রই মানুষের এক অনুপম সৌন্দর্যের বিকাশ সাধন করে। আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে সুন্দর চরিত্র গঠনে অনুপ্রেরণা জাগ্রত করে। মানুষের সচ্চরিত্র আখিরাতের পাথেয়। কিয়ামতের দিন মীযানের পাল্লায় সচ্চরিত্রই সবচেয়ে বেশি ভারী হবে।

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا شَيْءٌ أَثْقَلُ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ، وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ الفَاحِشَ البَذِيءَ.

ক. আবূ দারদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "কিয়ামতের দিন মুমিনের মীযানের পাল্লায় সর্বাপেক্ষা ভারী যে জিনিস রাখা হবে তা হলো উত্তম চরিত্র। আল্লাহ কর্কশভাষী দুশ্চরিত্রকে ঘৃণা করেন।"[৪৭]

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ شَيْءٍ يُوضَعُ فِي الْمِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ حُسْنِ الخُلُقِ، وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الخُلُقِ لَيَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ.

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

---

৪৪. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত তিরমিযী*, অধ্যায় : আল-বির্‌রু ওয়াছ ছিলাহ, অনুচ্ছেদ : মা জাআ ফী মাআলিল আখলাকি, (বৈরুত : দারুল গুরুব আল-ইসলামি, ১৯৯৮), খ. ৪,পৃ. ৩৭০, হাদিস নং-২০১৮

৪৫. আহমদ ইব্‌ন হুছাইন ইব্‌ন আলী আবু বাকর আল-বায়হাকী, শু'আবিল ঈমান, অধ্যায় : হুসনুল খুলুকি, (রিয়াদ : মাকতাবাতার রুশদ লিন নাশরি ওয়াত তাওযী,১৪২৩হি./২০০৩খ্রি.), খ. ১০, প. ৩৫৮, হাদিস নং-৭৬১৯

৪৬. আহমদ ইব্‌ন হুছাইন ইব্‌ন আলী আবু বাকর আল-বায়হাকী, শু'আবিল ঈমান, অধ্যায় : হুসনুল খুলুকি, (রিয়াদ: মাকতাবাতার রুশদ লিন নাশরি ওয়াত তাওযী,১৪২৩হি./২০০৩খ্রি.), খ. ১০, প. ৩৯০, হাদিস নং-৭৬৭৪

৪৭. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত তিরমিযী*, অধ্যায় : আল-বিররু ওয়াস সালহ, অনুচ্ছেদ : মাজাআ ফী হুসনুল খুলুক, (বৈরুত : দারুল গুরুব আল-ইসলামি, ১৯৯৮ইং), খ. ৩,পৃ. ৪৩০, হাদিস নং-২০০২

খ. আবূ দারদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : "আমি রাসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি , কিয়ামতের দিন মু'মিনের মিযানের পাল্লায় সচ্চরিত্রের চেয়ে আর ভারী কোন জিনিস নেই। আর সচ্চরিত্রের অধিকারী সচ্চরিত্র দ্বারা রোজা ও নামাজ সম্পন্নকারীর মর্যাদায় পৌঁছে যায়।"[৪৮]

১৭. উত্তম চরিত্র জান্নাত লাভে সহায়ক

সচ্চরিত্র বা উত্তম চরিত্রের কারণেই অধিকাংশ মু'মিন জান্নাতে যাবে। উত্তম চরিত্র জান্নাত লাভে খুব বেশি সহায়ক হবে। জান্নাতে যেতে হলে উত্তম চরিত্রের অধিকারী হতে হবে। উত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তির জন্য জান্নাতে যাওয়া সহজ। তাই উত্তম চরিত্র জান্নাত পাওয়ার মাধ্যম হবে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الجَنَّةَ، فَقَالَ: تَقْوَى اللهِ وَحُسْنُ الخُلُقِ، وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ، فَقَالَ: الفَمُ وَالفَرْجُ.هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ هُوَ ابْنُ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَوْدِيُّ.

ক. আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "তোমরা কি জান কোন জিনিস মানুষকে সবচেয়ে বেশি জান্নাতে প্রবেশ করাবে? তা হচ্ছে তাকওয়া বা আল্লাহর ভয়, আর উত্তম চরিত্র।"[৪৯]

أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَادٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ إِلَّا بِحُسْنِ الْخُلُقِ "

খ. আবূ বুরদাহ ইব্‌ন নিয়াদ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল (স.)! মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ কি উত্তম চরিত্র পছন্দ করেন? রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন : "ঐ সত্তার শপথ যার হাতে আমার জীবন, কোন ব্যক্তি উত্তম চরিত্র ছাড়া জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।"[৫০]

১৮.পূত-পবিত্র চরিত্রের অধিকারী মানুষই জান্নাতি

আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী করে। কারণ সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী মানুষই জান্নাতি হবে।

عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –ﷺ– قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ فِى خُطْبَتِهِ .... وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلاَثَةٌ ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُتَصَدِّقٌ مُوَفَّقٌ وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِى قُرْبَى وَمُسْلِمٍ وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ

ইয়ায ইব্‌ন হিমার আল মুজাশিই (রা.) হতে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ (স.) খুতবাহ্‌ প্রদানকালে বলেন : "তিন শ্রেণির মানুষ জান্নাতি হবে। ক. তারা, যারা রাষ্ট্রীয় কর্ণধার, ন্যায়পরায়ণ, সত্যবাদী এবং নেক কাজের তাওফিক লাভে ধন্য ব্যক্তি। খ. ঐ সকল মানুষ-যারা দয়ালু এবং আত্মীয়-স্বজন ও মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি কোমলচিত্ত। গ. ঐ সব মানুষ-যারা পূত-পবিত্র চরিত্রের অধিকারী, যাচনাকারী নয় এবং সন্তানাদি সম্পন্ন লোক।"[৫১]

---

৪৮. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত তিরমিযী*, অধ্যায় : আল-বিররু ওয়াস সালহ, অনুচ্ছেদ : মাজাআ ফী হুসনুল খুলুক, (বৈরুত: দারুল গুরুব আল-ইসলামি, ১৯৯৮ইং), খ. ৩,পৃ. ৪৩১, হাদিস নং-২০০৩

৪৯. আবু ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত তিরমিযী*, অধ্যায় : আল-বিররু ওয়াস সিলাতু, অনুচ্ছেদ : মা জা ফী হুসনির খালকি, (বৈরুত : দারুল গুরুব আল-ইসলামি, ১৯৯৮), খ. ৩,পৃ. ৪৩১, হাদিস নং-২০০৪

৫০. আহমদ ইব্‌ন হুছাইন ইব্‌ন আলী আবু বাকর আল-বায়হাকী, *শু'আবিল ঈমান*, অধ্যায় : হুসনুল খুলুকি, (রিয়াদ : মাকতাবাতার রুশদ লিন নাশরি ওয়াত তাওযী,১৪২৩হি./২০০৩খ্রি.), খ. ১০, প. ৩৭৩, হাদিস নং-৭৬৪৯

৫১. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : সিফাতুল জান্নাতি ওয়া সিফাতু না'য়ীমিহা,অনুচ্ছেদ : আছছিফাতু আল্লাতি ইয়ু'রাফু বিহা ফিদদুনিয়া আহলুল জান্নাতি ওয়া আহলুন নারি, (বৈরুত : দারুল জাবাল), খ. ৮, পৃ. ১৫৮ , হাদিস নং-৭৩৮৬

১৯. জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থান লাভ

চরিত্র মানব জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ। চরিত্র দ্বারাই দুনিয়া ও আখিরাতের সর্বোচ্চ সফলতা লাভ সম্ভব। এমনকি সুন্দর চরিত্র দ্বারা জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থান লাভ করা যায়।

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا، وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ»

আবূ উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "যে ব্যক্তি ঝগড়া-বিবাদ থেকে বিরত থাকবে, যদিও সে ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। আমি তার জন্য জান্নাতের নিম্নাংশে একটি গৃহের জামিন হলাম। যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকবে যদিও তা ঠাট্টার ছলে হোক, আমি তার জন্য জান্নাতের মধ্যবর্তী স্থানে একটি গৃহের জামিন হলাম। আর যে ব্যক্তির চরিত্র সুন্দর হবে, তার জন্য জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানে একট গৃহের জামিন হলাম।"[৫২]

২০. জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার উপায় উত্তম চরিত্র

আল্লাহ তা'আলা যাকে ভালবাসেন তাকেই উত্তম চরিত্র দান করেন। আল্লাহ তা'আলা যাকে উত্তম চরিত্র দান করেন তাকে জাহান্নামের আগুন গ্রাস করবে না।

أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " لَا وَاللهِ، مَا حَسَّنَ اللهُ خُلُقَ رَجُلٍ وَخَلْقَهُ فَتَطْعَمَهُ النَّارُ " وَرَوَاهُ أَيْضًا سَوَّارُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي غَسَّانَ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ

আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি : "আল্লাহর শপথ! আল্লাহ মানুষকে উত্তম চরিত্র দ্বারা সৌন্দর্যমণ্ডিত এই জন্য করেন নাই যে, তাকে জাহান্নামের আগুন গ্রাস করবে।"[৫৩]

২১. দুশ্চরিত্রের অধিকারী মানুষই জাহান্নামি

যারা চরিত্রহীন তারা জান্নাতে যেতে পারবে না।

عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –ﷺ– قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ فِى خُطْبَتِهِ « ... وَأَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ الضَّعِيفُ الَّذِى لاَ زَبْرَ لَهُ الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعًا لاَ يَتْبَعُونَ أَهْلاً وَلاَ مَالاً وَالْخَائِنُ الَّذِى لاَ يَخْفَى لَهُ طَمَعٌ وَإِنْ دَقَّ إِلاَّ خَانَهُ وَرَجُلٌ لاَ يُصْبِحُ وَلاَ يُمْسِى إِلاَّ وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ ». وَذَكَرَ الْبُخْلَ أَوِ الْكَذِبَ « وَالشِّنْظِيرُ الْفَحَّاشُ ».

ইয়ায ইব্ন হিমার আল মুজাশিঈ (রা.) হতে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ (স.) খুতবাহ প্রদানকালে বলেন : "পাঁচ প্রকার মানুষ জাহান্নামি হবে, এক. এমন দুর্বল মানুষ, যাদের মধ্যে (ভাল-মন্দ) পার্থক্য করার ক্ষমতা নেই, যারা তোমাদের এমন তাবেদার যে, না তারা পরিবার-পরিজন চায়, না ধনৈশ্বর্য। দুই. এমন খিয়ানতকারি মানুষ, সাধারণ বিষয়েও যে খিয়ানত করে, যার লোভ কারো নিকটই লুক্কায়িত নেই। তিন. ঐ লোক, যে তোমার পরিবার-পরিজন এবং ধন-সম্পদের ব্যাপারে সকল-সন্ধ্যা প্রতারণা করে। চার. কৃপণতা ও পাঁচ. মিথ্যা বলার কথাও উল্লেখ করেছেন। আর বলেছেন 'শিনজার'। তা হলো চরম অশ্লীলতাবাদী।"[৫৪]

---

৫২. আবূ দাউদ সুলাইমান ইবন আশ'আছ আস-সিজিস্তানী, *সুনানু আবী দাউদ*, অধ্যায় : আদাব, অনুচ্ছেদ : ফী হুসনিল খুলকি, (বৈরুত: মাকতাবুল আসরিয়্যাহ), খ. ৪,পৃ. ২৫৩, হাদিস নং-৪৮০০

৫৩. আহমদ ইব্ন হুছাইন ইবন আলী আবু বাকর আল-বায়হাকী, শু'আবিল ঈমান, অধ্যায় : হুসনুল খুলুকি, (রিয়াদ : মাকতাবাতার রুশদ লিন নাশরি ওয়াত তাওযী,১৪২৩হি./২০০৩খ্রি.), খ. ১০, প. ৩৯০, হাদিস নং-৭৬৭৪

৫৪. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী,*সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : সিফাতুল জান্নাতি ওয়া সিফাতু না'য়ীমিহা, অনুচ্ছেদ : আছছিফাতু আল্লাতি ইয়ু'রাফু বিহা ফিদদুনিয়া আহলুল জান্নাতি ওয়া আহলুন নারি, (বৈরুত : দারুল জাবাল), খ. ৮, পৃ. ১৫৮ , হাদিস নং-৭৩৮৬

সুপারিশমালা

আদর্শ সমাজ বিনির্মাণের জন্য ব্যক্তি চরিত্র সুন্দর হওয়া খুব বেশি প্রয়োজন। ব্যক্তি চরিত্র সুন্দর করার জন্য নিম্ন লিখিত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।

১.ব্যক্তি চরিত্র সুন্দর গঠনে সচেষ্ট হওয়া

ব্যক্তিগত জীবন সুন্দর হলে পরিবার সুন্দর হবে। প্রতিটি পরিবার সুন্দর হলে সমাজ সুন্দর হবে। সমাজ সুন্দর হলে দেশ সুন্দর হবে। তাই সবাইকে ব্যক্তিগতভাবে নিজের চরিত্র সুন্দর করার জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

২. আখিরাতের জ্ঞান

ছোটবেলা থেকেই শিশুদের মনে মৃত্যু, কবর, আখিরাত, কিয়ামত, হাশর, জান্নাত ও জাহান্নামের জ্ঞান জুড়ে দিতে হবে। এই জ্ঞান তাদের সচ্চরিত্রবান হতে সহায়তা করবে।

৩. আখিরাতে বিশ্বাস মনের মধ্যে বদ্ধমূল করা

আখিরাতে বিশ্বাস ছাড়া সব মানবীয় গুণাবলি অর্জন সম্ভব নয়। যা আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। তাই ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগতভাবে আখিরাতে বিশ্বাস মনের মধ্যে বদ্ধমূল করার জন্য আখিরাতে আলোচনা বেশি বেশি করতে হবে।

৪. আল্লাহ্ ভীতি

মানুষের মনে আল্লাহ্ ভীতি জাগ্রত করতে হবে।

৫.একে অপরকে সাহায্য করা

সচ্চরিত্রবান হতে একে অপরকে সাহায্য করতে হবে।

৬. . চরিত্র গঠন

রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর আদর্শে সকলের চরিত্র গঠন করতে হবে।

৭. চরিত্র ধ্বংসকারী কর্মকাণ্ড

মানুষের চরিত্র ধ্বংস করে এমন ধরনের কর্মকাণ্ড, প্রদর্শনী, বই-পুস্তক, অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করতে হবে।

৮. জীবন পরিচালনা

কুরআন সুন্নাহ মোতাবেক নিজের জীবন পরিচালনা করতে হবে এবং সমাজে তা বাস্তবায়ন করতে হবে।

৯. আত্মশুদ্ধি

আত্মশুদ্ধি অর্জন করতে হবে।

১০. পাপ ও অন্যায়

পাপ ও অন্যায়-অনাচার থেকে নিজেকে দূরে রাখতে হবে।

১১. আল্লাহ তা'আলার সাহায্য প্রার্থনা

ব্যক্তি চরিত্র গঠনে সর্বদা আল্লাহ তা'আলার সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে। তা হলেই সুন্দর চরিত্র গঠন সম্ভব হবে।

উপসংহার

ইসলামে সুখময় জীবনের জন্য সুন্দর চরিত্রের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। সুন্দর চরিত্র দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা লাভের উপায়। সুন্দর চরিত্র মানুষকে সম্মানের আসনে সমাসীন করে। সুন্দর চরিত্র সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা, উন্নতি-অগ্রগতি ও সুখ-সমৃদ্ধির সোনালি সোপান। অন্যদিকে মানব চরিত্রের নিন্দনীয় দিকগুলো ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। তাই সমাজের প্রতিটি মানুষ সুন্দর চরিত্রের অধিকারী হোক এটাই সকলের কামনা। সুন্দর চরিত্র গঠনে অনুপ্রেরণা জোগায় আখিরাতে বিশ্বাস। আখিরাতে বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হয়ে সবাইকেই সুন্দর চরিত্র গঠনে সচেষ্ট হওয়া উচিত। তাহলেই সুন্দর সমাজ গঠিত হবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
আদর্শ পরিবার গঠন

পরিবার মানব জীবনের প্রথম ভিত্তি। পরিবারেই আমাদের জন্ম। পরিবার থেকেই আমাদের সামাজিক জীবনের সূচনা হয়। পরিবার হল মানুষের সংঘবদ্ধ জীবনের এক বিশ্বজনীন রূপ। সমাজের বিকাশ পরিবার থেকেই শুরু হয়। প্রতিটি পরিবার সুন্দর হলে সমাজ সুন্দর হয়। সুতরাং মানব জীবনে পরিবারের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক। আদর্শ পরিবার গঠনে আখিরাতে বিশ্বাস বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে।

পরিবারের শাব্দিক অর্থ

আরবিতে পরিবার বলতে আহাল, আয়িলা, উসরা শব্দাবলি ব্যবহৃত হয়।[১]

আরবি শব্দ উসরাহ আসরুন শব্দ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ শক্তি। মানুষ তার আত্মীয়-স্বজন ও নিকটতম ব্যক্তিবর্গ সমেত পরিবারের দ্বারা শক্তিশালী হয় বলে এ নামকরণ করা হয়েছে।[২]

পরিবারের বাংলা অর্থ পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, পোষ্যবর্গ, একান্নবর্তী সংসার, পত্নী ইত্যাদি।[৩]

পরিবার কথাটি ইংরেজি 'Family' র বাংলা প্রতিশব্দ। এটি রোমান, 'Famulus' শব্দ থেকে এসেছে-যার অর্থ হলো গৃহের ভৃত্য। উৎপত্তিগত অর্থে পরিবার বলতে গৃহভৃত্যকে বুঝানো হত। কিন্তু পরিবার বলতে পারস্পরিক সহযোগিতাপূর্ণ পরিবেশে রক্ত সম্পর্কীয় জ্ঞাতিগোষ্ঠীর নিবিড় বসবাসকে বুঝানো হয়।[৪]

পরিবারের পারিভাষিক অর্থ

আল-মাওসূআতুল ফিকহিইয়্যাহতে পরিবারের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, "পরিবার হলো কোন ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন ও তার ঘরের লোকজন।"[৫]

আল ফিকহুল মানহাজী গ্রন্থে বলা হয়েছে, ইসলামের দৃষ্টিতে পারিভাষিক অর্থে পরিবার বলতে বুঝায়, "বাবা-মা, দাদা-দাদি, নানা-নানি, ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনিদের সমন্বয়ে গঠিত ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীকে।"[৬]

পরিবারের প্রকারভেদ

পরিবারের আকার ও গঠন প্রকৃতি বিভিন্ন সমাজে বিভিন্নরূপ হয়ে থাকে। আকারের ভিত্তিতে পরিবার দু'টি ভাগে বিভক্ত করা হয়। যেমন-

ক. যৌথ পরিবার

যৌথ পরিবার বলতে ঐ সব পরিবারকে বুঝায় যেখানে দাদা-দাদি, পিতা-মাতা, চাচা-চাচি, ভাই-বোন, স্ত্রী ও সন্তানসহ একত্রে বসবাস করা হয়।

খ. একক পরিবার

একক পরিবার বলতে ঐ সব পরিবারকে বুঝায় যেখানে স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি বসবাস করে।

পরিবার প্রধানের লিঙ্গের ওপর ভিত্তি করে পরিবার আবার দু'ভাগে বিভক্ত। যেমন–

---

১. আবূ তাহের মেসবাহ, *আল-মানার*, (ঢাকা : মোহাম্মদী লাইব্রেরি, ১৯৯০ইং), পৃ. ৮৫৪

২. *আল-মাওসূআতুল ফিক্‌হিয়্যাহ (ইসলামি ফিক্‌হ বিশ্বকোষ)*, ইসলামের পরিবারিক আইন, (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ২০১২ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৫৩

৩. ড. মুহাম্মদ এনামুল হক, *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০০২ইং), পৃ. ৭২৬

৪. আবু সিনা সৈয়দ তারেক ও খ. মঃ আমিনুল ইসলাম, *প্রারম্ভিক সমাজ বিজ্ঞান*, (ঢাকা : আজিজিয়া বুক ডিপো, ২০০৮ইং), পৃ. ২৬৮

৫. *আল-মাওসূআতুল ফিক্‌হিয়্যাহ (ইসলামি ফিক্‌হ বিশ্বকোষ)*, ইসলামের পারিবারিক আইন, (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ২০১২ খ্রি:), খ. ১, পৃ. ৫৩

৬. ড. মুসতাফা আল-খিন ও ড. মুসতাফা আল-বুগা, *আল-ফিকহুল মানহাজী*, (দামেশক : দারুল কলম, ১৯৯৬ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ১৬

ক.পিতৃতান্ত্রিক পরিবার

যে পরিবারের প্রধান পিতা বা একজন পুরুষ সেই পরিবারকে পিতৃতান্ত্রিক পরিবার বলে।

খ. মাতৃতান্ত্রিক পরিবার

যে পরিবারের প্রধান মাতা বা একজন মহিলা সেই পরিবারকে মাতৃতান্ত্রিক পরিবার বলে। ইসলাম পিতৃতান্ত্রিক পরিবার সমর্থন করে। তবে নারীকে যথাযথ মর্যাদা দেয় এবং তাদের মতামতকে যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করে।

পরিবারের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

পরিবার ব্যবস্থা প্রথম মানব আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.) হতে শুরু হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আদম (আ.)-কে সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেন। আদম (আ.) হতে তাঁর স্ত্রী হাওয়া (আ.)-কে সৃষ্টি করেন। এই দু'জনকে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে একত্রে বসবাস করার সুযোগ দেন। এটাই হলো প্রথম পরিবার। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ

"আর আমি আদমকে হুকুম করলাম যে, তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করতে থাক এবং ওখানে যা চাও, যেখান থেকে চাও, পরিতৃপ্তিসহ খেতে থাক, কিন্তু এ গাছের নিকটবর্তী হয়ো না। অন্যথায় তোমরা জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে।"[৭]

কিন্তু শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.) নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে ফেললেন। তাই তাদের পৃথিবীতে চলে আসতে হলো। তাঁরা তাদের ভুল বুঝতে পারলেন এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। আল্লাহ তা'আলাও তাদের ক্ষমা করলেন এবং বললেন, আল্লাহ তা'আলার বিধান মত চললে তাদের কোন ভয় নেই, চিন্তাও নেই। অর্থাৎ তাঁরা আবার জান্নাতে ফিরে যেতে পারবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"অনন্তর শয়তান তাদের উভয়কে ওখান থেকে পদস্খলিত করেছিল। পরে তারা যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ছিল তা থেকে তাদেরকে বের করে দিল এবং আমি বললাম, তোমরা নেমে যাও। তোমরা পরস্পর একে অপরের শত্রু হবে এবং তোমাদের জন্য রইল সেখানে কিছুকাল অবস্থান ও জীবিকা । অতঃপর আদম (আ.) স্বীয় পালনকর্তার কাছ থেকে কয়েকটি কথা শিখে নিলেন, অতঃপর আল্লাহ্ তাঁর প্রতি ক্ষমাপরবশ হলেন। নিশ্চয়ই তিনি মহা-ক্ষমাশীল ও অসীম দয়ালু। আমি বললাম, তোমরা সবাই নিচে নেমে যাও। অতঃপর যদি তোমাদের নিকট আমার পক্ষ থেকে কোন হেদায়েত পৌঁছে, তবে যে ব্যক্তি আমার সে হেদায়েত অনুসারে চলবে, তার কোন ভয় নেই তারা চিন্তিত হবে না। আর যারা তা অস্বীকার করবে এবং আমার নিদর্শনগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার প্রয়াস পাবে, তারাই হবে জাহান্নামবাসী; তারা অনন্তকাল সেখানে থাকবে।"[৮]

আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.) পৃথিবীতে আসার পর তাদের সন্তান-সন্ততি হতে থাকে। আর এভাবেই অসংখ্য নর-নারী পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। আর নর ও নারীর মধ্যে বিবাহের মাধ্যমে অসংখ্য পরিবার গঠিত হয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

---

৭. আল-কুরআন, *সূরা বাকারাহ* ২ : ৩৫

৮. আল-কুরআন, *সূরা বাকারাহ* ২ : ৩৬-৩৭

"হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী।"[৯] এই হলো মানব সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং পরিবার গঠনের ক্রমবিকাশের ইতিহাস।

পরিবার প্রথা উচ্ছেদের বিরূপ প্রভাব ও ক্ষতিসমূহ

বস্তুবাদী পাশ্চাত্য জগৎ ইসলামি পরিবার ব্যবস্থাকে ধ্বংসের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। পরিবার ব্যবস্থা ধ্বংস হলে সমাজ ও সভ্যতা সবকিছুই ধ্বংস হবে। মানব সমাজে নেমে আসবে চরম বিপর্যয় ও ধ্বংসলীলা। সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা, মায়া-মমতা ও প্রেম-ভালবাসা বলতে কিছুই থাকবে না। নিম্নে পরিবার প্রথা বিলুপ্তির বিরূপ প্রভাব ও ক্ষতিসমূহ তুলে ধরা হলো। যথা-

ক. দাম্পত্য জীবনের সুখ-শান্তি বিনষ্ট হবে।
খ. স্বামী-স্ত্রীর সুসম্পর্ক থাকবে না।
গ. স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসার সম্পর্ক তা থাকবে না।
ঘ. জৈবিক চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে।
ঙ. জিনা-ব্যভিচার-ধর্ষণ, সমকামিতা ও বহুগামিতা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়বে।
চ. জিনা-ব্যভিচার-ধর্ষণ, সমকামিতা ও বহুগামিতার মাধ্যমে সিফলিস, গনোরিয়া, জন্ডিস, এইডস ও বিভিন্ন যৌনরোগসহ বহু দুরারোগ্য ব্যাধির প্রাদুর্ভাব ঘটবে।
ছ. অবৈধ বা জারজ সন্তানে সমাজ ভরে যাবে।
জ. সন্তানের লালন-পালন ও সুশিক্ষা গ্রহণে সমস্যা সৃষ্টি হবে।
ঝ. সন্তান পিতা-মাতার আদর স্নেহ হতে বঞ্চিত হবে।
ঞ. সন্তান নিরাপত্তাহীনতা ও মানসিক অশান্তিতে ভুগবে।
ট. সন্তানের প্রতিভা বিকশে বাধা সৃষ্টি হবে।
ঠ. পিতা-মাতা ও সন্তানের মধ্যে যে মধুর সম্পর্ক, তা থাকবে না।
ড. . পিতা-মাতা সন্তান লালন-পালনের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হবে।
ঢ. পিতা-মাতা বিপদে-আপদে ও অসুখে-বিসুখে সন্তানের সেবা থেকে বঞ্চিত হবে।
ণ. বার্ধক্যে বা বৃদ্ধাবস্থায় পিতা-মাতা সন্তানের সহায়তা না পেয়ে অত্যন্ত করুণ ও বেদনাদায়ক জীবন-যাপনে বাধ্য হবে।
ত. নারীরা হবে ভোগের সামগ্রী এবং নারীকে কেন্দ্র করে মারামারি ও কাটাকাটি শুরু হবে।
থ. নারী অপহরণ,গুম, হত্যা ও নির্যাতন খুব বেশি বৃদ্ধি পাবে।
দ. নারী ও পুরুষের ব্যক্তি জীবন চরম অশান্তি ও হতাশায় ভরে যাবে।

পরিবার প্রথা উচ্ছেদের এ ধরনের অসংখ্য বিরূপ প্রভাব ও ক্ষতিসমূহ রয়েছে।

---

৯. আল-কুরআন, *সূরা আন-নিসা* ৪ : ১

আদর্শ পরিবার গঠনে আখিরাতে বিশ্বাস

আখিরাতে বিশ্বাস কিভাবে সুন্দর পরিবার গঠন করে তা নিম্নে আলোচনা করা হলো :

১.পারিবারিক চিরস্থায়ী সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা

ক. স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনে চিরস্থায়ী সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা

আখিরাতে বিশ্বাস স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনে চিরস্থায়ী সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে। মানুষের শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সুখ-শান্তির বেশির ভাগই নির্ভর করে দাম্পত্য জীবনের সুখ-শান্তির ওপর। তাই সুন্দর ও আদর্শ দাম্পত্য জীবন গড়ে তোলা প্রত্যেক মু'মিনের দায়িত্ব। বৈবাহিক বন্ধনের মাধ্যমে একজন পুরুষ ও একজন নারীর দাম্পত্য জীবনের সূচনা হয়। আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের বিধান মোতাবেক যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় তা কোন প্রকার ঠুনকো অস্থায়ী সম্পর্ক নয়। বরঞ্চ এক চিরস্থায়ী শাশ্বত সম্পর্ক। এ সম্পর্ক দুনিয়ার জীবনকে ছাড়িয়ে আখিরাতের জীবনেও স্থায়ী হয়। বস্তুতপক্ষে ইমান ও আমলের দিক থেকে স্বামী-স্ত্রী উভয়ই যদি প্রকৃত মুসলমান হতে পারে তবে আল্লাহ তা'আলা তাদের স্বামী-স্ত্রী হিসেবে একত্রে জান্নাতে বসবাসের সৌভাগ্য দান করবেন। জান্নাতে ইমানদার লোকদের যেসব নিয়ামত প্রদান করা হবে সেগুলোর বিবরণ দিতে গিয়ে কুরআন মজীদের একস্থানে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন : إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا

"তাদের স্ত্রীদেরকে আমি বিশেষভাবে সম্পূর্ণ নতুন করে সৃষ্টি করবো এবং তাদেরকে বানিয়ে দেবো কুমারী, স্বামীদের প্রতি আসক্ত আর বয়সে সমকক্ষ।"[১০]

অবশ্য এ সম্পর্ক কেবল তখনই আখিরাতের জীবনেও স্থায়ী হবে, যখন স্বামী-স্ত্রী উভয়ই মুত্তাকি হবে এবং উভয়ই জান্নাতবাসী হবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন : الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ

"দুনিয়ায় যারা পরস্পরের বন্ধু ছিল, আখিরাতে তারা পরস্পরের শত্রু হয়ে যাবে, তবে মুত্তাকিরা পরস্পরের বন্ধুই থাকবে।"[১১]

আখিরাতের জীবন পর্যন্ত নিজেদের জীবনকে চিরস্থায়ী করার প্রবল আকাঙ্ক্ষা ও ঐকান্তিক বাসনা প্রত্যেক স্বামী-স্ত্রীরই থাকা উচিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন :

أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْقَى اللهَ طَاهِرًا مُطَهَّرًا، فَلْيَتَزَوَّجِ الْحَرَائِرَ

"যে ব্যক্তি পূত-পবিত্র অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করতে চায়, সে যেন স্বাধীন নারীকে বিয়ে করে।"[১২]

হুযাইফা (রা.) তাঁর স্ত্রীকে ওসিয়ত করেছিলেন যে, তুমি জান্নাতে আমার স্ত্রী থাকতে চাইলে আমার মৃত্যুর পর দ্বিতীয় বিয়ে করো না। কেননা, জান্নাতে সর্বশেষ স্বামীই তোমাকে পাবে।[১৩]

খ. সন্তানের সাথে পিতা-মাতার চিরস্থায়ী সম্পর্ক

ক. এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ

"যারা ইমান এনেছে এবং তাঁদের সন্তানরাও ইমানের সাথে তাঁদের অনুসরণ করেছে, তাঁদের সেই সন্তানদের আমি তাঁদের সঙ্গে জান্নাতে একত্র করব।"[১৪]

খ. আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

---

১০. আল কুরআন, *সূরা ওয়াকিয়া* ৫৬ : ৩৫-৩৭

১১. আল-কুরআন, *সূরা যুখরুফ* ৪৩ : ৬৭-৬৮

১২. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াযিদ ইব্‌ন মাজাহ আল-কাযভীনী, *সুনানু ইবনি মাজাহ,* অধ্যায় : আন-নিকাহ, অনুচ্ছেদ : তারাজিবিল হারায়িরি ওয়ালউলুদ, (হালব : দারু ইহইয়ায়িল কিতাব আল-আরাবি), খ.১ ,পৃ. ৫৯৮, হাদিস নং-১৮৬২

১৩. কুরতুবী হতে উদ্ধৃত, মুফতী শফী (র.), *তাফসীরে ম'আরেফুল কুরআন,* অনুবাদ ও সম্পাদনায়-মাওলানা মুহিউদ্দিন খান, (মদীনা মোনাওয়ারা : বাদশাহ কুর'আন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩হি.), পৃ.১০৯৩

১৪. আল-কুরআন, *সূরা আত-তুর* ৫২: ২১

جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ

"সদা প্রস্তুত জান্নাতে তাঁরা প্রবেশ করবে, আর তাদের পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী এবং তাঁদের সন্তানদের মধ্যে যারা পুণ্যবান হবে তারাও।"[১৫]

গ. ফেরেশতাদের একটি প্রার্থনা উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

"হে আমার পালনকর্তা! আপনি তাদেরকে সদা প্রস্তুত জান্নাতে প্রবেশ করান, যার প্রতিশ্রুতি আপনি তাদের দিয়েছেন। আর তাদেরকেও যারা তাঁদের পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্যে নেক কাজ করেছে। নিশ্চয়ই আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"[১৬]

২. শিশুর জন্ম ও লালন-পালন

নর-নারীর বিবাহের মাধ্যমে পরিবার গঠিত হয়। এই পরিবারের মধ্যেই সন্তান জন্মদান ও লালন-পালন করা হয়। শিশুর লালন-পালন সম্পর্কিত যাবতীয় দায়-দায়িত্ব পিতা-মাতা যৌথভাবে সম্পাদন করে থাকে। নবজাতকের দায়ভারকে কেন্দ্র করে পরিবারের ভিত্তি মজবুত হয়। বস্তুত মানব শিশুর প্রতিপালন এবং পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য পারিবারিক জীবনের অস্তিত্ব অপরিহার্য প্রতিপন্ন হয়। অন্য কোন সামাজিক সংস্থা এ দায়িত্ব পালনে সক্ষম নয়। শিশুর গোসলদান, খাওয়ানো, পরিচর্যা, আদর-যত্ন সর্বোপরি তাকে স্নেহের পরশে লালন-পালনের কাজটি মূলত পরিবারের। আখিরাতে বিশ্বাস সন্তান জন্মদান ও লালন-পালনে অনুপ্রেরণা জোগায়।

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا وُلِدَ لِلرَّجُلِ ابْنَةٌ بَعَثَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مَلَائِكَةً يَقُولُونَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ , يَكْتَنِفُونَهَا بِأَجْنِحَتِهِمْ , وَيَمْسَحُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى رَأْسِهَا , وَيَقُولُونَ: ضَعِيفَةٌ خَرَجَتْ مِنْ ضَعِيفَةٍ , الْقَيِّمُ عَلَيْهَا مُعَانٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ " لَا تُرْوَى هَذِهِ الْأَحَادِيثُ عَنْ نُبَيْطٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ تَفَرَّدَ بِهَا وَلَدُهُ عَنْهُ

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন : "যখন কোন পরিবারে কোন নারী গর্ভে সন্তান ধারণ করে, তখন আল্লাহ ঐ গর্ভবতী মায়ের কাছে একজন ফেরেশতা পাঠান। ফেরেশতা এসে সেই পরিবারের সদস্যদেরকে ছালাম জানায়। আর আগত সন্তানকে তার পাখা দিয়ে ঢেকে রাখে এবং তার মাথা মাসেহ করে তার দুই হাত দ্বারা এবং বলে, তোমাদের ঘরে আল্লাহর মেহমানদের মধ্য থেকে একজন মেহমান আগমন করছে। এই মেহমানের লালন-পালনকারীদেরকে আল্লাহ কিয়ামতের দিন উত্তম প্রতিদান দেবেন।"[১৭]

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أيما امرأة قعدت على بيت أولادها فهي معي في الجنة. "ابن بشران – عن أنس".

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন : "যে মহিলা নিজের সন্তানদের দেখাশুনার জন্য গৃহে অবস্থান করে সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে।"[১৮]

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:إن المرأة المسلمة إذا حملت كان لها أجر الصائم القائمالمحرم المجاهد في سبيل الله حتى وضعت، وإن لها من أول رضعة ترضعه أجر حياة نسمة. "أبو الشيخ – عن ابن عباس، وفيه حسن ابن قيس"

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন : "নিশ্চয়ই যখন কোন মুসলিম মহিলা গর্ভধারণ করে সে সিয়াম পালনকারী, নামাজ আদায়কারী, ইহরাম পরিধানকারী ও আল্লাহর পথে জিহাদকারীর সমান সওয়াব লাভ করে যে পর্যন্ত না সে সন্তান

---

১৫. আল-কুরআন, *সূরা আর-রাদ* ১৩: ২৩

১৬. আল-কুরআন, *সূরা গাফির* ৪০: ৮

১৭. সুলায়মান ইব্‌ন আহমাদ আত তিবরানী, *আল-মু'জামুস সগীর*, অধ্যায় : আলিফ, অনুচ্ছেদ : মান ইসমুহু আহমাদ, (বৈরুত : আল- মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৫/১৯৮৫ খ্রি.), খ. ১,পৃ. ৬১, হাদিস নং-৭০

১৮. আলী ইব্‌ন হিষামুদ্দীন, *কানযুল উম্মাল ফী সুনানিল আকওয়ালি ওয়াল আফ'আল*, অধ্যায়ন : হারফুন নূন, অনুচ্ছেদ : আল-ফাদলুস সানী ফী তারগীবাতি তাখতাছুছ বিন নিসা, (মুয়সসাসাতুর রিসালাহ, ১৪০১হি./১৯৮১ইং) খ. ১৬,পৃ. ৪০৮, হাদিস নং-৪৫১৩৭

প্রসব করে আর যে মহিলা নিজের সন্তানকে দুধের প্রথম ঢোক পান করায় সে একটি মানুষের জীবনদানকারীর সওয়াব পায়।"[১৯] পক্ষান্তরে যে মাতা সন্তানকে দুধ পান না করায় তার বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন রাসূলুল্লাহ (স.)। মিরাজের রাতের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন :

ثم انطلق بي فإذا بنساء تنهش ثديهن الحيات قلت : ما بال هؤلاء ؟ قيل هؤلاء اللاتي يمنعن أولادهن ألبانهن

"অতঃপর আমাকে আরো সামনে নিয়ে যাওয়া হলো। এমন কতিপয় মহিলাকে দেখলাম যাদের বুকের ছাতিতে সাপ দংশন করছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম এরা কোন মহিলা? বলা হলো, এরা সে সব মহিলা যারা নিজের সন্তানকে নিজের দুধপান করাতো না।"[২০]

৩. কন্যা সন্তান লালন-পালন করে জান্নাত লাভ

عن عائشة رضي الله عنها قالت : دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه و سلم علينا فأخبرته فقال (من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار

ক. আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা দু'টি কন্যা সাথে করে আমার নিকট এসে কিছু চাইলো। আমার নিকট একটি খেজুর ব্যতীত অন্য কিছু ছিল না। আমি তাকে তা দিলাম। সে নিজে না খেয়ে খেজুরটি দু'ভাগ করে কন্যা দু'টিকে দিয়ে দিলো। এরপর মহিলাটি চলে গেল। এরপর নবী (স.) আমাদের নিকট আসলেন। আমি তাঁকে ঘটনাটি বললাম। তখন তিনি বললেন : যাকে এরূপ কন্যা সন্তান দিয়ে পরীক্ষা করা হয়, সে কন্যা সন্তান তার জন্য জাহান্নামের আগুন হতে বাঁচার প্রতিবন্ধক হবে।[২১]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ . ضَمَّ أَصَابِعَهُ.

খ. আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "যে ব্যক্তি দু'টি কন্যা সন্তানের ভরণ-পোষণ করবে তাদের পূর্ণ বয়স্কা হওয়া পর্যন্ত, কিয়ামতের দিন সে এবং আমি একসাথে থাকবো।"[২২]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مَنْ عَالَ ثَلاَثَ بَنَاتٍ فَأَدَّبَهُنَّ وَزَوَّجَهُنَّ وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ فَلَهُ الْجَنَّةُ

গ. আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "যে ব্যক্তি তিনটি কন্যা সন্তানের ভরণ-পোষণ করলো, তাদেরকে শিষ্টাচার শেখালো, (সৎ পাত্রে) বিবাহের ব্যবস্থা করলো এবং তাদের প্রতি ভাল ব্যবহার করলো, তার জন্য জান্নাত নির্দিষ্ট রয়েছে।"[২৩]

---

১৯. আলী ইব্‌ন হিষামুদ্দীন, কানযুল উম্মাল ফী সুনানিল আকওয়ালি ওয়াল আফ'আল, অধ্যায় : হারফুন নূন, অনুচ্ছেদ : আল-ফাদলুল আওয়ালু ফী তারহীবাত, (মুয়সসাসাতুর রিসালাহ, ১৪০১হি./১৯৮১ইং) খ. ১৬,পৃ. ৩৯৫, হাদিস নং-৪৫০৭৮

২০. মুহাম্মদ ইব্‌ন হিব্বান ইব্‌ন আহমদ আবু হাতিম আত্-তামিমী আল-বাসাতি, *সহীহ ইবনি হিব্বান*, অধ্যায় : আখবারুহু সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম আন মানাকিবস সাহাবা, অনুচ্ছেদ : সিফাতুন নারি ওয়া আহলুহা, (বৈরুত : মুয়াস্‌সাসাতুর রিসালাহ, ১৯৯৩ইং/১৪১৪হি.), খ.১২, পৃ.৫৩৬, হাদিস নং-৭৪৯১

২১. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : ওজুবুয যাকাহ,অনুচ্ছেদ : ইত্তাকুন নারা ওয়ালাও বিসিক্কি ছামারাতিতিন ওয়াল ক্বালীলি মিনাছ ছাদাক্বাতি, (বৈরুত : দারু ইবনি কাছীর, ১৯৮৭ইং/১৪০৭হি.), খ. ২, পৃ. ৫১৪, হাদিস নং-১৩৫২

২২. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আল-বিররু ওয়াস সিলাহ,অনুচ্ছেদ : ফাদলুল ইহসানি ইলাল বানাত, (বৈরুত : দারুল জাবাল), খ. ৮,পৃ. ৩৮, হাদিস নং-৬৮৪৬

২৩. আবূ দাউদ সুলাইমান ইব্‌ন আশ'আছ আস-সিজিস্তানী, *সুনানু আবী দাউদ*, অধ্যায় : আল-আদব, অনুচ্ছেদ : ফী ফাদলি মান আলা ইয়াতামা, (বৈরুত : দারুল কিতাব আল-আরাবী), খ. ৪,পৃ. ৫০২, হাদিস নং-৫৪৪৯

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-مَنْ كَانَتْ لَهُ أُنْثَى فَلَمْ يَئِدْهَا وَلَمْ يُهِنْهَا وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا - قَالَ يَعْنِى الذُّكُورَ - أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ .وَلَمْ يَذْكُرْ عُثْمَانُ يَعْنِى الذُّكُورَ.

গ. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : " যার কোন কন্যা সন্তান থাকবে, সে যদি তাকে জীবিত কবর না দেয়,তাকে অবজ্ঞা না করে এবং তার পুত্র সন্তানকে তার ওপর প্রাধান্য না দেয় তাহলে আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।[২৪]

৪. শিশুর শিক্ষার ব্যবস্থা

শিশুর শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে পরিবারের ভূমিকার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। বিশেষ করে পিতা-মাতা সন্তানের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করে থাকে। শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা সম্পাদিত হয় পরিবারের মধ্যেই। প্রকৃতপক্ষে পিতা-মাতার পরিপূর্ণ তত্ত্বাবধানেই শিক্ষা জগতে শিশু প্রবেশ করে। সন্তানকে সুশিক্ষিত চরিত্রবান, সৎকর্মশীল ও আল্লাহভীরু রূপে গড়ে তুলতে আখিরাতে বিশ্বাসের ভূমিকা অনন্য। কারণ, সন্তানের সুশিক্ষা সদকায়ে জারিয়া। সন্তান যত ভাল কাজ করবে পিতা-মাতার মৃত্যুর পরও তার সওয়াব পিতা-মাতার আমলনামায় যোগ হতে থাকবে।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন : "যখন মানুষ মরে যায়, তখন তার সব আমল বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তিনটি আমলের সওয়াব জারি থাকে। এক. সদকায়ে জারিয়া, দুই. এমন জ্ঞান যার দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়,তিন. নেক সন্তান, যে তার জন্য দু'আ করে।"[২৫]

কুরআনের জ্ঞানে জ্ঞানীর পিতা-মাতাকে কিয়ামতের সূর্যের আলোর চেয়ে উজ্জ্বল টুপি পরানো হবে।

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ أُلْبِسَ وَالِدَاهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضَوْؤُهُ أَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ فِى بُيُوتِ الدُّنْيَا لَوْ كَانَتْ فِيكُمْ فَمَا ظَنُّكُمْ بِالَّذِى عَمِلَ بِهَذَا

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন : "যে ব্যক্তি কুরআন পড়ে এবং তার ওপর আমল করে তার পিতা-মাতাকে কিয়ামতের দিন টুপি পরানো হবে। যার আলো সূর্যের আলোর চেয়ে বেশি উত্তম হবে, যে সূর্য দুনিয়ার ঘরগুলোকে আলোকিত করে থাকে। তাহলে যারা আমল করছে তাদের ব্যাপারে তোমাদের ধারণা কি? তা বলো।"[২৬]

৫. পিতা-মাতার সেবা করে জান্নাত লাভ

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ -ﷺ- قَالَ « رَغِمَ أَنْفُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ ». قِيلَ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ ».

ক. আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "তার নাক ধূলায় মলিন হোক, তার নাক ধূলায় মলিন হোক, তার নাক ধূলায় মলিন হোক, অর্থাৎ সে ধ্বংস হোক। জিজ্ঞেস করা হলো, কোন ব্যক্তির?

---

২৪. আবূ দাউদ সুলাইমান ইব্‌ন আশ'আছ আস-সিজিস্তানী, *সুনানু আবী দাউদ*, অধ্যায় : আল-আদব, অনুচ্ছেদ : ফী ফাদলি মান আলা ইয়াতামা, (বৈরুত : দারুল কিতাব আল-আরাবী), খ. ৪,পৃ. ৫০২, হাদিস নং-৫৪৪৮

২৫. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আল-ওয়াসিয়্যাহ, অনুচ্ছেদ : মা ইয়াহিক্বুল ইনসানু মিনাস সাওয়াবি বা'দা ওয়াফাতিহী, (বৈরুত : দারুল জাবাল), খ. ৫ ,পৃ. ৭৩ , হাদিস নং-৪৩১০

২৬. আবূ দাউদ সুলাইমান ইব্‌ন আশ'আছ আস-সিজিস্তানী, *সুনানু আবী দাউদ*, অধ্যায় : আল-বিত্‌র, অনুচ্ছেদ : ফী ছাওয়াবি কিরাতিল কুরআন, (বৈরুত : দারুল কিতাবিল আরাবিয়্যি), খ.১ ,পৃ. ৫৪৩ , হাদিস নং-১৪৫৫

হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতা উভয়কে অথবা একজনকে বার্ধক্য অবস্থায় পেল অথচ তাঁদের খেদমত করে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারল না।[২৭]

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ الْوَالِدَيْنِ عَلَى وَلَدِهِمَا؟ قَالَ: هُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ

খ. আবূ উমামা (রা.) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! সন্তানের ওপর মাতা-পিতার কী অধিকার আছে? তিনি বললেন : "তারা তোমার জান্নাত এবং তোমার জাহান্নাম।"[২৮]

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، فَأَضِعْ ذَلِكَ الْبَابَ أَوِ احْفَظْهُ»

গ. আবূ দারদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি নবী (স.)-কে বলতে শুনেছেন : "পিতা হলো জান্নাতের দরজাসমূহের মধ্যবর্তী দরজা। অতএব তুমি ঐ দরজা নষ্টও করতে পারো অথবা তার হেফাজতও করতে পারো।"[২৯]

৬. পিতা-মাতার অবাধ্যতার পরিণাম জাহান্নাম

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ، وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ، وَالدَّيُّوثُ، وَثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ، وَالْمُدْمِنُ عَلَى الْخَمْرِ، وَالْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى

ক. সালিম ইব্‌ন আব্দুল্লাহ তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "তিন ব্যক্তির প্রতি মহা মহীয়ান আল্লাহ কিয়ামতের দিন (রহমতের) দৃষ্টি দেবেন না। তারা হলো পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, পুরুষের বেশধারী নারী এবং দায়ূছ (নিজ স্ত্রী ও কন্যার পাপাচারে যে বাধা দেয় না)। আর তিন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। এক. পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, দুই. মাদকাসক্ত ব্যক্তি, তিন. দানকৃত বস্তুর খোঁটা দানকারী ব্যক্তি।[৩০]

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةُ مَعَ مَا يُدَّخَرُ لَهُ، مِنَ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ

খ. রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "পিতা-মাতার অবাধ্যতা ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার শাস্তি দুনিয়াতে অন্যান্য পাপের চেয়ে দ্রুত অপরাধীর ওপর কার্যকর হয়। আখিরাতের শাস্তিও রয়েছে।[৩১]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ أَصْبَحَ مُطِيعًا لِلَّهِ فِي وَالِدَيْهِ أَصْبَحَ لَهُ بَابَانِ مَفْتُوحَانِ مِنَ الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا، وَمَنْ أَمْسَى عَاصِيًا لِلَّهِ فِي وَالِدَيْهِ أَصْبَحَ لَهُ بَابَانِ مَفْتُوحَانِ مِنَ النَّارِ، وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا " قَالَ الرَّجُلُ: وَإِنْ ظَلَمَاهُ؟ قَالَ: " وَإِنْ ظَلَمَاهُ، وَإِنْ ظَلَمَاهُ، وَإِنْ ظَلَمَاهُ "

গ. রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পিতা-মাতার আনুগত্য করে, তার জন্য জান্নাতের দু'টি দরজা খোলা থাকবে এবং যে ব্যক্তি তাঁদের অবাধ্য হবে, তার জন্য জাহান্নামের দু'টি দরজা খোলা থাকবে।

---

২৭. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী,*সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আল-বিররু ওয়াস সিলাহ,অনুচ্ছেদ : রাগিমা আনফু মান আদরাকা আবাওয়াইহি আও আহাদুহুমা ইনদাকাল কিবারি ফালাম ইয়াদ খুলিল জান্নাহ, (বৈরুত : দারুল জাবাল), খ. ৮,পৃ. ৫, হাদিস নং-৬৬৭৪

২৮. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াযিদ ইব্‌ন মাজাহ আল-কাযভীনী, *সুনানু ইবনি মাজাহ,* অধ্যায় : আল-আদব, অনুচ্ছেদ : বিররুল ওয়ালিদাইন, (হালব : দারু ইহইয়ায়িল কিতাব আল-আরাবি), খ. ২,পৃ. ১২০৮, হাদিস নং-৩৬৬২

২৯. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াযিদ ইব্‌ন মাজাহ আল-কাযভীনী, *সুনানু ইবিন মাজাহ,* অধ্যায় : আল-আদব, অনুচ্ছেদ : বিররুল ওয়ালিদাইন, (হালব : দারু ইহইয়ায়িল কিতাব আল-আরাবি), খ. ২,পৃ. ১২০৮, হাদিস নং-৩৬৬৩

৩০. আবূ আব্দুর রহমান আহমাদ ইব্‌ন শু'আইব আন-নসায়ী, *সুনানুন নাসায়ী*, অধ্যায় : আয-যাকাত, অনুচ্ছেদ : আল-মান্নানু বিমা আ'ত্বা, (হালব : মাকতাবুল মাতলু'আতি আল-ইসলামি, ১৯৮৬ইং/ ১৪০৬ হি.), খ. ৫,পৃ. ৮০, হাদিস নং-২৫৬২

৩১. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *আদাবুল মুফরাদ*, অধ্যায় : উকুবাতি উকুবিল ওয়ালিদাইন, (দারুল বাসায়ির আল ইসলামী, ১৪০৯ হি./১৯৮৯ইং), খ. ১, পৃ. ২৪, হাদিস নং-২৯

যদি পিতা-মাতার মধ্য থেকে একজনই থাকে তবে জান্নাত অথবা জাহান্নামের একটি দরজা খোলা থাকবে। এ কথা শুনে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল,যদি পিতা-মাতা এই ব্যক্তির ওপর জুলুম করে? উত্তরে তিনি তিনবার বললেন-'পিতা-মাতা যদি জুলুম করে তবুও,' 'পিতা-মাতা যদি জুলুম করে তবুও,' 'পিতা-মাতা যদি জুলুম করে তবুও।'পিতা-মাতার অবাধ্যতার কারণে সন্তান জাহান্নামে যাবে।"[৩২]

৭. সন্তানের কারণে পিতা-মাতার জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন : "যখন মানুষ মরে যায়, তখন তার সব আমল বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তিনটি আমলের সওয়াব জারি থাকে। এক. সদকায়ে জারিয়া, দুই. এমন জ্ঞান যার দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়, তিন. নেক সন্তান, যে তার জন্য দু'আ করে।"[৩৩]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْقِنْطَارُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ أُوقِيَّةٍ، كُلُّ أُوقِيَّةٍ خَيْرٌ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ الرَّجُلَ لَتُرْفَعُ دَرَجَتُهُ فِي الْجَنَّةِ فَيَقُولُ: أَنَّى هَذَا؟ فَيُقَالُ: بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ

আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (স.) বলেন : "এক কিনতার হলো বারো হাজার উকিয়ার সমান এবং উকিয়া হলো আসমান-জমিনের মাঝখানে যা কিছু আছে তার চেয়ে উত্তম।" রাসূলুল্লাহ (স.) আরো বলেন : "জান্নাতে মানুষের মর্যাদা অবশ্যই বৃদ্ধি করা হবে। সে বলবে, এটা (মর্যাদা বৃদ্ধি) কিভাবে হলো? বলা হবে, তোমার জন্য তোমার সন্তানের ক্ষমা প্রার্থনার কারণে।"[৩৪]

৮. পরিবারের ভরণ-পোষণে অবহেলা

স্ত্রী, সন্তান-সন্ততিসহ পরিবারের সব সদস্যের ভরণ-পোষণে অবহেলা গ্রহণযোগ্য নয়। এই অবহেলার জন্য আখিরাতে শাস্তি পেতে হবে। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : **كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ**

"যাদের খাওয়া-পরার কর্তৃত্ব একজনের হাতে, সে যদি তা বন্ধ করে দেয়, তবে এ কাজ তার বড় গুনাহ হওয়ার জন্য যথেষ্ট।"[৩৫]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ

রাসূলুল্লাহ (স.) আরো বলেন : "যাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব কারো ওপর বর্তাবে, সে যদি তা যথাযথ ভাবে পালন না করে তাদের ধ্বংস করে দেয়, তাহলে সে গুনাহগার হবে।"[৩৬]

৯. পরিবারের ব্যাপারে আখিরাতের জবাবদিহিতা

পুরুষ পরিবারের দায়িত্বশীল। সে তার স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতা ও ভাই-বোনের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। পুরুষের দায়িত্ব পরিবারের সব সদস্যের ভরণ-পোষণ করা এবং তাদের আল্লাহর পথে পরিচালনা করা। এ দায়িত্ব পালনে অবহেলা করলে কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে। ঠিক তেমনি মহিলাদের যাবতীয়

---

৩২. আবু বাকর আল-বায়হাকী, *শু'আবিল ঈমান*, অধ্যায় : ফী বিররুল ওয়ালিদাইন, অনুচ্ছেদ : ফাদলু ফী হিফজিন হাক্কুল ওয়ালিদাইন বা'দা মাওতিহা, (রিয়াদ : মাকতাবাতার রুশদ লিন নাশরি ওয়াত তাওযী, ১৪২৩হি./২০০৩খ্রি.), খ. ১০, পৃ. ৩০৬, হাদিস নং-৭৫৩৮

৩৩. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আল-ওয়াসিয়্যাহ, অনুচ্ছেদ : মা ইয়াহিক্কুল ইনসানু মিনাস সাওয়াবি বা'দা ওয়াফাতিহী, (বৈরুত : দারুল জাবাল), খ. ৫ ,পৃ. ৭৩ , হাদিস নং-৪৩১০

৩৪. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযিদ ইব্ন মাজাহ আল-কাযভীনী, *সুনানু ইবনি মাজাহ*, অধ্যায় : আল-আদব, অনুচ্ছেদ : বিররুল ওয়ালিদাইন, (হালব : দারু ইহইয়ায়িল কিতাব আল-আরাবী), খ. ২,পৃ. ১২০৭, হাদিস নং-৩৬৬০

৩৫. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, আস-সহীহ, অধ্যায় : আয-যাকাত, অনুচ্ছেদ : ফাদলুন নাফাকাতি আলাল ইয়াল, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, (রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০০ইং), পৃ. ৮৩৫

৩৬. আবূ দাউদ সুলাইমান ইব্ন আশ'আছ আস-সিজিস্তানী, *সুনানু আবী দাউদ*, অধ্যায় : আয-যাকাত, অনুচ্ছেদ : ফী সিলাতির রিহমি, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, (রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০০ইং), পৃ. ১৫৯৯

কর্মকাণ্ডের প্রকৃত ক্ষেত্র হলো তার গৃহ এবং আসল কৃতিত্ব হলো সন্তানের দেখা-শোনা ও তার প্রতিপালনে সুন্দর সেবাদান। এ ব্যাপারে কিয়ামতের দিন তাকে জবাবদিহি করতে হবে।

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন :

وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِىَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ

"পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্বশীল। আর সে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। তেমনিভাবে স্ত্রী স্বামীর গৃহের এবং তার সন্তানের দায়িত্বশীল । আর এ ব্যাপারে সে জিজ্ঞাসিত হবে।"[৩৭]

১০. মৌলিক প্রয়োজন পূরণ

মৌলিক প্রয়োজন যেমন খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থান ইত্যাদি একজন মানুষের জন্য মৌলিক প্রয়োজন। এগুলো ছাড়া বেঁচে থাকা একজন মানুষের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ না হলে সমাজে বিভিন্ন অপরাধ সংঘটিত হতে থাকে। পরিবারের উপার্জনে অক্ষম, অপ্রাপ্ত বয়স্ক, অসুস্থ সদস্যদের মৌলিক প্রয়োজন পূরণে আখিরাতে বিশ্বাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। স্বামী পরিবারে সব সদস্যের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করে। স্বামী অক্ষম হলে স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, ভাই-বোন পর্যন্ত পরিবারের সব সদস্যের মৌলিক প্রয়োজন পূরণে সহায়তা করে। পরিবারের সদস্যদের পেছনে অর্থ বা শ্রম ব্যয় করা অত্যন্ত পুণ্যময় কর্ম। যা আখিরাতে জান্নাত লাভে সহায়ক। একটি শিশু জন্ম থেকে বৃদ্ধকালে মৃত্যু পর্যন্ত পরিবারে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা লাভ করে।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِى رَقَبَةٍ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِى أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ

আবূ হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "একটি দীনার যা তুমি আল্লাহর রাস্তায় খরচ করেছ, একটি দীনার যা তুমি কোন দাস মুক্তির জন্য খরচ করেছ, একটি দীনার যা তুমি কোন গরিবকে দান করেছ এবং একটি দীনার তুমি নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করেছ। এসবের মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রতিদান সেই দীনারে যা তুমি নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করেছ।"[৩৮]

عن أبي مسعود الأنصاري، فقلت: عن النبي؟ فقال: عن النبي ﷺ قال: «إذا أنفق المسلم نفقة على أهله، وهو يحتسبها، كانت له صدقة»

আবূ মাস'উদ (রা.) নবী (স.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "যখন কোন মুসলমান তার পরিবার পরিজনের জন্য কিছু খরচ করে এবং তাতে সওয়াবের আশা রাখে এই খরচ তার জন্য সদকাহ হিসেবে গণ্য হবে।"[৩৯]

عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول»

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : সবচেয়ে উত্তম সদকা তা, যার পরও সচ্ছলতা অবশিষ্ট থাকে এবং সর্বপ্রথম তাদের ওপর খরচ কর, যাদের ব্যয়ভার বহন তোমার জিম্মায় অর্পণ করা হয়েছে।"[৪০]

---

৩৭. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আল-ইমারাহ , অনুচ্ছেদ : ফাদীলাতিল্ ইমামিল আদিল, (বৈরুত : দারুল জাবাল), খ. ৬ ,পৃ. ৭ , হাদিস নং-৪৮২৮

৩৮. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আয-যাকাহ, অনুচ্ছেদ : ফাদলুন নাফাকাতি আলাল ইয়ালি ওয়া মামলুকে ,(বৈরুত : দারুল জাবাল), খ. ৩,পৃ. ৭৮ , হাদিস নং-২৩৫৮

৩৯. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আন-নাফাকাত, অনুচ্ছেদ : ফাদলুন নাফাকাতি আলাল আহলি, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, (রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০০ইং), পৃ. ৪৬২

৪০ . আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আন-নাফাকাত,অনুচ্ছেদ : ওজূবুিন নাফাকাতি আলাল আহলি ওয়াল ইয়ালি, (দারু তাওকিন নাজাহ, ১৪২২ হি.), খ. ৭, পৃ. ৬৩, হাদিস নং-৫৩৬৫

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَظُنُّهُ مَرْفُوعًا , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلاَلاً اسْتِعْفَافًا عَنْ مَسْأَلَةٍ , وَسَعْيًا عَلَى أَهْلِهِ , وَتَعَطُّفًا عَلَى جَارِهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَجْهُهُ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ , وَمَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا مُفَاخِرًا مُكَاثِرًا مُرَائِيًا لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ

আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "যে ব্যক্তি হালালভাবে দুনিয়া উপার্জন করল, যাতে নিজকে অন্যের নিকট হাত পাতা থেকে বাঁচিয়ে রাখবে এবং নিজের পরিবার পরিজনের জন্য রুজির ব্যবস্থা করলো এবং নিজের প্রতিবেশীর সাথে উত্তম আচরণ করলো– সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সাথে এ অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যেন তার চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের মতো ঝলমল করছে এবং যে ব্যক্তি হালালভাবে এ জন্য দুনিয়া অর্জন করেছে যে, অন্যের চেয়ে ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, অন্যের ওপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে তাহলে সে আল্লাহর সাথে এ অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে আল্লাহ তার ওপর ক্রোধান্বিত হবেন।"[৪১]

১১. পরিবারের অসুস্থ সদস্যের সেবা

পরিবারের সদস্যরা একে অপর থেকে স্নেহ, দয়ামায়া এবং ভালবাসা ও সহানুভূতি লাভ করে। পরিবারের লোকদের পরস্পরের মধ্যে প্রগাঢ় মমত্ববোধ রয়েছে। ফলে একের দুঃখে অপরের মধ্যে প্রগাঢ় সহানুভূতি দেখা যায়। একের দুঃখে অন্যজন এগিয়ে আসে সাহায্যের জন্য। বিশেষ করে পরিবারের কোন সদস্য অসুস্থ হলে সব সদস্য তার সেবায় আত্মনিয়োগ করে। যা টাকা-পয়সা দ্বারা লাভ করা যায় না। এ ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা জোগায় আখিরাতে বিশ্বাস। রোগীর সেবা করে আখিরাতে মহাসাফল্য অর্জন করা যায়।

عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ « مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَزَلْ فِى خُرْفَةِ الْجَنَّةِ ». قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا خُرْفَةُ الْجَنَّةِ قَالَ « جَنَاهَا ».

সাওবান (রা.) নবী কারীম (স.) হতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন : "মুসলমান যখন তার রুগ্ন মুসলমান ভাইকে দেখতে যায়, সে ফিরে না আসা পর্যন্ত জান্নাতের 'খুরফার' মধ্যে অবস্থান করতে থাকে। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল জান্নাতের খুরফা কি? উত্তর দিলেন, তার ফলমূল।"[৪২]

فَقَالَ عَلِيٌّ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُودُ مُسْلِمًا غُدْوَةً إِلاَّ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إِلاَّ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ، وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الجَنَّةِ.هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

আলী (র.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি, "কোন মুসলমান সকালবেলা কোন মুসলমান রোগীকে দেখতে যায় সন্ধ্যা পর্যন্ত সত্তর হাজার ফেরেশতা তার জন্য দোয়া করে, আর সন্ধ্যাবেলা কোন রোগীকে দেখতে যায় সকাল পর্যন্ত তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা দোয়া করে। তার জন্য জান্নাতে একটি ফলের বাগান সুনির্ধারিত করে দেয়া হয়।"[৪৩]

১২. সম্পত্তির উত্তরাধিকার নির্ধারণ ও সংরক্ষণ

সম্পত্তির সংরক্ষণ, সম্পত্তির উত্তরাধিকার নির্ধারণ ও হস্তান্তরের ক্ষেত্রে আখিরাতে বিশ্বাসের ভূমিকা অনন্য। ইসলামি নীতি অনুযায়ী বিষয় সম্পত্তি, জমিজমা, টাকা-পয়সা প্রভৃতি পারিবারিক সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সকলের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে বণ্টন ও হস্তান্তর হওয়া একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু পরিবারের দু-একজন সদস্য লোভের বশবর্তী হয়ে সম্পূর্ণ বা আংশিক সম্পত্তি গ্রাসের চেষ্টা চালায়। যা উত্তরাধিকার বণ্টননীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এ কারণে

---

৪১. আহমদ ইব্ন হুছাইন ইব্ন আলী আবু বাকর আল-বায়হাকী, *শুয়াবুল ঈমান*, অধ্যায়: আয-যুহুদ ওয়া কাছবিল আমালি, (মাকতাবাতু রুশদ লিন নাশরি ওয়াত তাওযিহ,২০০৩ইং/১৪২৩ হি.), খ. ১৩, পৃ. ১৮, হাদিস নং-৯৮৯০

৪২. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আল বিররু ওয়াসসিলাহ ওয়াল আদাব, অনুচ্ছেদ : ফাদলু ইয়াদাতিল্ মারিদ, (বৈরুত : দারুল জাবাল), খ. ৬ ,পৃ. ১৩ , হাদিস নং-৬৭১৯

৪৩. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত তিরমিযী*, অধ্যায় : আল-জানায়িয , অনুচ্ছেদ : মা-জা-আ ফী ইয়াদাতিল মারিদ, (দারুল গুরুব আ ইসলামী, ১৯৯৮ইং), খ.২ ,পৃ.২৯২ , হাদিস নং-৯৬৯

পারিবারিক সদস্যদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ, মারামারি এমনকি মামলা মোকদ্দমা পর্যন্ত সংঘটিত হয়। আখিরাতে কঠিন শাস্তির ভয় উত্তরাধিকার নীতি বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে সূরা নিসায় উত্তরাধিকার বিধান বর্ণনার পর বলেন :

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

"এ হচ্ছে আল্লাহর সীমারেখা। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে (উত্তরাধিকার বণ্টনের ক্ষেত্রে) আল্লাহ তাকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশে ঝর্ণাসমূহ প্রবাহিত। সেখানে সে চিরকাল অবস্থান করবে। এটাই হবে মহাসাফল্য। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (উল্লেখিত) বিধান অমান্য করবে এবং তার (উত্তরাধিকারে) নির্ধারিত সীমা রেখা লংঘন করবে আল্লাহ তাকে জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করাবেন। সেখানে সে চিরকাল অবস্থান করবে। আর তার জন্য রয়েছে অপমান জনক শাস্তি।"[৪৪]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللَّهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "যে ব্যক্তি ওয়ারিশী সম্পদ থেকে কোন উত্তরাধিকারীকে বঞ্চিত করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে জান্নাতের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করবেন।"[৪৫]

১৩. আখিরাতে বিশ্বাস সৎকর্মশীল বানায়

ইসলামে পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্যে একটি চিরন্তন সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এই সম্পর্ক একে অপরকে সৎকর্মশীল ও নেককার হতে সহায়তা করে। কারণ দুনিয়াতে যেভাবে তারা একত্রে ছিল ঠিক তেমনি জান্নাতেও তারা একত্রে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ

"যারা ইমান এনেছে এবং তাদের সন্তানরাও ইমানের পথে তাদের অনুসরণ করেছে, তাদের সে সন্তানদেরকে আমরা তাদের সঙ্গে জান্নাতে একত্র করব।[৪৬]

আরশ বহনকারী ফেরেশতাদের মু'মিনদের জন্য দোয়া কুরআনে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে–

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

"হে আমার পালন কর্তা! আপনার রহমত ও জ্ঞান সর্বব্যাপী। অতএব তাদেরকে ক্ষমা করুন, যারা তওবা করেছে এবং আপনার পথে চলেছে, আর তাদের জাহান্নামের আজাব থেকে রক্ষা করুন। হে আমাদের প্রতিপালক আর আপনি তাদেরকে সদা প্রস্তুত জান্নাতে প্রবেশ করান, যার প্রতিশ্রুতি আপনি তাদেরকে দিয়েছিলেন। আর তাদেরকেও যারা তাদের পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্যে থেকে নেককার হবে। নিশ্চয়ই আপনি মহাপরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।"[৪৭]

---

৪৪. আল-কুরআন, *সূরাহ নিসা* ৪:১৩-১৪

৪৫. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াযিদ ইবন মাজাহ আল-কাযভীনী, *সুনানু ইবনি মাজাহ*, অধ্যায় : আল-ওসাইয়া, অনুচ্ছেদ : আল-হাছ্ছু ফীল ওসিয়্যাহ, (হালব : দারু ইহইয়ায়িল কিতাব আল-আরাবী), খ.২ ,পৃ. ৯০২, হাদিস নং-২৭০৩

৪৬. আল-কুরআন, *সূরা আত-তূর* ৫২ : ২১

৪৭. আল-কুরআন, *সূরা মুমিন* ৪০ : ৮

১৪. সুন্দর চরিত্র গঠন

আখিরাতে বিশ্বাস পরিবারে সদস্যদের সুন্দর চরিত্র গঠনে সহায়তা করে। এই বিশ্বাস মানুষকে যাবতীয় অন্যায়-অপকর্ম থেকে দূরে রাখে এবং সদগুণাবলি অর্জনে অনুপ্রেরণা জোগায়। এ জন্যই লুকমান হেকীম তার প্রাণ-প্রিয় পুত্রের মনে আখিরাতে বিশ্বাস গেঁথে দিয়েছিলেন। তা বর্ণনা করে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

"يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ

হে পুত্র! যদি কোন কিছু সরিষা দানা পরিমাণও হয় এবং তা যদি পাথরের অভ্যন্তরে থাকে অথবা আসমানসমূহে কিংবা জমিনের ভেতরে থাকে, আল্লাহ তাও উপস্থিত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ বড়ই সূক্ষ্মদর্শী, সর্ববিষয়ে জ্ঞাত।"[৪৮]

১৫. পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করে

দুনিয়ার সুখ-শান্তি যেমন ক্ষণস্থায়ী তেমনি দুনিয়ার দুঃখ বেদনাও ক্ষণস্থায়ী। পক্ষান্তরে আখিরাতের সুখ-শান্তি যেমন চিরস্থায়ী তেমনি আখিরাতে শাস্তি ও দুঃখ-বেদনাও চিরস্থায়ী। তাই একজন মু'মিন নিজকে যেমন জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করে ঠিক তেমনি নিজের পরিবার-পরিজন, স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, পিতা-মাতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীসহ অধীনস্থ সবাইকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

"হে ইমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং পরিবারবর্গকে (জাহান্নামের) আগুন থেকে রক্ষা কর। যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর। সেখানে নির্মম হৃদয়, কঠোর স্বভাবের ফেরেশতাগণ নিয়োজিত রয়েছে। আল্লাহ তাদেরকে যা আদেশ করেন, তা তারা অমান্য করে না, আর যা করতে আদেশ করা হয়, তারা তা-ই করে।"[৪৯]

সুপারিশমালা

আদর্শ পরিবার গঠন করতে হলে নিম্নলিখিত সুপারিশগুলো বাস্তবায়ন করতে হবে।

১. আর্থিক সচ্ছলতা

আর্থিক সচ্ছলতা না আসা পর্যন্ত বিয়ে না করে ধৈর্য ধারণ করা।

২. পাত্র-পাত্রী নির্বাচন

পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে সতর্কতা অবলম্বন করা।

৩. কুফু বা সমতা রক্ষা

ছেলে-মেয়ের সব দিকের কুফু বা সমতা রক্ষা করা

৪. বয়সের পার্থক্য

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বয়সের পার্থক্য কম থাকা।

৫. মোহরানা আদায় করা

বিবাহের সময় স্ত্রীর মোহরানা আদায় করা। এই মোহরানার মালিক স্ত্রী; বাপ, ভাই বা স্বামী নয়। তাই স্ত্রীর নামে মোহরানার টাকা লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করতে হবে।

৬. যৌতুক পরিহার

যে ছেলে যৌতুক চায়, তার কাছে মেয়ে বিয়ে না দেয়া।

---

৪৮. আল-কুরআন, *সূরা লুকমান* ৩১ : ১৬

৪৯. আল-কুরআন, *সূরা আত তাহরীম* ৬৬ : ৬

৭. পর্দার বিধান মেনে চলা

স্ত্রী পর্দার বিধান মেনে পর পুরুষ হতে দূরে থাকবে এবং স্বামীও পর নারীর সাথে অবাধে মেলামেশা থেকে দূরে থাকবে।

৮. অধিকার ও কর্তব্য পালন

স্বামী-স্ত্রীর একে অপরের অধিকার আদায়ে এবং কর্তব্য পালনে সচেষ্ট হবে।

৯. সুন্দর আচরণ করা

স্বামী স্ত্রীর সাথে সুন্দর আচরণ করবে এবং স্ত্রীও স্বামীর সাথে ভাল আচরণ করবে।

১০. পরকীয়া থেকে দূরে থাকা

পরকীয়া বা স্বামী পর নারীর আসক্তি থেকে দূরে থাকবে এবং স্ত্রীও পর পুরুষের আসক্তি থেকে দূরে থাকবে।

১১. স্বামী-স্ত্রী পারস্পরিক সমঝোতা

স্বামী-স্ত্রী পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে সংসার পরিচালনা করবে।

১২. স্বামী-স্ত্রী ভাল কাজে সহযোগিতা

ভাল কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করবে এবং পাপ কাজ থেকে একে অপরকে দূরে রাখবে।

১৩. শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা-যত্ন

স্ত্রী স্বামীর বাড়িতে শ্বশুর-শাশুড়িকে নিজের বাপ-মার মত সেবা-যত্ন করবে।

১৪. স্বামীর আনুগত্য

স্ত্রী স্বামীর আদেশের আনুগত্য করবে আর স্বামী স্ত্রীকে মন-প্রাণ দিয়ে ভালবাসবে।

১৫. স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য কলহ

স্বামী-স্ত্রী দাম্পত্য কলহ পরিহার করে চলবে।

উপসংহার

পরিবার! পরিবার হলো শান্তির একটি উৎস। মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত পরিবারের সাথে সম্পৃক্ত থাকে। পরিবারের সদস্যরা পরস্পর স্নেহ-মায়া-মমতা, প্রেম ও ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। মানুষের অনেক চাহিদাই পূরণ হয় পরিবার থেকে। যা অন্য কোথাও পাওয়া সম্ভব নয়। পরিবারের উপরই মানব জীবনের সুখ-শান্তি নির্ভর করে। পরিবার সুন্দর হলে সমাজ সুন্দর হবে। সুন্দর পরিবার গঠনে আখিরাতে বিশ্বাস অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে। সুতরাং সুন্দর ও আদর্শ পরিবার গঠনে আখিরাতে বিশ্বাসকে কাজে লাগাতে হবে। তাহলেই সুন্দর পরিবার গঠন সম্ভব হবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা

মানুষ সমাজে বসবাস করে। জীবন-যাপনের প্রয়োজনে তাকে অন্যের সহযোগিতা নিতে হয়। সমাজ ছাড়া মানুষ একাকী চলতে পারে না। তাই মানুষ সমাজবদ্ধভাবে বাস করে। সমাজ মানুষের জীবনকে সুন্দর ও সুখময় করে তোলে। এজন্য থাকতে হবে পরস্পর সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য, সহযোগিতা ও ভালবাসা। সমাজে বাস করে উঁচু-নিচু, ধনী-গরিব, সুস্থ-অসুস্থ, সুখী-দুঃখী, বিপদগ্রস্ত ও প্রতিবন্ধিসহ সব রকমের মানুষ। সবার সঙ্গে মিলেমিশে জীবনধারণ এবং সুখে-দুঃখে একে অপরের পাশে দাঁড়ানো মানুষের দায়িত্ব। একে অপরের প্রতি সহানুভূতি ও দায়িত্ববোধ মনুষ্যত্বের পরিচয় বহন করে। সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ লাভ সম্ভব। সমাজ সেবার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করে আখিরাতে অনন্তকালের জন্য সুখের জান্নাত অর্জন করা যায়। তাই আখিরাতে বিশ্বাস সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

আদর্শ সমাজের পরিচয়

ইসলামি বিধি-বিধান, শিক্ষা ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে যে সমাজ প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয় এবং যে সমাজে আখিরাতের মুক্তির ব্যবস্থা রয়েছে, তাকে আদর্শ সমাজ বলে। আর মানব জাতির সামগ্রিক কল্যাণ, সেবা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ইসলামের বিধান যে সমাজ ব্যবস্থায় চালু রয়েছে, সে সমাজ ব্যবস্থাকে আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা বলে। প্রথম অধ্যায়ে ইসলামের আলোকে আদর্শ সমাজের পরিচয় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠায় আখিরাতে বিশ্বাস

আখিরাতে বিশ্বাস মানুষের মনে দৃঢ় প্রত্যয় ছাড়া আদর্শ সমাজ বিনির্মাণ সম্ভব নয়। তাই আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে আখিরাতে বিশ্বাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিম্নে সেগুলো বর্ণনা করা হলো।

১. সম্প্রীতি ও ভালবাসা সৃষ্টি

আখিরাতে বিশ্বাস মানুষের মনের মধ্যে একে অপরের প্রতি সম্প্রীতি ও ভালবাসা সৃষ্টি করে। কারণ, আখিরাতে মুক্তি নির্ভর করে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির ওপর। আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের পথ হলো আর্তমানবতার ও দুঃখ-যন্ত্রণাকাতর মানুষের সেবা করা। আবার সেবা করার ইচ্ছা তখনই জাগ্রত হয়, যখন তাদের প্রতি ভালবাসা থাকে অথবা তাদেরকে ভালবাসা যায়। ভালবাসার দ্বারাই মানুষের মন থেকে হিংসা-বিদ্বেষ, গ্লানি, প্রভেদ, অহংকার ও অসাম্য দূর করা যায়। ভালবাসার মাধ্যমেই মানুষের হিংস্র প্রকৃতি ও বিদ্বেষ প্রবণতা খুব দ্রুত বিলুপ্ত হয়। ভালবাসা ও সম্প্রীতি কট্টর শত্রুকেও বন্ধুতে রূপান্তরিত করে। এমনকি দূরে অজানা-অচেনা কাউকেও আপন সহোদরের ন্যায় মায়া-মহব্বত করতে শেখায়। আজকের পৃথিবীতে এই যে নৈরাজ্য, ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য ও নিরন্ন মানুষের কান্না, এর মূলে রয়েছে অহংকারী মানুষের অহেতুক দম্ভ ও মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসা না থাকা। যদি মানুষের প্রতি মানুষ সদয় হয়, মানুষের কাছে ছুটে যায় মানুষ, তাদের দুঃখ-বেদনা দূর করে দেয়, তাহলে আর বুভুক্ষু মানুষের মিছিল থাকবে না, ক্ষুধিতের রোনাজারিতে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হবে না, যদি সেবার হাত প্রসারিত করে মানুষের প্রতি এগিয়ে আসে মানুষ, মানুষ ভালবাসে মানুষকে, তাহলেই সমাজ থেকে অশান্তি দূর হবে এবং পরস্পর সম্প্রীতি ও ভালবাসা সৃষ্টি হবে। এটাই আল্লাহ তা'আলা চান। এটাই আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের পথ। এ ধরনের মানুষই কিয়ামতের দিন আল্লাহর আরশের নিচে স্থান পাবে।

ক. আরশের ছায়ায় আশ্রয় দান

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ –ﷺ– قَالَ « سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِى ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِى اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ

আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "সাত শ্রেণির লোকদের আল্লাহ সেই (হাশরের) কঠিন দিনে তাঁর আরশের ছায়ায় আশ্রয় দান করবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া অন্য কোন ছায়া থাকবে

না, (তাদের একজন হচ্ছে) ঐ দু'ব্যক্তি যারা আল্লাহর জন্যে পরস্পরকে ভালবাসে, আল্লাহর জন্যই তারা মিলিত হয় এবং আল্লাহর জন্যই পরস্পর পৃথক হয়।"[১]

খ. পরস্পরকে ভালবাসার কারণে আল্লাহর দরবারে উচ্চ মর্যাদা

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ لَأُنَاسًا مَا هُمْ بِأَنْبِيَاءَ، وَلَا شُهَدَاءَ يَغْبِطُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بِمَكَانِهِمْ مِنَ اللهِ تَعَالَى» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، تُخْبِرُنَا مَنْ هُمْ، قَالَ: «هُمْ قَوْمٌ تَحَابُّوا بِرُوحِ اللهِ عَلَى غَيْرِ أَرْحَامٍ بَيْنَهُمْ، وَلَا أَمْوَالٍ يَتَعَاطَوْنَهَا، فَوَاللهِ إِنَّ وُجُوهَهُمْ لَنُورٌ، وَإِنَّهُمْ عَلَى نُورٍ لَا يَخَافُونَ إِذَا خَافَ النَّاسُ، وَلَا يَحْزَنُونَ إِذَا حَزِنَ النَّاسُ» وَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ {أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} [يونس: 62]

উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বর্ণনা করেছেন, নবী (স.) বলেছেন : "নিশ্চয়ই আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা নবী নন এবং শহীদও নন। কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহর দরবারে তাদের মর্যাদার কারণে নবীগণ ও শহীদগণ তাদের প্রতি ঈর্ষান্বিত হবেন। সাহাবিগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (স.)! আমাদের অবহিত করুন, তারা কারা? তিনি বলেন, তারা ঐসব লোক যারা আল্লাহর মহানুভবতায় পরস্পরকে ভালবাসে, অথচ তারা পরস্পর আত্মীয় নয় এবং পরস্পরকে সম্পদও দেয়নি। আল্লাহর শপথ! তাদের মুখমণ্ডল যেন নূর এবং তারা নূরের আসনে বসবে। তারা ভীত হবে না, যখন মানুষ ভীত থাকবে। তারা দুশ্চিন্তায় পড়বে না, যখন মানুষ দুশ্চিন্তায় থাকবে।"[২] তিনি এ আয়াত তিলওয়াত করলেন : "জেনে রাখো! আল্লাহর বন্ধুদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে না।"[৩]

عَنْ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: الْمُتَحَابُّونَ فِي جَلَالِي لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّونَ وَالشُّهَدَاءُ.

মু'আয ইব্ন জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন : "আল্লাহ তা'আলা বলেন : আমার মর্যাদা ও পরাক্রমের টানে যারা পরস্পরকে ভালবাসে, তাদের জন্য রয়েছে আলোর মিম্বর (মঞ্চ) । নবী ও শহীদগণ পর্যন্ত তাদের সাথে (মর্যাদা দর্শনে) ঈর্ষা করবে।"[৪]

২. এক মুসলিম অপর মুসলিমের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা নিষিদ্ধ

এক মুসলিম অপর মুসলিমের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা নিষিদ্ধ। যারা অন্য মুসলমানের সাথে শত্রুতা পোষণ করে, তারা আল্লাহ তা'আলার বিশেষ ক্ষমা থেকে বঞ্চিত হয়। এই সম্পর্ক ছিন্ন অবস্থায় মারা গেলে জাহান্নামে যাবে। কোন কারণে মুসলিম ভাইয়ের সাথে অন্য মুসলিম ভাইয়ের সম্পর্ক নষ্ট হলে, তাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই উত্তম যে সাক্ষাৎ করে সালাম দিয়ে কথা শুরু করে।

ক. ছিন্ন সম্পর্ক স্থাপনকারী উত্তম

عن أبي أيوب الأنصاري: أن رسول الله ﷺ قال: " لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان: فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام "

---

১. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায়, আয-যাকাত, অনুচ্ছদ : ফাযলু ইখফাইস সাদাকাহ, (বৈরুত : দারুল জাবাল), খ. ৩, পৃ. ৯৩, হাদিস নং-১৪২৭

২. আবূ দাউদ সুলাইমান ইব্ন আশ'আছ আস-সিজিস্তানী, *সুনানু আবী দাউদ*, অধ্যায় : আল-বুয়ূ, অনুচ্ছেদ : ফির রাহনি, (বৈরুত : মাকতাবুল আসরিয়্যাহ), খ. ৩,পৃ.২৮৮ , হাদিস নং-৩৫২৭

৩. আল-কুরআন, *সূরা ইউনুস* ১০ : ৬২

৪. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত তিরমিযী*, অধ্যায় : আয-যুহুদ, অনুচ্ছেদ : মা জাআ ফিল হুব্বি ফিল্লাহ, (বৈরুত : দারুল গুরুব আল-ইসলামী, ১৯৯৮), খ. ৪,পৃ. ১৭৫, হাদিস নং-২৩৯০

আবূ আইউব আনসারী (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "কোন ব্যক্তির জন্য বৈধ নয় যে, সে তার ভাই-এর সাথে তিন দিনের অধিক এমনভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করে রাখবে যে, দু'জন দেখা হলেও একজন এদিকে আরেকজন ওদিকে মুখ ঘুরিয়ে রাখবে। তাদের মধ্যে যে আগে সালাম দেবে, সেই-ই উত্তম।"[৫]

খ. আল্লাহর ক্ষমা থেকে বঞ্চিত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ « تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِى كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ إِلاَّ عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ اتْرُكُوا - أَوِ ارْكُوا - هَذَيْنِ حَتَّى يَفِيئَا ».

আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার মানুষের যাবতীয় আমল পেশ করা হয়। প্রত্যেক মু'মিনকে আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। তবে যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের সাথে শত্রুতা রাখে তাকে ক্ষমা করেন না। তাদের সম্পর্কে বলা হয়, এ দু'জনের ব্যাপারটি ততক্ষণ পর্যন্ত রেখে দাও, যতক্ষণ না তারা পারস্পরিক সম্পর্ক পুনর্গঠিত করে নেয়।"[৬]

গ.সম্পর্ক ছিন্ন করে মারা গেলে সে জাহান্নামে যাবে

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ»

আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "কোন মুসলিমের জন্য অন্য মুসলিম ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন করে রাখা হালাল নয়। অতঃপর যে ব্যক্তি তিন দিনের বেশি সময় ছিন্ন থাকা অবস্থায় মারা যায়, সে জাহান্নামে যাবে।"[৭]

৩. জীবনের নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা

মানুষের জীবন অত্যন্ত মূল্যবান। তাই অন্যকে নিরাপদ রাখা ও বাঁচতে দেয়া প্রতিটি মানুষের অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য । সকলের উচিত প্রতিটি মানুষের জীবনের নিরাপত্তা ও বেঁচে থাকার অধিকার নিশ্চিত করা। এ অধিকার আমাদের সমাজে চরমভাবে লংঘিত হচ্ছে। প্রকাশ্য হত্যা, গুপ্ত হত্যা, গুম ও অপহরণ দিন দিন বেড়েই চলেছে। একের পর এক এ ধরনের হত্যাকাণ্ডের ঘটনা সাধারণ মানুষের মধ্যে এখন আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। নৃশংসভাবে অহরহ খুন হচ্ছে মানুষ। কারো জীবনের নিরাপত্তা নেই। এর মূল কারণ হলো আখিরাতকে ভুলে যাওয়া এবং মানুষের নিরাপত্তা বিঘ্ন করার ফলে আখিরাতের শাস্তি সম্পর্কে অজ্ঞতা। আখিরাতের কঠিন শাস্তির ভয় নিরাপদ সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে । আখিরাতে বিশ্বাস জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে।

ক. হত্যার শাস্তি হচ্ছে জাহান্নাম

আল্লাহ তা'আলা বলেন : **وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا**

"আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করবে, তার শাস্তি হচ্ছে জাহান্নাম, সেখানে সে স্থায়ী হবে এবং আল্লাহ তার ওপর ক্রুদ্ধ হবেন, তাকে অভিসম্পাত করবেন আর তার জন্য কঠিন শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।"[৮]

---

৫. আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আল-আদাব, অনুচ্ছেদ : আল-হিজরাহ, (দারু তাওকিন নাজাহ, ১৪২২ হি.), খ. ৮, পৃ. ২১, হাদিস নং-৬০৭৭

৬. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আল-বিররু ওয়াস সিলাহ ওয়াল আদাবি, অনুচ্ছেদ : আন-নাহী আনিল ফাহশায়ি ওয়াত তাহজুরি, (বৈরুত : দারুল জাবাল), খ. ৮, পৃ. ১২, হাদিস নং-৬৭১২

৭. আবূ দাউদ সুলাইমান ইবনু আশ'আছ আস-সিজিস্তানী, *সুনানু আবী দাউদ*, অধ্যায় : আল-আদাব, অনুচ্ছেদ : ফীমান ইয়াহজুরু আখাহুল মুসলিম, (বৈরুত : মাকতাবুল আসরিয়্যাহ), খ. ৮, পৃ. ২৭৯, হাদিস নং-৪৯১৪

৮. আল-কুরআন, *সূরা আন-নিসা* ৪ : ৯৩

খ. হত্যাকারী ও নিহত উভয় ব্যক্তিই জাহান্নামি

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار) . قيل فهذا القاتل فما بال المقتول ؟ قال (إنه أراد قتل صاحبه

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন : "যখন দুজন মুসলমান তরবারী নিয়ে পরস্পরের ওপর আক্রমণ করে তখন হত্যাকারী ও নিহত উভয় ব্যক্তিই জাহান্নামি হয়। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো যে, হত্যাকারীর কথা তো বুঝলাম কিন্তু নিহত ব্যক্তির এ পরিণতি হবে কেন? রাসূল (স.) বললেন : কেননা সেও তার প্রতিপক্ষকে হত্যা করতে চেয়েছিল।"[৯]

গ. হত্যাকারী জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال (من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما

আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা.) নবী (স.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন : "কোন মু'আহাদকে (মুসলিম রাষ্ট্রে অবস্থানরত চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম নাগরিককে) হত্যাকারী জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না। যদিও জান্নাতের সুঘ্রাণ চল্লিশ বছর দূরত্ব থেকে পাওয়া যায়।"[১০]

৪. অর্থ-সম্পদের নিরাপত্তা

জীবনধারণের জন্য অর্থের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অর্থের প্রয়োজন। মানুষ তার কাঙ্ক্ষিত অর্থ উপার্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করে। কষ্ট করে উপার্জিত অর্থ-সম্পদ হাতছাড়া হলে মানুষ ব্যথিত হয় এবং অর্থকষ্টে নিপতিত হয়। তাই অর্থ সম্পদের নিরাপত্তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সম্পদের নিরাপত্তা বিধানে আখিরাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব অত্যধিক। কেউ অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ ছিনিয়ে নিলে আখিরাতে তা তার জন্য অপমান ও লাঞ্ছনার কারণ হবে এবং জান্নাতে যাওয়ার ক্ষেত্রে তা তার প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে।

ক. গোপনকৃত বস্তু নিয়েই কিয়ামতের দিন হাজির হবে

আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

"অন্যায়ভাবে কোন বস্তু গোপন রাখবে, এটা নবীর জন্য অসম্ভব এবং কেউ অন্যায়ভাবে কোন কিছু গোপন করলে, যা সে অন্যায়ভাবে গোপনে করেছে তা নিয়েই কিয়ামতের দিন হাজির হবে। এরপর প্রত্যেককে তা-ই দেয়া হবে যা সে অর্জন করেছে।"[১১]

খ. জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে

বিশেষ করে পিতা-মাতাহীন ইয়াতিম শিশুর সম্পদ আত্মসাৎ করলে জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন : إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

"নিশ্চয়ই যারা ইয়াতিমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ে ফেলে নিঃসন্দেহে তারা তো তাদের পেট আগুন দিয়ে পূর্ণ করে। আর তারা শিঘ্রই জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে।"[১২]

গ. জান্নাত তার জন্য হারাম করে দেবেন

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ « مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ». فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ ».

---

৯. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আল-ফিতান, অনুচ্ছেদ : ইযা ইলতাকাল মুসলমানি বি সাইফিহিমা, (বৈরুত : দারু ইবনি কাসীর, ১৪০৭ হি.), খ.৬, পৃ. ২৫৯৪, হাদিস নং-৬৬৭২

১০. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আল-জিযইয়া ওয়াল মুয়াদাআহ্, অনুচ্ছেদ : ইছমু মান কাতালা মু'আহাদান বি-গাইরি জুরমিন, (বৈরুত : দারু ইবনি কাছীর, ১৯৮৭ইং/১৪০৭হি.), খ. ৩, পৃ. ১১৫৫, হাদিস নং-২৯৯৫

১১. আল-কুরআন, *সূরা আলি ইমরান* ৩ : ১৬১

১২. আল-কুরআন, *সূরা আন-নিসা* ৪ : ১০

আবূ উমামা (রা.) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন : "যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথের মাধ্যমে কোন মুসলমানের অধিকার ছিনিয়ে নেবে, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব করে দেবেন এবং জান্নাত তার জন্য হারাম করে দেবেন। এক ব্যক্তি বলল : হে আল্লাহর রাসূল! যদি সামান্য কোন বস্তু হয়? তিনি বললেন : আরক[১৩] গাছের একটি কর্তিত ডালও যদি হয়।"[১৪]

ঘ. জমিন তার গলায় বেড়ি বানিয়ে দেয়া হবে

سعيد بن زيد ﷺ قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول (من ظلم من الأرض شيئا طوقه من سبع أرضين

সাঈদ ইব্ন যয়েদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি : "যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে সামান্য পরিমাণ জমি কেড়ে নেবে কিয়ামতের দিন সাত তবক জমিন তার গলায় বেড়ি বানিয়ে দেয়া হবে।"[১৫]

ঙ. সাত তবক জমিনের নিচ পর্যন্ত ধসিয়ে দেয়া হবে

عن سالم عن أبيه ﷺ قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم (من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين

সালিম (র.) তার পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নবী (সা.) বলেছেন : "যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে সামান্য পরিমাণ জমিও কেড়ে নেবে, কিয়ামতের দিন তাকে সাত তবক জমিনের নিচ পর্যন্ত ধসিয়ে দেয়া হবে।"[১৬]

চ. ধন-সম্পদ রক্ষায় নিহত ব্যক্তি শহীদ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ ظُلْمًا فَقُتِلَ، فَهُوَ شَهِيدٌ»

আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "কারো ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করা হলে আর সে তা রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হলে শহীদ হিসেবে গণ্য হবে।"[১৭]

৫. মান-সম্মান ও সম্ভ্রমের নিরাপত্তা বিধান

ক. মানুষ হিসেবে প্রতিটি মানুষই সম্মানিত

মান-সম্মান ও সম্ভ্রমের নিরাপত্তা ছাড়া মানুষ সমাজে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করতে পারে না। কারো সম্মানের হানি ঘটলে সে খুবই অপমানবোধ করে এবং মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। তাই জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তার চেয়ে মান-সম্মান ও সম্ভ্রমের নিরাপত্তাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। অথচ মানুষই মানুষের মর্যাদাহানি করে মানুষকে অপমানিত করে। একজন মানুষ অন্য মানুষের প্রাপ্য যথাযথ মর্যাদা দেয় না। এধরনের মানুষ আখিরাতে চরম ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন : **وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ**

"আমি তো আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি।"[১৮]

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ رَدَّ اللَّهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ القِيَامَةِ.وَفِي البَابِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ.هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

---

১৩ . আরক হলো বাবলা গাছের মতো এক ধরনের কাঁটাযুক্ত গাছ।

১৪. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আল-ঈমান, অনুচ্ছেদ : ওয়ায়ীদু মান কত্বায়া হাক্কা মুসলিমিন বিইয়ামীনিন ফাজিরাতিন বিন্নার, (বৈরুত : দারুল জাবাল), খ. ১, পৃ. ৮৫, হাদিস নং-৩৭০

১৫. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আল-মাজালিমি, অনুচ্ছেদ : ইছমু মান জালামা সাইয়ান মিনাল আরদ, (বৈরুত : দারু ইবনি কাছীর, ১৯৮৭ইং/১৪০৭হি.), খ. ২, পৃ. ৮৬৬, হাদিস নং-২৩২০

১৬. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আল-মাজালিমি, অনুচ্ছেদ : ইছমু মান জালামা সাইয়ান মিনাল আরদ, (বৈরুত : দারু ইবনি কাছীর, ১৯৮৭ইং/১৪০৭হি.), খ. ২, পৃ. ৮৬৬, হাদিস নং-২৩২২

১৭. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনু ইয়াযিদ ইব্ন মাজাহ আল-কাযভীনী, *সুনানু ইবনি মাজাহ*, অধ্যায় : আল-হুদূদ, অনুচ্ছেদ : মান কুতিলা দূনা মালিহী ফাহুয়া শাহীদ, (হালব : দারু ইহইয়ায়িল কিতাব আল-আরাবী), খ. ২,পৃ. ৮৬২, হাদিস নং-২৫৮২

১৮. আল-কুরআন, *সূরা বাণী ইসরাঈল* ১৭ : ৭০

আবূ দারদাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি নবী (সা.) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি (স.) বলেছেন : “যে ব্যক্তি তার কোন ভাইয়ের মান-সম্মানের ওপর আঘাত প্রতিরোধ করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার মুখমণ্ডল হতে জাহান্নামের আগুন প্রতিরোধ করবেন।”[১৯]

খ. মানুষের মান-সম্মান ও সম্ভ্রম নষ্ট করায় আখিরাতের ক্ষতি

عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ حَمَى مُؤْمِنًا مِنْ مُنَافِقٍ يَعِيبُهُ، بَعَثَ اللَّهُ مَلَكًا يَحْمِي لَحْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ، وَمَنْ قفى مُسْلِمًا بِشَيْءٍ يُرِيدُ شَيْنَهُ بِهِ، حَبَسَهُ اللَّهُ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ»

সাহাল ইব্‌ন মুয়াজ ইব্‌ন অনাস আল-জুহানী (রহ.) তার পিতা হতে বর্ণনা করেন। নবী (স.) বলেছেন : “যে ব্যক্তি কোন মু'মিনকে মুনাফিকের ক্ষতি থেকে রক্ষা করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ একজন ফেরেশতা পাঠাবেন তার শরীরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করতে। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে এমন কিছু করে যে, যা দ্বারা সে চায় যে, তাকে অসম্মান করবে, আল্লাহ তাকে জাহান্নামের সেতুতে আবদ্ধ করে রাখবেন যেই পর্যন্ত না সে যা বলেছিল তা থেকে বের হয়ে না আসে।”[২০]

গ. মুসলিম ভাইয়ের সম্মান রক্ষা করা

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: " مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَرُدُّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ إِلا كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَرُدَّ عَنْهُ نَارَ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ تَلا هَذِهِ الآيَةَ: {وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ} [الروم: 47] "

আবূ দারদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন : “যদি কোন মুসলিম তার ভাইয়ের সম্মান রক্ষা করে, তাহলে আল্লাহর কর্তব্য হয়ে যায় যে, জাহান্নামের আগুন থেকে তাকে রক্ষা করবেন।”[২১] অতঃপর এর সমর্থনে তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন : “মু'মিনদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব।”[২২]

ঘ. দুর্নাম থেকে রক্ষা করা

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ ذَبَّ عَنْ لَحْمِ أَخِيهِ بِالْمَعِيبَةِ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُعْتِقَهُ مِنَ النَّارِ»

আসমা বিনতে ইয়াযীদ ইব্‌ন সাকান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : “যে ব্যক্তি তার ভাইকে দুর্নাম থেকে রক্ষা করে, আল্লাহর কর্তব্য হয়ে যায় যে, জাহান্নামের আগুন থেকে তাকে রক্ষা করবেন।”[২৩]

ঙ. সম্মান নষ্ট হতে না দেয়া

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «مَنِ اغْتِيبَ عِنْدَهُ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ، وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى نَصْرِهِ، فَنَصَرَهُ، نَصَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ».

আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন : “কোন ব্যক্তির নিকটে তার কোন মুসলমান ভাইয়ের সম্মান নষ্ট করা হয়, আর তার সামর্থ্য আছে যে, তাকে সাহায্য

---

১৯. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌নু ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত তিরমিযী*, অধ্যায় : আল-বিররু ওয়াস সিলাহ, অনুচ্ছেদ : মা জা আ ফীয্‌যাব্বি আন ইরদিল মুসলিমি, (বৈরুত : দারুল গুরুব আল-ইসলামী, ১৯৯৮), খ. ৩,পৃ. ৩৯১, হাদিস নং-১৯৩১

২০. আবূ মুহাম্মদ হুসাইন ইবনু মাসউদ আশ-শামী, *শারহুস সুন্নাহ*, অধ্যায় : আননাহী আন তাত্তাবিয়ু আওরাতিল মুসলিমীন,(দামেশক/বৈরুত : মাকতাবুল ইসলামী,১৪০৩হি./১৯৮৩ইং), খ. ১৩,পৃ. ১০৫, হাদিস নং-৩৫২৭

২১ . আবূ মুহাম্মদ হুসাইন ইবনু মাসউদ আশ-শামী, *শারহুস সুন্নাহ*, অধ্যায়র : আযযুবু আনিলমুসলিমীন, (দামেশক/বৈরুত : মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৩হি./১৯৮৩ইং), খ. ১৩,পৃ. ১০৫, হাদিস নং-৩৫২৮

২২. আল-কুরআন, *সূরা রূম* ৩০ : ৪৭

২৩. আবূ মুহাম্মদ হুসাইন ইব্‌ন মাসউদ আশ-শামী, *শারহুস সুন্নাহ*, অধ্যায় : আযযুবু আনিলমুসলিমীন, (দামেশক/বৈরুত : মাকতাবুলইসলামী,১৪০৩হি./১৯৮৩ইং), খ. ১৩,পৃ. ১০৭, হাদিস নং-৩৫২৯

করবে। সে তার ভাইকে সাহায্য করলো অর্থাৎ তার সম্মান নষ্ট হতে দিল না। আল্লাহ তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে সাহায্য করবেন।"[২৪]

চ. সম্মানহানি ঘটানো

عن أبي هريرة ﷺ قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه

আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন :"যে ব্যক্তি তার কোন ভাইয়ের ওপর জুলুম করে থাকে তার সম্মানহানি ঘটিয়ে অথবা অন্য কোনভাবে, তাহলে তার উচিত সেই দিন (কিয়ামতের দিন) আসার পূর্বেই (হক আদায় করে বা ক্ষমা প্রার্থনা করে) পরিষ্কার করে নেয়া। যে দিন কোন দিনার ও দিরহামের লেনদেন থাকবে না। তার কোন নেক আমল থাকলে জুলুম পরিমাণ নেক আমল তার থেকে নিয়ে অত্যাচারিত ব্যক্তিকে দিয়ে দেয়া হবে। আর যদি তার কোন নেক আমল না থাকে তাহলে অত্যাচারিত ব্যক্তির সমপরিমাণ গুনাহ তার মাথায় চাপানো হবে।"[২৫]

ছ. দোষ-ত্রুটি গোপন রাখার প্রতিদান

কোন দুর্ঘটনা ক্রমে মানুষের মান-মর্যাদা হানি হতে পারে অথবা মানুষের মধ্যে বিভিন্ন দোষ-ত্রুটি থাকতে পারে। এগুলো অন্যের কাছে প্রকাশ করলে মানুষের সম্মান ক্ষুণ্ন হয়। এগুলো গোপন রাখা অথবা যার দোষ-ত্রুটি তাকে বলে সংশোধন করাই মুসলমানের দায়িত্ব। যে ব্যক্তি মুসলমানের দোষ গোপন রাখবে আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ গোপন করবেন।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ -ﷺ- قَالَ « لاَ يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدًا فِى الدُّنْيَا إِلاَّ سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ».

আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (স.) বলেছেন : "কোন বান্দা যদি অপর কোন বান্দার দোষ-ত্রুটি দুনিয়াতে গোপন রাখে আল্লাহ তার দোষ-ত্রুটি কিয়ামতের দিন গোপন রাখবেন।"[২৬]

عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِىِّ -ﷺ- قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ مَنْ كَانَ فِى حَاجَةِ أَخِيهِ فَإِنَّ اللَّهَ فِى حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

সালিম (রহ.) তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। নবী (স.) বলেছেন : "এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। কাজেই সে তার ওপর নির্যাতন করবে না এবং তাকে অসহায় অবস্থায়ও ছেড়ে যাবে না। যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজন মিটাবে, আল্লাহ তার প্রয়োজন মিটাবেন। একইভাবে যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের বিপদ দূর করবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার বিপদ দূর করে দেবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ গোপন রাখবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দোষ গোপন রাখবেন।"[২৭]

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ -ﷺ- قَالَ « مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ – وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ فِى عَوْنِ الْعَبْدِ

---

২৪. আবূ মুহাম্মদ হুসাইন ইব্‌ন মাসউদ আশ-শামী, *শারহুস সুন্নাহ*, অধ্যায় : আযযুবু আনিল মুসলিমীন, (দামেশক/বৈরুত : মাকতাবুল ইসলামী,১৪০৩হি./১৯৮৩ইং), খ. ১৩,পৃ. ১০৭, হাদিস নং-৩৫৩০

২৫. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আল-মাজালিমু, অনুচ্ছেদ : মান কানাত লাহূ মাজলিমাতুন ইনদার রাজুলি ফাহাল্লাাহা লাহূ, (বৈরুত : দারু ইবনি কাছীর, ১৯৮৭ইং/১৪০৭হি.), খ. ২, পৃ. ৮৬৫, হাদিস নং-২৩১৭

২৬. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আল-বিররু ওয়াছ ছিলাতু ওয়াল আদাবু, অনুচ্ছেদ : বাসারাতুন মান ছাতারাল্লাহু তা'আলা আইবাহু ফিদদুনইয়া, (বৈরুত: দারুল জাবাল), খ. ৮, পৃ. ২১ , হাদিস নং-৬৭৬০

২৭. আবূ দাউদ সুলাইমান ইব্‌ন আশ'আছ আস-সিজিস্তানী, *সুনানু আবী দাউদ*, অধ্যায় : আল-আদাব, অনুচ্ছেদ : আল-মুয়াখাত , (বৈরুত: দারুল কিতাব আল-আরাবী), খ. ৪, পৃ.২৭৩ , হাদিস নং-৪৮৯৩

আবূ হুরায়রা (রা.) নবী (স.) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (স.) বলেছেন : “যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে দুনিয়ার বিপদসমূহের কোন বিপদ হতে রক্ষা করবে,এর প্রতিদানে আল্লাহ কিয়ামতের দিনের বিপদসমূহের কোন বিপদ হতে রক্ষা করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন গরিব লোকের সঙ্গে (পাওনা আদায়ে) নম্র ব্যবহার করবে, আল্লাহ্ তার সঙ্গে দুনিয়া ও আখিরাতে উভয় স্থানে নম্র ব্যবহার করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ-ত্রুটি গোপন করে রাখবে আল্লাহ্ তার দোষ-ত্রুটি দুনিয়া ও আখিরাতে উভয় স্থানে গোপন রাখবেন। বান্দা যতক্ষণ তার ভাইকে সাহায্য করতে থাকে, আল্লাহ্ও ততক্ষণ তাঁর বান্দাকে সাহায্য করতে থাকেন।”[২৮]

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ رَدَّ اللهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "

আবূ দারদাহ (রা.) নবী (স.) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন : “যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে গীবত খণ্ডন করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার মুখমণ্ডলকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন।”[২৯]

জ. গিবতের ভয়াবহ পরিণতি

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَمَّا عُرِجَ بِي مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمُشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ، فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ، قَالَ [ص: 270]: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ، وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ " قَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَاه يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ بَقِيَّةَ، لَيْسَ فِيهِ أَنَسٌ.

আনাস ইব্ন মালিক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : “মি’রাজের রাতে আমি এমন এক দলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম যাদের নখগুলো তামার তৈরি এবং তা দিয়ে তারা অনবরত তাদের মুখমণ্ডল ও বুক আঁচড় মারছিল। আমি বললাম, হে জিবরীল! এরা কারা? তিনি বললেন, এরা সেসব লোক যারা মানুষের গোশত খেতো (গীবত করত) এবং তাদের মান-সম্মানে আঘাত হানতো।”[৩০]

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْغِيبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا» . قِيلَ: وَكَيْفَ؟ قَالَ: «الرَّجُلُ يَزْنِي ثُمَّ يَتُوبُ، فَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَإِنَّ صَاحِبَ الْغِيبَةِ لَا يُغْفَرُ لَهُ حَتَّى يَغْفِرَ لَهُ صَاحِبُهُ»

জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ ও আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তারা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : “গীবত জিনার চেয়েও জঘন্য অপরাধ। বলা হলো তা কিভাবে? তিনি (স.) বললেন : “একজন মানুষ ব্যভিচার করে যদি তওবা করে, তবে আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন অর্থাৎ তার গুনাহ ক্ষমা করে দেন। কিন্তু গীবতকারীকে আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমা করেন না যতক্ষণ না তার ভাই তাকে ক্ষমা করে।”[৩১]

ঝ. চোগলখুরির শাস্তি

عَنْ حذيفة: سمعت النبي ﷺ يقول: «لا يدخل الجنة قتات»

হুযায়ফা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (স.)-কে বলতে শুনেছি যে, “চোগলখোর কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না।”[৩২]

---

২৮. আবূ দাউদ সুলাইমান ইব্ন আশ’আছ আস-সিজিস্তানী, *সুনানু আবী দাউদ*, অধ্যায় : আল-আদাব, অনুচ্ছেদ : ফীল মা’য়ুনাতে লিল মুসলিম, (বৈরুত : দারুল কিতাব আল-আরাবী), খ. ৪,পৃ.২৮৭ , হাদিস নং-৪৯৪৬

২৯. ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল, *মুসনাদু আহমাদ*, অধ্যায় : মুসনাদুল ক্বাবায়িল, অনুচ্ছেদ : বাকিয়্যাতুল ক্বাবায়িল, (মুয়সসাসাতুর রিসালাহ, ১৪২১হি./২০০১খ্রি.), খ. ৪৫,পৃ. ৫২৮, হাদিস নং২৭৫৪৩

৩০. আবূ দাউদ সুলাইমান ইব্ন আশ’আছ আস-সিজিস্তানী, *সুনানু আবী দাউদ*, অধ্যায় : আল-আদাব, অনুচ্ছেদ : ফিল গীবাতি, (বৈরুত: মাকতাবুল আসরিয়্যাহ), খ. ৪,পৃ. ২৬৯, হাদিস নং-৪৮৭৮

৩১. সুলায়মান আহমাদ ইব্ন আইয়ুব আবুল কাসিম আত-তিবরানী, *মুজিমুল আওসাত*, অধ্যায় : আল-মীম, অনুচ্ছেদ : মান ইসমুহূ মুহাম্মদ, (কাহেরাহ : দারুল হারামাইন), খ. ৬,পৃ. ৩৪৮, হাদিস নং-৬৫৯০

৩২. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আল-আদাব, অনুচ্ছেদ : মা ইয়াকরাহু মিন নামিমাহ, (দারু তাওকিন নাজাহ, ১৪২২ হি.), খ. ৮, পৃ. ১৭, হাদিস নং-৬০৫৬

عن ابن عباس، قال: مر النبي ﷺ بحائط من حيطان المدينة، أو مكة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي ﷺ: «يعذبان، وما يعذبان في كبير» ثم قال: «بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة». ثم دعا بجريدة، فكسرها كسرتين، فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل له: يا رسول الله، لم فعلت هذا؟ قال: «لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا» أو: «إلى أن ييبسا»

আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স.) একদিন মদীনা বা মক্কার বাগানগুলোর মধ্য হতে কোন এক বাগানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি এমন দু'ব্যক্তির আওয়াজ শুনতে পেলেন যে, তাদের কবরে আজাব দেয়া হচ্ছিল। তখন নবী (স.) বললেন : "এদের দুজনকে আজাব দেয়া হচ্ছে, অথচ গুরুতর কোন অপরাধে তাদের শাস্তি দেয়া হচ্ছে না। তারপর তিনি বললেন : হ্যাঁ, এদের একজন তার পেশাব করতে গিয়ে সতর্কতা অবলম্বন করত না। অপর ব্যক্তি চোগলখুরি করত। অতঃপর তিনি একটি খেজুরের ডাল আনতে বললেন এবং তা ভেঙ্গে দু'টুকরা করে প্রত্যেকের কবরের ওপর এক টুকরা করে গেঁথে দিলেন। তাঁকে বলা হলো, 'হে আল্লাহর রাসূল (স.)! কেন এমন করলেন?' তিনি বললেন : আশা করা যায় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত এ দুটি শুকিয়ে না যায় ততক্ষণ তাদের আজাব কিছুটা হালকা করা হবে।"[৩৩]

৬. আত্মীয়-স্বজনের অধিকার প্রতিষ্ঠা

ক. জান্নাতে যাওয়ার মাধ্যম আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ» ذَرْهَا كَأَنَّهُ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ

আবূ আইয়্যুব (রা.) বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলুন, যা আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন : "আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাঁর সঙ্গে কোন কিছু শরিক করবে না। সালাত কায়েম করবে, জাকাত আদায় করবে, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখবে।[৩৪]

খ. আত্মীয়কে দান করলে দ্বিগুণ সওয়াব

عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ»

সালমান ইব্ন আমির (রা.) বর্ণনা করেছেন, নবী (স.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : "মিসকিনকে দান করার মধ্যে শুধু সদকার সওয়াব রয়েছে আর আত্মীয়-স্বজন দান করা দু'টি সওয়াব রয়েছে। দান করার সওয়াব এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার সওয়াব।"[৩৫]

গ. আল্লাহ ও আখিরাতের ওপর ইমানের অংশ আত্মীয়-স্বজনকে দান করা

عن أبي هريرة ﷺ : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت)

আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (স.) বলেছেন : "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের ওপর ইমান রাখে, সে যেন মেহ্মানকে সম্মান করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের ওপর ইমান রাখে, সে যেন তার রক্তের সম্পর্ক

---

৩৩. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্নু ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আল-অযু, অনুচ্ছেদ : মিনাল কাবায়িরি আন লা ইয়াছতানযিহু মিন বাওলিহী, (দারু তাওকিন নাজাহ, ১৪২২ হি.), খ. ১, পৃ. ৫৩, হাদিস নং-২১৬

৩৪. আবূ আব্দুর রহমান আহমাদ ইব্ন শু'আইব আন-নাসায়ী, *সুনানুন নাসায়ী*, অধ্যায় : আস-সালাহ,অনুচ্ছেদ : সাওয়াবু আন আক্বামস সালাহ, (হালব : মাকতাবুল মাতলু'আতি আল-ইসলামী, ১৯৮৬ইং/ ১৪০৬ হি.), খ. ১,পৃ. ২৩৪, হাদিস নং-৪৬৮

৩৫. আবূ আব্দুর রহমান আহমাদ ইব্ন শু'আইব আন-নসায়ী, *সুনানুন নাসায়ী*, অধ্যায় : আয-যাকাহ,অনুচ্ছেদ : আস-সাদকাতু আলাল আক্বারিব, (হালব : মাকতাবুল মাতলু'আতি আল-ইসলামী, ১৯৮৬ইং/ ১৪০৬ হি.), খ. ৫,পৃ. ৯২, হাদিস নং-২৫৮২

বজায় রাখে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের ওপর ইমান রাখে, সে যেন কল্যাণকর কথা বলে, অথবা চুপ থাকে।"[৩৬]

عن أبي شريح الكعبي : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام فما بعد ذلك فهو صدقة ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه)

ঘ. আবূ শুরায়াহ কা'বী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন : "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের ওপর ইমান রাখে, সে যেন মেহ্মানকে সম্মান করে। মেহ্মানের সম্মান একদিন ও একরাত। আর সাধারণ মেহমানদারি তিনদিন ও তিনরাত। তারপর যা হবে সদকাহ। মেজবানকে কষ্ট দিয়ে, তার কাছে মেহমানের অবস্থান করা বৈধ নয়।"[৩৭]

৭. প্রতিবেশীর অধিকার প্রতিষ্ঠা

ক. প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়া জান্নাতে যাওয়ার প্রতিবন্ধক

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ « لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ ».

আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন : "যে ব্যক্তির অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ না থাকে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"[৩৮]

খ. প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়া আল্লাহ ও আখিরাতের ওপর ইমানের অংশ

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُؤْذِى جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ ». غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ « فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ ».

আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (স.) বলেছেন : "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের ওপর ইমান রাখে সে যেন প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের ওপর ইমান রাখে, সে যেন মেহ্মানকে সম্মান করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের ওপর ইমান রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে, নতুবা চুপ থাকে।" অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "তার প্রতিবেশীর সাথে যেন ভাল ব্যবহার করে।"[৩৯]

গ. প্রতিবেশীকে সম্মান করা আল্লাহ ও আখিরাতের ওপর ইমানের অংশ

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ ».

আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন : "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের ওপর ইমান রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে, নতুবা চুপ থাকে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের ওপর ইমান রাখে সে যেন প্রতিবেশীকে সম্মান করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের ওপর ইমান রাখে, সে যেন মেহ্মানকে সম্মান করে।"[৪০]

---

৩৬. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আল-আদব,অনুচ্ছেদ : ইকরামুদ দাইফি ওয়া খিদমাতিহী..., (বৈরুত : দারু ইবনি কাছীর, ১৯৮৭ইং/১৪০৭হি.), খ. ৫, পৃ. ২২৭৩, হাদিস নং-৫৭৮৭

৩৭. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আল-আদব, অনুচ্ছেদ : ইকরামুদ দাইফি ওয়া খিদমাতিহী..., (বৈরুত : দারু ইবনি কাছীর, ১৯৮৭ইং/১৪০৭হি.), খ. ৫, পৃ. ২২৭২, হাদিস নং-৫৭৮৪

৩৮. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আল-ঈমান, অনুচ্ছেদ : বায়ানু তাহরীমি ইযায়িল জারি, (বৈরুত : দারুল জাবাল), খ. ১, পৃ. ৪৯ , হাদিস নং-১৮২

৩৯. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী,*সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আল-ঈমান, অনুচ্ছেদ : বায়ানু তাহরীমি ইযায়িল জারি, (বৈরুত: দারুল জাবাল), খ. ১, পৃ. ৪৯ , হাদিস নং-১৮৩

৪০. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আল-ঈমান, অনুচ্ছেদ : বায়ানু তাহরীমি ইযায়িল জারি, (বৈরুত : দারুল জাবাল), খ. ১, পৃ. ৪৯ , হাদিস নং-১৮২

৮. ইয়াতিম, বিধবা ও নিঃস্ব ব্যক্তিদের সেবা করা

পিতাই সাধারণত পরিবারের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করেন এবং পরিবারের সবার ব্যয়ভারের দায়িত্ব নেন। পিতা ইন্তিকাল করলে মাতা হন বিধবা আর সন্তান হয় ইয়াতিম। অবশ্য সন্তান ছাড়াও অনেক মহিলা স্বামীর মৃত্যুতে বিধবা হন। পিতা ইন্তিকাল করলে বিধবা মাতা ও তার ইয়াতিম সন্তানদের দুঃখ কষ্টের সীমা থাকে না। তারা চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। তারা আর্থিক দিক দিয়ে চরম দুর্দশায় নিপতিত হয়। আবার অনেক ইয়াতিম আছে যাদের বাবা-মা দুই-ই নেই। তারা আরো বেশি অসহায়। তারা অন্যান্য শিশুর মতো বাবা-মার আদর সোহাগ পেতে চায়, কিন্তু তারা পায় না। তারা প্রাণভরে বাবাকে বাবা এবং মাকে মা বলে ডাকতে পারে না। বিধবা ও ইয়াতিমদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে অগণিত সওয়াব লাভ করা যায় এবং আখিরাতে জান্নাত লাভ করা যায়। পক্ষান্তরে যারা ইয়াতিমের ওপর অত্যাচার করবে এবং তাদের সম্পদ কেড়ে নেবে আখিরাতে তাদের ভয়াবহ পরিণতি ভোগ করতে হবে।

ক. আল্লাহ তা'আলা বলেন: أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ

"আপনি কি দেখেছেন, যারা প্রতিফল দিবসকে অবিশ্বাস করে? তারা হলো ঐ সব লোক, যারা ইয়াতিমকে ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয়। তারা অভাবীদের খাবার দিতে উৎসাহ দেয় না।"[৪১]

খ. আল্লাহ তা'আলা বলেন: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

"নিশ্চয়ই অন্যায়ভাবে ইয়াতিমের সম্পদ ভক্ষণ করে তারা তাদের পেটে আগুন ভক্ষণ করে। অচিরেই তারা জাহান্নামের জ্বলন্ত আগুনে জ্বলবে।"[৪২]

عن أبي هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم (الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل والصائم النهار)

আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স.) বলেছেন : "বিধবা ও অভাবীদের কল্যাণের জন্য চেষ্টা-সাধনাকারী আল্লাহর পথে জিহাদকারীর সমতুল্য। বর্ণনাকারী বলেন : আমার মনে হয়, রাসূল (স.) এ কথাও বলেছেন : সে ব্যক্তি অবিরাম নামাজরত ও রোজা পালনকারীর সমতুল্য।"[৪৩]

ইয়াতিমের সেবা করলে জান্নাত পাওয়া যাবে

حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثني عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني أبي قال سمعت سهل بن سعد : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال (أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا) . وقال بإصبعيه السبابة والوسطى

খ. রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন : "আমি ও ইয়াতিমের দায়িত্ব বহনকারী জান্নাতে এভাবে থাকবো। এই বলে তিনি নিজের শাহাদত ও মধ্যমা আঙ্গুলদ্বয় সামান্য ফাঁক রেখে একত্রিত করে দেখান।"[৪৪]

---

৪১. আল-কুরআন, *সূরা মাউন* ১০৭ : ১-৩

৪২ . আল-কুরআন, *সূরা আন-নিসা* ৪ : ১০

৪৩. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আন-নাফাকাত, অনুচ্ছেদ : ফাদলিন নাফাকাতি আলা আহলি, (বৈরুত : দারু ইবনি কাছীর, ১৯৮৭ইং/১৪০৭হি.), খ. ৫, পৃ. ২০৪৭, হাদিস নং-৫০৩৮৭

৪৪. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আল-আদব, অনুচ্ছেদ : ফাদলু মান ইয়ায়ুলু ইয়াতিমান, (বৈরুত : দারু ইবনি কাছীর, ১৯৮৭ইং/১৪০৭হি.), খ. ৫, পৃ. ২২৩৭, হাদিস নং-৫৬৫৯

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَبَضَ يَتِيمًا مِنْ بَيْنِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ الْبَتَّةَ إِلاَّ أَنْ يَعْمَلَ ذَنْبًا لاَ يُغْفَرُ لَهُ.

ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "যে ব্যক্তি মুসলমানদের কোন ইয়াতিম শিশুকে এনে নিজের পানাহারে শরিক করে নেয় আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। যদি সে ক্ষমার অযোগ্য কোন গুনাহ না করে।"[৪৫]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ عَالَ ثَلَاثَةً مِنَ الْأَيْتَامِ كَانَ كَمَنْ قَامَ لَيْلَهُ وَصَامَ نَهَارَهُ، وَغَدَا وَرَاحَ شَاهِرًا سَيْفَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَكُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ أَخَوَيْنِ كَهَاتَيْنِ أُخْتَانِ» وَأَلْصَقَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى"

৬. আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "যে ব্যক্তি তিনজন ইয়াতিমকে লালন-পালন করবে, সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে রাত্রি জেগে ইবাদত করে এবং দিনের বেলা রোজা রাখে এবং স্বীয় তরবারীকে উন্মুক্ত করে সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে। আর আমি এবং সে ব্যক্তি দুই ভাইয়ের মত জান্নাতে অবস্থান করবো, যেমন এই দুই ভাই, এই বলে তিনি শাহাদত ও মধ্যমা আঙ্গুল মিলিত করলেন।"[৪৬]

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –ﷺ– « أَنَا وَامْرَأَةٌ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ كَهَاتَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ». وَأَوْمَأَ يَزِيدُ بِالْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةِ « امْرَأَةٌ آمَتْ مِنْ زَوْجِهَا ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلَى يَتَامَاهَا حَتَّى بَانُوا أَوْ مَاتُوا ».

আউফ ইব্‌ন মালিক আশজায়ী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "আমি এবং কষ্টের কারণে বিবর্ণ হওয়া মহিলা কিয়ামতের দিন এভাবে থাকবো। বর্ণনাকারী ইয়াযীদ মধ্যমা ও তর্জনী আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করে দেখান। অর্থাৎ যে সম্ভ্রান্ত বংশীয় ও সুন্দরী বিধবা মহিলা তার ইয়াতিম সন্তানের স্বাবলম্বী করার জন্য মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত নিজকে পুনরায় বিবাহ থেকে বিরত রেখেছে।"[৪৭]

সুতরাং আমাদের উচিত আখিরাতের মুক্তি নিশ্চিত করতে ইয়াতিমের সেবায় আত্মনিয়োগ করা এবং তাদেরকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা।

৯.বিপদগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানো

বিপদগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানো আখিরাতে বিশ্বাসের অন্যতম দাবি। বন্যা, টর্নেডো, অগ্নিকাণ্ডসহ বিভিন্ন বিপদে বিপদগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানো আখিরাতে উচ্চমর্যাদা লাভের উপায়।

عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ –ﷺ– قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ مَنْ كَانَ فِى حَاجَةِ أَخِيهِ فَإِنَّ اللَّهَ فِى حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

সালিম (রহ.) তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। নবী (স.) বলেছেন : " এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। কাজেই সে তার ওপর নির্যাতন করবে না এবং তাকে অসহায় অবস্থায়ও ছেড়ে যাবে না। যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজন মিটাবে, আল্লাহ তার প্রয়োজন মিটাবেন। একইভাবে যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের বিপদ দূর করবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার বিপদ দূর করে দেবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ গোপন রাখবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দোষ গোপন রাখবেন।"[৪৮]

---

৪৫. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌নু ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত তিরমিযী*, অধ্যায় : আল-বির্‌রু ওয়াস সিলাহ, অনুচ্ছেদ : মা জাআ ফী রাহমাতিল ইয়াতীমি ওয়া কফালাতিহী, (বৈরুত : দারুল গুরুব আল-ইসলামী, ১৯৯৮), খ. ৩,পৃ. ৩৮৪, হাদিস নং-১৯১৭

৪৬. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াযিদ ইব্‌ন মাজাহ আল-কাযভীনী, *সুনানু ইবনি মাজাহ*, অধ্যায় : আল-আদব, অনুচ্ছেদ : হাক্কুল ইয়াতীমি, (হালব : দারু ইহইয়ায়িল কিতাব আল-আরাবিয়্যাহ), খ. ২,পৃ. ১২১৩, হাদিস নং-৩৬৮০

৪৭. আবূ দাউদ সুলাইমান ইব্‌ন আশ'আছ আস-সিজিস্তানী, *সুনানু আবী দাউদ*, অধ্যায় : আল-আদব, অনুচ্ছেদ : ফী ফাদলি মা আ'লা ইয়াতিমা, (বৈরুত : দারুল কিতাব আল-আরাবী), খ. ৪,পৃ. ৫০২, হাদিস নং-৫১৫১

৪৮. আবূ দাউদ সুলাইমান ইব্‌নু আশ'আছ আস-সিজিস্তানী, *সুনানু আবী দাউদ*, অধ্যায় : আল-আদাব, অনুচ্ছেদ : আল-মুযাখাত, (বৈরুত : দারুল কিতাব আল-আরাবী), খ. ৪,পৃ.২৭৩ , হাদিস নং-৪৮৯৩

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ -ﷺ- قَالَ « مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ - وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ فِى عَوْنِ الْعَبْدِ

আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (স.) বলেছেন : "যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে দুনিয়ার বিপদসমূহের কোন বিপদ হতে রক্ষা করবে,এর প্রতিদানে আল্লাহ কিয়ামতের দিনের বিপদসমূহের কোন বিপদ হতে রক্ষা করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন গরিব লোকের সঙ্গে (পাওনা আদায়ে) নম্র ব্যবহার করবে, আল্লাহ্ তার সঙ্গে দুনিয়া ও আখিরাতে উভয় স্থানে নম্র ব্যবহার করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ-ত্রুটি গোপন করে রাখবে আল্লাহ্ তার দোষ-ত্রুটি দুনিয়া ও আখিরাতে উভয় স্থানে গোপন রাখবেন। বান্দা যতক্ষণ তার ভাইকে সাহায্য করতে থাকে,আল্লাহ্ও ততক্ষণ তাঁর বান্দাকে সাহায্য করতে থাকেন।"[৪৯]

১০. রোগীর সেবা-শুশ্রূষা ও পরিচর্যা করা

রোগীর সেবা-শুশ্রূষা ও পরিচর্যা করা জান্নাত লাভের মাধ্যম। রোগীর সেবা করে আখিরাতের পুণ্য ও অসংখ্য পুরস্কার লাভ সম্ভব। কেউ অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যাওয়া, তার খোঁজ-খবর নেয়া এবং সাধ্যমত তার পরিচর্যা করা প্রতিটি মুসলমানের নৈতিক দায়িত্ব। তাই সে ব্যক্তি আত্মীয় হোক বা অনাত্মীয়, মুসলমান হোক বা অমুসলমান, প্রতিবেশী হোক বা অন্য কেউ। বিশেষ করে সমাজে রোগে-শোকে কাতর গরিব ও দুঃখী অসহায় রোগীদের, যাদের চিকিৎসার সামর্থ্য নেই, সেবা-শুশ্রূষার কোন ব্যবস্থা নেই, দেখার মতো কেউ নেই, তাদের সেবায় এগিয়ে আসা সকলেরই নৈতিক দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে আখিরাতের মুক্তি সহজতর হবে।

ক. অসুস্থ মুসলমান ভাইকে দেখতে যাওয়া জান্নাতের 'খুরফার' মধ্যে অবস্থান করা

عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَزَلْ فِى خُرْفَةِ الْجَنَّةِ .قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا خُرْفَةُ الْجَنَّةِ قَالَ جَنَاهَا

সাওবান (রা.) নবী কারীম (স.) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : "মুসলমান যখন তার অসুস্থ মুসলমান ভাইকে দেখতে যায়, সে ফিরে না আসা পর্যন্ত জান্নাতের 'খুরফার' মধ্যে অবস্থান করতে থাকে। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল জান্নাতের খুরফা কি? উত্তর দিলেন, তার ফলমূল।"[৫০]

খ. সত্তর হাজার ফেরেশতা তার জন্য দোয়া ও জান্নাতে একটি ফলের বাগান সুনির্ধারিত করে দেয়া

فَقَالَ عَلِيٌّ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُودُ مُسْلِمًا غُدْوَةً إِلاَّ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إِلاَّ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ، وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الجَنَّةِ.هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি, "এমন কোন মুসলমান নেই যে, সকালবেলা কোন মুসলমান রোগীকে দেখতে যায় সন্ধ্যা পর্যন্ত সত্তর হাজার ফেরেশতা তার জন্য দোয়া না করে, আর সন্ধ্যাবেলা কোন রোগীকে দেখতে যায়, সকাল পর্যন্ত তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা দোয়া করে। তার জন্য জান্নাতে একটি ফলের বাগান সুনির্ধারিত করে দেয়া হয়।"[৫১]

গ. রোগীর সেবা না করলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার নিকট জবাবদিহি করতে হবে

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- « إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِى. قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِى فُلاَنًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِى عِنْدَهُ

---

৪৯. আবূ দাউদ সুলাইমান ইব্‌নু আশ'আছ আস-সিজিস্তানী, *সুনানু আবী দাউদ*, অধ্যায় : আল-আদাব, অনুচ্ছেদ : ফীল মা'য়ুনাতে লিল মুসলিম, (বৈরুত : মাকতাবুল আসরিয়্যাহ), খ. ৪,পৃ. ২৮৭, হাদিস নং-৪৯৪৬

৫০. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী,*সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আল বিররু ওয়াসসিলাহ ওয়াল আদাব, অনুচ্ছেদ : ফাদলু ইয়াদাতিল্ মারিদ্ , (বৈরুত: দারুল জাবাল), খ. ৬ ,পৃ. ১৩ , হাদিস নং-৬৭১৯

৫১. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবনু ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত তিরমিযী*, অধ্যায় : আল-জানায়িয, অনুচ্ছেদ : মা-জা-আ ফী ইয়াদাতিল মারিদ, (দারুল গুরুব আল ইসলামী,১৯৯৮), খ.২ ,পৃ.২৯২ , হাদিস নং-৯৬৯

আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন : "মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ কিয়ামতের দিন বলবেন, হে বনি আদম! আমি অসুস্থ ছিলাম, তুমি আমাকে দেখতে যাওনি। বান্দা জবাবে বলবে : হে আমার প্রতিপালক! আমি কেমন করে আপনার রোগের খবর নিব, আপনি যে বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক। তিনি বলবেন : তুমি কি জানতেনা যে আমার অমুক বান্দা অসুস্থ ছিল? তুমি তাকে দেখতে যাওনি। তুমি জাননা! তুমি যদি তার রোগের খোঁজ-খবর নিতে যেতে আমাকে তার কাছে পেতে।"[৫২]

সুতরাং আমাদের উচিত কোন ব্যক্তি অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যাওয়া, তার জন্য কিছু পথ্য নিয়ে যাওয়া এবং তার সেবা করা। যেমন মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়া, মাথায় পানি দিয়ে দেয়া, ডাক্তার ডেকে দেয়া, ঔষধ ও পথ্য এনে দেয়া, প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়া, বিভিন্ন বিষয়ে খোঁজ-খবর নেয়া, পরিবারের লোকদেরকে সান্ত্বনা দেয়া ও ধৈর্য ধারণের উপদেশ দেয়া এবং তার সুস্থতার জন্য আল্লাহর দরবারে দু'আ করা ইত্যাদি।

১১. অভুক্ত ও ক্ষুধার্ত মানুষকে খাদ্যদান

এক. কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার কাছে জবাবদিহিতা

ক্ষুধার্ত মানুষকে খাদ্য না দিলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –ﷺ– « إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِى. قَالَ يَا رَبِّ. وَكَيْفَ أُطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِى فُلاَنٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِى

আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন : "মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ কিয়ামতের দিন বলবেন : হে আদম সন্তান আমি তোমার কাছে খাবার চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে খাবার দাওনি। বান্দা বলবে : হে আমার প্রতিপালক আমি কি করে আপনাকে খাবার দেব, আপনি তো বিশ্বজগতের প্রতিপালক। তিনি বলবেন : তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে খাবার চেয়েছিল, কিন্তু তুমি তাকে খাবার দাওনি। তুমি কি জানতে না যে, তুমি যদি তখন তাকে খাবার খাওয়াতে তা হলে আমার কাছে (আজ) তা পেয়ে যেতে।"[৫৩]

দুই. খাদ্যদান জান্নাত লাভের মাধ্যম

পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণীরই খাদ্যের প্রয়োজন। ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের বেঁচে থাকার অবলম্বন এই খাদ্য। তাই মানুষের মৌলিক চাহিদার প্রথমটিই হলো খাদ্য। সমাজের অনেক মানুষ প্রয়োজনীয় খাদ্য চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়ে অনাহারে-অর্ধাহারে দিনপাত করছে। অনেকেই খাচ্ছে অখাদ্য ও কুখাদ্য। ধনী ও সম্পদশালী মানুষ গরিব, অভাবী ও নিরন্ন মানুষের পাশে দাঁড়ালে তাদের খাদ্য সমস্যা সমাধান হতে পারে। ধনী ও সম্পদশালীরা যাদি গরিব দুঃখী, অভাবী ও নিরন্ন মানুষকে খাদ্য দান করে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জান্নাতে এর প্রতিদান দান করবেন।

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ عَنِ النَّبِىِّ –ﷺ– قَالَ « أَيُّمَا مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِمًا ثَوْبًا عَلَى عُرْىٍ كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ خُضْرِ الْجَنَّةِ وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلَى جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِمًا عَلَى ظَمَإٍ سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ ».

ক. আবূ সাইদ (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (স.) বলেন : "যে মুসলমান অন্য কোন ক্ষুধার্ত মুসলমানকে খাদ্য দান করবে আল্লাহ তাকে জান্নাতের ফল খাওয়াবেন।"[৫৪]

---

৫২. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আল-বিররু ওয়াস সালাহওয়াল আদাব, অনুচ্ছেদ : ফাদলু ইয়াদাতিল মারিদ, (বৈরুত: দারুল জাবাল), খ. ৮, পৃ. ১৩, হাদিস নং-৬৭২১

৫৩. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আল-বিররু ওয়াস সালাহওয়াল আদাব, অনুচ্ছেদ : ফাদলু ইয়াদাতিল মারিদ, (বৈরুত: দারুল জাবাল), খ. ৮, পৃ. ১৩, হাদিস নং-৬৭২১

৫৪. আবূ দাউদ সুলাইমান ইব্‌ন আশ'আছ আস-সিজিস্তানী, *সুনানু আবী দাউদ*, অধ্যায় : আয-যাকাত, অনুচ্ছেদ : ফী ফাদলি ছাকা আল-মাআ, (বৈরুত : দারুল কিতাব আল-আরাবী), খ. ২,পৃ. ৫৫, হাদিস নং-১৬৮৪

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اعْبُدُوا الرَّحْمَنَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَأَفْشُوا السَّلَامَ، تَدْخُلُوا الجَنَّةَ بِسَلَامٍ.

খ. আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন :"তোমরা দয়াময়ের ইবাদত করবে, দরিদ্রকে খাদ্য দান করবে আর সালামের প্রচলন করবে। ফলে নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[৫৫]

তিন. জাহান্নামের শাস্তি ভোগ

যারা গরিব, অভাবী ও নিরন্ন মানুষকে খাদ্য দানে অনীহা প্রকাশ করবে, এজন্য তারা জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করবে। গরিব ও মিসকিনদের খাদ্যদান না করা জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হবে।

ক. আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ

"তারা থাকবে জান্নাতে, তারা অপরাধী লোকদের কাছে জিজ্ঞেস করবে, কোন অপরাধ তোমাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে গেছে? তারা বলবে, আমরা সালাত আদায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না এবং অভাবগ্রস্তদের খাদ্যদান করতাম না। আমরা সমালোচনাকারীদের সাথে সমালোচনা করতাম আর প্রতিফল দিবসকে মিথ্যা মনে করতাম।"[৫৬]

নিরন্ন মানুষকে খাদ্যদানে উৎসাহ না দেয়ার অপরাধে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

খ. আল্লাহ তা'আলা বলেন :

خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ

"ধর একে, গলায় বেড়ি লাগিয়ে দাও। অতঃপর তাকে শৃঙ্খলিত কর সত্তর গজ দীর্ঘ এক শিকলে। নিশ্চয়ই সে মহান আল্লাহর উপর বিশ্বাসী ছিল না এবং অভাবীদের খাদ্য দিতে উৎসাহিত করত না।"[৫৭]

১২. তৃষ্ণার্ত মানুষকে পানি পান করানো

পানির অপর নাম জীবন। বিশুদ্ধ পানি ছাড়া সুস্থ থাকা যায় না। বিশুদ্ধ পানির অভাবে ডায়রিয়া, আমাশয়, কৃমি, জন্ডিস, টাইফয়েডসহ বিভিন্ন পানিবাহিত রোগ ছড়িয়ে পড়ে। তাই স্থায়ীভাবে মানুষের জন্য বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করা বা পানি সরবরাহ করা বা তৃষ্ণার্ত মানুষকে পানি পান করানো অত্যন্ত পুণ্যের কাজ এবং আখিরাতে মুক্তি লাভের উপায়।

ক. কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার কাছে জবাবদিহিতা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- « إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِى. قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ اسْتَسْقَاكَ عَبْدِى فُلاَنٌ فَلَمْ تَسْقِهِ أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ وَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِى

আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন :"কিয়ামতের দিন মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ বলবেন : হে আদম সন্তান! আমি তোমার কাছে পানি চেয়েছিলাম কিন্তু তুমি আমাকে পানি পান করাওনি, বান্দা বলবে, হে আমার রব! আমি কেমন করে আপনাকে পানি পান করাব অথচ আপনি বিশ্ব জগতের প্রতিপালক? আল্লাহ বলবেন : আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে পানি চেয়েছিল, তুমি তাকে পানি পান করাওনি। তাকে যদি পানি পান করাতে তাহলে সেখানে আমাকে পেয়ে যেতে।"[৫৮]

---

৫৫. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত তিরমিযী*, অধ্যায় : আল-আত্বআমাহ, অনুচ্ছেদ : মাজাআ ফী ফাদলি ইত্বআ'মাতুত ত্বয়াম, (বৈরুত : দারুল গুরুব আল-ইসলামী, ১৯৯৮), খ. ৩,পৃ. ৩৫১, হাদিস নং-১৮৫৫

৫৬. আল-কুরআন, *সুরা মুদ্দাছছির* ৭৪ : ৪০-৪৭

৫৭. আল-কুরআন, *সূরা হাক্কাহ* ৬৯ : ৩১-৩৪

৫৮. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আল-বিররু ওয়াস সালাহওয়াল আদাব, অনুচ্ছেদ : ফাদলু ইয়াদাতিল মারিদ, (বৈরুত : দারুল জাবাল), খ. ৮, পৃ. ১৩, হাদিস নং-৬৭২১

খ. অধিক পছন্দনীয় সদকা পানি

عَنْ سَعِيدٍ أَنَّ سَعْدًا أَتَى النَّبِيَّ –ﷺ– فَقَالَ أَىُّ الصَّدَقَةِ أَعْجَبُ إِلَيْكَ قَالَ « الْمَاءُ ».

সাঈদ (রা.) বর্ণনা করেছেন, একদা সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা.) নবী (স.)-এর নিকট এসে বললেন, "আপনার কাছে কোন সদকা অধিক পছন্দনীয়? তিনি বললেন : পানি।"[৫৯]

গ. পানি পান করিয়ে ক্ষমা লাভ

عن أبي هريرة ﷺ قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم (بينما كلب يطيف بركية كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فسقته فغفر لها به)

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন : "একবার এক কুকুর একটি কূপের চতুষ্পার্শ্বে ঘুরছিল যে, সে এখনই মারা যাবে, এমন সময় বনি ইসরাইলের জনৈক ব্যভিচারিণী কুকুরটি দেখল এবং সে তার মোজা খুলে পানি তুলে তাকে পান করাল এবং এ কারণে তাকে ক্ষমা করা হলো।"[৬০]

ঘ. দাস আজাদ ও জীবন দানের সওয়াব

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: «الْمَاءُ، وَالْمِلْحُ، وَالنَّارُ» ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْمَاءُ قَدْ عَرَفْنَاهُ، فَمَا بَالُ الْمِلْحِ وَالنَّارِ؟ قَالَ: «يَا حُمَيْرَاءُ مَنْ أَعْطَى نَارًا، فَكَأَنَّمَا تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَا أَنْضَجَتْ تِلْكَ النَّارُ، وَمَنْ أَعْطَى مِلْحًا، فَكَأَنَّمَا تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَا طَيَّبَ ذَلِكَ الْمِلْحُ، وَمَنْ سَقَى مُسْلِمًا شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ، حَيْثُ يُوجَدُ الْمَاءُ، فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَ رَقَبَةً، وَمَنْ سَقَى مُسْلِمًا شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ، حَيْثُ لَا يُوجَدُ الْمَاءُ، فَكَأَنَّمَا أَحْيَاهَا»

আয়িশা (রা.) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এমন কী জিনিস আছে যা সংগ্রহে বাধা দেয়া হালাল নয়? তিনি বলেন, পানি, লবণ ও আগুন। আয়িশা (রা.) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এই পানি সম্পর্কে তো আমরা জানি, কিন্তু লবণ ও আগুনের ব্যাপারে কেন বাধা দেয়া যাবে না? তিনি বলেন : হে হুমায়রা! যে ব্যক্তি আগুন দান করলো, সে যেন ঐ আগুন দিয়ে রান্না করা যাবতীয় খাদ্যই দান করলো। যে ব্যক্তি লবণ দান করলো, ঐ লবণে খাদ্য যতোটা সুস্বাদু হলো তা সবই যেন সে দান করলো। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে পানি পান করায়, যেখানে পানি পাওয়া যায়, সে যেন একটি দাস আজাদ করল। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে পানি পান করায় যেখানে পানি পাওয়া যায় না, সে যেন তাকে জীবন দান করল।" [৬১]

ঘ. পানির সুবন্দোবস্ত করা মৃত ব্যক্তির জন্য উত্তম দান

عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّ سَعْدٍ مَاتَتْ فَأَىُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ « الْمَاءُ ». قَالَ فَحَفَرَ بِئْرًا وَقَالَ هَذِهِ لأُمِّ سَعْدٍ.

সা'দবিন উবাদা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি বললাম : "হে আল্লাহর রাসূল (স.)! যায়েদের মা মারা গেছেন। তার জন্য কোন দান উত্তম হবে। রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন : পানি।"[৬২]

ঙ. কিয়ামতের দিন সুমধুর পানি পান করাবেন

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِمًا عَلَى ظَمَإٍ، سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ»

---

৫৯. আবূ দাউদ সুলাইমান ইব্‌ন আশ'আছ আস-সিজিস্তানী, *সুনানু আবী দাউদ*, অধ্যায় : আয-যাকাত, অনুচ্ছেদ : ফী ফাদলি ছাকা আল-মাআ, (বৈরুত : দারুল কিতাব আল-আরাবী), খ. ২,পৃ. ৫৪, হাদিস নং-১৬৮১

৬০. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌নু ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আল-আম্বিয়া, অনুচ্ছেদ : আম হাসিবতা আন্না আসহাবাল কাহফি, (বৈরুত : দারু ইবনি কাছীর, ১৯৮৭ইং/১৪০৭হি.), খ. ৩, পৃ. ১২৭৯, হাদিস নং-৩২৮০

৬১. অবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াযিদ ইব্‌ন মাজাহ আল-কাযভীনী, *সুনানু ইবনি মাজাহ*, অধ্যায় : আর-রাহুন, অনুচ্ছেদ : আল-মুসলিমুনা শুরাকায়ু ফী ছালাছ, (হালবী, মিশর: দারু ইহইয়ায়িল কিতাব আল-আরাবিয়্যাহ), খ. ২,পৃ. ৮২৬, হাদিস নং-২৪৭৪

৬২. আবূ দাউদ সুলাইমান ইব্‌ন আশ'আছ আস-সিজিস্তানী, *সুনানু আবী দাউদ*, অধ্যায় : আয-যাকাত, অনুচ্ছেদ : ফী ফাদলি ছাকা আল-মাআ, (বৈরুত: দারুল কিতাব আল-আরাবী), খ. ২,পৃ. ৫৪, হাদিস নং-১৬৮১

আবূ সাঈদ (রা.) বর্ণনা করেছেন, নবী (স.) বলেছেন : "যে মুসলমান তৃষ্ণার্ত কোন মুসলমানকে পানি পান করাবে আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন সীলমোহরকৃত সুমধুর পানি পান করাবেন।"[৬৩]

১৩. বস্ত্রহীনদের বস্ত্র দান

সভ্য ও স্বাভাবিক জীবন যাপনের জন্য পোশাকের গুরুত্ব অপরিসীম। লজ্জা নিবারণের মতো পোশাক পরিধান করা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য ফরজ। শীত-গ্রীষ্ম উপযোগী পোশাক সকলের প্রয়োজন। বস্ত্রের অভাবে রোগব্যাধি দেখা দেয় এবং জনস্বাস্থ্যের প্রতিও হুমকি সৃষ্টি হয়। যারা অর্থ সম্পদের অভাবে প্রয়োজনীয় পোশাক যোগাড় করতে পারে না তাদের পোশাকের ব্যবস্থা করা সম্পদশালী লোকদের দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে তারা আখিরাতে পুরস্কৃত হবেন।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيُّمَا مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِمًا ثَوْبًا عَلَى عُرْيٍ، كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ خُضْرِ الْجَنَّةِ، وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلَى جُوعٍ، أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ، وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِمًا عَلَى ظَمَإٍ، سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ»

আবূ সাঈদ (রা.) বর্ণনা করেছেন, নবী (স.) বলেছেন : "যে মুসলমান কোন বস্ত্রহীন মুসলমানকে কাপড় পরাবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে সবুজ পোশাক পরাবেন। যে মুসলমান কোন অভুক্ত মুসলমানকে আহার করাবে,আল্লাহ তাকে জান্নাতে ফল খাওয়াবেন। আর যে মুসলমান কোন পিপাসু মুসলমানকে পানি পান করাবে, মহান আল্লাহ তাকে জান্নাতের সীলমোহরকৃত বিশুদ্ধ পানীয় পান করাবেন।"[৬৪]

عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْخَلْقُ عِيَالُ اللهِ، فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَى عِيَالِهِ"

আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন :"সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহর পরিবার। আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় হলো সে, যে তার সৃষ্টির প্রতি অনুগ্রহ করে।"[৬৫]

১৪. করজে হাসানা বা উত্তম ঋণ প্রদান

'ঋণ'–এর আরবি 'কারজ', আর ইংরেজি 'Loan'। দৈনন্দিন জীবনে ঋণের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এ ঋণ প্রদানের মাধ্যমে সমাজের হঠাৎ বিপদে নিপতিত মানুষকে বিপদমুক্ত করা হয়। ঋণ দু'ধরনের। এক. সুদযুক্ত, দুই. সুদমুক্ত। আমাদের সমাজে অসংখ্য হঠাৎ বিপদগ্রস্ত মানুষ বিপদ থেকে আপাতত মুক্ত হওয়ার জন্য ব্যাংক থেকে বা সমাজের বিত্তশালীদের কাছ থেকে সুদে ঋণ গ্রহণ করে। কিন্তু এই ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য সামনে আরো বড় বিপদ অপেক্ষা করতে থাকে। সুদে-আসলে ব্যাংক বা মহাজনের পাওনা পরিশোধ করতে গিয়ে তাকে সহায়-সম্পত্তি এমনকি বসতভিটা পর্যন্ত বিক্রি করে দিতে হয়। এজন্যই সুদযুক্ত ঋণ ইসলামে সমর্থন যোগ্য নয়। যা শোষণের হাতিয়ার। সুদবিহীন ঋণ ইসলামে অত্যন্ত পুণ্যময়কর্ম এবং আখিরাতে মুক্তির পাথেয়। সুদবিহীন ঋণকে কুরআনের ভাষায় 'করজে হাসানা' বলা হয়েছে। 'করজ' অর্থ ঋণ, ধার বা লোন। আর 'হাসানা' অর্থ উত্তম। 'করজে হাসানা' অর্থ উত্তম ঋণ। ইসলামে ঋণ হিসেবে যে পরিমাণ অর্থ বা দ্রব্য দেয়া-নেয়া হবে সে পরিমাণ অর্থ বা দ্রব্য গ্রহীতা ঋণ দাতাকে নির্দিষ্ট সময়ে ফেরত দেবে। আল-কুরআনে আল্লাহ এটিকে 'করজে হাসানা' বা উত্তম ঋণ হিসেবে ঘোষণা করেছেন।

ক. আল্লাহ তা'আলা বলেন : مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

---

৬৩. আবূ দাউদ সুলাইমান ইবনু আশ'আছ আস-সিজিস্তানী, *সুনানু আবী দাউদ*, অধ্যায় : আয-যাকাত, অনুচ্ছেদ : ফী ফাদলি ছাকা আল-মাআ, (বৈরুত: দারুল কিতাব আল-আরাবী), খ. ২,পৃ. ৫৪, হাদিস নং-১৬৮২

৬৪. আবূ দাউদ সুলাইমান ইবনু আশ'আছ আস-সিজিস্তানী, *সুনানু আবী দাউদ*, অধ্যায় : আয-যাকাত, অনুচ্ছেদ : ফী ফাদলি ছাকইয়িল মায়ি, (বৈরুত : মাকতাবুল আসরিয়্যাহ), খ. ২,পৃ. ১৩০, হাদিস নং-১৬৮২

৬৫. আহমদ ইবনু হুছাইন ইবনু আলী আবু বাকর আল-বায়হাকী, *শু'আবিল ঈমান*, অধ্যায় : ত্বায়াতু আওলাল আমরি বফুছুলিহা অনুচ্ছেদ : কিয়ামুল আওয়াযী মায়াল মানছুরি, (রিয়াদ : মাকতাবাতার রুশদ লিন নাশরি ওয়াত তাওযী, ১৪২৩হি./২০০৩খ্রি.), খ. ৯,পৃ. ৫২৩, হাদিস নং-৭০৪৮

"কেউ আছে কি, যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে? তাহলে আল্লাহ তার জন্য সেটাকে বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেবেন। আর তার জন্য রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার।"[৬৬]

খ. আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দিতে থাক। আর তোমরা তোমাদের নিজেদের মঙ্গলের জন্য ভাল যা কিছু অগ্রিম পাঠাবে তা তোমরা আল্লাহর নিকট পাবে। এটি উৎকৃষ্টতর এবং প্রতিদান হিসেবে মহত্তর।"[৬৭]

উক্ত আয়াতদ্বয়ে আল্লাহকে ঋণ দেয়া শব্দটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ আল্লাহ তা'আলা সম্পূর্ণ অভাবমুক্ত। তিনি কখনো করো মুখাপেক্ষী নন। আল্লাহ তা'আলাকে ঋণ দেয়ার অর্থ হলো বিপদগ্রস্ত বা অভাবগ্রস্ত মানুষকে ঋণ দেয়া। বিপদগ্রস্তকে 'করজে হাসনা' প্রদান জান্নাত লাভে সহায়ক।

গ. আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

"যদি তোমরা নামাজ কায়েম কর, জাকাত দাও, আমার রাসূলগণের প্রতি ইমান আনো, তাদের সাহায্য করো এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের থেকে তোমাদের পাপসমূহ মোচন করে দেবো এবং তোমাদের এমন জান্নাতে প্রবেশ করাব যার তলদেশে ঝর্ণাসমূহ সদা প্রবহমান থাকবে।"[৬৮]

ঋণ দেয়া অত্যন্ত পুণ্যের কাজ।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا: الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ، فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ؟ قَالَ: لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ، وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ "

ঘ. আনাস ইবন মালিক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "মি'রাজের রজনীতে আমি জান্নাতের একটি দরজার ওপর লিখিত দেখলাম। দান-খয়রাতে দশগুণ সওয়াব এবং করজে আঠারোগুণ সওয়াব। আমি বললাম, হে জিব্রাইল! করজ সদকার চেয়ে উত্তম হওয়ার কারণ কি? তিনি বললেন : কারণ ভিক্ষুক তার কাছে (সম্পদ) থাকতেও ভিক্ষা চায়। আর করজদার প্রয়োজন ছাড়া করজ চায় না।"[৬৯]

ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ ব্যক্তিকে সময় দেয়া বা ঋণের পরিমাণ কমিয়ে দেয়া অথবা ক্ষমা করে দেয়া সওয়াব অর্জন ও আখিরাতে মুক্তির কারণ হতে পারে।

عن أبي هريرة ﷺ : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال (كان تاجر يداين الناس فإذا رأى معسرا قال لفتيانه تجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عنا فتجاوز الله عنه)

ঙ. আবূ হুরায়রা (রা.) নবী (স.) হতে বর্ণনা করেন, নবী (স.) বলেছেন : "এক ব্যবসায়ী লোকদের ঋণ দিত। কোন অভাবগ্রস্তকে দেখলে সে তার কর্মচারীকে বলত, তাকে ক্ষমা করে দাও, হয়তো এই অছিলায় আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দেবেন। এর ফলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন।"[৭০]

---

৬৬. আল-কুরআন, *সূরা হাদীদ* ৫৭ : ১১

৬৭. আল-কুরআন, *সূরা মুযযাম্মিল* ৭৩ : ২০

৬৮. আল-কুরআন, *সূরা মায়িদা* ৫ : ১২

৬৯. অবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াযিদ ইব্ন মাজাহ আল-কাযভীনী, *সুনানু ইবনি মাজাহ*, অধ্যায় : আস-সাদাকাত, অনুচ্ছেদ : আল-কারদু, (হালব : দারু ইহইয়ায়িল কিতাব আল-আরাবিয়্যাহ), খ. ২,পৃ. ৮১২, হাদিস নং-২৪৩১

৭০. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আল-বুয়ূ, অনুচ্ছেদ : মান আনজারা মু'য়ছিরান, (বৈরুত : দারু ইবনি কাছীর, ১৯৮৭ইং/১৪০৭হি.), খ. ২, পৃ. ৭৩১, হাদিস নং-১৯৭২

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ طَلَبَ غَرِيمًا لَهُ فَتَوَارَى عَنْهُ ثُمَّ وَجَدَهُ فَقَالَ إِنِّى مُعْسِرٌ. فَقَالَ آللَّهِ قَالَ آللَّهِ. قَالَ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللَّهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ ».

চ. আবু কাতাদা (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি : "যে ব্যক্তি এই কামনা করে যে, আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি দিক, সে যেন অক্ষম ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির সহজ ব্যবস্থা করে অথবা ঋণ কর্তন করে দেয়।"[৭১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا، أَوْ وَضَعَ لَهُ، أَظَلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ.

ছ. আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "যে ব্যক্তি অভাবী ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে সুযোগ দেয় অথবা মাফ করে দেয়, আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন তাঁর আরশের ছায়ায় আশ্রয় দেবেন, যেদিন তাঁর আরশের ছায়া ছাড়া অন্য কোন ছায়া থাকবে না।"[৭২]

ঋণ আদায় না করা আখিরাতে মুক্তির প্রতিবন্ধক

ইচ্ছা করে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ঋণ আদায় না করা অন্যায় এবং আখিরাতে মুক্তির প্রতিবন্ধক।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلاَّ الدَّيْنَ ».

জ. আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা.) হতে বর্ণিত। নিশ্চয়ই নবী (স.) বলেছেন : "শহীদের সব গুনাহই মাফ করা হয় ঋণ ব্যতীত।" [৭৩]

عَنْ ثَوْبَانَ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: " مَنْ فَارَقَ الرُّوحُ الْجَسَدَ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ ثَلَاثٍ، دَخَلَ الْجَنَّةَ: مِنَ الْكَنْزِ، وَالْغُلُولِ، وَالدَّيْنِ "

ঝ. রাসূলুল্লাহ (স.)-এর মুক্ত দাস সাওবান (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "তিনটি দোষ থেকে মুক্ত অবস্থায় যার দেহ থেকে প্রাণবায়ু বের হয়েছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, সম্পদ পুঞ্জীভূত করা, গনিমতের মাল আত্মসাৎ ও ঋণ।"[৭৪]

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ وَضَعَ رَاحَتَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ، مَاذَا نُزِّلَ مِنَ التَّشْدِيدِ» فَسَكَتْنَا وَفَزِعْنَا، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ، سَأَلْتُهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا هَذَا التَّشْدِيدُ الَّذِي نُزِّلَ؟ فَقَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيِيَ، ثُمَّ قُتِلَ ثُمَّ أُحْيِيَ، ثُمَّ قُتِلَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ دَيْنُهُ»

---

৭১. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আল-মুছাকাতি,অনুচ্ছেদ : ফাদলু ইনজারিল মু'ছির, (বৈরুত : দারুল জাবাল), খ. ৫, পৃ. ৩৩, হাদিস নং-৪০৮৩

৭২.আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌নু ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত তিরমিযী*, অধ্যায় : আল-বুয়ূ, অনুচ্ছেদ : মা জাআ ফী ইনজারিল মুছিরি ওয়ার রিফকি বিহী, (বৈরুত : দারুল গুরুব আল-ইসলামী, ১৯৯৮), খ. ২,পৃ. ৫৯০ , হাদিস নং-২৪১৪

৭৩. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আল-ইমারাহ, অনুচ্ছেদ : মান কুতিলা ফী সাবীলিল্লাহি গুফিরাতখাত্বায়াহু ইল্লা আদ-দাইন, (বৈরুত : দারুল জাবাল), খ. ৬, পৃ. ৩৮ , হাদিস নং- ৪৯৯১

৭৪. অবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াযিদ ইব্‌ন মাজাহ আল-কাযভীনী, *সুনানু ইবনি মাজাহ*, অধ্যায় : আস-সাদাকাত, অনুচ্ছেদ : আত-তাশদীদু ফীদ দাইন, (হালব : দারু ইহইয়ায়িল কিতাব আল-আরাবিয়্যাহ), খ. ২,পৃ. ৮০৬, হাদিস নং-২৪১২

ঞ. রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন : “যার নিয়ন্ত্রণে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ! যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়, আবার জীবিত হয়, আবার শহীদ হয় এবং আবার জীবিত হয়, পরে আবার শহীদ হয়, আর তার ওপর ঋণ থাকে, তবে সে ঋণ আদায় না করা পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করবে না।”[৭৫]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دِينَارٌ أَوْ دِرْهَمٌ قُضِيَ مِنْ حَسَنَاتِهِ، لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ»

ইবনু উমর (রা.) বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : “কোন ব্যক্তি তার জিম্মায় এক দীনার বা দিরহাম পরিমাণ ঋণ রেখে মারা গেলে (কিয়ামতের দিন) তার নেক আমল দ্বারা পরিশোধ করা হবে। আর সেখানে কোন দীনারও থাকবে না, দিরহামও থাকবে না।”[৭৬]

১৫. সমাজের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড

সমাজের সবখানে সবসময় সরকারের পক্ষে সবধরনের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা সম্ভব হয় না। এগুলো সমাজের লোকদের ব্যক্তিগতভাবে বা সমষ্টিগতভাবে নিজেদের চেষ্টায় করতে হয়। সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণের অনুপ্রেরণা যোগায় আখিরাতে বিশ্বাস। কারণ এ সব কর্মকাণ্ড হলো সদকায়ে জারিয়া।

সদকায়ে জারিয়া বলা হয় সে সব দানকে যা প্রবহমান বা চলমান। অর্থাৎ যে দানের কার্যকারিতা ও সুফল শেষ হয়ে যায় না, বরং দীর্ঘদিন পর্যন্ত চলতে থাকে। যেহেতু এ ধরনের দানের কার্যকারিতা ও সুফল শেষ হয়ে যায় না, সেহেতু এর প্রতিদান বা সওয়াব নিঃশেষ না হয়ে দীর্ঘকাল জারি থাকে। এমনকি কোন মানুষ মৃত্যুবরণ করলেও এ ধরনের দানের সওয়াব উক্ত ব্যক্তির আমলনামায় যোগ হতে থাকে। যেমন, জনসাধারণের পানির প্রয়োজন মেটানোর জন্য টিউবয়েল, কূপ প্রভৃতি স্থাপন করা বা পুকুর, জলাধার ইত্যাদি খনন করা, ফল বা ছায়া দানকারী বৃক্ষ রোপণ করা, জনগণের চলাচলের অসুবিধা দূর করার জন্য রাস্তা নির্মাণ বা মেরামত করে দেয়া, পারাপারের জন্য ব্রীজ, সাঁকো ইত্যাদি নির্মাণ করা, মসজিদ, মাদ্রাসা প্রভৃতি দ্বীনী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা, জনসাধারণের চিকিৎসার জন্য দাতব্য চিকিৎসালয়, হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করা, জমি, বাগান প্রভৃতি জনকল্যাণে ওয়াক্ফ করে দেয়া, ইয়াতিম, দুঃস্থ, পঙ্গু, আশ্রয়হীন, গৃহহীন, বয়স্ক, অনাথ, বিধবা প্রভৃতির জন্য পুনর্বাসন ও আশ্রয় কেন্দ্রের ব্যবস্থা করা, এমন কোন সংগঠন বা সংস্থা গড়ে তোলা, যার দ্বারা জনসাধারণ উপকৃত হয়।[৭৭]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

ক. আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন : “যখন মানুষ মরে যায়, তখন তার সব আমল বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তিনটি আমলের সওয়াব জারি থাকে। এক. সদকায়ে জারিয়া, দুই. এমন জ্ঞান যার দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়, তিন. নেক সন্তান, যে তার জন্য দু’আ করে।”[৭৮]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ، يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ»

---

৭৫. আবূ আব্দুর রহমান আহমাদ ইব্ন শু’আইব আন-নসায়ী, *সুনানুন নাসায়ী*, অধ্যায় : আল-বুয়ূ, অনুচ্ছেদ : আত-তাগলীজু ফীদ দাইন, (হালব : মাকতাবুল মাতলু’আতি আল-ইসলামী, ১৯৮৬ইং/ ১৪০৬ হি.), খ. ৭, পৃ. ৩১৪, হাদিস নং-৪৬৮৪

৭৬. অবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযিদ ইব্ন মাজাহ আল-কাযভীনী, *সুনানু ইবনি মাজাহ*, অধ্যায় : আস-সাদাকাত, অনুচ্ছেদ : আত-তাশদীদু ফীদ দাইন, (হালব : দারু ইহইয়ায়িল কিতাব আল-আরাবিয়্যাহ), খ. ২,পৃ. ৮০৭, হাদিস নং-২৪১৪

৭৭. ডা. মোঃ ছামিউল হক ফারুকী, *ইসলাম ও সমাজ সেবা*, (ঢাকা : কাঁটাবন বুক কর্ণার, ২০০৯খ্রি.), পৃ. ৪৩-৪৪

৭৮. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আল-ওয়াসিয়্যাহ,অনুচ্ছেদ : মা ইয়াহিক্কুল ইনসানু মিনাস সাওয়াবি বা’দা ওয়াফাতিহী, (বৈরুত : দারুল জাবাল), খ. ৫ ,পৃ. ৭৩ , হাদিস নং-৪৩১০

খ. আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "ঈমানদার ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার যেসব কাজ ও যেসব পুণ্য তার সাথে যুক্ত হয় তা হলো, যে জ্ঞান সে অন্যকে শিক্ষা দিয়েছে এবং তা প্রচার করেছে, তার রেখে যাওয়া সৎকর্মপরায়ণ সন্তান, কুরআন যা সে ওয়ারিশি সূত্রে রেখে গেছে অথবা মসজিদ যা সে নির্মাণ করিয়েছে অথবা পথিক-মুসাফিরদের জন্য যে সরাইখানা সে নির্মাণ করেছে অথবা পানির নহর যা সে খনন করেছে অথবা তার জীবদ্দশায় ও সুস্থাবস্থায় তার মাল থেকে যে দান-খয়রাত করেছে তা তার মৃত্যুর পরও তার সাথে (তার আমলনামায়) যুক্ত হবে ।"[৭৯]

عن أنس بن مالك ﷺ، قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من مسلم يغرس غرسا، أو يزرع زرعا، فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة، إلا كان له به صدقة»

আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "যে কোন মুসলমান ফলবান গাছ লাগায় কিংবা কোন ফসল ফলায় আর তা থেকে পাখি কিংবা মানুষ বা চতুষ্পদ জন্তু কিছু খায় তা তার পক্ষ হতে সদকাহ হিসেবে গণ্য হবে।"[৮০]

১৬. সমাজে জনসাধারণের অধিকার প্রতিষ্ঠা

আখিরাতে বিশ্বাস সমাজে যোগ্য নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। যা জনসাধারণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

عن الحسن، قال: أتينا معقل بن يسار نعوده، فدخل علينا عبيد الله، فقال له معقل: أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «ما من وال يلي رعية من المسلمين، فيموت وهو غاش لهم، إلا حرم الله عليه الجنة»

হাসান বসরী (রাহ.) হতে বর্ণিত।......মালিক (রা.) বলেন, আমি তোমাকে এমন একটি হাদিস বর্ণনা করে শোনাব, যা আমি রাসূলুল্লাহ থেকে শুনেছি। তিনি বলেন, কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তি মুসলিম জনসাধারণের দায়িত্ব লাভ করল আর তার মৃত্যু হল এই অবস্থায় যে, সে ছিল খিয়ানতকারী, তাহলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন।"[৮১]

সুপারিশমালা

আদর্শ সমাজ গঠন করতে হলে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে-

১. **আল্লাহর ভয় ও আখিরাতে বিশ্বাস মানুষের মনে বদ্ধমূল করা**
আল্লাহর ভয় ও আখিরাতে বিশ্বাস আদর্শ সমাজের প্রাণ। আল্লাহর ভয় ও আখিরাতে বিশ্বাস মানুষের মনে বদ্ধমূল করা ছাড়া আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। তাই আদর্শ সমাজ গঠন করতে হলে আল্লাহর ভয় ও আখিরাতে বিশ্বাস মানুষের মনে বদ্ধমূল করতে হবে।

২. **কুরআন ও সুন্নাহর বিধান**
কুরআন ও সুন্নাহর বিধান সমাজে চালু করতে হবে।

৩. **ইসলামি অর্থনীতি**
ইসলামি অর্থনীতি সমাজে চালু করতে হবে।

---

৭৯. অবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযিদ ইব্ন মাজাহ আল-কাযভীনী, *সুনানু ইবনি মাজাহ,* অধ্যায় : ইফতিতাহিল কিতাবিল ঈমানি ওয়াল ফাদায়িলুস সাহাবাতি ওয়াল ইলম, অনুচ্ছেদ : সাওয়াবু মু'আল্লিমিন নাসাল খাইরা, (হালব : দারু ইহইয়ায়িল কিতাব আল-আরাবিয়্যাহ), খ. ১,পৃ. ৮৮, হাদিস নং-২৪২

৮০. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্নু ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আল-মুযারা'আ, অনুচ্ছেদ : ফাদলুযারয়ি ওয়াল গারছি ইযা আকালা মিনহু, (দারু তাওকিন নাজাহ, ১৪২২ হি.), খ. ৩, পৃ. ১০৩, হাদিস নং-২৩২০

৮১.আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্নু ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আল-আহকাম, অনুচ্ছেদ : মানিসতুরয়িয়র রা'ইয়াতান ফালাম ইয়ানছাহ, (দারু তাওকিন নাজাহ, ১৪২২ হি.), খ. ৪, পৃ. ৬৪, হাদিস নং-৭১৫১

৪. ইসলামি শিক্ষা

ইসলামি শিক্ষা তথা কুরআন ও হাদিসের শিক্ষা নৈতিকতাবোধের জন্ম দেয় এবং মূল্যবোধকে জাগিয়ে তোলে সচেতনতা বৃদ্ধি করে। যা মানুষকে ভাল কাজে উৎসাহিত করে এবং অন্যায়-অপকর্ম থেকে রক্ষা করে। তাই ইসলামি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে।

৫. ব্যক্তি জীবন

ব্যক্তি জীবন থেকে আদর্শ সমাজ গঠন শুরু করতে হবে। ব্যক্তি জীবন সুন্দর হলে পরিবার সুন্দর হবে। পরিবার সুন্দর হলে ধীরে ধীরে সমাজ সুন্দর হবে।

৬. কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা

সমাজ থেকে অপরাধ নির্মূল করার জন্য সরকারকে কঠোরনীতি অবলম্বন করতে হবে। অপরাধী যে-ই হোক না কেন তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। যাতে অন্য কেউ অপরাধ করতে সাহস না পায়।

৭. বেকার সমস্যা

বেকার সমস্যা সমাধানে সরকারকে পদক্ষেপ নিতে হবে।

৮. মদ নিষিদ্ধ করা

মাদকদ্রব্য নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটায়। তাই মদ পান নিষিদ্ধ করতে হবে।

৯. সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ

আদর্শ সমাজ বিনির্মাণের জন্য সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করা চালু করতে হবে।

১০. সমাজের উন্নয়নমূলক কাজ

সমাজের উন্নয়নমূলক কাজে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

১১. স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ

আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে সবাইকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে।

উপসংহার

ইসলামের আদর্শ সমাজই বিশ্বের সর্বাধিক সুন্দর সমাজ। দুনিয়া ও আখিরাতের সুখ-শান্তি নিশ্চিত করার জন্য ইসলামের আদর্শ সমাজের বিকল্প নেই। এ ধরনের আদর্শ সমাজের মডেল স্থাপন করেছিলেন রাসূলুল্লাহ (স.)। যা পরবর্তী যুগেও চালু ছিল। এরূপ সমাজ বিশ্বের কোন ব্যক্তি, ধর্ম, দেশ বা জাতি স্থাপন করতে সক্ষম হয়নি। এ সমাজ রাসূলুল্লাহ (স.) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মানুষের মনে আল্লাহর ভয় ও আখিরাতের বিশ্বাস বদ্ধমূল করে। বর্তমান বিশ্বে প্রতিটি সমাজই অবক্ষয়ের চরম অতল গহ্বরে নিমজ্জিত। প্রতিটি সমাজকে আদর্শ সমাজে রূপান্তর করতে হলে রাসূলুল্লাহ (স.)-এর আদর্শ অনুসরণ ছাড়া সম্ভব নয়। এ সমাজ গড়তে হলে সমাজের প্রতিটি মানুষের মনে আল্লাহর ভয় ও আখিরাতের বিশ্বাস দৃঢ় প্রত্যয় করতে হবে। তাহলেই মানুষের মনে শান্তি-স্বস্তি ফিরে আসবে এবং আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে । আল্লাহ তা'আলা আমাদের সহায় হোন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা

সমাজের বৃহত্তর রূপ হলো রাষ্ট্র। রাষ্ট্র একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। মানবজাতির সর্বাধিক কল্যাণের জন্যই রাষ্ট্রের প্রয়োজন। সমাজের উন্নয়ন, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, অপরাধ দমন, শিক্ষার বিস্তার, কৃষির উন্নয়ন, স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়ন, দারিদ্র্য দূরীকরণসহ সমাজের সবচেয়ে বেশি কল্যাণ সাধন রাষ্ট্র ছাড়া সম্ভব নয়। তাই মানবজাতির শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন একটি আদর্শ রাষ্ট্র। রাসূল (স.) আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে মদিনায় এই আদর্শ রাষ্ট্রের মডেল স্থাপন করে গেছেন। যা ছিল একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামের আদর্শ রাষ্ট্র। খোলাফায়ে রাশেদীনও আদর্শ রাষ্ট্রের বাস্তব নমুনা রেখে গেছেন। এই আদর্শ রাষ্ট্রের মূল চালিকাশক্তি ছিল আল্লাহ তা'আলার ভয় ও আখিরাতে বিশ্বাস। আখিরাতে বিশ্বাস ছাড়া সর্বাঙ্গীন সুন্দর আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। নিম্নে আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় আখিরাতে বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

রাষ্ট্রের সংজ্ঞা

'রাষ্ট্র' শব্দটি এসেছে ইংরেজি 'Status' শব্দ থেকে। আবার গ্রিক দার্শনিকগণ রাষ্ট্রকে 'পোলিশ'(Polis) অর্থে ব্যবহার করেছেন। রোমান দার্শনিকগণ 'রাষ্ট্র' বলতে 'সিভিটাস'(Civitas) শব্দটি ব্যবহার করেছেন। অবশ্য গ্রিক ও রোমানদের বর্ণিত 'পোলিশ' এবং 'সিভিটাস' ছিল মূলত 'নগর রাষ্ট্র'(City-state)।[১]

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও দার্শনিকগণ রাষ্ট্রকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানে 'রাষ্ট্র' সম্পর্কিত সর্বজনস্বীকৃত কোন সংজ্ঞা নেই। নিম্নে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও সমাজ বিজ্ঞানী প্রদত্ত 'রাষ্ট্র' সম্পর্কিত কতিপয় সংজ্ঞা উল্লেখ করা হলো :

ক. রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক এরিস্টটল তাঁর বিখ্যাত 'The Politics' গ্রন্থে বলেছেন : "The state is a union of families and villages having for end a perfect and self-sufficing life by which we mean a happy and honourable life "অর্থাৎ পরিপূর্ণ ও স্বনির্ভর জীবনযাপনের উদ্দেশ্যে কতিপয় গ্রাম ও পরিবারের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানই রাষ্ট্র।[২]

খ. প্রখ্যাত জার্মান দার্শনিক ব্লুন্টসলি-এর মতে : "The state is the politically organized people of a definite territory" অর্থাৎ কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত জনসমাজই হলো রাষ্ট্র।[৩]

পরিশেষে বলা যায় যে, রাষ্ট্র রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত এবং একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাসকারী জনসমষ্টিকে বুঝায় যাদের একটি সুগঠিত সরকার আছে, জনগণ সেই সরকারের প্রতি স্বভাবজাত আনুগত্য প্রদর্শন করে।

ইসলামে আদর্শ রাষ্ট্রের সংজ্ঞা

ইসলামে আদর্শ রাষ্ট্র হলো এমন একটি রাষ্ট্র যা ইসলামি শরিয়া অনুযায়ী পরিচালিত হয়, যেখানে শাসক-শাসিতের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় থাকে, যেখানে শাসক জনগণের সেবক হিসেবে কাজ করে, শাসক যে কোন বিষয়ে জনগণের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকে, যেখানে জাতি, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রতিটি নাগরিক সমান অধিকার ও ন্যায় বিচার লাভ করে, যেখানে সব নাগরিকের জান, মাল ও মান-সম্ভ্রমের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয় এবং যে রাষ্ট্র সুদ, ঘুষ, মাদক ও দুর্নীতিমুক্ত, যেখানে প্রতিটি নাগরিক পরস্পর ভাই-ভাই হয়ে বাস করে এবং সবাই একে অপরের ক্ষতি সাধন না করে পরস্পর একজন অন্যজনের কল্যাণের জন্য কাজ করে, যে রাষ্ট্রের লক্ষ্য জনগণের সর্বাধিক কল্যাণ সাধন করা, যে রাষ্ট্রে দনিয়ার সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধির সাথে সাথে আখিরাতের মুক্তি নিশ্চিত করে, তাকে ইসলামের আদর্শ রাষ্ট্র বলে।

---

১. মো. গোলাম মোস্তফা চৌধুরী, *রাজনৈতিক তত্ত্বের পরিচিতি*, (ঢাকা : দৃষ্টি প্রকাশন,২০১১ইং), পৃ, ৮২

২ . Agarwal, R.C : *Political Theory,* (New Delhi : S. Chand and Company Ltd.1991), P.65

৩. Bluntschli : *The Theory of the State,* (London : Oxford University Press, 1952), P.231

ইসলামে আদর্শ রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ইসলামে আদর্শ রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো অত্যন্ত মহান ও মানুষের জন্য খুবই কল্যাণকর। যা দুনিয়ার সুখ-শান্তির সাথে সাথে আখিরাতের মুক্তির ব্যবস্থা করে। নিম্ন ইসলামে আদর্শ রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো বর্ণনা করা হলো।

১. মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ সাধন করা

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

"আর তাদের মধ্যে যে বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দান করুন এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান করুন। আর আমাদেরকে জাহান্নামের আজাব থেকে রক্ষা করুন।"[৪]

২. অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা

আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا

"(স্মরণ করুন) যখন ইব্রাহীম (আ.) বলেন, হে প্রভু একে নিরাপদ শহর বানাও।"[৫]

৩. সকল নাগরিকের প্রতি সুবিচার করা

আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

"আর তোমরা ন্যায় বিচার কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায় বিচারকারীকে ভালবাসেন।"[৬]

৪. সব মানুষের কল্যাণের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা এবং বিভিন্ন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

"তোমরাই সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি। মানব জাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের আদেশ করবে আবার মন্দ কাজে নিষেধ করবে। "[৭]

৫. সৎ কাজের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধে সর্বশক্তি নিয়োগ করা

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"আর তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎ কাজের আদেশ করবে আবার মন্দ কাজে নিষেধ করবে। এরাই হলো সফলকাম।"[৮]

৬. ইসলামকে সমগ্র বিশ্বে সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা

ইসলামকে সমগ্র বিশ্বে সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো।

আল্লাহ তা'আলা বলেন : هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا

"তিনিই তার রাসূলকে হিদায়াত এবং সত্য-ধর্মসহ প্রেরণ করেছেন। যাতে একে সব ধর্মের ওপর বিজয়ী করেন। সাক্ষীরূপে আল্লাহই যথেষ্ট।"[৯]

৭. সালাত কায়েম করা এবং জাকাত আদায় করা

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

"আমি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে সালাত কায়েম করবে এবং জাকাত আদায় করবে। আর সৎ কাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজে নিষেধ করবে। আর সব কাজের শুভপরিণাম আল্লাহর ইচ্ছাধীন।"[১০]

---

৪ . আল-কুরআন, *সূরা বাকারাহ* ২ : ২০১

৫. আল-কুরআন, *সূরা বাকারাহ* ২ : ১২৬

৬. আল-কুরআন, *সূরা আল-হুজরত* ৪৯ : ৯

৭ . আল-কুরআন, *সূরা আলি ইমরান* ৩ : ১১০

৮. আল-কুরআন, *সূরা আলি ইমরান* ৩ : ১০৪

৯. আল-কুরআন, *সূরা ফাতেহা* ৪৮ : ২৮

১০. আল-কুরআন, *সূরা হজ* ২২ : ৪১

৮. বহিঃআগ্রাসন বা বহিরাক্রমণ প্রতিরোধ করা

আল্লাহ তা'আলা বলেন : قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ

"সে বলল, রাজাগণ যখন কোন জনবসতির উপর কর্তৃত্ব লাভ করে তখন তারা সেই জনবসতিটিকে ধ্বংস করে এবং তার সম্মানিত ব্যক্তিবর্গকে বানায় সর্বাধিক লাঞ্ছিত ও অপমানিত। তাদের এরূপ কাজ চিরন্তন ।"[১১]

আদর্শ রাষ্ট্রের মডেল ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

আদর্শ রাষ্ট্রের রূপরেখা ও বৈশিষ্ট্য চৌদ্দ শত বছর পূর্বেই রাসূলুল্লাহ (স.) দিয়েছিলেন এবং প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আদর্শ রাষ্ট্রের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মদিনায় হিজরত করে মহানবী (স.) ইসলামি বিধি-বিধানের ওপর ভিত্তি করে একটি জনকল্যাণমূলক আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। এটাই ছিল রাসূলুল্লাহ (স.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিশ্বে সর্বপ্রথম আদর্শ রাষ্ট্রের বুনিয়াদ। আর রাসূলুল্লাহ্ (স.) ছিলেন এ রাষ্ট্রের প্রধান। রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে তিনি মদিনায় বসবাসকারী সকলের সাথে চুক্তি করেন এবং তাতে ধর্ম ও জানমালের ওপর তাদের অধিকার স্বীকার করে নেন। এ চুক্তি 'মদিনা সনদ' নামে পরিচিত। যাকে সমাজ বিজ্ঞানীরা বিশ্বে প্রথম লিখিত পূর্ণাঙ্গ সংবিধান বলে গণ্য করেন ।

আর আদর্শ রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য হিসেবে যেসব বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয় তা হচ্ছে-জাতীয় ঐক্য, সাংবিধানিকতা, গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা, আইনের শাসন, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা, মানব উন্নয়ন, সামাজিক কল্যাণ ও সুবিচার, দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও নেতৃত্ব, নারীর মর্যাদা, পরিবেশ উন্নয়ন ইত্যাদি। এ সব বৈশিষ্ট্য রাসূলুল্লাহ (স.) প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান ছিল। রাষ্ট্রে সুশাসনের ধারণা ইদানীং কালের হলেও মহানবী (স.) প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে সুশাসনের যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, আজকের কোন আধুনিক রাষ্ট্রেও তা খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই প্রকৃত আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে ইসলামকে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তাহলেই আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে।

আদর্শ ও জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের অভাবে সামাজিক প্রভাব ও ক্ষতিসমূহ

০১. মৌলিক মানবাধিকার : রাষ্ট্র আদর্শ ও জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র না হলে শাসকগোষ্ঠীর সেবামূলক মনোভাব থাকে না। তারা নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে। ফলে প্রতিবন্ধী, পথশিশু, বস্তিবাসী, অসহায় ও রুগ্ন-অসুস্থ মানুষ খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা ও আশ্রয় লাভের অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকে।

০২. দারিদ্র্য সমস্যা বৃদ্ধি : আদর্শ রাষ্ট্রের অভাবে দারিদ্র্য সমস্যা চরম আকার ধারণ করে। সুশাসনের অভাবে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায় এবং বেকার সমস্যা সৃষ্টি হয় আর সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি না থাকায় দারিদ্র্য সমস্যা বৃদ্ধি পায়।

০৩. নৈতিক অবক্ষয় : আদর্শ রাষ্ট্রের অভাবে সমাজে নানা সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি হয়। এই সামাজিক সমস্যা মানুষের নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটায়। মানুষের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

০৪. সামাজিক ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট : আদর্শ রাষ্ট্রের অভাবে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা থাকে না। সবাই নিজকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে। ফলে সমাজের সামাজিক সংহতি বিনষ্ট হয়।

০৫. সমাজের উন্নয়ন : আদর্শ রাষ্ট্রের অভাবে সমাজের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম হ্রাস পায়। তাতে সমাজের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়।

আদর্শ ও জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের অভাবে রাজনৈতিক প্রভাব ও ক্ষতিসমূহ

০১. স্বৈরতন্ত্রের উদ্ভব : রাষ্ট্র আদর্শ ও জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র না হলে রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাশালীগণ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। এতে একদলীয় শাসনের উদ্ভব ঘটে এবং বিরোধী দল নিষ্পেষিত হয়। ফলে গণতন্ত্রের পরিবর্তে স্বৈরতন্ত্রের বিস্তার ঘটে।

০২. কিছু লোকের হাতে শাসন ক্ষমতা কুক্ষিগত হওয়া : রাষ্ট্র আদর্শ ও জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র না হলে শাসকগোষ্ঠী রাজনৈতিক ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করে রাখে। বিরোধী দলকে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করে। শাসন

---

১১. আল-কুরআন, *সূরা নামল* ২৭ : ৩৪

ক্ষমতা স্থায়ী করার জন্য শাসকগোষ্ঠী প্রশাসনের সর্বস্তরে নিজস্ব লোক নিয়োগ দেয়। ফলে শাসন ক্ষমতায় সকলের অংশগ্রহণ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে।

০৩. আইনের শাসনের অভাব : আদর্শ ও জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র ছাড়া আইনের শাসন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। সুশাসনের অভাবে আইনের শাসনের অভাব পরিলক্ষিত হয়।

০৪. জবাবদিহিতা হ্রাস : আদর্শ ও জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র না হলে শাসকগোষ্ঠী বিচার বিভাগের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। ফলে বিচার বিভাগ নির্বাহী বিভাগের হাতের পুতুলে পরিণত হয়। বিচার বিভাগ নির্বাহী বিভাগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এতে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা খর্ব হয়। ফলে বিচার বিভাগের নিকট শাসন বিভাগের জবাবদিহিতা হ্রাস পায়।

০৫. আমলাতান্ত্রিক জটিলতা বৃদ্ধি : আদর্শ ও জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র না হলে আমলারা প্রচণ্ড ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠে। প্রশাসন আমলা নির্ভর হয়ে পড়ে। দেশ তাদের হাতে জিম্মি হয়ে যায়। প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা থাকে না। এতে প্রশাসনের সর্বক্ষেত্রে জটিলতা বৃদ্ধি পায়। সাধারণ মানুষ সহজে কোনো কাজ করতে পারে না।

০৬. নির্যাতন, হত্যা ও গুপ্তহত্যা বৃদ্ধি : আদর্শ ও জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র না হলে অপরাধী সহজেই শাস্তি থেকে মুক্তি পেয়ে যায়। ফলে দেশে নির্যাতন, হত্যা ও গুপ্ত হত্যা বৃদ্ধি পায়।

০৭. গণতন্ত্রের বিকাশ রুদ্ধ হওয়া : রাষ্ট্র আদর্শ ও জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র না হলে একদলীয় শাসনের উদ্ভব ঘটে এবং বিরোধী দল শক্তিহীন হয়ে পড়ে এবং সুশাসনের অভাব পরিলক্ষিত হয়। সুশাসন না থাকলে মানুষ ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়, আর মানবাধিকার চরমভাবে লঙ্ঘিত হয়। ফলে গণতন্ত্রের বিকাশ রুদ্ধ হয়ে যায়।

আদর্শ ও জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের অভাবে অর্থনৈতিক প্রভাব ও ক্ষতিসমূহ

০১. সরকারি সম্পদ লুটপাট : রাষ্ট্র আদর্শ ও জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র না হলে সরকারি সম্পদ শাসক গোষ্ঠীর ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত হয়। সরকারি সম্পদ শাসকগোষ্ঠী লুটেপুটে খায়। যে যেভাবে পারে সরকারি সম্পদ আত্মসাৎ করে।

০২. দেশের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত : রাষ্ট্র আদর্শ ও জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র না হলে সরকারি সম্পদ লুটপাট, অপচয় ও ছিনতাই হয়ে যাওয়ার ফলে দেশের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়।

০৩. দুর্নীতির প্রসার : রাষ্ট্র আদর্শ ও জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র না হলে দুর্নীতির প্রসার ঘটে। সরকার দুর্নীতিবাজদের দুর্নীতির কারণে কোনো শাস্তি না দেয়ায় প্রশাসনে দুর্নীতি ব্যাপকভাবে প্রসার ঘটে।

০৪. দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি : রাষ্ট্র আদর্শ ও জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র না হলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। বাজারে সরকারের নিয়ন্ত্রণ না থাকার কারণে বাজার নিয়ন্ত্রণ করে সিন্ডিকেট। তারা বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য গুদামজাত করে বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করে। গুটিকয়েক ব্যক্তি কর্তৃক অন্যায়ভাবে বাজারভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। যা অর্থনীতিতে সুস্থ প্রতিযোগিতা সৃষ্টিতে বাধা সৃষ্টি করে।

০৫. জনগণের অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা : রাষ্ট্র আদর্শ ও জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র না হলে সমাজে চুরি, ডাকাতি, চাঁদাবাজি, ছিনতাই খুন-রাহাজানি বৃদ্ধি পায়। ফলে সমাজে জনগণের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়।

০৬. বেকার সমস্যা বৃদ্ধি : রাষ্ট্র আদর্শ ও জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র না হলে সরকারি সম্পদের অপব্যবহার, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, নিরাপত্তাহীনতা ইত্যাদি কারণে দেশে বিনিয়োগ কমে যায়। ফলে দেশে বেকার সমস্যা বৃদ্ধি পায় এবং ধনী-দরিদ্রের মাঝে বৈষম্য বৃদ্ধি পায়। সুশাসনের অভাবে এক শ্রেণির মানুষ অবৈধভাবে সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলে। আর এক শ্রেণির মানুষ দিন দিন নিঃস্ব হতে থাকে। ফলে ধনী ও দরিদ্রের বৈষম্য ক্রমশ বৃদ্ধি পায় এবং দরিদ্র লোকের সংখ্যা গাণিতিক হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

৭.অর্থনীতি বিদেশ নির্ভরশীল হওয়া : আদর্শ ও জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র না হলে দেশে বিনিয়োগ কমে যাওয়ায় জাতীয় উৎপাদন হ্রাস পায় এবং রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি পরনির্ভরশীল হয়ে যায়। ফলে দেশ বিদেশি ঋণের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় আখিরাতে বিশ্বাস

আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় আখিরাতে বিশ্বাস যেসব ভূমিকা পালন করে সেগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো।

১. আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা

এক. সার্বভৌমত্ব ও নেতৃত্ব

সার্বভৌমত্ব হল রাষ্ট্রের চরম, চূড়ান্ত ও অপ্রতিহত ক্ষমতা। এই ক্ষমতার মালিক হলেন আল্লাহ তা'আলা।

ক. আল্লাহ তা'আলা বলেন : ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ

"আল্লাহ তোমাদের প্রতিপালক। সার্বভৌমত্ব তাঁরই। আর তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাকছো তারা তো খেজুরের আঁটির আবরণের অধিকারীও নয়।"[১২]

আল্লাহ তা'আলা রাষ্ট্র এবং আসমান-জমিনসহ সব কিছুর সার্বভৌমত্বের মালিক। কারণ এগুলো আল্লাহ তা'আলাই সৃষ্টি করেছেন।

খ. আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

"তিনিই আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেন। তখন তার আরশ ছিল পানির ওপর, তোমাদের মধ্যে কে কর্মে শ্রেষ্ঠ তা পরীক্ষা করার জন্য।"[১৩]

মানুষকে আল্লাহ তা'আলাই সৃষ্টি করেছেন।

গ. আল্লাহ তা'আলা বলেন : هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ

"তিনিই তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর একটি সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। আর একটি নির্দিষ্টকাল তার কাছে আছে। তারপরও তোমরা সন্দেহ কর।"[১৪]

শুধু তা-ই নয়, মানুষকে আল্লাহ পুনরায় জীবিত করবেন কর্মফল প্রদানের জন্য।

ঘ. আল্লাহ তা'আলা বলেন : مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى

"এ মাটি থেকেই আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, এতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেবো এবং তা থেকেই তোমাদেরকে বের করব।"[১৫] মানুষ ও জিন ছাড়া সব সৃষ্টি আল্লাহ তা'আলার সার্বভৌমত্ব ও কর্তৃত্ব মেনে নিয়ে আনুগত্য প্রকাশ করেছে।

ঙ. আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ

"আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সবকিছুই তার (আল্লাহর) অনুগত।"[১৬]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন : أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ

"আসমান ও জমিনের সবকিছুই ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় তারই নিকট আত্মসমর্পণ করছে।"[১৭]

আল্লাহ তা'আলা সমগ্র জগতের রাজত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। মানুষ আল্লাহ তা'আলার সার্বভৌমত্বকে মানছে না এবং আল্লাহ তা'আলাকেই অস্বীকার করছে।

চ. আল্লাহ তা'আলা বলেন : قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ

"আপনি বলে দিন, তোমরা কি তাকে (আল্লাহকে) অস্বীকার করবে? যিনি দু'দিনে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। আর তোমরা তার সমকক্ষ সাব্যস্ত করছ? অথচ তিনি তো সারা বিশ্বের প্রতিপালক।"[১৮]

১২.আল-কুরআন, *সূরা ফাতির* ৩৫ : ১৩
১৩. আল-কুরআন, *সূরা হুদ* ১১ : ৭
১৪. আল-কুরআন, *সূরা আন'আম* ৬ : ২
১৫. আল-কুরআন, *সূরা ত্বয়া-হা* ২০ : ৫৫
১৬. আল-কুরআন, *সূরা রূম* ৩০ : ২৬
১৭. আল-কুরআন, *সূরা আলি ইমরান* ৩ : ৮৩
১৮. আল-কুরআন, *সূরা হা-মীম সিজদা* ৪১ : ৯

দুই. সার্বভৌমত্ব না মানার ক্ষতি

মানুষ আল্লাহ তা'আলার সার্বভৌমত্ব না মানার কারণেই রাজতন্ত্রে রাজাকে, একনায়কতন্ত্রে একনায়ককে, স্বৈরতন্ত্রে স্বৈরাচারকে, অভিজাততন্ত্রে মুষ্টিমেয় কতিপয় ব্যক্তিকে এবং গণতন্ত্রে জনগণকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী মনে করছে। মানুষ ভুল-ত্রুটির উর্ধ্বে নয়। মানুষ স্বীয় স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য বিভিন্ন আইন রচনা করছে আর পরিবর্তন করছে। মানুষ সেসব আইন মানতে বাধ্য হচ্ছে। রাষ্ট্রে রাজতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র নামে বিভিন্ন মতবাদের উদ্ভব ঘটেছে। ক্ষমতা কিছু লোকের হাতে কুক্ষিগত হচ্ছে। ফলে শাসনের নামে শোষণ, ন্যায়বিচারের পরিবর্তে অবিচার, অন্যায়ভাবে অধিকার কেড়ে নেয়া, জুলুম নির্যাতন, হত্যা-গুপ্ত হত্যা সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তিন. আখিরাতে বিশ্বাসী মানুষ আল্লাহ তা'আলার সার্বভৌমত্ব মেনে নেয়

আখিরাতে বিশ্বাসী মানুষ আল্লাহ তা'আলার সার্বভৌমত্ব মেনে নেয়। দুনিয়াতে অনেক মানুষ আল্লাহ তা'আলার রাজত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মানছে না। এ জন্য আল্লাহ তা'আলা আখিরাতে তার এই ক্ষমতা প্রদর্শন করবেন।

ক. আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

"তারা আল্লাহর প্রকৃত মর্যাদা দেয়নি। অথচ সব পৃথিবী কিয়ামতের দিন তার মুষ্টির ভেতর এবং তার ডান হাতে আকাশ কুণ্ডলিকৃত অবস্থায় থাকবে। তিনি অতিপবিত্র এবং উচ্চ মর্যাদাশীল। তিনি মুশরিকদের শিরক হতে পবিত্র।"[১৯]

খ. আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন : يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ

"যেদিন তারা (কবর থেকে) বের হবে, সেদিন আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে। তাদের কোন বিষয় আল্লাহর কাছে গোপন থাকবে না। আজ রাজত্ব কার? এক মহা পরাক্রমশালী একমাত্র আল্লাহর।"[২০]

أن أبا هريرة، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول " يقبض الله الأرض، ويطوي السموات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض "

গ. আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছেন : "আল্লাহ পৃথিবীকে মুষ্টিবদ্ধ করবেন, আর আকাশ তার ডান হাতে ভাঁজ করে রাখবেন। অতঃপর বলবেন, আমি রাজাধিরাজ! পৃথিবীর শাসকরা এখন কোথায়?"[২১]

চার. আল্লাহ তা'আলার সার্বভৌমত্ব মেনে না নেয়ায় আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে

এই পৃথিবীতে যারা আল্লাহ তা'আলার রাজত্ব, কর্তৃত্ব, প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে নেয়নি তারাই আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর যারা তা মেনে নিয়েছে, তারাই হবে জান্নাতী।

ক. আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

"আসমান সমূহ ও জমিনের রাজত্ব আল্লাহর এবং সেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন বাতিলপন্থিরা ক্ষতিতে নিপতিত হবে। আপনি প্রত্যেক দলকে দেখতে পাবেন যে, তারা জানুর উপর পতিত হবে। প্রত্যেক দলকে তাদের আমলনামার দিকে আহ্বান করা হবে। বলা হবে আজ তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের বিনিময় প্রাপ্ত হবে।"[২২]

---

১৯. আল-কুরআন, *সূরা যুমার* ৩৯ : ৬৭

২০. আল-কুরআন, *সূরা মু'মিন* ৪০ : ১৬

২১. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : তাফসীরুল কুরআন, অনুচ্ছেদ : ক্বাওলুহু ওয়াল আরদু ক্বাবদাতুহূ ইয়াওমাল ক্বিয়ামাতি, (দারু তাওকিন নাজাহ, ১৪২২ হি.), খ. ৬, পৃ. ১২৬, হাদিস নং-৪৮১২

২২. আল-কুরআন, *সূরা জাসিয়া* ৪৫ : ২৭-২৮

খ. আল্লাহ তা'আলা বলেন :

الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ

"রাজত্ব সেদিন আল্লাহরই। তিনি তাদের সবার মাঝে মীমাংসা করে দেবেন। অতএব যারা বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং নেক আমল করবে তারা শান্তির জান্নাতে থাকবে। আর যারা কুফরি করেছে এবং আমার আয়াতসমূহকে অবিশ্বাস করেছে, তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।"[২৩]

পাঁচ. আল্লাহর সার্বভৌমত্ব মেনে নেয়ার অর্থ

আল্লাহর সার্বভৌমত্ব মেনে নেয়ার অর্থই হলো এই পৃথিবীতে আল্লাহ ছাড়া কারো আইন চলবে না। কারণ আল্লাহ তা'আলাই হলেন সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। মানুষ তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে তার আইন এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করবে। আল্লাহ তা'আলার সার্বভৌমত্ব বলতে আল্লাহ তা'আলার শাসন বোঝায়, যেখানে শাসকের কোনো বিশেষ ক্ষমতা থাকে না এবং শাসকের স্বৈরাচারী হওয়ার সুযোগ নেই। শাসক নিজের মনমতো দেশ শাসন করতে পারবে না। আল্লাহর নির্দেশ মত দেশ পরিচালনা করলে মানুষের অধিকার অর্জনের নিশ্চয়তা থাকে। সেখানে সব মানুষের মধ্যে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

"জেনে রেখ, সৃষ্টি তাঁরই এবং আদেশও (চলবে) তাঁরই। বরকতময় আল্লাহ্, যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক।"[২৪]

২. আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন

আল্লাহ তা'আলার সার্বভৌমত্ব মেনে নিলে আল্লাহর আইন মানতে হবে। আল্লাহ তা'আলার আইন মেনে নিলে মানুষকে এই পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলার খলিফা (প্রতিনিধি) হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে হবে। কারণ খলিফার (প্রতিনিধির) কাজই হলো যার খলিফা (প্রতিনিধি) তার পক্ষ থেকে কার্য সম্পাদন করা। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তার প্রতিনিধি হিসেবে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। তাই মানুষের জীবন পরিচালনার পূর্ণাঙ্গ বিধান রচনা করার অধিকার একমাত্র আল্লাহ তা'আলার। আল্লাহ তা'আলা সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ (স.)-এর মাধ্যমে তার বিধান কুরআন পাঠিয়েছেন। কুরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে রাসূল (স.) প্রদর্শিত পথে আল্লাহ তা'আলার প্রতিনিধি হয়ে এই পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলার আইন বাস্তবায়ন করাই মানুষের কর্তব্য। আখিরাতে বিশ্বাস এই কর্তব্য পালনের তাগিদ দেয়। সব মানুষই আল্লাহ তা'আলার প্রতিনিধি। সমাজ ব্যবস্থার পরিচালনা ও কাজের শৃঙ্খলা বিধান করার জন্য একজন প্রধান খলিফা বা নেতা থাকা আবশ্যক। জনগণের পক্ষে নিজেদের মধ্যে হতে একজন নেতা নির্বাচন করা ফরজ। আল্লাহর নির্দেশ মত রাষ্ট্রের সব কার্যক্রম পরিচালিত হবে। একজন রাষ্ট্রপ্রধান আল্লাহ তা'আলার বিধান মত রাষ্ট্র পরিচালনা করবে। রাষ্ট্রপ্রধান আল্লাহ তা'আলার বিধান মত রাষ্ট্র পরিচালনা না করলে আখিরাতে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

ক. আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

"হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে খলিফা বানিয়েছি। অতএব তুমি মানুষের মধ্যে সুবিচার কর এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। সেটা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে, যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়, তাদের জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে, এজন্য যে, তারা হিসাব দিবসকে ভুলে গিয়েছিল।"[২৫]

খ. আল্লাহ আরো বলেন :

وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

২৩. আল কুরআন, *সূরা হজ্জ* ২২ : ৫৬-৫৭

২৪ . আল-কুরআন, *সূরা আল-আ'রাফ* ৭ : ৫৪

২৫ . আল-কুরআন, *সূরা ছোয়াদ* ৩৮ : ২৬

"যখন তাদের সামনে আমার স্পষ্ট আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন যারা আমার সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না, তারা বলে, এটা ছাড়া অন্য একটি কুরআন আনুন অথবা এতে কিছু পরিবর্তন করে দিন। আপনি বলে দিন, আমার পক্ষে সম্ভব নয় যে, আমি নিজের পক্ষ থেকে এতে পরিবর্তন করব। আমি তো কেবল তারই অনুসরণ করি, যা আমার প্রতি অহী হয়। যদি আমি আমার প্রতিপালকের বিধান লংঘন করি, তাহলে আমি মহাদিবসের শাস্তির ভয় করি।"[২৬]

৩.রাষ্ট্রের কল্যাণকামী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা

রাষ্ট্রের সর্বস্তরে কল্যাণকামী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে রাষ্ট্রের শাসন সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় আখিরাতে বিশ্বাসের ভূমিকা নিম্নরূপ :

ক.সৎ, যোগ্য ও দক্ষ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সৎ, যোগ্য ও দক্ষ নেতৃত্বের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশি। কারণ অসৎ, অযোগ্য ও অদক্ষ নেতৃত্ব দুঃশাসনের জন্ম দেয়। দুঃশাসনে মানুষ হয় অধিকার বঞ্চিত ও নির্যাতিত। দুঃশাসন দুর্নীতির বিস্তার ঘটায়। এতে দেশ ও জাতির উন্নতি বাধাগ্রস্ত হয়। এ জন্যই ইসলাম সৎ, যোগ্য ও দক্ষ নেতৃত্বের প্রতি অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছে। এজন্য ইসলাম দুটি পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। যথা–

এক. ব্যক্তিগত চরিত্র গঠন : দেশের প্রতিটি সদস্য যদি ব্যক্তিগত জীবনে সৎ, ন্যায়নিষ্ঠ ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী হয় তাহলে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা কোনো কঠিন কাজ নয়। আর যদি মানুষের ব্যক্তিজীবন হয় কলুষিত, তাহলে দেশে সৎ নেতৃত্ব পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়ে। সৎ, যোগ্য ও দক্ষ নেতৃত্ব ছাড়া সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। এজন্যই ব্যক্তিজীবনে প্রতিটি মানুষকে সচ্চরিত্রের অধিকারী হতে হবে। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন :

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا

"মু'মিনদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি পরিপূর্ণ ইমানদার যার চরিত্র সবচেয়ে বেশি উত্তম।"[২৭]

দুই. নেতা নির্বাচন : দেশের নাগরিকদের নেতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে সৎ, যোগ্য ও দক্ষ নেতা নির্বাচন করা ইসলামের নির্দেশ। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের আদেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা আমানতসমূহ তার মালিককে যথাযথভাবে ফেরত দাও।"[২৮]

খ. অযোগ্য ও দুর্বল নেতৃত্ব প্রতিরোধ : নেতৃত্ব দান সহজ কাজ নয়। কারণ নেতার সফলতা-ব্যর্থতার ওপর গোটা জাতি বা দেশের সফলতা-ব্যর্থতা নির্ভর করে। নেতার মধ্যে থাকতে হবে নেতা হওয়ার গুণাবলি। নেতাকে অভিজ্ঞতার অধিকারী হতে হবে। অসৎ,অদক্ষ ও অযোগ্য নেতা দ্বারা সুশাসন সম্ভব নয়। আল্লাহভীরু, সৎ, যোগ্য ও অভিজ্ঞ নেতা দ্বারাই দেশে সুশাসন সম্ভব। আখিরাতে বিশ্বাস অসৎ-অদক্ষ-অযোগ্য ও দুর্বল নেতৃত্ব প্রতিরোধ করে।

عَنْ أَبِى ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلاَ تَسْتَعْمِلُنِى قَالَ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِى ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْىٌ وَنَدَامَةٌ إِلاَّ مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِى عَلَيْهِ فِيهَا

আবূ যর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (স.)! আপনি কি আমাকে সরকারি কোনো পদে কর্মকর্তা নিয়োগ করবেন না? তখন তিনি আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন : "হে আবু যর! তুমি দুর্বল মানুষ আর সরকারি পদ একটি আমানত। কিয়ামতের দিন এ আমানত অপমান ও অনুশোচনার কারণ হবে। তবে যারা একে যথাযথভাবে গ্রহণ করে এবং তার ওপর যে দায়িত্ব অর্পিত হয় তা যথাযথভাবে আদায় করবে তার কথা স্বতন্ত্র।[২৯]"

---

২৬ . আল-কুরআন, *সূরা ইউনুস*, ১০ : ১৫

২৭. আবূ দাউদ সুলাইমান ইব্‌ন আল আশআছ আস-সিজিস্তানি , *সুনানু আবী দাউদ*, খ.৪, অধ্যায় : আস- সুন্নাহ, অনুচ্ছেদ : আদদলীলু আলা যিয়াদাতিল ইমান,(বৈরুত : দারু কিতাবিল আরাবী, ২০০৪) , পৃ. ৩৫৪, হাদিস নং-৪৬৮৪

২৮. আল-কুরআন, *সূরা নিসা* ৪:৫৮

২৯. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আল-ইমারাহ, অনুচ্ছেদ : কারাহিয়্যাতু আল-ইমারাহ বিগাইরি জরুরাহ, (বৈরুত : দারুল জাবাল), খ.৬, পৃ.৬, হাদিস নং-৪৮২৩

গ. ক্ষমতা লোভীদের প্রতিরোধ

ক্ষমতার লোভীরা নেতা হওয়ার অযোগ্য। ক্ষমতার লোভের কারণেই অযোগ্য,অদক্ষ ও অসৎ লোক ক্ষমতায় আসে। তারা ক্ষমতায় এসে সঠিকভাবে প্রশাসন চালাতে ব্যর্থ হয়। তারা ক্ষমতা পেয়ে কপটতা, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির আশ্রয় নেয়। আখিরাতে বিশ্বাস ক্ষমতা লোভীদের ক্ষমতায় আসার পথ বন্ধ করে দেয়।

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون ندامة وحسرة يوم القيامة

আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "অচিরেই তোমরা নেতৃত্ব ও হুকুমত লাভের জন্য অভিলাষী হবে। কিয়ামতের দিন এটা তোমাদের জন্য লজ্জা ও অনুতাপের কারণ হবে।"[৩০]

ঘ. একনায়ক ও স্বৈরাচারী নেতৃত্ব প্রতিরোধ : একনায়ক ও স্বৈরাচারী নেতৃত্বে নেতা সর্বময় ক্ষমতা নিজের কাছে কুক্ষিগত করে রাখে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে জনগণের অংশ গ্রহণের সুযোগ থাকে না। তাদের স্বাধীন মতামত প্রকাশের কোন সুযোগ নেই। এ ধরনের নেতারা নিজের ক্ষমতাকে স্থায়ী করার জন্য জনগণের ওপর জুলুম-নির্যাতন ও নিস্পেষণ চালায়। তারা অত্যন্ত অহংকারী হয়। এই অহংকারের কারণেই তারা নিজকে সর্বেসর্বা মনে করে। এ ধরনের স্বৈরাচারী কর্মকাণ্ডের জন্য তারা আখিরাতে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি ভোগ করবে।

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِّ فِي صُوَرِ الرِّجَالِ يَغْشَاهُمُ الذُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، فَيُسَاقُونَ إِلَى سِجْنٍ فِي جَهَنَّمَ يُسَمَّى بُولَسَ تَعْلُوهُمْ نَارُ الأَنْيَارِ يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ طِينَةَ الخَبَالِ.

আমর ইব্ন শু'আইব (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, নবী করীম (স.) বলেছেন : "কিয়ামতের দিন অহংকারীদেরকে পিঁপড়ার মত ক্ষুদ্র করে মানুষের আকৃতিতে তোলা হবে। চারদিক থেকে অপমান তাদের ঘিরে ধরবে। তারপর তাদেরকে জাহান্নামের একটি জেলখানার দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। যার নাম 'বুলাস'। আগুন তাদের ঘিরে ধরবে। জাহান্নামিদের রক্ত ও পুঁজ তাদের পান করতে দেয়া হবে।"[৩১]

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُعِيذُكَ بِاللَّهِ يَا كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ مِنْ أُمَرَاءَ يَكُونُونَ مِنْ بَعْدِي، فَمَنْ غَشِيَ أَبْوَابَهُمْ فَصَدَّقَهُمْ فِي كَذِبِهِمْ، وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ، وَلاَ يَرِدُ عَلَيَّ الحَوْضَ، وَمَنْ غَشِيَ أَبْوَابَهُمْ أَوْ لَمْ يَغْشَ وَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ فِي كَذِبِهِمْ، وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، وَسَيَرِدُ عَلَيَّ الحَوْضَ، يَا كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ الصَّلاَةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ حَصِينَةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، يَا كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ، إِنَّهُ لاَ يَرْبُو لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ إِلاَّ كَانَتِ النَّارُ أَوْلَى بِهِ.

কাব ইব্ন উজরা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) আমাকে বললেন : "হে কাব ইব্ন উজরা! আমার পরে যেসব নেতার আবির্ভাব হবে আমি তাদের (খারাবি) থেকে তোমার জন্য আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি। যে ব্যক্তি তাদের দ্বারস্থ হল (সান্নিধ্য লাভ করল), তাদের মিথ্যাকে সত্য বললো এবং তাদের স্বৈরাচারী ও জুলুম-নির্যাতনে সহায়তা করলো, আমার সাথে ঐ ব্যক্তির কোন সম্পর্ক নেই। ঐ ব্যক্তি 'কাউসার' নামক হাউজের ধারে আমার নিকট আসতে পারবে না। অপর দিকে যে ব্যক্তি তাদের দ্বারস্থ হলো (তাদের কোন পদ গ্রহণ করলো) কিন্তু তাদের মিথ্যাকে সত্য বলে মানল না এবং তাদের স্বৈরাচারী ও জুলুম-নির্যাতনে সহায়তা করলো না, আমার সাথে এ ব্যক্তির সম্পর্ক রয়েছে এবং এ ব্যক্তির সাথে আমারও সম্পর্ক রয়েছে। শিগ্রই সে 'কাউসার' নামক হাউজের কাছে আমার সাথে দেখা করবে। হে কাব ইব্ন উজরা! নামাজ হলো (মুক্তির) সনদ, রোজা হল মজবুত ঢাল (জাহান্নামের বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধক) এবং সদকা (জাকাত বা দান-খয়রাত)

৩০. আহমদ ইব্ন শু'আইব আন-নাসায়ী, *সুনানুন নাসায়ী*, অধ্যায় : আদাবিল কাযা, অনুচ্ছেদ : আন নাহী আনিল মাস'আলাতিল ইমারাহ, (হালব : মাকতাবুল মাবূ'আতিল ইসলামিয়া,১৯৮৬ইং/১৪০৪হি.), খ. ৮, পৃ. ২২৫, হাদিস নং-৫৩৮৫

৩১. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা আত-তিরমিযী, *জামে তিরমিযী*, অধ্যায় : যুহুদ, অনুচ্ছেদ : মাজা ফী ছিফাতি আও ইন্নী আল হাউজ, (বৈরুত : দারুল গুরুব আল-ইসলামী, ১৯৯৮ইং), খ.৪, পৃ. ২৩৬, হাদিস নং-২৪৯২, তিনি হাদিসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেয়, যেভাবে পানি আগুন নিভিয়ে দেয়। হে কাব ইব্‌ন উজরা! হারাম (অবৈধ পন্থায় উপার্জিত সম্পদ) দ্বারা সৃষ্ট ও পরিপুষ্ট গোশত (দেহ)-এর জন্য জাহান্নামের আগুনই উপযুক্ত।"[৩২]

৪. ন্যায়পরায়ণতার সাথে রাষ্ট্র পরিচালনা

রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ তা'আলা। একজন শাসক আল্লাহ তা'আলার প্রতিনিধি হিসেবে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। রাষ্ট্রপ্রধান বা শাসকের বৈধ আদেশ সবাই মানতে বাধ্য। শাসকের উচিত জনগণের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবের চেষ্টা করা এবং তাদের অভাব-অভিযোগ শুনে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করা। শাসকের কর্তব্যই হলো জনগণের প্রাপ্য অধিকার আদায় করে দেয়া এবং তাদের কল্যাণের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো। এ ধরনের শাসকই হলো ন্যায়পরায়ণ শাসক। ন্যায়পরায়ণ শাসক কিয়ামতের দিন আল্লাহর আরশের ছায়ার নিচে স্থান পাবে।

ক. রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন : **سبعة يظلهم الله عز و جل يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل**

"সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ সে দিন ছায়া দান করবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না। তাদের মধ্যে প্রথম হলো ন্যায়পরায়ণ শাসক।"[৩৩]

عن الحسن، أن عبيد الله بن زياد، عاد معقل بن يسار في مرضه الذي مات فيه، فقال له معقل إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله ﷺ، سمعت النبي ﷺ يقول: «ما من عبد استرعاه الله رعية، فلم يحطها بنصيحة، إلا لم يجد رائحة الجنة»

খ. হাসান বাসরী (রহ.) হতে বর্ণিত যে, উবায়দুল্লাহ্ ইবনু যিয়াদ (রহ.) মাকিল ইবনু ইয়াসারের মৃত্যুশয্যায় তাকে দেখতে গেলেন। তখন মাকিল (রা.) তাকে বললেন, আমি তোমাকে এমন একটি হাদিস বর্ণনা করছি যা আমি নবী (স.) থেকে শুনেছি যে, কোন বান্দাকে যদি আল্লাহ জনগণের নেতৃত্ব প্রদান করেন, আর সে কল্যাণের সঙ্গে তাদের তত্ত্বাবধান না করে, তাহলে সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না।"[৩৪]

উক্ত হাদিসে বুঝা যায় আখিরাতে বিশ্বাস একজন শাসকের ন্যায়পরায়ণ শাসক হতে উৎসাহিত করে।

দুই. আইন ও বিচার

৫. আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা

আল্লাহ তা'আলার সার্বভৌমত্ব মেনে নিলে এই পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলার আইন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আল্লাহ তা'আলার আইন চিরন্তন, কালজয়ী ও অপরিবর্তনশীল। মানব রচিত আইন মানুষের ইচ্ছা অনুসারে বারংবার পরিবর্তন হয়ে থাকে। কারণ, মানুষের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। তাই মানব রচিত আইন মানব সমস্যা সমাধানে চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়েছে। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলার আইনকে মানুষের ইচ্ছানুযায়ী পরিবর্তন করা যায় না। এই আইনের মূল উৎস হলো কুরআন ও সুন্নাহ। চিরঞ্জীব, অসীম জ্ঞানময়, সর্বময় কর্তৃত্ব ও নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ প্রদত্ত আইনের মধ্যে পরিবর্তন সাধনের অধিকার কারো নেই। এই আইন সর্বযুগের, সর্বকালের সর্বস্থানের সকল মানুষের জন্য কল্যাণকর। মানুষ আল্লাহর খলিফা হিসেবে আল্লাহর আইন এই পৃথিবীতে চালু করা এবং সে আইন মেনে চলা সব মানুষের দায়িত্ব। আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে আল্লাহর আইন মেনে চলার তাগিদ দেয়। আল্লাহ আদম (আ.) কে পৃথিবীতে পাঠানোর সময় বলে দিয়েছেন আল্লাহর আইন মেনে চলার জন্য।

ক. আল্লাহ তা'আলা বলেন :

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"আমি বললাম, তোমরা সকলেই এখান হতে চলে যাও। অতঃপর আমার নিকট হতে যে জীবন বিধান তোমাদের নিকট পৌঁছবে, যারা সে বিধান মেনে চলবে, তাদের জন্য কোন ভয় নেই, এবং তারা দুঃখিত হবে

---

৩২ . আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত তিরমিযী*, অধ্যায় : আস-সাফার, অনুচ্ছেদ : মা জুকিরা ফী ফাদলিস সালাহ, (বৈরুত : দারুল গুরুব আল-ইসলামী, ১৯৯৮ইং), খ. ১,পৃ. ৭৫৩, হাদিস নং-৬১৪

৩৩. আহমদ ইব্‌ন শু'আইব আন নাসায়ী, *সুনানুন নাসায়ী*, অধ্যায় : আদাবিল কাযা, অনুচ্ছেদ : আল-ইমামুলআদিল (হালব : মাকতাবুল মাতবূ'আতিল ইসলামিয়া,১৯৮৬ইং/১৪০৪হি.), খ.৮, পৃ.২২২, হাদিস নং-৫৩৮০

৩৪ . আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আল-আহকাম,অনুচ্ছেদ : মান ইসতুরইয়া রাইয়্যাতান ফালাম ইয়ানছাহ, (দারু তাওকিন নাজাহ, ১৪২২ হি.), খ. , পৃ. , হাদিস নং-৭১৫০

না। আর যারা আমার বিধানকে অস্বীকার করবে এবং মিথ্যা মনে করবে, তারাই হবে জাহান্নামের অধিবাসী এবং সেখানে তারা চিরদিন থাকবে।"[৩৫]

খ. আল্লাহ বলেন : وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"যারা আমার আয়াত সমূহ (আমার বিধানসমূহ) এবং আখিরাতের সাক্ষ্যকে মিথ্যা মনে করছে, তাদের সকল আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে।"[৩৬]

গ. আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا

"নিশ্চয়ই যারা আমার আয়াতসমূহ (বিধানসমূহ) অস্বীকার করে, আমি অতিসত্বর তাদেরকে এক ভীষণ অগ্নিতে প্রবেশ করাব। যখনই একবার তাদের চর্ম জ্বলে যাবে তৎক্ষণাতই আমি তাদের পূর্ব-চর্মের স্থলে চর্ম সৃষ্টি করে দেব যেন তারা আজাবের স্বাদ পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"[৩৭]

৬.কালো আইন প্রতিরোধ

সুশাসনের জন্য প্রয়োজন আইনের শাসন। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলেও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত নাও হতে পারে। কারণ, আইন দুই প্রকার। একটি হলো ভালো ও কল্যাণকর আইন। অন্যটি হলো মন্দ আইন বা কালো আইন। এটি জনগণের জন্য অকল্যাণকর। যে আইনে ফাঁসির আসামিকে বেকসুর খালাস দেয়া হয়; যে আইনে অপরাধীকে দায় মুক্তি দেয়া হয়; যে আইনে মানুষের ওপর জুলুম-নির্যাতনের বৈধতা দেয়া হয়; যে আইনে বিনা বিচারে মানুষ হত্যার অনুমতি দেয়া হয়; যে আইনে দেশের সম্পদ লুটপাট করার সুযোগ দেয়া হয়, সে আইনের শাসন কখনো সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। আইন যদি গণবিরোধী, জনস্বার্থ বিরোধী, অকল্যাণকর ও মানবতা বিরোধী হয় তাহলে সে আইনে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলেও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয় না। শাসকগোষ্ঠী যদি স্বৈরাচারী হয় তাহলে শাসকগোষ্ঠী নিজের স্বার্থে বা নিজের দলের স্বার্থে ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করে কালো আইন বা মন্দ আইন জারি করে। বিচারক সে আইনেই বিচার করতে বাধ্য হয়। ইসলাম স্বীয় স্বার্থে কালো আইন জারি করার ক্ষমতা কাউকে দেয়নি।

আল্লাহ তা'আলা বলেন : أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

"জেনে রেখ, তাঁরই কাজ সৃষ্টি করা এবং আদেশ দান করা, বরকতময় আল্লাহ বিশ্বজগতের প্রতিপালক।"[৩৮]

৭.আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা

আইনের শাসন ছাড়া সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। আইনের শাসন অর্থ আইন অনুযায়ী শাসন করা। অর্থাৎ আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান এবং আইন সবার জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। আইনের শাসন না থাকলেই মানবাধিকার চরমভাবে লঙ্ঘিত হয় এবং মানুষ তাদের ন্যায্য অধিকার হতে বঞ্চিত হয়। ইসলাম আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার প্রতি অত্যধিক গুরুত্বারোপ করেছে। এমনকি রাসূল (স.)-ও নিজকে আইনের ঊর্ধ্বে মনে করতেন না। নবী করীম (স.) অসুস্থ হয়ে পড়লে একদিন মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে ঘোষণা দেন,"আমার নিকট কারো কিছু প্রাপ্য থাকলে তা যেন সে চেয়ে নেয়। কারো ওপর অবিচার করে থাকলে সে যেন তার প্রতিশোধ আমার থেকে নিয়ে নেয়। এ কথা শুনে সাওদা ইবনে কাইস (রা.) দাঁড়িয়ে বললেন,ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি যখন তায়েফ থেকে উটের পিঠে চড়ে প্রত্যাবর্তন করছিলেন, আপনার হাতে উট চালানোর চাবুক ছিল। আপনি চাবুক ঊর্ধ্বে তুললে আমার পেটে লেগে ছিল। তখন নবী করীম (স.) নিজের পৃষ্ঠদেশ উন্মুক্ত করে দিয়ে বললেন, আজ তুমি তার প্রতিশোধ গ্রহণ কর। তখন সাওদা নবী করীম (স.)-এর পিঠে মুখ রাখার অনুমতি নিয়ে বললেন, আমি রাসূলের উপর প্রতিশোধ না নেয়ার বিনিময়ে জাহান্নাম থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ চাই। রাসূলুল্লাহ (স.)

---

৩৫. আল-কুরআন, *সূরা আল বাকারাহ* ২ : ৩৮-৩৯
৩৬. আল-কুরআন, *সূরা আ'রাফ* ৭ : ১৪৭
৩৭. আল-কুরআন, *সূরা আন-নিসা* ৪ : ৫৬
৩৮. আল-কুরআন, *সূরা আরাফ* ৭ : ৫৪

জিজ্ঞেস করলেন, হে সাওদা! তুমি প্রতিশোধ নিবে নাকি ক্ষমা করে দেবে? সাওদা বললেন, আমি বরং ক্ষমা করে দিচ্ছি।"[৩৯] নিরপেক্ষভাবে আইন প্রয়োগের মাধ্যমেই মানবাধিকার সংরক্ষণ করা যায়।

৮.স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ

ন্যায়বিচার সুশাসন নিশ্চিত করে। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ছাড়া সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ফলে বিচার বিভাগ স্বাধীনভাবে প্রচলিত আইন অনুযায়ী অপরাধীকে শাস্তি দেয় এবং নিরপরাধীকে মুক্তি ও ক্ষতিপূরণ দেয়। এতে সবলের অত্যাচার থেকে দুর্বল রক্ষা পায় এবং ধনী-দরিদ্র ও সবল-দুর্বলের বৈষম্য হ্রাস পায়। এভাবে সকলের অধিকার নিশ্চিত হওয়ায় সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। সুশাসন প্রতিষ্ঠা হলে জাতি, ধর্ম, পেশা, লিঙ্গ নির্বিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তি অভিন্ন মানদণ্ডে নিরুপিত হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

"হে ইমানদারগণ! তোমরা ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাক। আল্লাহর (সন্তুষ্টির) জন্য ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্যদান কর। তাতে যদি তোমাদের নিজের বা পিতা-মাতার অথবা আত্নীয়-স্বজনের ক্ষতি হয় তবুও। কেউ যদি ধনী হয় অথবা দরিদ্র হয়, তবে আল্লাহ তাদের শুভাকাঙ্ক্ষী তোমাদের চেয়ে বেশি। সুতরাং তোমরা ন্যায়বিচার করতে গিয়ে প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কথা বলো কিংবা পাশ কেটে যাও, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজকর্ম সম্পর্কে অবগত।"[৪০]

তিন. প্রশাসনিক কার্যক্রম

৯. প্রশাসনে স্বচ্ছতা

ইসলামে প্রশাসন আমলাতান্ত্রিক জটিলতা থেকে মুক্ত। প্রশাসনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন আইনসম্মতভাবে ও নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে হয়ে থাকে। যা প্রতারণা ও ধোঁকাবাজি মুক্ত। প্রশাসনের যে কোনো তথ্য জানার অধিকার সবার জন্য উন্মুক্ত থাকে। প্রশাসনের সকল কাজ-কর্ম সততা ও ন্যায়নিষ্ঠভাবে হয়ে থাকে। প্রশাসনের এ ধরনের স্বচ্ছতা প্রশাসনকে দুর্নীতি মুক্ত রাখে। সততা ও সত্যবাদিতার গুরুত্ব সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে থাকো।"[৪১]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- « إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِى إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِى إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ صِدِّيقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِى إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِى إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَّابًا ».

আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "সত্যবাদিতা পুণ্যের পথ দেখায়। আর পুণ্য জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। মানুষ সত্যের অনুসরণ করতে করতে সর্বশেষ আল্লাহর নিকট তাকে সিদ্দীক (সত্যনিষ্ঠ) হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়। আর মিথ্যা পাপের পথ দেখায় এবং পাপ জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। মানুষ মিথ্যা বলতে বলতে পরিশেষে তাকে আল্লাহর নিকট মিথ্যাবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়।"[৪২]

১০.মজলিসে শূরা

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় মজলিসে শূরার ভূমিকা অত্যন্ত বেশি।

ক. পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ

ইসলামে শাসকগণ শাসনকার্য মজলিসে শূরার পরামর্শের ভিত্তিতে পরিচালনা করতে বাধ্য। শাসকরা মজলিসে শূরার পরামর্শ ব্যতিরেকে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

---

৩৯. গাজী শামছুর রহমান ও অন্যান্য সম্পাদিত, *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*, ৩য় ভাগ, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০১ইং),পৃ.২৭৫

১৫. আল-কুরআন, *সূরা আন-নিসা* ৪ : ১৩৫

৪১. আল-কুরআন, *সূরা তাওবাহ্* ৯ : ১১৯

৪২. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আল-আদব, অনুচ্ছেদ : ক্বাওলিল্লাহ তা'আলা ইয়া আইয়্যুহাল্লাযিনা আমানুত্তাকুল্লাহা হক্কা তুক্বাতিহ, (বৈরুত : দারু ইবনি কাছীর,১৪০৭হি.), খ. ৫, পৃ. ২২৬১, হাদিস নং-৫৭৪৩

وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ

" মুসলমানদের কার্যাবলি পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পাদিত হয়।"[৪৩]

পারস্পরিক পরামর্শের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

"(হে রাসূল!) আপনি কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন।"[৪৪]

কুরআনের পরামর্শের নির্দেশনা শাসকদের একনায়কত্বের পথকে রুদ্ধ করে গণতন্ত্রের উন্মেষ ঘটায় এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠা করে।

খ. মজলিসে শূরার সদস্যদের দায়িত্ব

কোনো বিষয়ে শাসক শূরার কাছে পরামর্শ চাইলে শূরা সদস্যদের শুধু ব্যক্তিগত অভিমত দেয়াই তাদের কাজ নয়, বরং রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমের তত্ত্বাবধান করাও তাদের মূল কাজ। তারা জাতির মগজ ও চক্ষু। তাদের সুদৃষ্টি শাসককে বায়তুল মাল (জাতীয় সম্পদ) আত্মসাৎ থেকে বিরত রাখতে পারে।[৪৫] এই অবস্থার প্রেক্ষাপটে শাসকের পক্ষে কোনো বিষয়েই মনগড়া কিছু করার অবকাশ নেই এবং কারো অধিকার খর্ব করা কিংবা কোনো হকদারকে নিজের রোষানলে আনারও অধিকার নেই।[৪৬]যা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"সৎকর্মে ও আল্লাহ ভীতিতে তোমরা একে অপরকে সাহায্য কর এবং পাপ ও সীমালংঘনে একে অন্যকে সাহায্য করো না। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তিদানে অত্যন্ত কঠোর।"[৪৭]

১১. নেতৃত্বের জবাবদিহিতা

জবাবদিহিতা সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম একটি উপায়। জবাবদিহিতা হচ্ছে সম্পাদিত কর্ম সম্পর্কে একজন ব্যক্তির ব্যাখ্যাদানের বাধ্যবাধকতা। জবাবদিহিতার মাধ্যমে প্রশাসনে ক্ষমতার অপব্যবহার, স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি, ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিন্তাচেতনা, কর্মের দীর্ঘসূত্রতা, লালফিতার দৌরাত্ম্য, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা অনেকটাই দূর করা সম্ভব হয়। ফলে রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা সহজ হয়। ইসলামে একজন শাসকের চার ধরনের জবাবদিহিতার ভয় রয়েছে। যথা−

এক. আখিরাতে আল্লাহ তা'আলার নিকট জবাবদিহিতা

আখিরাতে একজন শাসককে সর্বদ্রষ্টা ও সর্বজ্ঞ আল্লাহ তা'আলার নিকট দুনিয়ার কাজ-কর্ম ও দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। জবাবদিহি করতে না পারলে জাহান্নামে কঠিন শাস্তির ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন :

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

"তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। শাসককে তার অধীনস্থ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।"[৪৮] আখিরাতে এই জবাবদিহিতার ভয় শাসককে রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অনুপ্রাণিত করে।

দুই. আদালতের মাধ্যমে জবাবদিহিতা

রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে যে কোনো নাগরিক আদালতে অভিযোগ দায়ের করতে পারে এবং রাষ্ট্রপ্রধান জবাবদিহি করতে বাধ্য। একবার খলিফাতুল মুসলেমীন উমর (রা.) এবং উবাই ইব্ন কাব (রা.)-এর মাঝে কোনো বিষয়ে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়। উবাই (রা.) মদিনার কাজি (বিচারক) যায়েদ ইব্ন সাবিত (রা.)-এর আদালতে অভিযোগ দায়ের করেন। আদালত উমর (রা.)-কে হাজির হওয়ার সমন জারি করল। তিনি যথাসময়ে হাজির হলেন।

---

৪৩. আল-কুরআন, *সূরা শূরা* ৪২ : ৩৮

৪৪ . আল-কুরআন, *সূরা আলি ইমরান* ৪ : ১৫৯

৪৫. মুহাম্মদ সালাহুদ্দীন, *ইসলামে মানবাধিকার*, (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী ২০১১), পৃ. ২০৫

৪৬ . মুহাম্মদ সালাহুদ্দীন,প্রাগুক্ত, পৃ.২০৭

৪৭. আল-কুরআন, *সূরাহ মায়িদা*, ৫ : ২

৪৮. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আল জুমু'আহ, অনুচ্ছেদ : আল-জুমু'আহ ফিল কুরা ওয়াল মুদুন, (বৈরুত : দারু ইবনি কাছীর, ১৪০ হি./ ১৯৮৭ খ্রি), হাদিস নং ৮৯৩

কিন্তু বাদি বিবাদি কারো কাছেই সাক্ষী ছিল না। আইন অনুসারে আদালতের সামনে উমর (রা.)-র শপথ করার কথা। উবাই (রা.) দেখলেন, উমর (রা.) শপথ করতে প্রস্তুত, তখন তিনি তার অভিযোগ তুলে নেন। [৪৯]

তিন. মজলিসে শূরার নিকট জবাবদিহিতা

রাষ্ট্র প্রধান মজলিসে শূরার সাথে পরামর্শ না করে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। আবার যে কোনো ব্যাপারে রাষ্ট্রপ্রধান মজলিসে শূরার নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য।

চার. জনগণের কাছে জবাবদিহিতা

রাষ্ট্রপ্রধান জনগণের নিকট যে কোনো বিষয়ে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকে। এ চার ধরনের জবাবদিহিতা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

চার. প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম

১২.দারিদ্র্য বিমোচন

দারিদ্র্য সুশাসনের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রতিবন্ধক। দরিদ্র, নিঃস্ব অসহায় মানুষ সুশাসনের স্বাদ উপভোগ করতে পারে না। এ জন্য সমগ্র বিশ্বেই সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দারিদ্র্য বিমোচনের নানামুখী পদক্ষেপ ও কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে। ইসলামে দারিদ্র্য বিমোচনের সবচেয়ে বড় ও প্রধান উপায় হলো জাকাতের বিধান। শুধু একটি মাত্র বিধান কার্যকর করা হলে দেশ থেকে দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব। জাকাত ধনীদের থেকে গ্রহণ করে গরিবদের মাঝে বিতরণ করা হবে।

ক.আল্লাহ তা'আলা বলেন :

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

“তারা এমন লোক, যদি আমি তাদেরকে রাষ্ট্র ক্ষমতা প্রদান করি, তাহলে তারা সালাত কায়েম করবে এবং যাকাত আদায়ের ব্যবস্থা করবে।”[৫০]

খ রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন :

أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم

“নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের (ধনীদের) ওপর জাকাত ফরজ করেছেন। যা ধনীদের নিকট থেকে আদায় করে দরিদ্রদের মধ্যে বণ্টন করা হবে।”[৫১] আখিরাতে বিশ্বাস ধনীদেরকে সঠিকভাবে জাকাত আদায়ের তাগিদ দেয়। জাকাত ছাড়াও সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূর করার ইসলামে অনেকগুলো উপায় রয়েছে। যেমন–নফল দান, সদকা, সদকাতুল ফিতর, কুরবানির গোশত বিতরণ, ওয়াকফ, বায়তুল মাল ইত্যাদি। ইসলামের দারিদ্র্য বিমোচনের কার্যকর পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করা গেলে সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূর করে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হবে।

১৩.দুর্নীতি প্রতিরোধ

দুর্নীতি সুশাসনের প্রতিবন্ধক। সমাজে দুর্নীতি থাকলে মানুষ তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। প্রশাসনে যদি দুর্নীতি থাকে, তাহলে তা জনগণের মাঝে সামাজিক এক বিরাট বৈষম্য সৃষ্টি করে। তখন মানুষ সুশাসন থেকে বঞ্চিত হয়। সমাজ থেকে দুর্নীতি নির্মূল করার জন্য ইসলাম আখিরাতে কঠোর শাস্তির ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে।

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَزُولُ قَدَمُ ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ، عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلاَهُ، وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ.

ইব্‌ন মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : “কিয়ামতের দিন আদম সন্তানকে পাঁচটি প্রশ্ন না করা পর্যন্ত তার প্রতিপালকের নিকট থেকে এক পাও অগ্রসর হতে দেয়া হবে না। তার জীবন সম্পর্কে, সে

৪৯. সারাখাসী, *আল-মাবসূত*, (মিসর : ১৩৩১ হি.) খ.২২, পৃ. ৭৪

৫০. আল-কুরআন, *সূরা হাজ্জ* ২২ : ৪১

৫১. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : যাকাত, অনুচ্ছেদ : ওজুবুয যাকাত, (বৈরুত : দারু ইবনি কাছীর, ১৪০ হি.), খ.২, পৃ. ৫০৫, হাদিস নং-২৩৩১

কিভাবে অতিবাহিত করেছে? যৌবন সম্পর্কে, সে তা কিভাবে কাটিয়েছে? তার সম্পদ সম্পর্কে, সে কিভাবে তা উপার্জন করেছে, আর কোথায় তা খরচ করেছে? যা সে শিক্ষা করেছে, তার উপর সে কী আমল করেছে ?[৫২]

সুতরাং আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে সম্পদ বৈধভাবে উপার্জন করার তাগিদ দেয় এবং অর্থ উপার্জনের যাবতীয় অন্যায় ও গর্হিত পন্থা যেমন–চুরি-ডাকাতি, ধোঁকাবাজি, প্রতারণা, সুদ, ঘুষ, দুর্নীতি ইত্যাদি থেকে দূরে রাখে। কারো মনের মধ্যে যদি আখিরাতে জবাবদিহিতার ভয় সৃষ্টি হয়, তাহলে সে দুনিয়ার জীবনে কোনো আর্থিক দুর্নীতির সাথে জড়িত হতে পারে না।

১৪. সন্ত্রাস নির্মূল

সন্ত্রাসীরা জননিরাপত্তা বিঘ্ন ঘটিয়ে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটায় এবং মানুষের ধনসম্পদ কেড়ে নেয় ও মানুষ হত্যা করে। তাই আদর্শ ও জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার একটি অন্যতম অন্তরায় হলো সন্ত্রাস। ইসলাম জাতি, বর্ণ ও গোত্র নির্বিশেষে সকলের নিরাপত্তাদানে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর। যারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে আল্লাহ তা'আলা তাদের ভালবাসেন না। পৃথিবীতে বিপর্যয় ও সন্ত্রাস সৃষ্টিকারীরা আল্লাহ তাআলার অপ্রিয় এবং আখিরাতে তাদের কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

"তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না। নিশ্চয় বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে আল্লাহ ভালোবাসেন না।"[৫৩]

ইসলাম সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

"নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের শাস্তি হলো তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে অথবা তাদের হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলা হবে অথবা দেশ থেকে তাদের নির্বাসিত করা হবে। এ হলো তাদের জন্য দুনিয়ার শাস্তি আর আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।"[৫৪]

পাঁচ. অধিকার প্রতিষ্ঠা

১৫.নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা

বিশ্বের সব মানুষের মধ্যে প্রায় অর্ধেক নারী। তাই নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। অথচ বর্তমান বিশ্বের সর্বত্র নারী চরমভাবে নির্যাতিত হচ্ছে এবং তাদের ন্যায্য অধিকার কেড়ে নেয়া হচ্ছে। একমাত্র ইসলামই নারীকে দিয়েছে সব অধিকার ও পরিপূর্ণ মর্যাদা। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

" পুরুষ যা অর্জন করে সেটা তার প্রাপ্য অংশ এবং নারী যা অর্জন করে সেটা তার প্রাপ্য অংশ। আল্লাহর নিকট তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।"[৫৫]

---

৫২. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত তিরমিযী*, অধ্যায় : ছিফাতুল কিয়ামাহ ওয়ার রাকাইক ওয়ালওরা, অনুচ্ছেদ : ফিল কিয়ামাহ, (বৈরুত : দারুল গুরুব আল-ইসলামী, ১৯৯৮), খ. ৪,পৃ. ১৯০, হাদিস নং-২৪১৬

৫৩. আল-কুরআন, *সূরা কাছাছ* ২৮ : ৭৭

৫৪. আল-কুরআন, *সূরা মায়িদা* ৫ : ৩৩

৫৫. আল-কুরআন, *সূরা নিসা* ৪ : ৩২

১৬.অমুসলিম ও সংখ্যালঘুদের অধিকার প্রতিষ্ঠা

ইসলাম অমুসলিম নাগরিকদের পূর্ণ নাগরিক অধিকার প্রদান করেছে। ইসলামে নাগরিক অধিকারের ক্ষেত্রে মুসলিম-অমুসলিম, সংখ্যালঘু-সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের মাঝে কোনো ভেদাভেদ নেই। ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সকল নাগরিকেরই রয়েছে সমান ও অভিন্ন অধিকার । ইসলাম ইসলামি রাষ্ট্রের বশ্যতা স্বীকারকারী প্রতিটি অমুসলিম সংখ্যালঘু ব্যক্তির জানমাল, ইজ্জত-আব্রুসহ সকল কিছুর চূড়ান্ত নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিয়েছে। জিযিয়া করের বিনিময়ে অমুসলিমরা মুসলমানের সমান বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার চেয়ে বেশি সুবিধা ভোগ করে। এ কারণেই একজন বিধর্মী অমুসলিম সমাজের চেয়ে ইসলামি রাষ্ট্রে বেশি নিরাপত্তা পেয়ে থাকে। ইসলাম অমুসলিমদের ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতিতে সমঅধিকার প্রদান করে। ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিমরা স্বাধীনভাবে তাদের ধর্ম-কর্ম পালন করতে পারে। কেউ তাদের বাধা দিতে পারবে না। এমনকি উপার্জনহীন অমুসলিমদের জিযিয়া কর মওকুফ, বেকার ভাতা ও শিক্ষা ভাতা দেয়ার নির্দেশ ইসলামে রয়েছে। ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম তার অনুসারী ছাড়া ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রাপ্য অধিকার কেড়ে নেয়। নিজ ধর্ম ছাড়া অন্য ধর্মাবলম্বীদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালায়। ইসলামে অমুসলিমের অধিকার কেড়ে নেয়া বা তাদের ওপর নির্যাতন চালানোর কোনো সুযোগ নেই। ইসলামি সমাজে যেসব অমুসলিম বসবাস করে, ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় তাদেরকে জিম্মি বলা হয়।

তাদের নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব সরকার ও সব মুসলিম জনগণের ওপর অর্পিত হয়। ইসলামের বিধান অনুযায়ী একজন অমুসলিমকে রাষ্ট্র প্রদত্ত তার অধিকার কেড়ে নেয়া জঘন্য অপরাধ। এজন্য তাকে আখিরাতে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

ক. রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন :

أَلاَ مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوِ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"যে ব্যক্তি চুক্তিবদ্ধ জিম্মির ওপর জুলুম করবে অথবা তাকে তার প্রাপ্য অধিকারের চেয়ে কম দেয় কিংবা সাধ্যবহির্ভূত কোনো কাজ তার ওপর চাপিয়ে দেয় বা তার সন্তুষ্টি ছাড়া তার মাল কেড়ে নেয়, তাহলে কিয়ামতের দিন আমি তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করব।" [৫৬]

খ. রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন :

من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما

"যে ব্যক্তি কোনো চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিকে হত্যা করবে, সে জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না, অথচ এর ঘ্রাণ চল্লিশ বছরের রাস্তার দূরত্ব থেকেও পাওয়া যায়।"[৫৭]

১৭. রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা

রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা পুণ্যময়কর্ম। এই কাজে নিয়োজিত থাকা জান্নাতে যাওয়ার একটি উপায়।

إن رسول الله ﷺ في بعض أيامه التي لقي فيها العدو، انتظر حتى مالت الشمس، ثم قام في الناس فقال: «أيها الناس، لا تمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف» ثم قال: «اللهم منزل الكتاب، ومجري السحاب، وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم»

ক. রাসূলুল্লাহ (স.) যেসব যুদ্ধে শত্রু বাহিনীর মুখোমুখি হয়েছিলেন তার কোন একটি যুদ্ধে সূর্য ঢলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। অতঃপর তিনি তাঁর সাহাবিদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বললেন : "হে মানব সকল! তোমরা শত্রুর সঙ্গে মুখোমুখি হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করো না। বরং আল্লাহর কাছে নিরাপত্তার জন্য দু'আ করো। আর যখন তোমরা শত্রুর মুখোমুখি হয়ে যাও তখন ধৈর্য ধারণ করবে। জেনে রেখো যে, জান্নাত তরবারীর ছায়াতলে।

---

৫৬. আবূ দাউদ সুলাইমান ইব্‌ন আশ'আছ আস-সিজিস্তানী, *সুনানু আবী দাউদ*, অধ্যায় : আল-খারাজ, অনুচ্ছেদ : তাশীরু আহযিল মিম্মাতি ইযাখতালাফূ বিত্তিজারাত, (বৈরূত : দারু কিতাবিল আরাবী), খ.৩, পৃ.১৩৬, হাদিস নং-৩০৫৪

৫৭. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াযিদ ইব্‌ন মাজাহ আল-কাযভীনী, *সুনানু ইবনি মাজাহ*, অধ্যায় : আদ-দিয়াত, অনুচ্ছেদ : মান কাতালা মু'আহাদান, (বৈরূত : দারুল ফিকর, তা.বি), খ.২, পৃ.৮৯৬, হাদিস নং-২৬৮৬, হাদিসটির সনদ সহীহ।

অতঃপর তিনি (স.) দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! কুরআন অবতীর্ণকারী, মেঘমালা পরিচালনাকারী শত্রুকে পরাজিতকারী! আপনি তাদের পরাজিত করুন এবং তাদের ওপর আমাদের সাহায্য করুন।"[৫৮]

عَنْ سَلْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- يَقُولُ « رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِى كَانَ يَعْمَلُهُ وَأُجْرِىَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَأَمِنَ الْفَتَّانَ ».

সালমান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি : "এক দিন ও এক রাত সীমান্ত পাহারা দেয়া এক মাস রোজা রাখা এবং এক মাস রাতে ইবাদত করার চাইতেও উত্তম। আর এ অবস্থায় সে মারা যায়, তাতে তার এ আমলের সওয়াব চালু থাকবে। আর তার রিজিক চালু থাকবে এবং সে ব্যক্তি ফিতনাবাজদের থেকে নিরাপদ থাকবে।"[৫৯]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: عَيْنَانِ لاَ تَمَسُّهُمَا النَّارُ: عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللهِ.

খ. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি : "দুটি চোখকে কখনো জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না। যে চোখ আল্লাহর ভয়ে কাঁদে। আর যে চোখ আল্লাহর রাস্তায় প্রহরার কাজে রাত্রি জাগরণ করে।"[৬০]

সুপারিশমালা

আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য নিচে বর্ণিত সুপারিশমালা বাস্তবায়ন করতে হবে।

১. আল্লাহর ভয় ও আখিরাতে বিশ্বাস মানুষের মনে বদ্ধমূল করা

আল্লাহর ভয় ও আখিরাতে বিশ্বাস মানুষের মনে বদ্ধমূল করা ছাড়া আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। তাই আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে আল্লাহর ভয় ও আখিরাতে বিশ্বাস মানুষের মনে বদ্ধমূল করতে হবে।

২.ইসলামি বিধান চালু করা

আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বস্তরে ইসলামি বিধান চালু করতে হবে।

৩.ইসলামি বিধান মেনে চলা

আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের জীবনের সর্বস্তরে ইসলামের বিধান মেনে চলতে হবে।

৪. ইসলামি অর্থনীতি

আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে ইসলামি অর্থনীতি সমাজে চালু করতে হবে।

৫. ইসলামি শিক্ষা

ইসলামি শিক্ষা তথা কুরআন ও হাদিসের শিক্ষা নৈতিকতাবোধের জন্ম দেয় এবং মূল্যবোধকে জাগিয়ে তোলে সচেতনতা বৃদ্ধি করে। যা মানুষকে ভাল কাজে উৎসাহিত করে এবং অন্যায়-অপকর্ম থেকে রক্ষা করে। তাই আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে ইসলামি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে।

৬. ব্যক্তি জীবন

ব্যক্তি জীবন থেকে আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা শুরু করতে হবে। ব্যক্তি জীবন সুন্দর হলে পরিবার সুন্দর হবে। পরিবার সুন্দর হলে ধীরে ধীরে সমাজ সুন্দর হবে। সমাজ সুন্দর হলে আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সহজ হবে।

---

৫৮ . আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আল-জিহাদ ওয়াসসাইর, অনুচ্ছেদ : লা তামান্নাও লিক্বাআল আদুওয়ু, (দারু তাওকিন নাজাহ, ১৪২২ হি.), খ. ৪, পৃ. ৬৩, হাদিস নং-৩০২৪

৫৯ . আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আল-ইমারাহ,অনুচ্ছেদ : ফাদলুর রিবাতি ফী সাবিলিল্লাহ আয্‌যা ওয়া জাল্লাহ, (বৈরুত : দারুল জাবাল), খ. ৬, পৃ. ৫০, হাদিস নং-৫০৪৭

৬০ . আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌নু ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত তিরমিযী*, অধ্যায় : ফাদলুল জিহাদ, অনুচ্ছেদ : মাজাআ ফী ফাদলিল হারছি ফী সাবিলিল্লাহ, (বৈরুত : দারুল গুরুব আল-ইসলামী, ১৯৯৮), খ. ৩,পৃ. ২২৭, হাদিস নং-১৬৩৯

৭. কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা

আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে সমাজ থেকে অপরাধ নির্মূল করার জন্য সরকারকে কঠোরনীতি অবলম্বন করতে হবে। অপরাধী যে-ই হোকনা কেন তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। যাতে অন্য কেউ অপরাধ করতে সাহস না পায়।

৮. বেকার সমস্যা

আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে বেকার সমস্যা সমাধানে সরকারকে পদক্ষেপ নিতে হবে।

৯. মদ নিষিদ্ধ করা

মাদক দ্রব্য নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ অবক্ষয়ের কারণ। তাই আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে মদ পান নিষিদ্ধ করতে হবে।

১০. সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ

আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করা চালু করতে হবে।

১১. স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ

আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সবাইকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে।

১২. ইহকালীন শান্তি ও আখিরাতে মুক্তি

আমাদের মনে রাখতে হবে, ইসলামি বিধান সমাজে চালু করে আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে পারলে ইহকালীন শান্তি ও আখিরাতে মুক্তি সুনিশ্চিত হবে।

উপসংহার

ইসলামের আদর্শ রাষ্ট্র বিশ্বে সর্বাধিক জনকল্যামূলক রাষ্ট্র। এ ধরনের রাষ্ট্র মানব রচিত আইন দ্বারা সম্ভব নয়। কারণ একমাত্র ইসলামই সার্বজনীন পূর্ণাঙ্গ ও সর্বোত্তম জীবন ব্যবস্থা। আর ইসলামের বিধানই সর্বযুগের, সর্বকালের ও সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ইসলামই বিশ্বে সর্বাধিক জনকল্যাণমূলক আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। অন্য কোনো ধর্ম বা মতবাদ এ ধরনের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেনি। ইসলামই বিশ্বে সর্বোত্তম জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র উপহার দিয়েছে, যেখানে পূর্ণাঙ্গ শান্তি, সুখ-সমৃদ্ধি ও সুশাসন বিদ্যমান ছিল। ইসলাম শান্তির ধর্ম। ইসলামের মূলকথা হলো প্রেম, মৈত্রী, শান্তি ও সম্প্রীতি। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষে মানুষে প্রীতি ও মৈত্রীর শান্তিময় বন্ধনই হচ্ছে ইসলাম। ইসলাম মানুষকে শেখায় প্রাণের ঔদার্য, মমত্ব, সৌন্দর্য, ভ্রাতৃত্ব এবং পরস্পরের মধ্যে প্রীতি ও ভালবাসা। হানাহানি নয় বরং প্রাণে প্রাণে ভালবাসা, সুখ-শান্তি, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিসহ সর্বোপরি সার্বিক নিরাপত্তা ও শান্তির জন্য প্রয়োজন ইসলামের সর্বাধিক জনকল্যাণমূলক আদর্শ রাষ্ট্র । কেননা ইসলামি আইনে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকার এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধর্ম পালনের অধিকার দেয়। সকল ধর্ম, বর্ণ, গোত্র মিলেমিশে অবস্থান নেবে, এটাই হোক সকলের প্রত্যাশা। এই প্রত্যাশা পূরণের নিশ্চয়তা দেয় ইসলামের আদর্শ রাষ্ট্র। তাই ইসলামই সকল মানুষের কল্যাণকর জীবন ব্যবস্থা। ইসলামের আদর্শ রাষ্ট্র শুধুমাত্র মুসলমানদের প্রয়োজন তা নয়, বরং জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্য কল্যাণকর । পরিশেষে বলা যায় যে, বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামের আদর্শ রাষ্ট্রের বিকল্প নেই। তাই দেশে ইসলামের আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত সর্বত্র ইসলামের বিধান চালু করতে হবে। তাহলেই দেশে ইসলামের আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে। তাই এধরনের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

পঞ্চম অধ্যায়

অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে আখিরাতে বিশ্বাস

বর্তমান বিশ্বে অর্থ ব্যবস্থা উন্নতির চরম শিখরে উপনীত হয়েছে। তবুও বিশ্ব বিভিন্ন অর্থনৈতিক সমস্যায় জর্জরিত। কারণ এই অর্থ ব্যবস্থায় এক শ্রেণির মানুষ সাধারণ মানুষের রক্ত শোষণ করে অগাধ ধন-সম্পদ কুক্ষিগত করে তাদেরকে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রেখেছে। শোষক শ্রেণির যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে শোষিত মানুষগুলো আরো গরিব ও নিঃস্ব হচ্ছে। আর শোষকরা আরো সম্পদশালী হয়ে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছে। এতে গরিব ও মেহনতি মানুষগুলোর কষ্ট বেড়েই চলেছে। কোন ধরনের আইন-কানুন ও নীতি-নৈতিকতা কোন কাজে আসছে না। এই অবস্থা থেকে মুক্তি দিতে পারে ইসলামি অর্থ ব্যবস্থা। এই অর্থ ব্যবস্থা বাস্তবায়নের অনুপ্রেরণা জোগায় আখিরাতে বিশ্বাস। নিম্নে অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে আখিরাতে বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

প্রথম পরিচ্ছেদ : দারিদ্র্য সমস্যা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : সুদ সমস্যা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : দুর্নীতি

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : শ্রম সমস্যা

প্রথম পরিচ্ছেদ

দারিদ্র্য সমস্যা

দারিদ্র্য হচ্ছে সুষ্ঠু সামাজিক জীবনের অন্যতম একটি প্রতিবন্ধক। দারিদ্র্যের দুঃসহ দহনে মানুষের স্বাভাবিক সুন্দর জীবন ব্যাহত হয়ে পড়ে। তাই পৃথিবীর সর্বত্রই দারিদ্র্য একটি অন্যতম সামাজিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। মানুষকে দারিদ্র্য মুক্ত করার লক্ষ্যে প্রাচীনকাল থেকেই চলছে নিরন্তন প্রচেষ্টা। বিজ্ঞানের এই চরম উৎকর্ষতার যুগেও মানুষ দারিদ্র্যের তীব্র কশাঘাতে জর্জরিত। তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলো তো বটেই, খোদ উন্নত দেশগুলোও সম্পূর্ণ দারিদ্র্য মুক্ত নয়। আজো দারিদ্র্য বিমোচন প্রত্যেক রাষ্ট্র ও সরকারের মূল প্রতিপাদ্য কর্মসূচি। কিন্তু আশানুরূপ সাফল্য আসছে না। অথচ ইসলামের সোনালি যুগে ইসলামের জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থা সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূর করতে সক্ষম হয়েছিল। তখন সমাজ থেকে দারিদ্র্য এমনভাবে দূর হয়েছিল যে, জাকাত গ্রহণের জন্য কাউকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। এটা সম্ভব হয়েছিল ইসলামি রাষ্ট্রের সর্বস্তরের জনগণের সহযোগিতার কারণে। আর এর মূলে ছিল আখিরাতে বিশ্বাসের অনুপ্রেরণা। আখিরাতে বিশ্বাস ইসলামি রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিককে সুবিধা বঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়াতে উদ্বুদ্ধ করে। আখিরাতে বিশ্বাস মানুষের মনে বদ্ধমূল করা ছাড়া দারিদ্র্য বিমোচনের যে চেষ্টাই চালানো হোক না কেন, তা ব্যর্থ হতে বাধ্য। তাই সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণে আখিরাতে বিশ্বাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। নিম্নে দারিদ্র্যের কশাঘাত থেকে বিশ্বমানবতার মুক্তির জন্য দারিদ্র্য বিমোচনে আখিরাতে বিশ্বাসের ভূমিকা নিয়ে আলোচনার প্রয়াস পাব।

দারিদ্র্যের পরিচয়

দারিদ্র্যের শাব্দিক অর্থ হল দরিদ্র অবস্থা, অভাব-অনটন, দরিদ্র হওয়া, অভাবগ্রস্ত হওয়া, গরিব হওয়া, দৈন্যদশা, নির্ধনতা বা সম্পদহীনতা ইত্যাদি।[১]

দারিদ্র্য একটি বহুমাত্রিক বিষয়। সাধারণভাবে জীবন ধারণের মৌলিক চাহিদা ও নিম্নতম সুযোগ সুবিধাগুলো নিশ্চিত করার অপারগতাকেই দারিদ্র্য বলা হয়।[২]

সমাজতত্ত্ববিদ এবং অর্থনীতিবিদদের মতে দারিদ্র্যের সংজ্ঞা

দারিদ্র্য একটি মারাত্মক ও ব্যাপক সমস্যা, যাকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

ক. অর্থনীতিবিদ হ্যানসন বলেন, দারিদ্র্য বলতে এমন ব্যক্তি বা দেশ বুঝায় যার সামান্য সম্পদ ও অল্প আয় রয়েছে, যার দ্বারা ন্যূনতম মৌলিক প্রয়োজন মেটাতে ব্যর্থ।[৩]

খ. সমাজতত্ত্ববিদ বুথ, দারিদ্র্যকে অভাব ও বঞ্চনার মধ্যে ব্যাখ্যা করেছেন।[৪]

গ. বি.সুবাই রাউনিট্রি বলেন, দারিদ্র্য হল স্বল্প আয় যা কিনা শুধুমাত্র প্রকৃত দক্ষতা রক্ষার জন্য প্রয়োজনসমূহ অর্জনের জন্য অপ্রতুল।[৫]

ঘ. মিলার এবং রবী অর্থনৈতিক মর্যাদাকে দীর্ঘায়িত্বের মূল বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। এরপর তারা শিক্ষা এবং সামাজিক গতিশীলতাকে দরিদ্রজনের ভবিষ্যৎ জীবনমান নির্ণায়ক হিসেবে তুলে ধরেছেন।[৬]

ঙ.অর্থনীতিবিদ ওঝা দারিদ্র্যকে পুষ্টির ঘাটতি বা অপুষ্টির আঙ্গিকে দেখেছেন।[৭]

চ. অনেকে দারিদ্র্যকে ক্ষুধার যন্ত্রণার মধ্যে দেখার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের মতে, একটি পরিবার তখনই দরিদ্র বিবেচিত হবে, যদি তার কোন সদস্যকে বছরের কোন না কোন দিন না খেয়ে থাকতে দেখা যায়।[৮]

---

১. ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হক (সম্পাদিত), *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০০২ ইং), পৃ. ৬০০

২. মুহাম্মাদ লোকমান হাকীম, *দারিদ্র্য বিমোচনে জাকাতের ভূমিকা*, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১২ইং), পৃ. ১১

৩. J.L. Hanson, *A Dictionary of Economics and Commerce,* (London : 1975) P.308.

৪ . Charles Booth, *Labour and life of the People in London,* (London: 1975),

৫. Seebohm Rowntree, *Poverty and Progress,* (London : 1941), P.225

৬. S.M. Miler and Pamela Roby, *Poverty Changing Social Stratification,* (New York : 1969).

৭. P. D. Ojha, *Canfiguration of Indian Society,* (Delhi : Adam Publisher's and Distributors, 1995).

৮. Desia, *Rural Development of Rural Poor,* (Ahmadabad : 1991).

ছ.মিখাইল রোজ দারিদ্র্যকে জীবনের মৌলিক প্রয়োজনের অভাব হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।[৯]
জ. রবার্ট চেম্বার্স দারিদ্র্যকে জীবন ধারণের জন্য আয় এবং ব্যয়ের চৌহদ্দি থেকে আকস্মিক সংকটে পড়ার অবস্থা বা সম্ভাবনা, সম্পদ বিক্রি বা মন্দার সময় জড়িয়ে পড়া ইত্যাদি পরাধীনতা, নিরাপত্তাহীনতা, ক্ষমতাহীনতা এবং একাকীত্বে অবস্থা পর্যন্ত বিস্তৃতি দিয়েছেন।[১০]

দারিদ্র্যের ইসলামি সংজ্ঞা

পবিত্র কুরআন ও হাদিসে দারিদ্র্যকে দু'টি স্তরে বিন্যাস করা হয়েছে।
১.চরম দারিদ্র্যসীমা (Hard Core Poverty) : যার মধ্যে পড়ে ফকির ও মিসকিন। 'ফকির' শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যাদের জীবিকা নির্বাহের কোন উপায়-উপকরণ নেই, যারা সর্বতোভাবে নিঃস্ব, পথের ভিখারী, তারাই ফকির। অন্যকথায় ফকির বলতে চরম দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বোঝায় যাদের স্বাভাবিক চাহিদা তথা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, ও স্বাস্থ্য সুবিধাসমূহ পূরণার্থে পর্যাপ্ত পরিমাণ সম্পদ বা বৈধভাবে উপার্জনের সন্তোষজনক কোন উপায় নেই। মিসকিন হচ্ছে তারা, অভাব যাদের এখনো চরমে পৌঁছেনি, তবে আশু ব্যবস্থা নেয়া না হলে রাস্তায় দাঁড়াতে যাদের বিলম্ব হবে না। মিসকিনদের আত্মমর্যাদা ও কৌলিণ্যবোধ তাদের রাস্তায় নামতে দেয় না, দেয় না কোথাও হাত পাততে।[১১]
রাসূলুল্লাহ (স.) মিসকিনের পরিচয় এভাবে দিয়েছেন :

ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان ولكن المسكين الذي ليس له غنى ويستحيي أو لا يسأل الناس إلحافا

"যে ব্যক্তি লোকের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে বেড়ায় এবং দুই-এক গ্রাস (খাবার) কিংবা দুই-একটি খেজুর পেয়ে ফিরে আসে সে প্রকৃত মিসকিন নয়, বরং প্রকৃত মিসকিন ঐ ব্যক্তি যার এমন সম্বল নেই যা তাকে অভাবমুক্ত রাখে, অথচ তার অবস্থাও কারো জ্ঞাত নয় যে, তাকে কেউ কিছু দান করবে এবং সেও লোকের নিকট গিয়ে মুখ খুলে কিছু চায় না।"[১২]
উপরোক্ত হাদিসে মহানবী (স.) মিসকিনদের তিনটি বৈশিষ্ট্য বলে দিয়েছেন–
১. যার সম্পদশালী হওয়ার মত কোন অবস্থা নেই;
২. তার দারিদ্র্য প্রকাশ পায় না বলে ভিক্ষাও জোটে না;
৩. সে মুখ খুলে বা হাত পেতে কারো কাছে কিছু চায়ও না।
মহান আল্লাহ এ প্রসঙ্গে বলেন :

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

"এটা প্রাপ্য অভাবগ্রস্ত লোকদের, যারা আল্লাহ্‌র পথে এমনভাবে ব্যাপৃত যে, জীবিকার সন্ধানে দেশময় ঘোরাফিরা করতে পারে না; কিছু চায় না বলে অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে অভাবমুক্ত মনে করে; তুমি তাদেরকে লক্ষণ দেখে চিনতে পারবে। তারা মানুষের নিকট নাছোড় হয়ে ভিক্ষা করে না। আর যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় কর আল্লাহ তা সবিশেষ অবহিত।"[১৩]
উপরোক্ত আয়াতে তিনটি বিষয় সুস্পষ্ট তা হলো :
ক. তাদের আত্মমর্যাদার অবস্থা এই যে, অজ্ঞরা তাদের সম্পদশালী বলেই জানে।
খ. তাদের মুখমণ্ডল বা অবয়ব দেখেই ভেতরের অবস্থা আঁচ করা যায়।

---

৯. Rose Michael, *The Relief of Poverty*, (London: Macmilan, 1989)
১০. Robert Chambers, *poverty in In India, Concepts, Research and Reality,* (Delhi : Concept Publishing Co, 1996)
১১. ড. মুহাম্মদ জাকির হুসাইন, *আর্থ সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের অবদান : প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ*, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪ইং) ,পৃ.৬১
১২. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আয-যাকাহ, অনুচ্ছেদ : লা ইয়াছআলূনান নাসা ইলহাফা, (দারু তাওকিন নাজাহ, ১৪২২ হি.), খ. ২, পৃ. ১২৪, হাদিস নং-১৪৭৬
১৩. আল-কুরআন, *সূরা বাকারা* ২ : ২৭৩

গ. তারা মানুষের পেছনে লেগে থেকে কিছু চায় না। অর্থাৎ যাদের কাজের ক্ষমতা থাকা সত্তেও কাজের অভাবে বেকার থাকতে বাধ্য হয়। শত চেষ্টা করেও কাজ মিলছে না। এক কথায় একেবারেই বেকার যারা তারাও মিসকিন, সমাজের ঐ সব লোক যাদের অবস্থা কিছু দিন আগেও ভাল ছিল হঠাৎ ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় বা অন্য কোন আকস্মিক দুর্যোগের কবলে পড়ে বর্তমানে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছে। পূর্বে তারা যত বিত্তবানই থাকুক না কেন, আজ মিসকিনদের কাতারে নেমে এসেছে।

২.দ্বিতীয় স্তরে সাধারণ দারিদ্র্য (General Poverty) : ইসলামের বিধান মোতাবেক যার নিছাব পরিমাণ সম্পদ নেই অর্থাৎ যিনি জাকাত আদায়যোগ্য সম্পদের মালিক নন তিনিই দরিদ্র। অন্য কথায় সাধারণ দারিদ্র্য হল এমন অবস্থা যেখানে মানুষের ন্যূনতম মৌলিক প্রয়োজন পূরণ হয়ে সামান্য উদ্বৃত্ত থাকে, যা অবশ্য জাকাতের নিসাবের চেয়ে কম।[১৪]

মুফতি আমিমূল ইহসান বলেন : "প্রয়োজনীয় জিনিস না থাকাকে দারিদ্র্য বলে।"[১৫]
ইমাম শাতিবী (রহ.) ও ইমাম গায্যালী (রহ.) মানুষের প্রয়োজনগুলোকে তিনটি ক্রমিক স্তরে বিন্যস্ত করেছেন। এগুলো হচ্ছে :

১. জরুরিয়াত /Zaruriat (Basic Needs/ Necessities) : আবশ্যকীয়–যা একান্তই অপরিহার্য, যা না হলে মানুষের চলেই না, বস্তু জগতের সামগ্রিক অগ্রগতিতে যা একান্তই অপরিহার্য।

২. হাজিয়াত / Hajiat- (Requirement/ Comforts) : প্রয়োজনীয় যা মানুষের জীবনকে সহজ ও আরামদায়ক করে এবং কষ্ট ও ক্ষতি থেকে রক্ষা করে।

৩. তাহসিনিয়াত (Beautification) : সৌন্দর্যবর্ধক–যা মানবজীবনকে সুন্দর, পরিপাটি ও কল্যাণময় করে।
তাঁদের মতে জরুরিয়াত বা মৌলিক প্রয়োজন হচ্ছে ৬টি । যেমন–

১. দ্বীন / আকিদা/ Protection of faith, Deen, Ideology : ইমান, দ্বীন, আদর্শ।

২. নফস/ Nafs (Life itself/ Protection of life) : তু'আমুন-খাদ্য, লিবাসুন-বস্ত্র, মাকানুন-বাসস্থান, মুয়ালিয-চিকিৎসা, ইয়ানাকলুন-পরিবহন, মুহিতুন-পরিবেশ, আল ইসতিরাহাতু-বিশ্রাম, অবসর, বিশুদ্ধ পানীয়, যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ পাওয়া, শান্তি -স্বস্তি নিরাপত্তা ইত্যাদি সব মানুষের জীবন ধারণের সাথে সম্পৃক্ত।

৩. নসল/ Nasl/ Family formation/ Protection of Posterity : পরিবার গঠনের ক্ষমতা, বংশধারা সংরক্ষণ করা।

৪. আকল/ Aql-Intellect/ Reason : শিক্ষা, বুদ্ধিমত্তা।

৫.মাল /Male (Property, Wealth) : ন্যূনতম পরিমাণ সম্পদ থাকা এবং তা সংরক্ষণ করা।

৬.হুররিয়াত/ Hurriat/Freedom : স্বাধীনতা। [১৬]

চরম দারিদ্র্য ও সাধারণ দারিদ্র্য

প্রতিদিন জীবন ধারণের জন্য ২১২২ ক্যালোরি খাদ্য ও ৫৮ গ্রাম প্রোটিন ক্রয়ে অক্ষম জনগোষ্ঠীকে ধরা হয় দারিদ্র্যসীমার নিচে। আর ১৮০৫ ক্যালোরি খাদ্যও কোনভাবে জোটাতে পারে না যে জনগোষ্ঠী, দারিদ্র্যসীমার চরম নিচে তাদের অবস্থান। বিশ্ব খাদ্য সংস্থা দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের জন্য এ মাস নির্ধারণ করে দিয়েছে। বিশ্বব্যাংকের মতে, বার্ষিক মাথাপিছু ২৭৫ মার্কিন ডলারের নিম্নের আয়ের লোকেরা চরম দরিদ্র ও ৩৭৫ ডলারের আয়ের লোকেরা সাধারণ পর্যায়ের দরিদ্র।[১৭]

---

১৪. মুহাম্মাদ লোকমান হাকীম, *দারিদ্র্য বিমোচনে জাকাতের ভূমিকা*, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন,২০১২ ইং), পৃ. ২০

১৫. মুফতি আমিমূল ইহসান, *ক্বাওয়ায়িদুল ফিকহ,* দেওবন্দ : আশরাফিয়া বুক ডিপো, ১৯৯১খ্রি.), পৃ. ৪১৪

১৬. আবূ ইসহাক ইব্রাহীম আল-শাতিবী, *Al-Muwafaqat fi Usual al Shariah,* Vol-2, p-177; আল-গাযালী, *Al Mustafah* (1937), Vol-1, p-139-140

১৭. ড. মুহাম্মদ জাকির হুসাইন, আর্থ সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের অবদান : প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪ইং) ,পৃ. ৬১

দারিদ্র্য সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

দারিদ্র্য সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত পরিষ্কার। যা নিম্নে তুলে ধরা হলো।

১. ধনসম্পদ আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত

ইসলামে দারিদ্র্য কাম্য নয়, ধনসম্পদ বর্জন করে বৈরাগী জীবনযাপন করা বা সন্ন্যাসী সাজাও ইসলামের লক্ষ্য নয়। আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে বলেন :

وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا

"আর বৈরাগী যা তারা নিজেরাই উদ্ভাবন করেছে, আমি এটা তাদের ওপর ফরজ করিনি। অবশ্য তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য এটা প্রবর্তন করেছিল। পরবর্তীতে তারা তা যথাযথভাবে পালন করেনি।"[১৮]

ইসলাম ধনসম্পদকে আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত এবং তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ মনে করে। ধনসম্পদ মানুষকে আল্লাহ তা'আলাই দান করেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"যদি তোমরা দারিদ্র্যের আশংকা কর, তাহলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তোমাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন, যদি তিনি চান, নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।"[১৯]

২. ধনসম্পদ অর্জনে সচেষ্ট হওয়া

ধনসম্পদ আল্লাহ তা'আলারই নিয়ামত। তাই ধনসম্পদ অর্জন করাও সওয়াবের কাজ। ধনসম্পদ অর্জনের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"অতঃপর যখন সালাত সমাপ্ত হয়, তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অন্বেষণ কর। আর আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।"[২০]

৩. ধনসম্পদ আল্লাহ তা'আলার পরীক্ষার বস্তু

ধনসম্পদ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে পরীক্ষা করেন। বান্দা ধনসম্পদ পেয়ে আল্লাহ তা'আলাকে ভুলে যায় কিনা আল্লাহ তা'আলা তা দেখতে চান।

ক. আল্লাহ তা'আলা সুলায়মান (আ.)-এর কথা বর্ণনা করে বলেন :

قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ

"তিনি বলেন, এটা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ, যেন তিনি আমাকে পরীক্ষা করেন যে, আমি শোকর করি কিনা এবং যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে নিজেরই কল্যাণের জন্য করে । আর যে অকৃতজ্ঞ হবে, তবে (সে জেনে রাখুক) নিশ্চয়ই আমার পালনকর্তা অভাবমুক্ত, কৃপাশীল।"[২১]

খ. আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন : وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

"জেনে রেখো, নিঃসন্দেহে তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তানাদি পরীক্ষার বস্তু আর আল্লাহর কাছেই আছে মহাপুরস্কার।"[২২]

৪. ধনসম্পদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

বস্তুবাদী সমাজে ভোগ করাই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। তাদের স্লোগান হলো–"খাও দাও, ও ফুর্তি কর।" উদর পূর্তি করা ও যৌন লালসা পূর্ণ করাই তাদের জীবনের উদ্দেশ্য। আরাম-আয়েশ, ভোগ-বিলাস ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যই

---

১৮. আল-কুরআন, *সূরা হাদীদ* ৫৭ : ২৭

১৯. আল-কুরআন, *সূরা তাওবাহ* ৯ : ২৮

২০. আল-কুরআন, *সূরা আল-জুমু'আহ* ৬২ : ১০

২১ . আল-কুরআন, *সূরা নাম্‌ল* ২৭ : ৪০

২২. আল-কুরআন, *সূরা আনফাল* ৮ : ২৮

তাদের জীবনের একমাত্র কাম্য। পক্ষান্তরে ইসলামে ধনসম্পদ অর্জনের উদ্দেশ্য হলো, ধনসম্পদ আল্লাহ তা'আলার নির্দেশিত পথে ব্যয় করে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন করা এবং এর মাধ্যমে জান্নাত লাভ করা।

ক. আল্লাহ তা'আলা বলেন : إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ মু'মিনদের নিকট থেকে তাদের জান ও তাদের ধনসম্পদসমূহ ক্রয় করে নিয়েছেন এর বিনিময়ে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত।"[২৩]

খ. আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন : وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ

"আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন, তা দ্বারা আখিরাতের আবাস অনুসন্ধান কর।"[২৪]

আর দুনিয়ার জীবনে ধনসম্পদ দ্বারা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য জীবনযাপন করে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করা ধনসম্পদ অর্জনের লক্ষ্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন: فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

"সুতরাং তোমরা আল্লাহর নিকট রিজিক কামনা কর, তাঁরই ইবাদত কর এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর; তোমরা তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে।"[২৫]

৫. ধনসম্পদ পেয়ে আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

ধনসম্পদ পেয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার অর্থ মুখে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করা এবং শরীর দিয়ে তাঁর ইবাদত করা আর তাঁর নির্দেশ মত জীবন পরিচালনা করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

"স্মরণ কর যখন তোমাদের প্রতিপালক ঘোষণা করেন, যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, তাহলে তোমাদের আমি অবশ্যই (নেয়ামত) আরো বাড়িয়ে দেবো। আর যদি অকৃতজ্ঞ হও, তাহলে অবশ্যই আমার শাস্তি হবে অত্যন্ত কঠোর।"[২৬]

৬. ধনসম্পদ পেয়ে আল্লাহ তা'আলাকে ভুলে না যাওয়া

ধনসম্পদ পেয়ে আল্লাহকে ভুলে গিয়ে তাঁর নাফরমানিতে লিপ্ত হলে আল্লাহ তা'আলা কঠিন আজাবে নিপতিত করবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَفَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

"অতঃপর তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল, যখন তারা তা ভুলে গেল, তখন আমি তাদের জন্য সবকিছুর দ্বার উন্মুক্ত করে দিলাম; এমন কি যখন তাদেরকে প্রদত্ত বিষয়াদির জন্য তারা উল্লসিত হলো, তখন আমি হঠাৎ তাদেরকে পাকড়াও করলাম। ফলে তখন তারা হতাশ হলো। অতঃপর জালিম সম্প্রদায়ের মূলোচ্ছেদ করা হলো। আর সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি সকল জগতের প্রতিপালক।"[২৭]

৭. দারিদ্র্য পরীক্ষা স্বরূপ

ইসলামে দারিদ্র্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে পরীক্ষা স্বরূপ, এই পরীক্ষায় ধৈর্যের সাথে উত্তীর্ণ হতে পারলে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও জান্নাত রয়েছে। ইসলামে দারিদ্র্য কাম্য নয় কিন্তু শত চেষ্টা করেও যদি দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব না হয় তাদের জন্যই এই পুরস্কার। এমনকি তারা ধনীদের চল্লিশ বছর পূর্বে জান্নাতে যাবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

---

২৩. আল-কুরআন, *সূরা তাওবাহ* ৯ : ১১১

২৪. আল-কুরআন, *সূরা কাছাছ* ২৮ : ৭৭

২৫. আল-কুরআন, *সূরা আনকাবূত* ২৯ : ১৭

২৬. আল-কুরআন, *সূরা ইবরাহীম* ১৪ : ৭

২৭. আল-কুরআন, *সূরা আন'আম* ৬ : ৪৪-৪৫

"আর আমি অবশ্যই তোমদেরকে পরীক্ষা করবো ভয়, ক্ষুধা এবং ধনসম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষতি দ্বারা, আর আপনি সুসংবাদ দিন ধৈর্যশীলদেরকে–যারা বিপদে নিপতিত হলে বলে, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন (অর্থাৎ আমরা আল্লাহরই জন্য এবং নিশ্চয়ই আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী)।"[২৮]

দারিদ্র্যের প্রভাব ও ক্ষতিসমূহ

দারিদ্র্য মানুষের স্বাভাবিক জীবনের জন্য ও সমাজের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। নিম্নে তা আলোচনা করা হলো।

১. দারিদ্র্য ইমান ও আকিদার জন্য হুমকি স্বরূপ

গরিব-ধনী আল্লাহ তা'আলা বানিয়েছেন। সবাইকে ধনী বানালে অথবা সবাইকে গরিব বানালে এই পৃথিবী সুন্দরভাবে পরিচালিত হত না। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

"দুনিয়ার জীবনে তাদের রিজিক আমিই বণ্টন করে থাকি। আর আমি একজনকে অন্যজনের ওপর মর্যাদা দিয়ে থাকি, যাতে একে অপর থেকে কাজ নিতে পারে। তবে আপনার পালনকর্তার রহমত তদপেক্ষা অতি উত্তম যা এরা সঞ্চয় করেছে।"[২৯]

দারিদ্র্য একজন মু'মিনের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ। এই পরীক্ষায় অনেকেই উত্তীর্ণ হতে পারে না। কারণ ধনসম্পদ পেলে সে খুশি হয় আর ধনসম্পদ না পেলে আল্লাহ তা'আলার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ

"মানুষ এমন যে, যখন তার পালনকর্তা তাকে পরীক্ষা করেন, তাকে সম্মান ও সম্পদ দান করেন, তখন সে বলে, আমার পালনকর্তা আমাকে সম্মানিত করেছেন। আর যখন তাকে পরীক্ষা করেন, তার রিজিক কমিয়ে দেন, তখন সে বলে, আমার প্রতিপালক আমাকে অপমান করেছেন।"[৩০]

দরিদ্রতার প্রতি তার এই অসন্তুষ্টি তাকে কুফরির দিকে ধাবিত করে, সে আল্লাহ তা'আলার বিধান মানতে অস্বীকার করতে পারে। এজন্যই রাসূলুল্লাহ (স.) দারিদ্র্য ও কুফরি থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ» فَقَالَ رَجُلٌ: وَيَعْدِلَانِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

আবূ সাঈদ (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলতেন : "হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট কুফর ও দারিদ্র্য থেকে আশ্রয় চাই। তখন এক ব্যক্তি বলল, আপনি কি এ দুটোকে সমপর্যায় মনে করেন? তিনি বললেন : হ্যাঁ।"[৩১]

২. ইবাদতে বিঘ্নতা সৃষ্টি

মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"আমি জিন ও মানুষকে এজন্য সৃষ্টি করেছি যেন তারা শুধুমাত্র আমার ইবাদত করে।"[৩২]

---

২৮. আল-কুরআন, *সূরা বাকারা* ২ : ১৫৫-১৫৬

২৯. আল-কুরআন, *সূরা যুখরুফ* ৪৩ : ৩২

৩০. আল-কুরআন, *সূরা ফাজর* ৮৯ : ১৫-১৬

৩১. আবূ আব্দুর রহমান আহমাদ ইব্ন শু'আইব আন-নসায়ী, *সুনানুন নাসায়ী*, অধ্যায় : আল-ইস্তিআযাহ, অনুচ্ছেদ : আল-ইস্তিআযাহতু মিন শাররিল কুফরি, (হালব : মাকতাবুল মাতলু'আতি আল-ইসলামী, ১৯৮৬ইং/ ১৪০৬ হি.), খ. ৮, পৃ. ২৬৭, হাদিস নং-৪৯০৩

৩২. আল-কুরআন, *সূরা যারিয়াত* ৫১ : ৫৬

একজন দরিদ্র ব্যক্তি হজ ও জাকাত আর্থিক ইবাদত করতে পারে না। সালাত ও অন্যান্য ইবাদতও মনোযোগ সহকারে করতে পারে না। সব সময় দারিদ্র্যের কষ্ট ও ক্ষুধার যন্ত্রণা তাকে ব্যতিব্যস্ত রাখে, সে সর্বদা অর্থ উপার্জনের চিন্তায় মগ্ন থাকে। অথচ মনোযোগ সহকারে ইবাদত করা সকলের ওপরই কর্তব্য।

قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন : "আপনি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবেন যেন আপনি তাঁকে দেখছেন, আর যদি আপনি তাঁকে দেখতে না পান তবে (বিশ্বাস রাখবেন যে,) তিনি আপনাকে দেখছেন।"[৩৩]

৩.হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি

দরিদ্র মানুষের আশেপাশের মানুষ যদি বসে বসে বিলাসী জীবনযাপন করে; সম্পদের পাহাড় গড়ে, তারা যদি দরিদ্র ব্যক্তিটির প্রতি সাহায্যের হাত না বাড়ায় তাহলে দরিদ্র ব্যক্তির মনে হিংসা–বিদ্বেষ সৃষ্টি হবে। এই হিংসা-বিদ্বেষই তাকে বিভিন্ন অপকর্মে লিপ্ত করবে। যা সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্ট করে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ، فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ – أَوْ قَالَ: الْعُشْبَ – "

অবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন,রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "তোমরা হিংসা থেকে বিরত থাক। কারণ আগুন যেভাবে কাঠ বা ঘাসকে খেয়ে ফেলে, হিংসাও তেমনি সৎকর্মকে খেয়ে ফেলে।"[৩৪]

৪. বিবাহের প্রতিবন্ধক

যুবকদের বিবাহ করার ক্ষেত্রে দারিদ্র্য একটি প্রতিবন্ধক। এজন্য আল্লাহ তা'আলা অর্থনৈতিক সচ্ছলতা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত বিবাহ থেকে বিরত থেকে ধৈর্য ধরার আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

"আর যাদের বিবাহ করার সামর্থ্য নেই, তাদের উচিত এরা যেন সংযমী হয়ে থাকে, যে পর্যন্ত না আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে ধনী করে দেন।"[৩৫]

৫. পারিবারিক সংকট

স্বামীর ওপর স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি এবং পিতা-মাতা ও ভাই-বোনের যাবতীয় খরচ বহন করা বাধ্যতামূলক। একজন পুরুষ অর্থ সংকটের কারণে তাদের হক সঠিকভাবে আদায় করতে পারে না। তাই দরিদ্রতা সুখী পরিবার গঠনের প্রধান অন্তরায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

"সচ্ছল ব্যক্তি তার সচ্ছলতা অনুযায়ী ব্যয় করবে। যার রিজিক সীমিত করা হয়েছে, তাকে আল্লাহ যা দিয়েছেন, তা থেকে সে খরচ করবে, আল্লাহ যাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন তার চেয়ে ভারী বোঝা চাপান না,আল্লাহ কষ্টের পর স্বস্তি দেন।"[৩৬]

৬. সন্তান হত্যা

পিতা-মাতা সন্তানকে ভালোবাসে। দারিদ্র্যের কারণে সন্তানের কষ্ট দেখে, সে কষ্ট সহ্য করতে না পেরে অনেক সময় পিতা বা মাতা নিজ সন্তানকে হত্যা করে নিজেও আত্মহত্যা করে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

"আর তোমরা নিজেদের সন্তানদেরকে দারিদ্র্যের ভয়ে হত্যা কর না। আমিই তাদেরকে রিজিক দেই এবং তোমাদেরকেও দান করি। তাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ।"[৩৭]

---

৩৩. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আল-ঈমান, অনুচ্ছেদ : সুয়ালু জিবরীলা আন-নাবিয়্যি (স.) আনিল ঈমান ওয়াল ইসলাম ওয়াল ইহসান ওয়া আলামাতু সা'আহ, (বৈরুত : দারু ইবনি কাছীর ১৯৮৭/১৪০৭হি.), পৃ.২৭, হাদিস নং-৫০

৩৪. আবূ দাউদ সুলাইমান ইব্‌ন আশ'আছ আস-সিজিস্তানী, *সুনানু আবী দাউদ*, অধ্যায় : আল-আদাবি, অনুচ্ছেদ : ফীল হাসাদি, (বৈরুত : মাকতাবুল আসরিয়্যাহ), খ. ৪, পৃ. ২৭৬, হাদিস নং-৪৯০৩

৩৫. আল-কুরআন, *সূরা নূর* ২৪ : ৩৩

৩৬. আল-কুরআন, *সূরা তৃলাক* ৬৫ : ৭

৩৭. আল-কুরআন, *সূরা বানি ইসরাইল* ১৭ : ৩১

৭. অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি

ভিক্ষাবৃত্তি, চুরি,ডাকাতি, যৌতুক প্রথা, দাম্পত্য কলহ, পতিতাবৃত্তি, অপরাধ ও কিশোর অপরাধ, দুর্নীতি, পারিবারিক ও সামাজিক দ্বন্দ্ব কলহ প্রভৃতির ক্ষেত্রে দারিদ্র্যের প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে। দারিদ্র্যের প্রভাবে জনগণ বৈধ উপায়ে ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়ে উপরোক্ত অবৈধ ও অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন : الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং তোমাদেরকে অসৎ কাজের নির্দেশ দেয় আর আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা এবং অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।"[৩৮]

৮. সমাজের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড

সরকারের পক্ষে সমাজের সব ধরনের উন্নয়নমূলক কাজ করা সম্ভব হয় না। সরকারের বাকি কাজগুলো সমাজের বিত্তশালীদের করতে হয়। কিন্তু সমাজে দরিদ্র লোকের সংখ্যা বেশি হলে সে সমাজের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড চালানো অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَال إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন : "যখন মানুষ মরে যায়, তখন তার সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তিনটি আমলের সওয়াব জারি থাকে। এক. সদকায়ে জারিয়া,[৩৯] দুই. এমন জ্ঞান যার দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়, তিন. নেক সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে।"[৪০]

দারিদ্র্য বিমোচনে আখিরাতে বিশ্বাস

আখিরাতে বিশ্বাস সমাজ থেকে দারিদ্র্য বিমোচনে বিভিন্নভাবে ভূমিকা পালন করে। নিম্নে সেগুলো আলোচনা করা হলো।

এক. উপার্জন সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড

১. কর্মে উৎসাহ দান

সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূর করার উপায় হল অর্থ উপার্জনে সচেষ্ট হওয়া। আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে অর্থ উপার্জনে উৎসাহিত করে। যেমন :

ক. আখিরাতে জবাবদিহিতা

আল্লাহ তা'আলা অর্থ উপার্জনের নির্দেশ দিয়ে বলেন :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"সালাত শেষ হলে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করবে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করবে যাতে তোমরা সফল কাম হও।"[৪১] কুরআনের উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা উপার্জন করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

---

৩৮. আল-কুরআন, *সূরা বাকারা* ২ : ২৬৮

৩৯. সদকায়ে জারিয়া বলা হয় সে সব দানকে যা প্রবহমান বা চলমান। অর্থাৎ যে দানের কার্যকারিতা ও সুফল শেষ হয়ে যায় না, বরং দীর্ঘদিন পর্যন্ত চলতে থাকে। যেহেতু এ ধরনের দানের কার্যকারিতা ও সুফল শেষ হয়ে যায় না, সেহেতু এর প্রতিদান বা সওয়াব নিঃশেষ না হয়ে দীর্ঘকাল জারি থাকে। এমনকি কোন মানুষ মৃত্যুবরণ করলেও এ ধরনের দানের সওয়াব উক্ত ব্যক্তির আমল নামায় যোগ হতে থাকে। যেমন, জনসাধারণের পানির প্রয়োজন মেটানোর জন্য টিউবয়েল, কূপ প্রভৃতি স্থাপন করা বা পুকুর, জলাধার ইত্যাদি খনন করা, ফল বা ছায়াদানকারী বৃক্ষ রোপণ করা, জনগণের চলাচলের অসুবিধা দূর করার জন্য রাস্তা নির্মাণ বা মেরামত করে দেয়া, পারাপারের জন্য ব্রিজ, সাঁকো ইত্যাদি নির্মাণ করা, মসজিদ, মাদ্রাসা প্রভৃতি দ্বীনী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা, জনসাধারণের চিকিৎসার জন্য দাতব্য চিকিৎসালয়, হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করা, জমি, বাগান প্রভৃতি জনকল্যাণে ওয়াকফ করে দেয়া, ইয়াতিম, দুস্থ, পঙ্গু, আশ্রয়হীন, গৃহহীন, বয়স্ক, অনাথ, বিধবা প্রভৃতির জন্য পুনর্বাসন ও আশ্রয় কেন্দ্রের ব্যবস্থা করা, এমন কোন সংগঠন বা সংস্থা গড়ে তোলা, যার দ্বারা জনসাধারণ উপকৃত হয়। ডা. মো. ছামিউল হক ফারুকী, *ইসলাম ও সমাজ সেবা*, (ঢাকা : কাঁটাবন বুক কর্ণার, ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ৪৩-৪৪

৪০. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আল-ওয়াসিয়্যাহ, অনুচ্ছেদঃ মা ইয়াহিক্কুল ইনসানু মিনাস সাওয়াবি বা'দা ওয়াফাতিহী, (বৈরুতঃ দারুল জাবাল), খ. ৫ ,পৃ. ৭৩ , হাদিস নং-৪৩১০

৪১. আল-কুরআন, *সূরা আল-জুমু'আহ* ৬২: ১০

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন : طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ

"হালাল রুজি উপার্জন করা ফরজের পর একটি ফরজ।"[৪২]

হাদিসে রাসূলুল্লাহ (স.) হালাল রুজি উপার্জনকে ফরজে শরয়ি তথা ধর্মীয় আবশ্যিক দায়িত্ব বলে অভিহিত করেছেন। ফলে বিনা কারণে এ ফরজ আদায় না করলে অবশ্যই আখিরাতে জবাবদিহি করতে হবে। এমতাবস্থায় চাকুরী, ব্যবসা-বাণিজ্য ও চাষাবাদ সবই সওয়াবের কাজ বলে গণ্য হবে। বরং এসব কাজে লিপ্ত হয়ে দ্বীনের উপর ঠিকমত চলা নিছক জিকির-আজকার ও নফল ইবাদত থেকে বেশি উত্তম।

খ. হালাল উপার্জন জান্নাত লাভের মাধ্যম

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন :

إن الدنيا حلوة خضرة فمن أخذها بحقها بورك له فيها ورب متخوض في مال الله ومال رسوله له النار يوم القيامة

পৃথিবী মিষ্ট ও শ্যামল। এখানে যে ব্যক্তি হালাল সম্পদ উপার্জন করবে এবং ন্যায়সঙ্গত পথে তা ব্যয় করবে, আল্লাহ তাকে উত্তম প্রতিদান দেবেন এবং তাকে জান্নাত দান করবেন। আর যে ব্যক্তি হারাম পন্থায় সম্পদ উপার্জন করবে এবং অন্যায় পথে ব্যয় করবে, আল্লাহ তাকে অপমানজনক স্থানে নির্বাসিত করবেন। আর যারা হারাম সম্পদ হস্তগতকারী, কিয়ামতের দিন তারা আগুনে জ্বলবে।[৪৩]

গ. আল্লাহর সন্তোষ লাভ

মহানবী (স.) শ্রমের মাধ্যমে জীবিকার্জনে অভ্যস্ত ছিলেন, আর কাজ করার জন্য তাঁর হাতে ফোস্কা পড়ে যায়। এ হাত দেখিয়ে তিনি বলেন: "আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল এরূপ শ্রমাহত হাত খুবই পছন্দ করেন ও ভালবাসেন"।[৪৪]

ঘ. ইবাদতের সমতুল্য

হালাল উপার্জন ইবাদতের সমতুল্য। মহানবী (সা) বলেন : "ইবাদতের সত্তরটি অংশ রয়েছে, তন্মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে হালাল রিজিক সন্ধান।"[৪৫] ।

২.কৃষি কাজের মাধ্যমে জীবিকা উপার্জন

জীবিকার্জনের একটি মাধ্যম হলো কৃষি কাজ। কৃষি কাজ দারিদ্র্য বিমোচনের অন্যতম একটি উপায়। কৃষি এখনো কর্মসংস্থানের বৃহৎ উৎস। এটি একটি উন্নত পেশা। আদম (আ.) কৃষি কাজ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

"তিনিই সৃষ্টি জীবের জন্য জমিনকে স্থাপন করেছেন; তাতে ফলমূল এবং আবরণযুক্ত খেজুর গাছ রয়েছে আর খোসাযুক্ত শস্য এবং সুগন্ধময় তৃণ রয়েছে। অতএব তোমরা তোমাদের রবের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?[৪৬]

এ আয়াতগুলো থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হল যে, সৃষ্টিরাজির মধ্যে ফল-ফলাদি ও শস্য ইত্যাদি এক আল্লাহর দান। এগুলোর মাধ্যমে জীবিকা অর্জনের পেশা অত্যন্ত পুণ্যময় কাজ । আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে কৃষিকাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। কারণ কৃষি কাজের মাধ্যমে একদিকে সৃষ্টির সেবা করা যায় আর অন্যদিকে অনেক পুণ্য অর্জন করা যায়। এর জন্যই মহানবী (সা) কৃষিকাজে সবাইকে উৎসাহিত করেছেন। আনাস ইব্ন মালিক (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন : **ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له صدقة**

"কোন মুসলমান যখন কোনকিছু রোপণ করে অতঃপর তা থেকে কোন মানুষ অথবা কোন চতুষ্পদ জন্তু কোন কিছু ভক্ষণ করে, তা রোপণকারীর জন্য সদকা হিসেবে গণ্য হবে।"[৪৭]

কৃষি কাজের মাধ্যমে বৃক্ষ রোপণ করলে আখিরাতে এর প্রতিদান পাওয়া যাবে।

---

৪২. আবূ বকর আহমাদ ইব্ন হুসাইন আল-বায়হাকী, *আস্-সুনানুল কুবরা*, অধ্যায় : আল-ইজারাহ, অনুচ্ছেদ : কাসবুর রাজুলি ওয়া'আমালুহূ বিয়াদিহী, (বৈরুত : দারুল মা'আরিফ, ১৪০৫হি./১৯৮৫ইং), হাদিস নং-১১১৪৭৫

৪৩. মুহাম্মদ ইব্ন হিব্বান ইব্ন আহমদ আবু হাতিম আত-তামীমী, *সহীহ ইবনি হিব্বান*, অধ্যায় : আস-সাইর, অনুচ্ছেদ : ফীল খিলাফাহ ওয়াল ইমারাহ, (বৈরুত : মুয়াস্সাসাতুর রিসালাহ, ১৪১৪হি./১৯৯৩ইং), খ. ১০, পৃ. ৩৭০, হাদিস নং-৪৫১২

৪৪. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *অর্থনৈতিক সুবিচার ও মুহাম্মদ (স.)*, (দিনাজপুর : ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১৯৮০ ইং), পৃ.৪৩

৪৫. আহমাদ শালাবী, *আল-হুকুমাতুল ইসলামিয়্যাহ*, (কায়রো : দারুল আরব, ১৯৯১ ইং), পৃ. ৫৩৫

৪৬. আল-কুরআন, *সূরা আর-রহমান* ৫৫ : ১০-১৩

৪৭. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আল-আদাব, অনুচ্ছেদ : রাহমাতুন নাসি ওয়াল বাহায়িম, (বৈরুত : দারু ইবনি কাছির, ১৯৮৭), খ. ৫, পৃ. ২২৩৯, হাদিস নং- ৫৬৬৬

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ يَغْرِسْ غَرْسًا، كَتَبَ اللهُ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ بِقَدْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرِ ذَلِكَ الْغِرَاسِ»

আবূ আইউব আল-আনসারী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "যে কোন ব্যক্তি কোন বৃক্ষ রোপণ করলে আল্লাহ তার জন্য একটি প্রতিদান নির্ধারিত করে দেন, সে গাছ থেকে ফল বের হোক বা না হোক।"[৪৮]

কৃষিকাজ বা বৃক্ষ রোপণ সদকায়ে জারিয়া বা অবিরত সওয়াব, যা মৃত্যুর পরও চালু থাকবে এবং এই সওয়াব আখিরাতের পাথেয় হবে।

عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : سبعة يجري للعبد أجرهن و هو في قبره بعد موته من علم علما أو كرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته

আনাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "সাতটি বিষয়ে আমলের প্রতিদান মৃত ব্যক্তির কবরেও প্রদান করা হবে। তা হলো জ্ঞান, শিক্ষা দেয়া, নদী ও কূপ খনন করা, খেজুর গাছ লাগানো, মসজিদ নির্মাণ করা, বই-পুস্তক রেখে যাওয়া এবং এমন সন্তান দুনিয়ায় রেখে যাওয়া যে সন্তান ঐ ব্যক্তির ইন্তিকালের পর তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।"[৪৯]

৩.ব্যবসায় উৎসাহ দান

অর্থ উপার্জনের মাধ্যমে বেকারত্ব নিরসন ও দারিদ্র্য বিমোচনের অন্যতম একটি মাধ্যম ব্যবসা। পরিত্র কুরআনে ব্যবসার বৈধতার ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ্ বলেন : وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন, আর সুদকে হারাম করেছেন।"[৫০]

আল-কুরআনে ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে বিদেশ সফরের কথা বলা হয়েছে। আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ধারণা দেয়া হয়েছে। রাসূল (সা.) নিজেও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ব্যবসায়ী দলের সাথে বিদেশে সফর করেছেন। মক্কানগরী তখন সমগ্র আরব উপদ্বীপের মধ্যে বিশেষ ব্যবসা কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

"আর কেউ কেউ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সন্ধানে দেশ ভ্রমণ করবে।"[৫১]

ব্যবসা সততা ও বিশ্বস্ততার সাথে করতে পারলে আখিরাতে নবী, সিদ্দীক ও শহীদদের সঙ্গী হওয়া যাবে। এর চেয়ে সৌভাগ্য আর কি হতে পারে। এ জন্যই অসংখ্য সাহাবি বিশেষ করে চার খলিফা ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ، وَالصِّدِّيقِينَ، وَالشُّهَدَاءِ.

আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) নবী (স.) হতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন,"সত্যবাদী বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী (কিয়ামতের দিন) নবী, সিদ্দীক ও শহীদদের সাথে থাকবেন।"[৫২]

তাই দারিদ্র্য বিমোচনের অন্যতম মাধ্যম হতে পারে ব্যবসা-বাণিজ্য।

৪.চাকুরীতে উৎসাহ

চাকুরীতে একজন মানুষ নিজের মেধা ও শ্রমের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করে তা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। কেউ সরকার বা মালিকের অধীনে চাকুরী করলে সততা ও বিশ্বস্ততার পরিচয় দিতে হবে। একজন মানুষ

৪৮. সুলায়মান আহমাদ ইব্‌ন আইয়ুব আবুল কাসিম আত তিবরানী, *আল-মুজিমুল কাবীর*, (কাহেরাহ : মাকতাবাতু ইবনি তাইমিয়াহ, ১৪১৫হি./১৯৯৪খ্রি.), অধ্যায় : আল-খা, অনুচ্ছেদ : আতা ইব্‌ন ইয়াযীদ আল-লাইসী আন আবী আইয়ুব আল-আনসারী (রা.), খ. ৪, পৃ. ১৪৮, হাদিস নং- ৩৯৬৮

৪৯. আবূ বাকর আহমাদ ইব্‌ন হুসাইন আল-বাযহাকী, *শু'আবুল ঈমান*, অধ্যায় : আয-যাকাহ, অনুচ্ছেদ : ফিল ইখতিয়ারি ফী সাদকাতিত তাতাওয়ি, (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইসলামিয়্যাহ, ১৪১০হি.), খ. ৩, পৃ.২৪৮, হাদিস নং-৩৪৪৯

৫০. আল-কুরআন, *সূরা বাকারাহ* ২ : ২৭৫

৫১. আল-কুরআন, *সূরা মুয্‌যাম্মিল* ৭৩ : ২০

৫২. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত তিরমিযী*, অধ্যায় : আল-বুয়ু, অনুচ্ছেদ : আততুজ্জার ওয়া তাসমিয়াতুন নাবিয়্যি (স.) ইয়্যাহুম, (বৈরুত : দারু ইহইয়াইত তুরাছিল আরাবিয়্যিহ), হাদিস নং- ১২০৯

চাকুরীতে কাজের দায়িত্ব নিয়ে এমন এক চুক্তিতে আবদ্ধ যে, এরপর সে এ কাজ শুধু পেটের জন্য করে না, বরং করবে আখিরাতের সফলতার আশায়। কেননা চুক্তিপূর্ণ করার ব্যাপারে কুরআন মাজিদে বলা হয়েছে :

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

"আর তোমরা প্রতিশ্রুতি পালন কর। প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে (আখিরাতে) জিজ্ঞেস করা হবে।"[৫৩]
যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার হক এবং নিজ মালিকের হক আদায় করে, সে ইসলামের দৃষ্টিতে দ্বিগুণ সওয়াবের অধিকারী হবে। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : ثلاثة لهم أجران: والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، "
"তিন প্রকার লোকদের দ্বিগুণ সওয়াব প্রদান করা হবে। তাদের একজন সেই ব্যক্তি যে নিজের মালিকের হক আদায় করে এবং সাথে সাথে আল্লাহর হকও আদায় করে।"[৫৪]
আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে সততা ও বিশ্বস্ততার সাথে চাকুরী করতে তাগিদ দেয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ‌ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ‌ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى

"মানুষ তাই পায় যা সে চেষ্টা করে। আর তার কর্ম অচিরেই দেখানো হবে। অতঃপর তাকে দেয়া হবে পূর্ণ প্রতিদান।"[৫৫] তাই চাকুরী দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

৫. নিয়োগ বাণিজ্য ও স্বজনপ্রীতি প্রতিরোধ

ক. যোগ্য লোক নিয়োগ

আমাদের দেশে দারিদ্র্য বিমোচনের একটি প্রতিবন্ধক হলো নিয়োগ বাণিজ্য ও স্বজনপ্রীতি। চাকুরীতে নিয়োগের ক্ষেত্রে দেখা যায় দুর্নীতি ও পক্ষপাতিত্ব। অধিকতর যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থী হওয়া সত্ত্বেও এবং ইন্টারভিউতে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েও লক্ষ লক্ষ টাকা ঘুষ না দিতে পারায় বা আত্মীয়-স্বজন অথবা দলীয় লোক না থাকায় নিয়োগ পাচ্ছে না। অথচ তার পিতা-মাতা তাকে ধার-কর্জ করে অথবা জায়গা জমি বিক্রি করে ছেলের লেখাপড়ার খরচ চালাতে হয়েছে। আশা ছিল ছেলে চাকুরী করে দারিদ্র্য বিমোচন করবে। অথচ স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতির কারণে অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থী হয়েও চাকুরীতে নিয়োগ পাচ্ছে না। অধিকতর কম যোগ্যতাসম্পন্ন লোক নিয়োগ পাচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন আমানতসমূহ এর (উপযুক্ত) মালিককে প্রত্যর্পণ করতে আর তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচার কার্য পরিচালনা করবে, তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে।"[৫৬]

খ. অযোগ্য লোক নিয়োগ দেয়া হলো বিশ্বাসঘাতকতা

অযোগ্য লোক নিয়োগ দেয়া আল্লাহ ও রাসূল (স.)-এর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার নামান্তর। কর্মচারী নিয়োগের সময় অধিকতর যোগ্য কোন প্রার্থী থাকলে তাকে বাদ দিয়ে অপেক্ষাকৃত কম যোগ্যতা সম্পন্ন কাউকে নিয়োগ করা ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন : "যে অধিকতর যোগ্যতা সম্পন্ন কারো বদলে কম যোগ্যতাসম্পন্ন কাউকে নিয়োগ করল, সে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (স.)-এর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল।"[৫৭]

গ. লাঞ্ছনা ও লজ্জিত হওয়ার কারণ

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلاَ تَسْتَعْمِلُنِي قَالَ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلاَّ مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِى عَلَيْهِ فِيهَا

---

৫৩. আল-কুরআন, *সূরা বানি ইসরাইল* ১৭ : ৩৪
৫৪. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আল-ইলম, অনুচ্ছেদ : তা'আলিমুর রাজুলি আমাতাহূ ওয়া আহলাহূ, (দারু তাওকিন নাজাহ, ১৪২২ হি.), খ. ১, পৃ. ৩১, হাদিস নং-৯৭
৫৫. *আল-কুরআন, সূরা নাজম* ৫৩ : ৩৯-৪১
৫৬. আল-কুরআন,*সূরা আন-নিসা* ৪ : ৫৮
৫৭. ইব্‌ন তাইমিয়া, *শরীয়তী রাষ্ট্র ব্যবস্থা*, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৮৭ইং), পৃ. ২

আবূ যর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে কোন কাজে কেন নিয়োগ দেন না? রাসূলুল্লাহ (স.) আমার কাঁধে তাঁর হাত দিয়ে একটি ঝাঁকুনি দিলেন। তারপর বললেন : "হে আবূ যর! তুমি দুর্বল। এ দায়িত্ব একটি আমানত। কিয়ামতের দিন এটা লাঞ্ছনা ও লজ্জিত হওয়ার কারণ হবে। তবে তারা ব্যতীত, যারা এ দায়িত্বের হক সূচারুরূপে পালন করবে এবং যথাযথভাবে তার ওপর অর্পিত কর্তব্য সম্পন্ন করবে।"[৫৮]

এই শাস্তি আখিরাতে কম যোগ্যতাসম্পন্ন নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং নিয়োগদাতা উভয়েরই হবে।

ঘ. জান্নাত নিষিদ্ধ

অধিকতর যোগ্য ব্যক্তি চাকুরী পাওয়ার যোগ্য এবং চাকুরী পাওয়া তারই অধিকার। এ অধিকার থেকে বঞ্চিত করলে জান্নাত থেকে বঞ্চিত হতে হবে এবং জাহান্নামে যাওয়া অবধারিত হবে।

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –ﷺ– قَالَ « مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ».

فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ ».

আবূ উমামা (রা.) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন : "যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথের মাধ্যমে (বা অবৈধভাবে) কোন মুসলমানের অধিকার ছিনিয়ে নেবে, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব করে দেবেন এবং জান্নাত তার জন্য হারাম করে দেবেন। এক ব্যক্তি বলল : হে আল্লাহর রাসূল! যদি সামান্য কোন বস্তু হয়? তিনি বললেন : আরক[৫৯] গাছের একটি কর্তিত ডালও যদি হয়।"[৬০]

৬. রিজিকের অন্বেষণে বিদেশ গমন

অনেকে নিজ দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ না পেয়ে দরিদ্রতা ও বেকারত্ব নিয়ে অতি কষ্টে জীবন অতিবাহিত করে। তবুও তারা বিদেশে যেতে চায় না। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً

"যে আল্লাহর পথে দেশত্যাগ করবে সে পৃথিবীর অনেক স্থান ও সচ্ছলতা পাবে।[৬১]

আখিরাতে বিশ্বাস তাদেরকে দেশ ত্যাগের জন্য উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করে। কারণ কেউ নিজের পরিবার-পরিজন ও দেশ হতে দূরে মারা গেলে তাকে জান্নাতে তার জন্মস্থান হতে মৃত্যুস্থান পর্যন্ত জায়গা মেপে দেয়া হবে।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ بِالْمَدِينَةِ مِمَّنْ وُلِدَ بِهَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: «يَا لَيْتَهُ مَاتَ بِغَيْرِ مَوْلِدِهِ»، قَالُوا: وَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ بِغَيْرِ مَوْلِدِهِ قِيسَ لَهُ مِنْ مَوْلِدِهِ إِلَى مُنْقَطَعِ أَثَرِهِ فِي الْجَنَّةِ»

আব্দুল্লাহ বিন আমর (রা.) বলেন : "মদিনায় এক লোকের মৃত্যু হয়। তার জন্মও হয়েছিল মদিনায়। রাসূলুল্লাহ (স.) তার জানাজা পড়ালেন। আর বললেন, "আহ্ সে যদি তার জন্মস্থানে মারা না যেত।" এক লোক বলল, কেন? হে আল্লাহর রাসূল (স.)! তিনি জবাবে বললেন : "মানুষ যখন প্রবাসে মারা যায় তার জন্মস্থান হতে মৃত্যুস্থান পর্যন্ত দীর্ঘ স্থান জান্নাতে তার জন্য নির্ধারণ করা হয়।"[৬২]

দুই. প্রতিরোধমূলক কর্মকাণ্ড

প্রতিরোধমূলক কর্মকাণ্ডগুলো দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। নিম্নে সেগুলো আলোচনা করা হলো।

---

৫৮. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আল-ইমারাহ,অনুচ্ছেদ : কারাহাতুল ইমারাতি বিগাইরি দরুরাতিন, (বৈরুত : দারুল জাবাল), খ. ৬, পৃ. ৬, হাদিস নং-৪৮২৩

৫৯. আরক হলো বাবলা গাছের মতো এক ধরনের কাঁটাযুক্ত গাছ।

৬০. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী,*সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আল-ঈমান,অনুচ্ছেদ : ওয়ায়ীদু মান কত্বায়া হাক্কা মুসলিমিন বিইয়ামীনিন ফাজিরাতিন বিন্নার, (বৈরুত : দারুল জাবাল), খ. ১, পৃ. ৮৫, হাদিস নং-৩৭০

৬১. আল-কুরআন, *সূরা আন-নিসা* ৪ : ১০০

৬২. আবূ আব্দুর রহমান আহমাদ ইব্‌ন শু'আইব আন-নাসায়ী, *সুনানুন নাসায়ী*, অধ্যায় : আল-জানায়িজ, অনুচ্ছেদ : আল-মাওতু বিগারি মাওলিদিহি, (হালব : মাকতাবুল মাতলু'আতি আল-ইসলামি, ১৯৮৬ইং/ ১৪০৬ হি.), খ. ৪,পৃ. ৭, হাদিস নং-১৮৩২

৭. সম্পদের সুষম আবর্তনের তাগিদ

পুঁজিবাদী অর্থনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, সমাজের গুটিকতক লোকের হাতে সম্পদ পুঞ্জীভূত হয়ে থাকে। ফলে ধনী আরো ধনী হয় আর গরিব আরো গরিব হয়। এটাই দারিদ্র্যের অন্যতম প্রধান কারণ। আখিরাতের বিশ্বাস মানুষকে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে সম্পদের সুষম আবর্তনের তাগিদ দেয়।

ক. আল্লাহ তা'আলা বলেন :

الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ

"যে লোক সম্পদ জমা করে এবং তা বারবার গণনা করে, সে মনে করে, তার সম্পদ তার কাছে চিরকাল থাকবে। কখনো না, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে হুতামায় । আপনি কি জানেন, হুতামায় কী? সেটা হলো আল্লাহর প্রজ্বলিত আগুন। যা হৃদপিণ্ড পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছবে। এটিকে তাদের ওপর আবদ্ধ করে দেয়া হবে, লম্বা লম্বা স্তম্ভে।[৬৩] এই শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য আখিরাতে বিশ্বাসী জাকাত, উশর, ফিতরা, করজে হাসানাহ ইত্যাদি দিয়ে থাকে।

খ. আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

"যারা স্বর্ণ ও রূপা জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, আপনি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিন। যেদিন জাহান্নামের আগুনে সেগুলোকে উত্তপ্ত করা হবে। অতঃপর সেগুলো দ্বারা তাদের ললাটে, পার্শ্বদেশে ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেয়া হবে। (এবং বলা হবে) এগুলো সেসব বস্তু যা তোমরা নিজেদের জন্য সঞ্চয় করে রেখেছিলে। সুতরাং তোমরা যা জমা করে রেখেছিলে তার স্বাদ গ্রহণ কর।[৬৪]

৮. ন্যূনতম ও নিয়মিত মজুরি প্রাপ্তির অধিকার প্রতিষ্ঠা

সাধারণত সমাজের দরিদ্র শ্রেণির লোকেরাই অর্থাভাবেই শ্রমিকের কাজ করে। পুঁজিপতি ও শিল্পপতিদের দ্বারা তারা হয় শোষিত ও নির্যাতিত। মজুরি প্রাপ্তির অনিশ্চয়তা এবং স্বল্প মজুরির কারণে সারা বিশ্বে শ্রমিকরা তাদের অনেক মৌলিক প্রয়োজন মেটাতে পারছে না। অর্থের অভাবে তারা পরিমাণমত পুষ্টিকর খাবার খেতে পারছে না। অসুস্থ হলে সঠিক চিকিৎসা গ্রহণ করতে পারে না এবং স্বাস্থ্যকর বাসস্থানে বসবাস করতে পারে না। শুধু তা-ই নয়, পারিশ্রমিক না পাওয়ার কারণে তারা দিনের পর দিন অতিবাহিত করে অনাহারে অথবা অর্ধাহারে, অথচ ন্যূনতম মজুরি প্রাপ্তি শ্রমিকের একটি মৌলিক অধিকার। সুতরাং, একজন শ্রমিককে ন্যূনতম মজুরি থেকে বঞ্চিতকারীরা হবে জালেম। জালেমদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। আখিরাতের বিশ্বাস শ্রমিকের এই অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জোর তাগিদ দেয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন : إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا

"নিশ্চয়ই আমি জালিমদের জন্য জাহান্নামের আগুন তৈরি করে রেখেছি, এর বেষ্টনীসমূহ তাদের ঘিরে রাখবে।"[৬৫]

৯. নিয়ন্ত্রিত ব্যয় বিধান

অপরিমিত ও যত্রতত্র সম্পদের ব্যয় দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ। আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে এ ধরনের ব্যয় থেকে রক্ষা করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন : إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ মু'মিনদের কাছ থেকে জান্নাতের বিনিময়ে তাদের জান ও তাদের মাল ক্রয় করে নিয়েছেন।"[৬৬]

---

৬৩. আল-কুরআন, *সূরা হুমাযাহ* ১০৪ : ২-৯

৬৪. আল-কুরআন, *সূরা তাওবাহ* ৯ : ৩৪-৩৫

৬৫. আল-কুরআন, সুরা কাহফ ১৮ : ২৯

৬৬. আল-কুরআন, *সূরা তাওবাহ* ৯ : ১১১

সুতরাং একজন মু'মিনের সম্পদের প্রকৃত মালিক আল্লাহ তা'আলা। সে তার সম্পদ আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি বিধান ছাড়া ব্যয় করতে পারে না। এতে তার সম্পদ অপরিমিত ও যত্রতত্র ব্যয় থেকে রক্ষা পায়। এভাবে মু'মিনদের সম্পদের ব্যয় নিয়ন্ত্রিত হয়ে দারিদ্র্যের কশাঘাত থেকে সে রক্ষা পায়।

১০. ভোগ-লিপ্সা অপনোদন

ভোগ-লিপ্সা, বিলাসিতা ও আড়ম্বর প্রিয়তার পথ ধরে অর্থ ব্যয়ের পরিমাণ ক্রমশ বাড়তে থাকে। যা দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ। আখিরাতে বিশ্বাসের চেতনা মানুষের অতিরিক্ত ভোগ-লিপ্সা নিয়ন্ত্রণ করে। কারণ দুনিয়ার পরিবর্তে আখিরাতের সাফল্যই মু'মিন জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। আখিরাতের সাফল্য লাভের চেতনাবোধ মানুষকে সংযমী হবার প্রেরণা জোগায়। ফলে সে বিলাসিতার অসুস্থ প্রতিযোগিতা, অন্যের অন্ধ অনুসরণ ও আড়ম্বরপ্রিয়তা থেকে মুক্তি পায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ

"তোমাকে আল্লাহ যা দিয়েছেন, তা দিয়ে আখিরাতের বাসস্থান (জান্নাত) অনুসন্ধান কর।"[৬৭]

আল্লাহ তা'আলা বলেন قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا

"হে রাসূল (স.)! আপনি তাদেরকে বলে দিন, দুনিয়ার ভোগসামগ্রী অতিসামান্য। আর যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করেছে তার জন্য আখিরাতই উত্তম। আর তোমাদের প্রতি সামান্য পরিমাণও জুলুম করা হবে না।"[৬৮]

১১. ভিক্ষাবৃত্তি থেকে বিরত রাখে

দারিদ্র্যের বিকাশ ও প্রসারের অন্যতম কারণ ভিক্ষাবৃত্তি। ভিক্ষাবৃত্তি মানুষকে অলস ও অকর্মণ্য করে দেয়। আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে ভিক্ষাবৃত্তি থেকে বিরত রাখে।

عبد الله بن عمر ﷺ قال قال النبي صلى الله عليه و سلم (ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم

ক. আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন : "কেন ব্যক্তি মানুষের কাছে ভিক্ষা করলে কিয়ামতের দিন সে এমনভাবে উপস্থিত হবে যে, তখন তার মুখমণ্ডলে একটুকরা গোশতও থাকবে না।"[৬৯]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرَ جَهَنَّمَ، فَلْيَسْتَقِلَّ مِنْهُ أَوْ لِيُكْثِرْ»

খ. আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে মানুষের মাল চেয়ে বেড়ায়, সে মূলত জাহান্নামের অঙ্গার চেয়ে বেড়ায়। অতএব সে তা কম সংগ্রহ করুক বা বেশি সংগ্রহ করুক।"[৭০]

عَنْ ثَوْبَانَ – قَالَ: وَكَانَ ثَوْبَانُ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ يَكْفُلُ لِي أَنْ لَا يَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا، وَأَتَكَفَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ؟»، فَقَالَ ثَوْبَانُ: أَنَا، فَكَانَ لَا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا"

গ. সাওবান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "কে আমাকে নিশ্চয়তা দেবে যে, সে অন্যের কাছে কিছু চাইবে না, তাহলে আমি তার জান্নাতের জিম্মাদার হবো? সাওবান (রা.) বলেন, আমি। এরপর তিনি কারো কাছে কিছু চাননি।"[৭১]

---

৬৭. আল-কুরআন, *সূরা কাসাস* ২৮ : ৭৭

৬৮. আল-কুরআন, *সূরা আন-নিসা* ৪ : ৭৭

৬৯. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আয-যাকাত, অনুচ্ছেদ : মান সাআলান নাসা তাকাছুরান, প্রাগুক্ত, খ. ২. পৃ. ৫৩৬, হাদিস নং- ১৪০৫

৭০. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযিদ ইব্ন মাজাহ আল-কাযভীনী, *সুনানু ইবনি মাজাহ*, অধ্যায় : আয-যাকাহ, অনুচ্ছেদ : মা ছাআলা আন জাহরি গানিয়্যিন, প্রাগুক্ত, খ. ১,পৃ. ৫৮৯, হাদিস নং-১৮৩৮

৭১. আবূ দাউদ সুলাইমান ইব্ন আশ'আছ আস-সিজিস্তানী, *সুনানু আবী দাউদ*, অধ্যায় : আয-যাকাহ, অনুচ্ছেদ : মান ইউ'তী মিনাছ ছাদাকাতি ওয়া হাদ্দুল গিনা, (বৈরুত : মাকতাবুল আসরিয়্যাহ), খ. ২,পৃ. ১২১, হাদিস নং-১৬৪৩

কি পরিমাণ সম্পদ থাকলে ভিক্ষা করা অনুচিত?

حَدَّثَنَا سَهْلُ ابْنُ الْحَنْظَلِيَّةِ،.... فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ، فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنَ النَّارِ» – وَقَالَ النُّفَيْلِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ – فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا يُغْنِيهِ؟ – وَقَالَ النُّفَيْلِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: وَمَا الْغِنَى الَّذِي لَا تَنْبَغِي مَعَهُ الْمَسْأَلَةُ؟ – قَالَ: «قَدْرُ مَا يُغَدِّيهِ وَيُعَشِّيهِ» وَقَالَ النُّفَيْلِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: «أَنْ يَكُونَ لَهُ شِبْعُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، أَوْ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ»، وَكَانَ حَدَّثَنَا بِهِ مُخْتَصَرًا عَلَى هَذِهِ الْأَلْفَاظِ الَّتِي ذَكَرْتُ

ক. সাহল ইব্‌ন হানযালা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন : "যে ব্যক্তি ভিক্ষা করে, অথচ তার নিকট এ পরিমাণ সম্পদ আছে যা তাকে ভিক্ষা থেকে বিরত রাখতে পারে, তার এ কাজ কেবল আগুনই বৃদ্ধি করে। বর্ণনাকারী আন-নুফাইলীর অন্য বর্ণনায় রয়েছে, সে জাহান্নামের জ্বলন্ত আগুনের কয়লাই বৃদ্ধি করলো। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (স.)! কি পরিমাণ সম্পদ ভিক্ষা হতে বিরত রাখতে পারে? নুফাইলী অন্যত্র বর্ণনা করেন, কি পরিমাণ সম্পদ থাকলে ভিক্ষা করা অনুচিত? তিনি বলেছেন : "সকাল ও বিকাল খাওয়ার জন্য যথেষ্ট হয় এ পরিমাণ সম্পদ থাকা। নুফাইলীর অন্যত্র বর্ণনা করেন, একদিন ও একরাত অথবা বলেছেন, একরাত ও একদিন তৃপ্তি সহকারে খেতে যথেষ্ট হয় এ পরিমাণ সম্পদ।"[৭২]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَأَلَ، وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ، جَاءَتْ مَسْأَلَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُدُوشًا، أَوْ خُمُوشًا، أَوْ كُدُوحًا فِي وَجْهِهِ» ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا يُغْنِيهِ؟ قَالَ «خَمْسُونَ دِرْهَمًا، أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ» فَقَالَ رَجُلٌ لِسُفْيَانَ: إِنَّ شُعْبَةَ، لَا يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ، فَقَالَ سُفْيَانُ: قَدْ حَدَّثَنَاهُ زُبَيْدٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ

খ. আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "যে ব্যক্তি যথেষ্ট পরিমাণ মাল থাকা সত্ত্বেও ভিক্ষা করে, কিয়ামতের দিন এ ভিক্ষা তার মুখমণ্ডলকে ক্ষত-বিক্ষত করবে। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল (স.)! সচ্ছলতার সীমা কতটুকু? তিনি বলেন, পঞ্চাশ দিরহাম অথবা তার সমমূল্যের সোনা।"[৭৩]

১২. সুদ থেকে বিরত রাখে

সুদ শোষণের সবচেয়ে বড় মাধ্যম। সুদে ঋণগ্রহীতা সুদের টাকা দিতে না পারলে তার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে সুদে-আসলে সমুদয় টাকা পরিশোধ করতে হয়। সুদের কারণেই সমাজে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে সুদ খাওয়া এবং সুদে ঋণ লওয়া থেকে বিরত রাখে।

আখিরাতে সুদের শাস্তি

সুদের কারবারের সাথে যারা জড়িত তাদের আখিরাতে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

এক. আলমে বারযাখে সুদখোর ব্যক্তির শাস্তি

حدثنا سمرة بن جندب ﷺ، قال: كان رسول الله ﷺ مما يكثر أن يقول لأصحابه: «هل رأى أحد منكم من رؤيا» قال: فيقص عليه من شاء الله أن يقص، وإنه قال ذات غداة: «إنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قالا لي انطلق، وإني انطلقت معهما،

، فأتينا على مثل التنور – قال: فأحسب أنه كان يقول – فإذا فيه لغط وأصوات " قال: «فاطلعنا فيه، فإذا فيه رجال ونساء عراة، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا» قال: " قلت لهما: ما هؤلاء؟ " قال: " قالا لي: انطلق انطلق " قال: «فانطلقنا، فأتينا على نهر – حسبت أنه كان [ص:45] يقول – أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة، فيفغر له فاه فيلقمه حجرا فينطلق يسبح، ثم يرجع إليه كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجرا»

---

৭২. আবূ দাউদ সুলাইমান ইব্‌ন আশ'আছ আস-সিজিস্তানী, *সুনানু আবী দাউদ*, অধ্যায় : আয-যাকাহ, অনুচ্ছেদ : মান ইউ'তী মিনাছ ছাদাকাতি ওয়া হাদ্দুল গিনা, (বৈরুত : মাকতাবুল আসরিয়্যাহ), খ. ২,পৃ. ১১৭, হাদিস নং-১৬২৯

৭৩. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াযিদ ইব্‌ন মাজাহ আল-কাযভীনী, *সুনানু ইবনু মাজাহ*, অধ্যায়: আয-যাকাহ, অনুচ্ছেদ : মা ছাআলা আন জাহরি গানিয়্যিন, (হালব : দারু ইহইয়ায়িল কিতাব আল-আরাবিয়্যাহ), খ. ১, পৃ. ৫৮৯, হাদিস নং-১৮৪০

قال: " قلت لهما: ما هذان؟ " ، وأما الرجال والنساء العراة الذين في مثل بناء التنور، فإنهم الزناة والزواني، وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجر، فإنه آكل الربا،

ক. সামুরা ইব্‌ন জুনদাব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রায়ই তাঁর সাহাবিদেরকে বলতেন, তোমাদের কেউ কোন স্বপ্ন দেখেছে কি? রাবি বলেন, যাদের বেলায় আল্লাহর ইচ্ছা, তারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে স্বপ্ন বর্ণনা করতেন। তিনি একদিন সকালে আমাদেরকে বললেন : "গত রাতে আমার কাছে দু'জন আগন্তুক আসল। তারা আমাকে উঠাল। আর আমাকে বলল চলুন। আমি তাদের সাথে চলতে লাগলাম। আমরা চললাম এবং একটি নদীর তীরে গিয়ে পৌঁছলাম। রাবী বলেন, আমার যতদূর মনে পড়ে তিনি বলেছিলেন, নদীটি ছিল রক্তের মত লাল। আর দেখতে পেলাম, এই নদীতে এক ব্যক্তি সাঁতার কাটছে । আর নদীর তীরে অন্য এক লোক আছে এবং সে তার কাছে অনেকগুলো পাথর একত্রিত করে রেখেছে। আর ঐ সাঁতারকারী লোকটি বেশ কিছুক্ষণ সাঁতার কাটার পর সে লোকের কাছে এসে পৌঁছে, যে নিজের নিকট পাথর জমা করে রেখেছে। তথায় এসে সে তার মুখ খুলে দেয় আর ঐ ব্যক্তি তার মুখে একটি পাথর ঢুকিয়ে দেয়। এরপর সে চলে যায়, সাঁতার কাটতে থাকে। আবার তার কাছে ফিরে আসে, যখনই সে তার কাছে ফিরে আসে তখনই সে তার মুখ খুলে দেয়, আর ঐ ব্যক্তি তার মুখে একটি পাথর ঢুকিয়ে দেয়।" তিনি বলেন : "আমি জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা?...আর ঐ ব্যক্তি, যার কাছে পৌঁছে দেখেছিলেন যে, সে নদীতে সাঁতার কাটছে ও তার মুখে পাথর ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছিল সে হল সুদখোর।"[৭৪]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَتَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى قَوْمٍ بُطُونُهُمْ كَالْبُيُوتِ، فِيهَا الْحَيَّاتُ تُرَى مِنْ خَارِجِ بُطُونِهِمْ، فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرَائِيلُ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ أَكَلَةُ الرِّبَا "

খ. আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : "মি'রাজের রাতে আমি এমন এক সম্প্রদায়ের পাশ দিয়ে গমন করি যাদের পেট ছিল গৃহের ন্যায় বিশাল, যার মধ্যে বিভিন্ন রকমের সাপ বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছিল। আমি জিজ্ঞেস করি হে জিবরাঈল! এরা কারা? তিনি বলেন, এরা সুদখোর।"[৭৫]

দুই. কিয়ামতের দিন সুদখোরদের শাস্তি

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"যারা সুদ খায় কিয়ামতের দিন তারা সে ব্যক্তির মত দাঁড়াবে যাকে শয়তান স্পর্শ করে পাগল বানিয়ে দিয়েছে। আর তা এ জন্য যে, তারা বলে, ব্যবসা তো সুদের মতই। অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল আর সুদকে হারাম করেছেন।"[৭৬]

কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা যখন সব মানুষকে কবর থেকে উঠাবেন তখন সুদখোর ছাড়া সকলেই দৌড়াতে থাকবে, সুদখোরেরা দাঁড়াতে গিয়ে পড়ে যাবে, যেমন মাতাল ব্যক্তি পড়ে যায়। কারণ তারা দুনিয়ায় যে সুদ খেয়েছে আল্লাহ তা'আলা তা তাদের পেট কয়েক গুণ বাড়িয়ে ভারী করে দেবেন। ফলে তারা দাঁড়াতে গেলে পড়ে যাবে। অন্যান্য মানুষের ন্যায় দ্রুত হাঁটতে চাইলেও তারা তা করতে সক্ষম হবে না।[৭৭]

কাতাদাহ (রা.) বলেছেন : "সুদখোর কিয়ামতের দিন পাগল হয়ে উঠবে। এটাই সুদখোরদের আলামত। হাশরের মাঠে লোকেরা তাদের চিনতে পারবে।"[৭৮]

---

৭৪. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায়: আত-তা'বীরু, অনুচ্ছেদ : তা'বীরুর রূইয়া বা'দা সালাতিছ ছুবহা, (দারু তাওকিন নাজাহ, ১৪২২ হি.), খ. ৯, পৃ. ৪৪, হাদিস নং-৭০৭৪

৭৫. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনু ইয়াযিদ ইবনি মাজাহ আল-কাযভীনী, *সুনানু ইবনি মাজাহ*, অধ্যায়: আত-তিজারাহ, অনুচ্ছেদ: আত-তাগলীজু ফীর রিবা, (হালব : দারু ইহইয়ায়িল কিতাব আল-আরাবিয়্যাহ), খ. ২,পৃ. ৭৬৩, হাদিস নং-২২৭৩

৭৬. আল-কুরআন, *সূরা বাকারাহ* ২:২৭৫

৭৭. মুহাম্মদ বিন আহমাদ আয্‌-যাহাবী, আল-কাবায়ির, (আল-কাহিরা: দারুল গাদ আল জাদীদ,১৪২৪হি./২০১২ইং), খ.১, পৃ. ৪৮

৭৮. আহমাদ ইবনে আবদুল আবীর, আদ-দুরুল মানসুর, (দারু ইবনিল আছীর, ২০০১ইং), পৃ. ২৭৮

গ. সুদের সাথে জড়িত ব্যক্তি জাহান্নামি

সুদ হারাম–এ কথা জেনেশুনে যারা সুদের সাথে জড়িত হবে, তারাই হবে জাহান্নামি। আর সুদকে হালাল মনে করা কুফরি, আর কুফরির শাস্তি হলো চিরস্থায়ী জাহান্নামি হওয়া। সুতরাং যারা সুদকে হালাল মনে করবে, তারা চিরদিনের জন্য জাহান্নামি হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"যার নিকট তার প্রতিপালকের সুদের নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে উপদেশ এসেছে এবং যে বিরত হয়েছে তবে অতীতে যা হয়েছে তা তারই থাকবে এবং তার ব্যাপারটি আল্লাহর উপর ন্যস্ত। আর যারা পুনরায় সুদ গ্রহণ করবে, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।"[৭৯]

১৩. ভূ-সম্পত্তি জবর দখল প্রতিরোধ

নিজর ভূ-সম্পত্তি হারানো আমাদের সমাজে দারিদ্র্যের অন্যতম একটি কারণ। অনেক সন্ত্রাসী জোরপূর্বক অন্যের সম্পত্তি দখল করে অথবা এমনকি বাপ-দাদার ভিটেমাটি থেকেও প্রকৃত মালিককে উচ্ছেদ করে অথবা জোর করে অল্প দামে বিক্রি করতে বাধ্য করে। এ ধরনের ভূ-সম্পত্তি দখলকারীদেরকে আখিরাতে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

أن سعيد بن زيد ﷺ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول (من ظلم من الأرض شيئا طوقه من سبع أرضي

সাঈদ ইব্‌ন যায়ীদ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন : "যে ব্যক্তি একবিঘত পরিমাণও অন্যের জমি দখল করবে কিয়ামতের দিন তার কাঁধে সাতটি পৃথিবী চাপিয়ে দেয়া হবে।"[৮০]

তিন. সেবামূলক বা হস্তান্তরমূলক কর্মকাণ্ড

১৪. ক. মিরাসী[৮১] আইন বাস্তবায়ন না করলে জাহান্নামের ভয় প্রদর্শন

সম্পদের সুষম বণ্টনে ও দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলামের মিরাসী আইনের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। একজন মানুষের মৃত্যু হলে তার সম্পদ প্রকৃত উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টিত হলে সবাই সম্পদশালী হওয়ার সুযোগ পায়। আমাদের সমাজে মিরাসী সম্পত্তি সঠিকভাবে বণ্টন হয় না। বিশেষ করে নারীদের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। তারা অনেক সময় দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জরিত থাকে। তবুও মিরাসী সম্পত্তি পায় না। মিরাসী সম্পদ পেলে তারা দারিদ্র্য মুক্ত হওয়ার সুযোগ পেত। তাই মিরাসী সম্পত্তি সঠিক ভাবে বণ্টন হলে দারিদ্র্য বিমোচন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। ইসলামে মীরাসী সম্পত্তি সঠিকভাবে বণ্টন না করলে আখিরাতে কঠিন শাস্তির ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে।

পিতা থেকে প্রাপ্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি নারীর জন্য একটি শক্তি, একটি নিরাপত্তা ও একটি আশ্রয়। অনেক বদমেজাজি স্বামী স্ত্রীর সম্পত্তি থাকায় স্ত্রীর সাথে দুর্ব্যবহার করার সাহস পায় না। অনেক লম্পট স্বামী স্ত্রীর সম্পত্তি থাকার কারণে স্ত্রীকে তালাক দিতে চাইলেও তালাক দিতে পারে না। অল্প বয়সে স্বামী মারা গেলে স্ত্রী স্বামীর সম্পদ এবং পিতা থেকে প্রাপ্ত সম্পদ দিয়ে স্বাচ্ছন্দ্যে চলতে পারে। এজন্য নারীর উত্তরাধিকার সূত্রে পিতা থেকে প্রাপ্ত সম্পদ নারীর জন্য জীবন চলার পথে বিরাট এক সহায়ক শক্তি।

অনেক পাষণ্ড পিতা কন্যাদের নিজ সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার জন্য পিতা জীবিত থাকতেই নিজ সম্পদ নিজের ছেলেদের নামে লিখে দেয়। যাতে কন্যারা তার সম্পদ নিতে না পারে। আমাদের সমাজে পিতা জীবিত অবস্থায় কন্যাদের সম্পত্তি লিখে না দিলে পিতা মারা যাওয়ার পর ভাইরা পিতার সম্পত্তি বোনদেরকে দিতে চায় না। ভাইরা বোনদেরকে কেবলমাত্র আদর-আপ্যায়ন ও মেহমানদারির মাধ্যমে এই ঋণ পরিশোধ করতে চায়। আবার এটাও দেখা যায়, কোন বোন যদি পিতার সম্পত্তি হতে তার অংশ নিতে চায় তাহলে ঐ ভাইদের সাথে বোনের আর মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে যায়। যার ফলে বোন গরিব হলে বা সারা জীবনে স্বামীর সংসারে কষ্ট সহ্য করলেও ভাইদের কাছ থেকে পিতার সম্পত্তির অংশ নিতে সাহস পায় না। যার ফলে পিতার সম্পত্তির অংশ হতে বোন বঞ্চিত হচ্ছে।

---

৭৯. আল-কুরআন, *সূরা বাকারাহ* ২ : ২৭৫

৮০. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : মাজালিম,অনুচ্ছেদ : মান জুলিমা সাইআন মিনাল আরদ (বৈরুত : দারু ইবনি কাছীর, ১৯৮৭), খ. ২, পৃ. ৮৬৬, হাদিস নং- ২৩২০

৮১. মিরাস হলো উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি।

ভাইদের কথা আমরা বোনদের আদর-আপ্যায়ন করি এবং মাঝে মধ্যে দাওয়াত করে খাওয়াই ও জামা কাপড় দেই, তা-হলে বোনদের সম্পত্তির অংশ দিতে হবে কেন? ভাইরা বুঝতে চায় না পিতার সম্পত্তিতে বোনেরও অধিকার রয়েছে। এটা তাকে দেয়া যেমন কর্তব্য আর ভাই হিসেবে বোনকে আদর-আপ্যায়ন করাও তেমনি আর একটি কর্তব্য। আখিরাতে বিশ্বাস নারীর উত্তরাধিকার প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান করে।

ক. আল্লাহ তা'আলা বলেন : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ

"আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে তোমাদের এই বিধান দিচ্ছেন এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান হবে।[৮২]

এই আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ বলেছেন : فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

"এ হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে ফরজ তথা অবশ্য পালনীয় বিধান। নিশ্চয়ই আল্লাহ হলেন সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।[৮৩]

সম্পত্তির সংরক্ষণ, সম্পত্তির উত্তরাধিকার নির্ধারণ ও হস্তান্তরের ক্ষেত্রে আখিরাতে বিশ্বাসের ভূমিকা অনন্য। ইসলামি নীতি অনুযায়ী বিষয়-সম্পত্তি, জমিজমা, টাকা-পয়সা প্রভৃতি পারিবারিক সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সকলের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে বণ্টন ও হস্তান্তর হওয়া একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু পরিবারের দু-একজন সদস্য লোভের বশবর্তী হয়ে সম্পূর্ণ বা আংশিক সম্পত্তি গ্রাসের চেষ্টা চালায়। যা উত্তরাধিকার বণ্টননীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এ কারণে পারিবারিক সদস্যদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ, মারামারি এমনকি মামলা মোকদ্দমা পর্যন্ত হয়। আখিরাতে কঠিন শাস্তির ভয় উত্তরাধিকার নীতি বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে সূরা নিসায় উত্তরাধিকার বিধান বর্ণনার পর বলেন :

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

"এ হচ্ছে আল্লাহর সীমারেখা। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে (উত্তরাধিকার বণ্টনের ক্ষেত্রে) আল্লাহ তাকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশে ঝর্ণাসমূহ প্রবাহিত। সেখানে সে চিরকাল অবস্থান করবে। এটাই হবে মহাসাফল্য। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (উল্লেখিত) বিধান অমান্য করবে এবং তার (উত্তরাধিকারে) নির্ধারিত সীমা রেখা লংঘন করবে আল্লাহ তাকে জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করাবেন। সেখানে সে চিরকাল অবস্থান করবে। আর তার জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।"[৮৪]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللَّهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

খ. আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "যে ব্যক্তি ওয়ারিশী সম্পদ থেকে কোন উত্তরাধিকারীকে বঞ্চিত করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে জান্নাতের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করবেন।"[৮৫]

১৫.দারিদ্র্য বিমোচনে জাকাত

জাকাত সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূর করার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। জাকাত ক্ষুদ্র ঋণের বিকল্প হতে পারে। একজন ধনী লোকের বছরে এক লক্ষ টাকা জাকাত হলো। সে যদি দশ হাজার করে টাকা দশ জন গরিব লোককে দেয়, তাহলে ছোট-খাটো ব্যবসা করে দশজন দরিদ্র লোক দারিদ্র্য মুক্ত হতে পারে। এভাবে ধনীরা সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূর করতে পারে। জাকাত না দিলে আখিরাতে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

জাকাত না দেয়ার আখিরাতের শাস্তি

ক. ধন-সম্পদকে জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করে শরীরে সেঁক দেওয়া

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

---

৮২. আল-কুরআন, *সূরা আন-নিসা* ৪ : ১১

৮৩. আল-কুরআন, *সূরা নিসা* ৪ : ১১

৮৪. আল-কুরআন, *সূরা নিসা* ৪ : ১৩-১৪

৮৫. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াযিদ ইব্‌ন মাজাহ আল-কাযভীনী, *সুনানু ইবনি মাজাহ,* অধ্যায় : আল-ওসাইয়া, অনুচ্ছেদ : আল-হাছ্ছু ফীল ওসিয়্যাহ, (হালব : দারু ইহইয়ায়িল কিতাব আল-আরাবিয়্যাহ), খ.২ ,পৃ. ৯০২, হাদিস নং-২৭০৩

"আর যারা সোনা ও রুপা পুঞ্জীভূত করে রাখে, তা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না, তুমি তাদের বেদনাদায়ক আজাবের সুসংবাদ দাও। যেদিন জাহান্নামের আগুনে তা গরম করা হবে, অতঃপর তা দ্বারা তাদের কপালে, পার্শ্বে এবং পিঠে সেঁক দেয়া হবে। (আর বলা হবে) এটা তা-ই যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা করে রেখেছিলে। সুতরাং তোমরা যা জমা করেছিলে তার স্বাদ উপভোগ কর।"[৮৬]

খ. বিষধর সাপের দংশন

عن أبي هريرة ﷺ قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزميه يعني شدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا { لا يحسبن الذين يبخلون } الآية) .

আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন আর সে তার জাকাত দেয় না, কিয়ামতের দিন ঐ ধন-সম্পদ তার জন্য লোমহীন মস্তক বিশিষ্ট সাপে পরিণত করা হবে, যার (চক্ষুদ্বয়ের) ওপর দুটি কালো বিন্দু থাকবে এবং ঐ সাপ তার গলায় পেঁচানো হবে এবং তা ঐ ব্যক্তির দুচোয়াল (কামড় দিয়ে) ধরে থাকবে, আর বলবে আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার গচ্ছিত ধন............[৮৭]

গ. পশু দ্বারা পদদলিত করা

أبا هريرة ﷺ يقول : قال النبي صلى الله عليه و سلم (تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت إذا هو لم يعط فيها حقها تطؤه بأخفافها وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت إذا لم تعط فيها حقها تطؤه بأضلافها وتنطحه بقرونها وقال ومن حقها أن تحلب على الماء) . قال (ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت ولا يأتي ببعير يحمله على رقبته له رغاء فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغت

আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "যে ব্যক্তি নিজের উটের হক (জাকাত) আদায় করবে না, সে উট দুনিয়া অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হয়ে খুর দিয়ে আপন মালিককে পিষ্ট করতে আসবে, যে ব্যক্তি নিজের ছাগলের হক (জাকাত) আদায় করবে না, সে ছাগল দুনিয়া অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হয়ে খুর দিয়ে আপন মালিককে পদদলিত করবে এবং শিং দিয়ে আঘাত করবে।....রাসূলুল্লাহ (স). বলেন : তোমাদের কেউ যেন কিয়ামতের দিন কাঁধের ওপর চিৎকাররত ছাগল বহন করে আমার নিকট এসে এ কথা না বলে যে, হে আল্লাহর রাসূল (স.)! আমাকে শাস্তি থেকে রক্ষা করুন। তখন আমি বলব, তোমার জন্য কিছু করার আমার কোন ক্ষমতা নেই। আমি তো এ বিষয়টি পৌঁছে দিয়েছিলাম কাঁধের ওপর চিৎকাররত উট বহন করে আমার নিকট এসে এ কথা না বলে যে, হে আল্লাহর রাসূল (স.)! আমাকে শাস্তি থেকে রক্ষা করুন। তখন আমি বলব, তোমাকে কিছু করার আমার কোন ক্ষমতা নেই। আমি তো এ বিষয়টি তোমাদেরকে (আগেই) পৌঁছে দিয়েছিলাম।[৮৮]

ঘ. উত্তপ্ত পাথর দ্বারা শাস্তিপ্রদান

بشر الكانزين برضف يحمى عليه من نار جهنم ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفيه ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه يتزلزل .

আবূ যর (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "যারা সম্পদ জমা করে রাখে, তাদেরকে এমন গরম । আর তোমাদের কেউ যেন কিয়ামতের দিন

৮৬. আল-কুরআন, *সূরাহ তাওবাহ* ৯:৩৪-৩৫

৮৭. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আয-যাকাত, অনুচ্ছেদ : ইছমু মানিইয-যাকাত, (দারু তাওকিন নাজাহ, ১৪২২ হি.), খ. ২, পৃ. ১০৬, হাদিস নং-১৪০৩

৮৮. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আয-যাকাত, অনুচ্ছেদ : ইছমু মানিইয-যাকাত, (দারু তাওকিন নাজাহ, ১৪২২ হি.), খ. ২, পৃ. ১০৬, হাদিস নং-১৪০২

পাথরের সংবাদ দাও, যা তাদেরকে শাস্তি প্রদানের জন্য জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হচ্ছে। তা তাদের স্তনের বোঁটার ওপর স্থাপন করা হবে আর তা কাঁধের পেশি ভেদ করে বের হবে এবং কাঁধের ওপর স্থাপন করা হবে, তা নড়াচড়া করে সজোরে স্তনের বোঁটা ছেদ করে বের হবে।"[৮৯]

ঙ. জাহান্নাম অবধারিত

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «مَانِعُ الزَّكَاةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي النَّارِ»

আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন :"কিয়ামতের দিন জাকাত প্রদান থেকে বিরত থাকা ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে।"[৯০]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " عُرِضَ عَلَيَّ وَأَمَّا أَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدْخُلُونَ النَّارَ: فَأَمِيرٌ مُسَلَّطٌ، وَذُو ثَرْوَةٍ مِنْ مَالٍ لَا يُعْطِي حَقَّ مَالِهِ، وَفَقِيرٌ فَخُورٌ "

আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "আমাকে জানানো হয়েছে যে, প্রথম তিন শ্রেণির মানুষ যারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে, (তারা হলো) দাপুটে শাসক, ধনী ব্যক্তি যে তার সম্পদের (জাকাত) হক আদায় করে না এবং অহংকারী দরিদ্র ব্যক্তি।"[৯১]

আল্লাহর অধিকার না দেয়ার অর্থই হচ্ছে জাকাত না দেয়া। এ বর্ণনা মতে যাকাত না দেওয়ার অনিবার্য পরিণতিই হচ্ছে জাহান্নাম।

চ. আগুনের চুরি পরানো হবে

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللهِ -ﷺ- وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا وَفِى يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهَا « أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا ». قَالَتْ لاَ. قَالَ « أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ

আমর ইব্‌ন শুয়াইব (রা.) তাঁর পিতা, তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, একটি মহিলা রাসূলুল্লাহ (স.)-এর নিকট তার কন্যাকে নিয়ে আসলেন। যার হাতে ছিল দুটি স্বর্ণের মোটা চুড়ি। তিনি বললেন : "তুমি কি এটার জাকাত দাও? সে বলল না। তিনি বললেন, এ দুটির পরিবর্তে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তোমাকে দুটি আগুনের চুড়ি পরিধান করালে তা কি তোমাকে খুশি করবে? বর্ণনাকারী বলেন, এরপর সে এ দুটি মহানবী (স.)-এর নিকট ছুড়ে ফেলে দিয়ে বললো, এ দুটি মহা মহিমান্বিত আল্লাহ ও তার রাসূলুল্লাহ (স.)-এর জন্য।"[৯২]

عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ قَالَتْ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ، فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ يَوْمَ القِيَامَةِ.

আব্দুল্লাহ (রা.)-এর স্ত্রী যাইনাব (রা.) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) আমাদেরকে সম্বোধন করে বললেন : "হে নারী সম্প্রদায়! তোমরা জাকাত আদায় কর, যদিও তোমাদের অলংকার হয়। কেননা কিয়ামতের দিন তোমাদের সংখ্যাই জাহান্নামিদের মধ্যে বেশি হবে।"[৯৩]

১৬. দানশীলতার বিকাশ সাধন

দানশীলতার বিকাশ সাধন দারিদ্র্য বিমোচনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায়। মানুষ স্বভাবগতভাবে কৃপণ। সে কাউকে কোন কিছু দান করতে চায় না। আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে ধন সম্পদ দান করতে উৎসাহিত করে।

---

৮৯. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আয-যাকাত, অনুচ্ছেদ : মা আদ্দা যাকাতাহু ফালাইসা বিকানয, (দারু তাওকিন নাজাহ, ১৪২২ হি.), খ. ২, পৃ. ১০৬, হাদিস নং-১৪০৭

৯০. সুলায়মান ইব্‌ন আহমাদ আত তিবরানী, আল-মুজামুস সগীর, অধ্যায় : মীম, অনুচ্ছেদ : ইসমুহু মুহাম্মদ, (বৈরুত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৫/১৯৮৫ খ্রি.), খ.২, পৃ.১৪৫, হাদিস নং- ৯৩৫, হাদিসটির সনদ হাসান সহীহ।

৯১. ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল, *মুসনাদু আহমাদ,* (মুয়সসাসাতুর রিসালাহ, ১৪২১হি./২০০১খ্রি.),অধ্যায় : মুসনাদু আবীহুরায়রা (রা.), খ. ১৪, পৃ. ২৯৭, হাদিস নং- ৯৪৯২, হাদিসটির সনদ যঈফ। মুহাম্মদ নাসিরুদ্দিন আলবানী (রহ.), যঈফ তারগীব ওয়াত তারহীব (মাকতাবুল মা'আরিফ, তা.বি), হাদিস নং- ৪৬৪

৯২. আবূ দাউদ সুলাইমান ইব্‌ন আশ'আছ আস-সিজিস্তানী, *সুনানু আবী দাউদ*, অধ্যায় : আয-যাকাত, অনুচ্ছেদ : আল-কানযু মা হুয়া যাকাতুল হুলুয়ী, (বৈরুত : দারুল কিতাব আল-আরাবী), খ. ২,পৃ. ৪, হাদিস নং-১৫৬৫

৯৩. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত তিরমিযী*, অধ্যায় : আয-যাকাহ, অনুচ্ছেদ : মা জা আ ফিযযাকাতিল হুলয়ি, (বৈরুত : দারুল গুরুব আল-ইসলামী, ১৯৯৮), খ.২ ,পৃ. ২১, হাদিস নং-৬৩৫

ক.মৃত্যুর পূর্বেই দান-সদকা করার নির্দেশ

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"আর আমি তোমাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি, তা থেকে দান করো তোমাদের কারো মৃত্যু আসার পূর্বে। অন্যথায় (মৃত্যু এসে পড়লে) সে বলবে, হে আমার পালনকর্তা! আমাকে আরো কিছু সময় অবকাশ দিলেন না কেন? আমি দান করতাম এবং সৎ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। কিন্তু যখন কারো নির্ধারিত সময় এসে যাবে, তখন আল্লাহ কাউকে কোন অবকাশ দেন না। আর আল্লাহ তোমাদের সবার কার্যাবলি সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত।"[৯৪] আল্লাহ তা'আলার এই আহ্বানে যারা সাড়া না দিয়ে কৃপণতা করবে, আখিরাতে তাদের কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

খ. কৃপণতার শাস্তি

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

"আর আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দান করেছেন, তাতে যারা কৃপণতা করে, তাদের জন্য তা লাভজনক, এটা যেন তারা কিছুতেই মনে না করে। বরং তা তাদের জন্য অমঙ্গলজনক। কিয়ামতের দিন তা দিয়ে তাদের গলায় বেড়ি বানিয়ে পরানো হবে। আর আকাশসমূহ ও পৃথিবীর স্বত্বাধিকারী একমাত্র আল্লাহ। আর তোমরা যা করো, আল্লাহ তা বিশেষভাবে অবহিত।[৯৫]

গ. কৃপণ জান্নাতে প্রবেশ করবে না

عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ خِبٌّ وَلاَ مَنَّانٌ وَلاَ بَخِيلٌ.

আবূ বকর (রা.) হতে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "প্রতারক-ধোঁকাবাজ, কৃপণ ও উপকার করে খোঁটা দানকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।[৯৬]

সুপারিশমালা

দারিদ্র্য মুক্ত সমাজ গঠন করতে হলে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। যথা–

১.আখিরাতে বিশ্বাস মানুষের মনে বদ্ধমূল করা

মৃত্যুই শেষ নয়, মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে গরিব-দুঃখী মানুষের প্রতি দায়িত্ব অবহেলার শাস্তি ভোগ করতে হবে এবং তাদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করে দিলে যথাযথ পুরস্কার পাওয়া যাবে। এই চেতনা বা আখিরাতের এই বিশ্বাস মানুষকে গরিব-দুঃখীদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করতে উৎসাহিত করে ।

২. আখিরাতের জবাবদিহিতা ও শাস্তি

পিতা-মাতা, ভাই-বোন ও স্ত্রী-সন্তানের ব্যাপারে আখিরাতের জবাবদিহি করতে হবে এবং তাদের প্রতি দায়িত্ব অবহেলার কারণে আখিরাতে শাস্তি ভোগ করতে হবে। আখিরাতের জবাবদিহিতা ও শাস্তির ভয় কর্মবিমুখতা ও অলসতা পরিহার করতে সহায়তা করে। যা দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক।

৩. দারিদ্র্যের বিরূপ প্রভাব ও ক্ষতিসমূহ

দারিদ্র্যের বিরূপ প্রভাব ও ক্ষতিসমূহ বেশি বেশি প্রচার করতে হবে। এতে দেশের মানুষ সচেতন হবে।

---

৯৪. আল-কুরআন, *সূরা মুনাফিক্বুন* ৬৩ : ১০-১১

৯৫. আল-কুরআন, *সূরা আলি ইমরান* ৩ : ১৮০

৯৬. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত তিরমিযী*, অধ্যায় : আল-বিররু ওয়াস সিলাহ, অনুচ্ছেদ : মা জামা ফিল বাখীল, (বৈরুত : দারুল গুরুব আল-ইসলামি, ১৯৯৮), খ. ,পৃ. , হাদিস নং-১৯৬৩ , হাদিসটির সনদ যইফ।

৪. সুদমুক্ত ঋণ দেয়া

গরিব মানুষকে সুদমুক্ত ঋণ দিতে হবে। যাতে গরিব কৃষকরা শস্য উৎপাদন এবং অন্যান্য গরিব মানুষ ব্যবসা-বাণিজ্য করার সুযোগ পায়।

৫. সুদ নিষিদ্ধ করা

সুদ নিষিদ্ধ করতে হবে। সুদ দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ।

৬. ইসলাম ধর্মীয় অনুশাসন

সমাজের সবাইকে ইসলামের ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার বাস্তব প্রশিক্ষণ দিতে হবে। ইসলাম ধর্মীয় অনুশাসন সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূর করতে সহায়তা করবে।

৭.বিজাতীয়, বস্তুবাদী ও ভোগবাদী অপসংস্কৃতি পরিহার

বিজাতীয়, বস্তুবাদী ও ভোগবাদী অপসংস্কৃতি পরিহার করতে হবে। বিজাতীয়, বস্তুবাদী ও ভোগাদী মানসিকতা মানুষকে অপব্যয় ও অপচয় করতে অনুপ্রাণিত করে। যা দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ।

৮. কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা

ভূমি দস্যুতা বা জোরপূর্বক অথবা কৌশলে অন্যের জমি ছিনিয়ে নেয়া দারিদ্র্যের একটি কারণ। ভূমি দস্যুদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৯.মসজিদের ইমাম এবং আলেম-উলামা

মসজিদের ইমামদের জুমার খুতবায় এবং আলেম-উলামাদেরকে বিভিন্ন ওয়াজ মাহফিলে গরিব-দুঃখী মানুষকে সাহায্য-সহযোগিতার ফজিলত ও পুরস্কার এবং না করার দুনিয়া ও আখিরাতের ক্ষতিসমূহ তুলে ধরতে হবে।

১০. মাদক নিষিদ্ধ করা

মদ্যপান নিষিদ্ধ করতে হবে। মদ্যপান দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ।

১১. এলাকাভিত্তিক কমিটি গঠন

সৎ লোকদের নিয়ে এলাকাভিত্তিক কমিটি গঠন করতে হবে। এই কমিটির লোকেরা এলাকার প্রকৃত দরিদ্র লোকদের চিহ্নিত করে তাদের দারিদ্র্য দূর করার চেষ্টা করবে।

১২. দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি

সৎ, দক্ষ ও অভিজ্ঞ লোকদের মাধ্যমে সারা বছর সমগ্র দেশব্যাপী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি অব্যাহত রাখতে হবে।

উপসংহার

দারিদ্র্য বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম প্রধান সমস্যা। বাংলাদেশসহ বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জরিত। বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্য বিমোচনের সকল কর্মসূচি ব্যর্থ হচ্ছে। বিশ্বের সব দেশেই এক শ্রেণির মানুষ সম্পদের পাহাড় গড়ছে, আরেক শ্রেণির মানুষ অনাহারে, অর্ধাহারে দিনাতিপাত করছে। তাতে তাদের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে। সম্পদশালীরা নিরন্ন মানুষের প্রতি চোখ তুলেও তাকাচ্ছে না। শুধু সরকারের চেষ্টায় ক্ষুধামুক্ত ও দারিদ্র্যমুক্ত বিশ্ব গড়ে তোলা সম্ভব নয়। এ জন্য সম্পদশালীদের এগিয়ে আসতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন আখিরাতে বিশ্বাস। আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করে। মুসলিম বিশ্বে শুধুমাত্র জাকাত প্রদানের মাধ্যমেই দারিদ্র্য নির্মূল সম্ভব। কিন্তু মুসলমানরা আখিরাতে বিশ্বাসে দুর্বলতার কারণে সঠিকভাবে জাকাত আদায় করছে না। দরিদ্রতাও দূর হচ্ছে না। উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম, আখিরাতে বিশ্বাস বিভিন্নভাবে সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূর করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাই আখিরাতে বিশ্বাস মানুষের মনে দৃঢ় প্রত্যয় করতে পারলে দারিদ্র্যমুক্ত দেশ গড়ে তোলা সম্ভব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
সুদ সমস্যা

সুদ শোষণের সবচেয়ে বড় মাধ্যম। এটি একটি অমানবিক ও নিষ্ঠুরতম অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড। সুদ বাহ্যিকভাবে আর্থিক লাভের আকর্ষণ সৃষ্টি করে অন্তরালে বয়ে আনে এক মারাত্মক পরিণতি। সুদ গ্রহীতাকে করে সর্বস্বান্ত। তাই সুদের মত সমাজ বিধ্বংসী হাতিয়ার আর নেই। সুদের নিষ্পেষণে পৃথিবীর মানুষ আজ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। আধুনিক অর্থনীতির শক্তিশালী মাধ্যম ব্যাংকগুলোর সুদ সমাজের মানুষের অর্থনৈতিক বৈষম্যকে আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে। এটি ধনীকে আরো ধনী এবং গরিবকে আরো গরিবে পরিণত করছে। সুদ কতিপয় লোকের হাতে অর্থ পুঞ্জিভূত করে সমাজে অর্থের আবর্তনকে রুদ্ধ করে দিচ্ছে। জাতীয় বিনাশই হয় এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। কারণ সুদের কারণেই বিশ্বের সর্বত্র শান্তি প্রক্রিয়া মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। তাই ইসলামে সুদের লেনদেন নিষিদ্ধ। সুদ লওয়া ও দেওয়া কবীরা গুনাহ। সুদের গুনাহ থেকে মানুষকে দূরে রাখতে পারে আখিরাতে বিশ্বাস। বর্তমান যুগে অধিক ধনসম্পদ ও টাকা-পয়সা উপার্জনের মোহে পড়ে অনেক মানুষ সুদী লেনদেনে জড়িয়ে পড়ছে। তাদের মনে রাখা উচিত, এ দুনিয়া আমাদের চিরস্থায়ী বাসস্থান নয়। আমাদের মরতে হবে এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে আমাদের অর্থনৈতিক লেনদেনের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে। আখিরাতের এই বিশ্বাস সমাজ থেকে সুদ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। নিম্নে সুদের পরিচয়, সুদের প্রকারভেদ, ব্যবসা ও সুদের মধ্যে পার্থক্য, সুদের বিরূপ প্রভাব ও ক্ষতিসমূহ, এবং সুদ প্রতিরোধে আখিরাতে বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

সুদের শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ

সুদের প্রতিশব্দ রিবা। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে রিবা শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যথা–

১. বৃদ্ধি : আল্লামা শাওকানী বলেন :

الرِّبَا فِي اللُّغَةِ: الزِّيَادَةُ مُطْلَقًا، يُقَالُ: رَبَا الشَّيْءُ يَرْبُو: إِذَا زَادَ،

সাধারণভাবে রিবার শাব্দিক অর্থ বৃদ্ধি। কোন জিনিস বৃদ্ধি পেলে বলা হয়-বৃদ্ধি পেয়েছে, যখন তা বৃদ্ধি পায়।[১]

আল্লাহ তা'আলা বলেন : **وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ**

"মানুষের সম্পদ বৃদ্ধি পাবে বলে তোমরা যে সুদ দিয়ে থাকো, আল্লাহ্‌র কাছে তা বৃদ্ধি পায় না।"[২]

আল-কামূছুল ফিকহি গ্রন্থে উক্ত আয়াতে রিবা শব্দের অর্থ করা হয়েছে–(أربى: زاد.) বৃদ্ধি পেয়েছে।[৩]

২. পর্যায়ক্রমে বা গাণিতিকহারে বৃদ্ধি : আল্লাহ তা'আলা বলেন : **يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ**

"আল্লাহ্ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং সদকাকে বর্ধিত করেন।"[৪]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা শাওকানী বলেন :

قَوْلُهُ: وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ أَيْ: يَزِيدُ فِي الْمَالِ الَّذِي أُخْرِجَتْ صَدَقَتُهُ وَقِيلَ: يُبَارِكُ فِي ثَوَابِ الصَّدَقَةِ وَيُضَاعِفُهُ وَيَزِيدُ فِي أَجْرِ الْمُتَصَدِّقِ، وَلَا مَانِعَ مِنْ حَمْلِ ذَلِكَ عَلَى الْأَمْرَيْنِ جَمِيعًا.

আল্লাহ তা'আলার বাণী : "আল্লাহ্ সদকাকে বর্ধিত করেন।" অর্থাৎ মাল বৃদ্ধি করেন যা সদকার জন্য বের করা হয়েছে। আরো বলা হয়, সদকার প্রতিদানে বরকত দান করেন এবং তা বহু গুণ বাড়িয়ে দেন আর তাতে দাতার প্রতিদান বৃদ্ধি পায়।[৫]

---

১. মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী আশ-শওকানী, *ফাতহুল কাদীর*, (বৈরুত : দারু ইবনি কাছীর, ১৪১৪ হি.), খ. ১, পৃ. ৩৩৮

২. আল-কুরআন, *সূরা রূম* ৩০ : ৩৯

৩. ড. সাঈদ আবূ হাবীব, *আল-কামূছুল ফিকহী লুগাতান ওয়া ইসতিলাহান*, (দামেশক: দারুল ফিক্‌হ, ১৪০৮হি./১৯৮৮ইং), খ.২, পৃ. ১৪৩

৪. আল-কুরআন, *সূরা বাকারা* ২ : ২৭৬

৫. মুহাম্মদ ইবন্ আলী আশ-শাওকানী, *ফাতহুল কাদীর*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৪০

৩. অতিরিক্ত অংশ :

আল্লাহ তা'আলা বলেন : فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً

"তারা তাদের প্রতিপালকের রাসূলকে অমান্য করেছিল। ফলে তিনি তাদেরকে আরো শক্ত করে পাকড়াও করলেন।"[৬] এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা শাওকানী বলেন :

فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رابِيَةً أَيْ: أَخَذَهُمُ اللَّهُ أَخْذَةً نَامِيَةً زَائِدَةً عَلَى أَخَذَاتِ الْأُمَمِ، وَالْمَعْنَى:أَنَّهَا بَالِغَةٌ فِي الشِّدَّةِ إِلَى الْغَايَةِ، يُقَالُ: رَبَا الشَّيْءُ يَرْبُو إِذَا زَادَ وَتَضَاعَفَ. قَالَ الزَّجَّاجُ: تَزِيدُ عَلَى الْأَخَذَاتِ.قَالَ مُجَاهِدٌ: شَدِيدَةٌفَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رابِيَةً

অর্থ : আল্লাহ তাদের পাকড়াও করলেন সে পাকড়াও ছিল অত্যন্ত কঠিন। তা ছিল অন্যান্য উম্মতের পাকড়াও। এর অর্থ হলো তা পৌঁছে ছিল কঠিনের চূড়ান্ত পর্যায়। কোন জিনিস বৃদ্ধি পেলে বলা হয় বৃদ্ধি পেয়েছে যখন তা বৃদ্ধি পায় এবং বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। আল্লামা যুজাজ বলেন, পাকড়াও বেশি ছিল আর মুজাহিদ বলেন, কঠিন ছিল।[৭]

৪. স্ফীত ও বিকশিত হওয়া : আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ

"তুমি ভূমিকে পতিত দেখতে পাও, অতঃপর আমি যখন তাতে বৃষ্টি বর্ষণ করি, তখন তা সতেজ ও স্ফীত হয়ে যায় এবং সর্বপ্রকার সুদৃশ্য উদ্ভিদ উৎপন্ন করে।"[৮]

৫. সংখ্যায় বা সম্পদে অধিক বা বেশি হওয়া : আল্লাহ তা'আলা বলেন : أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ

" যাতে এক দল অন্য দল অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাবান হয়ে যায়।"[৯]

আল্লামা শাওকানী এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন :

وَقَالَ الزَّجَّاجُ: غشا ودغلا أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ أَيْ بِأَنْ تَكُونَ جَمَاعَةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ جَمَاعَةٍ أَيْ: أَكْثَرُ عَدَدًا مِنْهَا وَأَوْفَرُ مَالًا. يُقَالُ: رَبَا الشَّيْءُ يَرْبُو إِذَا كَثُرَ.

আল্লামা যুজাজ বলেন : এক দল অন্য দল অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাবান হয়ে যাওয়া অর্থাৎ সংখ্যায় বেশি হওয়া এবং সম্পদেও বেশি হওয়া। কোন জিনিস বেশি হলে বলা হয় বেশি হয়েছে, যখন তা বেশি হয়।[১০]

৬. শিশুর বেড়ে উঠা : যেমন বলা হয়, ربى الطفل: غذاه، ونشأه. শিশুটি বর্ধিত হয়েছে এবং বেড়ে উঠেছে।[১১]

পারিভাষিক অর্থ

১. মুফতি আমীমুল ইহসান বলেন : "চুক্তিবদ্ধ দুই পক্ষের যে কোন এক পক্ষ পারস্পরিক লেনদেনে শরিয়ত সম্মত বিনিময় ব্যতীত শর্ত মোতাবেক যে অতিরিক্ত মাল গ্রহণ করে তাকে রিবা বলে।"[১২]

২. আল্লামা ইবনুল আরাবি বলেন : "সুদ হচ্ছে সেই বৃদ্ধি, যার কোন বিনিময় নেই।"[১৩]

৩. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনি বলেন : "পারস্পরিক বিনিময় ছাড়া মালের প্রবৃদ্ধিই হলো সুদ।"[১৪]

---

৬. আল-কুরআন, *সূরা হাক্কাহ* ৬৯ : ১০

৭. মুহাম্মদ ইব্ন আলী আশ-শাওকানী, *ফাতহুল কাদীর*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩৩৬

৮. আল-কুরআন, *সূরা হজ্জ* ২২ : ৫

৯. আল-কুরআন, *সূরা নাহল* ১৬ : ৯২

১০. মুহাম্মদ ইব্ন আলী আশ-শওকানী, *ফাতহুল কাদীর*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২২৮

১১. ড. সাঈদ আবূ হাবীব, *আল-কামূছুল ফিকহী লুগাতান ওয়া ইসতিলাহান*, (দামেশক : দারুল ফিক্হর, ১৪০৮হি./১৯৮৮ইং), খ.২, পৃ. ১৪৩

১২. মুফতি আমীমুল ইহসান, *কাওয়ায়িদুল ফিক্হ*, দেওবন্দ : আশরাফি বুক ডিপো, ১৩৮১হি./১৯৯১খ্রি.), পৃ. ৩০২

১৩. আল্লামা ইবনুল আরাবী, *আহকামুল কোরআন*, (আল কাহিরা : ইসা আল-বারী আল- হালবী এন্ড কোং, ১৯৬৯ইং), খ. ১, পৃ. ২৪২

১৪. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী, *উমদাতুল ক্বারী*, (বৈরুত : দারুল ফিক্র,১৯৭৯ইং), খ. ১২,পৃ.১৯৯

৪. আল্লামা ইব্‌ন হাজার অসকালানি বলেন : "পণ্য বা অর্থের বিনিময়ে প্রদেয় অতিরিক্ত পণ্য বা অর্থই হলো সুদ।"[১৫]

সুদের প্রকারভেদ

সুদ দুই প্রকার। যথা–

ক. রিবা আন-নাসিয়া বা মেয়াদি ঋণের সুদ

ক. আরবি নাসিয়া শব্দের মূল হলো 'নাসায়া'। এর আভিধানিক অর্থ বিলম্বিত বা প্রতীক্ষা। পারিভাষিক অর্থে যখন ঋণদাতা প্রদত্ত ঋণের ওপর ধার্যকৃত অতিরিক্ত অর্থসহ (যার কোন বিনিময় নাই) কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঋণ পরিশোধের সুযোগ দেয় তখন ধার্যকৃত অতিরিক্ত অংশকে বলা হয় রিবা আন-নাসিয়া বা মেয়াদি সুদ। যেমন কোন ব্যক্তি বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে এ শর্তে ১০০০ টাকা ঋণ প্রদান করল যে, ছ'মাস কিংবা এক বছর পর ১০% হারে মোট ১১০০.০০ (১০০০+১০০) টাকা ফেরত দিতে হবে। এখানে অতিরিক্ত একশত টাকা রিবা আন-নাসিয়া।[১৬]

খ. ড. আমিন হাসান বলেন, ঋণের ওপর বর্ধিত অর্থ মাসিক কিস্তিতে পরিশোধ করার শর্তে ঋণ নেয়া। অবশ্য মূলধন ঋণগ্রহীতার কাছে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত থেকে যাবে অথবা মাসিক হারে প্রবৃদ্ধি সহকারে সময়সীমা শেষে সমুদয় অর্থ গ্রহণ করা হবে তাকে রিবা আন-নাসিয়া বা মেয়াদি সুদ বলে।[১৭]

খ. রিবা আল-ফাদল বা মালের সুদ

ক. আরবি 'ফাদল' শব্দের অর্থ অতিরিক্ত। অর্থাৎ শর্ত করে সমজাতীয় নগদ পণ্য পারস্পরিক লেনদেনের ক্ষেত্রে কম পরিমাণের বিনিময়ে বেশি গ্রহণ করাকে রিবা আল-ফদল বলে। যেমন পাঁচ কেজি উন্নতমানের গমের বিনিময়ে সাত কেজি অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের গম গ্রহণ করা।[১৮]

খ. হাতে হাতে বিনিময়ের ক্ষেত্রে আদায়কৃত অতিরিক্ত অংশ। অর্থাৎ একই জাতীয় জিনিসের হাতে হাতে ক্রয়-বিক্রয় বা বিনিময়ের সময় কম-বেশি করে বিনিময় করা হলে 'রিবা আল-ফদল' এর উদ্ভব ঘটে। বিনিময়ের জিনিস পণ্য হোক বা মুদ্রা হোক।[১৯]

সুদের বিধান

সুদ হলো মানুষকে অর্থনৈতিক শোষণের প্রধান হাতিয়ার। ইসলামে সকল প্রকার সুদ হারাম।

রিবা আন-নাসিয়ার অবৈধতা

রিবা আন-নাসিয়ার অবৈধতা কুরআনের ১৫টি আয়াত দ্বারা প্রমাণিত।

ক. সূরা বাক্বারার ২৭৫-২৮১ পর্যন্ত মোট ৭ টি আয়াত।

খ. সূরা আলি ইমরানের ১৩০-১৩১পর্যন্ত মোট ২ টি আয়াত।

গ. সূরা নিসার ১৬০১৬২-২৮১ পর্যন্ত মোট ৩ টি আয়াত।

ঘ. সূরা মায়িদার ৬২-৬৩ পর্যন্ত মোট ২ টি আয়াত।

ঙ. সূরা রুমের ৩৯ ১ টি আয়াত।

রিবা আল-ফদলের অবৈধতা

রিবা আল-ফদলের অবৈধতা হাদিসের দ্বারা প্রমাণিত।

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ –ﷺ– « الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ».

---

১৫. আল্লামা ইব্‌ন হাজার অসকালানী, *ফাতহুল বারী*, (আল- কাহিরা : দারুল মা'আরিফ, ১৯৫২ইং), খ.৪, পৃ.২৫

১৬. ড. মোহাম্মদ জাকির হুসাইন, *আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদিসের অবদান*, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ২৪৪-২৪৫

১৭. ড. আমীন হাসান আব্দুল্লাহ, *আল-আদায়িউল মাসরাফীয়্যাহ আন-নুকুদিয়াহ ওয়া ইসতেছমারুহা ফীল ইসলাম*, (রিয়াদ: দারুশ্‌শুরুক্ব, ১৯৮৩ইং), পৃ. ২৭৪

১৮. ড. মোহাম্মদ জাকির হুসাইন, *আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদিসের অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৫

১৯. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ), খ.২২, পৃ. ৪৩৭

ওবাদা ইব্ন সাবিত (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর, লবণের বিনিময়ে লবণ আদান-প্রদান করা হলে পরিমাণে সমান সমান, একই মানের ও হাতে হাতে হতে হবে। এছাড়া অন্য শ্রেণির দ্রব্য-সামগ্রী বিনিময়ের ক্ষেত্রে পরিমাণে যেরূপ ইচ্ছা করতে পার। তবে তা হাতে হাতে (নগদ) বিনিময় হতে হবে।[২০]

ব্যবসা ও সুদের মধ্যে পার্থক্য

১. সংজ্ঞা

ব্যবসা : পণ্যের ক্রয় মূল্যের ওপর অতিরিক্ত অর্থ যোগ করে বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করার পর পণ্য বিক্রি করে অতিরিক্ত অর্থ উপার্জন করাকে ব্যবসা বলে।

সুদ : কাউকে ঋণ দিয়ে নির্ধারিত সময়ের পর ঋণ দানের শর্তানুযায়ী পূর্ব নির্ধারিত হারে অতিরিক্ত যা কিছু আদায় করা হয় তাকে সুদ বলে।

২. হুকুম

ব্যবসা : ইসলামে ব্যবসা হালাল।

সুদ : ইসলামে সকল প্রকার সুদ হারাম।

৩. সুসংবাদ ও ভয় প্রদর্শন

ব্যবসা : হাদিসে সৎ ব্যবসায়ীদের জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে।

সুদ : সুদখোর এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কুরআন-হাদিসে দুনিয়া ও আখিরাতে কঠিন শাস্তির ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে।

৪. লাভ-লোকসান

ব্যবসা : ব্যবসায় পণ্যের ক্রয় মূল্যের চেয়ে বিক্রয় মূল্য বেশি হলে লাভ হয় আর ক্রয় মূল্যের চেয়ে বিক্রয় মূল্য কম হলে লোকসান হয়।

সুদ : সুদে ঋণ দিলে লোকসানের কোন সম্ভাবনা নেই। বরং পূর্ব নির্ধারিত ঋণ দানের শর্তানুযায়ী সুদ পাওয়া যায়।

৫. ঝুঁকি

ব্যবসা : ব্যবসায় লোকসানের ঝুঁকি আছে।

সুদ : সুদে লোকসানের ঝুঁকি বহন করতে হয় না।

৬. সম্পর্ক

ব্যবসা : ব্যবসার সম্পর্ক পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে।

সুদ : সুদের সম্পর্ক ঋণ ও সময়ের সাথে।

৭. বিনিময়ের মাধ্যম

ব্যবসা : ব্যবসায় টাকাকে পণ্য বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

সুদ : সুদে টাকাকে পণ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

৮. চক্রবৃদ্ধি

ব্যবসা : ব্যবসায় পণ্যের ওপর শুধুমাত্র একবার মুনাফা অর্জন করা যায়।

সুদ : সুদে ঋণদাতা ঋণের ওপর একাধিকবার সুদ ধার্য করে সুদ আদায় করতে পারে।

৯. পূর্ব নির্ধারণ

ব্যবসা : ব্যবসায় মুনাফা পূর্ব নির্ধারিত থাকে না। ব্যবসায় মুনাফা হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। এমনকি লোকসানও হতে পারে।

সুদ : সুদ পূর্ব নির্ধারিত থাকে। সুদে ঋণ দেয়ার সময় সুদ নির্ধারণ করে দেয়া হয়। তাই শর্তানুযায়ী সুদ পাওয়া নিশ্চিত।

---

২০. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আল-মুসাকাতি, অনুচ্ছেদ : আস-সারফু ওয়া বাইয়ুয যাহাবি বিল ওরাকি নাকদান, (বৈরুত : দারুল জাবাল), খ. ৫, পৃ. ৪৪, হাদিস নং-৪১৪৭

১০. শ্রম ও মেধা
ব্যবসা : ব্যবসায় মূলধন, শ্রম, মেধা, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, সময় ইত্যাদির প্রয়োজন হয়।
সুদ : সুদে শুধু মূলধন ও সময়ের প্রয়োজন হয়। সুদে শ্রম, মেধা, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ইত্যাদির প্রয়োজন হয় না।

১১. উপকরণ

ব্যবসা : ব্যবসায় ক্রেতা, বিক্রেতা, পণ্য, পণ্যের মূল্য এ চারটি জিনিস থাকে।
সুদ : সুদে মূলধন ও ঋণগ্রহীতা থাকে।

১২. নিশ্চয়তা

ব্যবসা : ব্যবসায় মুনাফা অনিশ্চিত। ব্যবসায় লাভ হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। এমনকি লোকসানও হতে পারে। লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে ব্যবসা পরিচালিত হয়।
সুদ : সুদ নিশ্চিত আয়। সুদে ঋণগ্রহীতার লাভ হোক বা লোকসান হোক তাকে মেয়াদান্তে পূর্ব নির্ধারিত সুদসহ মূলধন ফেরত দিতে হবে।

১৩. বিনিময়ের মাধ্যম

ব্যবসা : ব্যবসায় ক্রেতা টাকার বিনিময়ে বিক্রেতা থেকে মাল নেয়।
সুদ : সুদের ক্ষেত্রে মূলধনের অতিরিক্ত যে অর্থ (সুদ) গ্রহণ করে তার কোন বিনিময় থাকে না।

১৪. পরিসমাপ্তি

ব্যবসা : ব্যবসায় বিক্রেতা ক্রেতার নিকট পণ্য হস্তান্তর করলে, ক্রেতা মূল্য পরিশোধ করে। এতেই ব্যবসা সমাপ্তি ঘটে।
সুদ : সুদের ক্ষেত্রে সুদে ঋণগ্রহীতাকে মূলধন পরিশোধ করলেই লেনদেন শেষ হয় না বরং সুদও পরিশোধ করতে হয়।

১৫. লাভ-লোকসানের অংশীদারিত্ব

ব্যবসা : ব্যবসায় পণ্যের ক্রয় মূল্যের চেয়ে বিক্রয় মূল্য বেশি হলে লাভ হয় আর ক্রয় মূল্যের চেয়ে বিক্রয় মূল্য কম হলে লোকসান হয়। লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে ব্যবসা পরিচালিত হয়।
সুদ : সুদে ঋণ দিলে লোকসানের কোন সম্ভাবনা নেই। বরং পূর্ব নির্ধারিত ঋণ দানের শর্তানুযায়ী সুদ পওয়া যায়।

১৬. ভিত্তি

ব্যবসা : ব্যবসার ভিত্তি পরস্পর সহযোগিতা ও কল্যাণকামিতা। ব্যবসায় ক্রেতা পণ্য পেয়ে এবং বিক্রেতা লাভসহ মূলধন পেয়ে উপকৃত হয়।
সুদ : সুদের ভিত্তি হচ্ছে সুদে ঋণদাতার ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করা। সুদে ঋণগ্রহীতার ব্যবসায় লোকসান হলেও সুদসহ মূলধন ফেরত দিতে হয়। অনেক সময় এতে সুদে ঋণগ্রহীতাকে তার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি পর্যন্ত সুদে ঋণদাতাকে দিয়ে দিতে হয়।

১৭. শত্রু-মিত্র

ব্যবসা : ব্যবসায়ীরা সমাজের বন্ধু ও মিত্র।
সুদ : সুদখোররা সমাজের শত্রু।

সুদের বিরূপ প্রভাব ও ক্ষতিসমূহ

ইসলামি শরিয়তে সুদ নিষিদ্ধ। সুদ বাহ্যিকভাবে আকর্ষণীয় মনে হলেও এর প্রভাব, ক্ষতি, অনিষ্টতা ও বিরূপ প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। সুদ সারা বিশ্বে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। তাই এর অনিষ্টতা ও ক্ষতিসমূহ মানুষের দৃষ্টি হতে প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝা যায় যে, সুদের ক্ষতিকর প্রভাব অর্থনৈতিক ক্ষতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। এই ক্ষতি মানুষের জীবনে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত। নিম্নে সুদের ব্যক্তিগত সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক প্রভাব ও ক্ষতিসমূহ তুলে ধরা হলো।

ক. ব্যক্তিগত জীবনে সুদের বিরূপ প্রভাব ও ক্ষতিসমূহ

১. সুদের নৈতিক ক্ষতি

সুদে ঋণ গ্রহণকারী কষ্টে অর্জিত আয়টুকু সুদখোর মহাজনদের হাতে বা সুদী ব্যাংকে দিতে বাধ্য হয়। তাই ব্যবসায় আশানুরূপ লাভ না হলে অথবা ব্যবসায় ক্ষতি হলে সে অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত হয়। ফলে সে অভাবের তাড়নায় নানাবিধ অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়ে।

২. সুদে ঋণ গ্রহণকারী দুশ্চিন্তায় জর্জরিত হওয়া

সুদে ঋণ গ্রহণকারীর ব্যবসা-বাণিজ্য প্রচণ্ড ঝুঁকির মধ্যে থাকে। ব্যবসায় ক্ষতি হলে নিজের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে হলেও ঋণ পরিশোধ করতে বাধ্য হয়। তাই সুদে ঋণ গ্রহণকারী ব্যক্তি সর্বদাই তার ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে দুশ্চিন্তায় জর্জরিত হয়।

৩. সুদ অর্থলিপ্সা সৃষ্টি করে

সুদখোররা অত্যন্ত লোভী হয়। তাদের নিকট সুদই হলো আর্থিক লেনদেনের একমাত্র মাধ্যম। যারা সুদ দিতে পারে তাদেরকেই শুধু ঋণ দেবে কিন্তু যারা সুদ দিতে পারে না, তারা যতই বিপদগ্রস্ত হোক তারা একটি পয়সাও পায় না। এভাবে সুদ মানুষকে অর্থ লিপ্সু পিশাচে পরিণত করে।

৪. সুদ কার্পণ্য সৃষ্টি করে

সুদখোররা অত্যন্ত কৃপণ। তাদের অন্তর পাথরের চেয়ে শক্ত। মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দেখেও তাদের অন্তর বিগলিত হয় না। তাই তারা বিপদগ্রস্ত মানুষকে একটি টাকা দিয়েও সাহায্য করে না। সুদখোর ব্যক্তিরা শুধু পেতে চায় কিন্তু দিতে চায় না।

৫. সুদ স্বার্থপরতার জন্ম দেয়

সুদখোর ব্যক্তির মনের খায়েশ হলো ঋণগ্রহীতা যেন সহজে ঋণ পরিশোধ করতে না পারে। এতে চক্রবৃদ্ধি হারে সে বেশি সুদ পাবে। সুদী ব্যবস্থা অব্যাহত চলার ফলে বর্তমানে মানুষ এতোই স্বার্থপর হয়ে পড়েছে যে, কোন পুঁজিপতি মুহূর্তের জন্যও অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে বিনা সুদে ঋণ দিতে প্রস্তুত নয়। তাদের ধারণায় এ টাকা অন্য কোন খাতে বিনিয়োগ করলে লাভ আসবে। সুতরাং বিনা লাভে ঋণ দেওয়াতে কি ফায়দা? এমন কি কোন অভাবগ্রস্ত পাড়া-পড়শী মারা গেলেও এ ধরনের সুদখোর লোকদের পক্ষ থেকে কোনরূপ সহযোগিতা পাওয়া যায় না।[২১]

খ. সামাজিক জীবনে সুদের প্রভাব ও ক্ষতিসমূহ

৬. সুদ সমাজ শোষণের সবচেয়ে বড় মাধ্যম

সুদখোর বিনা পরিশ্রমে অন্যের কষ্টে অর্জিত লাভে ভাগ বসায়। ঋণগ্রহীতা যে কারণেই টাকা ঋণ নেয় তাতে লাভ হোক বা না হোক তাকে সুদ দিতেই হবে। অনেক সময় সুদে ঋণগ্রহীতাকে স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ বিক্রি করে সুদসহ আসল টাকা পরিশোধ করতে হয়। এভাবে সুদখোররা গরিবের ধন-সম্পত্তি শোষণ করে সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলে। ফলে তারা আরো ধনী হয় আর গরিব আরো গরিব হয়। তাই সুদ সমাজ শোষণের সবচেয়ে বড় মাধ্যম।

৭. সুদের কারণে শ্রেণি বৈষম্য বাড়ে

দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত মানুষ অর্থের প্রয়োজনের সময় সাহায্যের কোন দরজা খোলা না পেয়ে নিরুপায় হয়ে সুদে ঋণ নিতে বাধ্য হয়। সমাজে করজে হাসানা[২২] চালু থাকলে সুদে ঋণ নিতে হতো না। সুদে ঋণগ্রহীতা সুদ দিতে না পারলে তার শেষ সম্বল যা থাকে তা-ই বিক্রি করে সুদসহ আসল টাকা পরিশোধ করতে হয়। এই বাড়তি অর্থ পেয়ে ধনী আরো ধনী হয়। আর ধীরে ধীরে নিঃস্ব হয়ে যায় দরিদ্র মানুষ। এতে বৃদ্ধি পেতে থাকে গরিব-ধনীর সামাজিক শ্রেণি বৈষম্য।

---

২১. মুহাম্মাদ ইসহাক ফরিদী, *সুদ একটি অর্থনৈতিক অভিশাপ*, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪), পৃ. ৫৩

২২. সুদবিহীন ঋণকে কুরআনের ভাষায় ‘করজে হাসানা’ বলা হয়েছে। ‘করজ’ অর্থ ঋণ, ধার বা লোন। আর ‘হাসানা’ অর্থ উত্তম। ‘করজে হাসানা’ অর্থ উত্তম ঋণ। ইসলামে ঋণ হিসেবে যে পরিমাণ অর্থ বা দ্রব্য দেয়া-নেয়া হবে সে পরিমাণ অর্থ বা দ্রব্য গ্রহীতা ঋণ দাতাকে নির্দিষ্ট সময়ে ফেরত দেবে। আল-কুরআনে আল্লাহ এটিকে ‘করজে হাসানা’ বা উত্তম ঋণ হিসেবে ঘোষণা করেছেন।

৮. সুদ অকর্মণ্য ও অলস বানায়

সুদভিত্তিক ব্যাংকে টাকা জমা রাখলে বিনা পরিশ্রমে ও বিনা ঝুঁকিতে নির্ধারিত হারে সুদের টাকা পাওয়া যায়। এই সুদ ব্যবস্থা যোগ্যতাসম্পন্ন, প্রতিভাবান ও কর্মঠ লোকদের অকর্মণ্য ও অলস বানিয়ে দেয়। এদের মেধা, যোগ্যতা ও দক্ষতা থেকে দেশবাসী বঞ্চিত হয়।

৯. সুদ সমাজে ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে

সুদে ঋণ গ্রহীতাকে তার কষ্টে অর্জিত আয়টুকু সুদখোর মহাজনদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হয়। তাই অতি কষ্টে তার জীবন অতিবাহিত করতে হয়। সুদ দিতে না পারলে পিতৃপুরুষের ভিটামাটি পর্যন্ত নিলামে ওঠে। এতে সুদে ঋণগ্রহীতা টাকা-পয়সা, জায়গা-জমি, বাড়ি-ঘর সবকিছু হারায়। সুদখোরদের এধরনের নিষ্ঠুর আচরণের কারণে মানুষ তাদের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়; তাদের প্রতি মানুষের ঘৃণা জন্মে এবং তাদের প্রতি বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়।

১০. সুদের কারণেই ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে

কৃষকরা সাধারণত গরিব। জমি চাষের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন, সে অর্থ তাদের নেই। তাই তারা গ্রামের মহাজন থেকে অথবা কৃষি ব্যাংক বা অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে সুদে ঋণ নেয়। আশানুরূপ ফসল হোক বা না হোক অথবা কম বা বেশি হোক, কৃষকদের নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে সুদসহ ঋণ পরিশোধ করতে হয়। ফসল না হলে বা কম হলে কৃষককে চড়াসুদে আবার ঋণ নিতে হয় অথবা জমি-জিরাত বিক্রি করে অথবা বন্ধক রেখে সুদসহ ঋণ পরিশোধ করতে হয়। অন্যথায় আদালতে মামলা হবে, তার সহায়-সম্পত্তি ক্রোক করিয়ে নেবে অথবা নিলামে চড়বে দেনার দায়ে।

গ. সুদের অর্থনৈতিক বিরূপ প্রভাব ও ক্ষতিসমূহ

১১. সুদ বিনিয়োগ কমিয়ে দেয়

প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ লর্ড কীনস তার 'জেনারেল থিওরী অব এমপ্লয়মেন্ট ইন্টারেস্ট এন্ড মানি' গ্রন্থে প্রমাণ করেছেন, সুদের হার বাড়ালে বিনিয়োগ কমে যায় এবং সুদের হার কমলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়। সুদের হার কম থাকলে মানুষ বেশি ঋণ নেয় এবং বিনিয়োগ করে। কিন্তু সুদের হার বেড়ে গেলে মানুষ ঋণ নিয়ে বিনিয়োগ করাকে কম লাভজনক মনে করে এবং ঋণ কম নেয়। ফলে বিনিয়োগ কমে যায়। লর্ড কীনস দেখিয়েছেন, সুদের হার শূন্য হলেই কেবল পূর্ণ বিনিয়োগ হয় এবং দেশের বস্তুগত ও মানবীয় সম্পর্কের পূর্ণ ব্যবহার সম্ভব হয়। অন্যথায় সুদের হার যত বাড়ে, বিনিয়োগ তত কমে যায় এবং বস্তুগত ও মানবীয় সম্পদ তত বেশি অব্যবহৃত থাকতে বাধ্য হয়। এ জন্যই লর্ড কীনস শূন্য সুদের হারকে পূর্ণ বিনিয়োগ ও পূর্ণ কর্মসংস্থানের শর্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন । সুদের হার যাতে শূন্য হয় সে জন্য তিনি সরকারকে আইন প্রয়োগ করার পরামর্শ দিয়েছেন।[২৩]

১২. সুদ অকল্যাণকর খাতে বিনিয়োগ বাড়ায়

যে খাতে মুনাফা সর্বাধিক, সে খাতেই সুদী ব্যাংকগুলো ঋণ দেয়। যে খাতে মুনাফা কম তা জনকল্যাণকর হলেও সে খাতে তারা ঋণ দিবে না। তারা সুদ পাওয়ার নিশ্চয়তা পেলেই ঋণ দিবে। সাধারণত সমাজের অকল্যাণকর খাতে মুনাফা বেশি। তাই সেখানে বিনিয়োগে তাদের আগ্রহ বেশি। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দারিদ্র্য বিমোচন ও গৃহ নির্মাণ প্রভৃতি প্রকল্পে তারা বিনিয়োগ করতে চায় না। যদিও এগুলো জনগণের অত্যন্ত প্রয়োজন। পক্ষান্তরে বিলাস সামগ্রী, প্রসাধনী, শৌখিন দ্রব্য, মদ ও নেশার বস্তু উৎপাদন, চলচ্চিত্র প্রভৃতি প্রকল্পে সহজে সুদে ঋণ পাওয়া যায়।

১৩. সুদ অনুৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগে উৎসাহিত করে

সুদী অর্থনীতিতে সুদে বিনিয়োগকারী ঝুঁকিমুক্ত, নিশ্চিত, নিরাপদ ও নির্ধারিত আয়ের পথ খোঁজে। তারা ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগের দিকে যেতে চায় না। তারা বিনা পরিশ্রমে তাদের সঞ্চয় ব্যাংকে জমা রাখে এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অংশ না নিয়ে সুদ পেয়ে সন্তুষ্ট থাকে। ব্যাংকও ঝুঁকিহীন নিশ্চিত আয়ের আশায় আমানতের বিরাট অংশ ট্রেজারী বিল ক্রয়, বিনিয়োগ বিল ভাঙ্গানো, সরকারি সিকিউরিটি বা ঋণপত্র ক্রয়, হুন্ডি ভাঙ্গানো, ফটকা

---

২৩. J.M. keynes, *The General Theory of Employment Interest and Money,* (New York: 1978), p.351.

কারবার ইত্যাদি অনুৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করে থাকে। ফলে উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগের জন্যে প্রয়োজনীয় পুঁজির অভাব দেখা যায়। এতে সুদের হার আরো বেড়ে যায় এবং বিনিয়োগ ও উৎপাদন হ্রাস পায়। বিনিয়োগ কমে যাওয়ায় শ্রমিক বেকার হয় এবং উৎপাদন কমে যাওয়ায় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। অর্থনীতিতে সৃষ্টি হয় বিরাট সংকট। এ সম্পর্কে কীনস বলেছেন, Except during the war I doubt we have any recent experience of a boom so strong that it led to full employment." [২৪]

তিনি আরো বলেন-"A lower rate of interest stimulates an expansion of capital investment in fields which at higher rates would be unprofitable."[২৫]

১৪. সুদ পুঁজিকে অলস রাখতে উৎসাহিত করে

মহাজন ও ঋণদাতাগণ সঞ্চয়ের একটি বিরাট অংশ সুদের হার আশানুরূপ বৃদ্ধির আশায় ধার দেয়ার টাকা ধরে রাখে। এভাবে বহু অর্থ অলসভাবে পড়ে থাকে। ফলে উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে পুঁজির ঘাটতি সৃষ্টি হয়।

১৫. সুদ পুঁজি গঠনের প্রতিবন্ধক

এ প্রসঙ্গে কীনস বলেছেন-"আর্থিক সুদের হার প্রকৃত পুঁজি গঠনে বাধা সৃষ্টি করে। সুদের এই প্রতিবন্ধকতা অপসারিত করা হলে আধুনিক বিশ্বে প্রকৃত পুঁজি গঠনের গতি দ্রুত হারে এবং তাৎক্ষণিকভাবে না হলেও স্বল্পকালের মধ্যে শূন্য সুদের হার ন্যায়সঙ্গত হার বলে স্বীকৃত হবে। সুতরাং প্রথম এবং প্রধান বিষয় হচ্ছে অর্থের ওপর সুদের হার হ্রাস করা।"[২৬]

১৬. সুদ সঞ্চয় ও মূলধন বৃদ্ধিতে সহায়ক নয়

আধুনিক অর্থনীতি প্রমাণ করেছে, "সঞ্চয় ও মূলধন সুদের হারের দ্বারা নির্ধারিত হয় না, বরং সঞ্চয় নির্ভর করে বিনিয়োগ হারের ওপর আর বিনিয়োগ নির্ভর করে ভোগের ওপর। অপরদিকে ভোগ নির্ভর করে আয়ের ওপর, যা প্রকারান্তরে আবার বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের ওপরই একান্ত নির্ভরশীল।"[২৭]

১৭. সুদ কোনভাবেই মূলধন গঠনে সহায়তা করে না

ব্রিটেনে আর্থিক পদ্ধতি স্টাডি করার জন্য নিয়োজিত রেড ক্লীফি কমিটি এক রিপোর্টে বলেছেন, "অধিকাংশ অর্থনীতিবিদ ও বিশেষজ্ঞের মতে সুদের হার বৃদ্ধি পেলেও তা ব্যক্তিগত সঞ্চয় বৃদ্ধি করে না।"[২৮]

সুতরাং সুদের হার যত কমবে সঞ্চয় তত বৃদ্ধি পাবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, সে সময় আমেরিকার মাত্র ১% সুদের হরে সঞ্চয় এত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, উচ্চতর সুদের হার থাকাকালে তা কখনও সম্ভব হয়নি।[২৯]

১৮. সুদ ব্যবসাকে ধ্বংস করে

সুদ বেশি হলে ব্যবসায়ীরা ব্যবসায় টাকা বিনিয়োগ করতে ভয় পায়। তাতে ব্যবসায় লস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই তারা ঝুঁকি নিতে চায় না। মুনাফার চেয়ে সুদ বেশি হলে ব্যবসায়ীরা ব্যবসা বাদ দিয়ে নিজের পুঁজির টাকা সুদে খাটায়। এভাবে সুদে ব্যবসা ধ্বংস হয়। জন লক যথার্থই বলেছেন, "উচ্চহারে সুদ ব্যবসাকে ধ্বংস করে দেয়। মুনাফার চেয়ে সুদ বেশি সুবিধাজনক। ব্যবসায়ীরা সুদ প্রাপ্তির নিশ্চয়তার লোভে ব্যবসা পরিহার করে সুদে অর্থ খাটায়।"[৩০]

---

২৪. J.M.keynes, Ibid, p.115.

২৫. Ibid. p.322.

২৬. Ibid. p.21.

২৭. অধ্যাপক শরীফ হসাইন, *সুদ সমাজ অর্থনীতি*, (ঢাকা : ইসলামিক ইকোনোমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, ১৯৯২ ইং), পৃ. ২১

২৮. *Red clif committee Report* : Her Majesty's, Stationary office, (London : 1959). p.197.

২৯. Dr Anwar Iqbal Quraishi, *Islam and the Theory of Interest,* (Dhaka : Islamic Foundation Bangladesh, 1987), p.37.

৩০. J. M. Keynes-এর এই উক্তিটি উদ্ধৃত করেছেন অধ্যাপক মুহাম্মাদ শরীফ হুসাইন, *সুদ সমাজ অর্থনীতি*, (ঢাকা : ইসলামিক্স রিসার্চ ব্যুরো, ১৯৯২ ইং), পৃ.২০

১৯. সুদের কারণে পণ্য উৎপাদনহ্রাস পায়

সুদমুক্ত অর্থনীতির তুলনায় সুদী অর্থনীতিতে উৎপাদন কম হয়। সুদী অর্থনীতিতে সুদ বৃদ্ধির জন্য সুদে ঋণদাতার সঞ্চয়ের একটি বিরাট অংশ হাতে ধরে রাখে। এতে বহু অর্থ অলস পড়ে থাকে। যা বিনিয়োগ করলে উৎপাদন বাড়তো। সুদী ব্যাংকগুলোর ঝুঁকিরস্থলে ও দীর্ঘমেয়াদি উৎপাদন কাজে বিনিয়োগ কম। বিনিয়োগ কম হওয়ায় বেকার সমস্যা দেখা দেয়। সুদী অর্থনীতিতে বেকার সমস্যা ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণে বিপুল সংখ্যক মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমে যায়। তাই উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা থাকে খুবই কম, উৎপাদিত পণ্য বিক্রি হয় না। ফলে সুদের কারণে উৎপাদনহ্রাস পায়।

২০. সুদ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করে

সুদ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করার কারণ হলো, সুদী অর্থনীতিতে উৎপাদিত পণ্যের সাথে সুদ যোগ হয়।

সুদী অর্থনীতিতে দ্রব্যমূল্য=(কাঁচা মাল ও মজুরী খরচ+খাজনা+মুনাফা)+সুদ

ইসলামিক অর্থনীতিতে দ্রব্যমূল্য=(কাঁচামাল ও মজুরী খরচ+খাজনা+মুনাফা)+০

সুদী অর্থনীতিতে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির আরেকটি কারণ হলো সুদী অর্থনীতিতে বিনিয়োগ কম হওয়ায় এবং পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় চাহিদা কমে যায়। কম পণ্যদ্রব্য উৎপাদনে উৎপাদন খরচ বেড়ে যায়। উৎপাদন খরচ বেড়ে যাওয়ায় দ্রব্যমূল্যও বেড়ে যায়। সুদের কারণে মূল্যবৃদ্ধি তিন বা চার ধাপে পণ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়। যেমন কাপড় সূতা থেকে তৈরি হয়। সূতা তৈরি হয় তুলা থেকে। তুলা আমদানি কারকরা তুলা আমদানি করতে ব্যাংক থেকে সুদে ঋণ নেয়। সূতা তৈরির মিল ব্যাংক থেকে সুদে ঋণ নেয়। কাপড় তৈরির বস্ত্রকলও ব্যাংক থেকে সুদে ঋণ নিল। পাইকারী কাপড় বিক্রেতা বা এজেন্টগণও ব্যাংক থেকে ঋণ নিল। এখন একটি কাপড় তৈরিতে ক. তুলা আমদানি কারক খ. সূতা তৈরির মিল, গ. বস্ত্রকল. ঘ. কাপড়পাইকারী বিক্রেতা বা এজেন্ট সব মিলে চার ধাপে সুদ যোগ হল। এভাবে উৎপাদিত পণ্যে সুদ যোগ হওয়ায় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়।

২১. সুদ বেকার সমস্যা সৃষ্টি করে

সুদ বেশি থাকলে বিনিয়োগ কম হয়। মুনাফার চেয়ে সুদ বেশি হলে শিল্প-কারখানা বন্ধ হয়ে যায়। বিনিয়োগ কম থাকায় এবং শিল্প-কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় লক্ষ লক্ষ শ্রমিক বেকার হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে সুদ বিলোপ করা হলে বিনিয়োগ বেড়ে যাবে এবং কর্মসংস্থানের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি হবে। মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বেড়ে যাবে। উৎপাদিত পণ্য-সামগ্রীর চাহিদা সৃষ্টি হবে। তাতে পণ্য বিক্রি বেড়ে যাবে। ফলে মুনাফার পরিধিও বৃদ্ধি পাবে। মুনাফা বেড়ে গেলে আরো শিল্প-কারখানা গড়ে ওঠবে। বেকার সমস্যার সমাধান হবে।

২২. একচেটিয়া ব্যবসার দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি

সুদী ব্যাংকগুলো বড় বড় ব্যবসায় সুদে বিনিয়োগ করতে বেশি ইচ্ছুক। তারা বড় বড় ব্যবসায়ীদের যে শর্তে ও যে সময়ের জন্য ঋণ দেয়, সে শর্তে ও সে সময়ের জন্য ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের ঋণ দেয় না। তাই ছোট ছোট ব্যবসায়ীরা প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে ব্যবসা ছাড়তে বাধ্য হয়। ফলে একচেটিয়া ব্যবসায় দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি পায়।

২৩. সুদ মুষ্টিমেয় লোকের হাতে পুঁজি সীমাবদ্ধ করে

সুদী অর্থনীতিতে এক শ্রেণির মানুষ বিনা শ্রমে ও বিনা ঝুঁকিতে সুদে টাকা খাটিয়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে। তাদের টাকা না কমে বাড়তে থাকে। এভাবে সুদ মুষ্টিমেয় লোকের হাতে পুঁজি সীমাবদ্ধ করে দেয়।

২৪. সুদ মজুরী বৃদ্ধির অন্যতম প্রতিবন্ধক

সুদের হার বেশি থাকলে বিনিয়োগ কম হয়। বিনিয়োগ কম থাকলে প্রচুর শ্রমিক বেকার থাকে। বেকার শ্রমিকরা অল্প মজুরীতেই কাজ করতে বাধ্য হয়। অন্যদিকে সুদ বেশি থাকলে মুনাফা কম হয়। মুনাফা কম হলে শিল্প উদ্যোক্তার পক্ষে ব্যবসা টিকিয়ে রাখাই কষ্টকর হয়ে পড়ে। সে সময়ে শ্রমিকের মজুরী বৃদ্ধি করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

২৫. সুদ মুদ্রাস্ফীতি ঘটায়

সুদী ব্যাংকগুলো অনুৎপাদনশীল খাতে ঋণ, ভোগ্যপণ্য উৎপাদনে ও সরকারের বাজেট ঘাটতি পূরণের জন্য ঋণ দিয়ে থাকে। এসব ঋণের সঙ্গে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন ও সরবরাহের কোন সম্পর্ক থাকে না। বাজারে অর্থের সরবরাহ বাড়ে কিন্তু পণ্যসামগ্রীর উৎপাদন বাড়ে না। এভাবে সুদী ব্যবস্থায় মুদ্রাস্ফীতি ঘটে। দ্রব্য-সামগ্রীর মূল্য

ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু জনসাধারণের আয় বৃদ্ধি পায় না। ফলে জীবনযাত্রা হয়ে ওঠে দুর্বিষহ। এ সময়ে ব্যবসায়ীরা বর্ধিত মূল্যে পণ্য-সামগ্রী বিক্রি করে প্রচুর মুনাফা লুটে নেয়। সুদী ব্যাংকের পক্ষেও বেশি পরিমাণ সুদ আদায়ে সুবিধা হয়।

২৬. সুদ শেয়ার বাজারে ধস নামায়

শেয়ার বাজারে ধস নামার ব্যাখ্যা করে অর্থনীতিবিদগণ উচ্চ সুদের হারকে দায়ী করেছেন। ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজীর ব্যবস্থাপনা ও অর্থনীতির অধ্যাপক লেষ্টার সি থারোর মতে, "শেয়ার বাজার ধস নামার প্রধান কারণ চড়া সুদের হার।"[৩১]

২৭. সুদ শেয়ার বাজারে ফটকা কারবারের জন্ম দেয়

সুদের হারের অনিয়মিত ও ঘন ঘন উঠানামা শেয়ার বাজারে ফটকা কারবারের জন্ম দেয় এবং ফটকাবাজিকে উৎসাহিত করে। সুদী অর্থনীতি পুঁজির এক বিরাট অংশ ফটকা কারবারে খাটানো হয় এবং প্রকৃত বিনিয়োগকারীরা বঞ্চিত থেকে যায়। বিশ্বের প্রায় সকল দেশেই সাধারণত দালাল এবং ঠিকাদারদের মাধ্যমে শেয়ার, স্টক, সিকিউরিটি ইত্যাদি বেচাকেনা করতে হয়। এ দালালরা সুকৌশলে শেয়ার বাজারে ফটকা সৃষ্টি করে। এম. এস. রিস্ক লিখেছেন, "শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়কারীরা এমন একটি পণ্য বেচা-কেনা করে যা তারা ভোগ করতে পারে না, তাদের কারবারে খাটাতে পারে না। এ পণ্যের ওপর তারা কোন কাজ করে না এবং এর ওপর কোন মূল্য সংযোজনও তারা করে না।"[৩২]

এ ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র পরিচালিত রকওয়েল স্টাডিতে দেখানো হয়েছে যে, বড় ফটকাবাজরা ক্রমাগতভাবে জয়ী হয়, আর ছোট কারবারীদের ধ্বংসের বিনিময়েই বড়রা তাদের মুনাফা লাভ করে থাকে।"[৩৩]

সুদ প্রথা বিলোপ করা হলে শেয়ার বাজারে ফটকা কারবার অবশ্যই কমে আসবে এবং প্রকৃত বিনিয়োগ কারীদের স্বার্থ রক্ষা পাবে। সুদের অনুপস্থিতিতে ব্যাংক এবং ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানকে কারবারে লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে বিনিয়োগ করতে হবে। ফলে এসব প্রতিষ্ঠান যখন দেখবে যে, ফটকা কারবারে অর্থ খাটালে লাভ তো দূরের কথা আসলও খোয়া যেতে পারে, তখন এরা শেয়ার জামানত রেখে ঋণ দিতে অধিক সতর্কতা অবলম্বন করবে। ফলে ফটকা কারবার নিম্ন পর্যায়ে নেমে আসবে।[৩৪]

গ. সুদের রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক বিরূপ প্রভাব এবং ক্ষতি

২৮. সুদ জনগণের ওপর করের বোঝা চাপিয়ে দেয়

সরকারকে বিভিন্ন প্রকল্পে অর্থ বিনিয়োগ, সরকারি খাতে অবস্থিত শিল্প-কারখানা ও জনকল্যাণমূলক কাজে অর্থ যোগান দানে, দুর্যোগ মোকাবেলায় খরচ বহন করার জন্য বিপুল ঋণ গ্রহণ করতে হয় বিভিন্ন ব্যাংক ও অর্থ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান থেকে। এসব ঋণ গ্রহণের কারণে সরকারকে সুদ প্রদান করতে হয়। সরকার এ সুদের অর্থ সংগ্রহের জন্য জনগণের ওপর কর আরোপ করে। এভাবে সুদ জনগণের ওপর করের বোঝা চাপিয়ে দেয়।

২৯. বৈদেশিক ঋণের বোঝা বাড়ায়

উন্নয়নশীল দেশগুলো রাস্তা-ঘাট, ব্রিজ ও বিভিন্ন ভৌত অবকাঠামো বিনির্মাণের জন্য বিদেশ থেকে ঋণ গ্রহণ করে। এ ঋণ সুদসহ পরিশোধ করতে হয়। এ সুদে ঋণ নেওয়া অর্থ প্রায়ই কাজে লাগানো হয় না এবং তাতে কাঙ্ক্ষিত উন্নতি অর্জিত হয় না। তাই নির্দিষ্ট সময়ের পর ঋণ দেওয়া তো দূরের কথা, সুদ পরিশোধ করাও সম্ভব হয় না। সুদ পরিশোধের জন্য আবার নতুন ঋণ করতে হয়। অন্যথায় চক্রবৃদ্ধি হারে সুদসহ ঋণ বাড়তে থাকে। সুদের ভারে জর্জরিত বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ করা অনুন্নত দেশের পক্ষে এক বিরাট সমস্যা। সুদ বিদেশের ওপর দেশি অর্থনীতির নির্ভরশীলতা বাড়িয়ে দেয়। তাই বিশ্বের বড় বড় অর্থনীতিবিদগণ সুদের তীব্র সমালোচনা করেছেন। মোটকথা সুদ অর্থনৈতিক শোষণের সবচেয়ে বড় মাধ্যম। সুদ পুঁজি গঠন, বিনিয়োগ ও উৎপাদনের

---

৩১. L. Stone, *The Commodity Future Game,* (Paris:1965), P. 226.

৩২. M. S. Risk. *Stock Market Economics,* (London : 1991), p.204.

৩৩. R.T. Tuwells, C.V. Harlow & L. stone, *The commodity Future Game* (paris : 1965), p.229-302

৩৪. ড. মোহাম্মাদ জাকির হুসাইন, *আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদিসের অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৫

গতি শ্লথ করে দেয়। সুদ অর্থনৈতিক বৈষম্য বাড়িয়ে তোলে এবং চরম অস্থিরতা ও মন্দা সৃষ্টির মাধ্যমে অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করে তোলে। সুদ সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলাকে বিঘ্নিত করে। তাই সুদ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়। এজন্যই ইসলাম সুদ নিষিদ্ধ করেছে। মানুষকে মানব জাতির ক্ষতিকর সুদ থেকে বিরত রাখে আখিরাতে বিশ্বাস।

সুদ প্রতিরোধে আখিরাতে বিশ্বাস

সুদ প্রতিরোধে আখিরাতে বিশ্বাসের ভূমিকা নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

১. সুদ বর্জন দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ লাভের মাধ্যম

সুদ বর্জন দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ লাভের মাধ্যম। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

"হে ইমানদারগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় কর, যেন তোমরা সফলকাম হও। আর তোমরা সেই আগুনকে ভয় করো যা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।"[৩৫]

আল্লামা ইবনে কাছীর বলেন : (উক্ত আয়াতে) ইহা (সুদ) হতে আল্লাহ তার বান্দাদেরকে বিরত থাকতে বলেন, অবশ্য যদি তারা দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ লাভ করতে চায়। পরক্ষণেই তাদেরকে এর ভয়াবহ পরিণতি স্বরূপ জাহান্নামের ভীতি ও কঠোর শাস্তির কথা জানিয়ে দেয়া হয়েছে।[৩৬]

২. সুদখোরদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার অসন্তোষ

সুদের প্রতি এবং সুদের সাথে যারা জড়িত তাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা এতই ক্রুদ্ধ যে, দুনিয়াতেই সুদকে আল্লাহ তা'আলা নিশ্চিহ্ন করেন। তা সাথে সাথে হতে পারে অথবা বিলম্বেও হতে পারে। উপরন্তু আখিরাতের শাস্তিও রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন : **يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ**

"আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ কোন অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালবাসেন না।"[৩৭]

উক্ত আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দিয়েছেন যে, যারা সুদের সাথে জড়িত তারা অকৃতজ্ঞ এবং পাপী। তারা আল্লাহ তা'আলার ভালবাসা থেকে বঞ্চিত। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা সুদের বকেয়া ছেড়ে না দিলে আল্লাহ ও রাসূলের সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

"হে ইমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যা বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা মু'মিন হও। তারপরও যদি না ছাড় তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। কিন্তু যদি তোমরা তাওবা কর তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই থাকবে। এতে তোমরা অত্যাচার করবে না এবং অত্যাচারিতও হবে না।"[৩৮]

৩. সুদ খাওয়া আল্লাহ তা'আলার নিকট গুরুতর অপরাধ

সুদ খাওয়া আল্লাহ তা'আলার নিকট অত্যন্ত নিকৃষ্ট কাজ ও গুরুতর অপরাধ।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الرِّبَا سَبْعُونَ حُوبًا، أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ»

ক. আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "সুদের গুনাহের সত্তরটি স্তর রয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে ক্ষুদ্র স্তর হলো আপন মাকে বিবাহ (জিনা) করা।"[৩৯]

---

৩৫. আল-কুরআন, *সূরাহ আলি ইমরান* ৩ : ১৩০-১৩১

৩৬. আবুল ফিদা ইসমাঈল ইব্‌ন উমর ইব্‌ন কাছীর, *তাফসীরুল কুরআনিল আজীম,* (বৈরুত : দারুল কিতাবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১৯হি.), খ. ২, পৃ. ১০২

৩৭. আল-কুরআন, *সূরা বাকারা* ২ : ২৭৬

৩৮. আল-কুরআন, *সূরা বাকারা* ২ : ২৭৮-২৭৯

৩৯. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াযিদ ইব্‌ন মাজাহ আল-কাযভীনী, *সুনানু ইবনি মাজাহ*, অধ্যায় : আত-তিজারাহ, অনুচ্ছেদ : আত-তাগলিজু ফির রিবা, (হালব : দারু ইহইয়ায়িল কিতাব আল-আরাবিয়্যাহ), খ. ২,পৃ. ৭৬৪, হাদিস নং-২২৭৪

عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا، أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ"

খ. আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি নবী (স.) হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "সুদে তিহাত্তরটি গুনাহ রয়েছে। তার মধ্যে সর্বনিম্ন গুনাহটি হলো নিজের মাকে বিবাহ (জিনা) করা।"[৪০]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " دِرْهَمُ رِبًا أَشَدُّ عَلَى اللهِ مِنْ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً " وَقَالَ: " مَنْ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنَ السُّحْتِ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ " " وَرُوِيَ فِي الرِّبَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ "

গ. ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি নবী (স.) হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "সুদের এক দিরহাম গ্রহণ করা আল্লাহর নিকট ছত্রিশ বার জিনা করার চেয়েও গুরুতর অপরাধ।"[৪১]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْظَلَةَ بْنِ الرَّاهِبِ، أَنَّهُ سَمِعَ كَعْبًا يُحَدِّثُ فِي الْحِجْرِ قَالَ: " دِرْهَمُ رِبًا يَأْكُلُهُ أَحَدُ النَّاسِ فِي بَطْنِهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ أَعَزُّ عَلَيْهِ فِي الْإِثْمِ عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً"

ঘ. আব্দুল্লাহ ইব্ন হানত্বাহ ইব্ন আর-রাহিব (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি কাব (রা.)-কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেছেন : "সুদের এক দিরহাম কোন ব্যক্তি খেয়ে পেটে ভরল অথচ সে তা জানে যে, পরাক্রমশালী আল্লাহর নিকট কিয়ামতের দিন ছত্রিশ বার জিনা করার চেয়েও গুরুতর অপরাধ।"[৪২]

৪. ধন-সম্পদ সঞ্চয়ের নেশা দূরীকরণ

ধন সম্পদ সঞ্চয় করা মানুষের একটি নেশা। মানুষ ধন-সম্পদ যতই সঞ্চয় করে ততই তার আরো ধন-সম্পদ সঞ্চয়ের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ

"আর অবশ্যই সে ধন সম্পত্তির আসক্তিতে প্রবল।"[৪৩]

ধন-সম্পত্তি সঞ্চয়ের নেশা মানুষকে সুদের দিকে ধাবিত করে। কারণ সুদের মাধ্যমে বিনা শ্রমে ও বিনা ঝুঁকিতে প্রচুর ধন-সম্পত্তি অর্জন করা যায়। আখিরাতে বিশ্বাস মানুষের মন থেকে ধন-সম্পত্তি সঞ্চয়ের নেশা দূর করতে সহায়তা করে। কারণ এই নেশা মানুষকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ

"ধ্বংস এমন প্রত্যেক ব্যক্তির, যে সম্মুখে ও পশ্চাতে পরনিন্দা করে। যে সম্পদ জমা করে এবং তা বার বার গণনা করে। সে মনে করে, তার সম্পদ তার কাছে চিরকাল থাকবে। কখনো না, সে অবশ্যই হুতামায় নিক্ষিপ্ত হবে। আর আপনি কি জানেন, হুতামা কি? তা আল্লাহর প্রজ্বলিত আগুন। যা (শরীর স্পর্শ করা মাত্র) অন্তর পর্যন্ত গ্রাস করবে। নিশ্চয়ই তা (সে আগুন) তাদের ওপর পরিবেষ্টিত করে দেয়া হবে, উঁচু উঁচু স্তম্ভসমূহে।"[৪৪]

৫. সুদ প্রতিরোধে জাকাত

জাকাত আদায়ে আখিরাতে বিশ্বাসের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আখিরাতে বিশ্বাস ছাড়া একজন মানুষের পক্ষে সঠিক ভাবে জাকাত আদায় অসম্ভব। সুদ প্রতিরোধে জাকাত তিনভাবে ভূমিকা পালন করে।

---

৪০. আল-হাকিম মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহ, *আল-মুসতাদরাকু আলাস সহীহাইন*, অধ্যায় : ওয়া আম্মা হাদীসু আবী হুরায়রা (রা.), (বৈরুত : দারু কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১১হি./১৯৯০ইং), খ. ২,পৃ. ৪৩, হাদিস নং-২২৫৯

৪১. আহমদ ইব্ন হুছাইন ইব্ন আলী আবু বাকর আল-বায়হাকী, *শু'আবিল ঈমান*, আধ্যায় : কাবদুল ইয়াদি আনিল আমওয়ালিল মুহরিমাতি, (রিয়াদ : মাকতাবাতার রুশদ লিন নাশরি ওয়াত তাওযী, ১৪২৩হি./২০০৩খ্রি.), খ. ৭,পৃ. ৩৬৩, হাদিস নং-৫১৩০

৪২. আহমদ ইব্ন হুছাইন ইব্ন আলী আবু বাকর আল-বায়হাকী, *শু'আবিল ঈমান*, অধ্যায় : কাবদুল ইয়াদি আনিল আমওয়ালিল মুহরিমাতি, (রিয়াদ : মাকতাবাতার রুশদ লিন নাশরি ওয়াত তাওযী, ১৪২৩হি./২০০৩খ্রি.), খ. ৭,পৃ. ৩৬২, হাদিস নং-৫১২৯

৪৩. আল-কুরআন, *সূরা আদিয়াত* ১০০ : ৮

৪৪. আল-কুরআন, *সূরাহ হুমাযাহ* ১০৪ : ১-৯

এক. বিপদগ্রস্ত মানুষ বিপদ থেকে মুক্তি

সমাজে হঠাৎ বিপদগ্রস্ত মানুষ বিপদ থেকে মুক্তির জন্য এবং গরিব অসুস্থ মানুষ চিকিৎসার জন্য সুদে ঋণ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। এ সমস্ত মানুষ জাকাতের অর্থ পেলে তাদের আর সুদে ঋণ গ্রহণ করতে হয় না। তারা সুদের পাপ থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে।

দুই. ক্ষুদ্র ঋণের বিকল্প

বিত্তহীন মানুষ সচ্ছলতা লাভের আশায় ফসল ফলানোর জন্য বা ব্যবসা-বাণিজ্য করার জন্য সুদে ঋণ গ্রহণ করে থাকে। এ সমস্ত বিত্তহীন মানুষ জাকাতের অর্থ দ্বারা জমি চাষাবাদ করতে পারে অথবা ব্যবসা বাণিজ্য করে নিজেদের সচ্ছল করে তুলতে পারে।

তিন. জাকাত বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে

একজন ধনী ব্যক্তিকে বছরে সমস্ত সঞ্চিত ধন-সম্পদের শতকরা আড়াই টাকা হিসেবে জাকাত দিতে হবে। একজন ধনী যদি ধন সম্পদ ব্যবসায় বিনিয়োগ না করে তাহলে তার সম্পদ কমতে থাকবে। তাই সে ধন সম্পদ ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে বাধ্য হয়। বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেলে মানুষের কর্মসংস্থান হয়। ফলে সমাজের অসচ্ছল মানুষের সচ্ছলতা ফিরে আসে। তাই তারা বিপদে আপদে অথবা অন্য কোন কারণে সুদে ঋণ গ্রহণ করার প্রয়োজন হয় না।

আখিরাতে জাকাত না দেয়ার ভয়াবহ পরিণতি

ক. ধন-সম্পদকে জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করে শরীরে সেঁক দেয়া

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

"আর যারা সোনা ও রুপা পুঞ্জীভূত করে রাখে, তা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না, তুমি তাদের বেদনাদায়ক আজাবের সুসংবাদ দাও। যেদিন জাহান্নামের আগুনে তা গরম করা হবে, অতঃপর তা দ্বারা তাদের কপালে, পার্শ্বে এবং পিঠে সেঁক দেয়া হবে। (আর বলা হবে) এটা তা-ই যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা করে রেখেছিলে। সুতরাং তোমরা যা জমা করেছিলে তার স্বাদ উপভোগ কর।"[৪৫]

খ. বিষধর সাপের দংশন

عن أبي هريرة ﷺ قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزميه يعني شدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا { لا يحسبن الذين يبخلون } الآية) .

আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন আর সে তার জাকাত না দেয়, কিয়ামতের দিন ঐ ধন-সম্পদ তার জন্য লোমহীন মস্তক বিশিষ্ট সাপে পরিণত করা হবে, যার (চক্ষুদ্বয়ের) ওপর দুটি কালো বিন্দু থাকবে এবং ঐ সাপ তার গলায় পেঁচানো হবে এবং তা ঐ ব্যক্তির দু'চোয়াল (কামড় দিয়ে) ধরে থাকবে, আর বলবে, আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার গচ্ছিত ধন............।"[৪৬]

৬. যৌথ বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠা

যৌথ বিনিয়োগ করে সুদ প্রতিরোধ সম্ভব। বড় ধরনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে প্রচুর পুঁজির প্রয়োজন হয়। আরো প্রয়োজন হয় প্রজ্ঞা, মেধা ও প্রচুর জনবলের। এ বৃহৎ বিশ্বে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও সহযোগিতা ছাড়া বড় ধরনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও মিল ফ্যাক্টরি গড়ে তোলা সম্ভব নয়। সুদী বিনিয়োগ বর্জন করে যৌথ বিনিয়োগ করে প্রচুর পুঁজি সংগ্রহ করা সম্ভব। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন সততা ও বিশ্বস্ততা। সততা ও বিশ্বস্ততা ছাড়া যৌথ বিনিয়োগ সম্ভব নয়। শুধুমাত্র সততার অভাবে বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও মিল ফ্যাক্টরি

---

৪৫. আল-কুরআন, *সূরা তাওবাহ* ৯ : ৩৪-৩৫

৪৬. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, অধ্যায় : আয-যাকাত, অনুচ্ছেদ : ইছমু মানিইয-যাকাত, (দারু তাওকিন নাজাহ, ১৪২২ হি.), খ. ২, পৃ. ১০৬, হাদিস নং-১৪০৩

ধ্বংস হয়ে যায়। আখিরাত বিশ্বাস মানুষকে সৎ বানায় এবং সততা শিক্ষা দেয়। তাই আখিরাতে বিশ্বাসীরা সততা ও বিশ্বস্ততার মাধ্যমে যৌথ বিনিয়োগ করে বড় ধরনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও মিল ফ্যাক্টরি গড়ে তুলতে পারে। এভাবে যৌথ বিনিয়োগের মাধ্যমে সুদী বিনিয়োগ প্রতিরোধ সম্ভব।

عن عبد الله ﷺ، عن النبي ﷺ قال: «إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا»

ক. আব্দুল্লাহ (রা.) নবী করীম (সা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি ইরশাদ করেছেন : "অবশ্যই সততা পুণ্যের দিকে পথ প্রদর্শন করে, আর নিশ্চয়ই পুণ্য জান্নাতের পথ প্রদর্শক। অবশ্যই মানুষ সততা অবলম্বন করতে থাকে ও শেষ পর্যন্ত সে সিদ্দীকে পরিণত হয়। নিশ্চয়ই মিথ্যা পাপের দিকে নিয়ে যায়। আর পাপ জাহান্নাম পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। আর মানুষ মিথ্যা বলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহর নিকট তাকে কাযযাব (অতিশয় মিথ্যাবাদী) হিসাবে লিখে দেয়া হয়।"[৪৭]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا عَمَلُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: " الصِّدْقُ، وَإِذَا صَدَقَ الْعَبْدُ بَرَّ، وَإِذَا بَرَّ آمَنَ، وَإِذَا آمَنَ دَخَلَ الْجَنَّةَ "، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا عَمَلُ النَّارِ؟ قَالَ: " الْكَذِبُ إِذَا كَذَبَ الْعَبْدُ فَجَرَ، وَإِذَا فَجَرَ كَفَرَ، وَإِذَا كَفَرَ دَخَلَ يَعْنِي النَّارَ "

খ. আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা.) হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী করীম (স.) এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! জান্নাতের কাজ কি? তিনি বললেন : "সততা। যখন বান্দা সততা অবলম্বন করবে, তখন সে পুণ্যের কাজ করবে। আর যখন সে পুণ্যের কাজ করবে, তখন ইমানদার হবে। আর যখন সে ইমানদার হবে, তখন জান্নাতে প্রবেশ করবে। সে ব্যক্তি আবার জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! জাহান্নামের কাজ কি? তিনি বললেন : মিথ্যাবাদিতা। যখন কোন ব্যক্তি মিথ্যায় অভ্যস্ত হয় তখন সে অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়। আর যখন সে অন্যায়ে লিপ্ত হবে, তখন সে কুফরি করবে। আর যখন সে কুফরিতে লিপ্ত হবে, তখন সে প্রবেশ করবে জাহান্নামে।"[৪৮]

৭. করজে হাসানা বা উত্তম ঋণ প্রদান[৪৯]

আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে করজে হাসানা বা উত্তম ঋণ প্রদানে উদ্বুদ্ধ করে। এই ঋণ সমাজে সুদ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। সুদমুক্ত ঋণ মাইক্রো ক্রেডিটের বিকল্প হতে পারে। ঋণ দু'ধরনের। এক. সুদযুক্ত, দুই. সুদমুক্ত। আমাদের সমাজে অসংখ্য হঠাৎ বিপদগ্রস্ত মানুষ বিপদ থেকে আপাতত মুক্ত হওয়ার জন্য ব্যাংক থেকে বা সমাজের বিত্তশালীদের কাছ থেকে সুদে ঋণ গ্রহণ করে। কিন্তু এই ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য সামনে আরো বড় বিপদ অপেক্ষা করে। সুদে-আসলে ব্যাংক বা মহাজনের পাওনা পরিশোধ করতে গিয়ে তাকে সহায়-সম্পত্তি এমনকি বসতভিটা পর্যন্ত বিক্রি করে দিতে হয়। এজন্যই সুদযুক্ত ঋণ ইসলামে সমর্থন যোগ্য নয়। যা শোষণের হাতিয়ার। সুদবিহীন ঋণ ইসলামে অত্যন্ত পুণ্যময় কর্ম এবং আখিরাতে মুক্তির পাথেয়।

আকস্মিক বিপদগ্রস্ত মানুষ সুদমুক্ত ঋণ পেলে তাদের সুদযুক্ত ঋণ নিতে হবে না। আবার বিত্তহীনরা সুদমুক্ত ঋণ পেলে তারা ব্যবসা বাণিজ্য করে স্বাবলম্বী হতে পারে। এনজিও ও বিভিন্ন সংস্থার সুদযুক্ত প্রদত্ত ঋণ ব্যবহার করে গ্রামের মানুষের দারিদ্র্য যেটুকু হ্রাস পেয়েছে তা খুবই সামান্য। এর প্রধান কারণ প্রাপ্ত ঋণ কাজে লাগিয়ে ঋণ গ্রহীতারা যা উপার্জন করে তার বৃহৎ অংশ চলে যায় সুদ পরিশোধ করতে। অনেক সময় সুদসহ মূলধনের

৪৭. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আল-আদাব, অনুচ্ছেদ : ক্বাওলুল্লাহি ত'আলা ইয়া আয়্যুহাল্‌আযীনা আমানূত্‌তাকুল্লাহা ওয়া কুনূ মায়াছ ছাদিক্বীন, (দারু তাওকিন নাজাহ, ১৪২২ হি.), খ. ৮, পৃ. ২৬, হাদিস নং-৬০৯৪

৪৮. ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল, *মুসনাদু আহমাদ*, অধ্যায় : মুসনাদ আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আব্বাস (রা.), (মুয়সসাসাতুর রিসালাহ, ১৪২১হি./২০০১খ্রি.), খ. ১১,পৃ. ২১৬, হাদিস নং-৬৬৪১

৪৯. সুদবিহীন ঋণকে কুরআনের ভাষায় 'করজে হাসানা' বলা হয়েছে। 'করজ' অর্থ ঋণ, ধার বা লোন। আর 'হাসানা' অর্থ উত্তম। 'করজে হাসানা' অর্থ উত্তম ঋণ। ইসলামের ঋণ হিসেবে যে পরিমাণ অর্থ বা দ্রব্য দেয়া-নেয়া হবে সে পরিমাণ অর্থ বা দ্রব্য গ্রহীতা ঋণদাতাকে নির্দিষ্ট সময়ে ফেরত দেবে। আল-কুরআনে আল্লাহ এটিকে 'করজে হাসানা' বা উত্তম ঋণ হিসেবে ঘোষণা করেছেন।

কিস্তি শোধ করতে গিয়ে ভিটামাটি পর্যন্ত বিক্রি করতে হয়। সুদে ঋণ নিয়ে ব্যবসা বাণিজ্যে লোকসান হলে তারা আত্মহত্যা পর্যন্ত করতে বাধ্য হয়। পক্ষান্তরে সুদমুক্ত ঋণ বিত্তহীনরা পেলে তাদের অর্থনৈতিক উন্নতি ত্বরান্বিত হবে। সুদমুক্ত ঋণ প্রদান অত্যন্ত পুণ্যময় কর্ম, আখিরাতে এর প্রতিদান অনেক বেশি।

এক. ঋণ দেয়ার পুরস্কার ও প্রতিদান

ক. আল্লাহ তা'আলা বলেন : **مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ**

"কেউ আছে কি, যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দিবে? তাহলে আল্লাহ তার জন্য সেটাকে বহুগুণে বৃদ্ধি করে দিবেন। আর তার জন্য রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার।"[৫০]

খ. আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দিতে থাক। আর তোমরা তোমাদের নিজেদের মঙ্গলের জন্য ভাল যা কিছু অগ্রিম পাঠাবে তা তোমরা আল্লাহর নিকট পাবে। এটি উৎকৃষ্টতর এবং প্রতিদান হিসেবে মহত্তর।"[৫১]

উক্ত আয়াতদ্বয়ে আল্লাহকে ঋণ দেয়া শব্দটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ আল্লাহ তা'আলা সম্পূর্ণ অভাবমুক্ত। তিনি কখনো করো মুখাপেক্ষী নন। আল্লাহ তা'আলাকে ঋণ দেওয়ার অর্থ হলো বিপদগ্রস্ত বা অভাবগ্রস্ত মানুষকে ঋণ দেয়া। অভাবগ্রস্ত মানুষকে ঋণ দেয়ার জন্য আখিরাতে রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার ও উত্তম প্রতিদান।

দুই. ঋণ প্রদান করা জান্নাত লাভে সহায়ক

বিপদগ্রস্ত মানুষকে ঋণ প্রদান করা জান্নাত লাভে সহায়ক। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

"যদি তোমরা নামাজ কায়েম কর, জাকাত দাও, আমার রাসূলগণের প্রতি ইমান আনো, তাদের সাহায্য করো এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের থেকে তোমাদের পাপসমূহ মোচন করে দিবো এবং তোমাদের এমন জান্নাতে প্রবেশ করাব যার তলদেশে ঝর্ণাসমূহ সদা প্রবহমান থাকবে।"[৫২]

তিন. ঋণ প্রদানে আঠারো গুণ সওয়াব

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا: الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ، فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ؟ قَالَ: لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ، وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ "

আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "মিরাজের রজনীতে আমি জান্নাতের একটি দরজার ওপর লিখিত দেখলাম। দান-খয়রাতে দশ গুণ সওয়াব এবং ঋণ প্রদানে আঠারো গুণ সওয়াব। আমি বললাম, হে জিব্রাইল! করজ সদকার চেয়ে উত্তম হওয়ার কারণ কি? তিনি বললেন : কারণ ভিক্ষুক তার কাছে (সম্পদ) থাকতেও ভিক্ষা চায়। আর করজদার প্রয়োজন ছাড়া করজ চায় না।"[৫৩]

ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ ব্যক্তিকে সময় দেয়া বা ঋণ কমিয়ে দেয়া অথবা ক্ষমা করে দেয়া

ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ ব্যক্তিকে সময় দেয়া বা ঋণ কমিয়ে দেয়া অথবা ক্ষমা করে দেয়া আখিরাতে মুক্তির কারণ হতে পারে।

৫০. আল-কুরআন, *সূরা হাদীদ* ৫৭ : ১১

৫১. আল-কুরআন, *সূরা মুযযাম্মিল* ৭৩ : ২০

৫২.আল-কুরআন, *সূরা মায়িদা* ৫ : ১২

৫৩. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াযিদ ইব্‌ন মাজাহ আল-কাযভীনী, *সুনানু ইবনি মাজাহ*, অধ্যায় : আস-সাদাকাত, অনুচ্ছেদ : আল-কারদু, (হালব : দারু ইহইয়ায়িল কিতাব আল-আরায়্যিাহ), খ. ২,পৃ. ৮১২, হাদিস নং-২৪৩১

এক. ক্ষমা লাভ

عن أبي هريرة ﷺ : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال (كان تاجر يداين الناس فإذا رأى معسرا قال لفتيانه تجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عنا فتجاوز الله عنه)

আবূ হুরায়রা (রা.) নবী (স.) হতে বর্ণনা করেন, নবী (স.) বলেছেন : "এক ব্যবসায়ী লোকদের ঋণ দিত। কোন অভাবগ্রস্তকে দেখলে সে তার কর্মচারীকে বলত, তাকে ক্ষমা করে দাও, এই অছিলায় হয়ত আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দিবেন। এর ফলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন।"[৫৪]

দুই. কিয়ামতের দিন দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তিলাভ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ طَلَبَ غَرِيمًا لَهُ فَتَوَارَى عَنْهُ ثُمَّ وَجَدَهُ فَقَالَ إِنِّى مُعْسِرٌ. فَقَالَ آللَّهِ قَالَ آللَّهِ. قَالَ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- يَقُولُ « مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللَّهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ ».

আবূ কাতাদা (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি : "যে ব্যক্তি এই কামনা করে যে, আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি দিক, সে যেন অক্ষম ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির সহজ ব্যবস্থা করে অথবা ঋণ কর্তন করে দেয়।"[৫৫]

তিন. আরশের ছায়ায় আশ্রয় লাভ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا، أَوْ وَضَعَ لَهُ، أَظَلَّهُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ.

ছ. আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "যে ব্যক্তি অভাবী ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে সুযোগ দেয় অথবা মাফ করে দেয়, আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন তাঁর আরশের ছায়ায় আশ্রয় দিবেন, যেদিন তাঁর আরশের ছায়া ছাড়া অন্য কোন ছায়া থাকবে না।"[৫৬]

ঋণ আদায় না করা আখিরাতে মুক্তির প্রতিবন্ধক

ইচ্ছা করে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ঋণ আদায় না করা অন্যায় এবং আখিরাতে মুক্তির প্রতিবন্ধক।

এক. অনাদায়ী ঋণের গুনাহ মাফ হবে না

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ « يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلاَّ الدَّيْنَ ».

আব্দুল্লাহ ইব্ন অমর (রা.) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় নবী (স.) বলেছেন : "শহীদের সমস্ত গুনাহই মাফ করা হয় ঋণ ব্যতীত।"[৫৭]

দুই. ঋণ জান্নাতে প্রবেশে বাধা হবে

عَنْ ثَوْبَانَ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: " مَنْ فَارَقَ الرُّوحُ الْجَسَدَ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ ثَلَاثٍ، دَخَلَ الْجَنَّةَ: مِنَ الْكَنْزِ، وَالْغُلُولِ، وَالدَّيْنِ "

---

৫৪. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, অধ্যায় : আল-বুয়ূ, অনুচ্ছেদ : মান আনজারা মু'য়ছিরান, (বৈরুত : দারু ইবনে কাছীর, ১৯৮৭ইং/১৪০৭হি.), খ. ২, পৃ. ৭৩১, হাদিস নং-১৯৭২

৫৫. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আল-মুছাকাতি,অনুচ্ছেদ : ফাদলু ইনজারিল মু'ছির, (বৈরুত : দারুল জাবাল), খ. ৫, পৃ. ৩৩, হাদিস নং-৪০৮৩

৫৬. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত তিরমিযী*, অধ্যায় : আল-বুয়ূ, অনুচ্ছেদ : মা জাআ ফী ইনজারিল মুছিরি ওয়ার রিফকি বিহী, (বৈরুত : দারুল গুরুব আল-ইসলামী, ১৯৯৮), খ. ২, পৃ.৫৯০ , হাদিস নং-২৪১৪

৫৭. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আল-ইমারাহ,অনুচ্ছেদ : মান কুতিলা ফী সাবীলিল্লাহি গুফিরাত খাত্বায়াহু ইল্লা আদ-দাইন, (বৈরুত : দারুল জাবাল), খ. ৬, পৃ. ৩৮ , হাদিস নং- ৪৯৯১

ক. রাসূলুল্লাহ (স.)-এর মুক্ত দাস সাওবান (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "তিনটি দোষ থেকে মুক্ত অবস্থায় যার দেহ থেকে প্রাণবায়ু বের হয়েছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, সম্পদ পুঞ্জীভূত করা, গনিমতের মাল আত্মসাৎ ও ঋণ।"[৫৮]

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ وَضَعَ رَاحَتَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ، مَاذَا نُزِّلَ مِنَ التَّشْدِيدِ» فَسَكَتْنَا وَفَزِعْنَا، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ، سَأَلْتُهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا هَذَا التَّشْدِيدُ الَّذِي نُزِّلَ؟ فَقَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيِيَ، ثُمَّ قُتِلَ ثُمَّ أُحْيِيَ، ثُمَّ قُتِلَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ دَيْنُهُ»

খ. মুহাম্মদ ইব্‌ন জাহশ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (স.)-এর নিকট বসা ছিলাম। এমন সময় তিনি আকাশের দিকে মাথা উঠান, তারপর তাঁর হাত কপালের ওপর রেখে বললেন : সুবহানাল্লাহ! কী কঠোরতা অবতীর্ণ হলো! আমরা ভয়ে চুপ হয়ে গেলাম। পরদিন আমি জিজ্ঞেস করলাম : হে আল্লাহর রাসূল (স.)! ঐ কঠোরতা কী ছিল? যা অবতীর্ণ হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন : "যার নিয়ন্ত্রণে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ! যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়, আবার জীবিত হয়, আবার শহীদ হয় এবং আবার জীবিত হয়, পরে আবার শহীদ হয়, আর তার ওপর ঋণ থাকে, তবে সে ঋণ আদায় না করা পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"[৫৯]

তিন. নেক আমল দ্বারা ঋণ পরিশোধ করা হবে

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دِينَارٌ أَوْ دِرْهَمٌ قُضِيَ مِنْ حَسَنَاتِهِ، لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ»

ইব্‌ন উমর (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : " কোন ব্যক্তি তার জিম্মায় এক দীনার বা দিরহাম পরিমাণ ঋণ রেখে মারা গেলে (কিয়ামতের দিন) তার নেক আমল দ্বারা পরিশোধ করা হবে। আর সেখানে কোন দীনারও থাকবে না, দিরহামও থাকবে না।[৬০]

৮. আখিরাতে বিশ্বাস অনাড়ম্বরপূর্ণ জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ করে

পার্থিব চাকচিক্য মানুষকে ভোগ বিলাসে মত্ত করে। সবাই চায় ভোগ-বিলাসপূর্ণ জীবন। বিলাসী জীবনের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। এই অর্থ উপার্জনে সক্ষম না হলেই সুদে ঋণ লওয়ার প্রয়োজন হয়। বিলাস বহুল বাড়ি বানাতে হলে, ফ্যাশনেবল গাড়ি কিনতে হলে এবং বিলাসী লাইফস্টাইল অনুসরণ করতে হলে সুদে ঋণ না করে উপায় নেই। কিন্তু আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে অনাড়ম্বর জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ করে।

عن عمران بن حصين رضي الله عنهما : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال (اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء)

ইমরান ইব্‌ন হুসাইন (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : "আমি জান্নাতের মধ্যে তাকিয়ে দেখলাম যে, অধিকাংশ জান্নাতবাসী গরিব এবং আমি জাহান্নামের দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে, তাদের অধিকাংশ জাহান্নামি নারী।"[৬১]

---

৫৮. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াযিদ ইব্‌ন মাজাহ আল-কাযভীনী, *সুনানু ইবনি মাজাহ*, অধ্যায় : আস-সাদাকাত, অনুচ্ছেদ : আত-তাশদীদু ফীদ দাইন, (হালব : দারু ইহইয়ায়িল কিতাব আল-আরাবিয়্যাহ), খ. ২,পৃ. ৮০৬, হাদিস নং-২৪১২

৫৯. আবূ আব্দুর রহমান আহমাদ ইবনু শু'আইব আন-নাসায়ী, *সুনানুন নাসায়ী*, অধ্যায় : আল-বুয়ূ, অনুচ্ছেদ : আত-তাগলীজু ফীদ দাইন, (মাকতাবুল মাতলু'আতি আল-ইসলামী, ১৯৮৬ইং/ ১৪০৬ হি.), খ. ৭, পৃ. ৩১৪, হাদিস নং-৪৬৮৪

৬০. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াযিদ ইব্‌ন মাজাহ আল-কাযভীনী, *সুনানু ইবনি মাজাহ*, অধ্যায়: আস-সাদাকাত, অনুচ্ছেদ: আত-তাশদীদু ফীদ দাইন, প্রাগুক্ত, খ. ২,পৃ. ৮০৭, হাদিস নং-২৪১৪

৬১. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আর-রিক্বাক, অনুচ্ছেদ : ফাদলুল ফাক্বরা, (বৈরুত : দারু ইবনি কাছীর, ১৯৮৭ইং/১৪০৭হি.), খ. ৫, পৃ. ২৩৬৯, হাদিস নং-৬০৮৪

৯. আখিরাতের জবাবদিহিতার অনুভূতি জাগ্রত করে

সুদের উপার্জন হারাম। সুদ খাওয়া যেমন অপরাধ তেমনি সুদ দেয়াও অপরাধ। সুদের উপার্জন সম্পর্কে এবং সুদ দেয়া সম্পর্কে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার নিকট জবাবদিহি করতে হবে। কারণ আল্লাহ কিয়ামতের দিন বান্দাকে প্রশ্ন করবেন কিভাবে সম্পদ উপার্জন করেছে এবং কোথায় সম্পদ খরচ করেছে।

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَزُولُ قَدَمُ ابْنِ آدَمَ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ، عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلاَهُ، وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ.

ইব্‌ন মাসউদ হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন : "কিয়ামতের দিন আদম সন্তানকে পাঁচটি প্রশ্ন না করা পর্যন্ত তার প্রতিপালকের নিকট থেকে এক পা অগ্রসর হতে দেয়া হবে না। তার জীবন সম্পর্কে, সে কিভাবে তা অতিবাহিত করেছে? যৌবন সম্পর্কে, সে তা কিভাবে কাটিয়েছে? তার সম্পদ সম্পর্কে, সে কিভাবে তা উপার্জন করেছে, আর কোথায় তা খরচ করেছে? যা সে শিক্ষা করেছে, তার ওপর সে কী আমল করেছে।"[৬২]

সুদখোরের আখিরাতের শাস্তি

সুদের জন্য সুদের সাথে যারা জড়িত তাদের আখিরাতে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

১০. আলমে বারযাখে সুদখোর ব্যক্তির শাস্তি

حدثنا سمرة بن جندب ﷺ، قال: كان رسول الله ﷺ مما يكثر أن يقول لأصحابه: «هل رأى أحد منكم من رؤيا» قال: فيقص عليه من شاء الله أن يقص، وإنه قال ذات غداة: «إنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قالا لي انطلق، وإني انطلقت معهما،.... فأتينا على نهر – حسبت أنه كان يقول – أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة، فيفغر له فاه فيلقمه حجرا فينطلق يسبح، ثم يرجع إليه كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجرا» قال: "قلت لهما: ما هذان؟ " ، وأما الرجال والنساء العراة الذين في مثل بناء التنور، فإنهم الزناة والزواني، وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجر، فإنه آكل الربا،

ক. সামুরা ইব্‌নু জুনদাব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রায়ই তাঁর সাহাবিদেরকে বলতেন, তোমাদের কেউ কোন স্বপ্ন দেখেছে কি? রাবী বলেন, যাদের বেলায় আল্লাহর ইচ্ছা, তারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছ স্বপ্ন বর্ণনা করতেন। তিনি একদিন সকালে আমাদেরকে বললেন : "গত রাতে আমার কাছে দু'জন আগন্তুক আসল। তারা আমাকে উঠাল। আর আমাকে বলল চলুন। আমি তাদের সাথে চলতে লাগলাম।......আমরা চললাম এবং একটি নদীর তীরে গিয়ে পৌঁছলাম। রাবী বলেন, আমার যতদূর মনে পড়ে তিনি বলেছিলেন, নদীটি ছিল রক্তের মত লাল। আর দেখতে পেলাম, এই নদীতে এক ব্যক্তি সাঁতার কাটছে। আর নদী তীরে অন্য এক লোক আছে এবং সে তার কাছে অনেকগুলো পাথর একত্রিত করে রেখেছে। আর ঐ সাঁতারকারী লোকটি বেশ কিছুক্ষণ সাঁতার কাটার পর সে লোকের কাছে এসে পৌঁছে, যে নিজের নিকট পাথর জমা করে রেখেছে। তথায় এসে সে তার মুখ খুলে দেয় আর ঐ ব্যক্তি তার মুখে একটি পাথর ঢুকিয়ে দেয়। এরপর সে চলে যায়, সাঁতার কাটতে থাকে। আবার তার কাছে ফিরে আসে, যখনই সে তার কাছে ফিরে আসে তখনই সে তার মুখ খুলে দেয়, আর ঐ ব্যক্তি তার মুখে একটি পাথর ঢুকিয়ে দেয়।" তিনি বলেন : "আমি জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা?...আর ঐ ব্যক্তি, যার কাছে পৌঁছে দেখেছিলেন যে, সে নদীতে সাঁতার কাটছে ও তার মুখে পাথর ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছিল সে হল সুদখোর।"[৬৩]

---

৬২. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত তিরমিযী*, অধ্যায় : সিফাতুল কিয়ামাহ ওয়ার রাকাইক ওয়াল ওরা, অনুচ্ছেদ : ফিল কিয়ামাহ, (বৈরুত : দারুল গুরুব আল-ইসলামি, ১৯৯৮), খ.৪,পৃ. ১৯০, হাদিস নং-২৪১৬

৬৩. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আত-তা'বীরু ,অনুচ্ছেদ : তা'বীরুর রূইয়া বা'দা সালাতিছ ছুব্‌হা, (দারু তাওকিন নাজাহ, ১৪২২ হি.), খ. ৯, পৃ. ৪৪, হাদিস নং-৭০৭৪

عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي رَجُلًا يَسْبَحُ فِي نَهَرٍ يُلْقَمُ الْحِجَارَةَ، فَسَأَلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقِيلَ: هَذَا آكِلُ الرِّبَا "

খ. সুমরাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (স.) বলেছেন : "মেরাজের রজনীতে এক ব্যক্তিকে দেখলাম নদীতে সাঁতার কাটছে, তার ওপর পাথর নিক্ষেপ করা হচ্ছে। আমি প্রশ্ন করলাম এই ব্যক্তি কে? বলা হলো, এই ব্যক্তি সুদখোর।"[৬৪]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَتَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى قَوْمٍ بُطُونُهُمْ كَالْبُيُوتِ، فِيهَا الْحَيَّاتُ تُرَى مِنْ خَارِجِ بُطُونِهِمْ، فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرَائِيلُ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ أَكَلَةُ الرِّبَا "

আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : "মিরাজের রাতে আমি এমন এক সম্প্রদায়ের পাশ দিয়ে গমন করি যাদের পেট ছিল গৃহের ন্যায় বিশাল, যার মধ্যে বিভিন্ন রকমের সাপ বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছিল। আমি জিজ্ঞেস করি, হে জিবরাইল! এরা কারা? তিনি বলেন, এরা সুদখোর।"[৬৫]

১১. কিয়ামতের দিন সুদখোরদের শাস্তি

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"যারা সুদ খায় কিয়ামতের দিন তারা সে ব্যক্তির মত দাঁড়াবে যাকে শয়তান স্পর্শ করে পাগল বানিয়ে দিয়েছে। আর তা এ জন্য যে, তারা বলে, ব্যবসা তো সুদের মতই। অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল আর সুদকে হারাম করেছেন।"[৬৬]

কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'লা যখন সকল মানুষকে কবর থেকে উঠাবেন তখন সুদখোর ছাড়া সকলেই দৌড়াতে থাকবে। সুদখোরেরা দাঁড়াতে গিয়ে পড়ে যাবে, যেমন মাতাল ব্যক্তি পড়ে যায়। কারণ তারা দুনিয়ায় যে সুদ খেয়েছে আল্লাহ তা'আলা তা তাদের পেটে কয়েক গুণ বাড়িয়ে ভারী করে দিবেন। ফলে তারা দাঁড়াতে গেলে পড়ে যাবে। অন্যান্য মানুষের ন্যায় দ্রুত হাঁটতে চাইলেও তারা তা করতে সক্ষম হবে না।[৬৭]

কাতাদাহর (রা.) বলেছেন : "সুদখোর কিয়ামতের দিন পাগল হয়ে উঠবে। এটাই সুদখোরদের আলামত। হাশরের মাঠে লোকেরা তাদের চিনতে পারবে।"[৬৮]

১২. সুদের সাথে জড়িত ব্যক্তিরা জাহান্নামি

সুদ হারাম–এ কথা জেনেশুনে যারা সুদের সাথে জড়িত হবে, তারাই হবে জাহান্নামি। আর সুদকে হালাল মনে করা কুফরি, আর কুফরির শাস্তি হল চিরস্থায়ী জাহান্নাম। সুতরাং যারা সুদকে হালাল মনে করবে তারা চিরদিনের জন্য জাহান্নামি হবে।

ক. আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

---

৬৪. আহমদ ইব্‌ন হুছাইন ইব্‌ন আলী আবূ বাকর আল-বায়হাকী, *শু'আবিল ঈমান*, অধ্যায় : কাবদুল ইয়াদি আনিল আমওয়ালিল মুহরিমাতি, (রিয়াদ : মাকতাবাতার রুশদ লিন নাশরি ওয়াত তাওযী, ১৪২৩হি./২০০৩খ্রি.), খ. ৭,পৃ. ৩৫৮, হাদিস নং-৫১২১

৬৫. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াযিদ ইব্‌ন মাজাহ আল-কাযভীনী, *সুনানু ইবনি মাজাহ*, অধ্যায় : আত-তিজারাহ, অনুচ্ছেদ : আত-তাগলীজু ফীর রিবা, (হালব : দারু ইহইয়ায়িল কিতাব আল-আরাবিয়্যাহ), খ. ২, পৃ. ৭৬৩, হাদিস নং-২২৭৩

৬৬. আল-কুরআন, *সূরা বাকারা* ২ : ২৭৫

৬৭. মুহাম্মদ বিন আহমাদ বিন উসমান আয-যাহাবী, *আল-কাবায়ির*, (আল-কাহিরাহ : দারুল গাদ আল-জাদীদ, ১৪৩৪হি./২০১৩ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৪৮

৬৮. আল-মানসূর, আহমাদ ইবনে আবদুল আবীর, *আদ-দুরুল মানসুর*, (দারু ইবনিল আছীর, ২০০১খ্রি.), পৃ. ২৭৮

"যার নিকট তার প্রতিপালকের (সুদের নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে) উপদেশ এসেছে এবং সে বিরত হয়েছে তবে অতীতে যা হয়েছে তা তারই থাকবে এবং তার ব্যাপারটি আল্লাহর উপর ন্যস্ত। আর যারা পুনরায় সুদ গ্রহণ করবে, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।"[৬৯]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَرْبَعَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُدْخِلَهُمُ الْجَنَّةَ وَلَا يُذِيقَهُمْ نَعِيمَهَا: مُدْمِنُ الْخَمْرِ، وَآكِلُ الرِّبَا، وَآكِلُ مَالِ الْيَتِيمِ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَالْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَقَدِ اتَّفَقَا عَلَى خُثَيْمٍ»

খ. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "চার ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ না করানো এবং জান্নাতের স্বাদ ভোগ করানো থেকে বঞ্চিত করা আল্লাহর ওপর অবধারিত হয়ে যায়।
ক. মাদকাসক্ত ব্যক্তি,খ. সুদখোর ব্যক্তি, গ. অন্যায়ভাবে ইয়াতিমের সম্পদ ভক্ষণকারী, এবং ঘ. পিতামাতার অবাধ্য সন্তান।"[৭০]

সুপারিশমালা

সুদ মুক্ত সমাজ গঠন করতে হলে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। যথা–

১. আল্লাহর ভয় ও আখিরাতের বিশ্বাসকে মানুষের মনে বদ্ধমূল করা

আল্লাহর ভয় ও আখিরাতের বিশ্বাসকে মানুষের মনে বদ্ধমূল করতে পারলে সুদ বন্ধে সহায়ক হতে পারে।

২. আখিরাতের জবাবদিহিতা ও শাস্তি বিষয়ক কুরআনের আয়াত ও হাদিস

সুদের উপার্জনের ব্যাপারে আখিরাতের জবাবদিহিতা ও আখিরাতের শাস্তি বিষয়ক কুরআনের আয়াত ও হাদিস বেশি বেশি প্রচার করতে হবে।

৩. সুদের বিরূপ প্রভাব ও ক্ষতিসমূহ

অর্থনীতিতে সুদের বিরূপ প্রভাব ও ক্ষতিসমূহ বেশি বেশি প্রচার করতে হবে।

৪. ইসলাম ধর্মীয় অনুশাসন

ইসলাম ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার বাস্তব প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

৫. সুদ নিষিদ্ধ করা

দেশে আইন করে সুদ নিষিদ্ধ করতে হবে।

৬. সুদী মহাজন ও কারবারীদের প্রতিরোধ

সুদী মহাজন ও কারবারীরা প্রকাশ্যে বা গোপনেও যাতে সুদী লেনদেন করতে না পারে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৭. ইসলামি ব্যাংক, বীমা ও সেবামূলক আর্থিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা

সুদ নির্মূলের জন্য বেশি বেশি ইসলামি ব্যাংক, বীমা ও সেবামূলক আর্থিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে।

৮. জাকাত আদায় ও বণ্টন

সবাইকে সঠিকভাবে জাকাত আদায় করে তা গরিবদের মাঝে সুষ্ঠুভাবে বণ্টন করতে হবে।

৯. করজে হাসানার ব্যাপক প্রচলন

অভাবগ্রস্ত, বিপদগ্রস্ত, গরিব, দুঃখী ও নিরন্ন মানুষকে করজে হাসানা বা সুদমুক্ত ঋণ দিতে হবে।

---

৬৯. আল-কুরআন, সূরা বাকারা ২ : ২৭৫

৭০. আল-হাকিম মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহ, *আল-মুসতাদরাকু আলাস সহীহাইন*, অধ্যায় : ওয়া আম্মা হাদীসু আবী হুরায়রাহ (রা.), (বৈরুত : দারু কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১১হি./১৯৯০ইং), খ. ২,পৃ. ৪৩, হাদিস নং-২২৬০

১০. পাঠ্যসূচিতে সুদ

সকল শ্রেণির পাঠ্যসূচিতে সুদ ও ইসলামি অর্থনীতি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

উপসংহার

সুদ শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের প্রধান অন্তরায়। সুদ মানবতার শত্রু। সুদ সমাজের উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করছে। সুদের কারণেই সমাজে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুদ বাহ্যিকভাবে অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও চাকচিক্যময় মনে হলেও সুদের বিরূপ প্রভাব ও ক্ষতি অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। তবুও দুনিয়ার সম্পদের মোহে পড়ে মানুষ ব্যাপকভাবে সুদে জড়িয়ে পড়ছে। সুদী লেনদেনে যারা জড়িত, তাদের আখিরাতের ভয়াবহ পরিণতির কথা ভাবা উচিত। অন্যথায় তাদের দুনিয়া ও আখিরাতে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। আমাদের মনে রাখা উচিত, সম্পদের প্রকৃত মালিক আল্লাহ তা'আলা। তাই আমাদের উচিত সম্পদ বৈধভাবে উপার্জন করে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির পথে খরচ করা। সুদের উপার্জন অবৈধ। সুদে জড়িয়ে পড়লে আল্লাহ তা'আলা অসন্তুষ্ট হবেন। আল্লাহ তা'লাকে অসন্তুষ্ট করলে দুনিয়ার জীবন অশান্তিতে ভরে যাবে এবং আখিরাতে জাহান্নামের শাস্তি অবধারিত হয়ে যাবে। সুতরাং আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে সুদে ঋণ দেওয়া, সুদে ঋণ লওয়া এবং সুদী লেনদেনে জড়িত হওয়া থেকে বিরত রাখে। আখিরাতে বিশ্বাসী কখনো সুদী লেনদেনে জড়াতে পারে না। পরিশেষে বলা যায় যে, আমাদের সমাজ থেকে সুদ উচ্ছেদে আখিরাতে বিশ্বাস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সুদী লেনদেনের জন্য আখিরাতে যে সমস্ত কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে, তা মানুষের নিকট তুলে ধরতে হবে এবং আখিরাতে বিশ্বাস মানুষের মনে বদ্ধমূল করতে হবে। তাহলেই সমাজ থেকে সুদী লেনদেন বন্ধ করা সম্ভব হবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দুর্নীতি

দুর্নীতি একটি সামাজিক সমস্যা। বর্তমান সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিষ বাষ্পের মতো ছড়িয়ে পড়েছে সর্বগ্রাসী দুর্নীতি। এই দুর্নীতি বহু সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এ সর্বনাশা সামাজিক ব্যাধির মরণ ছোবলে মানুষ জর্জরিত। রাষ্ট্রীয় প্রশাসন থেকে শুরু করে দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্যসহ সর্বত্রই চলছে দুর্নীতির মহোৎসব। দুর্নীতির যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হচ্ছে গরিব মানুষ আর এক শ্রেণির মানুষ অবৈধ সম্পদের পাহাড় গড়ছে। ফলে বিপন্ন হচ্ছে মানবতা; ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে মানবাধিকার; যা জাতিকে করেছে বিপন্ন; হুমকির সম্মুখীন করছে জাতীয় অস্তিত্বকে। সারা বিশ্বে দেশে-দেশে দুর্নীতি বন্ধের জন্য বহু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে এবং নানা কৌশল প্রয়োগ করা হচ্ছে। এ সমস্ত পদক্ষেপ ও কৌশলে দুর্নীতি কিছুটা কমলেও পূর্ণ ফলপ্রসূ হচ্ছে না।

দুর্নীতি দমনের লক্ষ্যে 'দুর্নীতি দমন কমিশন'সহ আরো বহু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু আশানুরূপ ফল অর্জিত হয়নি। বরং দুর্নীতি দমন কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা পর্যন্ত দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ছে। আখিরাতে বিশ্বাস সমাজ থেকে দুর্নীতি দূর করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। মানুষের মনে যদি আখিরাতের জবাব দিহিতার ভয় থাকে এবং ভুলে না যায় কবরের আজাবের কথা আর জাহান্নামের শাস্তির কথা, তাহলে একজন মানুষ কখনো দুর্নীতি করতে পারে না। নিম্নে দুর্নীতির পরিচয়, দুর্নীতির শ্রেণিবিভাগ, দুর্নীতির প্রভাব ও ক্ষতিসমূহ এবং দুর্নীতি মুক্ত সমাজ গঠনে আখিরাতে বিশ্বাসের ভূমিকা আলোচনা করা হলো।

দুর্নীতির পরিচয়

দুর্নীতি একটি নেতিবাচক শব্দ। যার ইতিবাচক শব্দ ন্যায়নীতি বা সুনীতি। স্বাভাবিক ভাবে যা নীতি বিরোধী তা-ই দুর্নীতি।

ক. সাধারণত স্বেচ্ছায় অন্যায়ভাবে নীতি লঙ্ঘন করে কোন কাজ করে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করাকে দুর্নীতি বলে।

খ. Social work Dictionary-তে দুর্নীতির সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে এভাবে–

''Corruption is in political and public service administration, the abuse of office for personal gain, usually through bribery, extortion, influence peddling and special treatment given to some citizens and not to others." অর্থাৎ রাজনৈতিক ও সরকারি প্রশাসনে দুর্নীতি বলতে সাধারণত ঘুষ, বলপ্রয়োগ বা ভীতি প্রদর্শন, প্রভাব বা ব্যক্তিবিশেষকে বিশেষ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে অফিস-আদালতকে ব্যক্তিগত লাভের জন্য অপব্যবহার করাকে বুঝায়।[১]

গ. Oxford English Dictionary-তে বলা হয়েছে,"Dishonest or illegal behaviour, especially of people in authority; allegations of bribery and Corruption"
অর্থাৎ দুর্নীতি হলো অসততা, অবৈধ আচরণ, বিশেষ ক্ষমতা ও কর্তৃত্বে আসীন ব্যক্তিবর্গের আইন বহির্ভূত আচরণ, ঘুষ গ্রহণের অভিযোগ ইত্যাদি।[২]

ঘ. World Bank কর্তৃক প্রদত্ত দুর্নীতির সংজ্ঞা হলো : Corruption is the abuse of public power for private benefit." অর্থাৎ দুর্নীতি হলো ব্যক্তিগত স্বার্থে সরকারি দায়িত্বের অপব্যবহার।[৩]

---

১. মো. আতিকুর রহমান, *বাংলাদেশের প্রধান প্রধান সামাজিক সমস্যা ও সরকারি নীতি*, (ঢাকা : আল-কুরআন পাবলিকেশন্স, ২০০০খ্রি.) পৃ. ৩৩৫

২. A S Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, (UK: Oxford University press, 2015), p. 344

৩. Vito Tanzi, "Corruption around the world causes, consequencesscope and cures in *Governance , corruption and economics performace."* edited by George T.Abed & Sanjeev Gupta Washing to International monetary Fund, 2000, p. 25.

ঙ. Trancparency International (TI)-এর সংজ্ঞা হলো "Corrurptiopn is the abuse of public office for private gain." অর্থাৎ সরকারি দফতরকে ব্যক্তি স্বার্থে কাজে লাগানো, যেখানে জনগণের স্বার্থ উপেক্ষিত হয়।[৪]

চ. দুর্নীতি বলতে 'ঘুষ গ্রহণ ও ঘুষ প্রদান, সরকারি কর্মচারীকে অপরাধে সহায়তা করা, সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারী কর্তৃক কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে মূল্যবান বস্তু বিনামূল্যে গ্রহণ, কোনো সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারী কর্তৃক বেআইনিভাবে কোনো পক্ষপাতমূলক আচরণ প্রদর্শন, কোনো সরকারি কর্মচারী কর্তৃক বেআইনিভাবে কোনো ব্যবসায়ে সম্পৃক্ত হওয়া, কোন ব্যক্তির শাস্তি বা সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত থেকে বাঁচানোর জন্য সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারী কর্তৃক আইন অমান্য, অসৎ উদ্দেশ্যে ভুল নথিপত্র প্রস্তুত, অসাধু উদ্দেশ্যে সম্পত্তি আত্মসাৎকরণ, অপরাধমূলক বিশ্বাস ভঙ্গ, নথি জাল করা, খাঁটি দলিলকে জাল হিসেবে ব্যবহার করণ, হিসাব বিকৃতকরণমূলক কর্মকাণ্ড এবং দুর্নীতিতে সহায়তা প্রদানকে বোঝায়।

দুর্নীতির শ্রেণিবিভাগ

ক. রাজনৈতিক দুর্নীতি
খ. প্রশাসনিক দুর্নীতি
গ. বিচার বিভাগে দুর্নীতি
ঘ. শিক্ষা ক্ষেত্রে দুর্নীতি
ঙ. চিকিৎসাক্ষেত্রে দুর্নীতি
চ. ব্যবসায়িক দুর্নীতি

ক. রাজনৈতিক দুর্নীতি

১. দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে এবং দেশের জন্য ও জনগণের জন্য ক্ষতিকর যে কোন কর্মকাণ্ড রাজনৈতিক দুর্নীতির অন্তর্ভুক্ত।
২. দেশের স্বার্থ বিরোধী যে কোন চুক্তি।
৩. দেশের ও জনগণের স্বার্থ ছাড়া দেশের সম্পদ বিদেশিদের হাতে তুলে দেয়া।
৪. রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার করা।
৫. রাষ্ট্রীয় সম্পদ চুরি করা বা নষ্ট করা।
৬. নির্বাচনে মিথ্যা ওয়াদা করা, নির্বাচনে প্রভাব খাটানো, ভোট চুরি করা ও জনগণকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা।
৭. ক্ষমতাসীন দলের এমপি, চেয়ারম্যান, মেম্বর বা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বেশি বরাদ্দ দেয়া।

খ. প্রশাসনিক দুর্নীতি

১. প্রশাসনিক ক্ষমতার অপব্যবহার করা।
২. প্রশাসনিক ক্ষমতা ব্যবহার করে কারো অধিকার বা সম্পদ কেড়ে নেয়া।
৩. যোগ্য সিনিয়রকে বাদ দিয়ে জুনিয়র বা অযোগ্য কর্মচারীকে প্রমোশন দেয়া।
৪. প্রশাসনে যোগ্য প্রার্থীকে বাদ দিয়ে স্বজনপ্রীতি বা আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে অযোগ্য ব্যক্তিকে নিয়োগ করা।
৫.সরকারি অর্থসম্পদ চুরি করা বা নষ্ট করা অথবা অপচয় বা অপব্যয় করা।
৬.ব্যক্তি বা দলীয় স্বার্থে প্রশাসনিক ক্ষমতা অবৈধভাবে ব্যবহার করা।
৭. প্রশাসনিক কাজে ঘুষ নেয়া।
৮. কর্মক্ষেত্রে বিনা কারণে অনুপস্থিত থাকা বা প্রশাসনের কাজ ঠিক মত না করা।

গ. বিচার বিভাগে দুর্নীতি

১. ন্যায়বিচার না করা।
২. বিচারে ব্যক্তি বা দলীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়া।

৪. মুহাম্মদ মুহিউদ্দিন, *দুর্নীতি ও উন্নয়ন : প্রসঙ্গ বাংলাদেশ*, (ঢাকা : মাসিক ইতিহাস অন্বেষা, মার্চ ২০০৬ইং), পৃ. ৪৩

৩. সঠিকভাবে তদন্ত না করে বিচারের রায় দেয়া।
৪. বিচারে পক্ষপাতিত্ব করা।
৫. ঘুষ গ্রহণ করে অপরাধীকে মুক্তি দেয়া বা সাজা মওকুফ করে দেয়া বা সাজা কমিয়ে দেয়া।
৬. অর্থের বিনিময়ে অপরাধী বা আসামির পক্ষে রায় দেয়া।

ঘ. শিক্ষা ক্ষেত্রে দুর্নীতি

১.শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অর্থ বা সম্পদ আত্মসাৎ করা।
২. শিক্ষক কর্তৃক ছাত্রদেরকে ক্লাসে ঠিকমত পাঠদান না করে প্রাইভেট পড়তে বাধ্য করা এবং প্রাইভেট না পড়লে পরীক্ষায় কম নম্বর দেয়া অথবা প্রাইভেট পড়লে প্রাপ্যের চেয়ে বেশি নম্বর দেয়া।
৩. অর্থের বিনিময়ে পরীক্ষায় নকলের সুযোগ দেয়া বা পরীক্ষায় পাসের সুযোগ করে দেয়া।
৪. জাল সনদপত্র তৈরি করা।

ঙ. চিকিৎসা ক্ষেত্রে দুর্নীতি

১. সরকারি হাসপাতালের ওষুধ চুরি করা।
২. সরকারি হাসপাতালে ডাক্তার কর্তৃক রোগীকে সঠিকভাবে চিকিৎসা না দিয়ে নিজের পছন্দমত ক্লিনিকে যেতে বাধ্য করা।

৩. সরকারি হাসপাতালে অপেক্ষমাণ তালিকা বাদ দিয়ে ঘুষ গ্রহণ করে বা অর্থের বিনিময়ে রোগী ভর্তি করা।

৪. ডাক্তার কর্তৃক রোগীকে অপ্রয়োজনীয় টেস্ট দেয়া অথবা টেস্টের খরচ থেকে পারসেন্টিস বা ভাগ নেয়া।

৫. ডাক্তার ঘুষ খেয়ে বা বিভিন্ন উপহারসামগ্রী গ্রহণ করে রোগীকে বিভিন্ন কোম্পানির নিম্নমানের ওষুধ লেখা।

চ. ব্যবসায়িক দুর্নীতি

১. মেপে দেয়ার সময় কম দেয়া কিন্তু নেয়ার সময় বেশি নেয়া।
২. পণ্যে ভেজাল দেয়া।
৩. ব্যবসায় প্রতারণা ও ধোঁকাবাজি করা।

দুর্নীতির প্রভাব ও ক্ষতিসমূহ

ক. ব্যক্তি জীবনে দুর্নীতির প্রভাব ও ক্ষতিসমূহ

১. চরিত্র ধ্বংস

দুর্নীতি মানুষের নৈতিক চরিত্র ধ্বংস করে।

২. প্রতিভা বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে

দুর্নীতি প্রতিভা বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে। প্রতিভাবান ছাত্র যখন দেখে ভাল রেজাল্ট করেও চাকুরী হচ্ছে না-কিন্তু দুর্নীতির কারণে খারাপ রেজাল্ট করেও চাকুরী হচ্ছে; তখন তার প্রতিভা বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে আসে।

৩. হতাশা বিরাজ

দুর্নীতি দেখে সমাজে ভাল মানুষের মনে হতাশা বিরাজ করে।

৪. দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি

দুর্নীতির কারণে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় আর এক শ্রেণির মানুষ দুর্নীতি করে ধন-সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলে।

খ. সামাজিক জীবনে দুর্নীতির প্রভাব ও ক্ষতিসমূহ

১. দুর্নীতির প্রসার

অনৈতিকতা দুর্নীতির প্রসার ঘটায় দুইভাবে।

ক. দুর্নীতিবাজদের অনুসরণ : দুর্নীতিবাজদের ভোগ-বিলাস দেখে অন্যরাও দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ে।

খ. দুর্নীতির ফল : একজন কর্মচারী যদি পাঁচ লক্ষ টাকা দিয়ে চাকরি নেয়, তবে সে প্রথমেই চেষ্টা করবে দুর্নীতি করে সেই টাকা তুলতে।

২. অপরাধ বৃদ্ধি
দুর্নীতি করে সাজা থেকে মুক্তি পেয়ে অপরাধীরা আরো বেশি অপরাধে লিপ্ত হয়ে পড়ে।
৩. অর্থ লিপ্সা বৃদ্ধি
দুর্নীতিবাজরা দুর্নীতি করে বাড়ি-গাড়ি করে ভোগ বিলাসে মত্ত হয়ে পড়ে। তা দেখে অন্যদের মনে অর্থ লিপ্সা বৃদ্ধি পায়। তারাও দুর্নীতিতে লিপ্ত হয়ে পড়ে।
৪. স্বার্থপরতার বিস্তার
দুর্নীতিবাজরা স্বার্থ ছাড়া কোন কাজ করে না। এমনকি নিজের দায়িত্বটুকুও পালন করে না।
৫. প্রশাসনে অযোগ্য লোক নিয়োগ
দুর্নীতির মাধ্যমে প্রশাসনে অযোগ্য লোক নিয়োগ প্রাপ্ত হয়।
৬. আশানুরূপ সেবা দিতে পারে না
দুর্নীতির মাধ্যমে প্রশাসনে অযোগ্য লোক নিয়োগ প্রাপ্ত হলে দেশ ও জাতিকে আশানুরূপ সেবা দিতে পারে না।
৭. বেকার সমস্যা বৃদ্ধি
দুর্নীতির কারণে দেশের উন্নতি বাধাগ্রস্ত হয় এবং বিনিয়োগ কমে যায়। ফলে কর্মক্ষেত্র সংকুচিত হয়ে যায়। তাতে বেকার সমস্যা বৃদ্ধি পায়।
৮. শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস
শিক্ষা ব্যবস্থায় দুর্নীতির কারণে শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস হয়।
৯. ভূমি অফিসের দুর্নীতি
ভূমি অফিসের দুর্নীতির কারণে অনেক প্রকৃত মালিক তাদের জায়গা-জমি হারায়।

গ. অর্থনৈতিক দুর্নীতির প্রভাব ও ক্ষতিসমূহ

১. প্রশাসনিক ব্যয় বৃদ্ধি
দুর্নীতির কারণে প্রশাসনিক ব্যয় বৃদ্ধি পায়।
২. অর্থ বিদেশে পাচার করা
দুর্নীতিবাজরা দুর্নীতির মাধ্যমে যে অর্থ সঞ্চয় করে তা নিজের দেশে রাখা নিরাপদ মনে করে না। তাই সে অর্থ বিদেশে পাচার করে দেয়।
৩. মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়
দুর্নীতির কারণে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।
৪. দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি
দুর্নীতির কারণে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়।
৫. সরকারি অর্থ-সম্পদ চুরি হওয়া
দুর্নীতির মাধ্যমে সরকারি অর্থ-সম্পদ চুরি হয়।
৬. উন্নয়ন বাধাপ্রাপ্ত হওয়া
দুর্নীতির কারণে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন ও দেশের উন্নয়ন বাধাপ্রাপ্ত হয়।
৭. ঋণের বোঝা বাড়ে
দুর্নীতির কারণে বৈদেশিক ঋণের বোঝা বাড়ে।

দুর্নীতি মুক্ত সমাজ গঠনে আখিরাতে বিশ্বাস

আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে যাবতীয় অপরাধ থেকে দূরে রাখে এবং দুর্নীতি প্রতিরোধেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিম্নে তা আলোচনা করা হলো।
১. অর্থ-সম্পদ উপার্জনের ব্যাপারে আখিরাতে জবাবদিহিতা
অর্থ-সম্পদের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত মোহ মানুষকে দুর্নীতির দিকে ধাবিত করে। দুর্নীতির মাধ্যমে অগাধ ধন-সম্পদ উপার্জন করে মানুষ চরম ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে পড়ে। অথচ সে ভুলে যায় কিয়ামতের দিন তার সম্পদ কিভাবে উপার্জন করা হয়েছে এবং কোথায় খরচ করা হয়েছে সেই ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে। এই জবাবদিহিতার ভয় মানুষকে দুর্নীতি থেকে দূরে থাকতে সহায়তা করে।

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَزُولُ قَدَمُ ابْنِ آدَمَ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ، عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلاَهُ، وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ.

ইব্‌ন মাসউদ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন : "কিয়ামতের দিন আদম সন্তানকে পাঁচটি প্রশ্ন না করা পর্যন্ত তার প্রতিপালকের নিকট থেকে এক পা অগ্রসর হতে দেয়া হবে না। তার জীবন সম্পর্কে, সে কিভাবে তা অতিবাহিত করেছে? যৌবনে সম্পর্কে, সে তা কিভাবে কাটিয়েছে? তার সম্পদ সম্পর্কে, সে কিভাবে তা উপার্জন করেছে, আর কোথায় তা খরচ করেছে? যা সে শিক্ষা করেছে, তার উপর সে কী আমল করেছে।"[৫]

সুতরাং আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে সম্পদ বৈধভাবে উপার্জন করার তাগিদ দেয় এবং অর্থ উপার্জনের যাবতীয় অন্যায় ও গর্হিত পন্থা যেমন : চুরি-ডাকাতি, ধোঁকাবাজি, প্রতারণা, সুদ, ঘুষ, দুর্নীতি ইত্যাদি থেকে দূরে রাখে। কারো মনের মধ্যে যদি আখিরাতে জবাবদিহিতার ভয় সৃষ্টি হয়, তাহলে সে দুনিয়ার জীবনে কোন আর্থিক দুর্নীতির সাথে জড়িত হতে পারে না।

২. দুর্নীতির সাক্ষী

যারা দুর্নীতি করে তারা অত্যন্ত সংগোপনেই করে। যাবতীয় নথিপত্র ও ফাইলে হিসাব-কিতাব যতটা সম্ভব মিলিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখে। কেউ অনুসন্ধান করে যাতে সহজে ধরতে না পারে। দুনিয়ার কোন মানুষ অনুসন্ধান করে তার দুর্নীতি ধরতে না পারলেও কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার আদালতে এই দুর্নীতি ঠিকই ধরা পড়বে। কারণ আল্লাহ তা'আলা তার আদালতে বিচার সম্পন্ন করার জন্য চার ধরনের সাক্ষীর ব্যবস্থা রেখেছেন।

প্রথম সাক্ষী : আমলনামা

ক. আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا

"আর আমি প্রতিটি মানুষের কৃতকর্মকে তার জন্য গলার হার বানিয়ে রেখেছি, আর কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য কিতাব (আমলনামা) বের করব, যা সে খোলা পাবে। (বলা হবে) তুমি তোমার কিতাব (আমলনামা) পাঠ কর, আজ তোমার হিসাবের জন্য তুমি নিজেই যথেষ্ট।"[৬]

খ. আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا

"আর আমলনামা সামনে রাখা হবে। তাতে যা আছে, তার কারণে আপনি অপরাধীদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত দেখবেন। তারা বলবে, হায় অফসোস! আমাদের জন্য, এটি কেমন আমলনামা! এতে ছোট বড় কোন কিছুই বাদ দেয়নি, সবই এতে রয়েছে। তারা তাদের কৃতকর্মকে সামনে উপস্থিত পাবে। আপনার পালনকর্তা কারো প্রতি জুলুম করেন না।"[৭]

দ্বিতীয় সাক্ষী : কিরামুন কাতিবীন

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন : كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ

"কখনো না বরং তোমরা প্রতিদান (কিয়ামতের) দিনকে মিথ্যা মনে করছ, আর নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য সংরক্ষক নিযুক্ত আছেন। (তারা হলেন) কিরামুন কাতিবীন বা সম্মানিত লেখকবৃন্দ (ফেরেশতাগণ)। তারা জানে তোমরা যা কর।"[৮]

---

৫. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত তিরমিযী*, অধ্যায় : সিফাতুল কিয়ামাহ ওয়ার রাকাইক ওয়াল ওরা, অনুচ্ছেদ : ফিল কিয়ামাহ, (বৈরুত : দারুল গুরুব আল-ইসলামি, ১৯৯৮), খ.৪,পৃ. ১৯০, হাদিস নং-২৪১৬

৬. আল-কুরআন, *সূরা বানি ইসরাঈল* ১৭ : ১৩-১৪

৭. আল-কুরআন, *সূরা আল-কাহাফ* ১৮ : ৪৯

৮. আল-কুরআন, *সূরা আল ইনফিতার* ৮২ : ৯-১২

তৃতীয় সাক্ষী : জমিন

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন : وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا

"আর মানুষ বলবে, এর (জমিনের) কি হল? সে দিন সে তার সকল খবর বলবে। তা এ কারণে যে, আপনার পালনকর্তা তাকে এরূপ আদেশ করবেন।"[৯] এভাবে জমিন মানুষের কতৃকর্মের সাক্ষী দেবে।

চতুর্থ সাক্ষী : মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ

আল্লাহ তা'আলা বলেন : الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

"আজ আমি তাদের সুখ বন্ধ করে দেব, এদের হাত আমার সাথে কথা বলবে, এদের পা কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে।"[১০] কিয়ামতের দিন এই ৪ ধরনের সাক্ষীর কারণে দুর্নীতিবাজদের দুর্নীতি সকল মানুষের সামনে প্রকাশ পাবেই এবং দুর্নীতির কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবেই।

৩. সরকারি অর্থ-সম্পদ আত্মসাৎকারীর আখিরাতে ভয়াবহ পরিণতি

সরকারি অর্থ সম্পদ আত্মসাৎ করা ইসলামে কঠোরভাবে নিষেধ। অনেক জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী সরকারি বিভিন্ন দব্য-সামগ্রী ক্রয়ের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত মূল্য দেখিয়ে অর্থ আত্মসাৎ, বরাদ্দকৃত অর্থের পূর্ণ ব্যবহার না করে আত্মসাৎ করেন। এ ছাড়া আরো বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় তারা সরকারি অর্থ-সম্পদ আত্মসাৎ করেন। তারা যদি সরকারি অর্থ-সম্পদ আত্মসাৎ করার জন্য আখিরাতের শাস্তির কথা জানতেন এবং সুদৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন, তাহলে তাদের দ্বারা সরকারি অর্থ-সম্পদ আত্মসাৎ সম্ভব হতো না। তাই আখিরাতে বিশ্বাস সরকারি অর্থ-সম্পদ আত্মসাৎ থেকে বিরত রাখার ক্ষেত্রে বড় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

ক. আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

"কোন কিছু গোপন করে রাখা নবীর পক্ষে অসম্ভব। আর যে ব্যক্তি কোন কিছু গোপন করবে, সে গোপনকৃত বস্তু নিয়ে কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে। তারপর প্রত্যেককেই কর্মফল পূর্ণভাবে দেয়া হবে, কারো প্রতি জুলুম করা হবে না।"[১১]

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ، إِلَى جَنْبِ بَعِيرٍ مِنَ الْمَقَاسِمِ، ثُمَّ تَنَاوَلَ شَيْئًا مِنَ الْبَعِيرِ، فَأَخَذَ مِنْهُ قَرَدَةً، يَعْنِي وَبَرَةً، فَجَعَلَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذَا مِنْ غَنَائِمِكُمْ، أَدُّوا الْخَيْطَ، وَالْمِخْيَطَ، فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ، وَمَا دُونَ ذَلِكَ، فَإِنَّ الْغُلُولَ عَارٌ، عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَشَنَارٌ وَنَارٌ»

খ. উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুনাইনের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (স.) আমাদের নিয়ে নিজে গনিমতের উটের পাশে নামাজ পড়লেন। তারপর তিনি উটের দেহ থেকে একটি পশম নিয়ে তা তাঁর দু'আঙ্গুলের মাঝে রেখে বলেন : "হে লোকসকল! অবশ্যই এটা তোমাদের গনিমতের মাল। সুতা এবং সুঁই, আর যা পরিমাণে তার চেয়ে বেশি এবং যা তার চেয়ে কম, সবই তোমরা গনিমতের মালের (রাষ্ট্রীয় সম্পদের) মধ্যে জমা দাও। কেননা গনিমতের মাল চুরি করার ফলে কিয়ামতের দিন তা চোরের জন্য অপমান, লজ্জা এবং জাহান্নামে শাস্তির কারণ হবে।"[১২]

عن عبد الله بن عمرو قال كان على ثقل النبي صلى الله عليه و سلم رجل يقال له كركرة فمات فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم (هو في النار) . فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها

৯. আল-কুরআন, *সূরা যিলযাল* ৯৯ : ৩-৫

১০. আল-কুরআন, *সূরা ইয়াসিন* ৩৬ : ৬৫

১১. আল-কুরআন, *সূরা আলি ইমরান* ৩ : ১৬১

১২. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনু ইয়াযিদ ইবনু মাজাহ আল-কাযভীনী, *সুনানু ইবনি মাজাহ,* অধ্যায় : আল-জিহাদ, অনুচ্ছেদ : আল-গুলুল, (হালব : দারু ইহইয়ায়িল কিতাব আল-আরাবিয়্যাহ), খ. ২,পৃ. ৯৫০, হাদিস নং-২৮৫০

গ. আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা.) বলেন, নবী করিম (সা.)-এর পাহারা দেয়ার জন্য এক ব্যক্তি নিযুক্ত ছিল। তাকে কারকারা নামে ডাকা হত। সে মারা গেল। রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন : "সে জাহান্নামি! সাহাবিরা তার নিকট গেল। তারা একটি আবা (আলখাল্লা জাতীয় একটি পোশাক) পেল যা সে আত্মসাৎ করেছিল।"[১৩]

عن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنِى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ أَقْبَلَ نَفَرٌ مِنْ صَحَابَةِ النَّبِىِّ -ﷺ- فَقَالُوا فُلاَنٌ شَهِيدٌ فُلاَنٌ شَهِيدٌ حَتَّى مَرُّوا عَلَى رَجُلٍ فَقَالُوا فُلاَنٌ شَهِيدٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- « كَلاَّ إِنِّى رَأَيْتُهُ فِى النَّارِ فِى بُرْدَةٍ غَلَّهَا أَوْ عَبَاءَةٍ ».

ঘ. আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) আমাকে বলেন, খায়বারের যুদ্ধের দিন সাহাবিগণের একটি দল বাড়ি ফিরে আসছিলেন। ঐ সময় সাহাবিগণ বললেন, অমুক অমুক শহিদ হয়েছেন। শেষ পর্যন্ত এমন এক ব্যক্তিকে সাহাবিরা শহিদ বললেন, যার ব্যাপারে রাসূল (স.) বললেন : "কখনো না, আমি তাকে জাহান্নামে দেখেছি; একটি চাদর আত্মসাৎ করার কারণে।"[১৪]

عن أبي هريرة ﷺ يقول : افتتحنا خيبر ولم نغنم ذهبا أو فضة انما غنمنا البقر والإبل والمتاع والحوائط ثم انصرفنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى وادي القرى ومعه عبد له يقال له مدعم أهداه له أحد بني الضباب فبينما هو يحط رحل رسول الله صلى الله عليه و سلم إذ جاءه سهم عائر حتى أصاب ذلك العبد فقال الناس هنيئا له الشهادة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم (بل والذي نفسي بيده إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا) فجاء رجل حين سمع ذلك من النبي صلى الله عليه و سلم بشراك أو بشراكين فقال هذا شيء كنت أصبته فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم (شراك - أو شراكان - من نار)

ঙ. আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, খায়বার যুদ্ধে আমরা জয়ী হয়েছি কিন্তু গনিমত হিসেবে আমরা কোন সোনা, রূপ কিছুই পাইনি। আমরা গনিমত হিসেবে পেয়েছিলাম গরু, উট, বিভিন্ন দ্রব্য-সামগ্রী ও ফলের বাগান। যুদ্ধ শেষে আমরা আল্লাহর রাসূল (স.)-এর সাথে ওয়াদিউল কুরার পথে রওয়ানা হলাম। রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সাথে ছিল মিদআম নামে তাঁর একটি গোলাম। যিবাব গোত্রের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স.)-কে এটি হাদিয়া দিয়েছিল। যখন সে রাসূলুল্লাহ (স.) - এর হাওদা নামানোর কাজে ব্যস্ত ছিল ঠিক সেই মুহূর্তে অজ্ঞাত একটি তীর ছুটে এসে তার গায়ে পড়ল। তাতে গোলামটি মারা গেল। তখন লোকেরা বলতে লাগল, এর কী সৌভাগ্য! তার এ শাহাদাত! তখন রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন : "আচ্ছা! সেই মহান সত্তার কসম! যাঁর হাতে আমার জীবন, সে বণ্টনের আগে খায়বারের গনিমত থেকে যে চাদর তুলে নিয়েছিল সেটি আগুন হয়ে অবশ্যই তাকে দগ্ধ করবে। নবী (স.)-এর এ কথা শুনে আরেকজন একটি অথবা দুটি জুতার ফিতা নিয়ে এসে বলল, এ জিনিসটি আমি বণ্টনের আগেই নিয়েছিলাম। রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, এ একটি অথবা দুটি ফিতাও হয়ে যেত আগুনের (ফিতা)।"[১৫]

عن أبو هريرة ﷺ قال : قام فينا النبي صلى الله عليه و سلم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره قال (لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء على رقبته فرس لها حمحمة يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك وعلى رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك وعلى رقبته صامت فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك أو على رقبته رقاع تخفق فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغتك)

---

১৩. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আল-জিহাদ ওয়াছ ছিয়ারি,অনুচ্ছেদ : আল-কালীল মিনাল গুলুল, (বৈরুত : দারু ইবনি কাছীর, ১৯৮৭ইং/১৪০৭হি.), খ. ৩, পৃ. ১১১৯, হাদিস নং-২৯০৯

১৪. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আল-ইমান, অনুচ্ছেদ : গিলাজু তাহরীমিল গুলুলি.., (বৈরুত : দারুল জাবাল), খ. ১, পৃ. ৭১ , হাদিস নং-৩০৬

১৫. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, অধ্যায় : আল-মাগাযী, অনুচ্ছেদ : গাযওয়াতু খাইবার, (বৈরুত : দারু ইবনি কাছীর, ১৯৮৭ইং/১৪০৭হি.), খ. ৪, পৃ. ১৫৪৭, হাদিস নং-৩৯৯৩

চ. আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের সামনে একদিন নবী (স.) দাঁড়ালেন এবং গনিমত তথা রাষ্ট্রীয় সম্পদ আত্মসাতের ব্যাপারে এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দিলেন। তিনি তা মারাত্মক অপরাধ ও তার ভয়াবহ পরিণতির কথা উল্লেখ করলেন। তিনি বললেন : "আমি তোমাদের কাউকে যেন এ অবস্থায় কিয়ামতের দিন না পাই যে, তার কাঁধে বকরি বয়ে বেড়াচ্ছে আর তা ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে চিৎকার দিচ্ছে। অথবা তার কাঁধে রয়েছে ঘোড়া আর তা হিঁ হিঁ করে আওয়াজ দিচ্ছে। ঐ ব্যক্তি আমাকে বলবে, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে সাহায্য করুন। আমি বলব, আমি তোমার জন্য কিছুই করতে পারব না। আমি তোমার নিকট পূর্বেই আল্লাহর বিধান পৌঁছে দিয়েছি। অথবা কেউ তার কাঁধে বয়ে বেড়াবে উট যা চিৎকার করছে, সে আমাকে বলবে, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে সাহায্য করুন। আমি বলব, আমি তোমার জন্য কিছুই করতে পারব না। আমি তোমার নিকট পূর্বেই আল্লাহর বিধান পৌঁছে দিয়েছি। অথবা কেউ তার কাঁধে বয়ে বেড়াবে ধন-দৌলত এবং আমাকে বলবে, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে সাহায্য করুন। আমি বলব, আমি তোমার জন্য কিছুই করতে পারব না। আমি তোমার নিকট পূর্বেই আল্লাহর বিধান পৌঁছে দিয়েছি। অথবা কেউ তার কাঁধে বয়ে বেড়াবে কাপড়ের টুকরাসমূহ যা দুলতে থাকবে। সে আমাকে বলবে, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে সাহায্য করুন। আমি বলব, আমি তোমার জন্য কিছুই করতে পারব না। আমি তোমার নিকট পূর্বেই আল্লাহর বিধান পৌঁছে দিয়েছি।"[১৬]

عَنْ عَدِىِّ بْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِىِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ –ﷺ– يَقُولُ « مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُولاً يَأْتِى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ». قَالَ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَسْوَدُ مِنَ الأَنْصَارِ كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْبَلْ عَنِّى عَمَلَكَ قَالَ « وَمَا لَكَ ». قَالَ سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا. قَالَ « وَأَنَا أَقُولُهُ الآنَ مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَجِئْ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ فَمَا أُوتِىَ مِنْهُ أَخَذَ وَمَا نُهِىَ عَنْهُ انْتَهَى ».

ছ. আদী ইব্ন উমারাহ্ আল কিন্দী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি : "আমরা তোমাদের মধ্যে যাকে আদায়কারী নিযুক্ত করি, আর সে একটি সুঁচ পরিমাণ বা তার চাইতেও কম মাল আমাদের কাছে গোপন করে, তা-ই আত্মসাৎ বলে গণ্য হবে এবং তা নিয়েই কিয়ামতের দিন সে উপস্থিত হবে। রাবী বলেন, তখন একজন কৃষ্ণকায় আনসারী (সাহাবি) তাঁর দিকে অগ্রসর হলেন, আমি যেন তাঁকে দেখতে পাচ্ছি। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (স.)! আপনার দায়িত্বভার বুঝে নিন। তখন রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, তোমার কি হয়েছে? তিনি বললেন, আমি আপনাকে এরূপ-এরূপ (কঠিন কথা) বলতে শুনেছি। তখন তিনি বললেন, আমি এখনও বলছি, তোমাদের মধ্যে যাকেই আমি কর্মচারী নিযুক্ত করি আর সে অল্প-বিস্তর যা-ই আদায় করে তা এনে উপস্থিত করবে, তারপর তাকে যা-ই দেয়া হয় তা-ই গ্রহণ করবে এবং যা থেকে নিষেধ করা হয় তা থেকে বিরত থাকে (তার ভয়ের কারণ নেই)।"[১৭]

৪. দুর্নীতিবাজ ব্যক্তি হাশরের ময়দানে সবচেয়ে নিঃস্ব ব্যক্তি

দুর্নীতিবাজ ব্যক্তি হাশরের ময়দানে সবচেয়ে নিঃস্ব ব্যক্তি হয়ে জাহান্নামে যাবে। কারণ হক বা অধিকার দুই প্রকার। যথা : ক. আল্লাহর হক। যেমন নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত ইত্যাদি। খ. বান্দার হক। আল্লাহর সাথে সংশ্লিষ্ট হক সমূহ কোন বান্দা যদি আদায় না করে আল্লাহ ইচ্ছা করলে তা ক্ষমা করে দিতে পারেন। কিন্তু বান্দার হক বান্দা ক্ষমা না করলে আল্লাহ সাধারণত তা ক্ষমা করবেন না। তাই কিয়ামতের দিন আল্লাহর হক লংঘনকারী সাব্যস্ত হওয়া অপেক্ষা বান্দার হক লংঘনকারী সাব্যস্ত হওয়া অধিক মারাত্মক। কারণ নেকির মাধ্যমে হকসমূহ আদায় করা হবে। তাতে বান্দার হক নষ্টকারী নিঃস্ব হয়ে যাবে এবং অন্যের গুনাহ নিয়ে জাহান্নামে যেতে হবে। দুর্নীতির মাধ্যমে বান্দার হক নষ্ট করা হয় এবং তার প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। যেমন ঘুষ বা স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে কারো প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করা অথবা অধিকতর যোগ্য প্রার্থীকে বাদ দিয়ে অযোগ্য প্রার্থীকে চাকরি প্রদান বা প্রমোশন প্রদান, অন্যের সম্পদ বা জমি দখলের সুযোগ প্রদান, সরকারি সম্পদ আত্মসাতের সুযোগদান ইত্যাদি।

---

১৬. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, অধ্যায় : আল-জিহাদ ওয়াছ ছিয়ারি, অনুচ্ছেদ : আল-গুলুল, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১১১৮, হাদিস নং-২৯০৮

১৭. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আল-ইমারাহ, অনুচ্ছেদ : তাহরীমু হাদায়াল উম্মাল, (বৈরুত : দারুল জাবাল), খ. ৬, পৃ. ১২, হাদিস নং-৪৮৪৮

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ « أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ ». قَالُوا الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ. فَقَالَ « إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِى يَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِى قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِى النَّارِ ».

ক. আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (স.) সাহাবাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জান সবচেয়ে নিঃস্ব (দরিদ্র) ব্যক্তি কে? সাহাবাগণ (রা.) বললেন, যার কোন টাকা-পয়সা এবং ধন-সম্পদ নেই। আমরা তো তাকেই দরিদ্র মনে করি। প্রতি-উত্তরে রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন : "আমার উম্মতের মধ্যে (প্রকৃত) দরিদ্র সেই ব্যক্তি, যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত ইত্যাদি নিয়েই উপস্থিত হবে। অথচ সে এ অবস্থায় আসবে যে, সে কাউকে গালি দিয়েছে, কাউকে অপবাদ দিয়েছে, অমুকের সম্পদ ভোগ করেছে, কারো রক্ত প্রবাহিত করেছে, সে কাউকে মেরেছি। তখন সমস্ত পাওনাদারের দাবি মিটানো হবে ঐ ব্যক্তির নেকি দ্বারা। লোকটির নেকি শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু পাওনাদার শেষ হবে না। তখন অবশিষ্ট পাওনাদারের গুনাহ তার ওপরে চাপানো হবে। এরপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (এই ব্যক্তিটিই সবচেয়ে নিঃস্ব ব্যক্তি।"[১৮]

عن أبي هريرة ﷺ قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه

খ. আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন : "কেউ যদি তার ভাইয়ের উপর জুলুম করে থাকে তাহলে তার উচিত সেই দিন (কিয়ামতের দিন) আসার পূর্বেই (হক আদায় করে বা ক্ষমা প্রার্থনা করে) লেনদেন পরিষ্কার করে নেয়, যেদিন কোন দিরহাম-দিনার (টাকা-পয়সা) থাকবে না। (অন্যথায়) তার কোন নেক আমল থাকলে কিয়ামতের দিন জুলুম পরিমাণ নেক আমল তার থেকে নিয়ে মজলুম ব্যক্তিকে দিয়ে দেয়া হবে। আর যদি তার কোন নেক আমল না থাকে তাহলে মজলুম ব্যক্তির সমপরিমাণ গুনাহ তার মাথায় চাপানো হবে।"[১৯]

৫. জান্নাত লাভ

দুর্নীতির উপার্জন হারাম। অর্থ-সম্পদ যারা হালালভাবে উপার্জন করবে এবং হারাম উপার্জন থেকে বিরত থাকবে তাদের জান্নাতে যাওয়া সহজ হবে।

হালাল উপার্জন জান্নাত লাভের মাধ্যম

রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন :

إن الدنيا حلوة خضرة فمن أخذها بحقها بورك له فيها ورب متخوض في مال الله ومال رسوله له النار يوم القيامة

"পৃথিবী মিষ্ট ও শ্যামল। এখানে যে ব্যক্তি হালাল উপায়ে সম্পদ উপার্জন করবে এবং ন্যায়সঙ্গত পথে তা ব্যয় করবে, আল্লাহ তাকে উত্তম প্রতিদান দেবেন এবং তাকে জান্নাত দান করবেন। আর যে ব্যক্তি হারাম পন্থায় সম্পদ উপার্জন করবে এবং অন্যায় পথে ব্যয় করবে, আল্লাহ তাকে অপমানজনক স্থানে নির্বাসিত করবেন। আর যারা হারাম সম্পদ হস্তগতকারী, কিয়ামতের দিন তারা আগুনে জ্বলবে।"[২০] সুতরাং দুর্নীতির মাধ্যমে হারাম উপার্জন করলে জান্নাত লাভ সম্ভব হবে না।

---

১৮. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আল-বিররু ওয়াছ ছিলাতু ওয়াল আদাবু, অনুচ্ছেদ : তাহরীমিজ জুলম, (বৈরুত : দারুল জাবাল), খ. ৮, পৃ. ১৮, হাদিস নং-৬৭৪৪

১৯. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আল-মাজালিম, অনুচ্ছেদ : মান কানাত লাহু মাজলামাতুন ইনদার রাজুলি ফাহাল্লা লাহা লাহু হাল ইউবায়্যিনু মাজলামাতাহূ, (বৈরুত : দারু ইবনি কাছীর, ১৯৮৭ইং/১৪০৭হি.), খ. ২, পৃ. ৮৬৫, হাদিস নং-২৩১৭

২০. মুহাম্মদ ইব্ন হিব্বান ইব্ন আহমদ আবু হাতিম আত-তামীমী, *সহীহ ইবনে হিব্বান*, অধ্যায় : আস-সাইর, অনুচ্ছেদ : ফীল খিলাফাহ ওয়াল ইমারাহ, (বৈরুত : মুয়াস্‌সাসাতুর রিসালাহ, ১৪১৪হি./১৯৯৩ইং), খ. ১০, পৃ. ৩৭০, হাদিস নং-৪৫১২

৬. জান্নাতিদের অধিকাংশই হবে সম্পদহীন গরিব

অনেক মানুষ বৈধভাবে ধন-সম্পদ উপার্জনের শত চেষ্টা করেও ধন-সম্পদের মালিক হতে পারে না। তারাই দুর্নীতি করে অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করে। তারা যদি দুর্নীতি না করে ধৈর্য ধরে আমল করে যায়, তারাই হবে জান্নাতি। কারণ জান্নাতিদের অধিকাংশই হবে সম্পদহীন গরিব।

عن عمران بن حصين رضي الله عنهما : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال (اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء)

ইমরান ইব্ন হুসাইন (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "আমি জান্নাতের মধ্যে তাকিয়ে দেখলাম যে, অধিকাংশ জান্নাতবাসী গরিব এবং আমি জাহান্নামের দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে, তাদের অধিকাংশ জাহান্নামি নারী।"[২১]

৭. জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ

দুর্নীতির মাধ্যমে অন্য মানুষের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করা হয়। যারা অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ গ্রাস করবে তারাই হবে জাহান্নামি।

ক. আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

"হে ইমানদারগণ! তোমরা একে অন্যের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে (অবৈধ পন্থায়) ভক্ষণ কর না। তবে পরস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে ব্যবসায়িক লেনদেন করতে পার। আর তোমরা একে অন্যকে হত্যা করো না। আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়ালু। আর যারা জুলুম করে (এ ধরনের অপরাধ করে) সীমালংঘন করবে, তাদের আমি জাহান্নামের জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করবো।"[২২]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَلا يَكْسِبُ عَبْدٌ مَالَ حَرَامٍ فَيَتَصَدَّقُ مِنْهُ فَيُقْبَلُ مِنْهُ، وَلا يُنْفِقُ مِنْهُ فَيُبَارَكُ لَهُ فِيهِ، وَلا يَتْرُكُهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ إِلا كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَمْحُو السَّيِّئَ بِالسَّيِّئِ، وَلَكِنْ يَمْحُو السَّيِّئَ بِالْحَسَنِ، إِنَّ الْخَبِيثَ لَا يَمْحُو الْخَبِيثَ».

খ. আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলল্লাহ (স.) বলেছেন : "কোন বান্দা হারাম মাল উপার্জন করে সদকা করলে তা কবুল করা হয় না। তা হতে (নিজের জন্য) খরচ করলে তাতে বরকত হয় না। আর ওই ধনসম্পদ উত্তরাধিকারীদের জন্য রেখে গেলে, তা তার জাহান্নামে যাওয়ার পাথেয় হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মন্দকে মন্দ দ্বারা দূর করেন না বরং ভাল দ্বারা মন্দকে দূর করে দেন। তাই মন্দ কখনই মন্দকে দূর করতে পারে না।"[২৩]

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُعِيذُكَ بِاللَّهِ يَا كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ مِنْ أُمَرَاءَ يَكُونُونَ مِنْ بَعْدِي، فَمَنْ غَشِيَ أَبْوَابَهُمْ فَصَدَّقَهُمْ فِي كَذِبِهِمْ، وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ، وَلاَ يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ، وَمَنْ غَشِيَ أَبْوَابَهُمْ أَوْ لَمْ يَغْشَ وَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ فِي كَذِبِهِمْ، وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، وَسَيَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ، يَا كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ الصَّلاَةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ حَصِينَةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، يَا كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ، إِنَّهُ لاَ يَرْبُو لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ إِلاَّ كَانَتِ النَّارُ أَوْلَى بِهِ.

---

২১. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আর-রিক্বাক,অনুচ্ছেদ : ফাদলুল ফাক্বরা, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২৩৬৯, হাদিস নং-৬০৮৪

২২. আল-কুরআন, *সুরাহ আন- নিসা* ৪ : ২৯-৩০

২৩. আবূ মুহাম্মদ আল-হুছাইন ইব্ন মাসউদ, *শারহুস সুন্নাহ*, অধ্যায় : আল-বুয়ূ', অনুচ্ছেদ : অল-কাসবু ওয়াল কাসবুল হালালি, (বৈরুত : মাকতাবুল ইসলামি, ১৪০৩হি./১৯৮৩ইং),খ. ৮, পৃ. ১০, হাদিস নং-২০৩০

গ. কাব ইব্‌ন উজরা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) আমাকে বললেন : "হে কাব ইব্‌ন উজরা! আমার পরে যেসব নেতার আবির্ভাব হবে আমি তাদের (খারাবি) থেকে তোমার জন্য আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি। যে ব্যক্তি তাদের দ্বারস্থ হল (সান্নিধ্য লাভ করল), তাদের মিথ্যাকে সত্য বললো এবং তাদের স্বৈরাচারী ও জুলুম-নির্যাতনে সহায়তা করলো, আমার সাথে ঐ ব্যক্তির কোন সম্পর্ক নেই। ঐ ব্যক্তি 'কাউসার 'নামক হাউজের ধারে আমার নিকট আসতে পারবে না। অপরদিকে যে ব্যক্তি তাদের দ্বারস্থ হলো (তাদের কোন পদ গ্রহণ করলো) কিন্তু তাদের মিথ্যাকে সত্য বলে মানল না এবং তাদের স্বৈরাচারী ও জুলুম-নির্যাতনে সহায়তা করলো না, আমার সাথে এ ব্যক্তির সম্পর্ক রয়েছে এবং এ ব্যক্তির সাথে আমারও সম্পর্ক রয়েছে। শিগ্রই সে 'কাউসার' নামক হাউজের কাছে আমার সাথে দেখা করবে। হে কাব ইবনু উজরা! নামাজ হলো (মুক্তির) সনদ, রোজা হল মজবুত ঢাল (জাহান্নামের বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধক) এবং সদকা (জাকাত বা দান-খয়রাত) গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেয়, যেভাবে পানি আগুন নিভিয়ে দেয়। হে কাব ইব্‌ন উজরা! হারাম (অবৈধ পন্থায় উপার্জিত সম্পদ) দ্বারা সৃষ্ট ও পরিপুষ্ট গোশত (দেহ)-এর জন্য জাহান্নামের আগুনই উপযুক্ত।"[২৪]
সুতরাং জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করতে চাইলে দুর্নীতি থেকে দূরে থাকতে হবে।

৮. ধন-সম্পদের লিপ্সা দূরীকরণ
লোভ এক ভয়ঙ্কর নেশা। ধন-সম্পদের মোহ মানুষকে পাগল করে তোলে। যে যত পায়, সে আরও তত পেতে চায়। মানুষ যখন লোভের বশবর্তী হয়ে পড়ে, তখন তার হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। লোভ মানুষকে পাপ কাজে নিয়োজিত করে এবং কুপথের দিকে ঠেলে দেয়। লোভ মানব জীবনের বড় শত্রু। আখিরাতে বিশ্বাস মানুষের মন থেকে লোভ দূরীভূত করতে সহায়তা করে। আখিরাতে বিশ্বাসী ব্যক্তির নিকট দুনিয়ার ধন-সম্পদ আখিরাতের তুলনায় অতি নগণ্য ও মূল্যহীন।

ক. আল্লাহ তা'আলা বলেন : قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا
"হে নবী! আপনি বলে দিন, পার্থিব ভোগ্যসামগ্রী সামান্য এবং যে মুত্তাকি তার জন্য আখিরাত উত্তম।"[২৫]
আখিরাতে বিশ্বাসী নির্লোভ ব্যক্তি। তাই সে পাপাচার থেকে মুক্ত। সে সত্য ও সুন্দর জীবন লাভ করে। তার দুনিয়ায় নিরাসক্ত জীবনে ভোগের তাড়না নেই। তার জীবনেই রয়েছে প্রকৃত দুনিয়ার সুখ ও আখিরাতে জান্নাত লাভের বাসনা। পক্ষান্তরে যারা আখিরাতকে ভুলে যায় অথবা আখিরাতকে বিশ্বাস করে না সাধারণত তাদের ধন-সম্পদের প্রতি প্রচণ্ড আসক্তি থাকে। তারা পরস্পর আত্মগরিমায় লিপ্ত হয়। আর তাদের ধন-সম্পদ অর্জনের প্রতিযোগিতা চলতে থাকে মৃত্যু পর্যন্ত। তারা ধন-সম্পদের লোভে অবৈধভাবে সম্পদ অর্জনে মত্ত হয়। আখিরাতে তাদের ভয়াবহ পরিণতি ভোগ করতে হবে।

খ. আল্লাহ তা'আলা বলেন :
أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ
"প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে (আখিরাত) ভুলিয়ে রাখে। এমনকি তোমরা কবরে পৌঁছে যাও। এটা কখনোই উচিত নয়, তোমরা অচিরেই জানতে পারবে। আবারো বলছি, এটা কখনো উচিত নয়, তোমরা অচিরেই জানতে পারবে। কখনো না, যদি তোমরা নিশ্চিত রূপে অবগত হতে। তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম দেখবে, অতঃপর তোমরা অবশ্যই তা দেখবে, যা প্রত্যক্ষ বিশ্বাস। তারপর তোমরা সবাই সেদিন নিয়ামত সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে।"[২৬]

---

২৪. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌নু ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত তিরমিযী*, অধ্যায় : আস-সাফার, অনুচ্ছেদ : মা জুকিরা ফী ফাদলিস সালাহ, (বৈরুত : দারুল গুরুব আল-ইসলমি, ১৯৯৮), খ. ১,পৃ. ৭৫৩, হাদিস নং-৬১৪
২৫. আল-কুরআন, *সূরা আন-নিসা* ৪ :৭৭
২৬. আল-কুরআন, *সূরা আত-তাকাছুর* ১০২:১-৮

৯. আখিরাত কেন্দ্রিক জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধকরণ

এই দুনিয়ার জীবন সংক্ষিপ্ত ও ক্ষণস্থায়ী। এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের পরে রয়েছে স্থায়ী ও অনাদি-অনন্তকালের আখিরাতের জীবন। সে জীবনের তুলনায় এ পৃথিবীর জীবন নিতান্তই তুচ্ছ ও নগণ্য। দুর্নীতিবাজরা দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ দ্বারা দুনিয়ার সুখ-শান্তি ও ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে পড়ে। অথচ

ক. আল্লাহ তা'আলা বলেন : بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى

"কিন্তু তোমরা তো দুনিয়ার জীবনকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকো অথচ আখিরাতের জীবনই হচ্ছে উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী।"[২৭]

মৃত্যু থেকে শুরু করে অনন্তকালের জীবন হলো আখিরাতের জীবন। যে জীবনের শুরু আছে কিন্তু শেষ নেই, চাই সে জান্নাতি হোক বা জাহান্নামি হোক না কেন। রাসূলুল্লাহ (স.) দুনিয়ার জীবনকে আখিরাতের জীবনের সাথে তুলনা করেছেন এভাবে-

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –ﷺ– « وَاللَّهِ مَا الدُّنْيَا فِى الآخِرَةِ إِلاَّ مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَذِهِ – وَأَشَارَ يَحْيَى بِالسَّبَّابَةِ – فِى الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَ يَرْجِعُ ».

খ. রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন : "আল্লাহর শপথ! দুনিয়া আখিরাতের তুলনায় শুধু ততটুকু, যেমন তোমাদের কেউ তার এই আঙ্গুলটি সমুদ্রের পনিতে ভিজিয়ে দেখল যে, কতটুকু পানি নিয়ে ফিরছে। বর্ণনাকারী ইয়াহ্ইয়া এ সময় শাহাদাত আঙ্গুলের দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন।"[২৮] "অর্থাৎ আঙ্গুলের এ পানি হচ্ছে তার দুনিয়ার জীবন আর মহাসমুদ্রের পানি হচ্ছে তার আখিরাতের জীবন। মৃত্যুর মাধ্যমে দুনিয়ার জীবন শেষ হয় এবং আখিরাতের জীবন শুরু হয় মাত্র। যারা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ মত দুনিয়ার জীবন অতিবাহিত করবে কবর থেকেই তাদের জান্নাতের সুখ শুরু হবে এবং হাশরের ময়দানে হিসাব-নিকাশের পর অনন্তকালের জান্নাত লাভ করবে। পক্ষান্তরে যারা পাপী তাদের মৃত্যু থেকে কষ্ট শুরু হবে এবং কবরে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে হবে। আর যারা মুশরিক ও নাস্তিক তারা অনন্তকাল জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে।

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي أَرَى مَا لاَ تَرَوْنَ، وَأَسْمَعُ مَا لاَ تَسْمَعُونَ أَطَّتِ السَّمَاءُ، وَحُقَّ لَهَا أَنْ تَئِطَّ مَا فِيهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ إِلاَّ وَمَلَكٌ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدًا لِلَّهِ، وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الفُرُشِ وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُدَاتِ تَجْأَرُونَ إِلَى اللهِ، لَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ شَجَرَةً تُعْضَدُ.

গ. আবু যর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : "আমি অদৃশ্য জগতের এমন সব বিষয় দেখতে পাই যা তোমরা দেখতে পাওনা, এমন সব আওয়াজ শুনতে পাই যা তোমরা শুনতে পাও না। আকাশমণ্ডল চড় চড় করছে। আর চড় চড় করাই স্বাভাবিক। আমি সেই মহান আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, যার মুষ্টির মধ্যে আমার প্রাণ! আকাশ মণ্ডলে এমন চার আঙ্গুলের স্থানও নেই যেখানে কোন না কোন ফেরেশতা আল্লাহর উদ্দেশ্যে মাথা রেখে সেজদায় পড়ে নাই। আমি যেসব বিষয় জানি তোমরাও যদি জানতে, তবে তোমরা খুব কমই হাসাহাসি করতে পারতে, তবে খুবই বেশি করে কান্নাকাটি করতে এবং সুখ-শয্যায় স্ত্রীদের সাথে মিলন-স্বাদও গ্রহণ করতে পারতে না। অধিকন্তু তোমরা আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ ও আর্তচিৎকার করতে করতে জঙ্গল বা ঊষর মরুভূমির দিকে বের হয়ে পড়তে।"[২৯]

আখিরাত সংক্রান্ত এ সমস্ত কুরআনের আয়াত ও হাদিসগুলো থেকে মানুষ যদি দুনিয়ার ধন-সম্পদের তুচ্ছতা ও মূল্যহীনতা এবং আখিরাতের চিরস্থায়ী অফুরন্ত নেয়ামতের কথা ভেবে, সে আখিরাত কেন্দ্রিক জীবনযাপনে

---

২৭. আল-কুরআন, *সূরা আল-আলা* ৮৭:১৬-১৭

২৮. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : ছিফাতিল জান্নাতি ওয়া ছিফাতু না'য়ীমিহা ওয়া আহ্লিহা, অনুচ্ছেদ : ফানায়িদ্দুনইয়া ওয়া বায়ানিল হাস্‌রি ইয়াওমিল ক্বিয়ামাতি, (বৈরুত : দারুল জাবাল), খ. ৮,পৃ. ১৫৬, হাদিস নং-৭৩৭৬

২৯. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত তিরমিযী*, অধ্যায় : আয-যহুদ, অনুচ্ছেদ : ফী কাওলিন নাবিয়্যি (স.) : লাও তা'য়লামুনা মা আ'লামু লাদাহিকতুম ক্বালিলা, (বৈরুত : দারুল গুরুব আল-ইসলামি, ১৯৯৮ইং), খ. ৪,পৃ. ১৩৪, হাদিস নং-২৩১২

অভ্যস্ত হবে। যে ব্যক্তি আখিরাত কেন্দ্রিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত হবে, তার দ্বারা কোন ধরনের দুর্নীতি হতে পারে না।

১০. অনাড়ম্বর জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করে

দুর্নীতি করে অর্থ উপার্জনের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো ভোগ বিলাসপূর্ণ আড়ম্বর জীবনযাপন। আর্থিক চাকচিক্য মানুষকে ভোগ বিলাসে মত্ত করে রাখে। তাই সবাই চায় ভোগ-বিলাসপূর্ণ জীবন। বিলাসী জীবনের জন্য প্রয়োজন প্রচুর অর্থ-সম্পদ। প্রচুর অর্থ-সম্পদের মোহে পড়ে মানুষ দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ে। কিন্তু আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে অনাড়ম্বর জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করে।

এক. রাসূলুল্লাহ (স.) এর অনাড়ম্বর জীবন

ক. রাসূলুল্লাহ (স.) প্রাচুর্য পছন্দ করেননি

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ أَغْبَطَ أَوْلِيَائِي عِنْدِي لَمُؤْمِنٌ خَفِيفُ الحَاذِ ذُو حَظٍّ مِنَ الصَّلَاةِ، أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَأَطَاعَهُ فِي السِّرِّ، وَكَانَ غَامِضًا فِي النَّاسِ لاَ يُشَارُ إِلَيْهِ بِالأَصَابِعِ، وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا فَصَبَرَ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ نَقَرَ بِإِصْبَعَيْهِ فَقَالَ: عُجِّلَتْ مَنِيَّتُهُ قَلَّتْ بَوَاكِيهِ قَلَّ تُرَاثُهُ وَبِهَذَا الإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: عَرَضَ عَلَيَّ رَبِّي لِيَجْعَلَ لِي بَطْحَاءَ مَكَّةَ ذَهَبًا، قُلْتُ: لاَ يَا رَبِّ وَلَكِنْ أَشْبَعُ يَوْمًا وَأَجُوعُ يَوْمًا، أَوْ قَالَ ثَلاَثًا أَوْ نَحْوَ هَذَا، فَإِذَا جُعْتُ تَضَرَّعْتُ إِلَيْكَ وَذَكَرْتُكَ، وَإِذَا شَبِعْتُ شَكَرْتُكَ وَحَمِدْتُكَ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "আমার প্রতিপালক মক্কার প্রান্তরকে আমার জন্য সোনা বানিয়ে দিতে প্রস্তাব করেছিলেন। আমি বললাম, হে আমার প্রতিপালক! আমি এটা চাই না, বরং আমি একদিন পেট ভরে খাব, আর একদিন ক্ষুধার্ত থাকব। একই কথা তিনি তিনবার বা অনুরূপ বার বললেন। যেদিন ক্ষুধার্ত থাকব, সেদিন আপনার কাছে কান্নাকাটি করব এবং আপনাকে (বেশি করে) স্মরণ করব। আর যেদিন পেট ভরে খাব সেদিন আপনার শোকরিয়া করব এবং আপনার প্রশংসা করব।"[৩০]

খ. রাসূলুল্লাহ (স.) এর পানাহার

عَنْ سِمَاكٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ أَلَسْتُمْ فِى طَعَامٍ وَشَرَابٍ مَا شِئْتُمْ لَقَدْ رَأَيْتُ نَبِيَّكُمْ -ﷺ- وَمَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ مَا يَمْلأُ بِهِ بَطْنَهُ. وَقُتَيْبَةُ لَمْ يَذْكُرْ بِهِ.

নু'মান বিন বাশীর (রা.) বলেন, "তোমরা তো এখন ইচ্ছা মতো পানাহার করতে পারছ, অথচ আমি তোমাদের নবী (স.)-কে দেখেছি যে, তিনি এই শুকনো খেজুরও পেতেন না, যা দ্বারা তাঁর পেট ভরতে পারেন।"[৩১]

গ. রাসূলুল্লাহ (স.)-এর বিছানা ও বালিশ

عن عائشة قالت : كان فراش رسول الله صلى الله عليه و سلم من أدم وحشوه من ليف

আয়িশা (রা.) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (স.)-এর বিছানা ছিল চামড়ার তৈরি এবং বালিশের ভেতর ছিল খেজুরের ছাল।"[৩২]

ঘ. রাসূলুল্লাহ (স.)-এর কষ্টময় জীবন

قال عمر وإنه لعلى حصير ما بينه وبينه شيء وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف وإن عند رجليه قرظا مصبوبا وعند رأسه أهب معلقة فرأيت أثر الحصير في جنبه فبكيت فقال (ما يبكيك) . فقلت يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله فقال (أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة)

---

৩০. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত তিরমিযী*, অধ্যায় : আয-যুহুদ, অনুচ্ছেদ : মা জা ফীল কাফাফি ওয়াছ্‌ছাবরি আলাইহি, (বৈরুত : দারুল গুরুব আল-ইসলামি, ১৯৯৮), খ. ৪,পৃ. ১৩৫, হাদিস নং-২৩৪৭

৩১. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আয-যুহুদ ওয়াররিক্বাক, অনুচ্ছেদ : হাদ্দাছানা কুতইবা বিন সাঈদ, (বৈরুত : দারুল জাবাল), খ. ৮, পৃ. ২২০, হাদিস নং-৭৬৫০

৩২. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আর-রিক্বাক, অনুচ্ছেদ : কাইফা কানা 'আইশুন নাবিয়্যি (স.) ওয়া আছহাবিহী ওয়া তাখাল্লীহিম মিনাদ দুনইয়া, (দারু তাওকিন নাজাহ, ১৪২২ হি.), খ. ৮, পৃ. ৯৭, হাদিস নং-৬৪৫৬

ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ (স.)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে দেখলাম তিনি একটি খেজুর পাতার চাটাইয়ের উপরে শুয়ে আছেন। তার ও চাটাইয়ের মাঝে কোন চাদর ছিল না। এতে চাটাইয়ের দাগ তাঁর শরীরে লেগে গেল। আর তিনি (খেজুর গাছের) আঁশ ভর্তি একটি চামড়ার বালিশের উপর ঠেস দিয়েছিলেন। (ওমর বলেন) আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (স.)! আল্লাহর নিকটে আপনি দোয়া করুন, তিনি যেন আপনার উম্মতকে সচ্ছলতা দান করেন। পারসিক ও রোমকদেরকে সচ্ছলতা দান করা হয়েছে। অথচ তারা আল্লাহর ইবাদত করে না। তখন রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, হে খাত্তাবের পুত্র! তুমি কি এখনো এই ধারণায় আছ? তারা তো এমন সম্প্রদায়, যাদেরকে পার্থিব জীবনেই নেয়ামতসমূহ আগাম দেয়া হয়েছে। অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, "তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তাদের জন্য দুনিয়া নির্ধারিত হোক, আর আমাদের জন্য আখিরাত।"[৩৩]

দুই. রাসূলুল্লাহ (স.)-এর পরিবারের অনাড়ম্বর জীবন

রাসূলুল্লাহ (স.)-এর পরিবারের অসংখ্য ঘটনা থেকে কয়েকটি ঘটনা নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

ক. তৃপ্তি সহকারে না খাওয়া

عن عائشة قالت : ما شبع آل محمد صلى الله عليه و سلم منذ قدم المدينة من طعام بر ثلاث ليال تباعا حتى قبض

আয়িশা (রা.) বলেন, "মুহাম্মদ (স.)-এর পরিবারবর্গ মদিনায় আসার পর থেকে একনাগাড়ে তিন দিন গমের রুটি পরিতৃপ্ত সহকারে খাননি। আর এমতাবস্থায়ই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।"[৩৪]

খ. ক্ষুধার্ত অবস্থায় রাত কাটিয়ে দেয়া

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبِيتُ اللَّيَالِي الْمُتَتَابِعَةَ طَاوِيًا وَأَهْلُهُ لاَ يَجِدُونَ عَشَاءً وَكَانَ أَكْثَرُ خُبْزِهِمْ خُبْزَ الشَّعِيرِ.هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ (স.)-এর পরিবার-পরিজন একাধারে কয়েক রাত ক্ষুধার্ত অবস্থায় কাটিয়ে দিতেন। তাঁর পরিবারে রাতের খাবার জুটত না। আর অধিকাংশ সময় যবের রুটিই ছিল তাদের খাদ্য।"[৩৫]

গ. খুরমা খেয়ে জীবন ধারণ

عن عائشة ﵂ قالت : ما أكل آل محمد صلى الله عليه و سلم أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر

আয়িশা (রা.) বলেন, "মুহাম্মদ (স.)-এর পরিবারবর্গ একদিনে দুবেলা খানা খেয়ে আর একবেলা শুধু খুরমা খেয়েই কাটিয়ে দিতেন।"[৩৬]

ঘ. রান্নাঘরে আগুন না জ্বলা

عن عائشة ﵂ قالت : كان يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه نارا إنما هو التمر والماء إلا أن نؤتى باللحيم

আয়িশা (রা.) বলেন, "আমাদের উপর দিয়ে মাস কেটে যেত, অথচ আমরা এর মধ্যে ঘরে (রান্নার) আগুন জ্বালাতাম না। আমরা কেবল খুরমা ও খেজুরের উপর চলতাম। তবে যৎসামান্য গোশত আমাদের নিকট আসত।"[৩৭]

---

৩৩. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : তাফসীরুল কুরআন,অনুচ্ছেদ : ক্বাওলুহূ : তাবতাগী মারদাতা আযওয়াযিকা...., (বৈরুত: দারু ইবনি কাছীর, ১৯৮৭ইং/১৪০৭হি.), খ. ৪, পৃ. ১৮৬৬, হাদিস নং-৪৬২৯

৩৪. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আর-রিক্বাক, অনুচ্ছেদ : কাইফা কানা 'আইশুন নাবিয়্যি (স.) ওয়া আছহাবিহী ওয়া তাখাল্লীহিম মিনাদ দুনইয়া, (দারু তাওকিন নাজাহ, ১৪২২ হি.), খ. ৮, পৃ. ৯৭, হাদিস নং-৬৪৫৪

৩৫. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত তিরমিযী*, অধ্যায় : আয-যুহুদ, অনুচ্ছেদ : মা জা ফী মায়ীশাতিন নাবিয়্যি (স.) ওয়া আহলিহা, (বৈরুত : দারুল গুরুব আল-ইসলামি, ১৯৯৮ইং), খ. ৪,পৃ. ১৫৮, হাদিস নং-২৩৬০

৩৬. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আর-রিক্বাক, অনুচ্ছেদ : কাইফা কানা 'আইশুন নাবিয়্যি (স.) ওয়া আছহাবিহী ওয়া তাখাল্লীহিম মিনাদ দুনইয়া, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ.৯৭ , হাদিস নং-৬৪৫৫

৩৭. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্নু ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আর-রিক্বাক, অনুচ্ছেদ : কাইফা কানা 'আইশুন নাবিয়্যি (স.) ওয়া আছহাবিহী ওয়া তাখাল্লীহিম মিনাদ দুনইয়া, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৯৭, হাদিস নং-৬৪৫৮

عن عائشة، أنها قالت لعروة: «ابن أختي، إن كنا لننظر إلى الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما أوقدت في أبيات رسول الله ﷺ نار» فقلت: ما كان يعيشكم؟ قالت: «الأسودان التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله ﷺ جيران من الأنصار، كان لهم منائح، وكانوا يمنحون رسول الله ﷺ من أبياتهم فيسقيناه»

আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি 'উরওয়াহ (রা.)-কে বললেন, ভাগ্নে! আমরা দুমাসে তিনটি নতুন চাঁদ দেখতাম। কিন্তু এর মধ্যে আল্লাহর রাসূল (স.)-এর ঘরগুলোতে আগুন জ্বলত না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা কিভাবে দিনাতিপাত করতেন? তিনি বললেন, দুটি কালো জিনিস। খেজুর ও পানি। তবে রাসূলুল্লাহ (স.)-এর কিছু আনছার প্রতিবেশী ছিল। তাদের কিছু দুগ্ধবতী বকরি ছিল। তাঁরা রাসূলুল্লাহ (স.)-এর জন্য দুধ হাদিয়া পাঠাতেন। তিনি আমাদের পান করতে দিতেন।"[৩৮]

ঙ. খাদ্য সঞ্চিত না থাকা

عن أنس ﷺ، قال: ولقد رهن النبي ﷺ درعه بشعير، ومشيت إلى النبي ﷺ بخبز شعير وإهالة سنخة، ولقد سمعته يقول: «ما أصبح لآل محمد ﷺ، إلا صاع، ولا أمسى وإنهم لتسعة أبيات»

আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : "নবী (স.) যবের বিনিময়ে তাঁর বর্ম বন্ধক রেখেছিলেন। আমি একবার নবী (স.)-এর খিদমতে যবের রুটি এবং দুর্গন্ধযুক্ত চর্বি নিয়ে গেলাম। তখন তাঁকে বলতে শুনলাম, মুহাম্মদ (স.)-পরিবারের নিকট কোন সকাল বা সন্ধ্যায় এক ছা'-এর অতিরিক্ত কোন খাদ্য অবশিষ্ট থাকত না। অথচ তার নয় জন স্ত্রী ছিল।"[৩৯]

তিন. সাহাবিদের অনাড়ম্বর জীবন

ক. আছহাবে ছুফফার সদস্যদের ক্ষুধার যন্ত্রণা

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى بِالنَّاسِ يَخِرُّ رِجَالٌ مِنْ قَامَتِهِمْ فِي الصَّلَاةِ مِنَ الخَصَاصَةِ وَهُمْ أَصْحَابُ الصُّفَّةِ حَتَّى تَقُولَ الأَعْرَابُ هَؤُلَاءِ مَجَانِينُ أَوْ مَجَانُونَ، فَإِذَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: لَوْ تَعْلَمُونَ مَا لَكُمْ عِنْدَ اللهِ لَأَحْبَبْتُمْ أَنْ تَزْدَادُوا فَاقَةً وَحَاجَةً قَالَ فَضَالَةُ: وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

ফাযালা বিন উবায়েদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) যখন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করতেন, তখন কিছু লোক অসহনীয় ক্ষুধার জ্বালায় সালাতে দাঁড়ানো অবস্থা থেকে পড়ে যেত। তারা ছিল সুফফার সদস্য। তাদের অবস্থা দেখে বেদুঈনরা বলত, এরা পাগল নাকি? রাসূলুল্লাহ (স.) তাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলতেন, "আল্লাহর কাছে তোমাদের যে কি মর্যাদা তা যদি তোমরা জানতে, তাহলে তোমরা আরো ক্ষুধার্ত ও আরো অভাব অনটনে থাকতে পছন্দ করতে।"[৪০]

খ. আবূ হুরায়রা (রা.)-এর ক্ষুধার তাড়নায় কাতর হয়ে পড়ে থাকা

عن محمد، قال: كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان من كتان، فتمخط، فقال: «بخ بخ، أبو هريرة يتمخط في الكتان، لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله ﷺ إلى حجرة عائشة مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي، ويرى أني مجنون، وما بي من جنون ما بي إلا الجوع»

মুহাম্মদ ইব্ন সিরিন (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা আবূ হুরায়রা (রা.)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। সে সময় তার পরিধানে ছিল গোলাপি রংয়ের দুটি কাতান কাপড়। তিনি একটি কাপড় দিয়ে নাক পরিষ্কার করতে করতে বললেন, বেশ! বেশ! আবূ হুরায়রা আজ কাতান কাপড় দিয়ে নাক পরিষ্কার করছে।

৩৮. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আর-রিক্বাক, অনুচ্ছেদ : কানা 'আইশুন নাবিয়্যি (স.) ওয়া আছহাবিহী ওয়া তাখাল্লীহিম মিনাদ দুনইয়া, (দারু তাওকিন নাজাহ, ১৪২২ হি.), খ. ৮, পৃ. ৯৭, হাদিস নং-৬৪৫৯

৩৯ . আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আর-রাহান,অনুচ্ছেদ : আর-রাহান ফীল হাদারি, (বৈরুত : দারু ইবনি কাছীর, ১৯৮৭ইং/১৪০৭হি.), খ. ৩, পৃ. ১৪২, হাদিস নং-২৫০৮

৪০. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত তিরমিযী*, অধ্যায় : আয-যুহুদ, অনুচ্ছেদ : মা জাআ ফী মায়ীশাতি আসহাবিন নাবিয়্যি (স.), (বৈরুত : দারুল গুরুব আল-ইসলামি, ১৯৯৮), খ. ৪,পৃ. ১৬১, হাদিস নং-২৩৬৮

অথচ আমার অবস্থা এরূপ ছিল যে, আমি ক্ষুধার তাড়নায় কাতর হয়ে রাসূলুল্লাহ (স.)-এর মিম্বর ও আয়িশা (রা.)-এর কামরার মাঝখানে বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকতাম। এ পথে কেউ এসে আমার ঘাড়ের ওপর পা রাখত[৪১] এবং ধারণা করত যে, আমি পাগল হয়ে গেছি। অথচ আমার মধ্যে কোন পাগলামি ছিল না। বরং ক্ষুধার যন্ত্রণায় আমার এরূপ অবস্থা হত।"[৪২]

عن أبي هريرة ﷺ: أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية، فدعوه، فأبى أن يأكل، وقال: «خرج رسول الله ﷺ من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير»

আবূ হুরায়রা (রা.) হ'তে বর্ণিত যে, তিনি একদা এমন এক সম্প্রদায়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যাদের সামনে বকরি ভুনা পেশ করা হয়েছিল। তারা তাঁকে খেতে ডাকলেন। কিন্তু তিনি তা খেতে অস্বীকার করে বললেন, "রাসূলুল্লাহ (স.) পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন অথচ যবের রুটিও পেট ভরে খাননি।"[৪৩]

ঘ. সাহাবিদের পাতা ও ঝাউগাছ খাওয়া

حدثنا قيس قال سمعت سعدا يقول : إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله ورأيتنا نغزو وما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمر وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة ما له خلط ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام خبت إذا وضل سعيي

কাইস (র.) বর্ণনা করেন, আমি সা'দ ইব্‌ন আবি ওয়াক্কাস (রা.)-বলতে শুনছি, "আমিই প্রথম আরব, যে আল্লাহর পথে তীর নিক্ষেপ করেছে। যুদ্ধের সময় আমাদের অবস্থা এমন ছিল যে, দুবলা পাতা ও ঝাউগাছ ব্যতীত খাবারের কিছুই ছিল না। এমনকি আমাদের মল বকরির মলের মত হয়ে গিয়েছিল। যা ছিল সম্পূর্ণ শুক্‌নো।"[৪৪]

ঙ. মুছ'আব বিন উমায়ের (রা.)-এর কাফন

عن أبي وائل قال عدنا خبابا فقال : هاجرنا مع النبي صلى الله عليه و سلم نريد وجه الله فوقع أجرنا على الله فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد وترك نمرة فإذا غطينا رأسه بدت رجلاه وإذا غطينا رجليه بدا رأسه فأمرنا النبي صلى الله عليه و سلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه من الإذخر ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها

আবূ ওয়ায়িল (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : "একবার আমরা খাব্বাব (রা.)-এর শুশ্রূষায় গেলাম। খাব্বাব তখন বললেন, আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য নবী (স.)-এর সাথে হিজরত করেছি, এর কর্মফল আল্লাহর নিকটেই আমাদের প্রাপ্য। আমাদের মধ্যে অনেকেই এই কর্মফল দুনিয়াতে লাভ করার পূর্বেই ইন্তিকাল করেছেন। তন্মধ্যে মুছআ'ব ইব্‌ন উমায়ের (রা.) অন্যতম। যিনি ওহুদের যুদ্ধে শহিদ হন। তিনি শুধুমাত্র একখানা কাপড় রেখে যান। আমরা কাফনের জন্য এটা দিয়ে তাঁর মাথা ঢাকলে পা বের হয়ে যেত এবং পা ঢাকলে মাথা বের হয়ে যেত। তখন নবী (স.) নির্দেশ দিলেন, এটা দিয়ে তাঁর মাথা ঢেকে দাও এবং পায়ের উপর 'ইযখির' ঘাস দিয়ে ঢেকে দাও।"[৪৫]

১১. তাকওয়াই সম্মানের মানদণ্ড

বর্তমান সমাজে যার যত বেশি সম্পদ সে বেশি সম্মানিত। এজন্য মানুষ বেশি সম্পদ অর্জন করে সমাজে সম্মানিত হতে চায়। এই ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-চেতনাই মানুষকে দুর্নীতির দিকে ধাবিত করে। ফলে সমাজে দিন দিন দুর্নীতি বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানুষ সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তি ও মান-মর্যাদা লাভের জন্য দুর্নীতির মাধ্যমে অর্থ-সম্পদ উপার্জন করে। ধন-সম্পদকেই তারা মর্যাদার মাপকাঠি মনে করে। অথচ আল্লাহ তা'আলার নিকট

---

৪১. তৎকালীন যুগে ঘাড়ের ওপর পা রাখাকে পাগলের চিকিৎসা মনে করা হতো।

৪২. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আল-ই'তিছামু বিল কিতাবি ওয়াস সুন্নাতি, অনুচ্ছেদ : ইছমু মান দা'আ ইলা দালালাতিন আও মান সান্না সুন্নাতান ছইয়িআতান......, (বৈরুত: দারু ইবনি কাছীর, ১৯৮৭ইং/১৪০৭হি.), খ. ৯, পৃ. ১০৪, হাদিস নং-৭৩২৪

৪৩. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আল-আত্ব'য়িমাতু, অনুচ্ছেদ : মা কানা আন-নাবিয়্যি (স.) ওয়া অছহাবুহূ ইয়াকুলূনা, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৭৫, হাদিস নং-৫৪১৪

৪৪. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌নু ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আর-রিক্বাক, অনুচ্ছেদ : কাইফা কানা 'আইশুন নাবিয়্যি (স.) ওয়া আছহাবিহী ওয়া তাখাল্লীহিম মিনাদ দুনইয়া, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২৩৭১, হাদিস নং-৬৪৫৩

৪৫. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌নু ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আর-রিক্বাক,অনুচ্ছেদ : ফাদলুল ফাক্বরা, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২৩৬৯, হাদিস নং-৬০৮৩

মর্যাদার মাপকাঠি হচ্ছে তাকওয়া। কারণ আখিরাতের সর্বোত্তম পাথেয় হচ্ছে তাকওয়া বা আল্লাহভীতি। আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ

"তোমরা পাথেয় সঞ্চয় কর, নিশ্চয়ই উত্তম পাথেয় হলো তাকওয়া। হে জ্ঞানীগণ! তোমরা আমাকেই ভয় কর।"[৪৬] তাকওয়ার গুণের অধিকারীরাই মুত্তাকি। মুত্তাকিদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ

"নিশ্চয়ই মুত্তাকিদের জন্যে তাদের পালনকর্তার নিকট রয়েছে নেয়ামতে ভরা জান্নাত।"[৪৭]

সুতরাং ধন-সম্পদ মর্যাদার মাপকাঠি নয়। মর্যাদার মাপকাঠি হলো তাকওয়া বা আল্লাহ ভীতি। আল্লাহ তা'আলা বলেন : إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি আল্লাহর নিকট অধিক সম্মানিত যে আল্লাহকে অধিক ভয় করে।"[৪৮]

১২. দারিদ্র্যের মর্যাদা ঘোষণা

আমাদের সমাজে গরিব বা সম্পদহীন মানুষকে মর্যাদাহীন মনে করা হয়। এ কারণেই অনেক মানুষ দুর্নীতি করে রাতারাতি বড়লোক হয়ে যায়। এ ধরনের লোক সমাজে মান-সম্মানও লাভ করে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার নিকট এ ধরনের মানুষ অত্যন্ত ঘৃণিত। তারা আখিরাতে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। একজন গরিব তার কর্মের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার নিকট সর্বোচ্চ সম্মান লাভ করতে পারে। আখিরাতে তারা মহাসাফল্য লাভ করবে। আল্লাহ তা'আলার নিকট মর্যাদা ও আখিরাতের সাফল্য যে কেউ অর্জন করতে পারে। এখানে গরিব ও ধনীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। গরিবও ইচ্ছা করলে আল্লাহ তা'আলার নিকট ধনীর চেয়ে অনেক বেশি মর্যাদা অর্জন করতে পারে।

عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال : مر رجل على رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لرجل عنده جالس (ما رأيك في هذا) . فقال (رجل من أشراف الناس هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع قال فسكت رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم مر رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم (ما رأيك في هذا) . فقال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين هذا حري إن خطب أن لا ينكح وإن شفع أن لا يشفع وإن قال أن لا يسمع لقوله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم (هذا خير من ملء الأرض مثل هذا)

সাহল ইব্ন সা'দ সাইদি (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স.)-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি তাঁর নিকট উপবিষ্ট ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন, এই লোকটি সম্পর্কে তোমার ধারণা কি? তিনি বললেন, তিনি তো একজন সম্ভ্রান্ত বংশের লোক। আল্লাহর কসম! তিনি এমন ব্যক্তি, যদি তিনি কোন নারীকে বিবাহের প্রস্তাব দেয়, তার সাথে বিবাহ দেয়া হবে। আর সে যদি কারো সম্পর্কে সুপারিশ করে, তখন তার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। রাসূলুল্লাহ (স.) তখন কিছু সময় চুপ থাকলেন। অতঃপর আরেকজন ব্যক্তি তাঁর পাশ দিয়ে চলে গেল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এই ব্যক্তি সম্পর্কে তোমাদের অভিমত কি? সে বলল : হে আল্লাহর রাসূল (স.)! এই ব্যক্তি তো গরিব মুসলমানদের একজন। সে এমন ব্যক্তি যে বিবাহের প্রস্তাব দিলে তা গৃহীত হবে না। আর সে কারো জন্য সুপারিশ করলে তা কবুলও করা হবে না। এমনকি সে কোন কথা বললে, তার কথা শুনা হবে না। তখন রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, এই ব্যক্তি, দুনিয়া ভর্তি ঐ (পূর্ববর্তী) ব্যক্তির চাইতে উত্তম।"[৪৯]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ « رُبَّ أَشْعَثَ مَدْفُوعٍ بِالأَبْوَابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لأَبَرَّهُ ».

---

৪৬. আল-কুরআন, *সূরা আল-বাকারা* ২ : ১৯৩

৪৭. আল-কুরআন, *সূরা কালাম* ৬৮ : ৩৪

৪৮. আল-কুরআন, *সূরা আল-হুজরত* ৪৯ : ১৩

৪৯. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আর-রিক্বাক,অনুচ্ছেদ : ফাদলুল ফাক্বরা, (বৈরুত : দারু ইবনি কাছীর, ১৯৮৭ইং/১৪০৭হি.), খ. ৫, পৃ. ২৩৬৯, হাদিস নং-৬০৮২

আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "এলোমেলো মাথার চুল বিশিষ্ট বহু লোক রয়েছে, যারা মানুষের দুয়ার হতে বিতাড়িত। এরা আল্লাহর নামে কসম করলে আল্লাহ তা সত্যে পরিণত করেন।"[৫০]

عن حارثة بن وهب الخزاعي : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال (ألا أخبركم بأهل الجنة ؟ كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله لأبره ألا أخبركم بأهل النار ؟ كل عتل جواظ مستكبر)

হারিসাহ্ ইব্‌ন ওহাব খুযায়ি (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন : "আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতিদের সম্পর্কে অবহিত করব না? তারা হলো প্রত্যেক দুর্বল ব্যক্তি এবং এমন ব্যক্তি যাকে দুর্বল মনে করা হয়। সে যদি আল্লাহর নামে কসম করে তাহলে তা তিনি পুরা করে দেন। রাসূলুল্লাহ (স.) আরো বলেন : আমি কি তোমাদেরকে জাহান্নামিদের সম্পর্কে অবহিত করব না? তারা হলো প্রত্যেক রূঢ় স্বভাব, কঠিন হৃদয় ও অহংকারী ব্যক্তি।"[৫১]

১৩. ধনসম্পদ জমা করায় আখিরাতের ক্ষতি

দুনিয়ার ধনসম্পদ আখিরাতে কোন কাজে আসবে না। ধন-সম্পদের আকর্ষণ মানুষের স্বভাবজাত প্রক্রিয়া। মানুষের নিকট ধন-সম্পদ সবচেয়ে বেশি প্রিয়। তাই মানুষ দুর্নীতি করে হলেও প্রচুর ধন-সম্পদের মালিক হতে চায়। তারা ধন-সম্পদ আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির কাজে খরচ করে না। এমনকি অনেক মানুষ ধন-সম্পদ নিজেও ভোগ করে না এবং পরিবার পরিজনকেও ভোগ করতে দেয় না। তারা শুধু ধন-সম্পদ জমা করেই আত্মতৃপ্তি লাভ করে। এই সমস্ত ধন-সম্পদ আখিরাতে কোন কাজে আসবে না। দুর্নীতি করে সম্পদ জমাকারীরা কিয়ামতের দিন আমলনামা হাতে পেয়ে আফসোস করতে থাকবে।

ক. আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ

"আর যার আমলনামা তার বাম হাতে দেয়া হবে, তখন সে বলবে, হায়! আমার আমলনামা যদি আমাকে দেয়া না হত। আমি যদি আমার হিসাব না জানতাম। হায়! আমার মৃত্যুই যদি আমার শেষ হত। আমার ধন-সম্পদ আমার কোন উপকারে আসল না। আমার ক্ষমতাও আজ ধ্বংস হয়ে গেল। (ফেরেশতাদের বলা হবে) ধর একে, গলায় বেড়ি পরিয়ে দাও। অতঃপর জাহান্নামে নিক্ষেপ কর। অতঃপর তাকে বেড়িবদ্ধ কর সত্তর গজ দীর্ঘ এক শিকলে। কেননা নিশ্চয়ই সে মহান আল্লাহকে বিশ্বাস করত না এবং মিসকিনকে খাদ্যদানে উৎসাহিত করত না।"[৫২]

খ. আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ

"যারা অর্থ জমা করে এবং বারবার গণনা করে। সে মনে করে যে, সম্পদ তার নিকট চিরকাল থাকবে। কখনো নয়, সে অবশ্যই হুতামায় নিক্ষিপ্ত হবে। আর আপনি কি জানেন, হুতামা কি? তা (হুতামা) আল্লাহর প্রজ্বলিত আগুন। যা (শরীর স্পর্শ করা মাত্র) অন্তর পর্যন্ত পৌঁছবে। নিশ্চয়ই তা (আগুন) তাদের ওপর পরিবেষ্টিত করে দেয়া হবে, উঁচু উঁচু স্তম্ভসমূহ।"[৫৩]

---

৫০. মুসলিম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আল-বির্‌রু ওয়াস সিলাতি ওয়াল আদাবি, অনুচ্ছেদ : ফাদলুদ দু'আফায়ি ওয়াল খামিলীন, (বৈরুত : দারুল জাবাল), খ. ৮, পৃ. ৩৬, হাদিস নং-৬৮৪৮

৫১. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌নু ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আল-আদব,অনুচ্ছেদ : আল-কিবর, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২২৫৫, হাদিস নং-৫৭২৩

৫২. আল-কুরআন, *সূরা আল-হাক্কাহ* ৬৯ : ২৫-৩৪

৫৩. আল-কুরআন, *সূরা আল হুমাযাহ* ১০৪ : ২-৯

১৪. স্ত্রীদের প্রতি কঠোর হুঁশিয়ারি

নারীরা খুববেশি উচ্চাভিলাষি ও সম্পদের প্রতি লোভী হয়। তারা স্বামীর নিকট নিত্য-নতুন আবদার করতেই থাকে। তারা চিন্তা করে দেখে না যে, তাতে স্বামীর সামর্থ্য আছে কিনা। স্ত্রীর চাপে পড়ে স্বামী স্ত্রীর খায়েশ পুরা করার জন্য অনেক সময় দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ে। এ ধরনের স্ত্রীরাই স্বামীর দুর্নীতি ও অন্যায়-অপকর্মের সহকারী ও সহযোগী। এভাবে যে সমস্ত নারী স্বামীকে অপকর্মে বাধ্য করবে তারাই হবে জাহান্নামি। জাহান্নামে তাদের সংখ্যাই বেশি হবে।

عن عمران بن حصين رضي الله عنهما : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال (اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء)

ক. ইমরান ইব্‌ন হুসাইন (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "আমি জান্নাতের মধ্যে তাকিয়ে দেখলাম যে, অধিকাংশ জান্নাতবাসী গরিব এবং আমি জাহান্নামের দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে, তাদের অধিকাংশ জাহান্নামি নারী।"[৫৪]

খ. আবূ লাহাবের স্ত্রী তার স্বামীকে তার অপকর্মে সাহায্য করত। আবু লাহাব ও তার স্ত্রী সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ

"আবূ লাহাবের উভয় হাত ধ্বংস হোক এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও, কোন কাজে আসেনি তার ধন-সম্পদ ও যা সে উপার্জন করেছে। অচিরেই সে প্রবেশ করবে লেলিহান আগুনে এবং তার স্ত্রীও-যে ইন্ধন বহন করে, তার গলায় থাকবে পাকানো রশি ।"[৫৫]

১৫. আল্লাহর পথে দান-সদকা করে আখিরাতমুখী হওয়া

মানুষ দুনিয়ামুখী। দুনিয়ার সম্পদের প্রতি লোভ-লালসা তার অন্তরে পরিপূর্ণ। এজন্যই মানুষ দুর্নীতিতে লিপ্ত হয়। আল্লাহ তা'আলার পথে বেশি বেশি দান-সদকা করে মানুষ আখিরাতমুখী হতে পারে। বিশেষ করে ফরজ জাকাত, নফল দান-সদকা ও মানব সেবা ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষ আখিরাতের দিকে ধাবিত হয়। এতে তার দুনিয়ার মোহ কেটে যায়। আখিরাতে জান্নাত লাভের বাসনা তার অন্তরে জাগ্রত হয়। কারণ আল্লাহ তা'আলা মু'মিনের জান-মাল জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন।

ক. আল্লাহ তা'আলা বলেন : **إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ**

"নিশ্চয় আল্লাহ মু'মিনের জান-মাল ক্রয় করে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে।"[৫৬]

খ. আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

"আর আল্লাহ তোমাকে যে (সম্পদ) দিয়েছেন তা দ্বারা আখিরাতের আবাস অনুসন্ধান কর এবং দুনিয়া থেকে তোমার অংশ নিতে ভুলে যেয়ো না।"[৫৭]

গ.আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

---

৫৪. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌নু ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আর-রিক্বাক, অনুচ্ছেদ : ফাদলুল ফাক্বরা, (বৈরুত : দারু ইবনি কাছীর, ১৯৮৭ইং/১৪০৭হি.), খ. ৫, পৃ. ২৩৬৯, হাদিস নং-৬৪৪৯

৫৫. আল-কুরআন, *সূরা লাহাব* ১১১ : ১-৫

৫৬. আল-কুরআন, *সূরা আত-তাওবা* ৯ : ১১১

৫৭. আল-কুরআন, *সূরা আল-কাছাছ* ২৮ : ৭৭

"হে ইমানদারগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে বিরত না রাখে। যারা এ কারণে বিরত থাকে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত। আমি তোমাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি তা থেকে দান কর, তোমাদের মৃত্যু আসার পূর্বেই। অন্যথায় সে বলবে : হে আমার পালনকর্তা! আমাকে আরো কিছু সময় দিলে না কেন? তাহলে আমি সদকা করতাম এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য নির্ধারিত সময় যখন উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ্ কাউকে অবকাশ দেবেন না। তোমরা যা কর আল্লাহ্ সে বিষয় খবর রাখেন।"[৫৮] এভাবে দান-সদকা করে মানুষ আখিরাতমুখী হবে। আখিরাতমুখী হলে তার দ্বারা কখনো দুর্নীতি সংঘটিত হবে না ।

১৬. কর্মে ফাঁকি দেয়া প্রতিরোধ

কাজে ফাঁকি দেয়া, সময়মত কর্মস্থলে উপস্থিত না হওয়া, কাজের সময় ব্যক্তিগত কাজ করা, সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ না করা, কর্মে ফাঁকি দেয়া এ সবই অন্যায়। যারা এভাবে কাজে ফাঁকি দিয়ে পূর্ণ বেতন নেবে, তাদের বেতন হারাম হবে। তাদের জন্য আখিরাতে কঠিন শাস্তি অপেক্ষা করছে। মাপে কমদাতাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ كِتَابٌ مَرْقُومٌ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ

"মাপে কমদাতার জন্য দুর্ভোগ। যারা লোকদের কাছে যখন মেপে নেয়, তখন পুরোপুরিই নেয়, আর যখন তাদেরকে মেপে দেয় অথবা ওজন করে দেয়, তখন কম দেয়। তারা কি বিশ্বাস করে না যে, নিশ্চয়ই তারা পুনরুত্থিত হবে? সেই মহাদিবসে, যেদিন মানুষ দাঁড়াবে বিশ্ব পালনকর্তার সামনে। এটা কিছুতেই উচিত নয়, নিশ্চয় পাপীদের আমলনামা সিজ্জীনে আছে। আপনি জানেন সিজ্জীন কি? এটা লিপিবদ্ধ পুস্তক। সেদিন মিথ্যারোপকারীদের জন্য দুর্ভাগ্য! যারা বিচার দিনকে মিথ্যা বলে। প্রত্যেক সীমা লঙ্ঘনকারী পাপী ব্যতীত আর কেউ একে মিথ্যা বলে না।"[৫৯]

উক্ত আয়াতের আলোকে বলা যায়, যারা নেয়ার সময় পূর্ণ মাত্রায় নেয় আর দেয়ার সময় কম দেয়-তাদের প্রতি আখিরাতে কঠোর সতর্ক বাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। শুধু তা-ই নয় যারা দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে না তাদের কিয়ামতের দিন জবাবদিহি করতে হবে। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন :

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول اله صلى الله عليه و سلم يقول (كلكم راع ومسؤول عن رعيته والإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته) . قال وحسبت أن قد قال (والرجل راع في مال أبيه)

ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি : "তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। তাই শাসক হলেন দায়িত্বশীল, তার দায়িত্ব সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করা হবে। পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্বশীল এবং তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। স্ত্রী তার স্বামীর ঘরের দায়িত্বশীল, তার দায়িত্ব সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করা হবে। খাদেম তার মনিবের ধন-সম্পদের দায়িত্বশীল, তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।"[৬০]

সুপারিশমালা

দুর্নীতি মুক্ত সমাজ গঠন করতে হলে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। যথা–

১. তাকওয়া বা আল্লাহর ভয়

৫৮, আল-কুরআন, *সূরা আল-মুনাফিকুন* ৬৩ : ৯-১১

৫৯. আল-কুরআন, *সূরা আল-মুতাফ্‌ফিফীন* ৮৩ : ১-১২

৬০. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ঈসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আসিয়াত, অনুচ্ছেদ : তাবীলু কাওলিহী তা'আলা মিন বাদি ওয়আসিয়্যাতি ইয়ূসী বিহা আওদা-ইন, (বৈরুত : দারু ইবনি কাসীর, ১৪০৭ হি.), পৃ. ৭৩৭, হাদিস নং- ২৫৬৪

যুবকদের সুসংগঠিত করে সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করার জন্য তাদের মনের মধ্যে তাকওয়া বা আল্ল-াহর ভয় জাগিয়ে তুলতে হবে। এই আল্লাহ তা'আলার ভয় তাদেরকে দুর্নীতি রক্ষা করবে।

২. আখিরাতে বিশ্বাস মানুষের মনে বদ্ধমূল করা

মৃত্যুই শেষ নয়, মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে দুনিয়ার অপকর্মের শাস্তি ভোগ করতে হবে। এই চেতনা বা আখিরাতের এই বিশ্বাস মানুষকে দুর্নীতি থেকে রক্ষা করতে পারে।

৩. ইসলামি শিক্ষা

ইসলামি শিক্ষা তথা কুরআন ও হাদিসের শিক্ষা নৈতিকতাবোধের জন্ম দেয় এবং মূল্যবোধকে জাগিয়ে তোলে সচেতনতা বৃদ্ধি করে। যা মানুষকে দুর্নীতি থেকে রক্ষা করে। তাই ইসলামি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে।

৪. কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা

দুর্নীতি রোধকল্পে সরকারকে কঠোর নীতি অবলম্বন করতে হবে। দুর্নীতিবাজ যে-ই হোকনা কেন তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। যাতে অন্য কেউ দুর্নীতি করতে সাহস না পায়। ব্যভিচারের শাস্তি সম্পর্কে আল্ল-াহ তা'আলা বলেন :

وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.

"আল্লাহর বিধান কার্যকর করার ক্ষেত্রে তাদের উভয়ের প্রতি তোমাদের মনে কণামাত্র দয়া আসা উচিত নয়। যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি এবং আখিরাতে বিশ্বাসী হয়ে থাকো। আর উভয়ের শাস্তি প্রদানকালে একদল মু'মিন উপস্থিত থাকা প্রয়োজন।"[৬১]

৫. বেকার সমস্যা

বেকার সমস্যা সমাধানে সরকারকে পদক্ষেপ নিতে হবে।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায় যে, "সমাজ থেকে দুর্নীতি প্রতিরোধে আখিরাতে বিশ্বাসের বিকল্প কিছু নেই।" অতএব আখিরাতে বিশ্বাস মানুষের মনে বদ্ধমূল করার জন্য ইসলামের সামাজিক রীতিনীতি ও ইসলাম ধর্মের অনুশাসন মেনে চলতে হবে। এ ক্ষেত্রে পিতা-মাতা, শিক্ষক, মসজিদের ইমাম, সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে হবে। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য দুর্নীতিমুক্ত সুন্দর সমাজ গড়ে তুলতে হলে সকলকে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে। তাহলেই দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠন সম্ভব হবে। এ ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা জোগাবে আখিরাতে বিশ্বাস।

৬১. আল-কুরআন, সূরা নূর ২৪ : ২

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শ্রম সমস্যা

শ্রমিকরা জাতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ। তারাই সভ্যতার চাকা সচল রেখেছে। অথচ আজো বিশ্বে শ্রমিক শোষণ ও নিপীড়ন বন্ধ হয়নি; নিশ্চিত হয়নি শ্রমিকের বেঁচে থাকার ন্যূনতম অধিকার। পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত হলো শ্রমিক শ্রেণি। বিভিন্ন নিপীড়নের যাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছে তাঁরা। একদিকে মালিক কর্তৃক শ্রমিক নির্যাতিত হচ্ছে অন্যদিকে শ্রমিকরাও মালিকের ক্ষতি করছে। এতে করে শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক এক জটিল সমস্যায় আবর্তিত হচ্ছে। শ্রমিক-মালিক আজ যেন দুটি মারমুখী প্রতিদ্বন্দ্বী দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। ফলে বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এখন প্রায়ই শ্রমিক বিক্ষোভ, আন্দোলন, ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগের মতো ঘটনা পরিলক্ষিত হয়। এ কারণে মিল-কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং মালিকের ক্ষতি হচ্ছে কোটি কোটি টাকা। শুধু তা-ই নয় হাজার হাজার শ্রমিকও বেকার হচ্ছে। বেকার শ্রমিকরা চরম দুর্দশায় নিপতিত হচ্ছে। এর মূল কারণ হচ্ছে ভোগবাদী সমাজ ব্যবস্থা। এই সমাজ ব্যবস্থায় সবাই নিজ নিজ স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত।
ইসলাম মানবতার ধর্ম। ইসলাম শ্রমিকের শ্রমের যথাযথ মূল্য দিয়েছে; দিয়েছে তার যথাযথ অধিকার। ঠিক তেমনি মালিকের অধিকারও রক্ষা করেছে ইসলাম। ইসলাম শ্রমিক-মালিকের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ সুসম্পর্ক গড়ে তুলেছে। আর এর মূলে রয়েছে আখিরাতে বিশ্বাসের অনুপ্রেরণা। আখিরাতে বিশ্বাসের কারণেই মালিক শ্রমিককে পূর্ণ মর্যাদা ও অধিকার প্রদান করে এবং শ্রমিকও তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করে। আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে দায়িত্ব ও কর্তব্য সচেতন করে এবং অন্যের অধিকার আদায়ের তাগিদ দেয়। সুতরাং বলা যায় যে, আখিরাতে বিশ্বাস পারে মালিকের শ্রমিক নির্যাতন বন্ধ করতে এবং শ্রমিকদেরকে কর্তব্য সচেতন করতে। এভাবে আখিরাতে বিশ্বাস শ্রমিক-মালিকের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে জাতীয় উন্নতিকে ত্বরান্বিত করে। শুধু আইন করে শ্রমিক নির্যাতন বন্ধ করা সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন আখিরাতে বিশ্বাস। নিম্নে শ্রমের সংজ্ঞা, শ্রমের ইসলামি সংজ্ঞা, শ্রমের প্রকার ভেদ, শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আখিরাতে বিশ্বাস এবং শ্রমিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সচেতনতা সৃষ্টিতে আখিরাতে বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

শ্রমের সংজ্ঞা

শ্রমের আভিধানিক অর্থ হলো মেহনত,পরিশ্রম, খাটুনি। আর অর্থনীতির পরিভাষায়-"পারিশ্রমিকের বিনিময়ে উৎপাদন কার্যে নিয়োজিত মানুষের শারীরিক ও মানসিক সকল প্রকার কর্ম প্রচেষ্টাকে শ্রম বলে।"[১]
সুতরাং অর্থনীতির ভাষায় অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্য ছাড়া কোন প্রচেষ্টাকে শ্রম বলা যাবেনা। যেমন সন্তানদের লালন-পালনের জন্য পিতা-মাতার পরিশ্রম ও কষ্টকে শ্রম বলা যাবে না।

শ্রমের ইসলামি সংজ্ঞা

দেহ ও মনের তৎপরতাই হলো শ্রম। ব্যাপক অর্থে শ্রম বলতে অন্তর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজকে বুঝায়।[২] আর যে ব্যক্তি পারিশ্রমিকের শর্তে নিজকে কাজে নিয়োজি করে তাকে শ্রমিক বলে।[৩]
ইসলামি পরিভাষায়, নিজের ও মানবতার কল্যাণে দুনিয়া ও আখিরাতের যে কোন ভাল কাজ আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য একজন মানুষ করে এবং যা কিছু সে চিন্তা করে সবগুলোই শ্রমের অন্তর্ভুক্ত।

শ্রমের প্রকার ভেদ

শ্রমকে সাধারণত তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা :
ক. কায়িক শ্রম বা শারীরিক শ্রম
খ. মানসিক শ্রম বা বুদ্ধি বৃত্তিক শ্রম
গ. মিশ্র শ্রম

---

১. ড. মোহাম্মাদ জাকির হোসাইন, *আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল হাদিসের অবদান : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪ইং), পৃ. ২৬৮
২. মুফতী আমিমুল ইহসান, ক্বাত্তায়ায়িদুল ফিক্হ, (দেওবন্দ : আশরাফিরা বুক ডিপো : ১৩৮১হি.), পৃ. ৩৯০
৩. মুফতী আমিমুল ইহসান, ক্বাত্তায়ায়িদুল ফিক্হ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১

ক. কায়িক বা শারীরিক শ্রম

কায়িক বা শারীরিক শ্রম বলতে ঐ শ্রমকে বুঝায় যে শ্রমে দেহের শারীরিক শক্তি বেশি খরচ হয়। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে শারীরিক শ্রমে ব্যবহারের জন্য হাত পা ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়েছেন। যারা নিয়মিত কায়িক বা শারীরিক শ্রমে অংশ নেন, তারা শ্রমজীবী মানুষ। যেমন, কৃষক, শ্রমিক, মুটে, মজুর, কর্মকার, পিওন, মেথর প্রভৃতি শ্রমজীবী মানুষ। এরাই মানসিক শ্রমকে বাস্তবে রূপ দিতে গিয়ে তাদের কায়িক শ্রমে অংশগ্রহণ করতে হয়। এদের রক্তে, ঘামে ও শ্রমেই সভ্যতার ভিত্তি গড়ে ওঠে।

খ. মানসিক বা বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রম

মানসিক বা বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রম বলতে ঐ শ্রমকে বুঝায়, যে শ্রমে দেহের চাইতে মস্তিষ্ককে বেশি ব্যবহার করা হয়। যেমন, কবি-সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসাবিদ, অর্থনীতিবিদের শ্রম মূলত মানসিক শ্রম।

গ. মিশ্র শ্রম

মিশ্র শ্রম বলতে ঐ শ্রমকে বুঝায়, যে শ্রম দেহ এবং মস্তিষ্ক উভয়েই ব্যবহার করা হয়। যেমন : একজন ব্যবসায়িকে ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে যেমন মানসিক শ্রম দিতে হয়, তেমনি ভাবে শারীরিক শ্রমও দিতে হয়।

ইসলামে শ্রমের প্রকারভেদ

ইসলামের দৃষ্টিতে শ্রম দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

ক. দুনিয়া সম্পর্কিত শ্রম

খ. আখিরাত সম্পর্কিত শ্রম

ক. দুনিয়া সম্পর্কিত শ্রম

যে শ্রমের সম্পর্ক দুনিয়ার সাথে তাকে দুনিয়া সম্পর্কিত শ্রম বলে। যেমন-দুনিয়ার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিজ্ঞানীদের চিন্তা-গবেষণা, ঘরবাড়ি নির্মাণ, চাকরি, ব্যবসা ইত্যাদি।

খ. আখিরাত সম্পর্কিত শ্রম

নামাজ আদায় করা, রোজা রাখা, জাকাত দেওয়া, আল্লাহর জিকির করা ইত্যাদি।

শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আখিরাতে বিশ্বাস

ইসলাম শ্রমিককে তার প্রাপ্য অধিকার পরিপূর্ণভাবে দিয়েছে। শ্রমিকের এই অধিকার প্রতিষ্ঠায় আখিরাতে বিশ্বাস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিম্নে সেগুলো বর্ণনা করা হলো।

১. মজুরি সঠিকভাবে পরিশোধ করা

মজুরি সঠিকভাবে পরিশোধ না করলে আখিরাতে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

عن أبي هريرة ﷺ، عن النبي ﷺ قال: " قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره

আবূ হুরায়রা (রা.) নবী (স.) হতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : (হাদিসে কুদসীতে) আল্লাহ তা'আলা বলেন : "তিন প্রকার লোকের সাথে আমি কিয়ামতের দিন ঝগড়া করব। তাদের মধ্যে একজন সে ব্যক্তি, যে শ্রমিক থেকে পূর্ণরূপে কাজ আদায় করল কিন্তু পূর্ণ পারিশ্রমিক প্রদান করল না।"[৪]

ইসলামের দৃষ্টিতে শ্রমিক দিয়ে কাজ করিয়ে তার পারিশ্রমিক ঠিকমত প্রদান না করা তার সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করার অন্তর্ভুক্ত। আর অন্যায়ভাবে কারো সম্পদ গ্রাস করলে আল্লাহ তা'আলা তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

---

৪. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আল-ইজরাহ,অনুচ্ছেদ : ইসমু মান মানাআ আজরাল আজীর, (দারু তাওাকিন নাজাহ, ১৪২২ হি.), খ. ৩, পৃ. ৯০, হাদিস নং-২২৭০

"হে ইমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না; তবে পরস্পর সম্মতিক্রমে ব্যবসা করা বৈধ। আর তোমরা একে অন্যকে হত্যা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু। আর যে ব্যক্তি সীমালংঘন করে অন্যায়ভাবে এরূপ করবে, শীঘ্রই আমি তাকে জাহান্নামের আগুনে জ্বালাব। আর এটা আল্লাহর পক্ষে বড়ই সহজ।"[৫]

মজুরির নীতিমালা : নিম্নের নীতিমালা অনুযায়ী শ্রমিকের মজুরি নির্ধারণ ও মজুরি প্রদান করতে হবে। অন্যথায় আখিরাতে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

ক. ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ

ন্যূনতম মজুরি হচ্ছে এমন একটি মজুরি যা দিয়ে একজন শ্রমিক তার ও তার পরিবারের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করতে পারে। মৌলিক প্রয়োজনগুলো হচ্ছে পুষ্টিকর খাবার, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যকর বাসস্থান। ন্যূনতম মজুরি প্রাপ্তি শ্রমিকের মৌলিক অধিকার।

i. মৌলিক প্রয়োজন পূরণ

عَنْ الْمَعْرُورِ قَالَ لَقِيتُ أَبَا ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلَى غُلَامِهِ حُلَّةٌ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّي سَابَبْتُ رَجُلًا فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ فَقَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا ذَرٍّ أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ جَعَلَهُمْ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ

আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "তারা তোমার ভাই। আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। কাজেই যাদেরকে আল্লাহ তোমাদের অধীন করেছেন, তাদেরকে তা-ই খেতে দিবে যা তোমরা খাও, তাদেরকে তা-ই পরিধান করতে দিবে তোমরা যা পরিধান কর। আর যে কাজ তাদের পক্ষে সাধ্যাতীত সেরকম কাজ করতে তাদেরকে বাধ্য করবে না। আর যদি তাদেরকে দ্বারা তা করাতে হয় তাহলে তাদেরকে প্রয়োজন মত সাহায্য করবে।"[৬]

ii. পোষ্যদের ভরণ পোষণের ব্যবস্থা কর

عَنْ خَيْثَمَةَ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو إِذْ جَاءَهُ قَهْرَمَانٌ لَهُ فَدَخَلَ فَقَالَ أَعْطَيْتَ الرَّقِيقَ قُوتَهُمْ قَالَ لاَ. قَالَ فَانْطَلِقْ فَأَعْطِهِمْ. قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- « كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ ».

ক. আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "কোন ব্যক্তি গুনাহগার হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে তার পোষ্যদের ভরণ-পোষণের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করে।"[৭]

সুতরাং ইসলামি অর্থনীতির মজুরি নির্ধারণ সূত্র হলো-ন্যূনতম মজুরি প্রত্যেক শ্রমিকের প্রয়োজনানুসারে নির্ধারিত হবে অর্থাৎ প্রত্যেক শ্রমিককে কমপক্ষে এমন মজুরি দিতে হবে যেন সে তার ন্যায়ানুগ ও স্বাভাবিক প্রয়োজন মেটাতে পারে। কারণ, শ্রমিক একান্তভাবে অসহায় না হয়ে পড়লে কোনদিন তার প্রয়োজনের চেয়ে কম মজুরি লাভের চুক্তিতে আসতে পারে না। আর যে চুক্তি শ্রমিকের অসহায়ত্বের সুযোগে করা হয়, ইসলামের কাছে তার কোন মূল্য নেই। আল্লাহ্ পাকের কালাম এবং নবী করীম (সা.)-এর হাদিস দ্বারাও উপরোক্ত সূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়।

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا يُكَلَّفُ مِنْ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ

খ. আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "দাসের জন্য ন্যায়সঙ্গত খাওয়া-দাওয়া পোশাক-পরিচ্ছেদের ব্যবস্থা করা মনিবের দায়িত্ব। তার সাধ্যের বাইরে কোন কাজের জন্য তাকে কষ্ট দেয়া যাবে না যা সে সহ্য করতে পারবে না।"[৮]

---

৫. আল-কুরআন, *সূরা নিসা* ৪ : ২৯-৩০

৬. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আল-ঈমান,অনুচ্ছেদ : আল-মা'আসি মিন আমরিল জাহিলিয়্যাহ, (দারু তাওকিন নাজাহ, ১৪২২ হি.), খ. ১, পৃ. ১৫, হাদিস নং-৩০

৭. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আয়-যাকাত, অনুচ্ছেদ : ফায়লুন নাফাকাতি আলাল ইয়ালি ওয়াল মামলুকি, (বৈরুত : দারুল জাবাল), খ. ৩, পৃ. ৭৮ , হাদিস নং-২৩৫৯

৮. মালিক ইবন আনাস, আল-মুয়াত্তা, অধ্যায় : আল-ইস্তি'যান, অনুচ্ছেদ : আল-আমরু বিররিফকি বিলমামলূকি, (বৈরুত : মুয়াছ্ছাছাতু যায়িদ ইবনু সুলতান আল-নিহইয়ান, ১৪২৫হি.), খ. ৫, পৃ. ৪২৭, হাদিস নং-৩৫৯৩

গ. তিনি আরও বলেন : “এদেরকে (অধীনস্থদেরকে) পরিতৃপ্ত করে দিবে।”[৯]

ঘ. আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“যে সমস্ত মাকে সন্তানের পিতা ত্যাগ করেছে, তাদেরকে দুধ খাওয়ানোর নিমিত্তে নিয়ে আসলে সন্তানের পিতা ন্যায়সঙ্গতভাবে তাদেরকে জীবিকা ও কাপড়-চোপড় দেবে।”[১০]

উপরোক্ত আয়াত ও আল-হাদিস পর্যালোচনা করলে নিম্নোক্ত দুটি সিদ্ধান্তে অনায়াসে পৌঁছা যায়। যথা–

ক. মালিক শ্রমিকদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নেবে। অথবা,

খ. এমন মজুরি দিবে, যা দিয়ে তাদের প্রয়োজন মিটে যায়। কারণ ইসলামের মজুরি নির্ধারণ নীতি পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে। এখানে শ্রমিক চাহিদা ও যোগানের, বাজারের সব রকম ওঠা-নামার অধীন নয়। এখন প্রশ্ন হলো, নিম্নতম মজুরি কি করে নির্ধারণ করা যাবে? এর উত্তর আমরা সাহাবা-ই-কিরামের কার্যক্রমের মধ্যে পাই। হজরত উমর (রা.) এইভাবে খোরাকী নির্ধারণ করতেন যে, সুস্থ-সবল ভাল খেতে পারে এমন কয়েকজনকে ডেকে এনে খেতে দিতেন এবং তাদের খাওয়ার অনুপাতে তা নির্ধারণ করে দিতেন।[১১]

তিনি তাঁর খিলাফতের আমলে কর্মচারীদেরকে, তাদের প্রয়োজন এবং যে শহরে বাস করবে তার পারিপার্শ্বিকতা অনুযায়ী ভাতা দিতেন।[১২]

আমরাও আজকাল আমাদের পরিবেশ, চাহিদা, জীবনযাত্রা ইত্যাদির পর্যালোচনা করে নিম্নতম মজুরি নির্ধারণ করতে পারি। কারণ মানুষের প্রয়োজন, স্থান, কাল ইত্যাদি অনুসারে পরিবর্তিত হয়। এ ব্যাপারে সমসাময়িক সরকার মধ্যস্থতা করতে পারেন।[১৩]

খ. যোগ্যতা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী মজুরি নিরূপণ

ইসলাম একজন শ্রমিকের যোগ্যতা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার যথেষ্ট মূল্য দেয়। সুতরাং কাজ করার যোগ্যতা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার হিসেবে মজুরির তারতম্য বা কম বেশি হওয়া ইসলাম স্বীকার করে। কারণ সকলের কাজ করার যোগ্যতা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা সমান নয়। যোগ্য ও অযোগ্য, দক্ষ ও অদক্ষ, অভিজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ কখনো সমান হতে পারে না। যোগ্য ব্যক্তির যোগ্যতার, দক্ষ ব্যক্তির দক্ষতার মূল্যায়ন না করা হলে তাদের প্রতি অবিচার করা হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا

“আমি মানুষের জাগতিক জীবনে তাদের জীবিকা উপকরণসমূহ বণ্টন করে দিয়েছি এবং তাদের মধ্যে কতক জনকে কতক জনের ওপর মর্যাদায় প্রাধান্য দিয়েছি- যাতে একে অন্য থেকে কাজ নিতে পারে।”[১৪]

গ. মজুরি পূর্ব নির্ধারিত ও সুনির্দিষ্ট হতে হবে

শ্রমিক নিয়োগ করার পূর্বেই তার মজুরি কত দেয়া হবে তা নির্ধারণ করতে হবে।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: «إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَجِيرًا فَأَعْلِمْهُ أَجْرَهُ»

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : “তুমি যখন কোন শ্রমিক নিয়োগ করবে তখন তাকে তার মজুরি কত হবে তা জানিয়ে দিবে।”[১৫]

এমন অনেক পুঁজিপতিকে দেখতে পাওয়া যায়, যারা শ্রমিকের বিপর্যস্ত অবস্থার সুযোগ নিয়ে মজুরি নির্ধারণ না করে তার কাছ থেকে কাজ নেয় এবং নিজে যা মন চায় তা-ই মজুরি দিয়ে তাকে বিদায় করে দিতে চায়। শ্রমিক তার আর্থিক দুর্বলতার কারণে এর কিছুই করতে পারেনা, সবকিছু তার নীরবে সহ্য করে নিতে হয়। ইসলাম

---

৯. ফরিদ উদ্দীন মাসউদ, *ইসলামে শ্রমিকের অধিকার*, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৮খ্রি.), পৃ. ১০৮

১০. আল-কুরআন, *সূরা বাকারা* ২ : ২৩৩

১১. ফরিদ উদ্দীন মাসউদ, ইসলামে শ্রমিকের অধিকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০

১২. ফরিদ উদ্দীন মাসউদ, ইসলামে শ্রমিকের অধিকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০

১৩. ড. মোহাম্মাদ জাকির হোসেন, প্রাগগুক্ত, পৃ. ২৮১

১৪. আল-কুরআন, *সূরা যুখরুফ* ৪৩ : ৩২

১৫. আবূ আব্দুর রহমান আহমাদ ইব্‌ন শু'আইব আন-নাসায়ী, *সুনানুন নাসায়ী*, অধ্যায় : আল-মুযারা'আতু, অনুচ্ছেদ : আছছালিছু মিনাশশুরূতি ফীহি আল-মুযারা'আতু ওয়াল ওয়াছায়িকু, (হালব : মাকতাবুল মাতলু'আতি আল-ইসলামি, ১৯৮৬ইং/ ১৪০৬ হি.), খ. ৭,পৃ. ৩১, হাদিস নং-৩৮৫৭

এই সমস্ত কর্মকাণ্ড কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ করেছে।[১৬] তাই মজুরি নির্ধারণ না করে শ্রমিক দিয়ে কাজ করানো যাবেনা।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَهَى عَنِ اسْتِئْجَارِ الْأَجِيرِ، يَعْنِي حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُ أَجْرَهُ

আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন," রাসূলুল্লাহ (স.) মজুরি নির্ধারণ না করে শ্রমিকের দ্বারা কোন কাজ করাতে নিষেধ করেছেন।"[১৭]

ঘ. কাজ শেষ হওয়ার সাথে সাথে মজুরি পরিশোধ

শ্রমিক দিয়ে কাজ করানোর পর তার মজুরি দেয়ার ব্যাপারে টালবাহানা করা, না দেয়া, কম দেয়া, দেরি করে দেয়া সবই ইসলামের দৃষ্টিতে গুরুতর অপরাধ। শ্রমিকের কাজ শেষ হওয়ার সাথেই মজুরি পরিশোধ করতে হবে।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ»

আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "শ্রমিকের দেহের ঘাম শুকানোর পূর্বেই তার মজুরি পরিশোধ কর।"[১৮]

২. কাজের সময় নির্ধারণ

একজন শ্রমিক একদিনে কত সময় পর্যন্ত কাজ করবে অথবা একদিনে কতক্ষণ কাজ করা উচিত। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। উক্ত প্রশ্নের উত্তর দেয়ার আগে বলতে হয় যে, একজন মানুষের কাজ করার শক্তি-সামর্থ্যের বা কর্মক্ষমতার একটি নির্দিষ্ট সময়-সীমা রয়েছে। কাজের প্রকৃতি ও ধরন অনুযায়ী সে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত স্বাচ্ছন্দ্যে কাজ করতে পারে। কাজ যদি হালকা ধরনের হয় তবে একজন মানুষ বেশি সময় একাধারে কাজ করতে পারে। আর কাজ যদি বেশি পরিশ্রমের হয় তাহলে অল্প সময় কাজ করেও একজন মানুষ তার কাজ করার শক্তি-সমর্থ হারিয়ে ফেলে। আবার পরিবেশ, আবহাওয়া ও জলবায়ুর ওপর কাজের গতি ও প্রকৃতি নির্ভর করে। ভাল পরিবেশে আরামদায়ক আবহাওয়ায় একজন মানুষ অনেক সময় কাজ করতে পারে, কিন্তু দূষিত ও নোংরা পরিবেশে অথবা প্রচণ্ড রোদে ভারী কাজ অল্প সময় করলেই মানুষ ক্লান্ত হয়ে পড়ে; তার শরীরের স্বাভাবিক কাজ-কর্ম করার শক্তি-সামর্থ্য ফুরিয়ে যায়; তার প্রয়োজন হয় বিশ্রামের। এজন্য ইসলাম কাজের কোন নির্ধারিত সময় বা কর্মঘণ্টা নির্ধারণ করে দেয়নি। একজন শ্রমিক ততক্ষণ পর্যন্ত কাজ করবে যতক্ষণ সে স্বাচ্ছন্দ্যে ও স্বাভাবিক ভাবে কাজ করতে পারে। একজন শ্রমিককে দীর্ঘ সময় কাজ করার জন্য বাধ্য করা যাবে না, যা তার জন্য কষ্টকর। আল্লাহ তা'আলা বলেন : **لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا**

"আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন দায়িত্ব দেন না।"[১৯]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- أَنَّهُ قَالَ « لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ وَلاَ يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلاَّ مَا يُطِيقُ ».

আবূ হুরায়রা (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন : "দাসের জন্য খাওয়া-দাওয়া ও পোশাক-পরিচ্ছেদের ব্যবস্থা করা মনিবের দায়িত্ব। তার সাধ্যের বাইরে কোন কাজের জন্য তাকে কষ্ট দেয়া যাবে না, যা সে সহ্য করতে পারবে না।"[২০] সুতরাং, একজন শ্রমিকের দীর্ঘ সময় কাজ করতে বাধ্যকারী হবে জালেম। আর জালেমরাই হবে জাহান্নামি।

আল্লাহ তা'আলা বলেন : **إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا**

---

১৬. ড. মোহাম্মদ জাকির হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২

১৭. আহমাদ ইব্ন হুসাইন আবু বাকর আল-বায়হাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, অধ্যায় : আল-ইজারাহ, অনুচ্ছেদ : লা তাজুযুল ইজারাতু হাত্তা তাকুনা মালুমাতিন, (বৈরুত : দারুল কিতাব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৪২৪হি./২০০৩খ্রি.), খ. ৬,পৃ. ১৯৮, হাদিস নং-১১৫২

১৮. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযিদ ইব্ন মাজাহ আল-কাযভীনী, *সুনানু ইবনি মাজাহ*, অধ্যায় : আর-রুহূন, অনুচ্ছেদ : আজরুল আজরা, (হালব : দারু ইহইয়ায়িল কিতাব আল-আরাবিয়্যাহ), খ. ২,পৃ. ৮১৭, হাদিস নং-২৪৪৩

১৯. আল কুরআন, সূরা আল-বাকারা ২:২৮৬

২০. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আল-আইমান,অনুচ্ছেদ : ইতআমুল মামলুক মিম্মা ইয়াকুলু, (বৈরুত : দারুল জাবাল), খ. ৫, পৃ. ৯৩, হাদিস নং-৪৪০৬

"নিশ্চয়ই আমি জালিমদের জন্য জাহান্নামের আগুন তৈরি করে রেখেছি, এর বেষ্টনীসমূহ তাদের ঘিরে রাখবে।"[২১]

আট ঘণ্টা কাজ

সাধারণভাবে একজন শ্রমিককে দিয়ে কাজ বেশি কষ্টকর না হলে আট ঘণ্টা কাজ করানো যেতে পারে, এর বেশি নয়।

عن ابن عباس ﷺ، قال: لأن رسول الله ﷺ قال: «الثلث والثلث كثير أو كبير»

ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) (দানের ক্ষেত্রে বলেছেন) : "এক তৃতীয়াংশ, এক তৃতীয়াংশই বেশি।"[২২] ঠিক তেমনি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ আট ঘণ্টা দুনিয়ার কাজ করতে পারে, এটাই বেশি।

৩. ওভার টাইম ও বোনাসসহ সম্পূরক সুযোগ-সুবিধা প্রদান

আল্লাহ তা'আলা বলেন : **فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ**

"যারা ইমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তাদেরকে তিনি পরিপূর্ণ প্রতিদান দিবেন এবং স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে আরো বেশি দিবেন।"[২৩]

উক্ত আয়াতে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন যে, সৎকর্মের পরিপূর্ণ প্রতিদান দেয়ার পরও আরো বেশি দিবেন। এই আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, নির্দিষ্ট সময়ের পর কাজ করলে তার শুধু মজুরি দিলেই যথেষ্ট হবে না বরং অতিরিক্ত মজুরি দিতে হবে। ঠিক তেমনি একজন শ্রমিককে শুধু বেতনই যথেষ্ট নয়। তাকে বেতনের সাথে বোনাসসহ সম্পূরক সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে। যেমন : টিফিন ভাতা, চিকিৎসা ভাতা, শিক্ষা ভাতা, বাসস্থান ভাতা এবং চাকরি শেষে বৃদ্ধ ভাতা বা পেনশন সুবিধা ইত্যাদি। যা শ্রমিক ও তার পরিবারের সদস্যদের জন্য খুব জরুরি। মালিকের পক্ষে সম্ভব না হলে সরকারকে চাকরি শেষে বৃদ্ধভাতা বা পেনশন এবং শ্রমিকের মৃত্যু হলে তার পরিবারকে পেনশন দিতে হবে।

৪. বিশ্রামের অধিকার প্রতিষ্ঠা

মানুষ কাজ করলে ক্লান্ত হয় এবং শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে। তার প্রয়োজন হয় বিশ্রামের। বিশ্রাম করতে না পারলে ক্লান্ত ও দুর্বল শরীরে তার জন্য কাজ করা দুঃসহ ও কষ্টকর হয়ে পড়ে। কারণ, বিশ্রাম ও কাজ একই সূত্রে গাঁথা। বিশ্রাম কাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। দেহের পক্ষে একটানা পরিশ্রম ক্ষতিকর। একটানা পরিশ্রমের ফলে দেহ-মনে ভর করে অবসাদ, লুপ্ত হয় দেহের কার্য ক্ষমতা। বিশ্রাম শরীরের অবসাদের ক্লান্তি দূর করে আনে নতুন কর্মপ্রেরণা। পরিশ্রমের পর পরিশ্রান্ত ও ক্লান্ত দেহ সুস্থ করে হৃত উদ্যম ফিরিয়ে আনার জন্য বিশ্রামের প্রয়োজন।

ক. আল্লাহ তা'আলা বলেন : **يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا**

"আল্লাহ তোমাদের বোঝা হালকা করে দিতে চান, কারণ, মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে।"[২৪]

সুতরাং, শ্রমিকের বিশ্রামের সুযোগ না দেওয়া হবে জুলুম। এই জুলুম-অত্যাচার কিয়ামতের দিনে অন্ধকারে পরিণত হবে।

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن النبي ﷺ قال: «الظلم ظلمات يوم القيامة»

খ. আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। নবী (স.) বলেছেন : "অত্যাচার কিয়ামতের দিন হবে অন্ধকার।"[২৫]

---

২১. আল-কুরআন, *সূরা কাহফ* ১৮ : ২৯

২২. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আল-ওসায়া, অনুচ্ছেদ : আল-ওয়সিয়্যাতু বিছ্ছুলুছি, (দারু তাওকিন নাজাহ, ১৪২২ হি.), খ. ৪, পৃ. ৩, হাদিস নং-২৭৪৩

২৩. আল কুরআন, *সূরা নিসা* ৪ : ১৭৩

২৪. আল-কুরআন, *সূরা আন-নিসা* ৪ : ২৮

২৫. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আল-মাজালিম ওয়াল গাছব,অনুচ্ছেদ : আজ-জুলমু জুলুমাতুন ইয়াওমাল কিয়ামাতি, (দারু তাওকুন নাজাহ, ১৪২২ হি.), খ. ৩, পৃ. ১২৯, হাদিস নং-২৪৪৭

৫. ছুটি পাওয়ার অধিকার

কর্মের শারীরিক ক্লান্তি ও অবসাদ অবসান এবং অবসর বিনোদনের জন্য প্রয়োজন নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর ছুটি। দীর্ঘদিন কাজ করার পর নিজেকে সতেজ করে নব উদ্যোগ ফিরিয়ে আনার জন্যও ছুটির দরকার। এছাড়া অসুস্থতা ও পারিবারিক প্রয়োজনেও ছুটির দরকার হতে পারে। তাই ছুটি শ্রমিকের একটা মানবাধিকার ।

ক. আল্লাহ তা'আলা বলেন : يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান, কঠিন করতে চান না।"[২৬]

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ، وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ،

খ. রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "যে ব্যক্তি কাজের লোকের কাজ হালকা করে দিবে আল্লাহ তার গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন এবং তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দিবেন।"[২৭]

عَنْ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا خَفَّفْتَ عَنْ خَادِمِكَ مِنْ عَمَلِهِ كَانَ لَكَ أَجْرًا فِي مَوَازِينِكَ»

গ. উমর ইব্ন হারেস (রা.) হতে বর্ণিত। নবী (স.) বলেছেন : "তোমরা তোমার কাজের লোকদের থেকে যে পরিমাণ কাজ হালকা করে দিবে সে পরিমাণ পুণ্য তোমার মীযানের পাল্লায় ওজন করা হবে।"[২৮]

সুতরাং, শ্রমিকের বিশ্রামের সুযোগ দেয়া এবং ছুটি দেওয়া আখিরাতের পাথেয় সংগ্রহ করার উপায়।

৬. পদোন্নতি বা বাৎসরিক বর্ধিত বেতন পাওয়ার অধিকার প্রদান

মানুষ কাজ করে দক্ষতা অর্জন করে। যতই দিন যায় ততই সে তার কাজ দক্ষতার সাথে সুন্দরভাবে করতে পারে। তার কর্মদক্ষতার সাথে সাথে তার যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পায়। পরবর্তী পদ থাকলে তাকে পদোন্নতি দিয়ে বেতন বাড়ানো উচিত। আর তা সম্ভব না হলে অন্তত শ্রমিককে প্রতিবছর ইনক্রিমেন্ট বা বাৎসরিক বর্ধিত বেতন দেয়া কর্তব্য।

আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

"প্রত্যেকের মান-মর্যাদা তার আমল অনুপাতে নিরূপিত হবে। যেন আল্লাহ তাদের কৃতকর্মের পরিপূর্ণ প্রতিফল তাদেরকে দান করেন। তাদের প্রতি কোনো জুলুম করা হবে না।"[২৯]

উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে যে, আখিরাতের কৃতকর্মের ফল পরিপূর্ণভাবে প্রদানের জন্য আমল বা কর্ম অনুযায়ী মান-মর্যাদা দেয়া হবে। ঠিক তেমনি শ্রমিকের কর্মের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী তার মর্যাদা দেয়া অর্থাৎ পদোন্নতি দিয়ে বেতন বাড়ানো অথবা প্রতি বছর বেতন বাড়ানো উচিত।

৭. ট্রেড ইউনিয়ন বা কোন সংগঠন করার অধিকার

পেশাভিত্তিক সংগঠনকে ট্রেড ইউনিয়ন বলে। পেশায় নিয়োজিত লোকদের মর্যাদা, স্বার্থ, নিরাপত্তা ও জুলুম থেকে আত্মরক্ষার জন্য যে সংগঠন গড়ে উঠে তাকে ট্রেড ইউনিয়ন বলে।[৩০]

ট্রেড ইউনিয়নে যোগ দেয়া বা কোন শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোলা শ্রমিকের মৌলিক অধিকার। শ্রমিকদেরকে অধিকার বঞ্চনা থেকে রক্ষা করা এবং তাদের ওপর জুলুম-নির্যাতনের প্রতিবাদ করা ও শ্রমিক শোষণ প্রতিরোধ করা ট্রেড ইউনিয়নের কাজ। নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে যুক্তিযুক্ত ও ন্যায়সঙ্গত দাবি ও অধিকার আদায় করার উপায় হলো এই ট্রেড ইউনিয়ন। কিন্তু আজ-কাল ট্রেড ইউনিয়ন বলতে বুঝায় নেতা সর্বস্ব সংগঠন।

---

২৬. আল-কুরআন, *সূরা বাকারা* ২ : ১৮৫

২৭. মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইব্ন খুযায়মা, *সহীহ ইবনি খুযায়মা*, অধ্যায় : আস-সিয়াম, অনুচ্ছেদ : ফাদলু শাহরি রমদান, (বৈরুত : আল-মাকাতাবুল ইসলামী),খ. ৩, পৃ. ১৯১, হাদিস নং-১৮৮৭

২৮. মুহাম্মদ ইব্ন হিব্বান ইব্ন আহমদ আবু হাতিম আত্-তামিমী আল-বাসাতি, *সহীহ ইবনি হিব্বান*, অধ্যায় : সুহবাতুল মামালিকি, অনুচ্ছেদ : জিকরু কিতবাতিল্লাহি ওয়া আলাল আজরি লিলমুসলিমি বিতাখফীফিহি আনিল খাদিমি আমালাহু, (বৈরুত : মুয়াস্সাসাতুর রিসালাহ, ১৯৯৩ইং/১৪১৪হি.), খ. ১০, পৃ. ১৫৩, হাদিস নং-৪৩১৪

২৯. আল-কুরআন, *সূরা আহকাফ* ৪৬ : ১৯

৩০. অধ্যাপক মাওলানা হারুন-অর-রশিদ খান, *কুরআন হাদিসের আলোকে পূর্ণাঙ্গ মানব জীবন*, (ঢাকা : প্রফেসরস পাবলিকেশন্স, ২০০৪খ্রি.), পৃ. ৩৭৯

বর্তমানে ট্রেড ইউনিয়নের কাজ হলো–নেতারা কোন কাজ না করে বেতন নিবে এবং নিজেদের স্বার্থে শ্রমিকদের ব্যবহার করবে। নেতারা ওপরে ওপরে শ্রমিকদের স্বার্থের কথা বলে আর তলে তলে শ্রমিকদের স্বার্থ পরিপন্থি কাজে নিযুক্ত হয়। শ্রমিকরা নেতাদের নির্দেশে কলকারখানায় হামলা চালায়; কারখানার ক্ষতি সাধন করে। শ্রমিক গ্রেফতার হলে নেতারা তাদের কথা বেমালুম ভুলে যায়। এতে শ্রমিক নেতারা ফায়দা লুটে নেয়। এভাবে শ্রমিক নেতারা শ্রমিকের স্বার্থের চাইতে নিজের স্বার্থ বেশি চিন্তা করে। এজন্যই শ্রমিকেরা দাবি ও অধিকার অর্জনে দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। একদিকে শ্রমিকেরা মালিক কর্তৃক নিষ্পেষিত হচ্ছে অন্যদিকে শ্রমিকেরা শ্রমিক নেতাদের দ্বারা প্রতারিত হচ্ছে।

ট্রেড ইউনিয়নের কাজ হচ্ছে ন্যায্য দাবি আদায় ও জুলুম নির্যাতন প্রতিরোধ করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ۝ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"আর যে ব্যক্তি জুলুমের প্রতিশোধ নিবে, এমন ব্যক্তিকে কোনরূপ তিরস্কার করা যাবে না। তিরস্কার পাওয়ার যোগ্য সেসব ব্যক্তি, যারা অন্যদের ওপর জুলুম করে এবং জমিনে অন্যায়ভাবে বাড়াবাড়ি করে। এসব ব্যক্তিদের জন্য মর্মান্তিক শাস্তি রয়েছে।"[৩১]

একটি সংগঠনের নেতাদের কাজের বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

"আল্লাহ বনি ইসরাইলের নিকট হতে ওয়াদা নিয়েছিলেন এবং আমি তোমাদের মধ্য থেকে বার জন নেতা নিযুক্ত করেছিলাম। আর আল্লাহ বলেছিলেন, "আমি তোমাদের সাথে আছি।" যদি তোমরা সালাত কায়েম কর, জাকাত আদায় কর, আমার রাসূলগণের প্রতি ইমান আন, তাদেরকে সাহায্য কর এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও। তাহলে আমি অবশ্যই তোমাদের পাপসমূহ দূর করবো এবং এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবো যার তলদেশে ঝর্ণাসমূহ প্রবাহিত। এরপরও তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কুফরি করবে সে সরল পথ হারাবে।"[৩২]

উক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, একটি কারখানায় সকলের উচিত আল্লাহর বিধান মেনে চলা। বিশেষ করে নেতাদের দায়িত্ব নামাজ কায়েম করা, জাকাত আদায় করা এবং রাসূলের আদর্শ বাস্তবায়ন করা। আর আল্লাহ তা'আলাকে উত্তম ঋণ দেওয়া অর্থাৎ গরিব-দুঃখী মানুষকে সাহায্য করা। তাহলে দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য এবং আখিরাতে জান্নাত লাভ করা যাবে। একটি কারখানায় দুইশত শ্রমিক কাজ করলে সর্বোচ্চ বেতন দুইলক্ষ টাকার ওপরে এবং সর্বনিম্ন বেতন দশ হাজারের নিচে। যাদের বেতন বেশি তাদের অবশ্য জাকাত আদায় করতে হয়। সাথে সাথে গরিব-দুঃখী শ্রমিককে সাহায্য করা উচিত। আর নামাজ কায়েম করা সকলের ওপরই ফরজ। শ্রমিক নেতারা যদি এ সমস্ত দায়িত্ব পালন করতে পারে তাহলে অবশ্যই কর্মস্থলে আল্লাহ তা'আলার রহমত বর্ষিত হবে এবং সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

পরিশেষে বলা যায় যে, ট্রেড ইউনিয়নের সদস্যদের উচিত সর্বপ্রথম কারখানা বা ফ্যাক্টরির মালিকের স্বার্থ রক্ষা করা। মালিকের যদি লাভ না আসে তাহলে শ্রমিকের দাবি মানা তার পক্ষে সম্ভব হবে না। এজন্য শ্রমিকদের উচিত-

ক. সম্মিলিত ভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে উৎপাদন বাড়িয়ে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় নিজের প্রতিষ্ঠানকে বেশি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা।

খ. কারখানা বা মালিকের শত্রু, চাঁদাবাজ ও সন্ত্রাসীদের ঐক্যবদ্ধ ভাবে প্রতিহত করা।

গ. পেশাগত কাজে একে অন্যকে সহযোগিতা করা।

ঘ. ন্যায়সঙ্গত দাবি নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে আদায় করা।

ঙ. জুলুম-নির্যাতন প্রতিরোধ করা।

---

৩১. আল-কুরআন, *সূরা শূরা* ৪২ : ৪১-৪২

৩২. আল-কুরআন, *সূরা মায়িদা* ৫ : ১২

৮. নারী শ্রমিক নির্যাতন প্রতিরোধ

নারী শ্রমিকরা অফিসে ও শিল্প ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। যেমন–

ক. সমান কাজের জন্য সমান মজুরি না পাওয়া। একই বয়স, একই শিক্ষায়, একই দক্ষতায়, একই অভিজ্ঞতায় এবং একই চাকরিতে নারী শ্রমিকরা তাদের সতীর্থ পুরুষ শ্রমিকদের চেয়ে অনেক কম মজুরী পান।

খ. কর্মক্ষেত্রে সহকর্মী ও অফিসার কর্তৃক শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হওয়া।

গ. কর্মক্ষেত্রে নারী শ্রমিককে ভোগের সামগ্রী হতে বাধ্য করা। এ ধরনের কাজ সবগুলোই নারী শ্রমিক নির্যাতনের অন্তর্ভুক্ত।

ক. এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا

"আর যারা বিনা অপরাধে মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে কষ্ট দেয়, তারা মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন করে।"[৩৩]

খ. আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ

"নিশ্চয়ই যারা মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদের নির্যাতন করেছে, অতঃপর তওবা করেনি, তাদের জন্যে আছে জাহান্নামের শাস্তি, আর আছে আগুনে দগ্ধ হওয়ার যন্ত্রণা।"[৩৪]

عَنْ أَبِى أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ « مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ». فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ ».

আবূ উমামা (রা.) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন : "যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথের মাধ্যমে (বা অবৈধভাবে) কোন মুসলমানের অধিকার ছিনিয়ে নিবে, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব করে দিবেন এবং জান্নাত তার জন্য হারাম করে দিবেন। এক ব্যক্তি বলল : হে আল্লাহর রাসূল! যদি সামান্য কোন বস্তু হয়? তিনি বললেন : আরক[৩৫] গাছের একটি কর্তিত ডালও যদি হয়।"[৩৬]

৯. শিশুশ্রম প্রতিরোধ

আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যত। জাতির উন্নতি-অগ্রগতি, সমৃদ্ধি ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য শিশুদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। শিশুদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হলে প্রয়োজন শিশুদের সুস্বাস্থ্য ও শিক্ষা । শিশু শ্রমে নিযুক্ত হলে শিশু সঠিকভাবে বেড়ে উঠতে পারে না; শিশুর শারীরিক গঠন বাধাগ্রস্ত হয় এবং স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। শিশুরা ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিযুক্ত হয়ে আহত হয়, বিকলাঙ্গ হয় অথবা শিশুর প্রাণহানি পর্যন্ত ঘটে। শিশুর কাজ হলো লেখাপড়া করা। শিশু শ্রমে নিযুক্ত হলে শিশুর লেখাপড়া বাধাগ্রস্ত হয় অথবা লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়। শিশু শ্রমে নিযুক্ত করে তাদের জীবন ধ্বংস করা গুরুতর অপরাধ। এই অপরাধের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ

"আপনি কখনও মনে করবেন না যে, জালিমরা যা করে, সে সম্পর্কে আল্লাহ গাফিল, তবে তিনি তাদেরকে তো ঐ দিন পর্যন্ত অবকাশ দেন যেদিন চক্ষুসমূহ বিস্ফোরিত হবে।"[৩৭]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، - يَرْوِيهِ قَالَ: ابْنُ السَّرْحِ - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا»

---

৩৩. আল-কুরআন, *সূরা আহযাব* ৩৩ : ৫৮

৩৪. আল-কুরআন, *সূরা বুরুজ* ৮৫ : ১০

৩৫. আরক হলো বাবলা গাছের মতো এক ধরনের কাঁটাযুক্ত গাছ।

৩৬. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আল-ঈমান, অনুচ্ছেদ : ওয়ায়ীদু মান কত্বায়া হাক্কা মুসলিমিন বিইয়ামীনিন ফাজিরাতিন বিন্নার, (বৈরুত: দারুল জাবাল), খ. ১, পৃ. ৮৫, হাদিস নং-৩৭০

৩৭. আল-কুরআন, *সূরা ইব্রাহীম* ১৪ : ৪২

আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর বর্ণনা করেছেন, নবী (স.) বলেছেন : "যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদেরকে স্নেহ করে না এবং আমাদের বড়দেরকে সম্মান করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।"[৩৮]
জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় ২০২৫ সালের মধ্যে দেশ থেকে সব ধরনের শিশুশ্রম নিরসনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।[৩৯]

শ্রমিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সচেতনতা সৃষ্টিতে আখিরাতে বিশ্বাস

আখিরাতে বিশ্বাস শ্রমিকদের মধ্যে দায়িত্ব ও কর্তব্য সচেতনতা সৃষ্টি করে। নিম্নে সেগুলো বর্ণনা করা হলো।

১. নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত নির্দিষ্ট কাজ করা

কর্মে নিয়োগ একটি চুক্তি। সুতরাং একজন শ্রমিক বা কর্মচারীর সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান দায়িত্ব হলো চুক্তিকৃত নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত যে কাজ করার কথা তা নিজের শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী গভীর মনোযোগ সহকারে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে করা। যেমন আট ঘণ্টা কাজ করার কথা থাকলে আট ঘণ্টা কাজ করতে হবে। বিনা কারণে কার্মে অনুপস্থিত থাকা বা উপস্থিত থেকেও কাজ না করা অন্যায়। ঠিকমত কাজ না করলে কাজে নিযুক্ত চুক্তি ভঙ্গ করা হবে। আর চুক্তি ভঙ্গ করলে আল্লাহ তা'আলার কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন : **وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا**

"তোমরা প্রতিশ্রুতি পালন কর। নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে।"[৪০]

২. কর্মে অবহেলা বা গাফলতি না করা

যখন যে কাজ যেভাবে করার কথা তখন সে কাজ সেভাবে করতে হবে। এ ব্যাপারে কর্মে কোন অবহেলা বা গাফলতি করা যাবে না। যারা কর্মে অবহেলা বা গাফলতি করে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা (আখিরাতের) ভয়াবহ দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

"দুর্ভোগ মাপে কম দাতাদের জন্য যারা মানুষের নিকট থেকে যখন মেপে নেয় তখন পুরোপুরি নেয়। আর যখন তাদের মেপে দেয় কিংবা ওজন করে দেয়, তখন কম করে দেয়। তারা কী বিশ্বাস করে না যে, অবশ্যই তারা পুনরুত্থিত হবে? অত্যন্ত ভয়াবহ একদিনে। সেদিন সকল মানুষ বিশ্বজগতের প্রতিপালকের সামনে দণ্ডায়মান হবে।"[৪১]

উক্ত আয়াতে মাপে কম-বেশি করার কথা বলা হয়েছে। এর ভাবার্থে ঐ সমস্ত মালিকও অন্তর্ভুক্ত যারা শ্রমিক থেকে পুরোপুরি কাজ আদায় করে নেয় কিন্তু নির্ধারিত পারিশ্রমিক দেয় না। ঠিক তেমনি ঐ সমস্ত শ্রমিকও এর মধ্যে শামিল যারা কাজ না করে বা কাজে গাফলতি করে কিন্তু মজুরি নেয়ার সময় পুরোপুরি নেয়। কোন কোন শ্রমিক মালিকের কাজে ফাঁকি দিয়ে নিয়মিত হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করে বেতন উত্তোলন করে থাকে। তাদের উক্ত আয়াতগুলোর অর্থের প্রতি চিন্তা করে এ ধরনের গর্হিত কাজ থেকে বিরত থাকা উচিত। এজন্য তাকে কিয়ামতের দিন অবশ্যই আল্লাহর বিচারের সম্মুখীন হতে হবে। কাজে গাফলতি করা বা কাজে ফাঁকি দিয়ে নিয়মিত হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করে বেতন উত্তোলন করা হলো মালিককে ধোঁকা দেয়া। এর পরিণাম হবে জাহান্নাম।

عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " الْمَكْرُ وَالْخَدِيعَةُ فِي النَّارِ " لَكُنْتُ أَمْكَرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ

---

৩৮. আবূ দাউদ সুলাইমান ইব্ন আশ'আছ আস-সিজিস্তানী, *সুনানু আবী দাউদ*, অধ্যায় : আল-আদব, অনুচ্ছেদ : পির রিহমি, (বৈরুত : মাকতাবুল আসরিয়্যাহ), খ. ৪,পৃ. ২৮৬, হাদিস নং-৪৯৪৩

৩৯. দৈনিক ইনকিলাব, (ঢাকা : ২৯ অক্টোবর ২০১৭), পৃ. ৭

৪০. আল-কুরআন, *সূরা বনি ঈসরাঈল* ১৭ : ৩৪

৪১. আল-কুরআন, *সূরা মুতাফ্‌ফিফীন* ৮৩ : ১-৬

কাইস ইবনু সা'দ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি : "ধোঁকা ও চক্রান্ত জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হবে।"[৪২]

৩. কাজটি সুন্দরভাবে সম্পন্ন করা

একজন শ্রমিক বা কর্মচারীর উচিত যথাসময়ে সুন্দরভাবে যথানিয়মে তার কাজটি শেষ করা। এভাবে কাজ করলেই সে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখিরাতে জান্নাত লাভ করতে পারবে। অন্যথায় তাকে আখিরাতে জবাবদিহি করতে হবে।

ক. আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন

আল্লাহ তা'আলার **সন্তুষ্টি** অর্জনের মাধ্যমে দুনিয়ার ও আখিরাতের সফলতা অর্জন করা সম্ভব। একজন শ্রমিক সঠিকভাবে কাজ করে আল্লাহ তা'আলার **সন্তুষ্টি** অর্জন করতে পারে।

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إن الله تعالى يحب من العامل إذا عمل أن يحسن. "هب" عن كليب الإكمال

ক. রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "আল্লাহ ঐ শ্রমিককে ভালোবাসেন, যে সুন্দরভাবে কাজ করে।"[৪৩]

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتْقِنَهُ»

খ. আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। নাবী (স.) বলেছেন : "আল্লাহ এটাই ভালোবাসেন যে, তোমাদের কেউ যখন কোন কাজ করবে, তখন তা নিখুঁত ও নির্ভুলভাবে সম্পন্ন করবে।"[৪৪]

খ. দ্বিগুণ প্রতিদান লাভ

একজন শ্রমিক একটি কাজ সততা ও নিষ্ঠার সাথে সুন্দরভাবে সম্পন্ন করে দ্বিগুণ প্রতিদান লাভ করতে পারে।

حدثني أبو بردة، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: " ثلاثة لهم أجران: والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه،

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "তিন শ্রেণির লোকদের দ্বিগুণ সওয়াব প্রদান করা হবে। তাদের মধ্যে এক শ্রেণি হল-"ঐ দাস (শ্রমিক) যে আল্লাহ্‌র হক আদায় করে এবং নিজের মালিকের হকও আদায় করে।"[৪৫]

গ. আখিরাতে জবাবদিহিতা

একজন শ্রমিক কাজ সঠিকভাবে সম্পন্ন না করে তাহলে কিয়ামতের দিন এ জন্য জবাবদিহি করতে হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : **وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ**

"আর তোমরা যা করো সে বিষয়ে অবশ্যই তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে।"[৪৬]

৪. ধোঁকাবাজি ও প্রতারণা না করা

কোন কোন শ্রমিক মালিককে ধোঁকা দেয়, কাজে ফাঁকি দেয় এবং মিথ্যা অজুহাতে কর্মক্ষেত্রে অনুপস্থিত থাকে। অনেক শ্রমিক মালিকের ভালো পণ্য স্বীয় স্বার্থে পরিত্যক্ত ঘোষণা করে অথবা ভাল মেশিন অকেজো ঘোষণা করে কম দামে বিক্রি করে স্বীয় স্বার্থ চরিতার্থ করে মালিকের ক্ষতি সাধন করে। আবার কোন কোন শ্রমিক অবহেলা করে পণ্যের গুণগত মান নষ্ট করে অথবা নিজেদের অবহেলায় ফ্যাক্টরির ক্ষতি সাধন করে মিথ্যা অজুহাত পেশ করে প্রতারণা করে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন : **اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ**

---

৪২. আহমদ ইব্ন হুছাইন ইব্ন আলী আবু বকর আল-বায়হাকী, *শু'আবুল ঈমান*, অধ্যায় : হিফজুল লিসান আম্মা লা ইহতাজু ইলাইহি, অনুচ্ছেদ : আল- আমানাতু ওয়ামা ইয়ুহিব্বু মান আদায়িহা ইলা আহলিহা, (রিয়াদ : মাকতাবাতার রুশদ লিন নাশরি ওয়াত তাওযি, ১৪২৩হি./২০০৩খ্রি.), খ.৭, পৃ.২০৮, হাদিস নং-৪৮৮৭

৪৩. আলী ইব্ন হিসামুদ্দীন, *কানযুল উম্মাল ফী সুনানিল আকওয়ালি ওয়াল আফ'আল*, অধ্যায় : ফিল ইজারাহ, অনুচ্ছেদ : কিসমুল আকওয়ালি, (মুয়সসাসাতুর রিসালাহ, ১৪০১হি.), খ. ৩,পৃ. ৯০৭, হাদিস নং-৯১২৯

৪৪. আবূ ইয়া'লা আহমদ ইব্ন আলী আল-মাওসিলী, আল-মুসনাদ, অধ্যায় : মুসনাদি আয়িশা (রা.), (দারুল মামুন লিত তুরাছ, ১৪০৪ হি./১৯৮৪খ্রি.), খ. ৭, পৃ. ৩৪৯, হাদিস নং-৪৩৮৬

৪৫. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আল-ইলম, অনুচ্ছেদ : তালিমুর রাজুলি আমাতাহু ওয়া আহলাহু, (দারু তাওকিন নাজাহ, ১৪২২ হি.), খ. ১, পৃ. ৩১, হাদিস নং-৯৭

৪৬. আল-কুরআন, *সূরা নাহল* ১৬ : ৯৩

"পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য প্রকাশ এবং কূট ষড়যন্ত্রের কারণে। বস্তুত হীন ষড়যন্ত্রের কুফল সেই কুচক্রিদের ওপরই পতিত হবে।"[৪৭] এই আয়াতে বলা হচ্ছে যে, যারা মানুষের পার্থিব ক্ষতি করে, তারা আখিরাতে এর শাস্তি ভোগ করবে।

عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ فِى خُطْبَتِهِ « ... وَأَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ الضَّعِيفُ الَّذِى لاَ زَبْرَ لَهُ الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعًا لاَ يَتْبَعُونَ أَهْلاً وَلاَ مَالاً وَالْخَائِنُ الَّذِى لاَ يَخْفَى لَهُ طَمَعٌ وَإِنْ دَقَّ إِلاَّ خَانَهُ وَرَجُلٌ لاَ يُصْبِحُ وَلاَ يُمْسِى إِلاَّ وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ ». وَذَكَرَ الْبُخْلَ أَوِ الْكَذِبَ « وَالشِّنْظِيرُ الْفَحَّاشُ ». وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو غَسَّانَ فِى حَدِيثِهِ « وَأَنْفِقْ فَسَنُنْفِقَ عَلَيْكَ ».

ইয়াজ ইব্ন হিমার আল মুজাশিঈ (রা.) হতে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ (স.) খুতবা প্রদানকালে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন :..."পাঁচ প্রকার মানুষ জাহান্নামি হবে, (এক) এমন দুর্বল মানুষ, যাদের মধ্যে (ভাল-মন্দ) পার্থক্য করার ক্ষমতা নেই, যারা তোমাদের এমন তাবেদার যে, না তারা পরিবার-পরিজন চায়, না ধনৈশ্বর্য। (দুই) এমন খিয়ানতকারী মানুষ, সাধারণ বিষয়েও যে খিয়ানত করে, যার লোভ কারো নিকটই লুক্কায়িত নেই। (তিন) ঐ লোক, যে তোমার পরিবার-পরিজন এবং ধন-সম্পদের ব্যাপারে সকল-সন্ধ্যায় প্রতারণা করে। (চার) কৃপণতা ও (পাঁচ) মিথ্যা বলার কথাও উল্লেখ করেছেন। আর বলেছেন 'শিনজার' হলো চরম অশ্লীলতাবাদী।"[৪৮]

৫. মালিকের ধন-সম্পদের হিফাজত করা

মালিক পুঁজি বিনিয়োগ করে কল-কারখানা করে। এজন্যই শ্রমিক কাজ করার সুযোগ পেয়েছে। এই কারখানার লাভের ওপর তাদের বেতন-ভাতা নির্ভর করে। এজন্যই কারখানার যন্ত্রপাতি, মেশিন, কাঁচামাল, উৎপাদিত পণ্যসহ কারখানার সকল সম্পত্তি শ্রমিকের নিকট আমানত। এগুলোর ক্ষতি সাধন কোনভাবেই কাম্য নয়। আজ-কাল শ্রমিক নেতাদের উস্কানিতে বা মিথ্যা গুজবে কান দিয়ে অথবা অন্যকোন অজুহাতে মিল-ফ্যাক্টরিতে ভাংচুর চালানো হয় এবং কারখানার ধন-সম্পদ লুটপাট করা হয়। এতে কারখানা বন্ধ হয়ে যায়; হাজার হাজার শ্রমিক বেকার হয়ে পড়ে। এ ধরনের কার্যক্রমে আল্লাহ তা'আলা অসন্তুষ্ট হন এবং এ জন্যে আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে।

ক. আল্লাহ্ তা'আলার অসন্তোষ

এভাবেই যারা কারখানা ভাংচুর করে মালিকের ক্ষতি সাধন করে তারাই বিশ্বাসঘাতক। এদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা ভালোবাসেন না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا

"যারা নিজেদেরকে প্রতারিত করে তাদের পক্ষে বাদানুবাদ করবেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ভালোবাসেন না যে অতি বিশ্বাসঘাতক, মহাপাপী।"[৪৯]

খ. আল্লাহ তা'আলার নিকট জবাবদিহিতা

মালিকের কারখানাসহ সকল প্রকার সম্পত্তির হেফাজতের দায়িত্ব শ্রমিকদের ওপর ন্যস্ত। তাদের অবহেলার কারণে সম্পদের ক্ষতি হলে বা নষ্ট হলে কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে।

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنه: سمع رسول الله ﷺ يقول: «كلكم راع ومسئول عن رعيته، والخادم في مال سيده راع وهو مسئول عن رعيته»،

---

৪৭. আল-কুরআন, *সূরা ফাত্বির* ৩৫ : ৪৩

৪৮. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : সিফাতুল জান্নাতি ওয়া সিফাতু না'য়ীমিহা, অনুচ্ছেদ : আছছিফাতু আল্লাতি ইয়ু'রাফু বিহা ফিদদুনিয়া আহলুল জান্নাতি ওয়া আহলুন নারি, (বৈরুত : দারুল জাবাল), খ. ৮, পৃ. ১৫৮ , হাদিস নং-৭৩৮৬

৪৯. আল-কুরআন, *সূরা আন-নিসা* ৪ : ১০৭

আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং নিজ অধীনস্থদের বিষয়ে সে জিজ্ঞাসিত হবে। কর্মচারী তার মালিকের মালের দায়িত্বশীল এবং সেজন্য তাকে জবাবদিহি করতে হবে।"[৫০]

৬. পেশাগত জ্ঞান ও শারীরিক শক্তি অর্জন

শ্রমিক যে কাজের জিম্মাদারি (দায়িত্ব) নেবে, সে কাজ সম্পর্কে তার পর্যাপ্ত জ্ঞান ও শিক্ষা থাকা উচিত। তাকে শারীরিক দিক দিয়েও ঐ কাজের উপযুক্ত হতে হবে। অর্থাৎ শারীরিক ও জ্ঞানগত উভয় দিক থেকেই তাকে কার্যক্ষম হতে হবে। কারণ আমরা জানি, শুধু শারীরিক বা কেবল জ্ঞানগত শক্তি দিয়ে কোন কাজ সম্পন্ন হতে পারে না। কার্যোপযোগী জ্ঞান ব্যতিরেকে কেউ-ই কোন কাজ ভালভাবে সম্পন্ন করতে পারে না। ঠিক তেমনি শারীরিক সুস্থতা ও উপযুক্ততা না থাকলে তার দ্বারাও কাজ সঠিকভাবে সম্পন্ন হতে পারে না। তালুতের মত একজন আর্থিক সঙ্গতিহীন ব্যক্তিকে যখন বনি ইসরাঈলের হেফাজতের দায়িত্ব দেয়া হল তখন সকলেই অভিযোগ করতে আরম্ভ করল যে, এ অনুপযুক্ত। কারণ, তার কোন আর্থিক সঙ্গতি নেই। তখন তাঁর নিয়ুক্তির যৌক্তিকতা বর্ণনা করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছিলেন :

قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

নবী বলল, "আল্লাহ তাকেই তোমাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তিনি তাকে জ্ঞানে ও শারীরিকভাবে সমৃদ্ধ করেছেন। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তার রাজত্ব দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, প্রজ্ঞাময়।"[৫১]

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তালুতের শাসন পরিচালনার জ্ঞান ও শারীরিক শক্তিকে নেতা হওয়ার যোগ্যতা ঘোষণা করেছেন। এ দুটি গুণের কারণে তিনি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন করে নেতৃত্ব পেয়েছিলেন। কারণ আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা লাভের উপায়। সুতরাং শ্রমিক বা কর্মচারীকে পেশাগত জ্ঞান ও শারীরিক শক্তি অর্জন দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা অর্জন করতে হবে।

৭. বিশ্বাসঘাতকতা না করা

একজন শ্রমিককে মালিকের নিকট বিশ্বস্ত ও আস্থাবান হতে হবে। মনিবের কাজ সততা বিশ্বস্ততা ও আমানতদারীর সাথে করতে হবে। এ ধরনের শ্রমিক আল্লাহ তা'আলার প্রিয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ "শ্রমিক হিসেবে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত।"[৫২]

কোন কোন শ্রমিক মালিকের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে কারখানার উৎপাদিত পণ্য, কাঁচামাল, জুট ও অন্যান্য জিনিস গোপনে আত্মসাৎ করে ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করে অথবা ছুটিতে যাওয়ার সময় বাইরে নিয়ে গোপনে বিক্রি করে টাকা আত্মসাৎ করে। যা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। এদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

"কোন নবীর পক্ষে শোভনীয় নয় যে, কোন জিনিস গোপন (আত্মসাৎ) করা। আর যে ব্যক্তি কোন জিনিস গোপন (আত্মসাৎ) করবে, কিয়ামতের দিন সে গোপনকৃত বস্তু নিয়ে উপস্থিত হবে।"[৫৩]

সুপারিশমালা

সমাজে মালিক ও শ্রমিকের অধিকার নিশ্চিত করতে হলে নিম্নলিখিত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে। যথা–

১. আল্লাহর ভয় ও আখিরাতের বিশ্বাসকে মানুষের মনে বদ্ধমূল করা

আল্লাহর ভয় ও আখিরাতের বিশ্বাসকে মানুষের মনে বদ্ধমূল করতে পারলে মালিক-শ্রমিক দ্বন্দ্বের অবসানে সহায়ক হতে পারে।

---

৫০. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : ফিল ইসতিকরাদি ওয়া আদায়িদ দুয়ুন, অনুচ্ছেদ : আল-আবদু রাইন ফী মালি সাইয়্যিদিহী, (দারু তাওকিন নাজাহ, ১৪২২ হি.), খ. ৩, পৃ. ১২০, হাদিস নং-২৪০৯

৫১. আল-কুরআন, *সূরা বাকারা* ২ : ২৪৭

৫২. আল-কুরআন, *সূরা আল-কাসাস* ২৮ : ২৬

৫৩. আল-কুরআন, *সূরা আলি ইমরান* ৩ : ১৬১

২. আখিরাতের শাস্তি বিষয়ক কুরআনের আয়াত ও হাদিস
শ্রমিকের কর্মে ফাঁকি দেয়ার এবং মালিকের শ্রমিকের ওপর অত্যাচার করার আখিরাতের শাস্তি বিষয়ক কুরআনের আয়াত ও হাদিস বেশি বেশি প্রচার করতে হবে।

৩. দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন
শ্রমিককে মালিকের কল্যাণকামী ও স্বার্থ সংরক্ষণকারী এবং মালিককে শ্রমিকের উপকারী বন্ধু হতে হবে।

৪. সময়মত ন্যায্য মজুরী প্রদান
শ্রমিককে যথাসময়ে ন্যায্য মজুরী পরিশোধ করতে হবে। কাজ শেষে মজুরী না দেয়া বা কম দেয়া চলবে না।

৫. ইসলাম ধর্মীয় অনুশাসন
সবাইকে ইসলাম ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলতে হবে।

উপসংহার

পৃথিবীর সব দেশেই শ্রমিকরা সবচেয়ে বেশি অধিকার বঞ্চিত হচ্ছে। অথচ মানব সভ্যতায় তাদের অবদান সবচেয়ে বেশি। শ্রমিকরা তাদের অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তা ফলপ্রসূ হচ্ছে না। বরং তারা মালিকের সাথে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ছে। মালিক-শ্রমিক দ্বন্দ্ব দিন দিন বেড়েই চলেছে। ফলে মালিক ও শ্রমিক সম্পর্ক উন্নয়নের কোন পদক্ষেপই কাজে আসছে না। আখিরাতে বিশ্বাস মালিককে শ্রমিকের অধিকার আদায়ের জোর তাগিদ দেয় এবং শ্রমিককেও তার কর্তব্য পালনে উৎসাহিত করে। তাই আখিরাতে বিশ্বাসই পারে মালিক ও শ্রমিকের অধিকার নিশ্চিত করণের মাধ্যমে তাদের দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাতে। এই দ্বন্দ্ব অবসানের মধ্যেই রয়েছে দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতের মুক্তি। আখিরাতের কথা স্মরণ করে মালিক যদি শ্রমিকের পূর্ণ অধিকার দেয় এবং শ্রমিক যদি তার কর্তব্য পালনে সচেষ্ট হয় তাহলেই আমাদের জাতীয় উন্নতি-অগ্রগতি আরো বেশি ত্বরান্বিত হবে। এতে মালিক-শ্রমিক দ্বন্দ্বের অবসান হবে। সমাজে নেমে আসবে শান্তির ফল্গুধারা।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সামাজিক সমস্যা সমাধানে আখিরাতে বিশ্বাস

সামাজিক সমস্যা শান্তিপূর্ণ সমাজ জীবনের প্রধান অন্তরায়। সভ্যতার চরম উৎকর্ষতার যুগেও সামাজিক সমস্যাগুলো সমাধান না হয়ে বরং সামাজিক সমস্যা সমাধান আরো দুরূহ হয়ে পড়েছে। মানুষ নিত্য-নতুন সমস্যা সৃষ্টি করে সমাজ ব্যবস্থাকে আরো জটিল করে তুলেছে। নিত্য-নতুন আইন প্রণয়ন করে এবং তা বাস্তবায়ন করেও সামাজিক সমস্যাগুলো সমাধান হচ্ছে না। এ সমস্ত সামাজিক সমস্যার সমাধান দিয়েছে ইসলাম। আর ইসলামের বিধিবিধান বাস্তবায়নে অনুপ্রেরণা জোগায় আখিরাতে বিশ্বাস। আখিরাতে বিশ্বাস ছাড়া সামাজিক সমস্যা সমাধান সম্ভব নয়। নিম্নে ইসলামে সামাজিক সমস্যা সমাধানে আখিরাতে বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

প্রথম পরিচ্ছেদ : জ্ঞানার্জন ও শিক্ষা বিস্তার

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : অপরাধ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : নারী নির্যাতন

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : ব্যভিচার

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : বিবাহ-বিচ্ছেদ

সপ্তম পরিচ্ছেদ : আত্মহত্যা

অষ্টম পরিচ্ছেদ : হত্যাকাণ্ড

নবম পরিচ্ছেদ : মাদকদ্রব্য ও মাদকাসক্ত সমস্যা

দশম পরিচ্ছেদ : ধূমপান প্রতিরোধ

একাদশ পরিচ্ছেদ : ভেজাল প্রতিরোধ

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ : মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা

প্রথম পরিচ্ছেদ

জ্ঞানার্জন ও শিক্ষা বিস্তার

শিক্ষা মানবজীবনের একটি অপরিহার্য উপাদান। শিক্ষা মানুষের মানবিক গুণাবলিকে বিকশিত করে তার সুকুমার প্রবৃত্তির স্ফুরণ ঘটায়। শিক্ষার মাধ্যমেই সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটে। শিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান দ্বারা দুনিয়া ও আখিরাত উজ্জ্বল করা সম্ভব। শিক্ষা প্রয়োজনীয় হলেও নীতি-নৈতিকতাবিহীন ও ধর্ম-কর্মবিমুখ বস্তুবাদী শিক্ষা কিছুতেই গ্রহণযোগ্য নয়। এই বস্তুবাদী শিক্ষার ফলে আজকের সমাজে হত্যা, দুর্নীতি, লুণ্ঠন, অপহরণ, ধর্ষণ, প্রবঞ্চনা, প্রতারণা প্রভৃতি অসামাজিক ও অমানবীয় ক্রিয়া-কর্মের সমাহার আমাদের সমাজে। বস্তুবাদী শিক্ষা দ্বারা পার্থিব উন্নতি সম্ভব হলেও মনুষত্ববোধকে জাগ্রত করা সম্ভব নয়। ইউরোপ ও আমেরিকার বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা এর বাস্তব প্রমাণ। যে শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধু আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আর্থিক উন্নতি; যে শিক্ষা ন্যায়-নিষ্ঠা, দয়া-মায়া, প্রেম-ভালোবাসা, উদারতা-ক্ষমা, পরোপকার প্রভৃতি সদ্‌গুণ মানুষের অন্তরে জাগ্রত করে না এবং যে শিক্ষায় আখিরাতে মুক্তির ব্যবস্থা নেই– সে শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষা নয়।

মনুষত্বের বিকাশ ও পার্থিব উন্নতি এবং আখিরাতে মুক্তি একমাত্র ইসলামি শিক্ষার মাধ্যমেই সম্ভব। তাই এই শিক্ষা গ্রহণ ও এই শিক্ষার বিস্তার এবং বাস্তব জীবনে এর প্রয়োগ দুনিয়ার সুখ-সমৃদ্ধির সাথে সাথে আখিরাতের উচ্চ মর্যাদা লাভের উপায়। তাই জ্ঞানার্জন ও ইসলামি শিক্ষা বিস্তারে আখিরাতে বিশ্বাস অনুপ্রেরণা জোগায়। এই অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে মুসলিম জাতি এক সময় সারাবিশ্বে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষায় অসামান্য অবদান রেখেছে। সুতরাং আমরা বলতে পারি জ্ঞানার্জন ও শিক্ষা বিস্তারে আখিরাতে বিশ্বাসের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। নিম্নে শিক্ষার পরিচয়, ইসলামি শিক্ষার পরিচয়, ইসলামি শিক্ষার প্রকারভেদ, ইসলামি শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা এবং জ্ঞানার্জন ও শিক্ষা বিস্তারে আখিরাতে বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

শিক্ষার পরিচয়

বাংলা 'শিক্ষা' শব্দটি সংস্কৃত শব্দ 'শাস' ধাতু থেকে উদ্ভূত। 'শাস' ধাতুর অর্থ হচ্ছে 'শাসন করা', 'নিয়ন্ত্রণ করা' ইত্যাদি। আবার সাধারণভাবে শিক্ষা বিদ্যা অর্জন বা আহরণ অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এই বিদ্যা শব্দটি সংস্কৃত 'বিদ' ধাতু হতে আগত। এর অর্থ জানা বা জ্ঞান আহরণ করা।[১]

শিক্ষার ইংরেজি প্রতিশব্দ হল 'Education'। এ ইংরেজি শব্দটি সৃষ্টি হয়েছে একটি মূল ল্যাটিন শব্দ থেকে। এ ল্যাটিন শব্দটি হল 'এডুকার' (Educare)। এ ল্যাটিন শব্দটির অর্থ হলো 'বড় করা' বা 'পালন করা' (bring up)। শিক্ষা বলতে নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে শিক্ষার্থীকে শিক্ষা বা পাঠদানকেই শুধু বুঝায় না, এ হল প্রধানত তাকে বড় করে তোলা বা সাফল্যের সাথে ভবিষ্যতের সম্মুখীন হওয়ার জন্য শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রয়োজনীয় অভ্যাস এবং মনোভাব ও মনমানসিকতা গড়ে তোলা।[২]

বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশে শিক্ষাবিদ ও দার্শনিকরা নিজস্ব চিন্তা-চেতনার আলোকে শিক্ষার বিভিন্ন ব্যাখ্যা ও সংজ্ঞা দিয়েছেন। যেমন :

১. দার্শনিক সক্রেটিসের মতে, "শিক্ষা হলো মিথ্যার অপনোদন ও সত্যের আবিষ্কার।"[৩]

২. দার্শনিক প্লেটোর মতে, "শিক্ষা শিশুর স্বকীয় সামর্থ্য আনুযায়ী দেহ ও আত্মার সৌন্দর্য ও পূর্ণতার বিকাশ সাধন করে।"[৪]

৩. দার্শনিক এরিস্টটলের মতে, "শিক্ষা দেহ ও মনের সুষম বিকাশ। শিক্ষা দেহ ও মনের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করে ব্যক্তিকে পরম কল্যাণ, সৌন্দর্য ও সত্য উপলব্ধিতে সহায়তা করে।"[৫]

---

১. প্রফেসর মো. আনসার আলী, *শিক্ষানীতি পরিক্রমা*, (ঢাকা-চট্টগ্রাম : মিতা ট্রেডার্স ১৯৯৫), পৃ. ৭

২. প্রফেসর রেবেকা সুলতানা, *প্রারম্ভিক সমাজ বিজ্ঞান*, (ঢাকা : ওয়াইড পাবলিকেশন্স ২০০৯ইং), পৃ. ৩৮০

৩. প্রফেসর মো. আনসার আলী, *শিক্ষা নীতি পরিক্রমা*, প্রাগুক্ত, পৃ ১১-১২

৪. মো. আমেজ উদ্দীন, *শিক্ষাদর্শন*, (ঢাকা : জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ২০০৮ইং), পৃ. ১৩

৫. মো. আমেজ উদ্দীন, *শিক্ষাদর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

৪. শিক্ষাবিদ কমেনিয়াসের মতে, "শিক্ষা হচ্ছে মানুষের নৈতিক উন্নতির সাহায্যে ইহলোক ও পরলোকের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি। শিক্ষার সাহায্যে মানুষ নিজকে ও বিশ্বকে জানতে পারে।"[৬]

ইসলামি শিক্ষার পরিচয়

ইসলাম সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন, কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি ও মূল্যবোধে উজ্জীবিত হওয়া হলো ইসলামি শিক্ষা। অর্থাৎ যে শিক্ষার ভিত্তিতে নিজকে ও আল্লাহকে সঠিকভাবে চিনতে পারা যায়, জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত প্রয়োজনীয় সর্ব বিষয়ের দিক নির্দেশনা ও সমাধান ইসলামি শিক্ষায় বিদ্যমান। যে শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে শিক্ষা দেয়ার সুযোগ আছে। এ শিক্ষা কুরআন-সুন্নাহ তথা তাওহিদ ও রিসালতভিত্তিক। এ শিক্ষা সৃষ্টিকুলের জন্য সার্বিক কল্যাণকর, পক্ষান্তরে অন্যান্য শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ নয়, আবার সার্বিক কল্যাণকর নয়।[৭]

ইসলামি শিক্ষার প্রকারভেদ

ইসলামি শিক্ষা দু'প্রকার যথা :

১. ফরজে আইন বা ব্যক্তিগতভাবে আবশ্যিক

২. ফরজে কিফায়া বা সমষ্টিগতভাবে আবশ্যিক

১. ফরজে আইন বা ব্যক্তিগতভাবে আবশ্যিক

ইসলামি আকিদা বিশ্বাস সংরক্ষণ এবং ইবাদত পালনে যতটুকু ন্যূনতম জ্ঞান প্রয়োজন, অর্থাৎ ব্যক্তির ইসলামি জীবন যাপনের জন্য যে শিক্ষা প্রয়োজন ততটুকু শিক্ষা অর্জন করা ফরজে আইন।

আল্লামা শামি ফরজে আইনের ব্যাখ্যা করে বলেন : বান্দা তার দ্বীন প্রতিষ্ঠায় কর্মে ইখলাস (একনিষ্ঠতা) এবং আল্লাহর বান্দাগণের সঙ্গে সহাবস্থানের নিমিত্ত ন্যূনতম অপরিহার্য জ্ঞান হলো ফরজে আইন। শরিয়তের বিধান কায়েম বর্তায় এমন নর-নারীর উপর এ জ্ঞান অর্জন ফরজ। এ জ্ঞানের পরিধি হলো–

১. পবিত্রতা হাসিল যেমন : ওজু, গোসল,
২. ইবাদত-উপাসনা যেমন : নামাজ, রোজা, জাকাত, হজ।
৩. লেনদেন সংক্রান্ত যেমন : ক্রয়-বিক্রয়, যাতে লেনদেনে ব্যক্তি সন্দিহান বিষয় ও মাকরুহ কর্মসমূহ হতে বাঁচতে পারে।
৪. অমুসলিম অধ্যুষিত দেশের (দারুল হারবের) অধিবাসী সে দেশে অবস্থান করার ব্যাপারে তাদের করণীয় বিষয় ও কৌশল অবলম্বনের পদ্ধতি জানা, যাতে হারাম হতে বাঁচতে পারে।
৫. পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের ফরজ কর্মের জ্ঞান।
৬. আমল পরিশুদ্ধ উপযোগী ইখলাস হাসিলের জ্ঞান।
৭. দৈনন্দিন জীবনে হারাম-হালালের জ্ঞান,
৮. রিয়া বা প্রদর্শনের অনিষ্টকারিতার জ্ঞান, কেননা রিয়ার কারণে বান্দা কাঙ্ক্ষিত পুণ্য লাভে বঞ্চিত হয়।
৯. হিংসা, অহংকার ও দাম্ভিকতার অনিষ্টকারিতার জ্ঞান।
১০. বিয়ে-শাদি ও তালাক সম্পর্কিত জ্ঞান।
১১. এমন কিছু বাক্য উচ্চারণ ও শব্দ প্রয়োগের জ্ঞান– যেগুলো প্রয়োগের কারণে বর্তমান সময়ে ব্যক্তি হারাম ও কুফরির সীমায় পৌঁছে যায়– এসব বিষয়ের জ্ঞান অর্জন ফরজে আইনের আওতায় পড়ে।

২. ফরজে কিফায়া (ব্যক্তিগত ঐচ্ছিক)

আল্লামা শামী (র.) বলেন, যে শিক্ষায় ইসলামি শরিয়ত ও মুসলিম মিল্লাত তথা বিশ্ববাসীর কল্যাণ নিহিত, এই ক্ষেত্রে বা এ বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা মুসলমানের কর্তব্য। এসব বিষয়ে জ্ঞান অর্জন, প্রশিক্ষণ, গবেষণা ইত্যাদি

---

৬. প্রফেসর মো. আনসার আলী, *শিক্ষা নীতি পরিক্রমা*, প্রাগুক্ত, পৃ ১১-১২

৭. লেখক মণ্ডলী, *হাদিস ও সামাজিক বিজ্ঞান*, খ. ২য় , (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৮ইং), পৃ. ২২

ফরজে কিফায়া ইসলামি শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। একদল মুসলিম দ্বারা তা অর্জিত হলে অন্যদের ওপর তা বাধ্যতামূলক থাকে না। ইসলামি শিক্ষার ফরজে কিফায়ার পরিধি ব্যাপক। বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে এ ধরনের জ্ঞান প্রধানত দু'প্রকার।[৮]

১. ইলমুশ শরিয়া তথা শরিয়ত সম্পর্কিত জ্ঞান।
২. ইলমু গায়রি শরিয়া তথা শরিয়ত সম্পর্কিত নয় এমন জ্ঞান।
১. ইলমুশ শরিয়া তথা শরিয়ত সম্পর্কিত জ্ঞান : এই জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো হলো, তাফসির, হাদিস, ফিক্হ ও তাওহিদ তথা মহান আল্লাহর একত্ববাদ বিষয়ক জ্ঞান।
২. ইলম গায়রি শরিয়া তিন ভাগে বিভক্ত :
   ১. আদবিয়া অর্থাৎ সাহিত্য-কলা বিষয়ক।
   ২. রিয়াযিয়া তথা ব্যবহারিক ও শরীর চর্চামূলক এবং
   ৩. আকলিয়া তথা যুক্তি নির্ভর জ্ঞান।
১. আদবিয়া অর্থাৎ সাহিত্যকলার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো হলো : ভাষা বিজ্ঞান, শব্দ গঠন, শব্দবিন্যাস, ব্যাকরণ, অলংকার, ছন্দ-শাস্ত্র, কাব্যচর্চা, রচনা, গদ্য, শ্রুতলিপি, ইতিহাস, বাগ্মিতা ইত্যাদি।
২. রিয়াযিয়া তথা ব্যবহারিক জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত বিষয়াবলি হলো আধ্যাত্মবিদ্যা, প্রকৌশল শাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান, শিক্ষা প্রশিক্ষণ, গণিত, বীজগণিত-জ্যামিতি, রাজনীতি বিজ্ঞান, নীতিবিদ্যা, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান ইত্যাদি।
৩. আকলিয়া তথা যুক্তিনির্ভর জ্ঞানের অধিভুক্ত বিষয়াবলি ব্যাপক। তন্মধ্যে যুক্তিবিদ্যা, উসূল শাস্ত্র (মূলনীতি বিষয়ক বিদ্যা), ধর্মতত্ত্ব, প্রকৃতি বিজ্ঞান, চিকিৎসা শাস্ত্র, গতিবিদ্যা, দর্শন, রসায়ন শাস্ত্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৯]

ইসলামি শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

মানুষের জীবন পরিচালনায় ইসলামি শিক্ষার গুরুত্ব সীমাহীন। জীবনের প্রতি ক্ষেত্রেই ইসলামি শিক্ষার প্রয়োজন। ইসলামি শিক্ষা দ্বারাই দুনিয়া ও আখিরাতের শান্তি ও সফলতা অর্জিত হয়।

১. মহান আল্লাহকে চেনা ও মানা

মহান আল্লাহকে চেনা ও মানা সকলের অপরিহার্য কর্তব্য। আল্লাহ তা'আলাকে চিনতে পারলেই তার ইবাদত ও আনুগত্য করা সহজ হবে। প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তিরাই আল্লাহ তা'আলাকে চেনেন এবং তার সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে অবগত আছেন। তাই আল্লাহ তা'আলাকে তার সত্তা ও গুণাবলিসহ জানার জন্য ইসলামি শিক্ষা প্রয়োজন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

“আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, নিশ্চয়ই তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই, ফেরেশতারা এবং জ্ঞানীগণও। আল্লাহ ন্যায়নীতিতে প্রতিষ্ঠিত। তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই, তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।”[১০]

২. তাকওয়া বা আল্লাহ ভীতি অর্জন

ইসলামি শিক্ষা বা ইসলামি জ্ঞানই মানুষের অন্তরে তাকওয়া বা আল্লাহ ভীতি জাগ্রত করে। কারণ যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে চেনে না, জানে না সে কিভাবে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করবে? যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার শক্তি ও

---

৮. আশ-শায়খ মুহাম্মদ 'আলাউদ্দীন আফেন্দী আবেদীন, *রাদ্দুল মুহতার আল-দরাবিল মুখতার*, (মাতবা উসমানিয়া, ১৩২৪হি.) খ. ১, পৃ. ৩২

৯. লেখক মণ্ডলী, *হাদিস ও সামাজিক বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯-৪০

১০. আল-কুরআন, *সূরা আলি ইমরান* ৩ : ১৮

ক্ষমতা সম্পর্কে অবগত, সে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করবে। তাই তাকওয়া বা আল্লাহ ভীতি অর্জনের জন্য ইসলামি শিক্ষা প্রয়োজন। আল্লাহ তা'আলা বলেন : إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

"আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীগণই আল্লাহকে বেশি ভয় করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।"[১১]

৩. ইবাদতের পদ্ধতি

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। বিভিন্ন প্রকার ইবাদত যেমন নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত ইত্যাদির পদ্ধতি সম্পর্কে জানার জন্য ইসলামি শিক্ষা প্রয়োজন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"আমি জিন এবং মানুষকে শুধু আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।"[১২]

৪. সু-প্রবৃত্তিসমূহের বিকাশ সাধন

কিছু সুপ্ত শক্তি বা বৃত্তি নিয়ে মানুষ জন্ম গ্রহণ করে। এ সমস্ত গুপ্ত শক্তি বিকশিত হয় শিক্ষার মাধ্যমে। তবে মানব প্রকৃতির মধ্যে সুপ্রবৃত্তির সাথে বর্তমান থাকে বহু ও বিভিন্ন কুপ্রবৃত্তি। সুপ্রবৃত্তিসমূহের উন্মেষ ও বিকাশ সাধনের সাথে সাথে কুপ্রবৃত্তিগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা আবশ্যক। শিক্ষাই এ ভূমিকা পালন করে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন : فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

"যিনি (আল্লাহ) তাকে পাপ-পুণ্যের জ্ঞান দিয়েছেন, সে সফলকাম, যে নিজকে পরিশুদ্ধ করল, আর সেই ব্যর্থ, যে নিজকে পাপাচারে কলুষিত করেছে।"[১৩]

৫. ত্রুটিপূর্ণ মনোবৃত্তি ও কুপ্রবৃত্তির সংশোধন

মানুষের অন্তরে বিভিন্ন ভ্রান্ত মনোভাব, অসামাজিক মনোবৃত্তি ও কুপ্রবৃত্তি প্রবল থাকে। এসবের সংশোধন করা আবশ্যক। এ ক্ষেত্রে, শিক্ষার ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা মানুষের মনকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। যার ফলে মানুষ ইসলামের বিধি-নিষেধ ও রীতি-নীতিগুলো স্বাভাবিক অভ্যাস বশেই মান্য করে চলে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى

"যে ব্যক্তি স্বীয় পালনকর্তার সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করে এবং স্বীয় আত্মাকে কুপ্রবৃত্তি হতে বিরত রাখে জান্নাতই হবে তার ঠিকানা।"[১৪]

৬. চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধন

ইসলামি শিক্ষা মানবীয় গুণাবলি বিকাশ সাধন করে চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধন করে। কারণ ইসলাম মানুষকে দয়া-মায়া, স্নেহ-মমতা, ধৈর্য-সহিষ্ণুতা, সততা-সত্যনিষ্ঠা, পরোপকারিতা, দায়িত্ববোধ, শৃঙ্খলা, কর্তব্য পালন ইত্যাদি শিক্ষা দেয়। যা মানুষের চরিত্রকে পূত-পবিত্র করে।

৭. হালাল উপার্জন

হালাল উপার্জন করা ফরজ। যা দিয়ে একজন মানুষ নিজের ও তার পরিবারের প্রয়োজনীয় ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করতে পারে। ব্যক্তিকে জীবিকার্জনে সক্ষম নাগরিকে পরিণত করার ক্ষেত্রে শিক্ষার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"অতঃপর যখন নামাজ সমাপ্ত হবে, তোমরা জমিনে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ (রিজিক) অন্বেষণ কর।"[১৫]

---

১১. আল-কুরআন, *সূরা ফাতির* ৩৫ : ২৮

১২. আল-কুরআন, *সূরা যারিয়া* ৫১ : ৫৬

১৩. আল-কুরআন, *সূরা শামস* ৯১ : ৮-১০

১৪. আল-কুরআন, *সূরা নাযি'আত* ৭৯ : ৪০-৪১

১৫. আল কুরআন, *সূরা জুমু'আ* ৬২ : ১১

৮.ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠা

সমাজে বসবাসকারী সদস্যদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত জরুরি। ঐক্য ও সংহতি ছাড়া সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। ইসলামি শিক্ষা সমাজের সদস্যদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতির চেতনাকে জাগ্রত করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন : **وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا**

"তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে সম্মিলিতভাবে আঁকড়ে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।"[১৬]

জ্ঞানার্জন ও শিক্ষা বিস্তারে আখিরাতে বিশ্বাস

মু'মিনের জীবন হলো আখিরাত কেন্দ্রিক। তার নিকট দুনিয়ার সফলতার তুলনায় আখিরাতের সফলতাই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। আখিরাতের সফলতা জ্ঞানার্জন ও ইসলামি শিক্ষা গ্রহণ ছাড়া সম্ভব নয়। আখিরাতে মুক্তির জন্য নিজের সন্তান, অধীনস্থ এবং অন্যদেরকেও ইসলামি শিক্ষা দেয়া প্রয়োজন। ইসলামি শিক্ষার বিস্তার ঘটানো এবং ইসলামি শিক্ষাকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়া অত্যন্ত পুণ্যময় কাজ এবং সদকায়ে জারিয়া। সুতরাং জ্ঞানার্জন ও শিক্ষা বিস্তারে আখিরাতে বিশ্বাসের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। নিম্নে তা বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

১. জ্ঞানার্জন দুনিয়া ও আখিরাতে উচ্চ মর্যাদা লাভের মাধ্যম

জ্ঞানার্জন করে একজন মানুষ দুনিয়ায় যেমন উচ্চ মর্যাদা লাভ করে ঠিক তেমনি আখিরাতেও উচ্চ মর্যাদা লাভ করবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন **يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ**

"তোমাদের মধ্যে যারা ইমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদের মর্যাদা উঁচু করে দেবেন। আল্লাহ খবর রাখেন যা কিছু তোমরা কর।"[১৭]

২. জ্ঞান বিতরণ সদকায়ে জারিয়া [১৮]

জ্ঞান বিতরণ সর্বোত্তম সদকায়ে জারিয়া। যে জ্ঞান মানুষের উপকার সাধন করে সে জ্ঞান সদকায়ে জারিয়ার অন্তর্ভুক্ত। এই জ্ঞান যতদিন মানুষের উপকার সাধন করবে ততদিন এই জ্ঞানের প্রতিদান বিতরণকারীর আমলনামায় যোগ হতে থাকবে। এই প্রতিদান জ্ঞান বিতরণকারী দুনিয়া ও আখিরাতে ভোগ করবে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

ক. আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "যখন মানুষ মরে যায়, তখন তার সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তিনটি আমলের সওয়াব জারি থাকে। এক. সদকায়ে জারিয়া, দুই. এমন জ্ঞান যার দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়, তিন. নেক সন্তান, যে তার জন্য দোয়া করে।"[১৯]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ، يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ»

---

১৬. আল-কুরআন, *সূরা আলি ইমরান* ৩ : ১০৩

১৭. আল কুরআন, *সূরা তাওবাহ* ৫৮ : ১১

১৮. সদকায়ে জারিয়া বলা হয় সে সকল দানকে যা প্রবহমান বা চলমান। অর্থাৎ যে দানের কার্যকারিতা ও সুফল শেষ হয়ে যায় না, বরং দীর্ঘদিন পর্যন্ত চলতে থাকে। যেহেতু এ ধরনের দানের কার্যকারিতা ও সুফল শেষ হয়ে যায় না, সেহেতু এর প্রতিদান বা সওয়াব নিঃশেষ না হয়ে দীর্ঘকাল জারি থাকে। এমন কি কোন মানুষ মৃত্যুবরণ করলেও এ ধরনের দানের সওয়াব উক্ত ব্যক্তির আমল নামায় যোগ হতে থাকে। ডা. মোঃ ছামিউল হক ফারুকী, *ইসলাম ও সমাজ সেবা*, (ঢাকা : কাঁটাবন বুক কর্ণার, ২০০৯ইং), পৃ. ৪৩-৪৪

১৯. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহী মুসলিম*, অধ্যায় : আল-ওয়াসিয়্যাহ, অনুচ্ছেদ : মা ইয়াহিক্কুল ইনসানু মিনাস সাওয়াবি বা'দা ওয়াফাতিহী, (বৈরুত : দারুল জাবাল), খ. ৫ ,পৃ. ৭৩ , হাদিস নং-৪৩১০

খ. আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "ইমানদার ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার যেসব কাজ ও যেসব পুণ্য তার সাথে যুক্ত হয় তা হলো, যে জ্ঞান সে অন্যকে শিক্ষা দিয়েছে এবং তা প্রচার করেছে, তার রেখে যাওয়া সৎকর্মপরায়ণ সন্তান, কুরআন যা সে ওয়ারিশি সূত্রে রেখে গেছে অথবা মসজিদ যা সে নির্মাণ করিয়েছে অথবা পথিক-মুসাফিরদের জন্য যে সরাইখানা নির্মাণ করেছে অথবা পানির নহর যা সে খনন করেছে অথবা তার জীবদ্দশায় ও সুস্থাবস্থায় তার মাল থেকে যে দান-খয়রাত করেছে তা তার মৃত্যুর পরও তার সাথে (তার আমলনামায়) যুক্ত হবে ।"[২০]

৩. ইলম শিক্ষা দেয়ার মাধ্যমে আমলকারীর সমান সওয়াব লাভ করা

মানুষ জ্ঞান ছাড়া আমল করতে পারে না। জানা না থাকার কারণে মানুষ অনেক পুণ্যময় কর্ম থেকে বঞ্চিত হয়। তাই ইলম শিক্ষা দেয়ার মাধ্যমে মানুষ আমলকারীর সমান সওয়াব লাভ করতে পারে।

عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا فَلَهُ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهِ، لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الْعَامِلِ»

ক. আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। নবী (স.) বলেছেন : "যে ব্যক্তি ইলম শিক্ষা দেয়, সে আমলকারীর অনুরূপ প্রতিদান পাবে; এতে আমলকারীর প্রতিদান কোনরূপ হ্রাস পাবে না।"[২১]

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ: «مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُرِيدُ إِلَّا أَنْ يَتَعَلَّمَ خَيْرًا أَوْ يَعْلَمَهُ، كَانَ لَهُ كَأَجْرِ حَاجٍّ تَامًّا حِجَّتُهُ»

খ. আবূ উমামাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি নবী (স.) হতে বর্ণনা করেছেন, নবী (স.) বলেছেন : যে ব্যক্তি সকালে মসজিদে যায়, তার যাওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য হয় কোন ভাল কিছু শিক্ষা করা অথবা শিক্ষা দেয়া, তাহলে সে ব্যক্তি একটি পরিপূর্ণ হজের সওয়াব লাভ করে।"[২২]

৪. ইলম শিক্ষা দেয়া সর্বোত্তম দানরূপে গণ্য

জ্ঞান মানুষকে জীবন পরিচালনার সঠিক দিক-নির্দেশনা দেয়। তাই জ্ঞানের আলো মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেয়া সর্বোত্তম দান হিসেবে গণ্য।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ أَنْ يَتَعَلَّمَ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ عِلْمًا ثُمَّ يُعَلِّمَهُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ

আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, নবী (স.) বলেছেন : "কোন মুসলিমের ইলম শিক্ষা করা, অতঃপর তা তার মুসলিম ভাইকে শিক্ষা দেয়া সর্বোত্তম দানরূপে গণ্য।"[২৩]

৫. জ্ঞানার্জন করা নফল ইবাদত হতে উত্তম

জ্ঞানার্জন করা নফল ইবাদত হতে উত্তম। তাই নফল ইবাদত না করে, জ্ঞান অর্জন করে নফল ইবাদতের চেয়েও বেশি সওয়াব অর্জন করা যায়।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «تَدَارُسُ الْعِلْمِ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ، خَيْرٌ مِنْ إِحْيَائِهَا» [تعليق المحقق] إسناده ضعيف

---

২০. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযিদ ইব্ন মাজাহ আল-কাযভীনী, *সুনানু ইবনি মাজাহ*, অধ্যায়: ইফতিতাহিল কিতাবিল ঈমানি ওয়াল ফাদায়িলুস সাহাবাতি ওয়াল ইলম, অনুচ্ছেদ : সাওয়াবু মু'আল্লিমিন নাসাল খাইরা, (হালব : দারু ইহইয়ায়িল কিতাব আল-আরাবিয়্যাহ), খ. ১,পৃ. ৮৮, হাদিস নং-২৪২

২১. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযিদ ইব্ন মাজাহ আল-কাযভীনী, *সুনানু ইবনি মাজাহ*, অধ্যায় : ইফতিতাহিল কিতাবিল ঈমানি ওয়াল ফাদায়িলুস সাহাবাতি ওয়াল ইলম, অনুচ্ছেদ : সাওয়াবু মু'আল্লিমিন নাসাল খাইরা, (হালব : দারু ইহইয়ায়িল কিতাব আল-আরাবিয়্যাহ), খ. ১,পৃ. ৮৮, হাদিস নং-২৪০

২২. সুলায়মান আহমাদ ইব্ন আইয়ুব আবুল কাসিম আত-তিবরানী, *মুজিমুল কাবীর*, অধ্যায় : খালিদ ইব্ন মা'দান আন আবী উমামাহ (রা.), (কাহেরাহ : মাকতাবাতু ইবনি তাইমিয়াহ, ১৪১৫হি./১৯৯৪খ্রি.), খ. ৮, পৃ. ৯৪, হাদিস নং-৭৪৭৩

২৩. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযিদ ইব্ন মাজাহ আল-কাযভীনী, *সুনানু ইবনি মাজাহ*, অধ্যায় : ইফতিতাহিল কিতাবিল ঈমানি ওয়াল ফাদায়িলুস সাহাবাতি ওয়াল ইলম, অনুচ্ছেদ : সাওয়াবু মু'আল্লিমিন নাসাল খাইরা, প্রাগুক্ত, খ. ১,পৃ. ৮৯, হাদিস নং-২৪৩

ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : “রাত্রিতে এক ঘণ্টা জ্ঞান চর্চা করা সারা রাত নফল ইবাদত করা হতে উত্তম।”[২৪]

৬.আখিরাতের ব্যাপারে সতর্ককারী দলের জ্ঞানার্জন

প্রত্যেক গ্রামে বা শহরে কিছু লোক দ্বীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করবে। যারা নিজেদের লোকদেরকে তা শিক্ষা দেবে। যাতে করে তারা আখিরাতের আজাব থেকে বাঁচার জন্য আমল করতে পারে। এটাই হলো জ্ঞানীদের প্রধান দায়িত্ব। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

“মু'মিনদের জন্য সঙ্গত নয় যে, তারা সকলে একসঙ্গে যুদ্ধে বের হবে। তাই তাদের প্রতিটি দল থেকে কিছু লোক কেন বের হলো না? যাতে তারা দ্বীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করতে পারে এবং তারা নিজ সম্প্রদায়কে ভীতি প্রদর্শন করতে পারে যখন তারা তাদের কাছে ফিরে আসবে, যাতে তারা সতর্ক হয়।”[২৫]

৭. আখিরাতে জ্ঞানার্জনের ব্যাপারে জবাবদিহিতা

মানুষের জ্ঞানার্জনের প্রধান মাধ্যম তিনটি হলো কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর। মানুষ কর্ণ দ্বারা শুনে, চোখ দ্বারা দেখে এবং অন্তর দ্বারা অনুধাবন করে অর্থাৎ জ্ঞানার্জন করে। এই তিনটি অঙ্গ সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে কিনা সে সম্বন্ধে কিয়ামতের দিন তাকে প্রশ্ন করা হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا “কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে।”[২৬]

অতএব এসব অঙ্গকে সঠিক ভাবে ব্যবহার করে জ্ঞানার্জন না করলে আখিরাতে জবাবদিহি করতে হবে। এগুলোর সঠিক ব্যবহার মানুষকে যেমন সাফল্যের স্বর্ণ শিখরে নিয়ে যায়, ঠিক তেমনি এগুলোর অপব্যবহার মানুষকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়।

৮. জ্ঞান মীযানের পাল্লা ভারী করতে সহায়ক

জ্ঞানের বলেই মানুষ চরিত্রের শ্রেষ্ঠ গুণাবলির অধিকারী হতে পারে। চরিত্র বলতে মানব জীবনের মহৎ গুণাবলিকে বোঝায়। চরিত্রবান লোকের মধ্যে সদ্‌গুণের সমাবেশ ঘটে। মানুষ হিসেবে জন্মগ্রহণ করে মানুষকে মহৎগুণাবলি অর্জন করতে হয়। জ্ঞান মানুষের মনের দরজা খুলে দেয়। ফলে আরও মহৎ হওয়ার যোগ্যতা অর্জিত হয়। তখন সেসব মহৎ গুণের সংমিশ্রণেই মানুষের মানুষত্বের বিকাশ ঘটে। চরিত্র সুন্দর হয়। এ চরিত্র আনে জীবনে সুখ-সমৃদ্ধি। চরিত্রের মাধ্যমেই ঘোষিত হয় জীবনের গৌরব। এই চরিত্রবান মানুষের মর্যাদা অনেক বেশি। কারণ এই চরিত্র কেয়ামতের দিন মীযানের পাল্লায় সবচেয়ে বেশি ভারী হবে। কিয়ামতের দিন মীযানের পাল্লায় সচ্চরিত্রই সবচেয়ে বেশি ভারী হবে।

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ شَيْءٍ يُوضَعُ فِي الْمِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ، وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلُقِ لَيَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ.هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

আবূ দারদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : “আমি রাসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি, কেয়ামতের দিন মু'মিনের মিযানের পাল্লায় সচ্চরিত্রের চেয়ে আর ভারী কোন জিনিস নেই। আর সচ্চরিত্রের অধিকারী সচ্চরিত্র দ্বারা রোজা ও নামাজসম্পন্নকারীর মর্যাদায় পৌঁছে যায়।”[২৭]

---

২৪. আবূ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্দুর রহমান আদ-দারিমী, *সুনানুদ দারিমী*, অধ্যায় : মুকাদ্দিমা, অনুচ্ছেদ : আল-আমালু বিল ইলমি ওয়া হুসনুন নিয়্যাহ, (সৌদি আরব : দারুল মুগনী লিন নাশরি ওয়াত তাওযী, ১৪১২হি./২০০০খ্রি.), খ.১, পৃ. ৩২২, হাদিস নং-২৭১

২৫. আল-কুরআন, *সূরা তাওবাহ* ৯ : ১২২

২৬. আল কুরআন, *সূরা বানি ইসরাঈল* ১৭ : ৩৬

২৭. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত তিরমিযী*, অধ্যায় : আল-বিররু ওয়াস সিলাহ, অনুচ্ছেদ : মাজাআ ফী হুসনিল খুলুকি, (বৈরুত : দারুল গুরুব আল-ইসলামি, ১৯৯৮ইং), খ. ৩,পৃ. ৪৩১, হাদিস নং-২০০৩

এই সচ্চরিত্র বা উত্তম চরিত্রের কারণেই অধিকাংশ মু'মিন জান্নাতে যাবে। উত্তম চরিত্র জান্নাত লাভে খুব বেশি সহায়ক হবে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الجَنَّةَ، فَقَالَ: تَقْوَى اللهِ وَحُسْنُ الخُلُقِ، وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ، فَقَالَ: الفَمُ وَالفَرْجُ.هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ هُوَ ابْنُ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَوْدِيُّ.

আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "তোমরা কি জান কোন জিনিস মানুষকে সবচেয়ে বেশি জান্নাতে প্রবেশ করাবে? তা হচ্ছে তাকওয়া বা আল্লাহর ভয়, আর উত্তম চরিত্র।"[২৮]

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا شَيْءٌ أَثْقَلُ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ، وَإِنَّ اللهَ لَيُبْغِضُ الفَاحِشَ البَذِيءَ.

আবূ দারদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "কিয়ামতের দিন মু'মিনের মিযানের পাল্লায় সর্বাপেক্ষা ভারী যে জিনিস রাখা হবে তা হলো উত্তম চরিত্র। আল্লাহ কর্কশভাষী দুশ্চরিত্রকে ঘৃণা করেন।[২৯]
সুতরাং চরিত্র মানব জীবনের সবচেয়ে মহামূল্যবান সম্পদ। জ্ঞান মানুষের সুন্দর চরিত্র গঠন করে মিযানের পাল্লাকে ভারী করে। তাই আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে জ্ঞানার্জনে উৎসাহিত করে। কারণ জ্ঞান মিযানের পাল্লা ভারী করতে সহায়ক।

৯. জ্ঞান অর্জনকারীর জন্য জান্নাতে যাওয়া সহজ

জ্ঞানার্জন জান্নাতে প্রবেশের কারণ হবে। জ্ঞান মানুষের জীবন থেকে অন্ধকার দূর করে, তাকে আলোক-উজ্জ্বল পুণ্যের পথে নিয়ে আসে। জান্নাতের পথে চলতে সহায়তা করে জ্ঞান। জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন সম্ভব। অজ্ঞতা ও কুপ্রবৃত্তি মানুষকে পাপের দিকে ধাবিত করে। পাপ মানুষকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। জ্ঞান মানুষের সহজাত পাশবিক প্রবৃত্তি নির্মূল করে এবং সুকুমার বৃত্তির উন্মেষ ঘটিয়ে জান্নাতের দিকে ধাবিত করে। সুতরাং জ্ঞানার্জন জান্নাতে প্রবেশের কারণ হবে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- « مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ ».

আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের কোন পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ ঐ ব্যক্তির জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন। যখন কিছু লোক আল্লাহর কোন ঘরে একত্রিত হয়ে আল্লাহর কিতাব (কুরআন) পাঠ করে এবং নিজেদের মধ্যে তার আলোচনা করে, তাদের ওপর নেমে আসে প্রশান্তি, ঢেকে দেয় তাদেরকে আল্লাহর রহমত, পরিবেষ্টিত করে তাদেরকে ফেরেশতাকুল এবং আল্লাহর কাছে যারা আছেন তাদের (ফেরেশতাদের) নিকট তাদের কথা আলোচনা করেন।"[৩০]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَنْ يَشْبَعَ الْمُؤْمِنُ مِنْ خَيْرٍ يَسْمَعُهُ حَتَّى يَكُونَ مُنْتَهَاهُ الجَنَّةُ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

---

২৮. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত তিরমিযী*, অধ্যায় : আল-বিররু ওয়াস সিলাহ, অনুচ্ছেদ : মাজাআ ফী হুসনিল খুলুকি, প্রাগুক্ত, খ. ৩,পৃ. ৪৩১, হাদিস নং-২০০৪

২৯. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত তিরমিযী*, অধ্যায় : আল-বিররু ওয়াস সিলাহ, অনুচ্ছেদ : মাজাআ ফী হুসনিল খুলুকি, প্রাগুক্ত, খ. ৩,পৃ. ৪৩০, হাদিস নং-২০০২

৩০. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহী মুসলিম*, অধ্যায় : আয-যিকর ওয়াদ দু'আ ওয়াত তাওবাতি ওয়াল ইসতিগফারি, অনুচ্ছেদ : ফাদলুল ইজতিমায়ি আলা তিলাওয়াতিল কুরআনি আলায যিকরি, (বৈরুত : দারুল জাবাল), খ. ৮, পৃ. ৭১, হাদিস নং-৭০২৮

আবূ সায়ীদ খুদরী (রা.) বলেন, রাসূল (স.) বলেন : "মু'মিন কখনো এলেম শুনে তৃপ্তি লাভ করতে পারে না, যে পর্যন্ত না তার পারিণাম জান্নাত হয়।"[৩১]

১০. জ্ঞান অর্জনের কারণে ক্ষমা ও জান্নাত লাভ

জ্ঞান আল্লাহ তা'আলার বিশেষ নিয়ামত। আল্লাহ তা'আলা যাকে ভালবাসেন শুধুমাত্র তাকেই দ্বীনের জ্ঞান দান করেন। একজন মানুষের জন্য তার দ্বীনের জ্ঞানই আল্লাহ তা'আলার প্রিয় পাত্র হওয়ার লক্ষণ। কিয়ামতের দিন দ্বীনের জ্ঞান অর্জনকারীকে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দান করবেন।

عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْعُلَمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِذَا قَعَدَ عَلَى كُرْسِيِّهِ لِقَضَاءِ عِبَادِهِ: إِنِّي لَمْ أَجْعَلْ عِلْمِي، وحُكْمِي فِيكُمْ، إِلَّا وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَغْفِرَ لَكُمْ، عَلَى مَا كَانَ فِيكُمْ، وَلَا أُبَالِي "

সালাবা ইব্‌ন হাকাম (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "কেয়ামতের দিন যখন আল্লাহ তা'আলা আপন বান্দাদের মধ্যে ফায়সালা (বিচার) করার জন্য নিজের কুরসিতে বসবেন তখন ওলামাদেরকে (জ্ঞানীদেরকে) বলবেন, আমি আমার ইলম ও হিলম (ধৈর্য বা বিচক্ষণতা) হতে তোমাদেরকে এজন্যই দান করেছিলাম যে, আমি চেয়েছিলাম, তোমাদের ভুল-ত্রুটি সত্ত্বেও তোমাদেরকে ক্ষমা করব এবং আমি এই ব্যাপারে কারো পরওয়া করি না।[৩২]"

আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন সমস্ত উলামায়ে কিরামকে এক জায়গায় একত্রিত করে তাদেরকে বলবেন, তোমাদের অন্তরে আমার হিকমত (ইলম, কিতাব, সুন্নত) রাখার কারণ হল, তোমাদের শুভ ও মঙ্গল কামনা করা। সুতরাং তোমরা আজ জান্নাতে প্রবেশ কর। যা কিছু হোক না কেন, আমি তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করে দিলাম।"[৩৩]

عَنْ سَخْبَرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ طَلَبَ العِلْمَ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا مَضَى.هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفُ الإِسْنَادِ، أَبُو دَاوُدَ اسْمُهُ نُفَيْعٌ الأَعْمَى يُضَعَّفُ فِي الحَدِيثِ، وَلاَ نَعْرِفُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ سَخْبَرَةَ كَبِيرَ شَيْءٍ وَلاَ لأَبِيهِ.

সাখবারা আযাদী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "যে ব্যক্তি ইলম অর্জন করবে তার জন্য তা পূর্ববর্তী গুনাহসমূহের কাফফারা হয়ে যাবে।"[৩৪]

১১. জ্ঞান অর্জনকারীর জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা

عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَنْ جَاءَهُ الْمَوْتُ وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ لِيُحْيِيَ بِهِ الْإِسْلَامَ، فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ»

হাসান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "ইসলামকে জীবিত করার উদ্দেশ্যে জ্ঞান অর্জন করার সময় যদি কারো মৃত্যু এসে যায়, তবে জান্নাতে তার এবং নবীগণের (আ.) মধ্যে মাত্র একটি মর্যাদার পার্থক্য থাকবে।"[৩৫]

---

৩১. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত তিরমিযী*, অধ্যায় : আল-ইলম, অনুচ্ছেদ : মা জাআ ফী ফাদলিল ফিকহি আলাল ইবাদাতি, (বৈরুত : দারুল গুরুব আল-ইসলামি, ১৯৯৮), খ. ৪,পৃ. ৩৪৫, হাদিস নং-২৬৮৬

৩২. সুলায়মান আহমাদ ইব্‌ন আইয়ুব আবুল কাসিম আত তিবরানী, *মুজিমুল কাবীর*, অধ্যায় : ছা'য়লাবা ইব্‌ন আইয়ুব (রা.), (কাহেরাহ : মাকতাবাতু ইবনি তাইমিয়াহ, ১৪১৫হি./১৯৯৪খ্রি.), খ. ২,পৃ. ৮৪, হাদিস নং-১৩৮১

৩৩. ইমাম আবূ হানীফা (র.), *মুসনাদে ইমাম আযম আবূ হানিফা*, অনুবাদ : মুহাম্মদ সিরাজুল হক, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মার্চ ২০০৭ইং), খ. ১, পৃ. ৮৯

৩৪. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত তিরমিযী*, অধ্যায় : আল-ইলম, অনুচ্ছেদ : ফাদলু তালাবিল ইলমি, (বৈরুত : দারুল গুরুব আল-ইসলামি, ১৯৯৮), খ. ৪,পৃ. ৩২৬, হাদিস নং-২৬৪৮

৩৫. আবূ মুহাম্মদ আব্দুল্লা ইব্‌ন আব্দির রহমান আদ-দারিমী, *সুনানুদ দারিমী*, অধ্যায় : মুকাদ্দামা, অনুচ্ছেদ : ফাদলুল ইলমি ওয়াল আলিমি, (সৌদি আরব : দারুল মুগনী লিন নাশরি ওয়াত তাওযী, ১৪১২হি./২০০০খ্রি.), খ.১, পৃ. ৩৬৮, হাদিস নং-৩৬৬

১২.আখিরাতের শাস্তি অনুধাবনের জন্য চিন্তা-গবেষণা

মানুষ যদি নিজের জীবন ও জগত সম্পর্কে চিন্তা করে তাহলে আল্লাহ তা'আলা ও তার রাসূল (স.)-কে চিনতে পারে। আমি কে? আমাকে কে সৃষ্টি করল? এই বিশ্ব জগত কে সৃষ্টি করল? আমি মৃত্যুর পর কোথায় যাব? এগুলো চিন্তা করে একজন মানুষ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স.)-কে চিনতে পারে এবং আখিরাতের আসন্ন কঠিন শাস্তি অনুধাবন করতে পারে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ

"(হে নবী!) আপনি বলুন, আমি তোমাদেরকে একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি, তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে দুই-দুই জন অথবা এক-এক জন করে দাঁড়াও। অতঃপর তোমরা চিন্তা গবেষণা করে দেখ, তোমাদের সঙ্গী আদৌ পাগল নয়। সে তো আসন্ন (আখিরাতের) কঠিন শাস্তি সম্পর্কে তোমাদের সতর্ককারী মাত্র।"[৩৬]

১৩. আখিরাতের বিষয়ে অজ্ঞ লোকদের প্রতি আল্লাহর অসন্তোষ

দুনিয়ার জীবন হলো ক্ষণস্থায়ী আর আখিরাতের জীবন হলো চিরস্থায়ী ও অনন্তকালের জীবন। এই দুনিয়াতে যারা দুনিয়ার বিষয়ে অবহিত হয় এবং দুনিয়ার ধন-সম্পদ উপার্জন করে ভোগবিলাসে মত্ত হয় আর আখিরাত ভুলে যায়, আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি চরমভাবে অসন্তুষ্ট।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ كُلَّ جَعْظَرِيٍّ جَوَّاظٍ سَخَّابٍ بِالْأَسْوَاقِ جِيفَةٍ بِاللَّيْلِ حِمَارٍ بِالنَّهَارِ عَالِمٍ بِأَمْرِ الدُّنْيَا جَاهِلٍ بِأَمْرِ الْآخِرَةِ"

আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন "আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে ঘৃণা করেন যে কঠোর মেজাজের হয়, অতিমাত্রায় খায়, বাজারে চিৎকার করে, রাতে মরার মত পড়ে ঘুমায়, দিনের বেলা গাধার মত দুনিয়ার কাজে লেগে থাকে, দুনিয়ার বিষয়ে অভিজ্ঞ হয় আর আখিরাতের বিষয় অজ্ঞ থাকে।"[৩৭]

১৪.আখিরাতের উপকারী জ্ঞানই কাম্য

যে জ্ঞান মানুষের চরিত্র ধ্বংস করে, যে জ্ঞান মানুষের মধ্যে হানাহানি উসকে দেয়, যে জ্ঞান মানুষকে কুপথে ঠেলে দেয়, যে জ্ঞান অহেতুক মানুষের জীবন ও সম্পদ ধ্বংস করে– সে জ্ঞান মানুষকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করবে। সুতরাং আখিরাতের জ্ঞান এবং মানুষের দুনিয়ার জীবনে উপকারী জ্ঞানই আখিরাতে জান্নাতে যাওয়ার পাথেয় হবে। এ জন্যই রাসূল (স.) আখিরাতের উপকারী নয় এমন জ্ঞান থেকে পানাহ চেয়েছেন।

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ لاَ أَقُولُ لَكُمْ إِلاَّ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ –ﷺ– يَقُولُ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لاَ يُسْتَجَابُ لَهَا ».

যায়েদ ইব্‌ন আরকাম (রা.) বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তোমাদের নিকট তা-ই বলব যা রাসূলুল্লাহ (স.) বলতেন। তিনি বলতেন : "হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট পানাহ চাই এমন ইলম হতে যা (আখিরাতে) কোন উপকারে আসবে না এবং এমন অন্তর থেকে যা আল্লাহর ভয়ে ভীত হয় না; এমন আত্মা থেকে যা কখনো তৃপ্ত হয় না। আর এমন দোয়া থেকে যা কবুল হয় না ।"[৩৮]

---

৩৬. আল-কুরআন, *সূরা আস-সাবা* ৩৪ : ৪৬

৩৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন হিব্বান আত-তামিমী, *সহীহ ইব্‌ন হিব্বান*, অধ্যায় : আল-ইলম,অনুচ্ছেদ : যিকরুয যাজরি আনিল বিআমরিদ দুনইয়া, (মুয়সসাসাতুর রিসালাহ, ১৪০৮হি./১৯৮৮খ্রি.), খ. ১,পৃ. ২৭৪, হাদিস নং-৭২

৩৮ . আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহী মুসলিম*, অধ্যায়: আয-যিকরু ওয়াদ-দুআদি ওয়াল ইসতিগফারি, অনুচ্ছেদ : আত-তায়াওয়ুয়ু মিন শাররি মা আমিলা ওয়া মিন শররি মা লাম ইয়ালাম, (বৈরুত : দারুল জাবাল), খ. ৮, পৃ. ৮১, হাদিস নং-৭০৮১

১৫. দুনিয়ার অজ্ঞরা আখিরাতে অন্ধ হয়ে উঠবে

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। মানুষকে আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন পরীক্ষা করার জন্য। তাদের জীবন পরিচালনার জন্য দিয়েছেন বিধি-বিধান, দিয়েছেন জ্ঞান বুদ্ধি ও বিবেক। আল্লাহর দেয়া বিধি- বিধান যে মেনে চলে, সে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন করে পায় দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা। কিছু মানুষ মনের পশুত্ব ও কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় হিংসা-বিদ্বেষ, লোভ-লালসা, মারামারি, হানা-হানি, খুন-খারাবি, চুরি-ডাকাতি প্রভৃতি অসামাজিক ক্ষতিকর কার্যকলাপে লিপ্ত হয়। এসব অপকীর্তি ও কুকীর্তি সম্পাদনকারীরাই অজ্ঞ। এই অজ্ঞতা তাদের অন্ধকারে টেনে নিয়ে যায়। অজ্ঞতার অন্ধকারে তারা কোনটা ন্যায় কোনটা অন্যায় তা দেখতে পায় না। তাই তারা অন্ধ। তারাই কিয়ামতের দিন তাদের অজ্ঞতার শাস্তি স্বরূপ অন্ধ হয়ে উঠবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا

"আর যে ব্যক্তি দুনিয়াতে অন্ধ ছিল, সে আখিরাতেও অন্ধ থাকবে এবং অধিকতর পথভ্রষ্ট থাকবে।"[৩৯]

জ্ঞানের আলোক-বিচ্ছুরণ মানুষকে ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যা, ধর্ম-অধর্ম প্রভৃতি সম্পর্কে ধারণা দেয়। জ্ঞান মানুষকে দেয় জীবন পরিচালনার দিক-নির্দেশনা। ইসলামি জ্ঞানের স্পর্শে অন্ধকারে নিমজ্জিত জীবনেও জ্বলে ওঠে আলোক শিখা । তারাই মেনে চলে আল্লাহর দেয়া বিধান।

১৬. জ্ঞানহীন মানুষ জাহান্নামি

মানুষ চোখ দ্বারা দেখে, কান দ্বারা শুনে এবং অন্তর দ্বারা অনুধাবন করে জ্ঞান অর্জন করে। অর্জিত জ্ঞানের বলেই মানুষ ভাল-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করার ক্ষমতা লাভ করে। জ্ঞান মানুষকে কলুষমুক্ত জীবনের সন্ধান দেয়। জ্ঞান মানুষের পাশবিক শক্তি বিনাশ সাধন করে পূত-পবিত্র জীবন গঠনে সহায়তা করে। পক্ষান্তরে জ্ঞানহীন মানুষ তার অন্তর্নিহিত পশুশক্তির তাড়নায় জীবনকে কুপথে ধাবিত করে। তার মধ্যে ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় বিবেচনাবোধ থাকে না। সে হয়ে ওঠে পশুর চেয়ে ভয়ংকর। সে দেশ ও জাতির শুধু ক্ষতিই সাধন করতে থাকে। এ জন্য তারা পশুর চেয়ে নিকৃষ্ট। এরাই জাহান্নামি। এদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

"আমি তো বহু জিন ও মানুষকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি, তাদের অন্তর আছে কিন্তু তা দ্বারা উপলব্ধি করে না, তাদের চক্ষু আছে তা দ্বারা দেখে না এবং তাদের কর্ণ আছে তা দ্বারা শ্রবণ করে না, তারা চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায়; বরং তারা তার চেয়েও অধিক বিভ্রান্ত। তারাই গাফিল।"[৪০]

১৭. জ্ঞান গোপন করা বা ধ্বংস করা গুরুতর অপরাধ

জ্ঞান আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত সবচেয়ে বড় নেয়ামত। জ্ঞান মানুষের জীবনে এক উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা। জ্ঞানের আলোক বিচ্ছুরণে মানুষ ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যা, ভাল-মন্দ, ধর্ম-অধর্ম প্রভৃতির মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। এই জ্ঞানই মানুষের জীবনকে সহজ, সুন্দর ও অর্থবহ করে তোলে। জাতির পরিপূর্ণ বিকাশ ও প্রসার লাভ একমাত্র জ্ঞান দ্বারাই সম্ভব। পৃথিবীতে যে জাতি উন্নতি লাভ করেছে, তার মূলে ছিল জ্ঞান। একজনের জ্ঞান অপর মনে স্থান লাভ করে। এভাবে সহস্র কোটি মনে তার বিস্তার ঘটে। এভাবে এক যুগের জ্ঞান আরেক যুগে প্রসার ঘটেছে। জ্ঞানদান করলে জ্ঞানের আরো প্রসার ঘটে, জাতি হয় ধন্য। কিন্তু যারা জ্ঞান লুকিয়ে রাখে বা গোপন করে বা জ্ঞান ধ্বংস করে তারা জাতির শত্রু। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ও রাসূল (স.) কঠোর সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেছেন।
আল্লাহ তা'আলা বলেন :

---

৩৯. আল-কুরআন, *সূরা বানি ইসরাইল* ১৭ : ৭২

৪০. আল-কুরআন, *সূরা আ'রাফ* ৭ : ১৭৯

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ

"নিশ্চয়ই যারা সেসব বিষয় গোপন করে, যা আল্লাহ্ কিতাবে নাজিল করেছেন এবং সেজন্য অল্প মূল্য গ্রহণ করে, তারা আগুন ছাড়া নিজের পেটে আর কিছুই ঢুকায় না। আর আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সাথে না কথা বলবেন, না তাদের পবিত্র করা হবে, বস্তুত তাদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক আজাব। এরাই হলো সে সমস্ত লোক, যারা হেদায়েতের বিনিময়ে গোমরাহি খরিদ করেছে এবং (খরিদ করেছে) ক্ষমা ও অনুগ্রহের বিনিময়ে আজাব। আগুন সহ্য করতে তারা কতই না ধৈর্যশীল!"[৪১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أَلْجَمَهُ اللَّهُ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "যার নিকট জ্ঞানের কোন কথা জিজ্ঞেস করা হয় আর সে উক্ত জ্ঞান গোপন করে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার মুখে আগুনের লাগাম পরিয়ে দেবেন।"[৪২]

সুপারিশমালা

জ্ঞানার্জন ও শিক্ষা বিস্তার করতে হলে নিম্নলিখিত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে। যথা–

১. ইসলামি শিক্ষা

ইসলামি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে।

২. দুনিয়া ও আখিরাতে উচ্চ মর্যাদা

জ্ঞানার্জন ও শিক্ষা বিস্তার দ্বারাই মানুষ দুনিয়ার সুখ-সমৃদ্ধি ও আখিরাতে উচ্চ মর্যাদা লাভ করতে পারে। এই বিষয়টি সবার সামনে তুলে ধরতে হবে।

৩. মসজিদ পাঠাগার

প্রতিটি মসজিদে একটি করে মসজিদ পাঠাগার স্থাপন করতে হবে।

৪. অর্থ বরাদ্দ

জ্ঞান-বিজ্ঞান, গবেষণা ও শিক্ষা বিস্তারে সহায়তার জন্য অর্থ বরাদ্দ করতে হবে।

৫. পুরস্কারের ব্যবস্থা

জ্ঞান-বিজ্ঞান, গবেষণা ও শিক্ষা বিস্তারে অবদানের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬. অশ্লীল ও চরিত্র বিধ্বংসী সাহিত্য

অশ্লীল ও চরিত্র বিধ্বংসী সাহিত্য নিষিদ্ধ করতে হবে।

৭. সদকায়ে জারিয়া

সবাইকে মনে রাখতে হবে যে, জ্ঞান বিতরণ ও শিক্ষা বিস্তার করা সদকায়ে জারিয়া। মরার পরেও এগুলোর সওয়াব চালু থাকবে।

---

৪১. আল কুরআন, *সূরা আল-বাকারা* ২ : ১৭৪-১৭৫

৪২. আবূ দাউদ সুলাইমান ইব্ন আশ'আছ আস-সিজিস্তানী, *সুনানু আবী দাউদ*, অধ্যায় : আল-ইলম, অনুচ্ছেদ : কারাহিয়াতু মানয়িল ইলম, (বৈরুত : মাকতাবুল আসরিয়্যাহ), খ. ৩,পৃ. ৩২১, হাদিস নং-৩৬৫৮

উপসংহার

জ্ঞান মানুষের পথপ্রদর্শক আর জ্ঞানকে বাস্তবায়িত করে শিক্ষা। জ্ঞান দ্বারাই মানুষ সত্য পথের সন্ধান পায়। জ্ঞান মানুষকে মানবতা শেখায় এবং প্রকৃত মানুষ হতে সাহায্য করে। জ্ঞানার্জন ও শিক্ষার বিস্তার ঘটানো আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভে সহায়ক। তাই জ্ঞানার্জন ও শিক্ষা বিস্তার দ্বারাই মানুষ দুনিয়ার সুখ-সমৃদ্ধি ও আখিরাতে উচ্চ মর্যাদা লাভ করতে পারে। একসময় মুসলমানরা জ্ঞান-বিজ্ঞানে ও শিক্ষা বিস্তারে অনেক বড় ধরনের অবদান রেখেছিল। এর মূলে ছিল আখিরাতে বিশ্বাসের অনুপ্রেরণা। কিন্তু বর্তমান বিশ্বে মুসলমানদের পশ্চাৎপদ, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও অধঃপতনের মূল কারণ হলো জ্ঞান-বিজ্ঞানে ও শিক্ষা বিস্তারে পিছিয়ে পড়া। একারণেই সারা বিশ্বে মুসলমানরা পরাজিত, নির্যাতিত ও নিষ্পেষিত হচ্ছে। অথচ একসময় মুসলমান জাতি বিশ্ব নেতৃত্বে সমাসীন ছিল। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ হচ্ছে জ্ঞানার্জন ও শিক্ষার বিস্তার ঘটানো। সুতরাং মুসলমানদের হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনার জন্য আখিরাতে বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হয়ে জ্ঞানার্জন ও শিক্ষা বিস্তারে এগিয়ে আসতে হবে। কারণ একটি আদর্শ সমাজ গড়তে হলে সমাজে ইসলামি শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। বর্তমান বিশ্বে সৎ ও যোগ্য নাগরিক তৈরি এবং দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতের মুক্তি ইসলামি শিক্ষার প্রসার ঘটানো ছাড়া সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে জ্ঞানার্জন ও শিক্ষা বিস্তারের অনুপ্রেরণা জোগায়। সুতরাং আমাদের উচিত আখিরাতে বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হয়ে নিজে ইসলামি জ্ঞান অর্জন করা এবং ইসলামি শিক্ষা সমাজে ছড়িয়ে দিয়ে আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। আল্লাহ আমাদের সেই তাওফিক দান করুন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
অপরাধ

অপরাধ আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার অন্যতম একটি সমস্যা। কারণ পৃথিবীর সর্বত্র অপরাধ প্রবণতার হার দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই অপরাধ বৃদ্ধির হার কোনভাবেই হ্রাস করা যাচ্ছে না । অপরাধ সমাজের শান্তি, শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা বিনষ্ট করছে। এ কারণেই ব্যক্তি ও সমাজকে অপরাধমুক্ত করার লক্ষ্যে যুগে যুগে ও দেশে দেশে জ্ঞানী-গুণী মনীষী, দার্শনিক, সমাজ সংস্কারক, মহাপুরুষগণ নানা পন্থা ও পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন। অপরাধের বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন করা, অপরাধীকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান, অপরাধ দমনে যথার্থ ও কঠোর আইন প্রণয়ন, এমনকি অপরাধীর চরিত্র বিশোধনের জন্যও নানারূপ নিয়ম-নীতি ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সমাজ থেকে অপরাধ নির্মূল করা সম্ভব হচ্ছে না, বরং অপরাধ দমনের জন্য যত পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে, সমাজে অপরাধীর সংখ্যা ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে । এ ব্যর্থতা শুধু বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলোই বরণ করছে না, বরং পাশ্চাত্যের দেশগুলোতেও একই দৃশ্য চোখে পড়ছে । এর একমাত্র কারণ মানুষের মনে আখিরাতে বিশ্বাস সুদৃঢ়ভাবে না থাকা । আখিরাতে বিশ্বাস মানুষের নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধকে জাগ্রত করে ব্যক্তি ও সমাজকে অপরাধ মুক্ত রাখে । মানুষের মনে আল্লাহ্ ও আখিরাতে বিশ্বাস গ্রথিত করা ছাড়া অপরাধ মুক্ত সমাজ অসম্ভব। সুতরাং অপরাধ মুক্ত সমাজ গঠনে আখিরাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব অত্যধিক । নিম্নে অপরাধের পরিচয়, অপরাধের কারণসমূহের বিকাশ, অপরাধ উৎপত্তির কারণ এবং অপরাধ প্রতিরোধে আখিরাতে বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

অপরাধের পরিচয়

অপরাধের আরবি হলো আল-জরিমাহ। এটি ব্যাপক অর্থে সর্বপ্রকার অন্যায়-অনাচার, দুষ্কর্ম ও গর্হিত কাজকে বুঝায়।[১] যার বহুবচন জারায়েম। এর শাব্দিক অর্থ পাপ, অপরাধ, আইন বিরোধী কাজ করা। ইংরেজিতে বলা হয় crime, offense. [২]

পারিভাষিক অর্থে

ক. জারায়েম ঐ সকল নিষিদ্ধ শরিয়তি বিধান-যে সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা হদ (বিধিবদ্ধ শাস্তি) অথবা তাজির (দণ্ডবিধি) দ্বারা হুমকি প্রদান করেছেন।৩

খ. প্রচলিত আইনের ভাষায় : Offence for which one may be punished by law.[৪]

গ. আফীফ আব্দুল ফাত্তাহ তাব্বারাহ বলেন : "অপরাধ (জরিমাহ) বলে প্রত্যেক জিনিস–যা থেকে আল্লাহ নিষেধ করেছেন অথবা কুরআনের ভাষ্যে যা হারাম অথবা যাতে হদ (বিধিবদ্ধ শাস্তি) ওয়াজিব, অথবা যাতে পরকালের জাহান্নামের শাস্তির ওয়াদা করা হয়েছে, অথবা আল্লাহর পক্ষ হতে যাতে অভিশাপ অথবা যার সম্পর্কে কঠোর শাস্তির অঙ্গীকার অবতারিত, অথবা যার কর্তাকে পাপের গুণে ভূষিত করা হয়েছে।"[৫]

---

১. লেখকমণ্ডলী, হাদিস ও সমাজ বিজ্ঞান, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৮ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ১১১

২. A. P. Cowie : *Oxford Advanced Larners dictionary of current English,* 4th edition. (New York : Oxford University press, 1989. Muthim Press.1993), P. 282.

৩. আবুল হাছান আলী বিন মুহাম্মদ বিন হাবিব আল-বছরি-আল্- বোগদাদি আল-মাওয়ার্দি (মৃত্যু : ৪৫০ হি.), *আল আহ্কাম আল-সুলতানিয়া ওয়াল বেলায়েতিদ দ্বীনিয়াহ,* ৩য় সংস্করণ (মিসর : মুস্তফা আল্- বাবী আল্- হালাভী প্রেস, ১৯৯৩ হি./ ১৯৭৩ ইং) পৃ.১৮২

৪. A. P.Cowie, Ibid, p-282.

৫. শহীদ বিচারক আব্দুল কাদের আওদাহ, *আত-তাশরী আল-ইসলামী মুকারেনান বিল কানুনিল অজয়ী, (*বৈরুত : মুয়াছ্ছাছাতুর রিসালাহ্, ১৪০১ হি.), খ. ১, পৃ.৬৬

গ. সমাজ বিজ্ঞানী (Gillin) অপরাধের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন : "অপরাধ হচ্ছে এমন এক ধরনের কাজ যা সমাজবদ্ধ মানুষ মূলত সমাজের জন্য ক্ষতিকারক মনে করে। শুধু তাই নয়, ক্ষতিকারক ঐ সব কাজের শাস্তি বিধানে সমাজবদ্ধ মানুষেরা তাদের আচার ও বিশ্বাস অনুযায়ী যথাযথ প্রদক্ষেপ গ্রহণ করার ক্ষমতা রাখে।"[৬]

ঘ. অপরাধ বিজ্ঞানী গ্যারোফেলো বলেন :"স্বাভাবিক অপরাধ হচ্ছে এমন সব কাজ যা মানুষের সহানুভূতি এবং মৌল নৈতিক আবেগকে আঘাত করে। এ সমস্ত মৌল নৈতিক আবেগ একই সমাজে যুগে যুগে এবং বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন রূপ নিতে পারে। যুগের ব্যবধানের কারণেই হোক বা সামাজিক বিভিন্নতার কারণেই হোক, মানুষের এই মৌল আবেগের উপর আঘাত হানে, এমন সব কাজই হচ্ছে স্বাভাবিক অপরাধ।" তিনি আরও বলেন : "অপরাধমূলক আচরণ হতে হলে তাকে অবশ্যই সামাজিকভাবে ক্ষতিকারক বলে বিবেচিত হতে হবে।"[৭]

অতএব, অপরাধ হচ্ছে হারাম কর্ম সম্পন্ন করা, যা করলে শাস্তি দেয়া হয় অথবা নিষিদ্ধ কর্ম, যা ত্যাগ না করলে শাস্তির বিধান রয়েছে।

অপরাধের কারণসমূহের বিকাশ

আল্লাহ সৃষ্টি জগতকে দুটি আইন দান করেছেন । ক. বাধ্যতামূলক আইন ও খ. এখতিয়ারি আইন ।

ক. বাধ্যতামূলক আইন

সৃষ্টিজগত বাধ্যতামূলক আইন পালনে বাধ্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ

"এরা কি আল্লাহর দ্বীন ছাড়া অন্য দ্বীন চায়। স্বেচ্ছায় ও অনিচ্ছায় আকাশ ও জমিনে যারা রয়েছে, তারা সবাই তাঁর (আল্লাহর) আনুগত্য করে।"[৮]

আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ

"সূর্য, চাঁদ ও তারকারাজি, যেগুলো তারই নির্দেশের অনুগামী।"[৯]

খ. আল্লাহ তা'আলা মানব জাতি ও জিন জাতিকে এখতিয়ারি প্রাকৃতিক আইন দিয়েছেন । আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا

"সুতরাং (হে নবী!) আপনি বলুন : সত্য আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে এসেছে। অতএব, যার ইচ্ছা, ইমান আনুক এবং যার ইচ্ছা কুফরি করুক। আমি জালেমদের জন্যে অগ্নি প্রস্তুত করে রেখেছি, যার বেষ্টনী তাদেরকে পরিবেষ্টন করে থাকবে। যদি তারা পানীয় প্রার্থনা করে, তবে পুঁজের ন্যায় পানীয় দেয়া হবে যা তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে। কত নিকৃষ্ট পানীয় এবং খুবই মন্দ আশ্রয়।"[১০]

অতএব মানব জাতির জন্য ভাল মন্দ, উপকারী ও অপকারী বিষয় গ্রহণ করার পূর্ণ এখতিয়ার রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا

"নাফসের শপথ, আর যিনি তা সুবিন্যস্ত করেছেন, অতঃপর তাকে পাপাচার ও খোদাভীতির জ্ঞান দান করেছেন।"[১১]

প্রত্যেক মানুষ ফিতরাতের ওপর জন্ম গ্রহণ করে, যাকে ইসলাম নামে অভিহিত করা হয় ।

---

৬. Gillin John lawis, *Criminology and Penology*, (U.S.A : Green Wood Press, 1977), P.9.

৭. Garofalo Raffacle, *Criminology*, (Boston: 1914), P.33-34, 40, 51

৮. আল-কুরআন, *সূরা আলি-ইমরান* ৩ : ৮৩

৯. আল-কুরআন, *সূরা আল-আরাফ* ৭ : ৫৪

১০. আল-কুরআন, *সূরা আল-কাহাফ* ১৮ : ২৯

১১. আল-কুরআন, *সূরা আশ-শামছ* ৯১ : ৮

عن أبي هريرة ﷺ، قال: قال النبي ﷺ: «كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه، كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء»

আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেছেন : "প্রত্যেক সন্তানই ফিতরাতের ওপর জন্ম গ্রহণ করে। অতঃপর তার মাতা-পিতা তাকে ইয়াহুদি বা নাসারা অথবা অগ্নি উপাসক বানায়, যেমন চতুষ্পদ জন্তু একটি পূর্ণাঙ্গ বাচ্চা জন্ম দেয়। তোমরা কি তাকে (জন্মগত) কানকাটা দেখছ?"[১২]

আর এখতিয়ারি কর্মসমূহ দ্বারাই দুনিয়া ও আখিরাতে পুরস্কৃত করা হয় এবং পাপ করলে শাস্তি প্রদান করা হয়।[১৩] অতএব, এ এখতিয়ার কখনো সৎ কাজের আবার কখনও খারাপ কর্মের ছবিতে প্রকাশিত হয়, আর এটাই অপরাধ।

অপরাধ উৎপত্তির কারণ

পবিত্র কুরআন অপরাধ উৎপত্তি সম্পর্কে দুটি জিনিসকে গুরুত্ব দিয়েছে ।

প্রথমত : কামনা বৃত্তি বা মানুষের মাঝে পশুবৃত্তি

কেননা সে প্রকৃতপক্ষে প্রাণী, যেমন–বলা হয়, প্রত্যেক মানুষ হাইওয়ান-পশু। তার মধ্যে রয়েছে–তিনটি স্বভাব, তা হলো : কুপ্রবৃত্তি, ভর্ৎসনাকারী প্রবৃত্তি ও শান্ত প্রবৃত্তি আর মানুষ কুপ্রবৃত্তির কারণে অপরাধ প্রবণ হয়ে ওঠে, যা তাকে অশ্লীলতা ও মন্দ কাজের নির্দেশ প্রদান করে, তাকেই রসনাসক্ত আত্মা বলা হয়। এ পশুত্ববোধ মানুষের মাঝে রয়েছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : **إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ**

"নিশ্চয়ই আত্মা অন্যায়ের নির্দেশদানকারী,তবে আমার প্রতিপালক যার প্রতি করুণা করেন সে ছাড়া। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক বড়ই ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।"[১৪]

দ্বিতীয়ত : অভিশপ্ত শয়তান

কেননা সে আদম (আ.)-এর সৃষ্টির পূর্বে ফেরেশতাদের শিক্ষাগুরু ছিল। পবিত্র কুরআনে শয়তান সম্পর্কে সুদীর্ঘ বর্ণনা রয়েছে। সে অহংকারের বশীভূত হয়ে সেজদার হুকুম লংঘন করাতে আল্লাহর দুশমনে পরিণত হলো। অদ্যাবধি আদম (আ.)-এর কারণে সে অভিশপ্ত ও বিতাড়িত। তাই সে তাঁকে পথভ্রষ্ট করার চিন্তা করে কামিয়াব হল। এজন্য কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর সন্তানদের ব্যাপারে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, যাতে মানব সন্তান তার ধোঁকায় ও কুমন্ত্রণায় পড়ে অপরাধ করে থাকে। মহান আল্লাহ্ তা'আলা আদম সন্তানকে শয়তান থেকে বাঁচার জন্য আশ্রয় প্রার্থনা শিখিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

"(হে নবী!) আপনি বলুন, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি মানুষের পালনকর্তার, মানুষের অধিপতির, মানুষের মাবুদের, আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট থেকে, যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে, জিন ও মানুষের মধ্য থেকে।"[১৫]

অপরাধ প্রতিরোধে আখিরাতে বিশ্বাস

১. আখিরাতে শাস্তির ভয় প্রদর্শন

ইলামে অপরাধীদের অপরাধ থেকে দূরে রাখার জন্য আখিরাতে অত্যন্ত খারাপ পরিণতির ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে। যে খারাপ পরিণতি মানুষের সম্মুখে ভয়াবহরূপে চিত্রিত করে পেশ করা হয়েছে। সে ভয়াবহ পরিণতি স্বভাবতই এমন তীব্র ভীতির সঞ্চার করে যে, সে কিছুতেই সেই খারাপ কাজের দিকে পা বাড়াতে সাহস পায় না ।

---

১২. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আল-জানায়িয, অনুচ্ছেদ : মা কীলা ফী আওলাদিল মুশরিকীন (দারু তাওকিন নাজাহ, ১৪২২ হি.), খ. ২, পৃ. ১০০, হাদিস নং-১৩৮৫

১৩. আত-তাফতাজানী, *শরহুল আকায়িদিল নাছাফিয়া*, ২য় সংস্করণ (কায়রো : মুহাম্মদ আলী ছরীহ প্রেস, ১৩৫৮ হি.), পৃ. ১৬৭

১৪. আল-কুরআন, *সূরা ইউছুফ* ১২ : ৫৩

১৫. আল-কুরআন, *সূরা আন-নাছ* ১১৪ : ১-৬

ক. আল্লাহ তা'আলা বলেন : يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ
"অপরাধীদেরকে তাদের চেহারা দ্বারা চেনা যাবে এবং তাদেরকে মাথার চুল ও পা ধরে তাদেরকে পাকড়াও করা হবে।"[১৬]
খ. আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

"আর সেদিন (কিয়ামতের দিন) আপনি অপরাধীদেরকে শিকলে আবদ্ধ অবস্থায় দেখতে পাবেন। তাদের পোশাক হবে আলকাতরার; আর আগুনের লেলিহান শিখা তাদের মুখমণ্ডলের ওপর ছড়িয়ে পড়তে থাকবে। এটা এ জন্যে যে, আল্লাহ প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের বিনিময় দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।"[১৭]
গ. আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ

"অপরাধীরা সেদিন (কিয়ামতের দিন) আজাব হতে মুক্তি পাবার জন্য আপন সন্তান–সন্ততিকে, তার স্ত্রী ও ভাইকে এবং জ্ঞাতি-গোষ্ঠীকে, যাদের কাছে সে বসবাস করতো এবং পৃথিবীর সবকিছুর বিনিময়ে হলেও সে নিজের মুক্তি চাইবে।"[১৮]

২. অপরাধমুক্ত জীবনের জন্য জান্নাতের প্রতিশ্রুতি

জান্নাত হলো একজন মু'মিনের চির কাঙ্ক্ষিত স্থায়ী ঠিকানা। সেখানে রয়েছে অফুরন্ত ও অসংখ্য নিয়ামত । এটা চিরস্থায়ী অনাবিল সুখ ও চিরশান্তির স্থান। এর নিয়ামতরাজি ও রূপ-সৌন্দর্য মানুষের কল্পনাতীত। এই জান্নাত রয়েছে তাদের জন্য, যারা নিজেদেরকে অপরাধ থেকে দূরে রাখে।
ক. আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى
"যে ব্যক্তি স্বীয় পালনকর্তার সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করে এবং কু-প্রবৃত্তির তাড়না (অপরাধ) থেকে নিজেকে নিবৃত্ত করে, নিশ্চয়ই জান্নাত হবে তাঁর ঠিকানা।[১৯]"
খ. আল্লাহ তা'আলা বলেন : إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا
"যদি তোমরা সেসব বড় গুনাহগুলো থেকে বেঁচে থাকতে পার, যা সম্পর্কে তোমাদের নিষেধ করা হয়েছে, তবে আমি তোমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো ক্ষমা করে দেব এবং সম্মান জনক স্থানে (জান্নাতে) তোমাদের প্রবেশ করাব।"[২০]

عن أبي هريرة ﷺ، قال: قال رسول الله ﷺ: قال الله «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، فاقرءوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين»

গ. আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন : "আমি আমার সৎকর্মশীল বান্দাদের জন্য (জান্নাত) এমন নেয়ামত তৈরি করে রেখেছি, যা কোন চক্ষু কোনদিন দেখেনি, কোন কান কখনো শোনেনি এবং এমনকি কোন মানুষ তা কল্পনাও করতে পারে না।" এরপর রাসূল (স.) বলেন : "যদি

১৬. আল-কুরআন, *সূরা আর-রহমান* ৫৫ : ৪১
১৭. আল-কুরআন, *সূরা ইব্রাহীম* ১৪ : ৪৯-৫১
১৮. আল-কুরআন, *সূরা মা'আরিজ* ৭০ : ১১-১৪
১৯. আল-কুরআন, *সূরা আন-নাযিয়াত* ৭৯ : ৪০-৪১
২০. আল-কুরআন, *সূরা আন-নিছা* ৪ : ৩১

তোমরা চাও, তাহলে নিম্নোক্ত আয়াতটি পড়। যার অর্থ হলো : "কেউ জানে না, তার জন্য কী কী নয়নাভিরাম বিনিময় লুকায়িত আছে।"[২১]

ঘ. আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ

"সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে যা কিছু তোমাদের মন চায় এবং যা কিছু তোমরা চাইবে তাও তোমাদের জন্য সেখানে রয়েছে।"[২২]

৩. অপরাধীদের জন্য জাহান্নামের ঘোষণা

জাহান্নাম হলো নিকৃষ্ট, ঘৃণিত ও ভয়াবহ শাস্তির স্থান। এই জাহান্নামে অপরাধীরা বিভিন্ন অপরাধের কারণে বিভিন্ন শাস্তি ভোগ করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

"যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের নাফরমানি করবে এবং তার নির্দিষ্ট সীমাসমূহ লংঘন করবে অর্থাৎ অপরাধ করবে, তিনি তাকেই জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন, তথায় সে চিরকাল থাকবে এবং তার জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।"[২৩]

عن النعمان بن بشير، قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل، على أخمص قدميه جمرتان، يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل والقمقم»

নুমান ইব্‌ন বশির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (স.)-কে বলতে শুনেছি : "জাহান্নামে সর্বাপেক্ষা লঘু শাস্তি হবে, যার পায়ের তলায় প্রজ্বলিত অঙ্গার রাখা হবে। এতে তার মাথা টগবগ করে ফুটতে থাকবে। যেমন ডেকচি বা কলসি ফুটতে থাকে ।"[২৪]

৪. সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ যদি কোন সমাজে চালু থাকে সে সমাজে অপরাধ কমই সংঘটিত হয়। সৎ কাজের বারংবার আদেশের কারণে অপরাধীদের অপরাধ করার প্রবণতা ধীরে ধীরে কমে আসে। কারণ সৎ কাজের আদেশের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে জনসাধারণের হৃদয়-মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় প্রত্যয় রূপে প্রতিষ্ঠিত করা যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের ইহকালীন কার্যকলাপের প্রতিদান দেয়ার জন্য জান্নাত, জাহান্নাম, কবর জীবনের আজাব বা নিয়ামতসমূহের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। আল্লাহর অসন্তোষ কিংবা তাঁর সন্তুষ্টির ওপর ভিত্তি করেই নির্ধারিত হয় বান্দার আখিরাতের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য। এই বিশ্বাসকে দৃঢ়মূল করে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে 'সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ'–এর ভূমিকা অত্যন্ত কার্যকর। ফলে অপরাধ পরিহার করে চলার প্রবণতা এই বিশ্বাস থেকেই উৎসারিত হয়। অপরাধ করার ইচ্ছা কারুর মনে মাথাচাড়া দিয়ে উঠলেই এই বিশ্বাস ও প্রত্যয় তার পথে দুর্ভেদ্য প্রাচীর হয়ে দাঁড়ায়। সেদিকে এক পা অগ্রসর হওয়াও সম্ভব হয় না। বস্তুত অপরাধ দমন বা অপরাধ সংঘটিত হতে না দেয়ার ব্যাপারে এটি একটি কার্যকর ও সফল প্রতিরোধক, সন্দেহ নেই। অতএব, অপরাধীর মনে এ প্রত্যয় সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতার সাথে মানব রচিত আইনের প্রতিবন্ধকতার কোন তুলনা করা চলে না। আল্লাহ তা'আলা সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধকারীর জন্য জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

---

২১. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : বাদউল খালকি, অনুচ্ছেদ : মা জাআ ফী ছিফাতিল জান্নাতি ওয়া ইন্নাহা মাখলুকাতুন (দারু তাওকিন নাজাহ, ১৪২২ হি.), খ. ৪, পৃ. ১১৮, হাদিস নং-৩২৪৪

২২. আল-কুরআন, *সূরা হা-মীম আছ-সাজদা* ৪১ : ৩১

২৩. আল-কুরআন, *সূরা আন-নিসা* ৪ : ১৪

২৪. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আর-রিকাক, অনুচ্ছেদ : ছিফাতুল জান্নাতি ওয়ান নারি, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ১১৫, হাদিস নং-৬৫৬২

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

"মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী পরস্পর একে অপরের বন্ধু। তারা সৎ কাজের আদেশ করে, অসৎ কাজে নিষেধ করে, নামাজ কায়েম করে, জাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ মেনে চলে। এসব লোকদের প্রতি আল্লাহ অবশ্যই রহমত বর্ষণ করবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। আল্লাহ (এধরনের) মু'মিন নর ও মু'মিন নারীকে এমন জান্নাত সমূহের ওয়াদা দিয়েছেন, যার তলদেশে ঝর্ণাসমূহ প্রবাহিত। সেখানে তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে। (আরো ওয়াদা দিয়েছেন) উত্তম বাসস্থানসমূহের, যা চিরস্থায়ী জান্নাত সমূহে অবস্থিত। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি সর্বাপেক্ষা বড় নেয়ামত। এটিই মহা সফলতা।"[২৫] এজন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"তোমাদের মধ্য থেকে একটি দল অবশ্যই থাকা উচিত যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎ কাজে আদেশ করবে এবং মন্দ কাজে নিষেধ করবে আর তারাই সফলকাম ।"[২৬]

عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ –ﷺ– أَنَّهُ قَالَ « يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلاَمَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ ....وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْىٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ ...».

আবূ যর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি নবী (স.) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি (স.) বলেছেন : "প্রতিটি দিন শুরু হওয়ার সাথে সাথে তোমাদের প্রত্যেকের প্রতিটি অস্থি-বন্ধনি ও গিঁটের ওপর সদকা ওয়াজিব হয়। ......সৎ কাজের আদেশ করা সদকা হিসেবে গণ্য এবং অসৎ কাজের নিষেধ করা সদকা হিসেবে গণ্য।"[২৭]

৫. অপরাধীকে সাহায্য না করা

আমাদের সমাজে মুষ্টিমেয় মানুষ অপরাধ করে। কিছু লোক স্বীয় স্বার্থে তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করে ও তাদের প্রশ্রয় দেয়। অপরাধীদের এই সাহায্য-সহযোগিতা অপরাধ প্রবণতা আরো বাড়িয়ে দেয়। তারা আরো বেশি অপরাধ করার সাহস পায়। আবার অনেকেই নিজকে অপরাধীর সংশ্রব থেকে দূরে সরিয়ে রাখাকে নিরাপদ বলে মনে করে। অধিকাংশ মানুষেরই এই নির্লিপ্ত ও নিস্পৃহতা অন্যায়কারীকে পরোক্ষভাবে সাহস জোগায়। এভাবে সমাজে অপরাধ প্রবণতা কালক্রমে প্রবল হয়ে উঠে।

আবার বড় ধরনের অপরাধ করেও গডফাদারদের সহযোগিতায় শাস্তি থেকে মুক্তিও পেয়ে যায়। এমনকি তারা থেকে যায় ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। অথচ এ ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা না পেলে অপরাধীরা বেশি দূর অগ্রসর হতে পারত না। তাদের অপরাধের গতি নিঃশেষ হয়ে যেত। তারা অপরাধ করে বেশি দূর অগ্রসর হতে পারত না। এ জন্য যারা অপরাধ করে আর যারা অপরাধীদের সাহায্য করে বা প্রশ্রয় দেয় তারা সমান অপরাধী। আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে এ ধরনের অপরাধ থেকে দূরে রাখে। কারণ অপরাধ থেকে নিজকে দূরে রাখার সাথে সাথে অপরাধ প্রতিহত করা সকলের দায়িত্ব। তাই আখিরাতে বিশ্বাসী কোন মানুষ অপরাধীকে সাহায্য করতে পারে না। যারা অপরাধীকে সাহায্য করবে তাদের জন্য আখিরাতে কঠিন শাস্তির ঘোষণা রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

---

২৫. আল-কুরআন, *সূরা আত-তাওবাহ* ৯ : ৭১-৭২

২৬. আল-কুরআন, *সূরা আলি ইমরান* ৩ : ১০৪

২৭. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : সালাতুল মুসাফিরীনা ওয়া ক্বাসরিহা, অনুচ্ছেদ : ইসতিহবাবু সালাতিদ দুহা, (বৈরুত : দারুল জাবাল), খ. ২, পৃ. ১৫৮, হাদিস নং-১৭০৪

"সৎকর্ম ও আল্লাহভীতিতে একে অন্যকে সাহায্য কর। পাপ ও সীমা লঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অপরকে সাহায্য করো না। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তিদানে অত্যন্ত কঠোর।"[২৮]

عن أنس ﷺ، قال: قال رسول الله ﷺ: «انصر أخاك ظالما أو مظلوما» ، قالوا: يا رسول الله، هذا ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: «تأخذ فوق يديه»

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসুল (স.) বলেন : "মুসলমান ভাইকে সাহায্য কর সে অত্যাচারী হোক কিংবা অত্যাচারিত। সাহাবাগণ বিস্ময় সহকারে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! অত্যাচারিত ভাইকে সাহায্য করার অর্থ আমরা বুঝি কিন্তু অত্যাচারী ভাইকে সাহায্য করার অর্থ কি? রাসূল (স.) বললেন : তাকে অত্যাচার থেকে বিরত রাখা। এটাই তাকে সাহায্য করা।"[২৯]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ وَلَوْ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ، لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ: آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ "

আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "যে ব্যক্তি কোন, মুসলমানকে হত্যার কাজে একটি বাক্য দ্বারাও সাহায্য করে, তাকে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে উপস্থিত করা হবে এবং কপালে লিখা থাকবে : "এ ব্যক্তি আল্লাহর রহমত (অনুগ্রহ) থেকে বঞ্চিত ও নিরাশ।"[৩০]

এভাবে আখিরাতে বিশ্বাসী অপরাধীকে অপরাধে সাহায্য না করে এবং অপরাধীকে প্রশ্রয় না দিয়ে সমাজ থেকে অপরাধ নির্মূলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৬. অপরাধ প্রতিরোধে তওবা

অপরাধ জগত এমন একটি জগত যেখানে একজন মানুষ ঢুকলে বের হওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। একজন মানুষ একটি অপরাধ করলে তার মধ্যে আরো অপরাধ করার প্রবণতা বেড়ে যায়। এ জন্য অপরাধীরা একের পর এক অপরাধ করেই যেতে থাকে। তাই অপরাধীরা পাপের জগত থেকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারে না বা আসে না। কিন্তু আখিরাতে বিশ্বাসী একজন মানুষ অপরাধ করার পর অনুশোচনার অনলে সর্বদা দগ্ধ হতে থাকে। তার মনে কিছুতেই সে স্বস্তি লাভ করতে পারেনা। তার মনে পড়ে–'অপরাধ করার কারণে তাকে আখিরাতে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।' আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

"এমন লোকদের জন্য তওবা (করার কোন অবকাশ) নেই যারা শুধু গুনাহের কাজ করতেই থাকে, এভাবেই যখন তাদের কারো মৃত্যু এসে উপস্থিত হয়, তখন বলতে থাকে– আমি এখন তওবা করছি। আর তওবা নেই তাদের জন্য যারা কুফরি অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। আমি তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।"[৩১]

তাই আখিরাতে বিশ্বাসী ভুলক্রমে একটি অপরাধ করে ফেললে জাহান্নামের শাস্তির ভয়ে এবং জান্নাত লাভের আশায় তৎক্ষণাৎ তওবা করে পাপ থেকে ফিরে আসে এবং পাপ ছেড়ে দেয়। ফলে তার দ্বারা আর কোন পাপ (দ্বিতীয় বার) সংঘটিত হতে পারে না। তওবার দ্বারা তওবাকারী ভবিষ্যতে অপরাধ না করার ব্যাপারে সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

---

২৮. আল-কুরআন, *সূরা মায়িদাহ* ৫ : ২

২৯. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, অধ্যায় : আল-মাজালিমু ওয়াল গাদাব, অনুচ্ছেদ : আয়িন আখাকা জালিমান আও মাজলুমান, (দারু তওকিন নাজাহ ১৪২২ হি.), খ. ৩, পৃ. ১২, হাদিস নং-২৪৪৩

৩০. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াযিদ ইবন মাজাহ আল-কাযভীনী, *সুনানু ইবনি মাজাহ*, অধ্যায় : অদ-দিয়াত, অনুচ্ছেদ : আত-তাগলীজু ফী কাততলি মুসলিমিন জুলমান, (হালব : দারু ইহইয়ায়িল কিতাব আল-আরাবিয়্যাহ), খ. ২,পৃ. ৮৭৪, হাদিস নং-২৬২০

৩১. আল-কুরআন, *সূরা আন-নিসা* ৪ : ১৮

"অবশ্যই আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করেন যারা ভুলবশত মন্দ কাজ করে। অতঃপর অনতিবিলম্বে তওবা করে। অতএব এরাই হল সেসব লোক, যাদের তওবা আল্লাহ কবুল করবেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"[৩২]

শুধু তাই নয়, অপরাধী অপরাধ থেকে তওবা করে অপরাধ ছেড়ে দিয়ে অপরাধের ক্ষতিপূরণ হিসেবে বেশি বেশি সৎকর্ম করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন : إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ

"নিঃসন্দেহে সৎ কাজসমূহ মন্দ কাজসমূহকে মিটিয়ে দেয়। যারা উপদেশ গ্রহণ করে, এটি তাদের জন্য একটি উপদেশ ।"[৩৩]

অপরাধ করে অপরাধ থেকে ফিরে এসে যারা তওবা করবে তাদের প্রতিদান জান্নাত। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ

"তারা কখনও কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা কোন মন্দ কাজ করে ফেললে কিংবা কোন মন্দকাজে জড়িত হয়ে নিজের উপর জুলুম করে ফেললে, আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ছাড়া আর কে আছে পাপ ক্ষমা করতে পারে? আর তারা যা করে ফেলে, জেনে শুনে তা পুনরাবৃত্তি করে না। তাদের জন্য প্রতিদান হল তাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও জান্নাত– যার তলদেশে প্রবাহিত হচ্ছে ঝর্ণাসমূহ, সেখানে তারা থাকবে অনন্তকাল। যারা সৎকাজ করে তাদের জন্য কতইনা চমৎকার প্রতিদান।"[৩৪]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

"হে ইমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট তওবা কর, আন্তরিক তওবা আশা করা যায় তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেবেন এবং তোমাদেরকে এমন জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশে ঝর্ণাসমূহ প্রবাহিত।"[৩৫]

আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে তওবার দিকে ধাবিত করে। আর তওবা সমাজ থেকে অপরাধ নির্মূলে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে।

৭. মৌলিক চাহিদা পূরণ

মৌলিক মানবিক চাহিদা তথা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতি চাহিদাগুলো অপূরণের বা ঘাটতির সাথেও মানুষের সমাজ ও আইন এর বিরোধী কর্মকাণ্ডের সংশ্লিষ্টতা বা যোগসূত্র থাকতে দেখা যায়। মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলো স্বাভাবিক উপায়ে মেটানো না গেলেই মানুষ কর্তৃক গুরুতর অপরাধ সংঘটিত হয়। কাজেই মানুষের এ সমস্ত মৌলিক চাহিদাগুলো যদি যথাযথভাবে পূরণ করা যায় তাহলেও অপরাধের হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে। আখিরাতে বিশ্বাস ধনীদেরকে গরিব, অসহায় রুগ্ন ও নিরন্ন মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য জোর তাগিদ দেয়।

ইব্‌ন হাযম তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ আল-মুহাল্লাতে বলেন : "প্রতি এলাকার ধনীরা তাদের নিজ নিজ এলাকায় বসবাসরত অসহায় ও নিঃসম্বলদের মৌলিক চাহিদা পূরণে বাধ্য । যদি বায়তুল মালে মজুদ সম্পদ এ জন্য পর্যাপ্ত না হয় তাহলে দুঃস্থ ও দরিদ্রদের প্রয়োজন পূরণের জন্য রাষ্ট্র প্রধান বিত্তশালীদের উপর অতিরিক্ত কর আরোপ করে তা আদায়ে বাধ্য করতে পারেন।"[৩৬] আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারে অবহেলার প্রতি কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন।

---

৩২. আল-কুরআন, *সূরা আন-নিসা* ৪ : ১৭

৩৩. আল-কুরআন, *সূরা হুদ* ১১ : ১১৪

৩৪. আল-কুরআন, *সূরা আলি ইমরান* ৩ : ১৩৫-১৩৬

৩৫. আল-কুরআন, *সূরা আত-তাহরীম* ৬৬ : ৮

৩৬. শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *ইসলামি অর্থনীতি নির্বাচিত প্রবন্ধ*, (রাজশাহী : স্টুডেন্ট'স ওয়ালফেয়ার ফাউন্ডেশন ২০০৫ইং) পৃ. ১৬

ক. আল্লাহ তা'আলা বলেন :

خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ

"ধর একে, ওর গলায় বেড়ি পরিয়ে দাও, অতঃপর তাকে নিক্ষেপ কর জাহান্নামে। তারপর তাকে শৃঙ্খলিত কর সত্তর গজ দীর্ঘ এক শিকলে। নিশ্চয়ই সে মহান আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করত না এবং মিসকিনকে খাবার দিতে উৎসাহিত করত না।"[৩৭]

খ.আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ

"তারা থাকবে জান্নাতে, তারা জিজ্ঞেস করবে, অপরাধীদের সম্পর্কে, কোন অপরাধে তোমাদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়েছে। তারা বলবে, আমরা সালাত আদায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না এবং অভাবগ্রস্তদের (মিসকিন) খাদ্যদান করতাম না, আমরা (সত্যের) সমালোচকদের সাথে (মিলে) সমালোচনা করতাম এবং আমরা প্রতিফল দিবসকে মিথ্যা মনে করতাম। আমাদের নিকট মৃত্যু আসা পর্যন্ত।"[৩৮]

গ. আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন : أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ

"আপনি কি সে ব্যক্তিকে দেখেছেন, যে বিচার দিনকে মিথ্যা মনে করে? এ তো সেই ব্যক্তি, যে ইয়াতিমকে ধাক্কা মেড়ে তাড়িয়ে দেয় এবং অভাবী লোকদের খাবার দিতে উৎসাহ দেয় না।"[৩৯]

৮. অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ

বিভিন্ন অপরাধের জন্য আমাদের সমাজ কাঠামো অনেকাংশে দায়ী। বিশেষভাবে সমাজের অর্থনৈতিক বৈষম্য অপরাধের জন্ম দেয়। তাই সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থার বৈষম্য দূর করা প্রয়োজন। সমাজে সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করার মাধ্যমেও অপরাধ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করার জন্য জোর তাগিদ দেয়। আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করলে সে অর্থ গরিব মানুষের হাতে পৌঁছে। তাতে গরিবের আর্থিক সচ্ছলতা আসে এবং ধনী-গরিবের মধ্যে সম্প্রীতি সৃষ্টি হয়। এতে সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্য কমে আসে। সমাজ থেকে অপরাধের মাত্রাও কমে আসে। যারা অর্থ সম্পদ জমা করে রাখে কিন্তু আল্লাহর পথে খরচ করে না আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি কঠোর সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেছেন।

ক. আল্লাহ ত'আলা বলেন :

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

"আর যারা স্বর্ণ ও রূপা জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, আপনি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিন। যেদিন জাহান্নামের আগুনে সেগুলোকে উত্তপ্ত করা হবে। অতঃপর সেগুলো দ্বারা তাদের ললাটে, পার্শ্বদেশে এবং পৃষ্ঠদেশে দাগ দেয়া হবে এবং বলা হবে এগুলো সেসব বস্তু, যা তোমরা নিজেদের জন্য সঞ্চয় করে রেখেছিলে, সুতরাং তোমরা যা জমা করেছিলে তার স্বাদ গ্রহণ করো।"[৪০]

খ. আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন :

---

৩৭. আল-কুরআন, *সূরা হাক্কাহ* ৬৯ : ৩০-৩৪

৩৮. আল-কুরআন, *সূরা আল-মুদ্দাস্‌সির* ৭৪ : ৪০-৪৭

৩৯. আল-কুরআন, *সূরা আল-মাউন* ১০৭ : ১০৩

৪০. আল-কুরআন, *সূরা আত-তাওবাহ* ৯ : ৩৪-৩৫

الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ

"যে ব্যক্তি সম্পদ জমা করে এবং তা বারবার গণনা করে। সে মনে করে, তার সম্পদ তার কাছে চিরদিন থাকবে। কখনো না, সে অবশ্যই পিষ্টনকারীর মধ্যে নিক্ষিপ্ত হবে। আপনি কি জানেন, পিষ্টনকারী কী? সেটা আল্লাহর অগ্নি, যা প্রজ্বলিত করা হয়েছে, যা হৃদপিণ্ড পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছবে, এটাকে তাদের ওপর আবদ্ধ করে দেয়া হবে, লম্বা লম্বা স্তম্ভে।"[৪১]

৯. মাদকাসক্তি প্রতিরোধ

মাদকাসক্তি সামাজিক অপরাধের অন্যতম কারণ। মাদকাসক্ত ব্যক্তি নেশার টাকা যোগাড় করতে গিয়ে জায়গা-জমি, ঘর-বাড়িসহ সবকিছু বিক্রি করে নিঃস্ব হয়ে যায়। মাদকাসক্ত ব্যক্তি মাদকের টাকা জোগাড় করার জন্য চুরি-ডাকাতি, ছিনতাইসহ বিভিন্ন অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। মাদকাসক্তি থেকে দূরে রাখতে আখিরাতে বিশ্বাসের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

এক. আখিরাতে বিশ্বাসী মদপান করতে পারে না

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَشْرَبِ الْخَمْرَ، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَجْلِسْ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَخْلُوَنَّ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا مَحْرَمٌ»

আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলছেন : "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে সে যেন মদ পান না করে এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস রাখে সে ব্যক্তি সেই দস্তর খানে (টেবিল) না বসে যেখানে মদপান করা হয়। "[৪২]

উক্ত হাদিসে মদপান না করার কথা এবং যারা মদ পান করে তাদের সংশ্রব বর্জন করা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসের অংশ ঘোষণা করা হয়েছে। সুতরাং মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গদোষ প্রতিরোধে আখিরাতে বিশ্বাসের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

দুই. মদপানকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانٌ، وَلَا عَاقٌّ، وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ»

ক. আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা.) হতে বর্ণিত। নবী (স.) বলেছেন : "দান করে খোঁটা দানকারী, পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান এবং মদ পানকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"[৪৩]

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، مُدْمِنُ خَمْرٍ

খ. আবূ দারদা (রা.) হতে বর্ণিত। নবী (স.) বলেছেন : "সর্বদা মদপানকারী জান্নাতে যাবে না।"[৪৪]

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ، وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ، وَالدَّيُّوثُ، وَثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ، وَالْمُدْمِنُ عَلَى الْخَمْرِ، وَالْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى "

---

৪১. আল-কুরআন, *সূরা আল-হুমাযাহ* ১০৪ : ১-৯

৪২. সুলায়মান বিন আহমাদ বিন আইয়্যুব আবুল কাসেম আত-তিবরানী, *আল-মু'জামুল কাবীর*, অধ্যায় : আহাদীসু আব্দুল্লাহি ইব্ন আব্বাস, (আল-মাওছিল : মাকতাবুলউলুমওয়াল হিকাম, ১৪০৪হি./১৯৮৩ইং), খ. ১১, পৃ. ১৯১, হাদিস নং-১১৪৬২

৪৩. আবূ আব্দুর রহমান আহমাদ ইব্ন শু'আইব আন-নাসায়ী, *সুনানুন নাসায়ী*, অধ্যায় : আল আশরিবাহ, অনুচ্ছেদ : আর-রিওয়ায়াতুফিল মুসলিমিনা ফিল খামরি, আল-কুতুবস সিত্তাহ, (রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০৮ইং), পৃ. ২৪৪৯, হাদিস নং-৫৬৭৫

৪৪. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযিদ ইব্ন মাজাহ আল-কাযভীনী, *সুনানু ইবনি মাজাহ*, অধ্যায় : অশরিবাহ, অনুচ্ছেদ : মুদমিনুল খামর, (হালব : দারু ইহইয়ায়িল কিতাব আল-আরাবিয়্যাহ), খ. ২ ,পৃ. ১১২০ , হাদিস নং-৩৩৭৬

গ. সালেম ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (রহ.) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "তিন ব্যক্তির জন্য জান্নাত হারাম– মদখোর, পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান এবং দায়ুছ[৪৫]।"[৪৬]

১০. নির্যাতন প্রতিরোধ

মানুষকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা বা কষ্ট দেয়াও অপরাধ। আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে নির্যাতন করা থেকে দূরে রাখে। কারণ আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে নির্যাতন করার অপরাধ থেকে দূরে রাখে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ ضَرَبَ ضَرْبًا اقْتُصَّ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

[قال الشيخ الألباني] : صحيح

আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "যে কাউকে অন্যায়ভাবে বেত্রাঘাত করবে, কিয়ামতের দিন তার প্রতি শোধ নেয়া হবে।"[৪৭]

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن النبي ﷺ قال: «الظلم ظلمات يوم القيامة»

আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। নবী (স.) বলেছেন : "অত্যাচার কিয়ামতের দিন হবে অন্ধকার।"[৪৮]

১১. দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সচেতনতা সৃষ্টি করে

অপরাধের একটি কারণ হলো অভিভাবকের তার অধীনস্থদের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিক ভাবে পালন না করা। বর্তমানে চাকুরী, ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে অভিভাবকগণ তার অধীনস্থদের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিক ভাবে পালনের ব্যাপারে চরম অবহেলা প্রদর্শন করতে দেখা যায়। অভিভাবকগণ তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করলে উভয়ের মাঝে সুসম্পর্ক বজায় থাকত। আখিরাতে বিশ্বাস অভিভাবকের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের জোর তাগিদ দেয়। কারণ এই দায়িত্ব ও কর্তব্য পলন না করলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার কাছে জবাবদিহি করতে হবে এবং এর জন্য শাস্তি ভোগ করতে হবে।

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول اله صلى الله عليه و سلم يقول (كلكم راع ومسؤول عن رعيته والإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته) . قال وحسبت أن قد قال (والرجل راع في مال أبيه)

ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি : "তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। তাই শাসক হলেন দায়িত্বশীল, তার দায়িত্ব সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করা হবে। পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্বশীল এবং তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। স্ত্রী তার স্বামীর ঘরের দায়িত্বশীল, তার দায়িত্ব সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করা হবে। খাদেম তার মনিবের ধন-সম্পদের দায়িত্বশীল, তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।"[৪৯]

১২. সামাজিক কলহ-বিবাদ নিরসন

সামাজিক কলহ-বিবাদ অন্যতম সামাজিক অপরাধ। সামাজিক কলহ-বিবাদ নিরসনে আখিরাতে বিশ্বাস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

---

৪৫. দায়ুছ হচ্ছে সে ব্যক্তি, যে তার পরিবারের সদস্যদের অশ্লীল কাজে বাধা দেয় না।

৪৬. আবূ আব্দুর রহমান আহমাদ ইব্‌ন শু'আইব আন-নাসায়ী, *সুনানুন নাসায়ী*, অধ্যায় : আয-যাকাত,অনুচ্ছেদ : আল-মান্নানু বিমা আ'ত্বা, (হালব : মাকতাবুল মাতলু'আতি আল-ইসলামি, ১৯৮৬ইং/ ১৪০৬ হি.), খ. ৫,পৃ. ৮০, হাদিস নং-২৫৬২

৪৭. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *আদাবুল মুফরাদ*, অধ্যায় : কিছাছুল আল-আবদি, (বৈরুত : দারুল বাসায়ির আল-ইসলামি, ১৯৮৯ইং/১৪০৯ হি.), খ. ১, পৃ. ৭৫, হাদিস নং-১৮৬

৪৮. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আল-মাজালিম ওয়াল গাছব, অনুচ্ছেদ : আজ-জুলমু জুলুমাতুন ইয়াওমাল কিয়ামাতি, (দারু তাওকিন নাজাহ, ১৪২২ হি.), খ. ৩, পৃ. ১২৯, হাদিস নং-২৪৪৭

৪৯. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আল-অসিয়্যাহ, অনুচ্ছেদ : তাবীলু কাওলিহী তা'আলা মিন বাদি ওয়আসিয়্যাতি ইয়ূসী বিহা আওদা-ইন, (বৈরুত : দারু ইবনি কাসীর, ১৪০৭ হি.), হাদিস নং- ২৫৬৪ পৃ: ৭৩৭

এক. ধৈর্য ধারণ করে জান্নাত অর্জন

এই ক্ষেত্রে ধৈর্যশীল হতে হবে এবং একে অপরের সাথে ভাল আচরণের চেষ্টা করতে হবে। এভাবে ধৈর্য ধারণ করে সামাজিক সাম্য ও সম্প্রীতি বজায় রাখলে জান্নাত পাওয়া যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ

"আর যারা স্বীয় পালনকর্তার সন্তুষ্টির জন্য সবর করে, সালাত প্রতিষ্ঠা করে আর আমি তাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং যারা মন্দের বিপরীতে ভাল করে, তাদের জন্য রয়েছে পরকালের শুভ পরিণাম (জান্নাত)।"[৫০] এ ধরনের ধৈর্যশীলরা অগণিত সওয়াবের অধিকারী হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন : **إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ** "ধৈর্যশীলদেরকে হিসাব বহির্ভূত প্রতিদান প্রদান করা হবে।"[৫১]

দুই. একে অপরকে ছাড় দেয়া

অনেক সময় সমাজে কলহ-বিবাদ লেগে যেতে পারে। এই কলহ দীর্ঘায়িত হলেই সামাজিক বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। এই কলহ শুরুতেই নিঃশেষ করতে হবে।

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَنَا زَعِيمٌ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ، وَهُوَ مُحِقٌّ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ، وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ، وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ»

ক. আবূ উমামাহ (রা.) নবী (স.) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : "সঠিক দাবির পক্ষে হওয়া সত্ত্বেও যে ব্যক্তি বিবাদ পরিহার করার লক্ষ্যে তার দাবি প্রত্যাহার করবে, জান্নাতের মধ্যস্থান বা সর্বশ্রেষ্ঠ আসন প্রদানের জন্য আমি তার জিম্মাদার।[৫২]

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا، وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ»

খ. আবূ উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "যে ব্যক্তি ঝগড়া-বিবাদ থেকে বিরত থাকবে, যদিও সে ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। আমি তার জন্য জান্নাতের নিম্নাংশে একটি গৃহের জামিন হলাম। যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকবে যদিও তা ঠাট্টার ছলে হোক, আমি তার জন্য জান্নাতের মধ্যবর্তী স্থানে একটি গৃহের জামিন হলাম। আর যে ব্যক্তির চরিত্র সুন্দর হবে, তার জন্য জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানে একটি গৃহের জামিন হলাম।"[৫৩]

তিন. একে অপরকে ক্ষমা করা

সমাজে একে অপরের ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমা ও সুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে হবে এবং ক্রোধ সংবরণ করতে হবে। তাহলেই সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় থাকবে। এ ধরনের লোকদের জন্যই আল্লাহ তা'আলা জান্নাত তৈরি করে রেখেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

---

৫০. আল-কুরআন, *সুরা আর-রা'দ* ১৩ : ২২

৫১. আল-কুরআন, *সুর আয-যুমার* ৩৯ : ১০

৫২. সুলায়মান ইবনু আহমাদ আবুল কাসেম ত্বাবরানী, *মু'জেমুল কাবীর*, অধ্যায় : ছুয়াদ, অনুচ্ছেদ : আছেম ইবনু রাজায়ি, (ক্বাহিরাহ : মাকতাবাতু ইব্ন তাইমিয়াহ, ১৯৯৪ইং/ ১৪১৫ হি.), খ. ৮,পৃ. ১৮৬, হাদিস নং-৭৭৭০

৫৩. আবু দাউদ সুলাইমান ইব্ন আশ'আছ আস-সিজিস্তানী, *সুনানু আবী দাউদ*, অধ্যায় : আদাব, অনুচ্ছেদ : ফী হুসনিল খুলকি, (বৈরুত : মাকতাবুল আসরিয়্যাহ), খ. ৪,পৃ. ২৫৩, হাদিস নং-৪৮০০

"আর তোমরা ধাবমান হও স্বীয় প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে এবং সেই জান্নাতের দিকে যার প্রশস্ততা আসমান সমূহ ও জমিনের ন্যায় যা প্রস্তুত করা হয়েছে মুত্তাকিদের জন্য। যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করে এবং যারা ক্রোধ সংবরণকারী ও মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল; আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন।"[৫৪]

সুপারিশমালা

অপরাধ প্রতিরোধ করতে হলে নিম্নলিখিত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে। যথা-

১. আল্লাহর ভয় ও আখিরাতের বিশ্বাসকে মানুষের মনে বদ্ধমূল করা

আল্লাহর ভয় ও আখিরাতের বিশ্বাসকে মানুষের মনে বদ্ধমূল করতে পারলে অপরাধ দমনে সহায়ক হতে পারে।

২. অপরাধের আখিরাতের শাস্তি বিষয়ক কুরআনের আয়াত ও হাদিস

অপরাধের আখিরাতের শাস্তি বিষয়ক কুরআনের আয়াত ও হাদিস বেশি বেশি প্রচার করতে হবে।

৩. ইসলামি শিক্ষা

ইসলামি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে।

৪. ইসলাম ধর্মীয় অনুশাসন

ইসলাম ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার বাস্তব প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

৫. কিছাছের বিধান চালু করা

কিছাছের বিধান চালু করতে হবে।

৬. উপযুক্ত শাস্তি দেয়া

অপরাধী যে-ই হোক না কেন তাকে কোন ধরনের অনুকম্পা না দেখিয়ে বিচারের আওতায় এনে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে।

৭. বিচার স্বল্প সময়ে শেষ করা

অপরাধীর বিচার স্বল্প সময়ে শেষ করে শাস্তি কার্যকর করতে হবে।

উপসংহার

অপরাধ একটি অন্যতম সামাজিক সমস্যা। কারণ অপরাধ যেমন ব্যক্তি জীবনের জন্য ক্ষতিকর ঠিক তেমনি সমাজের জন্যও ক্ষতিকারক। অপরাধের কারণেই সমাজে বিভিন্ন দুঃখ-দুর্দশা ও বিপদ-আপদ নেমে আসছে। বর্তমানে সমাজে অপরাধের ধরন ও প্রকৃতির অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। তাই দুনিয়ার আইন-কানুন, অপমান-তিরস্কার ও শাস্তি অপরাধীকে অপরাধ থেকে ফিরাতে সক্ষম হচ্ছে না। সমাজে অপরাধের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। সমাজ থেকে অপরাধ প্রতিরোধ করা যাচ্ছে না। ইসলাম অপরাধের দুনিয়া ও আখিরাতের করুণ পরিণতির কথা বর্ণনা করেছে। আখিরাতের বিশ্বাস এমন একটি চেতনা যা মানুষকে অপরাধ থেকে বিরত রাখে। আখিরাতে বিশ্বাসী ভুলক্রমে অপরাধ করে ফেললেও অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে এবং অপরাধ করা ছেড়ে দেয়। সুতরাং উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, আখিরাতে বিশ্বাস মানুষের মনে বদ্ধমূল করতে পারলে সমাজ থেকে অপরাধ নির্মূলে সহায়ক হতে পারে। কারণ আখিরাতে বিশ্বাস মানুষের মধ্যে প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসা সৃষ্টি করে। এই ভালবাসা একে অপরের অধিকার আদায়ে সহায়তা করে। যা অপরাধ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

---

৫৪. আল কুরআন, *সুরা আলি ইমরান* ৩ : ১৩৩-১৩৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা

একটি সুন্দর সমাজ গঠনের পূর্বশর্ত হলো ন্যায়বিচার। ন্যায়বিচারের ওপরই সমাজের শান্তি, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা নির্ভর করে। দেশ যতই উন্নত ও সমৃদ্ধশীল হোক না কেন ন্যায়বিচার না থাকলে দেশে শান্তি আসতে পারে না। সুতরাং আমাদের সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে ন্যায়বিচার করতে অনুপ্রাণিত করে। আখিরাতে শাস্তির ভয় মানুষকে ন্যায়বিচার করতে সহায়তা করে। তাই সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় আখিরাতে বিশ্বাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। নিম্নে ন্যায়বিচারের পরিচয়, সমাজে ন্যায়বিচার না থাকার প্রভাব ও ক্ষতিসমূহ এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় আখিরাতে বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

ন্যায়বিচারের পরিচয়

ন্যায়বিচার শব্দটির আরবি প্রতিশব্দ আদল। আদল একটি ব্যাপক অর্থবোধক ইসলামি পরিভাষা। এর শাব্দিক অর্থ হলো সঠিক বিচার বা ন্যায়বিচার। যেমন বলা হয়- هُوَ يَقْضِي بِالْحَقِّ وِيَعْدِلُ. وَهُوَ حَكَمٌ عَادِلٌ :.:
তিনি সঠিক বিচার করেছেন এবং ইনসাফ করেছেন। তিনি হলেন ন্যায়বিচারক।[১]
ক. ইব্‌ন মানজুর বলেন : "আদল হলো বিবেকে যা সঠিক বলে বিবেচিত হয়। আর তা অত্যাচারের বিপরীত।"[২]
খ. ইব্রাহীম মুস্তফা বলেন : "আদল হলো ন্যায়বিচার। আর তা হলো কোন মানুষের যা প্রাপ্য তা তাকে দিয়ে দেয়া এবং যা তার প্রাপ্য নয় তা তার থেকে নিয়ে নেয়া।"[৩]
গ. ইমাম রাগিব ইস্পাহানী (র.) বলেন, 'আদল' অর্থ বিচারের ক্ষেত্রে কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব না করে যথাযথ বিচার করা অর্থাৎ দুষ্টের দমন শিষ্টের লালন, এই নীতিতে বিচার কার্য সম্পাদন করা।[৪]
ঙ. শায়েখ আবুল বারা (র.)-এর মতে, 'আদল' শব্দটি জুলুমের বিপরীত। এর অর্থ হলো, যার যা প্রাপ্য যথাযথভাবে তাকে দেয়া।[৫]
এই জন্যই বিচারালয়কে আদালত বলা হয়। আর আদালত বলা হয় এমন প্রতিষ্ঠানকে যেখানে প্রজ্ঞা, জ্ঞান-বুদ্ধি, বীরত্ব ও ক্ষমা প্রদর্শনের মাধ্যমে বিচার কার্য সম্পাদন করা হয়।
সাধারণভাবে আদল হলো কোন বস্তুকে দুজন অংশীদারের মধ্যে এমনভাবে বণ্টন করে দেয়া যাতে কারো অংশেই সামান্য কম বেশি না পড়ে বা কোন পক্ষই যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।
ইসলামি পরিভাষায়, ইসলামের আদর্শ ও বিধান অনুযায়ী যথাযথভাবে আল্লাহর হক আদায় এবং মানব সমাজে যার যা প্রাপ্য তাকে তা পুরোপুরি প্রদান করার নাম আদল। কাউকে কম বা বেশি দেয়া বা কারো সাথে আচরণের অসমতা বজায় রাখা আদল পরিপন্থী কাজ।[৬]

---

১. মুহাম্মদ ইবন মুকাররাম, *লিসানুল আরব*, (বৈরুত : দারুস সাদির, ১৪১৪হি.), খ. ১১,পৃ.৪৩০
২. মুহাম্মদ ইবন মুকাররাম, *লিসানুল আরব*, প্রাগুক্ত, খ. ১১,পৃ.৪৩০
৩. ইব্রাহীম মুস্তফা, *মুজিমুল ওসীত*, (কাহিরা : দারুদ দাওয়া), খ. ২, প. ৫৮৮
৪. আলহুসাইন বিন মুহাম্মদ আর-রাগিব আল ইসফাহানী, *আল মুফরাদাতু ফী গারিবিল কুরআন*, অধ্যায় : আদল, (বৈরুত : দারুল কলম, ১৪১২ হি.),খ. ১, পৃ. ৫৫২
৫. লেখক মণ্ডলী, সম্পাদনা পরিষদ সম্পাদিত, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৮ইং), পৃ. ৫৬৯
৬. মো. ইব্রাহীম খলিল, *ইসলামে সামাজিক ব্যবস্থা ও পরিবার কল্যাণ*, (ঢাকা : লিজেন্ড পাবলিকেশন্স,২০০৯ খ্রি.), পৃ. ২৯৭

সমাজে ন্যায়বিচার না থাকার প্রভাব ও ক্ষতিসমূহ

সমাজে ন্যায়বিচার না থাকার প্রভাব ও ক্ষতিসমূহ নিম্ন বর্ণনা করা হলো।

ক. প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া

সমাজে ন্যায়বিচার না থাকলে মানুষ প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়।

খ. জুলুম-নির্যাতন বৃদ্ধি

সমাজে ন্যায়বিচার না থকলে সাধারণ মানুষ জুলুম-নির্যাতনের শিকার হয় ।

গ. মানুষের জীবনের নিরাপত্তাহীনতা

যে সমাজে ন্যায়বিচার থাকে না, সে সমাজে মানুষের জীবনের নিরাপত্তা থাকে না। কে কখন কাকে হত্যা করবে বলা যায় না। সবাই নিজের ও আপনজনের জীবনে নিরাপত্তা নিয়ে আতঙ্কের মধ্যে থাকে।

ঘ. সম্পদের নিরাপত্তাহীনতা

যে সমাজে ন্যায়বিচার নেই, সে সমাজে সব কিছুই নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়ে। কোন কোন সময় হত্যাকারীর হত্যা দ্বারা তার উদ্দেশ্য থাকে নিহত ব্যক্তির সম্পত্তির মালিক হওয়া। মানুষ হত্যা করে যদি তার টাকা-পয়সা, ধন-সম্পদ, জায়গা-জমি দখল করে নেওয়া হয়, তাহলে মানুষের সম্পদেরও নিরাপত্তা থাকে না।

ঙ. পেশীশক্তির ওপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি

সমাজে ন্যায়বিচার না থাকলে "জোর যার মুল্লুক তার"–এই নীতি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ফলে মানুষ পেশীশক্তির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

চ. হতাশা, মানসিক অশান্তি ও দুঃসহ জীবন

সাধারণ মানুষ আদালতে ন্যায়বিচার না পেয়ে এবং প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে হতাশা ও মানসিক অশান্তি নিয়ে দুঃসহ জীবন-যাপন করতে বাধ্য হয়।

ছ. দুর্নীতির প্রসার

সমাজে ন্যায়বিচার না থাকলে দুর্নীতির ব্যাপক প্রসার ঘটে।

জ. বহু অপরাধ সংঘটিত হয়

যে সমাজে ন্যায়বিচার নেই, সে সমাজে অপরাধীরা বিভিন্ন অপরাধে লিপ্ত হয়ে পড়ে। ফলে সমাজে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, মারামারি, কাটাকাটি, জবর দখল, জিনা-ব্যভিচার, ধর্ষণ ইত্যাদি অপরাধ বেশি সংঘটিত হয়।

ঝ. সামাজিক দ্বন্দ্ব-কলহের সৃষ্টি

সমাজে ন্যায়বিচার না থকলে কোন ব্যক্তি নিহত হলে তার আত্মীয়-স্বজনের মনে ক্রোধের দাবানল জ্বলে ওঠে। ফলে তারা প্রতিশোধ নিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সমাজের বহু লোক তাদের পক্ষে এবং কিছু লোক হত্যাকারীর পক্ষে চলে যায়। এতে সামাজিক দ্বন্দ্ব-কলহের সৃষ্টি হয়।

ঞ. আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটা

সমাজে ন্যায়বিচার না থাকলে অপরাধীরা সাজা থেকে মুক্তি পেয়ে যায়। তারা আরো বেশি অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। তাতে সমাজে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটে।

ট. সমাজ ধ্বংস

সমাজে ন্যায়বিচার না থাকলে ধীরে ধীরে সমাজ ধ্বংসের দিকে যেতে থাকে।

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় আখিরাতে বিশ্বাস

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় আখিরাতে বিশ্বাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিম্নে সেগুলো বর্ণনা করা হলো।

এক. ন্যায়বিচারে আখিরাতের সাফল্য

১. আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ

আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির ওপর দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা নির্ভর করে। যারা ন্যায়বিচার করে আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন।

ক. আল্লাহ তা'আলা রাসূল (স.)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন : **وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ**

"আর যদি আপনি তাদের মধ্যে ফয়সালা করেন তাহলে ন্যায়বিচার করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায় বিচারকদেরকে ভালোবাসেন।"[৭]

খ. আল্লাহ তা'আলা বলেন : **فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ**

"অতঃপর যদি তারা ফিরে আসে, তবে উভয়ের মধ্যে ন্যায়ভাবে ফায়সালা করুন এবং ন্যায়বিচার করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়বিচারকারীকে ভালোবাসেন।"[৮]

২. ন্যায়বিচারক আল্লাহর সর্বাধিক প্রিয় হবে

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ وَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ عَادِلٌ، وَأَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللهِ وَأَبْعَدَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ جَائِرٌ.

আবূ সাঈদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "কিয়ামতের দিন ন্যায়পরায়ণ শাসক লোকদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় হবে এবং তাঁর অতি নিকটে অবস্থানকারী হবে। আর জালিম শাসকই আল্লাহর নিকট সর্বাধিক ঘৃণিত এবং তাঁর নিকট থেকে সবচেয়ে দূরে অবস্থানকারী হবে।"[৯]

৩. ন্যায়বিচার ইবাদতের চেয়ে উত্তম

আখিরাতে জাহান্নাম থেকে মুক্তির অন্যতম উপায় হলো আল্লাহ তা'আলার ইবাদত। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

"নিশ্চয়ই যারা আমার ইবাদতে অহংকার করে (বিরত থাকে) তারা অচিরেই লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।"[১০] একজন মানুষ ন্যায়বিচার করে ইবাদতের চেয়ে বেশি পুণ্য অর্জন করতে পারে।

রাসূল (স.) বলেন : "বিবাদমান পক্ষদ্বয়ের মধ্যে বিচারক হয়ে বসা আমার নিকট সত্তর বছরের ইবাদতের চেয়ে অধিক প্রিয়।"[১১]

৪. সদকার ফজিলত অর্জন

মানুষ ন্যায়বিচার করে সদকা বা দানের ফজিলত অর্জন করতে পারে। সদকা আখিরাতে মুক্তির পাথেয়। এজন্যই মৃত্যুর পূর্বে আল্লাহ তা'আলা বেশি বেশি সদকা করার আদেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ

---

৭. আল-কুরআন, *সূরা মায়িদা* ৫ : ৪২

৮. আল-কুরআন, *সূরা হুজরত* ৪৯ : ৯

৯. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত তিরমিযী*, অধ্যায় : আল-আহকাম, অনুচ্ছেদ : মাজাআ ফিল ইমামিল আদিলি, (বৈরুত : দারুল গুরুব আল-ইসালামি, ১৯৯৮), খ. ৩,পৃ. ১০, হাদিস নং-১৩২৯

১০. আল-কুরআন, *সূরা মু'মিন* ৪০ : ৬০

১১. ড. ওয়াহাবা আল-মুহাযলী, আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু, (বৈরুত : দারুল ফিক্র, ১৯৮৯ইং), খ. ৬, পৃ. ৪৮১

"আর আমি তোমাদেরকে যা দান করেছি তা থেকে মৃত্যু আসার পূর্বেই (আল্লাহর পথে) ব্যয় কর। অন্যথায় (মৃত্যুর সময়) সে বলবে, হে আমার পালনকর্তা! আপনি আমাকে আরো কিছু সময় দিলেন না কেন? তবে আমি (আপনার পথে) দান করতাম এবং সৎকর্মশীলদের ভুক্ত হতাম।"[১২]

عن أبي هريرة ﷺ، قال: قال رسول الله ﷺ: «كل سلامى من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الناس صدقة»

আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "মানুষের প্রতিটি গ্রন্থির জন্য তার ওপর সদকা রয়েছে। সূর্য ওঠে এমন প্রত্যেক দিন মানুষের মধ্যে সুবিচার করাও সদকা।"[১৩]

৫. আল্লাহ তা'আলার আরশের নিচে স্থান লাভ

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ -ﷺ- قَالَ « سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِى ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ الإِمَامُ الْعَادِلُ ».

আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "সাত শ্রেণির লোকদের আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাঁর আরশের ছায়ায় আশ্রয় দান করবেন। যেদিন তাঁর আরশের ছায়া ছাড়া আর অন্য কোন ছায়া থাকবে না। সেই সাত শ্রেণির একজন হলো : (এদের মধ্যে সর্বপ্রথম হচ্ছে) ন্যায়বিচারক।"[১৪]

৬. নূরের মিম্বরে অবস্থান

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو بَكْرٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىَّ -ﷺ- وَفِى حَدِيثِ زُهَيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- « إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِى حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا ».

আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "ন্যায়বিচারক কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকটে নূরের মিম্বরসমূহে দয়াময় মহামহিমান্বিত প্রভুর ডানপাশে বসা থাকবে। যদিও তাঁর উভয় হাতই ডান হাত (অর্থাৎ সমান মহীয়ান)। যারা তাদের শাসন কার্যে নিজেদের পরিবারের লোকদের ব্যাপারে এবং তাদের ওপর ন্যস্ত দায়িত্বসমূহের ব্যাপারে ন্যায়বিচার করে।"[১৫]

৭. জান্নাত লাভ

عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: القُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: قَاضِيَانِ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ فِي الجَنَّةِ، رَجُلٌ قَضَى بِغَيْرِ الحَقِّ فَعَلِمَ ذَاكَ فَذَاكَ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ لاَ يَعْلَمُ فَأَهْلَكَ حُقُوقَ النَّاسِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ قَضَى بِالحَقِّ فَذَلِكَ فِي الجَنَّةِ.

বুরাইদা (রা.) হতে বর্ণিত। নবী (স.) বলেছেন : "বিচারক তিন প্রকার। দুই প্রকারের বিচারক হচ্ছে জাহান্নামি এবং এক প্রকার বিচারক হচ্ছে জান্নাতি। জেনেশুনে যে বিচারক অন্যায় রায় প্রদান করে সে জাহান্নামি। সত্যকে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি না করেই যে বিচারক মানুষের অধিকারসমূহ নস্যাৎ করে সেও জাহান্নামি। আর যে বিচারক ন্যায়সঙ্গতভাবে ফায়সালা প্রদান করে সে বিচারক জান্নাতের অধিবাসী।"[১৬]

---

১২. আল-কুরআন, *সূরা মুনাফিকুন* ৬৩ : ১০

১৩. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আছ-ছুলহু, অনুচ্ছেদ : ফাদলুল ইসলাহি বাইনান নাসি ওয়াল আদলি বাইনাহুম, (দারু তাওকিন নাজাহ, ১৪২২ হি.), খ. ৩, পৃ. ১৮৭, হাদিস নং-২৭০৭

১৪. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আয-যাকাত, অনুচ্ছেদ : ফাদলু ইখফাইস সাদাকাহ, (বৈরুত : দারুল জাবাল), খ.৩, পৃ. ৯৩, হাদিস নং-২৪২৭

১৫. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী,*সহীহ মুসলিম*, অধ্যায়: আল-ইমারতু, অনুচ্ছেদ: ফাদীলাতুল্ ইমামিল আদিল..., প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৭, হাদিস নং-৪৮২৫

১৬. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত তিরমিযী*, অধ্যায় : আল-আহকাম, অনুচ্ছেদ : মা জাআ আন রাসূলিল্লাহ (স.) ফিল কাদী, (বৈরুত : দারুল গুরুব আল-ইসলামি, ১৯৯৮), খ. ৩,পৃ. ৬, হাদিস নং-১৩২২

ন্যায়বিচার না করলে আখিরাতের বিপদ

৮. বিচারকের বিচার

বিচারকগণ দুনিয়াতে মানুষের মধ্যে বিচার কার্য পরিচালনা করে। তারা যদি ন্যায়বিচার না করে, দুনিয়ার আদালতে তাদের বিচার না হলেও কিয়ামতের দিন ঠিকই আল্লাহ তা'আলার আদালতে তাদের কঠিন বিচার হবে এবং ন্যায়বিচার না করার জন্য কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন : أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ
"আল্লাহ কি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক নন?"[১৭]

৯. বিচারকের জাহান্নামি হওয়া

ক. জাহান্নামি বিচারক

حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ طَلَبَ قَضَاءَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يَنَالَهُ، ثُمَّ غَلَبَ عَدْلُهُ جَوْرَهُ، فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ غَلَبَ جَوْرُهُ عَدْلَهُ فَلَهُ النَّارُ»

আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "যে ব্যক্তি মুসলমানদের বিচারক নিযুক্ত হওয়া কামনা করল, অতঃপর উক্ত পদে নিযুক্ত হল, এমতাবস্থায় যদি তার ন্যায়পরায়ণতা তার জুলুম-অত্যাচারের উপর প্রাধান্য লাভ করে সে জান্নাত লাভ করবে। পক্ষান্তরে তার জুলুম-অত্যাচারের দিকটি যদি তার ন্যায়পরায়ণতার ওপর প্রাধান্য লাভ করে তবে সে হবে জাহান্নামি।"[১৮]

খ. বিচারককে জাহান্নামে নিক্ষেপ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا مِنْ حَاكِمٍ يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَلَكٌ آخِذٌ بِقَفَاهُ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَإِنْ قَالَ: أَلْقِهِ، أَلْقَاهُ فِي مَهْوَاةٍ أَرْبَعِينَ خَرِيفًا "

আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "যে বিচারক মানুষের মাঝে বিচার করে, তাকে কিয়ামতের দিন এমতাবস্থায় উপস্থিত করা হবে যে, ফিরিশতা তার ঘাড় ধরে রাখবে। অতঃপর সেই বিচারক আকাশের দিকে মাথা উঠাবে। আর আল্লাহ যদি বলেন, ওকে নিক্ষেপ কর, অমনি একজন ফেরেশতা (জাহান্নামের) একটি গর্তে তাকে নিক্ষেপ করবে, যার গভীরতা হবে চল্লিশ বছরের দূরত্ব।"[১৯]

১০. বিচারকার্যে দুর্নীতি প্রতিরোধ

অর্থ-সম্পদের মোহ ন্যায়বিচারে বিঘ্নতা সৃষ্টি করে। কিছু লোভী মানুষ বিচারককে উৎকোচ দিয়ে অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করতে চায়। বিচারকও উৎকোচের বিনিময়ে সত্যের বিপরীত রায় দিচ্ছে।

ক. আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের অর্থ-সম্পদ আত্মসাৎ করো না, শাসকদের কাছে অর্থ নিয়ে যেয়ো না, যাতে তোমরা মানুষের সম্পদের একাংশ অন্যায় পন্থায় ভোগ করতে পার। অথচ তোমরা জান।"[২০]

আখিরাতে বিশ্বাস বিচারককে অর্থ-সম্পদের মোহ উপেক্ষা করে ন্যায় বিচারে অনুপ্রাণিত করে।

---

১৭. আল-কুরআন, *সূরা আত্‌তীন* ৯৫ : ৮

১৮. আবূ দাউদ সুলাইমান ইব্‌ন আশ'আছ আস-সিজিস্তানী, *সুনানু আবী দাউদ*, অধ্যায় : আল-আকদিয়াহ, অনুচ্ছেদ : ফিল কাদী ইয়াখতী, (বৈরুত : মাকতাবুল আসরিয়্যাহ), খ. ৩,পৃ. ২৯৯, হাদিস নং-৩৫৭৫

১৯. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াযিদ ইব্‌ন মাজাহ আল-কাযভীনী, *সুনানু ইবনি মাজাহ*, অধ্যায় : আল-আহকাম, অনুচ্ছেদ : অত-তাগলীজু ফিল হাইফি ওয়ার রিশওয়াতি, (হালব : দারু ইহইয়ায়িল কিতাব আল-আরাবিয়্যাহ), খ. ২,পৃ. ৭৭৫, হাদিস নং-২৩১১

২০. আল-কুরআন, *সূরা বাকারা* ২ : ১৮৮

أخبرنا أبو حميد الساعدي، قال: استعمل النبي ﷺ رجلا من بني أسد يقال له ابن الأتبية على صدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي، فقام النبي ﷺ على المنبر – قال سفيان أيضا فصعد المنبر – فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: " ما بال العامل نبعثه فيأتي يقول: هذا لك وهذا لي، فهلا جلس في بيت أبيه وأمه، فينظر أيهدى له أم لا، والذي نفسي بيده، لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر «، ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه» ألا هل بلغت " ثلاثا، قال سفيان: قصه علينا الزهري، وزاد هشام، عن أبيه، عن أبي حميد قال: سمع أذناي، وأبصرته عيني، وسلوا زيد بن ثابت فإنه سمعه معي، ولم يقل الزهري سمع أذني، خوار: صوت، «والجؤار من» تجأرون: «كصوت البقرة»

খ. আবূ হামিদ আল-সাঈদি (রা.) বলেন, “বনু আসাদ গোত্রের উতবিয়াকে নবী (স.) জাকাত উসূলের জন্য কর্মচারী নিযুক্ত করেন। অতঃপর সে মদিনায় উপস্থিত হয়ে বলল : এটা আপনাদের জন্য আর এটা আমাকে উপঢৌকন স্বরূপ দেয়া হয়েছে। একথা শুনে নবী (স.) মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে গেলেন এবং আল্লাহর প্রশংসা করলেন। তারপর বললেন : কী হলো কর্মচারীর, যাকে আমরা জাকাত উসূল করার জন্য প্রেরণ করি। অতঃপর সে এসে বলে : এটা আপনার জন্য আর এটা আমার জন্য। তবে কেন সে তার পিতা অথবা মাতার ঘরে বসে থাকছে না? তারপর সে দেখুক তাকে উপঢৌকন দেয়া হয় কি না? সেই সত্তার শপথ! যার হাতে আমার জীবন, যে কোন ব্যক্তি অবৈধভাবে কোন কিছু গ্রহণ করবে, কিয়ামতের দিন সে তা তার ঘাড়ে বহন করে নিয়ে আসবে। যদি তা উট হয় তবে তা ঘোঁর ঘোঁর করবে অথবা যদি তা গাভী হয় তবে সে হাম্বা হাম্বা করবে অথবা যদি তা ছাগল হয় তবে ভ্যাঁ ভ্যাঁ করবে।”[২১]

গ. মুআয ইব্ন জাবাল (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) আমাকে ইয়ামানে প্রেরণকালে বললেন : “আমার অনুমতি ব্যতীত কোন বস্তুত গ্রহণ করবে না, কারণ তা প্রতারণার শামিল, যে ব্যক্তি প্রতারণা করবে কিয়ামতের দিন সে অবশ্যই প্রতারণার বস্তুগত উপস্থিত হবে। এজন্য আমি তোমাকে ডেকেছি। এখন তোমার কাজে চলে যাও।”[২২]

১১. বিচার কাজ সহজীকরণ

বাদী, বিবাদী ও বিচারক আখিরাতে বিশ্বাসী হলে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা সহজ হয় এবং বিচারকাজে জটিলতা সৃষ্টি হয় না। আখিরাতে বিশ্বাসের অভাবে বাদী ও বিবাদী তাদের অন্যায় অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে বিচারকার্যে মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছে। ফলে বিচার কার্যে জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে। বিচার শেষ করতে বেশি সময় লাগছে এবং বহু অর্থ ব্যয় হচ্ছে ন্যায়বিচার পেতে। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“আর কোন বিষয় গোপন করে রাখা নবীর কাজ নয়, আর যে লোক গোপন করবে সে কিয়ামতের দিন সেই গোপন বস্তু নিয়ে উঠবে।”[২৩]

উক্ত আয়াত বিশ্বাস করলে কেউ মিথ্যা বলে অন্যায় অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চাইবে না। এতে বিচার কাজে জটিলতা কমবে এবং বিচার সম্পাদন করা সহজ হবে।

১২. অপরাধীর অপরাধ স্বীকার

আখিরাতে বিশ্বাস মানুষের মধ্যে নৈতিকতার মানকে প্রভূত উন্নতি সাধন করে এবং আত্মসমালোচনা করার প্রেরণা জোগায়। আত্মপ্রলোভন ও চারিত্রিক দোষত্রুটি হতে মুক্তি লাভের এটা একটি প্রকৃষ্ট উপায়। আখিরাতে বিশ্বাসী মু'মিন কোন সময় পশু প্রবৃত্তির তাড়নায় কোন অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়ে পড়লেও তৎক্ষণাৎ অনুতাপ ও অনুশোচনা তাকে দগ্ধ করে। যদিও সে লোকচক্ষুর অন্তরালে এবং আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর ধরপাকড় হতে দূরে অবস্থান করে।

---

২১. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আল-আহকাম,অনুচ্ছেদ : হাদাইয়াল উম্মাল, (দারু তাওকিন নাজাহ, ১৪২২ হি.), খ. ৯, পৃ. ৭০, হাদিস নং-৭১৭৪

২২. অধ্যাপক এ.টি.এম মুসলেহ উদ্দীন ও অন্যান্য সম্পাদিত, *সীরাত বিশ্বকোষ*, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩ ইং), খ. ৫, পৃ. ৫৯৬

২৩. আল-কুরআন, *সূরা আলি ইমরান* ৩ : ১৬১

আখিরাতের ভয়াবহ শাস্তির কথা তার মনে বারবার স্মরণ হতে থাকে। তা অন্তরের কাঁটা হয়ে তার হৃদয়ের শান্তি বিনষ্ট করতে থাকে; পাপের অনুশোচনা তাকে অস্থির করে তোলে। আর তিনি সকলের অজ্ঞাতসারে কৃত অপরাধ অকপটে স্বীকার করে পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য নিজকে সমর্পণ করে দেন, যেন তিনি আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টি হতে রক্ষা পান এবং আখিরাতে এজন্য শাস্তি ভোগ করতে না হয়। সাহাবিদের এ ধরনের অনেক ঘটনা হাদিসে বর্ণিত রয়েছে। মহানবী (স.)-এর যুগে বেশিরভাগ লোকই নিজের অপরাধ নিজেই স্বীকার করতেন। এর একমাত্র কারণ হলো আখিরাতে বিশ্বাস এবং আখিরাতে কঠিন শাস্তি থেকে মুক্তি লাভের বাসনা।

عن أبي هريرة ﷺ، قال: أتى رجل رسول الله ﷺ وهو في المسجد، فناداه فقال: يا رسول الله، إني زنيت، فأعرض عنه حتى ردد عليه أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات، دعاه النبي ﷺ فقال: «أبك جنون» قال: لا، قال: «فهل أحصنت» قال: نعم، فقال النبي ﷺ: «اذهبوا به فارجموه»

ক. আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে এল। তিনি তখন মসজিদে ছিলেন। সে তাঁকে ডেকে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (স.)! আমি জিনা করেছি। তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এভাবে কথাটি সে চার বার বলল। যখন সে নিজের বিরুদ্ধে চার বার সাক্ষ্য দিল। তখন নবী (স.) তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন : "তোমার মধ্যে কি কোন পাগলামির দোষ আছে? সে বলল, না। তিনি বললেন : তাহলে তুমি কি বিবাহিত? সে বলল, হ্যাঁ। অতঃপর নবী (স.) বললেন : তোমরা তাকে নিয়ে যাও আর রজম কর (প্রস্তর বর্ষণে হত্যা কর)।"[২৪]

عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الْمَخْزُومِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِلِصٍّ اعْتَرَفَ اعْتِرَافًا، وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ؟» قَالَ: بَلَى. قَالَ: «اذْهَبُوا بِهِ فَاقْطَعُوهُ» ثُمَّ جِيئُوا بِهِ فَقَطَعُوهُ، ثُمَّ جَاءُوا بِهِ فَقَالَ لَهُ: «قُلْ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ» فَقَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ. قَالَ: «اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ»

খ. আবূ উমাইয়্যা আল মাখযুমি (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.)-এর দরবারে এক চোর আনা হলো। সে জিজ্ঞাসাবাদের এক পর্যায়ে চুরির অপরাধ স্বীকার করলো। কিন্তু তার কাছে চুরিকৃত কোন দ্রব্য পাওয়া গেল না। নবী (স.) তাকে বললেন, তোমার ভাইয়ের মাল তুমি চুরি করেছ ? সে বললো হ্যাঁ। নবী (স.) তার কথা এভাবে দুই কিংবা তিন বার পুনরাবৃত্তি করলেন। অতঃপর তাঁর নির্দেশে লোকটির হাত কাটা হলো। এরপর তাকে নবী (স.) এর নিকট নিয়ে আসা হলো। তিনি তাকে বললেন : তুমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও এবং তওবা কর। সে বললো, আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তওবা করছি। বর্ণনাকারী বলেন, নবী (স.) অন্তত তিনবার বললেন : হে আল্লাহ! আপনি তার তওবা কবুল করুন।"[২৫]

১৩. মিথ্যা মামলা প্রতিরোধ

সমাজে আত্মসর্বস্ব কিছু মানুষ সর্বদাই নিজের স্বার্থচিন্তায় মগ্ন থাকে। ভোগ ও সুখের অন্ধ মোহে পার্থিব ভোগবস্তু সংগ্রহ ও সঞ্চয়ে সে প্রবৃত্ত হয়। সে যত পায়, আরো পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তার বেড়ে যায় । ব্যক্তি মানুষটাকে ঘিরে জমতে থাকে সংগৃহীত বস্তুর পাহাড়। তাতেও তার তৃষ্ণা মিটে না। তার চোখ পড়ে অন্যের ধন-সম্পদ, মান-মর্যাদা, সুনাম-সুখ্যাতির ওপর। সে তা ছিনিয়ে নিতে চায়। সে আশ্রয় নেয় মিথ্যা মামলার। মিথ্যা সাক্ষী ও মিথ্যা দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করে জোরপূর্বক, ছলে-বলে, কলা-কৌশলে তা ছিনিয়ে নেয়। এমনকি অনেক সময় আপনজনকে হত্যা করেও স্বীয় স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য অন্যের নামে মিথ্যা মামলা ঠুকে দেয়। উদ্দেশ্য প্রতিপক্ষ থেকে স্বার্থ হাসিল করা। মিথ্যা মামলা এমন একটি মামলা যে মামলায় বিবাদী সম্পূর্ণ নির্দোষ। কিন্তু বাদী তার স্বার্থ হাসিলের

---

২৪. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আল-হুদুদ, অনুচ্ছেদ : লা য়ুরজামুল মাজনূনু ওয়াল মাজনূনাতু, (দারু তাওকিন নাজাহ, ১৪২২ হি.), খ. ৮, পৃ. ১৬৫, হাদিস নং-৬৮১৫

২৫. আবূ আব্দুর রহমান আহমাদ ইব্‌ন শু'আইব আন-নাসায়ী, *সুনানুন নাসায়ী*, অধ্যায় : কাতউস সারিক, অনুচ্ছেদ : তালকীনুস সারিক, (হালব : মাকতাবুল মাতলু'আতি আল-ইসলামি, ১৯৮৬ইং/ ১৪০৬ হি.), খ. ৮,পৃ. ৬৭, হাদিস নং-৪৮৭৭

জন্য বিবাদীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন মিথ্যা অভিযোগ উপস্থাপন করে বিবাদীকে দোষী সাব্যস্ত করে। বাদী তাকে বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে থাকে।

এক. মিথ্যা মামলার উদ্দেশ্য

ক. অন্যের সম্পদ বা জমি গ্রাস করার জন্য।

খ. নিজস্ব অন্য কোন স্বার্থ উদ্ধারের জন্য।

গ. শত্রু বা প্রতিপক্ষকে দুর্বল করার জন্য।

গ. নিজের কৃতিত্ব বা ক্ষমতা প্রকাশ করার জন্য।

ঙ. আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যগণ আশানুরূপ ঘুষ না পেলে।

চ. আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের চাপের কারণে।

দুই. মিথ্যা মামলার প্রক্রিয়া

ক. আদালতে মিথ্যা মামলা দায়ের করা।

খ. মিথ্যা সাক্ষী উপস্থাপন করা।

গ. মিথ্যা দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করা।

ঘ. অনেক সময় নিজস্ব আপনজনকে আঘাত বা হত্যা করে বিবাদীর ওপর দোষ চাপানো।

তিন. মিথ্যা মামলার সামাজিক ক্ষতি

ক. মিথ্যা মামলার প্রতিপক্ষ বা বিবাদীকে দোষী বা অপরাধী সাব্যস্ত করা হয়। অথচ সে নির্দোষ।

খ. এতে বিবাদীর মান-সম্মান নষ্ট হয় এবং সে শারীরিক, মানসিক, পারিবারিক, সামাজিক ও আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

গ. বিবাদী যদি গরিব বা দুর্বল হয় তাহলে বিবাদী অর্থ-অভাবে মিথ্যা মামলা মোকাবেলা করতে পারে না। এতে তার সম্পদ হাতছাড়া হয় এবং অনেক সময় নিরপরাধী হয়েও সাজা ভোগ করতে হয় বা জেল-জরিমানা হয়। জেল-জরিমানা হলে তার পরিবার চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ঘ. মিথ্যা মামলার কারণে পরিবারের একমাত্র আয়ের পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পরিবারের সদস্যদের পথে বসার উপক্রম হয়। এতে সন্তানের লেখা-পড়া বন্ধ হয়ে যায়। পিতার অনুপস্থিতিতে সন্তান বখাটে ও সন্ত্রাসী হয়।

মিথ্যা মামলায় আখিরাতের ক্ষতিসমূহ

মিথ্যা মামলার কারণে বিবাদী ও তার পরিবারের যত ধরনের ক্ষয়-ক্ষতির সম্মুখীন হয় (উপরে আলোচিত) তার সকল দায়-দায়িত্ব নিতে হবে বাদীকে। আখিরাতে এ জন্য বাদী চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। দুনিয়াতেও এর পরিণাম ভোগ করতে হবে। নিম্নে এ বিষয় আলোচনা করা হলো।

এক. আখিরাতে মিথ্যা মামলার মাধ্যমে অন্যকে কষ্ট দেয়ার শাস্তি

আল্লাহ তা'আলা বলেন : **وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا**

"আর যারা মু'মিন নর-নারীদেরকে কষ্ট দেয়, এমন কোন কাজের জন্য, যা তারা করেনি, তবে তারা মিথ্যা অপবাদ ও স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করবে।"[২৬]

দুই. আখিরাতে নিঃস্ব হওয়া ও পাপের বোঝা বহন

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –ﷺ– قَالَ « أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ ». قَالُوا الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ. فَقَالَ « إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِى يَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِى قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِى النَّارِ ».

---

২৬. আল-কুরআন, *সূরা আহযাব* ৩৩ : ৫৮

ক. আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (স.) একদিন সাহাবাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জান, দরিদ্র কে? উত্তরে সাহাবাগণ বললেন, যার কোন টাকা পয়সা এবং ধন সম্পদ নেই; আমরা তো তাকেই দরিদ্র মনে করি। প্রতিউত্তরে রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন : "আমার উম্মতের মধ্যে প্রকৃত দরিদ্র সেই ব্যক্তি, যে কিয়ামতের দিন নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত ইত্যাদি নিয়েই উপস্থিত হবে। অথচ সে এ অবস্থায় আসবে যে, সে কাউকে গালি দিয়েছিল, কাউকে অপবাদ দিয়েছিল, কারো সম্পদ আত্মসাৎ করেছিল, কারো রক্ত ঝরিয়েছিল কিংবা কাউকে অন্যায়ভাবে প্রহার করেছিল। এরপর সে ব্যক্তিকে তার নেকীসমূহ থেকে দেয়া হবে, অমুককে তার নেকীসমূহ থেকে দেয়া হবে । যদি হক পুরোপুরি আদায় হওয়ার পূর্বেই তার নেকি শেষ হয়ে যায়, তাহলে পাওনাদারদের গুনাহ তার মাথায় চাপিয়ে দেয়া হবে। অবশেষে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।"[২৭]

عن أبي هريرة ﷺ قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه

খ. আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "যে কোন মানুষের উপর অন্য ভাইয়ের মান-সম্মান সম্পর্কিত অথবা অন্য কোন বিষয় সম্পর্কিত যদি কোন পাওনা থাকে তবে তা আজই মাফ করিয়ে নেয়, সেদিন আসার পূর্বেই যে দিন কোন দিনার-দিরহাম (টাকা-পয়সা) থাকবে না। (অন্যথায়) তার কোন নেক আমল থাকলে কিয়ামতের দিন জুলুম পরিমাণ নেক আমল তার থেকে নিয়ে অত্যাচারিত ব্যক্তিকে দিয়ে দেয়া হবে। আর যদি তার নেক কোন কর্ম না থাকে তাহলে অত্যাচারিত ব্যক্তির সমপরিমাণ গুনাহ তার মাথায় চাপানো হবে।"[২৮]

তিন. জাহান্নামে দহন যন্ত্রণা শাস্তি

আল্লাহ তা'আলা বলেন : إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ

"নিশ্চয়ই যারা মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে কষ্ট দেয়, এরপর তওবা না করে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আজাব এবং আরো রয়েছে তাদের জন্য দহন যন্ত্রণা।"[২৯]

চার. আল্লাহর অসন্তুষ্টি এবং জাহান্নামের পুঁজ ও রক্তের মধ্যে অবস্থান

عَنْ يَحْيَى بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ: جَلَسْنَا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَخَرَجَ إِلَيْنَا فَجَلَسَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ، فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ، وَمَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ، لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ عَنْهُ، وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسْكَنَهُ اللَّهُ رَدْغَةَ الْخَبَالِ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ»،

ইহইয়া ইব্‌ন রাশিদ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা.)-এর অপেক্ষায় বসে ছিলাম। তিনি বেরিয়ে এসে আমাদের নিকট বসলেন এবং বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি : "যার সুপারিশ আল্লাহর নির্ধারিত কোন হাদ্দ বাস্তবায়িত করার পথে বাধা সৃষ্টি করে, সে আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, যে ব্যক্তি অন্যায়ের ওপর আছে জেনেও ঝগড়া করে (মিথ্যা মামলা দেয়), সে যতক্ষণ পর্যন্ত এই ঝগড়া (মিথ্যা মামলা) না ছাড়ে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর অসন্তুষ্টির মধ্যে থাকে। যে ব্যক্তি কোন ইমানদারের এমন দোষ বলে

---

২৭. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আল-বিররু ওয়াছ ছিলাতু ওয়াল আদাবু, অনুচ্ছেদ : তাহরীমিজ জুলম, (বৈরুত : দারুল জাবাল), খ. ৮, পৃ. ১৮, হাদিস নং-৬৭৪৪

২৮. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আল-মাজালিম,অনুচ্ছেদ : মান কানাত লাহু মাজলামাতুন ইনদার রাজুলি ফাহাল্লালাহা লাহু হাল ইউবায়্যিনু মাজলামাতাহু, (বৈরুত : দারু ইবনি কাছীর, ১৯৮৭ইং/১৪০৭হি.), খ. ২, পৃ. ৮৬৫, হাদিস নং-২৩১৭

২৯. আল-কুরআন, *সূরা বুরুজ* ৮৫ : ১০

বেড়ায় যা তার মধ্যে নেই, আল্লাহ তাকে জাহান্নামিদের আবর্জনার (পুঁজ ও রক্তের) মধ্যে আবদ্ধ থাকবে। অবশেষে সে নিজকে অপবাদের শাস্তি পেয়ে গুনাহ হতে পবিত্র হবে।"[৩০]

পাঁচ. জাহান্নামের পুলের উপর বন্দি করে রাখা

عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " مَنْ حَمَى مُؤْمِنًا مِنْ مُنَافِقٍ، أُرَاهُ قَالَ: بَعَثَ اللَّهُ مَلَكًا يَحْمِي لَحْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ، وَمَنْ رَمَى مُسْلِمًا بِشَيْءٍ يُرِيدُ شَيْنَهُ بِهِ، حَبَسَهُ اللَّهُ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ

মুযায ইব্‌ন আনাস (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে কোন মুনাফিকের অনিষ্টতা থেকে রক্ষা করবে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার জন্য এমন একজন ফেরেশতা পাঠাবেন, যে, তার গোস্তকে (শরীরকে) জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবে। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে এমন বিষয়ে অপবাদ দেয় যার দ্বারা সে তাকে কলঙ্কিত করতে চায়, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকে জাহান্নামের পুলের উপর বন্দি করে রাখবেন, যে পর্যন্ত না সে (শাস্তি ভোগ করে) অপবাদ আরোপের গুনাহ হতে পবিত্র হবে।"[৩১]

ছয়. মিথ্যা মামলায় অর্জিত সম্পদের জন্য শাস্তি

عن ابن شهاب، قال: أخبرني عروة بن الزبير، أن زينب بنت أم سلمة، أخبرته أن أمها أم سلمة ﵂، زوج النبي ﷺ أخبرتها، عن رسول الله ﷺ: أنه سمع خصومة بباب حجرته، فخرج إليهم فقال: «إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صدق، فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو فليتركها»

ক. নবী (স.)-এর স্ত্রী উম্মে সালমা (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদিন নবী (স.) তাঁর ঘরের নিকট ঝগড়ার শব্দ শুনতে পেয়ে তাদের নিকট বের হয়ে আসলেন। তিনি বলেন, নিশ্চয়ই আমিও একজন মানুষ। অথচ তোমরা আমার নিকট বিবাদ মীমাংসার জন্য উপস্থিত থাক। হয়ত তোমাদের এক পক্ষ তার যুক্তি-প্রমাণ পেশ করার ক্ষেত্রে অপর পক্ষ অপেক্ষা অত্যন্ত বাকপটু হয়ে থাকবে। সুতরাং আমি তার পক্ষে রায় দিতে পারি এই মনে করে সে সত্য বলেছে, সাবধান! তোমাদের কেউ যেন এরূপ না করে। এরূপ করলে সে যেন আগুনের টুকরো নিয়ে গেল। এখন সে তা গ্রহণ করুক বা ত্যাগ করুক।"[৩২]

عَنْ أَبِى أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ « مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ». فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ ».

খ. আবূ উমামা (রা.) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন : "যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথের মাধ্যমে কোন মুসলমানের অধিকার ছিনিয়ে নিবে, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব করে দিবেন এবং জান্নাত তার জন্য হারাম করে দিবেন। এক ব্যক্তি বলল : হে আল্লাহর রাসূল! যদি সামান্য কোন বস্তু হয়? তিনি বললেন : আরক[৩৩] গাছের একটি কর্তিত ডালও যদি হয়।"[৩৪]

سعيد بن زيد ﵁ قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول (من ظلم من الأرض شيئا طوقه من سبع أرضين

---

৩০. আবূ দাউদ সুলাইমান ইব্‌ন আশ'আছ আস-সিজিস্তানী, *সুনানু আবী দাউদ*, অধ্যায় : আল-আকদিয়্যাহ, অনুচ্ছেদ : ফী মান য়ুয়ীনু আলা খুছুমাতিন মিন গাইরি আইয়ুয়লামা আমরাহা, (বৈরুত : মাকতাবুল আসরিয়্যাহ), খ. ৩,পৃ. ৩০৫, হাদিস নং-৩৫৯৭

৩১. আবূ দাউদ সুলাইমান ইব্‌ন আশ'আছ আস-সিজিস্তানী, *সুনানু আবী দাউদ*, অধ্যায় : আল-আদাব, অনুচ্ছেদ : মান রাদ্দা আন মুসলিমিন গীবাতান, প্রাগুক্ত, খ. ৪,পৃ. ২৭০, হাদিস নং-৪৮৮৩

৩২. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : কিতাবুল মাযালিম,অনুচ্ছেদ : ইছমু মান খা-সামা ফী বাতিলিন ওয়াহুয়া ইয়ায়লামুহু, (দারু তাওকিন নাজাহ, ১৪২২ হি.), খ. ৩, পৃ. ৩০৫, হাদিস নং-২৪৫৮

৩৩. আরক হলো বাবলা গাছের মতো এক ধরনের কাঁটাযুক্ত গাছ।

৩৪. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী,*সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আল-ঈমান, অনুচ্ছেদ : ওয়ায়ীদু মান কত্বায়া হাক্কা মুসলিমিন বিইয়ামীনিন ফাজিরাতিন বিন্নার, (বৈরুত : দারুল জাবাল), খ. ১, পৃ. ৮৫, হাদিস নং-৩৭০

গ. সাঈদ ইব্‌ন যায়েদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি : "যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে সামান্য পরিমাণ জমি কেড়ে নিবে কিয়ামতের দিন সাত তবক জমিন তার গলায় বেড়ি বানিয়ে দেওয়া হবে।"[৩৫]

عن سالم عن أبيه ﷺ قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم (من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين

ঘ. সালিম (র.) তার পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নবী (স.) বলেছেন : "যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে সামান্য পরিমাণ জমিও কেড়ে নিবে, কিয়ামতের দিন তাকে সাত তবক জমিনের নিচ পর্যন্ত ধসিয়ে দেয়া হবে।"[৩৬]

১৪. মিথ্যা সাক্ষী প্রতিরোধ

বর্তমান বিশ্বের মামলা মোকদ্দমায় সাক্ষী খুব বেশি শর্তের অধীন নয়। এজন্যই যে কেউ তার দাবির পক্ষে মিথ্যা সাক্ষী সহজেই উপস্থাপন করতে পারে। মিথ্যা সাক্ষীর ভিত্তিতে সারা বিশ্বের দেশে দেশে অসংখ্য মামলার সূত্রপাত হচ্ছে। পারস্পরিক শত্রুতার ফলে উদ্ভূত মিথ্যা মামলাগুলো সমাজে অশান্তি ও সংঘাত সৃষ্টি করছে। মিথ্যা মামলাগুলো সম্পূর্ণ মিথ্যা সাক্ষীর ওপর নির্ভরশীল। এ ছাড়া সমাজে যেসব হত্যা ও হানাহানির ঘটনা ঘটে তার অধিকাংশের পেছনে মিথ্যা সাক্ষীর ভূমিকা রয়েছে। এতে মামলায় জটিলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিচারক ন্যায়বিচার করতে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। অনেক সময় মিথ্যা সাক্ষীর জোরে একপক্ষ মামলায় জয়লাভ করে। এতে অপরপক্ষ চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

মিথ্যা সাক্ষী জোগাড় করা বর্তমান যুগে অত্যন্ত সহজ ব্যাপার। অনেক সময় অর্থ সম্পদের মাধ্যমে, অনেক সময় প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণে বা ভীতি প্রদর্শন করে মিথ্যা সাক্ষী দিতে বাধ্য করা হয়। যে ব্যক্তি মিথ্যা সাক্ষী দেয় সে এটাকে তেমন কোন গুরুতর পাপ বা আপত্তিও মনে করে না। অথচ মিথ্যা সাক্ষী বহু অপরাধের জন্মদাতা।

এক. মিথ্যা সাক্ষীর সামাজিক ক্ষতি

১. মিথ্যা সাক্ষীর কারণে মানুষ ন্যায়বিচার হতে বঞ্চিত হয়।
২. মিথ্যা সাক্ষীর কারণে নিরপরাধী হয়েও মানুষ অপরাধী সাব্যস্ত হয়।
৩. মিথ্যা সাক্ষীর কারণে নিরপরাধী ব্যক্তি শারীরিক, মানসিক, পারিবারিক, সামাজিক ও আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
৪. মিথ্যা সাক্ষীর কারণে নিরপরাধী ব্যক্তির জেল-জরিমানা হতে পারে। এমনকি মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে।
৫. মিথ্যা সাক্ষীর কারণে সম্পদের আসল মালিক তার সম্পদের মালিকানা হারায় এবং যে সম্পদের প্রকৃত মালিক নয় সে সম্পদের মালিকানা লাভ করে।
৬. মিথ্যা সাক্ষীর কারণে গুরুতর অপরাধী এমনকি হত্যা মামলার আসামিও বেকসুর খালাস পেয়ে যায়। তারাই মহা আনন্দে সমাজে আরো গুরুতর অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। সমাজে অপরাধীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

দুই. মিথ্যা সাক্ষী প্রতিরোধে আখিরাতে বিশ্বাস

একটি মাত্র মিথ্যা সাক্ষীর কারণে সমাজে অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়। এই ক্ষতির দায়-দায়িত্ব আখিরাতে মিথ্যা সাক্ষীদাতাকে দিতে হবে।

---

৩৫. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আল-মাজালিমি, অনুচ্ছেদ : ইছমু মান জালামা সাইয়ান মিনাল আরদ, (বৈরুত : দারু ইবনি কাছীর, ১৯৮৭ইং/১৪০৭হি.), খ. ২, পৃ. ৮৬৬, হাদিস নং-২৩২০

৩৬. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আল-মাজালিমি, অনুচ্ছেদ : ইছমু মান জালামা সাইয়ান মিনাল আরদ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮৬৬, হাদিস নং-২৩২২

ক. মিথ্যা সাক্ষ্য না দেয়া মু'মিনের অন্যতম গুণ

একজন মু'মিন কখনও মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে পারবে না। কারণ মু'মিন আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী। মু'মিনদের অপরিহার্য গুণাবলি উল্লেখ করে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন : وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا
"আর যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং অনর্থক কর্মকাণ্ডের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলে সম্মানে পাশ কেটে চলে যায়।"[৩৭]

খ. মিথ্যা সাক্ষীর সাথে শিরকের তুলনা

عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَامَ قَائِمًا، فَقَالَ: «عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالْإِشْرَاكِ بِاللَّهِ» ثَلَاثَ مِرَارٍ، ثُمَّ قَرَأَ {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ}

খুরাইম ইব্‌ন ফাতিক (রা.) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) ফজরের সালাত আদায় করলেন। সালাত শেষে তিনি দাঁড়িয়ে তিনবার বললেন : "মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া আল্লাহর সাথে শিরক করার সমতুল্য।"[৩৮]

অতঃপর তিনি কুরআনের আয়াত পাঠ করলেন : فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِحُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ
"অতএব তোমরা মূর্তিসমূহের অপবিত্রতা হতে দূরে থাকো, মিথ্যা কথা পরিহার কর, একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর বান্দা হয়ে যাও তাঁর সাথে কাউকে শরিক না করে।"[৩৯]

উক্ত হাদিসে মিথ্যা কথা বলা বা মিথ্যা সাক্ষ্যকে শিরকের সাথে তুলনা করা হয়েছে। শিরকের গুনাহ যেমন আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করবেন না। ঠিক তেমনি মিথ্যা সাক্ষ্যদানের গুনাহও ক্ষমা করবেন না। মিথ্যা সাক্ষ্য দানের শাস্তি আখিরাতে ভোগ করতে হবে।

চার. মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে অর্জিত সম্পদ

মিথ্যা সাক্ষী দেয়া হারাম ও কবীরা গুনাহ। মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে অর্জিত টাকা বা অর্থ-সম্পদও হারাম। এই হারাম সম্পদের কারণে জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে হবে।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَلا يَكْسِبُ عَبْدٌ مَالَ حَرَامٍ فَيَتَصَدَّقُ مِنْهُ فَيُقْبَلُ مِنْهُ، وَلا يُنْفِقُ مِنْهُ فَيُبَارَكُ لَهُ فِيهِ، وَلا يَتْرُكُهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ إِلا كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَمْحُو السَّيِّئَ بِالسَّيِّئِ، وَلَكِنْ يَمْحُو السَّيِّئَ بِالْحَسَنِ، إِنَّ الْخَبِيثَ لَا يَمْحُو الْخَبِيثَ».

খ. আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাছউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "কোন বান্দা হারাম মাল উপার্জন করে সদকা করলে তা কবুল করা হয় না। তা হতে (নিজের জন্য) খরচ করলে তাতে বরকত হয় না। আর ওই ধনসম্পদ উত্তরাধিকারীদের জন্য রেখে গেলে, তা তার জাহান্নামে যাওয়ার পাথেয় হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মন্দকে মন্দ দ্বারা দূর করেন না বরং ভাল দ্বারা মন্দকে দূর করে দেন। তাই মন্দ কখনই মন্দকে দূর করতে পারে না।"[৪০]

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ، إِنَّهُ لاَ يَرْبُو لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ إِلاَّ كَانَتِ النَّارُ أَوْلَى بِهِ.

---

৩৭. আল-কুরআন, *সূরা ফোরকান* ২৫ : ৭২

৩৮. আবূ দাউদ সুলাইমান ইব্‌নু আশ'আছ আস-সিজিস্তানী, *সুনানু আবী দাউদ*, অধ্যায় : আল-আকদিয়াতি, অনুচ্ছেদ : ফী শাহাদাতিয যুর, (বৈরুত : মাকতাবুল আসরিয়্যাহ), খ. ৩,পৃ. ৩০৫, হাদিস নং-৩৫৯৯

৩৯. আল-কুরআন, *সূরা হজ* ২২ : ৩০

৪০. আবূ মুহাম্মদ আল-হুছাইন ইব্‌ন মাসউদ, *শারহুস সুন্নাহ*, অধ্যায় : আল-বুয়ূ, অনুচ্ছেদ : অল-কাসবু ওয়াল কাসবুল হালালি, (বৈরুত: মাকতাবুল ইসলামি, ১৪০৩হি./১৯৮৩ইং),খ. ৮, পৃ. ১০, হাদিস নং-২০৩০

গ. কাব ইব্‌ন উজরা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) আমাকে বললেন : "হে কাব ইব্‌ন উজরা! হারাম (অবৈধ পন্থায় উপার্জিত সম্পদ) দ্বারা সৃষ্ট ও পরিপুষ্ট গোশত (দেহ)-এর জন্য জাহান্নামের আগুনই উপযুক্ত।"[৪১] সুতরাং জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করতে চাইলে দুর্নীতি থেকে দূরে থাকতে হবে।

১৫. অপরাধীকে যথার্থ ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিধান করা

বিচারের মূল লক্ষ্য হলো প্রকৃত অপরাধীর শাস্তি বিধান করা এবং নিরপরাধীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। অপরাধীকে নির্ধারিত দণ্ড প্রদান করা হবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সমাজে আমরা দেখি অনেক সময় অপরাধীর যথাযথ বিচার হয়না, কোন কোন সময় বিচার প্রক্রিয়ার ত্রুটির কারণে বিনা অপরাধেও দণ্ডপ্রাপ্ত হয় কেউ কেউ, আবার কেউ মানুষ হত্যার মত গুরুতর অপরাধ করেও বেকসুর খালাস পেয়ে যায়। অন্যায়কারী হিসেবে তার প্রাপ্ত শাস্তি দিয়ে তাকে সংশোধনের পথ দেখাতে হবে। কারণ আইনের দৃষ্টিতে অন্যায়কারী দণ্ডযোগ্য বলে বিবেচিত। অপরাধীকে ক্ষমা করা বা দয়া দেখানো, অন্যায়কারীকে আশ্রয় দেয়া অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয়ার নামান্তর। এটা অন্যায়কারী বা অপরাধীকে অন্যায় বা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে পরোক্ষভাবে সাহস জোগায়। এভাবেই সমাজে অপরাধ প্রবণতা কালক্রমে প্রবল হয়ে ওঠে।

ক. অপরাধীকে শাস্তি দেয়া আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসের অংশ

অপরাধীকে আল্লাহ তা'আলার বিধান কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী জনসম্মুখে শাস্তি দিতে হবে, যা দেখে অন্যরা সংশোধন হয়ে যায়। অন্য কেউ অপরাধের পথে পা বাড়াতে সাহস না করে। মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের সংশোধনের জন্য এ বিধান জারি করেছেন। এ বিধান আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসের অংশ। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

"ব্যভিচারী নারী এবং ব্যভিচারী পুরুষ তাদের প্রত্যেককে একশত দোররা মার এবং আল্লাহর বিধান পালনে তাদের উভয়ের প্রতি তোমাদের মনে বিন্দুমাত্র দয়া আসা উচিত নয়। যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি এবং আখিরাতের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। আর মু'মিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।"[৪২]

উক্ত আয়াতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী হলে জিনার শাস্তি বিধান করতে হবে।

খ. অপরাধীকে শাস্তি না দেয়াতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি

عَنْ يَحْيَى بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ: جَلَسْنَا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَخَرَجَ إِلَيْنَا فَجَلَسَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ، فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ، »،

আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শনেছি, "যে ব্যক্তির সুপারিশ আল্লাহ আ'আলার দণ্ডসমূহের মধ্য হতে কোন দণ্ড বাস্তবায়িত করার পথে বাধা সৃষ্টি করে, সে আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।"[৪৩]

১৬. একজনের অপরাধে অন্যজনকে শাস্তি না দেয়া

ইসলামে অপরাধীকে শাস্তি প্রদানের বিধান রয়েছে। নিরপেক্ষভাবে অপরাধীর অপরাধ নির্ণয় করে প্রকৃত অপরাধীর অপরাধ অনুযায়ী শাস্তি দেয়াই বিচারকের কাজ। অপরাধীকে বিচার করে শাস্তি না দিলে সমাজে অপরাধের মাত্রা বেড়ে যাবে। তাই বলে একজনের অপরাধে অন্যকে দোষী সাব্যস্ত করা ইসলামে সম্পূর্ণ নিষেধ। যেমন অপরাধীর পরিবর্তে তার পিতা-মাতা, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ভাই-বোন, অথবা অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধবদের দোষী

---

৪১. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবনু ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত তিরমিযী*, অধ্যায় : আস-সাফার, অনুচ্ছেদ : মা জুকিরা ফী ফাদলিস সালাহ, (বৈরুত : দারুল গুরুব আল-ইসলামি, ১৯৯৮), খ. ১,পৃ. ৭৫৩, হাদিস নং-৬১৪

৪২. আল-কুরআন, *সূরা নূর* ২৪ : ২

৪৩. আবূ দাউদ সুলাইমান ইব্‌ন আশ'আছ আস-সিজিস্তানী, *সুনানু আবী দাউদ*, অধ্যায় : আল-আকদিয়্যাহ, অনুচ্ছেদ : ফী মান য়ুয়ীনু আলা খুছুমাতিন মিন গাইরি আইয়ুয়লামা আমরাহা, (বৈরুত : মাকতাবুল আসরিয়্যাহ), খ. ৩,পৃ. ৩০৫, হাদিস নং-৩৫৯৭

সাব্যস্ত করা, গ্রেফতার করা বা শাস্তি দেয়া যাবে না। আখিরাতে বিশ্বাসী কোন ব্যক্তি এই কাজ করতে পারে না। কারণ অপরাধী তার অপরাধের জন্য দায়ী। অন্য কেউ এর জন্য দায়ী নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

"প্রত্যেকেই নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী আর কেউ কারো বোঝা বহন করবে না। তারপর তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ফিরে যেতে হবে। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে বলে দিবেন, যে বিষয়ে তোমরা মতবিরোধ করতে।"[৪৪]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন : وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى

(কিয়ামতের দিন) কেউ কারো বোঝা বহন করবে না। কেউ যদি তার গুরুতর (অপরাধের) ভার বহন করতে অন্যকে আহ্বান করে, কেউ তা বহন করবে না। যদিও সে নিকটবর্তীয় হয়।"[৪৫]

উক্ত আয়াতগুলো দ্বারা প্রমাণিত হলো প্রত্যেকে স্বীয় কৃতকার্যের জন্য দায়ী; অন্য কেউ নয়। তাই একজনের অপরাধে অন্যকে শাস্তি দিলে আখিরাতে এর জন্য কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

সুপারিশমালা

সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হলে নিম্নলিখিত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে। যথা-

১. আল্লাহর ভয় ও আখিরাতের বিশ্বাসকে মানুষের মনে বদ্ধমূল করা

আল্লাহর ভয় ও আখিরাতের বিশ্বাসকে মানুষের মনে বদ্ধমূল করতে পারলে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হতে পারে।

২. আখিরাতের পুরস্কার ও শাস্তি বিষয়ক কুরআনের আয়াত ও হাদিস

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার আখিরাতের পুরস্কার এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা না করার শাস্তি বিষয়ক কুরআনের আয়াত ও হাদিস বেশি বেশি প্রচার করতে হবে।

৩. যোগ্য, অভিজ্ঞ ও সৎ বিচারক নিয়োগ

যোগ্য, অভিজ্ঞ ও সৎ বিচারক নিয়োগ দিতে হবে।

৪. স্বাধীন বিচার বিভাগ

বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে আলাদা করে সম্পূর্ণ স্বাধীন বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৫. উপযুক্ত শাস্তি দেয়া

বিচার কাজে দুর্নীতি রোধকল্পে সরকারকে কঠোর নীতি অবলম্বন করতে হবে। ন্যায়বিচারে বিঘ্নতাসৃষ্টিকারী যে-ই হোক না কেন তাকে কোন ধরনের অনুকম্পা না দেখিয়ে বিচারের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। অসৎ বিচারককেও কঠিন শাস্তি দিতে হবে।

৬. বিচার স্বল্প সময়ে শেষ করা

বিচার স্বল্প সময়ে শেষ করার ব্যবস্থা করতে হবে।

৭. বিচারকাজ পর্যবেক্ষক

সরকার বিচারকাজ তদারকি করার জন্য আলাদা পর্যবেক্ষক নিয়োগ করতে হবে।

---

৪৪. আল-কুরআন, *সূরা আনয়াম* ৬ : ১৬৪

৪৫. আল-কুরআন, *সূরা ফাতির* ৩৫ : ১৮

উপসংহার

আদর্শ সমাজের জন্য ন্যায়বিচার আবশ্যক। ন্যায় বিচারে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, পেশা, লিঙ্গ নির্বিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তিই তার কৃতকর্মের অভিন্ন মানদণ্ডে নিরূপিত হয়। এতে প্রত্যেকেই নিজ নিজ অধিকার ভোগ করার সুযোগ পায় এবং জুলুম-নির্যাতনের অবসান ঘটে। বিচার বিভাগ স্বাধীনভাবে প্রচলিত আইন অনুযায়ী অপরাধীকে শাস্তি দেয় এবং নিরপরাধীকে মুক্তি ও ক্ষতিপূরণ দেয়। এভাবে সকলের অধিকার নিশ্চিত হয়। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আখিরাতে জান্নাত লাভ সহজ হয়। পক্ষান্তরে ন্যায়বিচার না করলে সমাজে যেমন বিপর্যয় ঘটবে ঠিক তেমনি আখিরাতে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য জোর তাগিদ দেয়। সুতরাং আখিরাতে কঠিন শাস্তি থেকে বাঁচতে হলে আমাদের সবাইকে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসতে হবে। তাহলেই সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
নারী নির্যাতন

বর্তমান বিশ্বের সর্বত্র নারী নির্যাতন খুব উচ্চ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিশু থেকে শুরু করে সব বয়সের নারীরাই এ নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। ঘরে-বাইরে, শিক্ষাঙ্গনে ও কর্মস্থলে কোথাও নারীর জীবন নিরাপদ নয়। সমাজে নারী উত্ত্যক্তকরণ, অপহরণ, গুম, হত্যা, আত্মহত্যা, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন দিন দিন বেড়েই চলেছে। নারীর জীবনের নিরাপত্তাহীনতার পাশাপাশি নারীর জীবন ও মান-সম্মান সর্বত্র হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। প্রতারণার ফাঁদে ফেলে পর্নোগ্রাফি করে, অবৈধ যৌন সম্পর্ক ভিডিও করে ইন্টারনেটে ও বাজারে ছেড়ে তথ্য প্রযুক্তির অপব্যবহার করা হচ্ছে। এ দুঃখ সইতে না পেরে অনেক নারী আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে। নারীরা বিশ্বের সর্বত্র তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে চরমভাবে বঞ্চিত হচ্ছে। এমনকি তারা আইনগত অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। নির্যাতনের শিকার নারীদেরকে অপরাধী সাব্যস্ত করার অপপ্রয়াস চালানো হচ্ছে। নারী নির্যাতনের অপরাধের সাথে জড়িত অপরাধীরা পারিবারিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিকভাবে আশ্রয় ও প্রশ্রয় পাচ্ছে। মাতৃজাতির প্রতি এই অবজ্ঞা সামাজিক শান্তিকে বিঘ্নিত করছে। নারী নির্যাতন বন্ধ করার জন্য দেশে দেশে নিত্য নতুন আইন করা হচ্ছে, কিন্তু নারী নির্যাতন বন্ধ হচ্ছে না। শুধুমাত্র আইন করে নারী নির্যাতন বন্ধ করা সম্ভব নয়। একমাত্র আখিরাতে বিশ্বাসই নারী নির্যাতন বন্ধ করতে পারে। আখিরাতে বিশ্বাস মানুষের মনে নারীর প্রতি ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি করে। আখিরাতের শাস্তির ভয় মানুষকে নারী নির্যাতন থেকে বিরত রাখে। সুতরাং আখিরাতে বিশ্বাস মানুষের মনে বদ্ধমূল করে নারী নির্যাতন বন্ধ করা সম্ভব। নিম্নে নারী নির্যাতনের পরিচয়, নারী নির্যাতনের প্রভাব ও ক্ষতিসমূহ এবং নারী নির্যাতন প্রতিরোধে আখিরাতে বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

নারী নির্যাতনের পরিচয়

ক. নির্যাতন অর্থ পীড়ন; উৎপীড়ন, নিগ্রহ; অত্যাচার; প্রহার; প্রতিহিংসা।[১]

খ. প্যাসিফিক এশিয়ান উইম্যানিস ফোরামে নারী নির্যাতন বিষয়ক আলোচনায় নিপীড়ন বা ভায়োলেন্সের সংজ্ঞা দিয়েছে এভাবে, “কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ওপর যখন অন্য ব্যক্তি বা গোষ্ঠী হুমকি বা বল প্রয়োগ করে তাকেই নির্যাতন বুঝায়।”[২]

গ. ২০০২ সালে ঢাকায় আয়োজিত “Sub-Regional Expert Group Meeting on Eliminating Violenec Againnst Women” শীর্ষক নেপালের সেন্টর ফর উইম্যান এন্ড কমিউনিটি ডেভেলপমেন্টের কান্ট্রি রিপোর্টে নারী নির্যাতন সম্পর্কে বলা হয়, “নারী নির্যাতন শুধু কোন ব্যক্তির ওপর আক্রমণাত্মক বিশেষ কিছু নয় বরং নারীর বিরুদ্ধে মানসিক অথবা শারীরিক অথবা স্বাধীনভাবে চলাচলের ওপর নিয়ন্ত্রণ।” এতে আরো বলা হয় ব্যক্তিগত

---

১. ড. মুহাম্মদ এনামুল হক, *বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯২), পৃ. ৬৯৫

২. ড. মো. নূরুল ইসলাম, *বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা*, (ঢাক : তাসমিয়া পাবলিকেশন্স ২০০৪খ্রি.), পৃ. ২৮৪

ও সামাজিক জীবনে নারীরা যখন অন্যের দ্বারা জোরপূর্বক লাঞ্ছনার সম্মুখীন হয় এবং শারীরিক, যৌন ও মানসিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়, সে পরিস্থিতিকে নারী নির্যাতন বলে।[৩]
নারী নির্যাতন এমন একটি লিঙ্গীয় অপরাধমূলক কাজ যার ফলে নারীর লিঙ্গীয় অথবা মানসিক ক্ষতি হয় অথবা ক্ষতির আশঙ্কা থাকে। তাছাড়া এ ধরনের দুষ্কর্ম ঘটানোর হুমকি দেয়া; নানা রকম জোর-জবরদস্তি করা, চলাচলে বিঘ্ন ঘটানো নির্যাতনের সংজ্ঞায় পড়ে। এ অপরাধমূলক কর্ম যেখানেই সম্পন্ন হোক না কেন (যেমন গৃহাভ্যন্তরে বা প্রকাশ্য রাজপথে) তা নারী নির্যাতন হিসেবেই গণ্য হবে। এ সংজ্ঞানুযায়ী শারীরিক, মানসিক, লিঙ্গীয় নির্যাতন (যেমন যৌতুক অনাদায়ে নির্যাতন, ধর্ষণ, নারী পাচার ও লিঙ্গীয় শোষণ, স্ত্রীকে মারধর করা, নারী ও কন্যা শিশু ধর্ষণ ও শারীরিক অত্যাচার, যৌন হয়রানি করা ও পতিতা বৃত্তিতে নিয়োজিত করা) ইত্যাদি অপরাধমূলক কাজ হিসেবে চিহ্নিত হবে।
সাধারণভাবে নারী নির্যাতন বলতে পুরুষ কর্তৃক নারীদেরকে কোন না কোন প্রকার কষ্ট দেয়াকে বুঝায়, ব্যাপক অর্থে নারী নির্যাতন বলতে নারীদের ওপর দৈহিক, মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক যে কোন ধরনের নিপীড়ন ও নির্যাতনকে বোঝায়, নারীর যে কোন অধিকার খর্ব বা হরণ করা এবং কোন নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন বিষয় চাপিয়ে দেয়া বা কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ইচ্ছানুসারে কাজ করতে বাধ্য করাও নারী নির্যাতনের অন্তর্গত।

নারী নির্যাতনের প্রভাব ও ক্ষতিসমূহ

নারী নির্যাতন সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা, উন্নতি-অগ্রগতির পরিপন্থী। এর প্রভাব ও ক্ষতিসমূহ সমাজের জন্য অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। তাই নারী নির্যাতন প্রতিরোধ করার জন্য বিশ্বব্যাপী প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। নিম্নে নারী নির্যাতনের প্রভাব ও ক্ষতিসমূহ আলোচনা করা হলো।

নারী নির্যাতনের পারিবারিক বিরূপ প্রভাব ও ক্ষতিসমূহ

নারী নির্যাতন দেশ ও জাতির জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। নিম্নে নারী নির্যাতনের পারিবারিক বিরূপ প্রভাব ও ক্ষতিসমূহ বর্ণনা করা হলো।

১. দাম্পত্য জীবনে মানসিক অশান্তি

স্ত্রীর ওপর স্বামী নির্যাতন করলে, স্ত্রীও স্বামীর সাথে দুর্ব্যবহার করবে। ফলে উভয়ই দাম্পত্য জীবনে মানসিক অশান্তিতে ভোগে।

২. শারীরিক ক্ষতি

স্বামীর নির্যাতনে অনেক সময় স্ত্রীর শারীরিক ক্ষতি হয়। যেমন শরীরের কোন স্থানে আঘাত প্রাপ্ত হওয়া, হাত-পা ভেঙ্গে যাওয়া ইত্যাদি। স্বামীর নির্যাতনে স্ত্রী মানসিক কষ্টে ভোগে। এই কষ্টে স্ত্রী শরীরের যত্ন না নেওয়া, খাদ্যে অরুচি, রাতে ঘুম না হওয়া ইত্যাদি কারণেও স্ত্রীর শারীরিক ক্ষতি হয়।

৩. সন্তানের মানসিক বিকাশের প্রতিবন্ধক

পিতা-মাতার ঝগড়া সন্তানের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। তাদের মানসিক বিকাশ ঠিকমত হয় না। তারা তাদের প্রতিভা কাজে লাগাতে পারে না। তারা ও সবসময় মানসিক কষ্টে ভোগে।

---

৩. Jyoti Talkukdhar, *Violence Against Women in Nepal,* Country Report CWCD, Nepal, 1997. P-1.

৪. সন্তানের লেখাপড়ায় বিঘ্ন ঘটা

যে পরিবারে স্বামী-স্ত্রী ঝগড়া করে, সে পরিবারের ছেলে-মেয়েরা গভীর মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করতে পারে না। পিতা-মাতাও তাদের সন্তানের ব্যাপারে চরম উদাসীন থাকে। সুতরাং দাম্পত্য কলহ সন্তানের লেখাপড়ায় বিঘ্ন ঘটায়।

৫. পারিবারিক বিশৃঙ্খলা

যে পরিবারে দাম্পত্য কলহ থাকে, সে পরিবারে স্ত্রী স্বামীর কথা মানতে চায় না, ছেলে-মেয়েরাও পিতা-মাতার কথা ও আদেশ-নিষেধ মানতে চায় না। ফলে পরিবারে বিশৃঙ্খলা বিরাজ করে।

৬. বিবাহ-বিচ্ছেদ

স্বামী স্ত্রীর ওপর নির্যাতন করলে দাম্পত্য কলহ সৃষ্টি হয়। ফলে স্ত্রী স্বামীর সাথে দুর্ব্যবহার করে। স্বামী স্ত্রীর দুর্ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে স্ত্রীকে তালাক দিয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটায়। আবার অনেক সময় স্ত্রীও স্বামীর নির্যাতন সইতে না পেরে স্বামীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে।

৭. সন্তান হত্যা ও আত্মহত্যা

অনেক স্ত্রী স্বামীর নির্যাতন সইতে না পেরে নিজের সন্তান হত্যা করে, নিজেও আত্মহত্যা করে।

৮. পারিবারের সদস্যদের মান-সম্মান নষ্ট

স্বামী স্ত্রীর ওপর নির্যাতন করলে সমাজে তাদের মান-সম্মান নষ্ট হয়। এ পরিবারের স্বামী-স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে এমনকি শ্বশুর-শাশুড়িকে পর্যন্ত সমাজে লজ্জিত হতে হয়।

৯. নারী নির্যাতন অব্যাহত

যে পরিবারে স্বামী স্ত্রীর ওপর নির্যাতন চালায়, সে পরিবারের ছেলেরাও তাদের স্ত্রীদের ওপর নির্যাতন চালায়। এভাবে নারী নির্যাতন অব্যাহত থাকে।

১০. সামাজিক অবদান

যে পরিবারে নারীরা পুরুষ কর্তৃক নির্যাতিত হয়, সে পরিবার সমাজের কল্যাণমূলক কাজে যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারে না।

১১. পরিবারের অর্থনৈতিক উন্নতি-অগ্রগতির প্রতিবন্ধক

যে পরিবারে নারী নির্যাতিত হয়, সে পরিবার অর্থনৈতিকভাবে উন্নতি করতে পারে না।

১২. মাদকাসক্তি

যে পরিবারে নারী নির্যাতিত হয়, সে পরিবারে দাম্পত্য কলহ থাকে। দাম্পত্য কলহের অশান্তিতে অতিষ্ঠ হয়ে অনেক স্বামী মাদকে আসক্ত হয়ে পড়ে।

১৩. আত্মহত্যা

পারিবারিক অশান্তি, স্বামী কর্তৃক স্ত্রী নির্যাতন, যৌতুক প্রথা প্রভৃতি কারণে অধিকাংশ নারী আত্মহত্যা করে।

নারী নির্যাতনের সামাজিক প্রভাব ও ক্ষতিসমূহ

সমাজে পুরুষ ও নারী সমান ভাবেই বাস করে। সমাজে যদি নারীরা নির্যাতিতা হয়, তাহলে সমাজে তাদের বসবাস করা দুর্বিষহ হয়ে পড়ে। নিম্নে সমাজে নারী নির্যাতনের সামাজিক প্রভাব ও ক্ষতিসমূহ আলোচনা করা হলো।

১. ভয় ও আতঙ্ক সৃষ্টি

সমাজে যদি নারীরা নির্যাতিত হয়, তাহলে নারীদের মনে সবসময় ভয় ও আতঙ্ক বিরাজ করে।

২. নিরাপত্তাহীনতা

সমাজে নারী নির্যাতন বেড়ে গেলে নারী ও তার পরিবারের লোকজন সবসময় নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে।

৩. দৈহিক ক্ষতি

ছুরি, চাকু, ক্ষুর বা চাপাতির আঘাত অথবা অন্য কোন আঘাতে নারী দৈহিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অনেক সময় এ ধরনের আঘাতে নারীর জীবন বিপন্ন হয়। বিশেষ করে এসিড নিক্ষেপের ফলে নারীর চেহারা বীভৎস আকার ধারণ করে। যা দেখলেও ভীতির সঞ্চার হয়। এ ধরনের মেয়ের পক্ষে বিয়ে বসা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফলে সারাজীবন দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়।

৪. আত্মহত্যা বৃদ্ধি

উত্ত্যক্তকরণ, ইভটিজিং ও নারী নির্যাতনের যন্ত্রণা ও অপমান সইতে না পেরে অনেক নারী আত্মহত্যা করে।

৫. যৌন অনাচার বৃদ্ধি ও নৈতিক অবক্ষয়

নারী নির্যাতনে বিবাহ বিচ্ছেদ, নারী অপহরণ ও বিদেশে পাচার, জোরপূর্বক ধর্ষণ, ব্যভিচার, পতিতাবৃত্তিতে নিয়োগ ইত্যাদি সমাজে যৌন অনাচার বৃদ্ধি করে। ফলে সমাজের মানুষের নৈতিক অবক্ষয় ঘটে।

নারী নির্যাতন প্রতিরোধে আখিরাতে বিশ্বাস

নারী নির্যাতন প্রতিরোধে আখিরাতে বিশ্বাস সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো।

১. শারীরিক নির্যাতন প্রতিরোধ

পুরুষ কর্তৃক নারীকে শারীরিক নির্যাতন করা হয়। যেমন-স্বামী, পিতা, ভাই, শ্বশুর অথবা অন্য কেউ কর্তৃক নারী শারীরিকভাবে নির্যাতিত হয়। আবার অনেক সময় নারী যেমন-মা, সৎমা, বোন, শাশুড়ি, পুত্রবধূ, সতিন, গৃহকর্ত্রী কর্তৃক নারী নির্যাতিত হয়। তবে নারী গৃহের অভ্যন্তরে নিরাপত্তার আশ্রয়ে পরিবারের সদস্য দ্বারা সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত হয়। যার খবর প্রায়ই অজানা থেকে যায়। পৃথিবীতে নারী সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত হয় নিজের স্বামী দ্বারা। ইউনিসেফ দুর্দশাগ্রস্ত ছেলেমেয়েদের ওপর পরিচালিত এক সমীক্ষায় বলেছে যে, ইউরোপ ও আমেরিকার দেশগুলোতে স্ত্রীকে পিটানোর হার আমাদের মত দেশগুলোর তুলনায় ৮৮ শতাংশ বেশি।[৪]

অনেক নিষ্ঠুর স্বামী স্ত্রীকে নানা কারণে সীমাহীন মারপিট করে থাকে। যা কল্পনা করলেও শরীর শিউরে উঠে। স্ত্রীর ওপর এ ধরনের শারীরিক নির্যাতন চালানো নারীর আত্মমর্যাদার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। পারিবারিক ছোটোখাটো বিষয় নিয়ে বা সামান্য ভুলের কারণে, কোন কাজ সময় মত করতে না পারার কারণে, পুত্র সন্তান জন্ম দিতে ব্যর্থতা বা যৌতুক না পাওয়ার কারণে নারী শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়। এরূপ শারীরিক নির্যাতনে গুরুতর আহত হয়ে নারীর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে থাকে। অথচ এ সমস্ত কারণে নারী নির্যাতনের সুযোগ ইসলামে নেই।

---

৪. মুহাম্মদ নুরুল আমিন, নারীর ক্ষমতায়নের পাশ্চাত্য প্রেসক্রিপশন ধ্বংস ডেকে আনবে, মাসিক পৃথিবী, সম্পাদক এ কে. এম. নাজির আহমদ, (ঢাকা : ইসলামিক সেন্টার, ফেব্রুয়ারি ২০০৭ইং), পৃ. ৪৭

আল্লাহ তা'আলা স্ত্রী ও সন্তানাদির দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করতে এবং দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করতে বলেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"হে ইমানদারগণ! তোমাদের স্ত্রীগণ এবং সন্তানাদির মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের শত্রু। তাই তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকো। আর যদি তোমরা তাদের ক্ষমা করো এবং তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করো ও মাফ করে দাও তবে আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, অতি দয়াবান।"[৫]

মারা বা প্রহার করা

আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ উপেক্ষা করে যারা নারী নির্যাতন করবে তারাই হবে জাহান্নামি।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- « صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاَتٌ مَائِلاَتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا ».

আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "দুই শ্রেণির জাহান্নামি রয়েছে যাদের আমি দেখিনি। এক শ্রেণি হলো, যাদের কাছে গরুর লেজের মত চাবুক রয়েছে যা দিয়ে তারা মানুষ মারে। আর দ্বিতীয় শ্রেণি হলো, যে নারীরা কাপড় পরেও উলঙ্গ। আর তারা নিজেদের অসৎ উদ্দেশ্যকে অন্য লোকদের জানিয়ে দেয় এবং বুক টান করে পথে-ঘাটে হেলেদুলে চলে। তাদের মাথা বুখত উটের কুঁজের মত সুউচ্চ। তারা না জান্নাতে যেতে পারবে আর না জান্নাতের সুঘ্রাণ পাবে। যদিও এর সুঘ্রাণ বহুদূর থেকে পাওয়া যায়।"[৬]

বেত্রাঘাত করা :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ ضَرَبَ ضَرْبًا اقْتُصَّ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» [قال الشيخ الألباني] : صحيح

আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : " যে কাউকে অন্যায়ভাবে বেত্রাঘাত করবে, কিয়ামতের দিন তার প্রতিশোধ নেয়া হবে।"[৭]

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ كُنْتُ أَضْرِبُ غُلاَمًا لِي فَسَمِعْتُ مِنْ خَلْفِى صَوْتًا « اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ لَلَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ ». فَالْتَفَتُّ فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ. فَقَالَ « أَمَا لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَلَفَحَتْكَ النَّارُ أَوْ لَمَسَّتْكَ النَّارُ ».

আবূ মাসউদ আনসারী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : "আমি আমার এক দাসকে বেত্রাঘাত করেছিলাম। এমনি সময়ে পেছন দিক থেকে আওয়াজ শুনতে পেলাম, হে আবূ

---

৫. আল-কুরআন, *সূরা তাগাবুন* ৬৪ : ১৪

৬. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আল-লিবাস ওয়ায যিনাহ, অনুচ্ছেদ : আন-নিসা আল-কাসিয়াতিল'আরিয়াতি আল-মায়িলাতিল মুমিলাত, (বৈরুত : দারুল জাবাল), খ. ৬, পৃ. ১৬৮, হাদিস নং-৫৭০৪

৭. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *আদাবুল মুফরাদাদ*, অধ্যায় : কিছাছু আল-আবদি, (বৈরুত : দারুল বাসায়ির আল-ইসলামি, ১৯৮৯ইং/১৪০৯ হি.), খ. ১, পৃ. ৭৫, হাদিস নং-১৮৫

মাসউদ! জেনে রেখো, তুমি তার উপর যেরূপ শক্তিমান, আল্লাহ তোমার ওপর এর চেয়ে অধিক শক্তিমান। হঠাৎ পিছন দিক তাকিয়ে দেখি তিনি রসূলুল্লাহ (স.)! তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (স.)! আল্লাহর জন্য সে মুক্ত। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন : সাবধান! যদি তুমি তা না করতে তাহলে অবশ্যই (জাহান্নামের) আগুন তোমাকে গ্রাস করতো। কিংবা (রাবীর সন্দেহ) (জাহান্নামের) আগুন তোমাকে অবশ্যই স্পর্শ করতো।"[৮]

২. মানসিক নির্যাতন প্রতিরোধ

নারীদের দুর্বলতার সুযোগে অনেকেই নারীদের ওপর মানসিক নির্যাতন চালায়, নারীদের শুনতে হয় বকাঝকা, কটূক্তি ও কুৎসিত মন্তব্য। সারাবিশ্বে সব দেশেই স্বামী কর্তৃক স্ত্রী মানসিক নির্যাতনের শিকার সবচেয়ে বেশি হয়। সামান্য কারণে স্ত্রীকে বকাঝকা করা, মানসিক কষ্ট দেয়া পুরুষের একটি অঘোষিত অধিকারে পরিণত হয়েছে। ফলে নারী স্বামীর সংসারে অশান্তিতে বসবাস করে।

বাংলাদেশে একটি মেয়ে বিবাহের পর বাবা-মায়ের ঘর ছেড়ে শ্বশুর বাড়ি চলে যায়। তখন সেখানে সে কাউকে চিনে না, নতুন মানুষ, নতুন ঘর, সবকিছুই নতুন। ফেলে আসা সবকিছু ভুলে শ্বশুর বাড়ির সকলের মন জয় করাই তার একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়ায়। শ্বশুর বাড়ির চাহিদা কী সে অনুযায়ী নিজেকে সাজাতে না পারলেই সে মেয়ে খারাপ; সে মেয়ে কাজের না; বকাঝকা, কটূক্তি ও কুৎসিত মন্তব্য করে শাশুড়ি বাড়ির লোকেরা। সাথে যোগ হয় স্বামীর দুর্ব্যবহার। শ্বাশুড়ি ও ননদের সাথে বিবাহিত স্ত্রীর ঝগড়া বাংলাদেশে অহরহ হয়ে থাকে। এতে নারীর জীবন অশান্তিতে ভরে ওঠে। মানসিক নির্যাতন শারীরিক নির্যাতনের চেয়েও কম নয়। এভাবে একজন নারীকে নির্যাতন করা নিষ্ঠুরতার পরিচয় বহন করে। এই মানসিক নির্যাতন বন্ধ করার জন্য রাসূল (স.)-এর একটি হাদিসই যথেষ্ট।

حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى مَوْلَى جَعْدَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فُلَانَةً تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ، وَتَفْعَلُ، وَتَصَّدَّقُ، وَتُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا خَيْرَ فِيهَا، هِيَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ» ، قَالُوا: وَفُلَانَةٌ تُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ، وَتَصَّدَّقُ بِأَثْوَارٍ، وَلَا تُؤْذِي أَحَدًا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هِيَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ»

[قال الشيخ الألباني] : صحيح

আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। একবার রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলা হলো যে, অমুক মহিলা রাত জেগে নামাজ পড়ে এবং প্রতিদিন রোজা রাখে কিন্তু সে তার প্রতিবেশীকে কটূ কথা দ্বারা কষ্ট দেয়। রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন : "তাতে কোন কল্যাণ নেই, সে জাহান্নামে যাবে। পুনরায় সাহাবিগণ বললেন, অমুক নারী ফরজ পড়ে, বস্ত্র দান করে এবং কাউকে কষ্ট দেয় না। রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন : সে জান্নাতি।"[৯]

---

৮. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আল-আয়মান, অনুচ্ছেদ : সুহবাতুল মামালীক, (বৈরুত : দারুল জাবাল), খ. ৫, পৃ. ৯২, হাদিস নং-৪৩৯৮

৯. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *আদাবুল মুফরাদ*, অধ্যায় : লা ইউযী জারাহু, (বৈরুত : দারুল বাসায়ির আল-ইসলামী, ১৯৮৯ইং/১৪০৯ হি.), খ. ১, পৃ. ৫৪, হাদিস নং-১১৯

উক্ত হাদিসে বর্ণিত মহিলা নামাজ পড়ে এবং রোজা রাখে তা সত্ত্বেও মানুষকে মুখের দ্বারা কষ্ট দেয়ার কারণে রাসূলুল্লাহ (স.) তাকে জাহান্নামি বলে ঘোষণা করেছেন। তাই মানুষকে মুখের দ্বারা কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা আখিরাতে মুক্তির উপায়।

৩. স্বামী কর্তৃক স্ত্রী ও সন্তানের ভরণ-পোষণে অবহেলা প্রতিরোধ

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

"সচ্ছল ব্যক্তি তার সচ্ছলতা অনুসারে স্ত্রী-পরিজনের জন্য ব্যয় করবে। আর যার আয় সীমিত সে আল্লাহর দেয়া সম্পদ অনুসারে খরচ করবে।"[১০]

উক্ত আয়াত অনুযায়ী সাধ্যানুযায়ী স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ও যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করা স্বামীর একটি অন্যতম দায়িত্ব। অনেক স্বামী স্ত্রীকে নিয়মিত ভরণ-পোষণ প্রদানে চরম অবহেলা করে এবং এতে মাত্রাতিরিক্ত সংকীর্ণতার পরিচয় দেয়। স্বামী নিজে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকে, খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-আশাকে ও তার বিলাসিতার অন্ত নেই অথচ স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি অনাহারে চরম দুঃখ-কষ্টে জীবন যাপন করে। স্ত্রী চাকরানির মত তার জীবন যাপন করছে আর স্বামী নিজে বিলাসিত করছে। এর চেয়ে লজ্জাজনক আর কি হতে পারে? এ গুনাহের জন্য আখিরাতে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –ﷺ– « كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ ».

ক. রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "যাদের খাওয়া-পরার দায়িত্ব একজনের হাতে থাকে, সে যদি তা বন্ধ করে দেয়, তবে এ কাজ তার বড় গুনাহ হওয়ার জন্য যথেষ্ট।"[১১]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ»

আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "যাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব কারো ওপর বর্তাবে, সে যদি তা যথাযথভাবে পালন না করে তাদের ধ্বংস করে দেয়, তাহলে সে গুনাহগার হবে।"[১২]

عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما: أن النبي ﷺ صلى صلاة الكسوف، ...ثم انصرف، فقال: " قد دنت مني الجنة، حتى لو اجترأت عليها، لجئتكم بقطاف من قطافها، ودنت مني النار حتى قلت: أي رب، وأنا معهم؟ فإذا امرأة – حسبت أنه قال – تخدشها هرة، قلت: ما شأن هذه؟ قالوا: حبستها حتى ماتت جوعا، لا أطعمتها ولا أرسلتها تأكل – قال نافع: حسبت أنه قال: من خشيش – أو خشاش الأرض "

---

১০. আল-কুরআন, *সূরা আলাক* ৬৪ : ৭

১১. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আয-যাকাত, অনুচ্ছেদ : ফাদলুন নাফাকাতি আলাল ইয়াল, (বৈরুত : দারুল জাবাল), খ. ৩, পৃ. ৭৮, হাদিস নং-২৩৫৯

১২. আবূ দাউদ সুলাইমান ইব্ন আশ'আছ আস-সিজিস্তানী, *সুনানু আবী দাউদ*, অধ্যায় : আয-যাকাত, অনুচ্ছেদ : ফী সিলাতির রিহমি, (বৈরুত : মাকতাবুল আসরিয়্যাহ), খ. ২,পৃ. ১৩২, হাদিস নং-১৬৯২

আসমা বিনতে আবূ বকর (রা.) বর্ণনা করেছেন, নবী (স.) একবার সালাতুল কুসূফ (সূর্য গ্রহণের সালাত) আদায় করলেন।....অতঃপর সালাত শেষ করে ফিরে বললেন : "...জাহান্নাম আমার একেবারে নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছিল। এমনকি আমি বলে উঠলাম, হে প্রভু! আমিও কি তাদের সাথে? আমি একজন মহিলাকে দেখতে পেলাম। আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, আমার মনে হয়, তিনি বলেছিলেন, একটি বিড়াল তাকে খামচাচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ মহিলাটির এমন অবস্থা কেন? ফেরেশতাগণ জবাব দিলেন, সে একটি বিড়াল আটকিয়ে রেখেছিল, ফলে বিড়ালটি অনাহারে মারা যায়। উক্ত মহিলাটি তাকে খেতেও দেয়নি এবং তাকে ছেড়ে দেয়নি, যাতে সে আহার করতে পারে।" নাফি (রহ.) বলেন, আমার মনে হয়, ইব্‌ন আবূ মুলায়কা (রা.) বর্ণনা করেছিলেন, যাতে সে জমিনে পোকা মাকড় খেতে পারে।"[১৩]

উক্ত হাদিস থেকে জানা গেল বিড়ালকে আহার না দেয়ার কারণে আখিরাতে মহিলাকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। তাহলে স্ত্রী-সন্তানদের আহার বন্ধ করলে এর চেয়ে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

৪. নারীর উত্তরাধিকার প্রাপ্তিতে সহায়ক

পিতা থেকে প্রাপ্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি নারীর জন্য একটি শক্তি, একটি নিরাপত্তা ও একটি আশ্রয়। অনেক বদমেজাজী স্বামী স্ত্রীর সম্পত্তি থাকায় স্ত্রীর সাথে দুর্ব্যবহার করার সাহস পায় না। অনেক লম্পট স্বামী স্ত্রীর সম্পত্তি থাকার কারণে স্ত্রীকে তালাক দিতে চাইলেও তালাক দিতে পারে না। অল্প বয়সে স্বামী মারা গেলে স্ত্রী স্বামীর সম্পদ এবং পিতা থেকে প্রাপ্ত সম্পদ দিয়ে স্বাচ্ছন্দ্যে চলতে পারে। এজন্য নারীর উত্তরাধিকার সূত্রে পিতা থেকে প্রাপ্ত সম্পদ নারীর জন্য জীবন চলার পথে বিরাট এক সহায়ক শক্তি।

অনেক পাষণ্ড পিতা কন্যাদের নিজ সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার জন্য পিতা জীবিত থাকতেই নিজ সম্পদ নিজের ছেলেদের নামে লিখে দেয়। যাতে কন্যারা তার সম্পদ নিতে না পারে। আমাদের সমাজে পিতা জীবিত অবস্থায় কন্যাদের সম্পত্তি লিখে না দিলে পিতা মারা যাওয়ার পর ভাইরা পিতার সম্পত্তি বোনদেরকে দিতে চায় না। ভাইরা বোনদেরকে কেবলমাত্র আদর-আপ্যায়ন ও মেহমানদারির মাধ্যমে এই ঋণ পরিশোধ করতে চায়। আবার এটাও দেখা যায়, কোন বোন যদি পিতার সম্পত্তি হতে তার অংশ নিতে চায় তাহলে ঐ ভাইদের সাথে বোনের মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে যায়। যার ফলে বোন গরিব হলে বা সারা জীবনে স্বামীর সংসারে কষ্ট সহ্য করলেও ভাইদের কাছ থেকে পিতার সম্পত্তির অংশ নিতে সাহস পায় না। যার ফলে পিতার সম্পত্তির অংশ হতে বোন বঞ্চিত হচ্ছে।

ভাইদের কথা আমরা বোনদের আদর-আপ্যায়ন করি এবং মাঝে মধ্যে দাওয়াত করে খাওয়াই ও জামা কাপড় দেই, তাহলে বোনদের সম্পত্তির অংশ দিতে হবে কেন? ভাইরা বুঝতে চায় না পিতার সম্পত্তিতে বোনেরও অধিকার রয়েছে। এটা তাকে দেয়া যেমন কর্তব্য আর ভাই হিসেবে বোনকে আদর-আপ্যায়ন করাও তেমনি আর একটি কর্তব্য। আখিরাতে বিশ্বাস নারীর উত্তরাধিকার প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

---

১৩. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আল-আযান, অনুচ্ছেদ : মা ইয়াকূলু বা'দাত তাকবীরি, (দারু তাওকিন নাজাহ, ১৪২২ হি.), খ. ১, পৃ. ১৪৯, হাদিস নং-৭৪৫

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ

"আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে তোমাদের এই বিধান দিচ্ছেন যে, এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান হবে।"[১৪]

এই আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ তা'আলা বলেন : فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

"এ হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে ফরজ তথা অবশ্য পালনীয় বিধান। নিশ্চয়ই আল্লাহ হলেন সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"[১৫] উত্তরাধিকার বিধান বর্ণনার পর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

"এগুলো হচ্ছে আল্লাহর সীমারেখা। উত্তরাধিকার বন্টনের ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, আল্লাহ তাকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তল-দেশ দিয়ে ঝর্ণাসমূহ প্রবাহিত। সেখানে সে চিরকাল অবস্থান করবে। এটা হবে মহা সাফল্য। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স.) এর উল্লেখিত বিধান অমান্য করবে এবং তাঁর উত্তরাধিকারের নির্ধারিত সীমারেখা লংঘন করবে আল্লাহ তাকে জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করাবেন। যেখানে সে চিরকাল অবস্থান করবে। তার জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।"[১৬]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللَّهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "যে ব্যক্তি ওয়ারিশি সম্পদ থেকে কোন উত্তরাধিকারীকে বঞ্চিত করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে জান্নাতের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করবেন।"[১৭]

৫. কন্যা সন্তান জন্ম দানের জন্য নির্যাতন প্রতিরোধ

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

"আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহরই, তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন। অথবা যাদেরকে ইচ্ছা পুত্র-কন্যা উভয়ই দান করেন, আর যাকে ইচ্ছা নিঃসন্তান রাখেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।"[১৮]

উক্ত আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে পুত্র বা কন্যা দেয়ার মালিক আল্লাহ তা'আলা। এটাই ইসলামি বিশ্বাস। এই বিশ্বাসকে উপেক্ষা করে মা যেহেতু সন্তান প্রসব করেন, তাই আমাদের

১৪. আল-কুরআন, *সূরা আন-নিসা* ৪ : ১১

১৫. আল-কুরআন *সূরা নিসা* ৪ : ১১

১৬. আল-কুরআন, *সূরা নিসা* ৪ : ১৩-১৪

১৭. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযিদ ইব্ন মাজাহ আল-কাযভীনী, *সুনানু ইবনি মাজাহ*, অধ্যায় : আল-ওসাইয়া, অনুচ্ছেদ : আল-হাইফু ফীল ওসিয়্যাহ, (হালব : দারু ইহইয়ায়িল কিতাব আল-আরাবিয়্যাহ), খ.২, পৃ. ৯০২, হাদিস নং-২৭০৩

১৮. আল-কুরআন, *সূরা শুরা* ৪২ : ৪৯-৫০

সমাজে মাকে কন্যা সন্তান জন্মের জন্য দায়ী করা হয়। কন্যা সন্তান জন্ম দেয়া যেন মহা অপরাধ। কন্যা সন্তান ছাড়া কি সন্তান জন্ম সম্ভব! কোন কোন পরিবারে, এমনকি অনেক শিক্ষিত পরিবারেও প্রথম সন্তান কন্যা হলে মার জীবন ধারা বদলে যেতে থাকে। অবজ্ঞা, ঘৃণা ও কটূক্তি চলতে থাকে সমান তালে। শুরু হয় নির্যাতন। এ নির্যাতন এতই চরম আকার ধারণ করে যে, অনেক মা নির্যাতনে মারা যায় অথবা আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে কন্যা সন্তান জন্ম দেয়ার জন্য কন্যার মাকে হত্যা করে আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হয়। প্রথম কন্যা সন্তান জন্ম নিলে এখনো কন্যার মাকে মরতে হয়। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। স্বামী ও শ্বশুর বাড়ির লোকজনের কথা হলো, যে বউ বংশে পুত্র সন্তান এনে দিতে পারে না তার চেয়ে খারাপ আর কি হতে পারে! অনেক সময় স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করে, পুত্র সন্তানের আশায়। সে ভাবে, নববধূ তাকে পুত্র সন্তান উপহার দিবে।

সমাজের মানুষের এই ধরনের মানসিকতা থেকে মুক্তি দিতে পারে আখিরাতে বিশ্বাস। কারণ সন্তান দানের মালিক হলেন আল্লাহ তা'আলা। আল্লাহ তা'আলা যাকে যা দেন তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকলে আল্লাহ তা'আলা খুশি হবেন। কন্যা সন্তান জন্মের জন্য মাকে অবজ্ঞা করলে বা নির্যাতন করলে আখিরাতে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। কারণ কন্যা সন্তান তো আল্লাহ তা'আলাই দিয়েছেন। কন্যা সন্তান অপত্য স্নেহ-মায়ামমতা দ্বারা লালন পালন করে দুনিয়া থেকে জান্নাত অর্জন করা সম্ভব।

عن عائشة ﵂، قالت: دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة، فأعطيتها إياها، فقسمتها بين ابنتيها، ولم تأكل منها، ثم قامت، فخرجت، فدخل النبي ﷺ علينا، فأخبرته فقال: «من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار»

ক. আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা দুটি কন্যা সাথে করে আমার নিকট এসে কিছু চাইলো। আমার নিকট একটি খেজুর ব্যতীত অন্য কিছু ছিল না। আমি তাকে তা দিলাম। সে নিজে না খেয়ে খেজুরটি দু'ভাগ করে কন্যা দুটিকে দিয়ে দিলো। তারপর মহিলাটি চলে গেল। এরপর নবী (স.) আমাদের নিকট আসলেন। আমি তাঁকে ঘটনাটি বললাম। তখন তিনি বললেন : যাকে এরূপ কন্যা সন্তান দিয়ে পরীক্ষা করা হয়, সে কন্যা সন্তান তার জন্য জাহান্নামের আগুন হতে বাঁচার প্রতিবন্ধক হবে।"[১৯]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- « مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ ». وَضَمَّ أَصَابِعَهُ.

খ. আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "যে ব্যক্তি দু'টি কন্যা সন্তানের ভরণ-পোষণ করবে তাদের পূর্ণ বয়স্কা হওয়া পর্যন্ত, কিয়ামতের দিন সে এবং আমি একসাথে থাকবো।"[২০]

---

১৯. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আয-যাকাহ, অনুচ্ছেদ : ইত্তাকুন নারা ওয়ালাও বিসিক্কি ছামারাতিন ওয়াল ক্বালীলি মিনাছ ছাদাক্বাতি, (দারু তাওকিন নাজাহ, ১৪২২ হি.), খ. ২, পৃ. ১১০, হাদিস নং-১৪১৮

২০. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আল-বিররু ওয়াস সিলাহ, অনুচ্ছেদ : ফাদলুল ইহসানি ইলাল বানাত, (বৈরুত : দারুল জাবাল), খ. ৮,পৃ. ৩৮, হাদিস নং-৬৮৪৬

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ عَالَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ، فَأَدَّبَهُنَّ، وَزَوَّجَهُنَّ، وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، فَلَهُ الْجَنَّةُ»

গ. আবূ সাঈদ খুদরি (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "যে ব্যক্তি তিনটি কন্যা সন্তানের ভরণ-পোষণ করলো, তাদেরকে শিষ্টাচার শেখালো, (সৎ পাত্রে) বিবাহের ব্যবস্থা করলো এবং তাদের প্রতি ভাল ব্যবহার করলো, তার জন্য জান্নাত নির্দিষ্ট রয়েছে।"[২১]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ كَانَتْ لَهُ أُنْثَى فَلَمْ يَئِدْهَا، وَلَمْ يُهِنْهَا، وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا، – قَالَ: يَعْنِي الذُّكُورَ – أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ " وَلَمْ يَذْكُرْ عُثْمَانُ يَعْنِي الذُّكُورَ

ঘ. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "যার কোন কন্যা সন্তান থাকে, সে যদি তাকে জীবিত কবর না দেয়, তাকে অবজ্ঞা না করে এবং তার পুত্র সন্তানকে তার ওপর প্রাধান্য না দেয় তাহলে আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।[২২]"

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ لَهُ ابْنَتَانِ أَوْ أُخْتَانِ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِمَا مَا صَحِبَتَاهُ كُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ»: يَعْنِي السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى

ঙ. আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "যার দুটি কন্যা বা দুটি বোন রয়েছে আর সে তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করে। তাহলে ঐ ব্যক্তি এবং আমি জান্নাতে এভাবে পাশাপাশি থাকবো। একথা বলে তিনি তর্জনী এবং মধ্যমা আঙ্গুল (মিলিয়ে) দেখালেন।"[২৩]

৬. নারীর প্রতি এসিড নিক্ষেপ প্রতিরোধ

সাধারণত প্রেমে ব্যর্থ হওয়া, প্রেমের প্রস্তাবে রাজি না হওয়া, যৌতুকের দাবি মেটাতে ব্যর্থ হওয়া, বিবাহ কিংবা যৌন সংসর্গের প্রস্তাব নাকচ করা, পারিবারিক বিরোধ ইত্যাদি কারণে নারীর প্রতি এসিড নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে। স্কুল-কলেজের মেয়েরা এবং গার্মেন্টসে কর্মরত নারী শ্রমিকরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সন্ত্রাসী বা বখাটে ছেলেদের দ্বারা এসিড নিক্ষেপের শিকার হয়। এ সমস্ত ছেলেদের প্রস্তাবে রাজি না হওয়ার অপরাধে নারীদের এসিডে পুড়তে হয়। এসিড নিক্ষেপের ফলে নারীর শরীর ঝলসে যায়; শরীর পুড়ে গিয়ে ক্ষতি সাধিত হয়; শারীরিক ভাবে বিকলাঙ্গ হয়; এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে। বিশেষ করে নারীর চেহারার এমন বিকৃতি ঘটে যে, তা দেখলেও আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। এতে নারীর বাকী জীবন দুঃসহ হয়ে ওঠে। বিয়ে করাও তার জন্য হয়ে পড়ে দুঃসাধ্য। বাংলাদেশে এসিড নিক্ষেপ অপরাধ দমন আইন

---

২১. আবূ দাউদ সুলাইমান ইব্‌ন আশ'আছ আস-সিজিস্তানী, *সুনানু আবী দাউদ*, অধ্যায় : আল-আদব, অনুচ্ছেদ : ফী ফাদলি মান আলা ইয়াতামা, (বৈরুত : মাকতাবুল আসরিয়্যাহ), খ. ৪,পৃ. ৩৩৮, হাদিস নং-৫১৪৭

২২. আবূ দাউদ সুলাইমান ইব্‌ন আশ'আছ আস-সিজিস্তানী, *সুনানু আবী দাউদ*, প্রাগুক্ত, খ. ৪,পৃ. ৩৩৭, হাদিস নং-৫১৪৬

২৩. ইব্‌ন আবী শায়বা, *আল কিতাব আল-মুসন্নাফ ফীল হাদীস ওয়াল আসার*, অধ্যায়: আল-আদাব, অনুচ্ছেদ : ফীল আতফ আলাল-বানাত, (রিয়াদ : মাকতাবুর রুশদ, ১৪০৯ হি.), খ. ৫, পৃ.২২১, হাদিস নং-২৫৪৩৬

(২০০২) এবং এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন (২০০২) প্রণয়ন করার পরও নারীর উপর এসিড নিক্ষেপের হার কমার কোন লক্ষণ নেই। আইনে যদিও এসিড নিক্ষেপের জন্যে মৃত্যুদণ্ডের বিধান আছে।[২৪]

এসিড নিক্ষেপ করা মানে একজন নিরপরাধ নারীর জীবনকে ধ্বংস করে দেয়া। এটি একটি মারাত্মক অপরাধ। এ ধরনের অপরাধ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ

"আপনি কখনো মনে করবেন না অত্যাচারীরা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ কখনো উদাসীন। তাদের তো তিনি ঐ দিন পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে রেখেছেন যেদিন চক্ষুসমূহ বিস্ফারিত হবে, তারা মাথা তুলে ভীতবিহ্বল চিত্তে ছুটতে থাকবে, নিজেদের দিকে তাদের দৃষ্টি ফিরে আসবে না এবং তাদের অন্তর থাকবে শূন্য।"[২৫] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ

"যারা মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে কষ্ট দেয় এরপর তওবা করে না, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আজাব এবং আরো আছে তাদের জন্য দহন যন্ত্রণা।"[২৬]

আখিরাতে এসিড নিক্ষেপের শাস্তি হবে জাহান্নামের আগুনের দহন যন্ত্রণা।

৭. ইভটিজিং প্রতিরোধ

ইভটিজিং হলো কোন নারীর প্রতি অশালীন মন্তব্য, শিস বাজানো, যৌন আবেদনময়ী গান বাজানো, যৌন সম্পর্কের প্রস্তাব, অনভিপ্রেত বিয়ের প্রস্তাব, লোলুপ চাহনি, উস্কানিমূলক তালি বাজানো, মোবাইলে অশ্লীল ম্যাসেজ পাঠানো বা মিস কল দেয়া, চলার পথে বাধা দান বা পিছু নেয়া বা ধাক্কা দেয়া, শরীরে হাত দেয়া, চুমু খাওয়া, ইত্যাদি। স্কুল-কলেজগামী উঠতি বয়সের ছেলে, পাড়ার বখাটে ছেলে, দোকানদার, ফেরিওয়ালা, রিক্সাচালক, বাসের হেল্পার, শিক্ষক, কর্মক্ষেত্রে পুরুষ সহপাঠীদের দ্বারা নারীরা ইভটিজিংয়ের শিকার হয়। ইভটিজিংয়ের সবচেয়ে বেশি শিকার হয় স্কুল-কলেজগামী মেয়েরা, গার্মেন্টসে কর্মরত নারীশ্রমিক ও অল্প বয়সের মেয়েরা।

নারীরা ইভটিজিংকে নিজের জন্য অত্যন্ত অপমানজনক মনে করে। এই অপমান সইতে না পেরে অনেক মেয়ে আত্মহত্যা পর্যন্ত করে। ইভটিজিং করে আনন্দ পাওয়া একটি মানসিক রোগ, এই রোগের চিকিৎসা হলো আখিরাতের বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করা। আখিরাতের বিশ্বাসে যার দৃঢ় প্রত্যয় রয়েছে, সে কখনো ইভটিজিং করতে পারে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

---

২৪. ড. মো. নূরুল ইসলাম, *মানবাধিকার সামাজিক ন্যায়বিচার ও সমাজ কর্ম*, (ঢাকা : তাসমিয়া পাবলিকেশন্স, ২০০৮ইং), পৃ ১৭৮

২৫. আল কুরআন, *সূরা ইব্রাহীম* ১৪ : ৪২-৪৩

২৬. আল-কুরআন, *সূরা বুরুজ* ৮৫ : ১০

"নিঃসন্দেহে যারা মু'মিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার ভালবাসে, তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা যা জান না।"[২৭]

أن عائشة، أخبرته: أنه استأذن على النبي ﷺ رجل فقال: «ائذنوا له، فبئس ابن العشيرة – أو بئس أخو العشيرة –» فلما دخل ألان له الكلام، فقلت له: يا رسول الله، قلت ما قلت، ثم ألنت له في القول؟ فقال: «أي عائشة، إن شر الناس منزلة عند الله من تركه – أو ودعه الناس – اتقاء فحشه»

খ. আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী (স.)-এর নিকট প্রবেশের অনুমতি চাইল। তিনি বললেন : "তাকে অনুমতি দাও। সে তার বংশের নিকৃষ্ট সন্তান। অথবা বললেন : সে তার গোত্রের ঘৃণ্যতম ভাই। যখন সে প্রবেশ করল, তখন তিনি তার সাথে নম্রভাবে কথা বললেন। আমি বললাম : হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এর ব্যাপারে যা বলার তা বলেছেন। এখন আপনি তার সাথে নম্রভাবে কথা বললেন। তিনি (স.) বললেন : "হে আয়িশা (রা.)! আল্লাহর কাছে মর্যাদায় নিকৃষ্ট সে ব্যক্তি, যার অশালীন ব্যবহার থেকে বেঁচে থাকার জন্য তার সংসর্গ বর্জন করে।"[২৮]

৮. ধর্ষণ প্রতিরোধ

ধর্ষণ নারী নির্যাতনের অত্যন্ত ভয়াবহ একটি রূপ। ধর্ষণের ফলে নারী অবাঞ্ছিত গর্ভধারণ ও এইডসসহ দুরারোগ্য যৌন ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। গণধর্ষণের ফলে গর্ভধারণ ক্ষমতা নষ্ট হওয়া এবং অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। অনেক নারী ভয় ও আতংকে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। এতে নারীর সকল আশা-আকাঙ্ক্ষার মৃত্যু ঘটে। এই অপমান সইতে না পেরে লোকলজ্জার ভয়ে অনেক মেয়ে আত্মহত্যা করে। ধর্ষণ প্রতিরোধে আখিরাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব অত্যধিক। মানুষ কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় ধর্ষণের দিকে ধাবিত হয়। কুপ্রবৃত্তির হাত থেকে রক্ষা করে আখিরাতে বিশ্বাস।

ক. আল্লাহ তা'আলা বলেন : **وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى**

"আর যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াতে ভয় পায় এবং নিজকে কুপ্রবৃত্তির হাত থেকে রক্ষা করে তার ঠিকানা জান্নাত।"[২৯]

খ. আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

"যৌনাঙ্গ হিফাজতকারী পুরুষ ও যৌনাঙ্গ হিফাজতকারী নারী; আল্লাহর অধিক যিকিরকারী পুরুষ ও যিকিরকারী নারী তাদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত করে রেখেছেন ক্ষমা ও মহা পুরস্কার।"[৩০]

عن سهل بن سعد، عن رسول الله ﷺ قال: «من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة»

---

২৭. আল-কুরআন, *সূরা নূর* ২৪ : ১৯

২৮. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আল-আদব, অনুচ্ছেদ : আল-মুদারাতু মা'আন নাস, (দারু তাওকিন নাজাহ, ১৪২২ হি.), খ. ৮, পৃ. ৩১, হাদিস নং-৬১৩১

২৯. আল-কুরআন, *সূরা নাযিয়াত* ৭৯ : ৪০-৪১

৩০. আল-কুরআন, *সূরা আহযাব* ৩৩ : ৩৫

গ. সাহল ইব্‌ন সাদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "তোমরা দুটি জিনিস তথা মুখ ও লজ্জা স্থানের দায়িত্ব নাও, আমি তোমাদের জান্নাতের দায়িত্ব নিব।"[৩১]

৯. নারী ও শিশু অপহরণ প্রতিরোধ

অনেক নারী ও শিশু অপহরণের শিকার হচ্ছে। কখনো পাচারের উদ্দেশ্যে, কখনো শত্রুতার কারণে, কখনো যৌন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য, কখনো জিম্মি করে টাকা আদায়ের জন্য নারী বা শিশু অপহরণ করা হয়। অনেক সময় অপহরণের পর ধরা পড়ার ভয়ে নারী ও শিশুকে হত্যা করা হয় । আবার অনেক সময় তাদের খোঁজ খবরই পাওয়া যায় না। নারী ও শিশু অপহরণ থেকে উদ্ধার পেলেও তারা বাকী জীবন ভয়-ভীতির মধ্যে অতিবাহিত করে। তারা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। অপহরণের শিকার নারী-শিশু পরিণতির ওপর নির্ভর করে অপহরণকারীর আখিরাতে শাস্তি । অপহরণকারীদের আখিরাতে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

আবূ আইয়্যুব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি : "যে ব্যক্তি পিতামাতা ও তার সন্তানের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটাবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে তার আপনজনদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিবেন।"[৩২]

১০. নারী পাচার প্রতিরোধ

নারী ও শিশু বিদেশে পাচার হয়। বিদেশে ভাল চাকরি, বিয়ে বা প্রেমের প্রলোভন দেখিয়ে নারী পাচার করা হয়। পাচারকৃত নারীকে সাধারণত বিক্রি করে দেয়া হয় এবং দেশে-বিদেশে দেহ ব্যবসায় বাধ্য করা হয়। এধরনের নারী-শিশু পাচারকারীদের আখিরাতে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

عن أبي هريرة ﷺ، عن النبي ﷺ، قال: " قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعط أجره "

আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (স.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (স.) বলেন, আল্লাহ বলেন : "আমি তিন ব্যক্তির বিপক্ষে কিয়ামতের দিন বাদী হব। এক. ঐ ব্যক্তি যে আমার নামে শপথ করে চুক্তি করে। অতঃপর সে তা ভঙ্গ করেছে। দুই. ঐ ব্যক্তি যে কোন স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রি করেছে; অতঃপর তার মূল্য ভক্ষণ করেছে। তিন. ঐ ব্যক্তি যে কোন শ্রমিক নিয়োগ করল, তার থেকে সে যথাযথ কাজ নিল কিন্তু তার মজুরি দিল না।"[৩৩]

---

৩১. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আর-রিকাক, অনুচ্ছেদ : হিফজিল লিসান, (দারু তাওকিন নাজাহ, ১৪২২ হি.), খ. ৮, পৃ. ১০০, হাদিস নং-৬৪৭৪

৩২. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত তিরমিযী*, অধ্যায় : আস-সিয়ার আ'ন রাসূলিল্লাহ, অনুচ্ছেদ : ফী কারাহিয়্যাতিত তাফারীকি বাইনা সাব্‌য়ি, (বৈরুত : দারুল গুরুব আল-ইসলামী, ১৯৯৮), খ.৩, পৃ. ১৮৬, হাদিস নং-১৫৬৬

৩৩. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌নু ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, অধ্যায় : আল-বুয়ূ, অনুচ্ছেদ : ইছমু মান বায়া হুররান, (বৈরুত : দারু ইবনি কাছীর, ১৯৮৭ইং/১৪০৭হি.), খ.২, পৃ.৭৭৬, হাদিস নং-২১১৪

১১. যৌতুক প্রতিরোধ

যৌতুক নারী নির্যাতনের অন্যতম কারণ। বিবাহের সময় বরপক্ষের দাবি অনুযায়ী কন্যার পিতা বা কন্যাপক্ষ বরপক্ষকে যে অর্থ-সামগ্রী বা সম্পদ প্রদান করে তাকে যৌতুক বলে। মোটা অঙ্কের যৌতুক দিতে গিয়ে অনেক নারীর পিতা দেউলিয়া হচ্ছে। জমি বিক্রি করে বা ধার-কর্জ করে অথবা সুদে টাকা এনে অনেক নারীর পিতা যৌতুক দিচ্ছে। যৌতুকের দাবি মিটাতে অক্ষম বলে বিবাহ হচ্ছে না বহু নারীর। বিবাহ ছাড়াই তাদের বিয়ের বয়স শেষ হয়ে যাচ্ছে। বিবাহের পর বর বা বরপক্ষের যৌতুকের দাবি পূরণ করতে না পারলেই নারীর প্রতি নির্যাতন শুরু হয়। অনেক স্বামী নিত্য-নতুন একটার পর একটা যৌতুক দাবি করতেই থাকে। একটা যৌতুকের দাবি পূরণ করলে অন্য আরেকটা যৌতুক দাবি করে বসে। দাবি পূরণ না হলেই স্ত্রীর ওপর নির্যাতন শুরু হয়। স্ত্রীকে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করা হয় এবং ভরণ-পোষণে অবহেলা করা হয়। অনেক স্ত্রী যৌতুকের নির্যাতনে মৃত্যুবরণ করে। আবার অনেক নারী নির্যাতন সইতে না পেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। আবার কখনো কখনো বিবাহের পরেও যৌতুকের দাবি পরিশোধ করতে না পারার কারণে দাম্পত্য জীবনে সুখের সংসার ভেঙ্গে খান খান হয়ে যাচ্ছে। যৌতুক এক সময় হিন্দু সমাজেই সীমাবদ্ধ ছিল। অবশ্য সব জাতির মধ্যে সব দেশেই কিছু কিছু যৌতুক প্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু মুসলিম সমাজে যৌতুকের প্রচলন ছিল না। কালক্রমে হিন্দু সমাজ থেকে মুসলিম সমাজে যৌতুক প্রথার প্রচলন ঘটেছে। যৌতুক দাবি করার অর্থই হলো কন্যা পক্ষের সম্পদ অন্যায়ভাবে কেড়ে নেওয়া। সুতরাং বলা যায় যৌতুক একটি অমানবিক প্রথা। যার কারণে একজন নারীর সুখের দাম্পত্য জীবনের অবসান ঘটে। যৌতুক নেয়া সম্পূর্ণ অবৈধ। যৌতুক হিসেবে গ্রহণ করা সকল সম্পদ হারাম। যারা যৌতুক নিবে তারাই হবে জাহান্নামি।

এক. যৌতুক গ্রহণকারী জাহান্নামি

ক. আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

"হে ইমানদারগণ! তোমরা একে অন্যের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে (অবৈধ পন্থায়) ভক্ষণ কর না। তবে পরস্পর সম্মতির ভিত্তিতে ব্যবসা করতে পার। আর তোমরা একে অন্যেকে হত্যা করো না। আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়ালু। আর যারা জুলুম করে (এ ধরনের অপরাধ করে) সীমা লঙ্ঘন করবে, তাদের আমি জাহান্নামের জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করবো।"[৩৪]

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ، إِنَّهُ لاَ يَرْبُو لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ إِلاَّ كَانَتِ النَّارُ أَوْلَى بِهِ.

---

৩৪. আল-কুরআন, *সূরা আন- নিসা* ৪: ২৯-৩০

খ. কাব ইব্‌ন উজরা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) আমাকে বললেন : "হে কাব ইব্‌ন উজরা! হারাম (অবৈধ পন্থায় উপার্জিত সম্পদ) দ্বারা সৃষ্ট ও পরিপুষ্ট গোশত (দেহ)-এর জন্য জাহান্নামের আগুনই উপযুক্ত।"[৩৫]

দুই. যৌতুক জাহান্নামে যাওয়ার পাথেয়

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَلا يَكْسِبُ عَبْدٌ مَالَ حَرَامٍ فَيَتَصَدَّقُ مِنْهُ فَيُقْبَلُ مِنْهُ، وَلا يُنْفِقُ مِنْهُ فَيُبَارَكُ لَهُ فِيهِ، وَلا يَتْرُكُهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ إِلا كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَا يَمْحُو السَّيِّئَ بِالسَّيِّئِ، وَلَكِنْ يَمْحُو السَّيِّئَ بِالْحَسَنِ، إِنَّ الْخَبِيثَ لَا يَمْحُو الْخَبِيثَ».

খ. আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাছউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "কোন বান্দা হারাম মাল উপার্জন করে সদকা করলে তা কবুল করা হয় না। তা হতে (নিজের জন্য) খরচ করলে তাতে বরকত হয় না। আর ওই ধনসম্পদ উত্তরাধিকারীদের জন্য রেখে গেলে, তা তার জাহান্নামে যাওয়ার পাথেয় হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মন্দকে মন্দ দ্বারা দূর করেন না বরং ভাল দ্বারা মন্দকে দূর করে দেন। তাই মন্দ কখনই মন্দকে দূর করতে পারে না।"[৩৬] সুতরাং জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করতে চাইলে যৌতুক থেকে দূরে থাকতে হবে। যৌতুক ও যৌতুকের জন্য নির্যাতন প্রতিরোধে রাসূল (স.)-এর এই দুটি হাদিসই যথেষ্ট। যদি মানুষ তা হৃদয় দিয়ে অনুধাবন করে।

তিন. কিয়ামতের দিন যৌতুক গ্রহণকারী সবচেয়ে নিঃস্ব ব্যক্তি

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ –ﷺ– قَالَ « أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ ». قَالُوا الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ. فَقَالَ « إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ ».

ক. আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (স.) সাহাবাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জান সবচেয়ে নিঃস্ব (দরিদ্র) ব্যক্তি কে? সাহাবাগণ (রা.) বললেন, যার কোন টাকা-পয়সা এবং ধন-সম্পদ নেই। আমরা তো তাকেই দরিদ্র মনে করি। প্রতি-উত্তরে রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন : "আমার উম্মতের মধ্যে (প্রকৃত) দরিদ্র সেই ব্যক্তি, যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত ইত্যাদি নিয়েই উপস্থিত হবে। অথচ সে এ অবস্থায় আসবে যে, সে কাউকে গালি দিয়েছে, কাউকে অপবাদ দিয়েছে, অমুকের সম্পদ ভোগ করেছে, কারো রক্ত প্রবাহিত করেছে, সে কাউকে মেরেছে। তখন সমস্ত পাওনাদারের

---

৩৫. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত তিরমিযী*, অধ্যায় : আস-সাফার, অনুচ্ছেদ : মা জুকিরা ফী ফাদলিস সালাহ, (বৈরুত : দারুল গুরুব আল-ইসলমি, ১৯৯৮), খ. ১,পৃ. ৭৫৩, হাদিস নং-৬১৪

৩৬. আবূ মুহাম্মদ আল-হুছাইন ইব্‌ন মাসউদ, *শারহুস সুন্নাহ*, অধ্যায় : আল-বুয়ূ, অনুচ্ছেদ : অল-কাসবু ওয়াল কাসবুল হালালি, (বৈরুত : মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৩হি./১৯৮৩ইং),খ. ৮, পৃ. ১০, হাদিস নং-২০৩০

দাবি মিটানো হবে ঐ ব্যক্তির নেকি দ্বারা। লোকটির নেকি শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু পাওনাদার শেষ হবে না। তখন অবশিষ্ট পাওনাদারের গুনাহ তার ওপরে চাপানো হবে। এরপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (এই ব্যক্তিটিই সবচেয়ে নিঃস্ব ব্যক্তি।)"[৩৭]

عن أبي هريرة ﷺ، عن النبي ﷺ، قال: " قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر،

ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعط أجره "

খ. আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "কেউ যদি তার ভাইয়ের উপর জুলুম করে তাহলে তার উচিত সেই দিন (কিয়ামতের দিন) আসার পূর্বেই (হক আদায় করে বা ক্ষমা প্রার্থনা করে) লেনদেন পরিষ্কার করো। যেদিন কোন দিরহাম, দিনার (টাকা-পয়সা) থাকবে না। (অন্যথায়) তার কোন নেক আমল থাকলে কিয়ামতের দিন জুলুম পরিমাণ নেক আমল তার থেকে নিয়ে মজলুম ব্যক্তিকে দিয়ে দেয়া হবে। আর যদি তার কোন নেক আমল না থাকে তাহলে মজলুম ব্যক্তির সমপরিমাণ গুনাহ তার মাথায় চাপানো হবে।"[৩৮] যৌতুক আদায়কারী স্বামী কিয়ামতের দিন নিঃস্ব ব্যক্তি হয়ে ওঠবে। আখিরাতে এই ভয়াবহ পরিণতির কথা স্মরণ রাখলে কোন স্বামী যৌতুক দাবি করতে পারে না।

১২. হত্যাকাণ্ড প্রতিরোধ

নারীর প্রতি সহিংসতার জঘন্য রূপ হচ্ছে নারীকে হত্যা করা। বিভিন্ন কারণে নারীকে হত্যা করা হয়। পারিবারিক কলহের পর নারীর প্রতি আক্রোশ মেটানোর জন্য, যৌতুকের দাবি পূরণ না হওয়ায়, ধর্ষণের পর ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে, কুপ্রস্তাবে রাজি না হওয়ার কারণে ক্ষিপ্ত হয়ে সাধারণত নারীকে হত্যা করা হয়। এতে সন্তান মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হয় এবং তাদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। আর পিতামাতা সন্তান হারিয়ে শোক সাগরে ভাসতে থাকে। নারী হত্যা করা সভ্যতার অভিশাপ। এই হত্যাকাণ্ডের পেছনে রয়েছে আখিরাতে বিশ্বাসের দুর্বলতা। প্রকৃত আখিরাতে বিশ্বাসী এ ধরনের হত্যাকাণ্ড ঘটাতে পারে না। আবার একজন নিরপরাধ মানুষকে হত্যার জন্য আখিরাতের কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

এক. হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে জবাবদিহিতা

আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

"আর যখন জীবিত প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কোন অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল।"[৩৯]

দুই. সর্বপ্রথম হত্যাকাণ্ডের বিচার

মানুষ দুনিয়াতে যে কোন অপরাধই করুক না কেন আখিরাতে তাকে বিচারের সম্মুখীন হতেই হবে। তবে সর্বপ্রথম হত্যাকাণ্ডের বিচার হবে।

---

৩৭. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আল-বিররু ওয়াছ ছিলাতু ওয়াল আদাব, অনুচ্ছেদ : তাহরীমিজ জুলম , (বৈরুত : দারুল জাবাল), খ. ৮, পৃ. ১৮, হাদিস নং-৬৭৪৪, সহীহ হাদিস গ্রন্থগুলোর সবকটিতে এই হাদিসটি রয়েছে।

৩৮. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আল-মাজালিম, অনুচ্ছেদ : মান কানাত লাহু মাজলামাতুন ইনদার রাজুলি ফাহাল্লালাহা লাহু হাল ইউবায়্যিনু মাজলামাতাহু, (বৈরুত : দারু ইবনি কাছীর, ১৯৮৭ইং/১৪০৭হি.), খ. ২, পৃ. ৮৬৫, হাদিস নং-২৩১৭

৩৯. আল-কুরআন, *সূরা আত-তাকবীর* ৮১ : ৮-৯

عبد الله ﷺ : قال النبي صلى الله عليه و سلم (أول ما يقضى بين الناس بالدماء)

আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত। নবী (স.) বলেছেন : "(কিয়ামতের দিন) মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম হত্যার বিচার করা হবে।"[৪০]

তিন. হত্যাকাণ্ডের শাস্তি জাহান্নাম

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

"যে ব্যক্তি কোন মু'মিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করবে, তার শাস্তি জাহান্নাম, সেখানে সে চিরকাল অবস্থান করবে। আর আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হন, তাকে অভিসম্পাত করেন এবং তার জন্য ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।"[৪১]

চার. হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত না হওয়া

عَنِ الصُّنَابِحِ الْأَحْمَسِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا إِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، وَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ فَلَا تَقْتَتِلُنَّ بَعْدِي»

আস সুনাবিহ আল-আহমাসি (রা.) বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "সাবধান! আমি হাওযে কাওছারে তোমাদের আগেই উপস্থিত থাকবো এবং আমি অন্যান্য উম্মতের ওপর তোমাদের সংখ্যাধিক্যের গৌরব প্রকাশ করবো। সুতরাং তোমরা আমার পরে পরস্পর হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হয়ো না।"[৪২]

সুপারিশমালা

নারী নির্যাতন প্রতিরোধ করতে হলে নিম্নলিখিত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে। যথা–

১. অজ্ঞতা দূর করা

আমাদের সমাজে দিন দিন নারী নির্যাতন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর প্রধান কারণ হলো নারী নির্যাতন বিরোধী আখিরাত বিষয়ক কুরআনের আয়াত ও হাদিসের অজ্ঞতা। এই অজ্ঞতা দূর করার জন্য সারা দেশে জুমার দিন মাঝে মাঝে ইমাম সাহেবদের এ বিষয়ে আলোচনা করতে হবে।

২. আখিরাতে বিশ্বাস বদ্ধমূল করা

সর্বোপরি আখিরাত বিষয়ক আলোচনা বেশি বেশি করতে হবে। যাতে মানুষের মনে আখিরাতে বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়। বিশেষ করে নারী নির্যাতনকারী, বখাটে ও তরুণদের মনে আখিরাতে বিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে হবে। তাহলেই নারী নির্যাতন বন্ধ করা সম্ভব হবে।

---

৪০. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায়: আর-রিকাক, অনুচ্ছেদ : আল-কিছাছু ইয়াওমাল কিয়ামাহ ..... , (বৈরুত : দারু ইবনি কাছীর, ১৯৮৭ইং/১৪০৭হি.), খ. ৫, পৃ. ২৯৪, হাদিস নং-৬১৬৪

৪১. আল-কুরআন, *সূরা নিসা* ৪ : ৯৩

৪২. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াযিদ ইব্‌ন মাজাহ আল-কাযভীনী, *সুনানু ইবনি মাজাহ*, অধ্যায় : আল-ফিতান, অনুচ্ছেদ : লা তুরজি'য়ূনা বা'য়দী কাফ্‌ফারান ইয়াদরিবু বা'দুকুম রিক্বাবা বা'য়দ, (হালব : দারু ইহইয়ায়িল কিতাব আল-আরাবিয়্যাহ), খ. ২,পৃ. ১৩০০, হাদিস নং-৩৯৪৪

৩.পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করা

নারী নির্যাতন বিরোধী আখিরাত বিষয়ক প্রবন্ধ স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসায় পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৪. প্রচার করা

নারী নির্যাতন বিরোধী আখিরাত বিষয়ক আয়াত ও হাদিস রেডিও, টেলিভিশন ও পত্র-পত্রিকায় বেশি বেশি প্রচার করতে হবে।

৫. বই-পুস্তক রচনা করা

এ বিষয়ে বই-পুস্তক রচনা করে বিনামূল্যে বিতরণ করতে হবে।

৬. সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করা

এ বিষয়ে প্রতিটি এলাকায় সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করতে হবে।

৭. সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালানো

সমাজ থেকে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ করা একটি পুণ্যের কাজ। এ কাজে শরিক হলে আখিরাতে মুক্তির কারণ হবে। তাই নারী নির্যাতন প্রতিরোধে সমাজের সর্বস্তরের লোকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালাতে হবে এবং নারী নির্যাতনকারীদের সম্মিলিতভাবে প্রতিহত করতে হবে। যাতে তারা নারী নির্যাতনের সুযোগ না পায়।

উপসংহার

পৃথিবীর সব দেশেই নারী নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। যার কারণে পারিবারিক জীবনে অশান্তির আগুন জ্বলছে এবং সামাজিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। নারী নির্যাতন প্রতিরোধে যত চেষ্টাই চালানো হচ্ছে সব চেষ্টাই ব্যর্থ হচ্ছে। কারণ আখিরাতে বিশ্বাস মানুষের মনে বদ্ধমূল করা ছাড়া নারী নির্যাতন প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। রাসূল (সা.) মানুষের মনে আখিরাতে বিশ্বাসকে বদ্ধমূল করায় নারী নির্যাতন শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছিল। আজও পৃথিবীতে আখিরাতের বিশ্বাস মানুষের মনে দৃঢ় প্রত্যয় করে নারী নির্যাতন বন্ধ করা সম্ভব।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
ব্যভিচার

ব্যভিচার একটি জঘন্যতম সামাজিক অপরাধ। এটি একটি চরম ঘৃণিত ও নিকৃষ্টতম কাজ। ব্যভিচার মানুষের চরিত্র ধ্বংস করে এবং পারিবারিক অশান্তি সৃষ্টি করে। ব্যভিচার সমাজ ব্যবস্থাকে মারাত্মকভাবে কলুষিত করে। এই জঘন্য অপরাধ প্রতিরোধ করার জন্য যুগে যুগে অনেক আইন রচিত হয়েছে; সে আইনে অনেক কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সমাজ থেকে এই হীন অপরাধ দূর করা সম্ভব হচ্ছে না। বরং এই অপরাধের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর সরকার নিত্য নতুন আইন তৈরি করে ব্যভিচার প্রতিরোধের ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ধর্মীয় ও সামাজিক নিয়ম-কানুন ভঙ্গ করে মানুষ ব্যভিচারের মত জঘন্য এ অসামাজিক কাজ করেই চলেছে। আখিরাতে বিশ্বাসই পারে সমাজ থেকে ব্যভিচার প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে। কারণ ব্যভিচার প্রবণতা একটি মানসিক রোগ। এই রোগের চিকিৎসা আখিরাতে বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করা। যখন মানুষের মধ্যে কুপ্রবৃত্তি জাগ্রত হয়, তখনই সে ব্যভিচারের দিকে ধাবিত হয়। কুপ্রবৃত্তি দমনে আখিরাতে বিশ্বাস বা পরকালের ভয় একটি বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে পারে। মানুষ দুনিয়ার আইনের ফাঁক-ফোকর দিয়ে ব্যভিচারের শাস্তি থেকে পরিত্রাণ পেলেও আখিরাতের শাস্তি থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং বলা যায় আখিরাতে বিশ্বাস সমাজ থেকে ব্যভিচার দূর করতে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে পারে। নিম্নে ব্যভিচারের সংজ্ঞা, ব্যভিচার, ধর্ষণ ও সমকামিতার মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া রোগসমূহ এবং জিনা-ব্যভিচার প্রতিরোধে আখিরাতে বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

ব্যভিচারের সংজ্ঞা

ব্যভিচারের আরবি প্রতিশব্দ হলো জিনা। এর আভিধানিক অর্থ অবৈধ সংযোগ, পাপাচারিতা, সংকীর্ণতা, উপরে উঠা ইত্যাদি।[১]

পারিভাষিক অর্থ

ক. ইসলামি আইনের পরিভাষায়, জিনা-ব্যভিচার হলো এমন অবৈধ সঙ্গমের নাম, যা বৈবাহিক সম্পর্ক ছাড়া স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে নারী ও পুরুষের মধ্যে সংঘটিত হয়ে থাকে।

খ. ইব্‌ন রুশদ আল হাফীদ বলেন :

"জিনা এমন সহবাসকে বলা হয় যা বিশুদ্ধ বিবাহ কিংবা রূপক বিবাহ ছাড়া (নিকাহ সদৃশ) ও দাসত্বের মালিকানা ব্যতিরেকে সংঘটিত হয়।"[২]

গ. শামুছুদ্দীন আল-রামেলী বলেন : "জিনা হলো অকাট্য প্রত্যক্ষ হারাম লিঙ্গের মধ্যে লিঙ্গ প্রবেশ করা, যাতে স্বাভাবিক যৌন আকর্ষণ আছে, তাতে কোন সন্দেহ ও বলৎকার নেই।"[৩]

ঘ. আসর বিন হাজম বলেন : "জিনা হলো হারাম জেনে যার দিকে তাকানোও বৈধ নয় তার সাথে সঙ্গম করা, কিংবা যে প্রত্যক্ষভাবে হারাম তার সাথে সঙ্গম করা।"[৪]

মোটকথা জিনা বা ব্যভিচার হলো একজন পুরুষ ও একজন নারী বৈবাহিক সম্পর্ক ছাড়া যৌন সঙ্গমে মিলিত হওয়া– চাই সে বিবাহিত হোক বা না হোক।

ব্যভিচার, ধর্ষণ ও সমকামিতার মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া রোগসমূহ

যৌন সম্পর্কের মাধ্যমে মানব দেহে যেসব রোগ ছড়ায় তাদের যৌনবাহিত রোগ বলে। যে কোন ব্যক্তি যৌন সম্পর্কের মাধ্যমে এ ধরনের রোগে অক্রান্ত হতে পারে । যৌন সম্পর্ক ছাড়াও আক্রান্ত ব্যক্তির রক্তের মাধ্যমে

---

১. ইবনে মানযুর, *লিসানুল আরব,* (বৈরুত : দারু ইহইয়ায়িত তুরাছিল আরাবি, ১৯৯৩খ্রি./ ১৪১৩হি.), খ. ৬, পৃ. ৮৭

২. ইব্‌ন রুশদ আল হাফীদ, *বিছায়াতুল মুজতাহিদ ফী নিহাইয়াতিল মুকতাসিদ,* (বৈরুত : মারিফাহ, ১৯৭৮ খি.), খ. ২, পৃ. ৪৩৩

৩. শামছুদ্দীন আল-রামেলী, *নেহায়েত আল-মুহতাজ আল-শরহিল মিনহাজ,* ৭ম খন্ড. (মিশর : মুস্তফা আল বাবী আল হালবি লাইব্রেরি ও প্রেস, ১৩৮৭ হি.), পৃ. ৪০২

৪. আমর বিন হাজম, *আল-মুহাল্লা,* ১১তম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, (মিশর : আল জামহুরীয়া আরাবিয়া প্রেস, ১৩৮৭ হি./ ১৯৭০ খ্রি.), পৃ. ২২৯

অথবা একই ইনজেকশনের সুই ব্যবহারের কিংবা আক্রান্ত মায়ের গর্ভে সন্তান সংক্রমিত হতে পারে । প্রায় ২০ ধরনের রোগ এভাবে সংক্রমিত হতে পারে ।

যৌন সংবাহিত রোগ (*sexually transmitted disease-STD*) যোনি (vagina), মুখ (*Oral*) অথবা পায়ু (*Anal*) পথে যৌনকর্ম করার ফলশ্রুতিতে ছড়ায় । *STD* এ যে কারো সমস্যা হতে পারে । সংক্রমিত অনেকের মধ্যে এর কোন উপসর্গ (*symptom*) দেখা যায় না । প্রধান প্রধান যৌন রোগসমূহ নিম্নরূপ :

১. ক্লামাইডিয়া : Chlamydia

কীভাবে এটি ছড়ায় :

যোনি অথবা পায়ুপথে যৌনকর্মের মাধ্যমে ক্লামাইডিয়া (Chlamydia) বিস্তার লাভ করে । একাধিক যৌন সঙ্গীর সঙ্গে সম্পর্ক না রেখে নিজের স্ত্রীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকা উত্তম ।

জটিলতা : Complication

ক্লামাইডিয়ার চিকিৎসা করা না হলে সন্তান প্রসবকালে নবজাতকের দেহে এ রোগ ছড়িয়ে পড়তে পারে। তাছাড়া ডিম্বাশয় (Ovary) এবং ফেলোপিয়ান নালীতে ছড়িয়ে গিয়ে বস্তি প্রদাহ রোগ বা Pelvic Inflammatory Disease (PID)-এর কারণ হতে পারে। ফেলোপিয়ান নালী ক্ষতিগ্রস্ত হলে সন্তান ধারণে অক্ষমতা দেখা দিতে পারে এবং জরায়ু বহির্ভূত গর্ভধারণের (Ectopic Pregnancy) ঝুঁকি বেড়ে যায় । পুরুষদের ক্ষেত্রে ক্লামাইডিয়া অচিকিৎসিত থাকলে তা শুক্রাশয়ে (Testicle) ছড়িয়ে পড়ে এবং বন্ধ্যাত্ব দেখা যায় ।[৫]

২. গণোরিয়া :Gonorrhea

কীভাবে এটি ছড়ায় :

গণোরিয়া (Gonorrhea) যোনি (vagina), মুখ (Oral) অথবা পায়ুপথে (Anal) যৌনকর্মের মাধ্যমে ছড়ায় ।

জটিলতা : Complication

গণোরিয়া যদি চিকিৎসা করা না হয় তাহলে পুরুষ ও মহিলা উভয়েরই মধ্যেই সন্ধিবাত(Arthritis) এবং হৃদ সমস্যার কারণ হয়। সন্তান প্রসবকালে গণোরিয়া শিশুতে সংক্রমিত হতে পারে ।[৬]

৩. সিফিলিস : Syphilis

কীভাবে এটি ছড়ায় :

সিফিলিস (Syphilis) যোনি (vagina), মুখ (Oral) অথবা পায়ু (Anal) পথে যৌনকর্ম অথবা ত্বকে সিফিলিসের ক্ষত তার সংস্পর্শে ছড়ায় ।

জটিলতা : Complications

চিকিৎসা না করা হলেও সিফিলিসের ক্ষত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে মিলিয়ে যায়। কিন্তু রোগটি শরীরে রয়ে গেছে বলেই জানবেন ।

অচিকিৎসিত সিফিলিস (চিকিৎসা পরিভাষায় secondary syphilis) কয়েক মাসের মধ্যেই দ্বিতীয় পর্যায়ে (stage two) উপনীত হয় । এ সময়ের লক্ষণের মধ্যে আছে জ্বর (Fever), পীড়কা (Rash), বেদনা (Aches),গলা ব্যথা (sore throat), চুল ঝরে যাওয়া এবং গ্রন্থি ফুলে যাওয়া (Swollen gland)।

দ্বিতীয় পর্যায়ের (stage two) লক্ষণ সমূহও বিনা চিকিৎসায় চলে যেতে পারে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তখনও সিফিলিসগ্রস্ত। প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় পর্যায়ের লক্ষণই এমন মৃদু (Mild) হতে পারে যে তা দৃষ্টিগ্রাহ্য ও অনুভবযোগ্য নয় । এরপর অচিকিৎসিত সিফিলিস বৎসরাধিক কাল অতিবাহিত হওয়ার পর উপনীত হয় তৃতীয় পর্যায়ে (চিকিৎসা পরিভাষায় যা Teritary Syphilis নামে পরিচিত) । সিফিলিসের তৃতীয় পর্যায়ে মস্তিষ্ক ও

---

৫. মূল রচনা : Karen Bemstein, MPH; MPH; CHES W. Paul Gibon. MPH হতে অনুবাদ : বজলুর রহিম, মাসিক গণ স্বাস্থ্য, ২২বর্ষ, ১১ সংখ্যা, (ঢাকা : গণ স্বাস্থ্য প্রকাশনা, নভেম্বর ২০০৩ ইং), পৃ. ২১-২৪

৬. মূল রচনা : Karen Bemstein, MPH; MPH; CHES W. Paul Gibon. MPH, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

হৃদপিণ্ডের ক্ষতি, অন্ধত্ব এমনকি মৃত্যুও ঘটতে পারে । সিফিলিস যদিও নিরাময় করা যায়, অচিকিৎসিত থাকলে শরীরে যে ক্ষতি হয়ে যায় তা পরিবর্তনযোগ্য নয় । মাতৃগর্ভে অবস্থানরত শিশুও সিফিলিসে আক্রান্ত হতে পারে।

সতর্কতা :

সিফিলিসের চিকিৎসা করা না হলে গর্ভস্থ শিশুতেও তা বাহিত হতে পারে এবং তা মারাত্মক অসুস্থতা এমনকি মৃত্যুও হতে পারে।[৭]

৪.হার্পিস : Herpes

কীভাবে এটি ছড়ায় :

হার্পিস (Herpes) খুব সাধারণ একটি ভাইরাস যা যোনি (vagina), মুখ (Oral) অথবা পায়ুপথে (Anal) পথে যৌনকর্মের মাধ্যমে ছড়ায় । হার্পিসের ফোঁড়া অথবা ক্ষত থাকলে ত্বকের সংস্পর্শেও এই রোগ ছড়াতে পারে। ক্ষত দেখা না গেলেও ভাইরাস ছড়াতে পারে । হার্পিস দেখা গেলে কারো সঙ্গে যৌনকর্ম করা থেকে বিরত থাকা গুরুত্বপূর্ণ ।

জটিলতা : Complications

ফোস্কা (Blister) প্রায়শ ফেটে যায় এবং বেদনাদায়ক ক্ষতে (Stores) রূপান্তরিত হয়, কিন্তু এগুলো সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে আপনা থেকেই সেরে যায় । তা সত্ত্বেও সংক্রমণ শরীরে থেকে যায় এবং যে কোন সময়েই এগুলোর পুনরাবির্ভাব ঘটতে পারে । অনেক ব্যক্তিই এসবের পুনঃ উদ্ভবের ঠিক আগে চুলকানির মত অনুভব করেন। আপনি যদি গর্ভবতী হন তাহলে চিকিৎসককে জানাতে ভুলবেন না । সন্তান জন্মের সময় শিশুকে সংক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য সিজারিয়ান অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে সন্তান ভূমিষ্ঠ করা আবশ্যক হতে পারে । শিশুদের মাঝে হার্পিস মারাত্মক সমস্যা এমনকি মৃত্যু ডেকে আনতে পারে ।[৮]

৫. যৌন আঁচিল : Genital Warts

কীভাবে এটি ছড়ায় :

যৌন আঁচিলের (Genital Warts) জন্য দায়ী হচ্ছে একটি ভাইরাস যা HPV বা Human Papilloma virus নামে পরিচিত। একে Condyloma-ও বলা হয় । এই ভাইরাস যোনি (vagina), মুখ (Oral) অথবা পায়ুপথে (Anal) যৌনকর্মের মাধ্যমে এমন কি ত্বকের সংযোগেও ছড়ায়। আঁচিল (Warts) দেখা না গেলেও ভাইরাস ছড়াতে পারে ।

জটিলতা : Complications

চিকিৎসার পর যৌন আঁচিলের (Genital Warts) পুনঃ আবির্ভাব হতে পারে । কারণ চিকিৎসার পরও আপনার মধ্যে ভাইরাসটি থেকে যায় । এগুলো যদি যোনি (vagina) অথবা মলাশয়ে (Rectum) হয় তাহলে তা অপসারণ করা কঠিন হতে পারে । কারণ HPV ক্যান্সারে রূপ নিতে পারে এবং প্রসব কালে সন্তানে বাহিত হতে পারে ।[৯]

৬. এইচআইভি / এইডস : HIV / AIDS

এটা কীভাবে ছড়ায় :

HIV (Human Immunodeficiency Virus) এমন একটি ভাইরাস যা AIDS-এ রূপ নিতে পারে । যোনি (vagina), মুখ (Oral) অথবা পায়ুপথে (Anal) যৌনকর্মের মাধ্যমে, দূষিত রক্ত পরিভবনের ফলে, এমনকি মাদক (Drugs) গ্রহণের ইনজেকশনের সিরিঞ্জ একাধিক জন ব্যবহার করলেও HIV ছড়াতে পারে । গর্ভাবস্থায় এবং কখনো কখনো স্তন্যদানকালে মা হতে শিশুতে এ রোগ বাহিত হতে পারে।

জটিলতা : Complications

---

৭. মূল রচনা : Karen Bemstein, MPH; MPH; CHES W. Paul Gibon. MPH, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫-২৬

৮. মূল রচনা : Karen Bemstein, MPH; MPH; CHES W. Paul Gibon. MPH, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

৯. মূল রচনা : Karen Bemstein, MPH; MPH; CHES W. Paul Gibon. MPH, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

AIDS-এ আক্রান্ত হলে রোগের বিরুদ্ধে দেহের প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হয়ে যায়, নানা রোগ ও ক্যান্সার দেহে বাসা বাঁধতে পারে । HIV মস্তিষ্ক ও স্নায়ু পদ্ধতিকে (Nervous system) আক্রমণ করতে পারে, যার ফলে স্মৃতি বিনষ্ট হয় । **এই রোগে মৃত্যু অনিবার্য** ।

চিকিৎসা : Treatments

রোগের এ পর্যন্ত কোন চিকিৎসা নেই ।[১০]

৭. হেপাটাইটিস বি : Hepatitis B

কীভাবে এটি ছড়ায় :

যোনি (vagina), পায়ু (Anal) এবং অথবা (সম্ভবত) মুখ মোহন (Oral sex) অথবা ইনজেকশনের সিরিঞ্জ একাধিক জনের ব্যবহারের মাধ্যমে হেপাটাইটিস-বি ভাইরাস ছড়ায় ।

হেপাটাইটিস-বি যকৃত (Liver) আক্রমণ করে এবং কতক ব্যক্তিতে মারাত্মক অসুস্থতা সৃষ্টি করে । সংক্রমিত ব্যক্তির মধ্যে প্রায়শ কোন লক্ষণ দেখা যায় না এবং তারা নিজেদের অজ্ঞাতে রোগ ছড়াতে পারেন ।

এর কোন চিকিৎসা নেই কিন্তু একে প্রতিহত করার জন্য টিকার ব্যবস্থা আছে ।[১১]

৮. যোনিপ্রদাহ : Vaginitis

যোনির স্বাভাবিক নিঃসরণ (discharge) সাদা অথবা পরিষ্কার রঙের । নিঃসরণকালে যদি যোনিতে চুলকায় অথবা ব্যথা করে, দুর্গন্ধযুক্ত বা ঘন হয় তবে তা স্বাভাবিক নয় । উপরের যে কোন একটি লক্ষণই সংক্রমণের নির্দেশক। যৌনকর্মের সময় এ ধরনের নিঃসরণ ঘটলেও,কতক ধরনের যোনিপ্রদাহ যৌনকর্ম ছাড়াই হতে পারে।

৯. ট্রাইকোমোনিয়াসিস : Trichomoniasis

ট্রাইকোমোনিয়াসিসের (Trichomoniasis) লক্ষণের মধ্যে আছে ফেনাযুক্ত যোনীয় নিঃসরণ, চুলকানি, প্রসবকালে জ্বালাপোড়া, দুর্গন্ধ এবং কখনো কখনো স্ফীতি । এটি যৌনকর্মের সময় ছড়াতে পারে ।

১০. ইস্ট সংক্রমণ : Yeast Infection

গর্ভাবস্থা,ডায়াবেটিস অথবা গর্ভনিরোধক বড়ি এবং অন্যান্য ওষুধের ব্যবহার মহিলাদের ঈস্ট সংক্রমণের দিকে ঠেলে দিতে পারে । এর লক্ষণের মধ্যে আছে দলাকৃতি নিঃসরণ,কখনো কখনো এতে তীব্র গন্ধ থাকে এবং চুলকানি । এই সমস্যা বড়ি (pill), যোনীয় সাপোজিটরী অথবা মলম ব্যবহারে নিরাময় করা যায় । এটি যদিও যৌনকর্ম কালে ছড়ায় না তথাপি পুরুষরা এর বাহক হতে পারেন এবং একজন মহিলাকে সংক্রমিত করতে পারেন ।[১২]

১১. জীবাণুজাত যোনি রোগ : Bacterial Vaginosis

এর সবচাইতে সাধারণ লক্ষণের মধ্যে আছে বাদামি (gray), মৎস্য গন্ধী নিঃসরণ (discharge)। কতক মহিলা প্রস্রাবের সময় চুলকানি ও জ্বালাভাব অনুভব করতে পারেন । যৌনকর্মের মাধ্যমে এটি ছড়াতে পারে ।

সতর্কতা

যে সকল বিষয় যোনির রোগের কারণ হতে পারে তার মধ্যে ডায়াবেটিস,এন্টিবায়োটিক,জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি, আন্তঃজরায়ু পদ্ধতি (IUD) এবং নিয়মিত অন্তর্বাস ব্যবহার বা আঁটোসাটো পোশাক পরিধান ।[১৩]

১২.কাঁকড়া এবং পাঁচড়া : Crabs and Scabies

কাঁকড়া (যৌন কেশের উঁকুন) এবং পাঁচড়া ক্ষুদে কীট যা ঘনিষ্ঠ শারীরিক সংযোগের মাধ্যমে ছড়ায় । সংক্রমিত ব্যক্তির ব্যবহৃত বিছানার চাদর, তোয়ালের মাধ্যমেও এটি ছড়াতে পারে। পাঁচড়ার কারণে যৌন এলাকায় হাত বা পায়ের আঙুলের মাঝে রক্তিম স্ফীতি দেখা দেয়। যৌন এলাকায় চুলে কাঁকড়া এবং এর ডিম দেখা যেতে পারে । উভয় সমস্যাই বেশ চুলকানি সৃষ্টি করে ।

---

১০. মূল রচনা : Karen Bemstein, MPH; MPH; CHES W. Paul Gibon. MPH, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

১১. মূল রচনা : Karen Bemstein, MPH; MPH; CHES W. Paul Gibon. MPH, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

১২. মূল রচনা : Karen Bemstein, MPH; MPH; CHES W. Paul Gibon. MPH, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮-২৯

১৩. মূল রচনা : Karen Bemstein, MPH; MPH; CHES W. Paul Gibon. MPH, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

যৌন সংবাহিত রোগ (sexually transmitted diseases-STD) প্রতিহত করার জন্য

যৌন সংবাহিত রোগ (sexually trans-mitted diseases-STD) প্রতিহত করার সর্বোত্তম উপায় সন্দেহজনক কারো সঙ্গে কোন যৌন কর্ম অথবা নিবিড় শারীরিক সংযোগ থেকে বিরত থাকা।[১৪]

মনে রাখবেন

- যৌন সংবাহিত রোগ জটিল হয়ে না উঠা পর্যন্ত অনেক ব্যক্তি এর লক্ষণ বুঝতে পারেন না ।
- বিভিন্ন ধরনের যৌন সংবাহিত রোগের (sexually transmitted diseases-STD) অভিন্ন লক্ষণ থাকতে পারে ।
- প্রতি বছর হাজার হাজার মহিলা ক্লামাইডিয়া (Chlamydia) ও গণোরিয়ার (Gonorrhea) কারণে বস্তিপ্রদাহ রোগের (PID) শিকার হয়ে সন্তান ধারণে অক্ষম হয়ে পড়েছেন ।
- প্রতিটি যৌন সংবাহিত রোগ (sexually transmitted diseases-STD) আলাদা আলাদাভাবে নিরূপণ ও চিকিৎসা করতে হবে ।
- কোন গর্ভবতী মহিলার যদি যৌন সংবাহিত রোগ (sexually transmitted diseases-STD) থাকে প্রাথমিক পর্যায়েই রোগ নিরূপণ ও চিকিৎসা করলে তার গর্ভস্থ সন্তানের ক্ষতি প্রতিহত করা সম্ভব হবে। (সংক্ষিপ্ত)[১৫]

জিনা-ব্যভিচার প্রতিরোধে আখিরাতে বিশ্বাস

আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে যাবতীয় যৌন অনাচার থেকে দূরে রাখে। নিম্নে সেগুলো আলোচনা করা হলো।

১. কিয়ামতের দিন আল্লাহর আরশের নিচে স্থান লাভ

যে সমস্ত যুবক ব্যভিচারের সুযোগ পেয়েও আল্লাহ তা'আলার ভয়ে ব্যভিচারে লিপ্ত হবে না, তারা কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার আরশের নিচে স্থান লাভ করবে।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ –ﷺ– قَالَ « سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِى ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ......وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّى أَخَافُ اللَّهَ.........

আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "সাত শ্রেণির লোকদের আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাঁর আরশের ছায়ায় আশ্রয় দান করবেন। যেদিন তাঁর আরশের ছায়া ছাড়া আর অন্য কোন ছায়া থাকবে না। সেই সাত শ্রেণির একজন হলো : ঐ ব্যক্তি যাকে কোন সম্ভ্রান্ত বংশের সুন্দরী রমণী ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আহ্বান জানায়। জবাবে সে বলে, আমি আল্লাহকে ভয় করি।"[১৬]

২. ক্ষমা ও জান্নাত লাভের ঘোষণা

ব্যভিচার আল্লাহ তা'আলার নিকট অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ। যারা ব্যভিচার থেকে বিরত থাকবে তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলা রেখেছেন ক্ষমা ও মহা প্রতিদান জান্নাত।

ক.আল্লাহ তা'আলা বলেন :

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ....وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُون إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ....أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

---

১৪. মূল রচনা : Karen Bemstein, MPH; MPH; CHES W. Paul Gibon. MPH, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

১৫. মূল রচনা : Karen Bemstein,MPH; MPH; CHES W. Paul Gibon. MPH হতে অনুবাদ : বজলুর রহিম, মাসিক গণ স্বাস্থ্য, ২২বর্ষ, ১১ সংখ্যা, (ঢাকা : গণ স্বাস্থ্য প্রকাশনা, নভেম্বর ২০০৩ ইং), পৃ. ৩০

১৬. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আয-যাকাত, অনুচ্ছেদ : ফাদলু ইখফাইস সাদাকাহ, (বৈরুত : দারুল জাবাল), খ.৩, পৃ. ৯৩, হাদিস নং-২৪২৭

"মু'মিনরা অবশ্যই সফলকাম.................যারা যৌনাঙ্গ হিফাজতকারী..................তারাই হবে (জান্নাতুল) ফিরদাউসের অধিকারী।"[১৭]

খ.আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

"যৌনাঙ্গ হিফাজতকারী পুরুষ ও যৌনাঙ্গ হিফাজতকারী নারী, আল্লাহর অধিক জিকিরকারী পুরুষ ও জিকিরকারী নারী, তাদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত করে রেখেছেন ক্ষমা ও মহা প্রতিদান (জান্নাত)।"[১৮]

عن سهل بن سعد : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال (من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة

গ. সাহল বিন সা'আদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "যে ব্যক্তি উভয় চোয়ালের মধ্য ভাগ (মুখ) এবং উভয় পায়ের মধ্য ভাগ (লজ্জা স্থান) হিফাজত করার দায়িত্ব গ্রহণ করবে, আমি তার জান্নাতের দায়িত্ব গ্রহণ করব।"[১৯]

৩. কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার চরম অসন্তোষ প্রকাশ

কিয়ামতের দিন ব্যভিচারীদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা চরম অসন্তোষ প্রকাশ করবেন।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- « ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ - قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ - وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ شَيْخٌ زَانٍ وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ ».

আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "কিয়ামতের দিন আল্লাহ তিন শ্রেণির মানুষের সাথে কথা বলবেন না, তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না, তাদের পবিত্রও করবেন না এবং তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি নির্ধারিত থাকবে। ১. ব্যভিচারী বৃদ্ধ, ২. মিথ্যাবাদী শাসক এবং ৩. অহংকারী দরিদ্র লোক।"[২০]

৪. ব্যভিচারীদের আখিরাতের শাস্তি

এক. আখিরাতে দ্বিগুণ শাস্তি

ব্যভিচারীদের আখিরাতে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

"আর যারা আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্যের ইবাদত করে না, আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন সঙ্গত কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না (তারাই আল্লাহর প্রিয় বান্দা)। আর যে এসব কাজ করবে, সে শাস্তি ভোগ করবে। কিয়ামতের দিন তার শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং সেখানে সে অপমানিত অবস্থায় চিরকাল অবস্থান করবে। কিন্তু তারা নয়, যারা তাওবা করে, ইমান আনে ও সৎকর্ম করে। আল্লাহ তাদের পাপ পরিবর্তন করে দিবেন পুণ্যের দ্বারা। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[২১]

দুই. আগুনের বড় চুল্লিতে শাস্তি

রাসূলুল্লাহ (স.)-এর স্বপ্নের বিবরণ সম্বলিত হাদিসটি নিম্নরূপ।

عن سمرة بن جندب، قال: كان النبي ﷺ إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال:: ....(لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع يتوقد تحته نارا فإذا اقترب

১৭. আল-কুরআন, *সূরা মু'মিনুন* ২৩:১-১১

১৮. আল-কুরআন, *সূরা আহযাব* ৩৩:৩৫

১৯. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আর-রিকাক, অনুচ্ছেদ : হিফযিল লিসান , (বৈরুত : দারু ইবনি কাছীর, ১৯৮৭ইং/১৪০৭হি.), খ. ৫, পৃ. ২৩৭৬, হাদিস নং-৬১০৯

২০. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আল-ঈমান, অনুচ্ছেদ : বায়ানু গিলজি তাহরীমি ইছবালিল ইযারি...,(বৈরুত : দারুল জাবাল), খ. ১, পৃ. ৭১, হাদিস নং-৩০৯

২১. আল-কুরআন, *সূরা আল-ফুরকান* ২৫ : ৬৮-৭০

ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا فإذا خمدت رجعوا فيها وفيها رجال ونساء عراة فقلت من هذا ؟ .....والذي رأيته في الثقب فهم الزناة

সামুরা বিন জুনদুব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স.) নামাজ শেষে আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসতেন। অতঃপর বললেনঃ ...."গত রাতে আমি (স্বপ্ন) দেখলাম, দু'জন লোক (জিবরাইল ও মিকাইল (আ.) এসে আমার দু'হাত ধরে আমাকে পবিত্র ভূমির দিকে নিয়ে চললো। রাসূল (স.) বলেন : আমি তাদের সাথে অগ্রসর হলাম, চলতে চলতে বড় চুল্লির কাছে এসে পৌঁছলাম। সেই চুল্লির উপরিভাগ সংকীর্ণ ও নিম্ন ভাগ প্রশস্ত। ভেতরে বিরাট চিৎকার ও হৈ চৈ শোনা যাচ্ছিল। আমরা চুল্লিটার ভেতরে উলঙ্গ নারী ও পুরুষদেরকে দেখতে পেলাম। তাদের নিচ থেকে কিছুক্ষণ পরপর আগুনের শিখা এসে তাদের উপর দাউ দাউ কারে জ্বলছিল, আর তারা সে আগুনের তীব্র দহনে জোরে জোরে চিৎকার করছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম : ওহে জিবরাইল ওরা কারা? তিনি বললেন : ব্যভিচারী পুরুষ ও নারী। তাদের ওপর এ শাস্তি কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে।"[২২]

৫. কুপ্রবৃত্তি দমন

ব্যভিচারের প্রবণতা একটি মানসিক রোগ। এই রোগের চিকিৎসা মানুষের মনে আখিরাতে বিশ্বাস সুদৃঢ় করা। যখন মানুষের মনের মধ্যে কৃপ্রবৃত্তি জাগ্রত হয়, তখনই সে ব্যভিচারের দিকে ধাবিত হয়। আখিরাতে বিশ্বাস মানুষের কুপ্রবৃত্তিকে দুর্বল করে দেয়। তাই আখিরাতে বিশ্বাসী সহজেই ব্যভিচার থেকে বেঁচে থাকতে পারে। আর কুপ্রবৃত্তি দমনের পুরস্কার জান্নাত। এভাবে কুপ্রবৃত্তি দমন করে আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে ব্যভিচার থেকে রক্ষা করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى

"আর যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াতে ভয় পায় এবং কুপ্রবৃত্তির হাত থেকে নিজকে রক্ষা করে চলে, তার ঠিকানা জান্নাত।"[২৩]

৬. বৈধভাবে জৈবিক চাহিদা পূরণ

ইসলাম মানুষের স্বাভাবিক জৈবিক চাহিদাকে দমন করতে বলে না। বরং সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে বিবাহের মাধ্যমে এই চাহিদা পূরণের তাগিদ দেয়। স্বামী-স্ত্রীর মিলনকে ইসলাম অত্যন্ত পুণ্যকর্ম ও আখিরাতের পাথেয় (সওয়াব) বলে ঘোষণা করেছে।

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –ﷺ– «وَفِى بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَأْتِى أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ قَالَ « أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِى حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِى الْحَلاَلِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ ».

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন : "তোমাদের স্ত্রীদের যৌন মিলন তোমাদের জন্য সদকা অর্থাৎ পুণ্যের কাজ। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কেউ যদি প্রবৃত্তির চাহিদা মিটায় তাতেও কি পুণ্য হবে? তিনি বললেন : তোমরা কি লক্ষ্য কর নাই যে, যদি সে তা হারাম উপায়ে চরিতার্থ করত তাহলে তার জন্য পাপের কারণ হত। অনুরূপভাবে যদি সে তা হালাল উপায়ে চরিতার্থ করে তবে তাতে সওয়াব হবে।"[২৪]

৭. নারীদের অমার্জিত ও অশালীন পোশাক ও চালচলন

নারীদের অমার্জিত ও অশালীন পোশাক ও চালচলন নারী ধর্ষণ ও ব্যভিচারের অন্যতম কারণ। পোশাকের উদ্দেশ্য হলো লজ্জা নিবারণ। বর্তমানে নারীদের নগ্নতা সর্বস্ব পোশাক লজ্জা নিবারণ তো করেই না বরং যুব সমাজকে এক ধরনের বিকৃত কামোন্মাদনায় ঠেলে দিচ্ছে। নারীদের পোশাক এমন পাতলা হতে পারবে না, যাতে শরীর স্পষ্ট বোঝা যায়। এমন আঁটসাটও হতে পারবে না যে, দেহের গঠন ফুটে ওঠে। আবার এমন খাটো বা সংক্ষিপ্ত হতে পারবে না যার কারণে শরীরের বিভিন্ন অংশ খোলা থাকে। নারীরা এমন ধরনের পোশাক পরিধান করছে যে, যা তাদের দেহের নগ্নতা প্রকাশ করে। তারা নিত্য নতুন ডিজাইনের পোশাক পরে পুরুষের সামনে নিজকে সুন্দর, আকর্ষণীয় ও যৌনাবেদনময়ী করে তুলে ধরছে। যা পুরুষকে ধর্ষণ বা ব্যভিচারের দিকে

---

২২. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আল-জানায়িয, অনুচ্ছেদ : মা কিলা ফী আওলাদিল মুসলিমীন, (বৈরুত : দারু ইবনি কাছীর, ১৯৮৭ইং/১৪০৭হি.), খ. ১, পৃ. ৪৬৫, হাদিস নং-১৩২০

২৩. আলকুরআন, *সূরা নাযি'আত* ৩৭৯ : ৪০-৪১

২৪. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আয-যাকাত, অনুচ্ছেদ : বায়ানু আন্না ইসমাস সাদাকাতি ইয়াক্বায়ু আলা কুল্লি নাওয়িম মিনাল মা'রূফি, (বৈরুত : দারুল জাবাল), খ. ৩, পৃ. ৮২, হাদিস নং-২৩৭৬

ধাবিত করছে। আখিরাতে বিশ্বাস নারীদেরকে অশালীন ও নগ্ন পোশাক থেকে দূরে রাখে। কারণ যারা নগ্ন ও অশালীন পোশাক পরে যুবকদেরকে ব্যভিচারের দিকে ধাবিত করে তারাই জাহান্নামি।

ক. রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : «رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة»

"দুনিয়ার মধ্যে বহু পোশাক পরিহিতা মহিলা আখিরাতে উলঙ্গ থাকবে।"[২৫]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- « صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاَتٌ مَائِلاَتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا ».

খ. আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "দুই শ্রেণির জাহান্নামি রয়েছে, যাদেরকে আমি এখনো দেখিনি। এক শ্রেণি হলো, যাদের কাছে গরুর লেজের মত চাবুক রয়েছে, যা দিয়ে তারা মানুষকে মারবে। আর দ্বিতীয় শ্রেণি হলো, যে নারীরা পোশাক পরেও উলঙ্গ থাকবে। যারা পুরুষকে আকৃষ্ট করবে এবং নিজেরাও আকৃষ্ট হবে। তাদের মাথাগুলো হবে বড় বড় উটের হেলে পড়া কুজের ন্যায়। এসকল নারী জান্নাতের প্রবেশ করতে তো পারবেই না। এমনকি জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুঘ্রাণ বহুদূর থেকে পাওয়া যাবে।"[২৬]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، – قَالَ فِي حَدِيثِ شَرِيكٍ: يَرْفَعُهُ – قَالَ: «مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَلْبَسَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْبًا مِثْلَهُ» زَادَ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ «ثُمَّ تُلَهَّبُ فِيهِ النَّارُ»

গ. আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "যে ব্যক্তি খ্যাতির জন্য (দৃষ্টি আকর্ষণকারী) পোশাক পরিধান করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে অনুরূপ পোশাক পরাবেন। অতঃপর তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হবে।"[২৭]

৮. দৃষ্টির হিফাজত

পর নারী-পুরুষের একটি দৃষ্টি তাদের ধ্বংসের জন্যে যথেষ্ট হতে পারে। এই একটি দৃষ্টি ইভটিজিং, এসিড নিক্ষেপ, ধর্ষণ বা ব্যভিচারের সূচনা হতে পারে। কারণ কুপ্রবৃত্তির কাম উত্তেজনা জ্ঞান-বুদ্ধিকে পরাস্ত করে সহজেই মানুষের পদস্খলন ঘটাতে পারে। এ জন্যই লজ্জাস্থানের হিফাজতের প্রথম শর্ত হলো দৃষ্টির হিফাজত। কাম প্রবৃত্তির সূচনা হলো দৃষ্টিপাত আর সর্বশেষ পরিণতি হলো ব্যভিচার। দৃষ্টিগত অপরাধ লোকচক্ষুর অগোচরে হতে পারে। দুনিয়ার কোন মানুষ ধরতে না পারলেও আল্লাহ ঠিকই অবগত আছেন। এ অপরাধের শাস্তি আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাতে প্রদান করবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন : يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ

"আল্লাহ চক্ষুর অপব্যবহার এবং অন্তরসমূহে যা গোপন আছে, তা জানেন।"[২৮]

যারা চক্ষুর হিফাজত করবে, তাদের জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও জান্নাতের সুসংবাদ রয়েছে।

ক. চক্ষুর হিফাজতকারীর চক্ষু জাহান্নামে যাবে না

عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ثَلَاثَةٌ لَا تَرَى أَعْيُنُهُمُ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وَعَيْنٌ حَرَسَتْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَعَيْنٌ غَضَّتْ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ "

বাহায ইব্‌ন হাকিম (রহ.) তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "তিন ব্যক্তি এমন, যাদের চক্ষু জাহান্নাম দেখবে না অর্থাৎ এরা জাহান্নামে যাবে না। যে চক্ষু

---

২৫. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আল-ফিতান, অনুচ্ছেদ : লা ইয়াতি যামানুন ইল্লাল্লাযী বা'দাহু শাররুম মিনহু, (দারু তাওকিন নাজাহ, ১৪২২ হি.), খ. ৯, পৃ. ৪৯, হাদিস নং-৭০৬৯

২৬. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায়: আল-লিবাস ওয়ায যীনাহ, অনুচ্ছেদ : আন-নিসা আল-কাসিয়াতিল আরিয়াতি আল-মাইলাতিল মুমীলাত, (বৈরুত : দারুল জাবাল), খ. ৬, পৃ. ১৬৮, হাদিস নং-৫৭০৪

২৭. আবূ দাউদ সুলাইমান ইব্‌ন আশ'আছ আস-সিজিস্তানী, *সুনানু আবী দাউদ*, অধ্যায় : আল-লিবাস, অনুচ্ছেদ : ফী লুবসি শাহওয়াতি, (বৈরুত : মাকতাবুল আসরিয়্যাহ), খ. ৪, পৃ. ৪৩, হাদিস নং-৪০২৯

২৮. আল-কুরআন, *সূরা মু'মিন* ৪০ : ১৯

আল্লাহর পথে দেশের (সীমান্ত) পাহারা দিয়েছে, যে চক্ষু আল্লাহর ভয়ে কেঁদেছে। আর যে চক্ষু আল্লাহ কর্তৃক হারামকৃত জিনিস দেখা থেকে বিরত রয়েছে।"[২৯]

খ. চক্ষু হিফাজতকারীর চক্ষু কিয়ামতের দিন ক্রন্দন করবে না

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ عَيْنٍ بَاكِيَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا عَيْنٌ غَضَّتْ عَنْ مَحَارِمِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَعَيْنٌ سَهِرَتْ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَعَيْنٌ خَرَجَ مِنْهَا مِثْلُ رَأْسِ الذُّبَابِ دَمْعَةٌ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ» غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ صَفْوَانَ، وَأَبِي سَلَمَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ عُمَرُ بْنُ صُهْبَانَ

আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "কিয়ামতের দিন প্রতিটি চক্ষুই ক্রন্দন করবে কয়েকটি চক্ষু ব্যতীত। যে চক্ষু মহা পরাক্রমশালী আল্লাহর নিষিদ্ধ বস্তু দেখা থেকে বিরত রয়েছে; যে চক্ষু আল্লাহর পথে জাগ্রত রয়েছে। আর যে চক্ষু থেকে আল্লাহর ভয়ে মাছির মাথার সমান অশ্রু নির্গত হয়েছে।"[৩০]

গ. জাহান্নামের আগুন হারাম

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " حُرِّمَتِ النَّارُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَعْيُنٍ: عَيْنٍ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ، وَعَيْنٍ غَضَّتْ عَنْ مَحَارِمِ اللهِ، وَعَيْنٍ سَهِرَتْ فِي سَبِيلِ اللهِ "

ইব্‌ন আব্বাস হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি : "তিনটি চক্ষুর জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম। যে চক্ষু আল্লাহর ভয়ে কেঁদেছে, যে চক্ষু আল্লাহর পথে দেশের (সীমান্ত) পাহারা দিয়েছে আর ।"[৩১]

৯. নারী ও পুরুষের অনৈতিক সম্পর্ক প্রতিরোধ

দৃষ্টির হিফাজতের সাথে লজ্জাস্থানের হিফাজতের সম্পর্ক রয়েছে। দৃষ্টি হিফাজত করতে পারলে লজ্জাস্থানের হিফাজত সহজ হয়। দৃষ্টির মাধ্যমেই নারী-পুরুষের মধ্যে অনৈতিক সম্পর্ক গড়ে উঠে। যার প্রতি চোখ তুলে তাকানো আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নিষিদ্ধ তার প্রতি তাকানো অন্যায়। এই দৃষ্টি মানুষকে ব্যভিচারের দিকে ধাবিত করে। যখন একজন নারী-পুরুষের প্রতি দৃষ্টি নিপতিত হয়, অন্যজনও যদি ফিরে তাকায়; শুরু হয় দৃষ্টি বিনিময়। এই দৃষ্টি বিনিময়ের প্রতিক্রিয়া হৃদয়ে গিয়ে বিদ্ধ হয়, যার প্রতিক্রিয়া সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। একে অপরের প্রতি তীব্র আকর্ষণ অনুভব করে। শুরু হয় ভাব বিনিময়। সরাসরি অথবা মোবাইলে চলতে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রেমালাপ। তখন একজন অন্যজনকে খুব নিকটে পেতে চায়, পেতে চায় তার সংসর্গ ও স্পর্শ। লালসার এই উন্মাদনা লজ্জাস্থানের পবিত্রতা নষ্ট করে। তারা জড়িয়ে পড়ে ব্যভিচারের মত নোংরা অপকর্মে। যার সূচনা হয়েছিল এক পলক দৃষ্টি থেকে। এজন্য রাসূলুল্লাহ (স.) পর নারী বা পুরুষ দেখা, তার সাথে কথা বলা, তার কথা শুনা এবং অন্তরে তার কল্পনাকে ব্যভিচারের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এগুলোর জন্য আখিরাতে শাস্তি ভোগ করতে হবে। কিয়ামতের দিন কান, চোখ ও অন্তরের ব্যবহার সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে।

ক. আল্লাহ তা'আলা বলেন : إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

"নিশ্চয়ই কান, চোখ ও অন্তঃকারণ, এদের প্রত্যেকটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।"[৩২]

قال أبو هريرة : عن النبي صلى الله عليه و سلم (إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العين النظر وزنا اللسان المنطق والنفس تتمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه)

---

২৯. আবূ ইয়ায়লী আহমাদ ইব্‌ন আলী আল-মাওছিলী, *আল-মুজামু আবূ ইয়ায়লী আল-মাওছিলী*, অধ্যায় : আইন, (ফায়সালা আবাদ : ইদারাতুল উলুম আল-উছরিয়্যাহ, ১৪০৭হি.), খ. ১, পৃ. ১৮৬, হাদিস নং-২০১৫

৩০. আবূ নাঈম আহমাদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ, হুলইয়তুল আওলিয়া, অধ্যায় : ফামিনাত ত্বলাবাতিল উলা মিনাত তাবিয়ীন, অনুচ্ছেদ : সাফওয়ান ইব্‌ন মুসলিম, (বৈরুত : দারুল কিতাবিল ইলমিয়্যাহ,১৪০৯হি.), খ. ৩, পৃ. ১৬৩

৩১. আবূ নাঈম আহমাদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ, হুলইয়তুল আওলিয়া ওয়া তবাকাতিল আছফিয়া, অধ্যায় : ফামিনাত তাবাকাতিল উলা মনিাত তাবিয়ীন, অনুচ্ছেদ : আতা বিন মাইসারাহ কালা শাইখ রাহিমা হুল্লাহ, (বৈরুত : দারুল কিতাবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪০৯হি.), খ. ৫, পৃ. ২০৯

৩২. আল-কুরআন, *সূরা বানী ইসরাঈল* ১৭ : ৩৬

খ. আবূ হুরায়রা (রা.) নবী (স.) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (স.) বলেছেন : আদম সন্তানের জন্য ব্যভিচারের একটি অংশ নির্দিষ্ট করা আছে। এটার (শাস্তি) সে নিঃসন্দেহে পাবেই। দুচোখের জিনা পরস্ত্রীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা, দুকানের জিনা হলো শ্রবণ করা, মুখের জিনা বলা, হাতের জিনা স্পর্শ করা, পায়ের জিনা ঐ উদ্দেশ্যে পথ চলা। অন্তর ঐ কাজের প্রতি কুপ্রবৃত্তিকে জাগ্রত করে এবং তার আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করে আর যৌনাঙ্গ এমন অবস্থা সত্যায়িত বা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।"[৩৩]

১০. নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা প্রতিরোধ

নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা ধর্ষণ বা ব্যভিচার বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। নারী-পুরুষের একে অপরের প্রতি আকর্ষণ সহজাত প্রবৃত্তি। নারীর রূপ-যৌবন দেখে পুরুষের মনে যৌন লালসার আগুন জ্বলে ওঠে। পুরুষ আকর্ষণ অনুভব করে নারীর প্রতি আর নারীও পুরুষকে প্রলুব্ধ করে। এভাবে একে অপরের সাথে যৌনাচারে লিপ্ত হয়।

বর্তমানে রাস্তা-ঘাটে, অফিস-আদালতে, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, ক্লাবে, পার্টিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সর্বত্র নারী-পুরুষ অবাধে মেলামেশা করছে। ফলে দিন দিন ধর্ষণ ও ব্যভিচার বৃদ্ধি পাচ্ছে। আখিরাতে বিশ্বাস নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশাকে নিরুৎসাহিত করে এবং একে অপর থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখার তাগিদ দেয়। যে সমস্ত নারী অবাধে প্রকাশ্যে চলাফেরা করে তারা কপট ও জাহান্নামি।

عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ سَعْدٍ، وَكَانَتْ خَادِمًا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَثَلُ الرَّافِلَةِ فِي الزِّينَةِ فِي غَيْرِ أَهْلِهَا كَمَثَلِ ظُلْمَةِ يَوْمِ القِيَامَةِ لاَ نُورَ لَهَا.

মাইমুনা বিনতে সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (স.)-এর খাদেমা ছিলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "স্বামী ছাড়া অন্য লোকের সামনে যে নারী সাজগোজ করে আকর্ষণীয় পোশাকে আবির্ভূত হয় সে কিয়ামতের দিনের অন্ধকারের সমতুল্য। সেদিন তার জন্য কোন আলোর ব্যবস্থা থাকবে না।"[৩৪]

১১. পর্দাহীনতা প্রতিরোধ

একটি নারী যখন সেজে-গুজে খোলামেলাভাবে চলাফেরা করে তখন পুরুষের লোলুপ দৃষ্টি তার ওপর পতিত হয়। নারী তার মহামূল্যবান সতীত্ব হারায়। বিনা প্রয়োজনে একজন নারীর বাইরে বের হওয়া উচিত নয়।

ক. আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

"তোমরা নিজেদের গৃহে অবস্থান করবে, মূর্খযুগের ন্যায় নিজেদের প্রদর্শন করে বেড়াইও না।"[৩৫]

পর্দা পুরুষের মনে নারীর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করে। পর্দা নারীকে ইভটিজিং, এসিড নিক্ষেপ, ধর্ষণ ও ব্যভিচার থেকে রক্ষা করে। তাই নারীর দায়িত্ব কোথাও বের হলে পর্দাসহ বের হওয়া। অন্যথায় কিয়ামতের দিন তাকে উলঙ্গ সাব্যস্ত করা হবে এবং এর জন্য তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। পরুষেরও দায়িত্ব নিজের স্ত্রী, কন্যা, বোন ও মাকে পর্দায় রাখা। অন্যথায় তাকে জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে হবে।

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ، وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ، وَالدَّيُّوثُ، وَثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ، وَالْمُدْمِنُ عَلَى الْخَمْرِ، وَالْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى "

খ. সালিম ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (রহ.) তার পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.)

---

৩৩. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আল-ইসতি'যান,অনুচ্ছেদ : যিনা আল-জাওয়ারিহি দুনাল ফারজ, (বৈরুত : দারু ইবনি কাছীর, ১৯৮৭ইং/১৪০৭হি.), খ. ৫, পৃ. ২৩০৪, হাদিস নং-৫৮৮৯

৩৪. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত তিরমিযী*, অধ্যায় : আন-নিকাহ , অনুচ্ছেদ : মা জাআ ফী কারাহিয়্যাতিল খুরুজিন নিসায়ি ফিয যিনাতি, (বৈরুত : দারুল গুরুব আল-ইসলামি, ১৯৯৮), খ. ২,পৃ. ৪৬১, হাদিস নং-১১৬৭

৩৫. আল-কুরআন, *সূরা আহযাব* ৩৩ : ৩৩

বলেছেন : “তিন ব্যক্তির জন্য জান্নাত হারাম। মদখোর, পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান এবং দায়ুছ। (দায়ুছ হচ্ছে সে ব্যক্তি যে তার পরিবারের সদস্যদের অশ্লীল কাজে লিপ্ত জেনেও তা প্রতিহত করে না।)”[৩৬]

১২. নারীর যৌন আবেদন সৃষ্টি না করা

নারীদের সাজগুজ করে পর পুরুষের নিকট যাওয়া উচিত নয়। এতে পর পুরুষের মনে যৌন আবেদন সৃষ্টি হয়। এটাও ব্যভিচারের অন্যতম কারণ।

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ما من امرأة تخرج في شهرة من الطيب فينظر الرجال إليها إلا لم تزل في سخط الله تعالى حتى ترجع إلى بيتها. "طب – عن ميمونة بنت سعد".

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : “কোন নারী সুগন্ধি মেখে যৌন আবেদন সৃষ্টি করে ঘর থেকে বের হয়, অতঃপর পুরুষগণ তার দিকে কাম দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, ঐ নারী ঘরে ফিরে না আসা পর্যন্ত আল্লাহর অসন্তুষ্টিতে থাকে।”[৩৭]

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذا تطيبت المرأة لغير زوجها، فإنما هو نار وشنار "أي عار". "طس – عن أنس

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : “যখন কোন নারী সুগন্ধি মেখে স্বামী ছাড়া অন্য পুরুষের নিকট গমন করে, নিশ্চয়ই সে জাহান্নামি এবং এটা তার অপমানের কারণ হবে অর্থাৎ সে অপমানিত হবে।”[৩৮]

১৩. পর নারী-পুরুষের গোপন সাক্ষাৎ পরিহার

অনেক নারী মুহরিম পুরুষ ছাড়াই বাসা-বাড়িতে, ক্লাবে, অফিসে বা অন্য কোন স্থানে অভিসারে বা গোপনে পর পুরুষের সাথে মিলিত হয়। তারা একে অপরের সাথে কথাবার্তা বলে ও গল্প-গুজবে মেতে উঠে বা হাসি-ঠাট্টা করে। এ ধরনের মিলনে শয়তান উভয়কে ধোঁকা দিয়ে ব্যভিচারে লিপ্ত করে। তাই এ ধরনের মিলন আখিরাতে বিশ্বাসের পরিপন্থী। আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী কোন পুরুষ ও নারী এ ধরনের অভিসারে মিলিত হতে পারে না।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يَخْلُوَنَّ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ "

ক. জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : “যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী, সে যেন সাধারণ গোসলখানায় লুঙ্গি ছাড়া প্রবেশ না করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী, সে যেন তার স্ত্রীকে সাধারণ গোসলখানায় প্রবেশ করতে না দেয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী, সে যেন এমন নারীর সাথে গোপনে মিলিত না হয় যার সাথে তার আপন মুহাররম কোন পুরুষ নেই। কেননা গোপনে মিলিত এমন দুজন নারী-পুরুষের সাথে শয়তান তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে উপস্থিত থাকে।”[৩৯]

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –ﷺ– قَالَ « إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ ». فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ قَالَ « الْحَمْوُ الْمَوْتُ ».

---

৩৬. আবূ আব্দুর রহমান আহমাদ ইব্‌ন শু'আইব আন-আসায়ী, *সুনানুন নাসায়ী*, অধ্যায় : আয-যাকাত, অনুচ্ছেদ : আল-মান্নানু বিমা আ'ত্বা, (হালব : মাকতাবুল মাতলু'আতি আল-ইসলামি, ১৯৮৬ইং/ ১৪০৬ হি.), খ. ৫,পৃ. ৮০, হাদিস নং-২৫৬২

৩৭. আলী ইব্‌ন হিসামুদ্দীন, *কানযুল উম্মাল ফী সুনানিল আকওয়ালি ওয়াল আফ'আল*, অধ্যায় : হারফুন নূন, অনুচ্ছেদ : আল-ফাদলুল আওয়ালু ফী তারহীবাত, (মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪০১হি./১৯৮১ইং), খ. ১৬,পৃ. ৩৮৭, হাদিস নং-৪৫০৩০

৩৮. আলী ইব্‌ন হিষামুদ্দীন, *কানযুল উম্মাল ফী সুনানিল আকওয়ালি ওয়াল আফ'আল*, অধ্যায় : হারফুন নূন, অনুচ্ছেদ : আল-ফাদলুল আওয়ালু ফী তারহীবাত, প্রাগুক্ত, খ. ১৬,পৃ. ৩৮১, হাদিস নং-৪৫০০১

৩৯. ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল, *মুসনাদু আহমাদ*, অধ্যায় : মুসনাদু জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (রা.), (মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪২১হি./২০০১খ্রি.), খ. ২৩, পৃ. ১৯, হাদিস নং-১৪৬৫১

খ. উকবা ইব্‌ন আমির (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "হুঁশিয়ার! (বেগানা) নারীদের নিকট তোমরা প্রবেশ করা পরিত্যাগ কর। সে সময় আনসারদের এক ব্যক্তি বলল–হে আল্লাহর রাসূল! দেবর সম্পর্কে আপনার মতামত কি? তিনি বললেন, দেবর মৃত্যু তুল্য।"[৪০]

১৪. মহিলাদের একাকী সফর না করা

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلاَّ وَمَعَهَا أَبُوهَا، أَوْ أَخُوهَا، أَوْ زَوْجُهَا، أَوْ ابْنُهَا، أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تُسَافِرُ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

আবূ সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "যে মহিলা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ইমান রাখে, তার সাথে তার পিতা অথবা তার ভাই অথবা তার স্বামী অথবা তার ছেলে অথবা তার কোন মুহরিম আত্মীয় না থাকলে তার জন্য তিন দিন বা তার অধিক সময় একা সফর করা বৈধ নয়।"[৪১]
অন্য হাদিসে রয়েছে, আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "কোন স্ত্রীলোক যেন সাথে মুহরিম আত্মীয় ছাড়া একা একদিন ও এক রাতের দূরত্ব অতিক্রম না করে।"[৪২]

১৫. স্বামীকে কষ্ট না দেয়া

কোন কোন মহিলা অহেতুক বা সামান্য কারণে স্বামীকে কষ্ট দেয়। এতে স্বামীর মনে স্ত্রীর প্রতি অনীহা সৃষ্টি হয় এবং পর নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। আখিরাতে বিশ্বাস অহেতুক স্বামীকে কষ্ট দেয়া থেকে স্ত্রীকে বিরত রাখে।

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا، إِلاَّ قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الحُورِ العِينِ: لاَ تُؤْذِيهِ، قَاتَلَكِ اللَّهُ، فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكَ دَخِيلٌ يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا.هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

মুআয ইব্‌ন জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স.) বলেছেন : "যখন কোন স্ত্রীলোক পৃথিবীতে স্বামীকে কষ্ট দেয় তখনই জান্নাতের আয়ত লোচন হুরদের মধ্যে (ভাবি) স্ত্রী বলে, হে হতভাগিনী! তাকে কষ্ট দিও না। আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুন! তিনি তো তোমার কাছে ক্ষণস্থায়ী মেহমান। অচিরেই তিনি তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমাদের কাছে চলে আসবেন।"[৪৩]

১৬. স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখা

স্ত্রী যদি স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখে এবং মন-প্রাণ দিয়ে স্বামীকে ভালবাসে তাহলে ঐ স্ত্রী জান্নাতে প্রবেশ করবে।

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الجَنَّةَ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

---

৪০. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আস-সালাম, অনুচ্ছেদ : তাহরীমুল খালওয়াতি বিল আজনাবিয়্যাতি ওয়াদদুখুলি আলাইহা, (বৈরুত : দারুল জাবাল), খ. ৭, পৃ. ৭, হাদিস নং-৫৮০৩

৪১. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত তিরমিযী*, অধ্যায় : আন-নিকাহ , অনুচ্ছেদ : মা জাআ ফী কারাহিয়্যাতি আন তুসাফিরাল মারআতু ওয়াহদাহা, (বৈরুত : দারুল গুরুব আল-ইসলমি, ১৯৯৮খ্রি.), খ. ২,পৃ. ৪৬৩, হাদিস নং-১১৬৯

৪২. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত তিরমিযী*, অধ্যায় : আন-নিকাহ , অনুচ্ছেদ : মা জাআ ফী কারাহিয়্যাতি আন তুসাফিরাল মারআতু ওয়াহদাহা, প্রাগুক্ত, খ. ২,পৃ. ৪৬৪, হাদিস নং- ১১৭০

৪৩. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত তিরমিযী*, অধ্যায় : আন-নিকাহ, অনুচ্ছেদ : নেই , প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৬৮, হাদিস নং-১১৭৪

খ. উম্মে সালমা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "যে কোন মহিলা তার স্বামীকে সন্তুষ্ট রেখে মারা যায়, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[৪৪]

১৭. মাদকাসক্তি প্রতিরোধ

মাদকাসক্তি ব্যভিচারের অন্যতম কারণ। মাদকাসক্ত ব্যক্তির বিবেক-বুদ্ধি লোপ পায়। তাই মাদকাসক্ত ব্যক্তি অহরহ জিনা-ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে থাকে। আবার অনেক পুরুষ মদ গ্রহণের ফলে পুরুষত্বহীন হয়ে পড়ে। স্ত্রী নিজের চাহিদা পূরণের জন্য পর পুরুষের সাথে জিনা-ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে থাকে। মাদকাসক্তি থেকে দূরে রাখতে আখিরাতে বিশ্বাসের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আখিরাতে বিশ্বাসী মদপান করতে পারে না।

এক. মদ পান না করা আখিরাতে বিশ্বাসের অংশ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَشْرَبِ الْخَمْرَ، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَجْلِسْ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَخْلُوَنَّ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا مَحْرَمٌ»

ইব্ন আব্বাস হতে বর্ণিত। নবী (স.) বলেছেন : "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে সে যেন মদ পান না করে এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস রাখে সে ব্যক্তি সেই দস্তরখানে (টেবিল) না বসে যেখানে মদপান করা হয়।"[৪৫]

উক্ত হাদিসে মদপান না করা এবং যারা মদ পান করে তাদের সংশ্রব বর্জন করা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসের অংশ ঘোষণা করা হয়েছে। সুতরাং মাদকাসক্ত সঙ্গদোষ প্রতিরোধে আখিরাতে বিশ্বাসের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

দুই. মদপানকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانٌ، وَلَا عَاقٌّ، وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ»

ক. আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা.) নবী (স.) হতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ বলেছেন : "দান করে খোঁটাদানকারী, পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান এবং মদপানকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"[৪৬]

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، مُدْمِنُ خَمْرٍ

খ. আবূ দারদা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "সর্বদা মদপানকারী জান্নাতে যাবে না।"[৪৭]

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ، وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ، وَالدَّيُّوثُ، وَثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ، وَالْمُدْمِنُ عَلَى الْخَمْرِ، وَالْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى "

গ. সালিম ইব্ন আব্দুল্লাহ (রহ.) তার পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "তিন ব্যক্তির জন্য জান্নাত হারাম। মদখোর, পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান এবং দায়ুছ। (দায়ুছ হচ্ছে সে ব্যক্তি, যে তার পরিবারের সদস্যদের অশ্লীল কাজে লিপ্ত জেনেও তা প্রতিহত করে না।)"[৪৮]

---

৪৪. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্নু ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত তিরমিযী*, অধ্যায় : আন-নিকাহ, অনুচ্ছেদ : মা জাআ ফী হাক্কিয যাওজি আলাল মারআতি, (বৈরুত : দারুল গুরুব আল-ইসলামি, ১৯৯৮), খ. ২, পৃ. ৪৬১, হাদিস নং-১১৬৭

৪৫. সুলায়মান বিন আহমাদ বিন আইয়্যুব আবুল কাসেম আত-তিবরানী, *আল-মু'জামুল কবীর*, অধ্যায় : আহাদীসু আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস, (আল-মাওছিল : মাকতাবুল উলুম ওয়াল হিকাম, ১৪০৪হি./১৯৮৩ইং), খ. ১১, পৃ. ১৯১, হাদিস নং-১১৪৬২

৪৬. আবূ আব্দুর রহমান আহমাদ ইব্ন শু'আইব আন-নাসায়ী, *সুনানুন নাসায়ী*, অধ্যায় : আল আশরিবাহ, অনুচ্ছেদ : আর-রিওয়ায়াতু ফিল মুসলিমিনা ফিল খামরি, আল কুতুবুস সিত্তাহ, (রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০৮খ্রি.), পৃ. ২৪৪৯, হাদিস নং-৫৬৭৫

৪৭. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযিদ ইব্ন মাজাহ আল-কাযভীনী, *সুনানু ইবনি মাজাহ*, অধ্যায় : অশরিবাহ, অনুচ্ছেদ : মুনমিনুল খামর , (মিশর : দারু ইহইয়ায়িল কিতাব আল-আরাবি), খ. ২ ,পৃ. ১১২০, হাদিস নং-৩৩৭৬

৪৮. আবূ আব্দুর রহমান আহমাদ ইব্ন শু'আইব আন-আসায়ী, *সুনানুন নাসায়ী*, অধ্যায় : আয-যাকাত,অনুচ্ছেদ : আল-মান্নানু বিমা আ'ত্বা, (হালব : মাকতাবুল মাতলু'আতি আল-ইসলামি, ১৯৮৬ইং/ ১৪০৬ হি.), খ. ৫,পৃ. ৮০, হাদিস নং-২৫৬২

১৮. যুবক-যুবতীদের উপযুক্ত সময়ে বিয়ের ব্যবস্থা করা

ক্ষুধার্ত ব্যক্তি যেমন ক্ষুধা নিবারণের জন্য খাদ্যের দিকে ধাবিত হয়, ঠিক তেমনি একজন যুবক যৌন ক্ষুধা মিটানোর জন্য নারীর দিকে ধাবিত হয়। নারী এখন সহজ লভ্য হওয়ায় ধর্ষণ বা ব্যভিচারের মাধ্যমে সে ক্ষুধা নিবারণ করছে। উপযুক্ত বয়সে ছেলে-মেয়ের বিবাহের ব্যবস্থা করা পিতা-মাতা ও অভিভাবকের দায়িত্ব। আখিরাতে বিশ্বাস এই দায়িত্ব পালন করতে জোর তাগিদ দেয়।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَلْيُحْسِنِ اسْمَهُ وَأَدَبَهُ، فَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ فَإِنْ بَلَغَ وَلَمْ يُزَوِّجْهُ فَأَصَابَ إِثْمًا، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى أَبِيهِ "

আবূ সাঈদ ও ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "যার কোন সন্তান জন্ম গ্রহণ করে, তার উচিত তার জন্যে একটি ভাল নাম রাখা এবং তাকে আদব কায়দা শিক্ষা দেয়া। আর যখন প্রাপ্ত বয়স্ক হয়, তখন তার বিয়ের ব্যবস্থা করা কর্তব্য। কেননা প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পরও যদি তার বিয়ের ব্যবস্থা করা না হয়, এ কারণে সে কোন গুনাহের কাজে (ব্যভিচারে) লিপ্ত হয়ে পড়ে, তাহলে তার গুনাহ তার পিতার উপর বর্তাবে।"[৪৯]

সুপারিশমালা

ব্যভিচার প্রতিরোধ করতে হলে নিম্নের সুপারিশগুলো বাস্তবায়ন করতে হবে।

১. আল্লাহ তা'আলার ভয় ও আখিরাতে বিশ্বাস

মানুষের মনে অল্লাহ তা'আলার ভয় ও আখিরাতের বিশ্বাস বদ্ধমূল করতে হবে

২. আখিরাতের শাস্তি

ব্যভিচার করলে আখিরাতে যে সমস্ত শাস্তি ভোগ করতে হবে সেগুলো সবাইকে জানাতে হবে।

৩. ইসলামি দণ্ডবিধি

ব্যভিচারের ইসলামি দণ্ডবিধি চালু করতে হবে।

৪. প্রকাশ্যে শাস্তি

ব্যভিচারের শাস্তি প্রকাশ্যে জনসম্মুখে কার্যকর করতে হবে।

৫. আশ্রয় ও অনুকম্পা

ব্যভিচারীকে শাস্তি থেকে বাঁচানোর জন্য আশ্রয় দেয়া বা তার প্রতি কোন ধরনের অনুকম্পা প্রদর্শন করা যাবে না।

৬. কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা

ব্যভিচার রোধকল্পে সরকারকে কঠোরনীতি অবলম্বন করতে হবে। ব্যভিচারী যে-ই হোক না কেন তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। যাতে অন্য কেউ ব্যভিচার করতে সাহস না পায়। ব্যভিচারের শাস্তি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

"আল্লাহর বিধান কার্যকর করার ক্ষেত্রে তাদের উভয়ের প্রতি তোমাদের মনে কণামাত্র দয়া আসা উচিত নয়। যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি এবং আখিরাতের বিশ্বাসী হয়ে থাকো। আর উভয়ের শাস্তি প্রদানকালে একদল মু'মিন উপস্থিত থাকা প্রয়োজন।[৫০]

---

৪৯. আহমদ ইব্ন হুছাইন ইব্ন আলী আবু বাকর আল-বায়হাকী, *শু'আবিল ঈমান*, অধ্যায় : হুসনূল কুলুক, অনুচ্ছেদ : হুকূকুর আওলাদি ওয়াল আহলীনা, (রিয়াদ : মাকতাবাতার রুশদ লিন নাশরি ওয়াত তাওযী,১৪২৩হি./২০০৩খ্রি.), খ. ১১, পৃ. ১৩৭, হাদিস নং-৮২৯৯

৫০. আল-কুরআন, *সূরা নূর* ২৪ : ২

৭. ব্যভিচারের বিরূপ প্রভাব ও ক্ষতিসমূহ

ব্যভিচারের বিরূপ প্রভাব ও ক্ষতিসমূহ বেশি বেশি প্রচার করতে হবে।

৮. ব্যভিচার প্রতিরোধ

ব্যভিচার প্রতিরোধে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

উপসংহার

ব্যভিচার একটি অশ্লীল কর্ম ও ঘৃণ্য অপরাধ। এই অপরাধ থেকে মানুষকে রক্ষার জন্য দেশে আইন রয়েছে। সে আইনে এই অপরাধের কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। তবুও এই ঘৃণ্য অপরাধ বন্ধ করা যাচ্ছে না। ব্যভিচার বন্ধ করতে যতই চেষ্টা চালানো হচ্ছে সমাজে এই অপরাধের সংখ্যা ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ব্যভিচারের জন্য আখিরাতে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। এই অপরাধ যতই গোপনে করা হোক না কেন, আখিরাতের শাস্তি থেকে বাঁচা অসম্ভব। মানুষের মনে এই আখিরাতে বিশ্বাস বদ্ধমূল করা ছাড়া সমাজ থেকে ব্যভিচার নির্মূল করা সম্ভব নয়। আখিরাতে বিশ্বাসের কারণেই মুসলিম সমাজে ব্যভিচারের অপরাধ অনেক কম। আখিরাতের প্রকৃত বিশ্বাসী মুসলিম ব্যভিচার করতে পারে না। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, মানুষের মনে আখিরাতে বিশ্বাস বদ্ধমূল করতে পারলে সমাজ থেকে ব্যভিচার নির্মূল করা সম্ভব হবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বিবাহ-বিচ্ছেদ

বিবাহ-বিচ্ছেদ একটি অন্যতম সামাজিক সমস্যা। বিবাহের মাধ্যমে যে পারিবারিক জীবন গড়ে ওঠে, অনভিপ্রেত কোন ঘটনায় সে বিবাহ ভেঙ্গে যেতে পারে। এতে নেমে আসতে পারে দুঃসহ জীবন। বিশেষ করে সন্তান থাকা অবস্থায় বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটলে সন্তানের জীবন হয়ে পড়ে বড়ই কঠিন। বিবাহ-বিচ্ছেদে পুরুষের তুলনায় নারীরাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বর্তমানে স্ত্রীদের পক্ষ থেকে বিবাহ-বিচ্ছেদের ঘটনা ঘটছে। নারীরা স্বামীকে ডিভোর্স দিয়ে দিচ্ছে। আবার স্বামীও অন্যায়ভাবে তুচ্ছ কারণে স্ত্রীকে তালাক দিচ্ছে। অথচ বিবাহ একটি পবিত্র বন্ধন। এটি অটুট রাখা স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই দায়িত্ব। দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ এই বন্ধন অটুট রাখার মধ্যে নিহিত। আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে বিবাহবন্ধন সুদৃঢ় রাখার তাগিদ দেয়। আখিরাতে বিশ্বাসী কোন মানুষ তুচ্ছ কারণে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করতে পারে না। নিম্নে বিবাহ-বিচ্ছেদের পরিচয়, সমাজ জীবনে বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রভাব ও ক্ষতিসমূহ, বিবাহ-বিচ্ছেদের কারণ এবং বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রতিরোধে আখিরাতে বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

বিবাহ-বিচ্ছেদ বলতে কি বুঝায়?

ইসলামি আইনে বিবাহ-বিচ্ছেদ বলতে তালাক বোঝানো হয়। তালাক শব্দের অর্থ বন্ধন খুলে দেয়া। আর শরিয়তের পরিভাষায় তালাক মানে বিয়ের বন্ধন খুলে দেয়া।[১]

'Dictionary of sociology'–গ্রন্থে বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, ''The legal dissolution of officially recognized marrage relationship.''[২] অর্থাৎ বিবাহ-বিচ্ছেদ হচ্ছে বৈবাহিক সম্পর্কের আইনগত অবসান।

'Third New International Dictionary'–তে বলা হয়েছে যে, ''A legal disolution in whole or in part of a marrage relation usually by a court or other body having competent authority.''[৩] অর্থাৎ বিবাহ-বিচ্ছেদ হচ্ছে বৈধভাবে বৈবাহিক সম্পর্কের আংশিক বা পুরোপুরি অবসান। যা কোর্ট বা অন্য কোন স্বীকৃত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে হয়ে থাকে।

ইসলামি শরিয়া অনুযায়ী বৈবাহিক সূত্রে স্থাপিত স্বামী ও স্ত্রীর বন্ধন ছিন্ন করাকে বিবাহ-বিচ্ছেদ বলে।

সমাজ জীবনে বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রভাব ও ক্ষতিসমূহ

১. দাম্পত্য জীবনের অবসান

বিবাহ-বিচ্ছেদের মাধ্যমে সুখময় দাম্পত্য জীবনের অবসান ঘটে।

২. বিবাহ-বিচ্ছেদে স্বামী-স্ত্রীর ক্ষতি

বিবাহ-বিচ্ছেদে স্বামী হয়ত তার দীর্ঘদিনের বিশ্বস্ত একজন স্ত্রীকে হারালো। স্ত্রীও দীর্ঘদিনের জানাশুনা একজন জীবনসঙ্গী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। পরবর্তী জীবনে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জীবনে এ ধরনের সুখময় দাম্পত্য জীবন ফিরে পাওয়া দুষ্কর।

৩. বিবাহ-বিচ্ছেদের পরবর্তী জীবন

বিবাহ-বিচ্ছেদের পরবর্তী জীবনে পুরুষের যথোপযুক্ত মেয়েকে বিয়ে করা সম্ভব হয় না। তাকে তালাক প্রাপ্ত, বিধবা অথবা নিম্ন শ্রেণির মেয়ে নিয়ে ঘরসংসার করতে হয়। এই স্ত্রী প্রথম স্ত্রীর মত স্বামীকে ভালবাসে না। এই পরবর্তী স্ত্রী নিজের স্বার্থ নিয়েই বেশি ব্যস্ত থাকে। আর বিবাহ-বিচ্ছেদ পরবর্তী জীবনে নারীর পক্ষে বিবাহ বসা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। অনেক সময় বিবাহ ছাড়াই বাকী জীবন অতিবাহিত করতে হয়।

---

১ . মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৯৯ইং), পৃ. ৩৭৪

২. H.P. Fairchild led Littletield, *Dictionary of Sociology*, (New Jersy : Adams & co. 1966). p. 97.

৩. Websters, *Third New International Dictionary,* (chicago: 1966), vol.1, p. 97.

৪. সামাজিক মানমর্যাদা নষ্ট

বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটলে সংশ্লিষ্ট স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই সামাজিক মান-মর্যাদা নষ্ট হয় এবং উভয়কে মানুষ খারাপ দৃষ্টিতে দেখে। বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য উভয়কে দোষারোপ করা হয়। বিশেষ করে তালাক প্রাপ্তা নারীকেই নানা ধরনের কটূক্তি শুনতে হয়।

৫. তালাকপ্রাপ্তা নারীর দুরবস্থা

বিবাহ-বিচ্ছেদের মাধ্যমে নারী তার একজন শক্তিশালী অভিভাবককে হারালো। আমাদের সমাজে অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বামীরাই স্ত্রী ও পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পালন করে এবং স্ত্রীর স্বামীর গৃহে বা স্বামীর বাবার গৃহে এসে বসবাস করে। বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটলে স্বামীর আয়ের উপর নির্ভরশীল তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? কেননা তার বাবা-মা তখন হয়ত বেঁচে নেই নতুবা বৃদ্ধ। ভাইয়েরা যার যার সংসার নিয়ে ব্যস্ত। এমতাবস্থায় একজন তালাক প্রাপ্তা মহিলা বড়ই অসহায় বোধ করে। বাবা-মা বা ভাইয়ের সংসারে তার আশ্রয় জুটলেও খুব কম ক্ষেত্রেই সম্মান ও মর্যাদার সাথে বসবাস করার সুযোগ পায়। বস্তুত তালাকপ্রাপ্তা মাহিলাকে নিয়ে দায়িত্বশীল বাবা-মা ও ভাই-বোনেরা খুবই সমস্যায় পড়েন।

৬. সন্তান-সন্ততির সমস্যা

বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটলে স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই সন্তান-সন্ততি নিয়ে বেশ অসুবিধায় পড়তে হয়। তাদের লালন-পালন, অভিভাবকত্ব, সম্পত্তির উত্তরাধিকার ইত্যাদি বিষয়ে জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে। অনেক সময়ই এসব পরিস্থিতি মোকাবেলায় আদালতের শরণাপন্ন হতে হয়। মা চায় তাঁর সন্তানের লালন-পালনের দায়িত্ব নিতে। কিন্তু মার আর্থিক সঙ্গতি না থাকার কারণে সন্তানের লালন-পালন ও লেখা-পড়ার খরচ বহন করতে পারে না। আর সন্তান মার কাছে থাকলে পিতার স্নেহ-মায়া-মমতা থেকে বঞ্চিত হয়। আবার সন্তান পিতার কাছে থাকলে সন্তান জন্মদাতা মায়ের আদর-স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয় এবং সৎমায়ের নির্যাতন সইতে হয়। অনেক সময় সন্তান মার কাছে থাকলে পিতার উত্তরাধিকার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়। সন্তান সবসময় পিতা-মাতা উভয়কে এক সঙ্গে দেখতে চায়। পিতা-মাতা যে কোন একজনের অভাব তাদের কাছে অত্যন্ত দুঃসহ মনে হয়। ফলে তাদের মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়।

৭. বারংবার বিবাহ-বিচ্ছেদ

বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়েছে এমন স্বামী-স্ত্রী পরবর্তীতে বিয়ে করলে তাদের কেউবা আবারও বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটায়। কেননা পরবর্তী দাম্পত্যজীবন পূর্ববর্তী দাম্পত্য জীবনের মত সুখের হয় না বরং এর চেয়ে খারাপই হয়। তাই তারা সুখের আশায় আবার বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটায়। এ কারণেই দেখা যায় কিছু পুরুষ-মহিলা বারংবার বিবাহ করছে এবং বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাচ্ছে।

৮. পরিবারের অর্থনৈতিক উন্নতি বাধাগ্রস্ত

বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটলে পরিবারের অর্থনৈতিক উন্নতি বাধাগ্রস্ত হয়।

৯. মানসিক অশান্তি

পিতা ছাড়া সন্তান লালন পালন করতে গিয়ে মাতা এবং মাতা ছাড়া সন্তান লালন-পালন করতে গিয়ে পিতা চরম মানসিক অশান্তিতে ভোগেন।

১০. সমাজের ক্ষতি

বিবাহ-বিচ্ছেদের মাধ্যমে সমাজের সুন্দর পরিবেশ নষ্ট হয়। পিতা-মাতার মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটলে সন্তানরা মানসিক কষ্ট নিয়ে বড় হয়। তাই তারা তাদের প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে পারে না। অনেক সময় এ ধরনের সন্তানেরা বিভিন্ন অপরাধে জড়িয়ে পড়ে।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বিবাহ-বিচ্ছেদ একটি জটিলতর সামাজিক সমস্যা। বিবাহ-বিচ্ছেদ স্বামী-স্ত্রী কারো জন্যই ক্ষতি ছাড়া কোন ধরনের কল্যাণ বয়ে আনে না। তাই বিবাহ-বিচ্ছেদ কোন ভাবেই কারো কাম্য হতে পারে না।

বিবাহ-বিচ্ছেদের কারণ

সমাজ-পরিবেশে বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন কারণ জড়িত হয়ে বিবাহ-বিচ্ছেদের মতো ঘটনা ঘটে। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কারণগুলো হলো নিম্নরূপ :

১. ধর্মীয় কারণ

ক. ইসলাম বিবাহ-বন্ধনের ব্যাপারে যে সকল বিধান দিয়েছে তা যথাযথভাবে পালন না করা। বিধানসমূহের মধ্যে রয়েছে-পাত্রী দেখা, পাত্র-পাত্রী নির্বাচন, পাত্রীর সম্মতি, অভিভাবকের মতামতের গুরুত্ব দেয়া, কুফু রক্ষা করা, মোহরানা আদায় ইত্যাদি।

খ. পর্দার বিধান পালন না করা। গায়বে মুহরিম পুরুষ-নারীর সাথে মেলামেশা করা।

গ. বৈবাহিক জীবনে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য পালন না করা।

ঘ. ইসলাম তালাক প্রদানের জন্য যে সকল শর্ত ও নিয়মনীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে তা মান্য না করা।

ঙ. অনিয়মে তালাকের শাস্তির বিধান না করা।

২. অর্থনৈতিক কারণ

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য সচরাচর দায়ী কারণগুলো হলো নিম্নরূপ :

ক. স্বামীর বেকারত্ব ও কর্মসংস্থানের অভাব।

খ. স্বামীর সীমিত আয়ে পারিবারিক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক টানাপোড়েন ও অপব্যয়।

গ. স্ত্রীর অধিক স্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাসবহুল জীবন যাপনের মোহ।

ঘ. স্বামী-স্ত্রীর পক্ষ থেকে অর্থলাভের মোহ।

ঙ. স্ত্রীর আয় ও অর্থ উপার্জনের উপর স্বামীর কর্তৃত্ব খাটানোর প্রবণতা ও স্ত্রীনির্ভরতা ।

অর্থনৈতিক কারণ নিম্নবিত্ত ও দারিদ্র্য-কবলিত পরিবারগুলোতে বেশি কাজ করে। এতে কর্মসংস্থানের সাথে বিবাহ-বিচ্ছেদের একটা সম্পর্ক কোন কোন গবেষকের নজরে পড়েছে। বর্ষাকালে যখন কর্মসংস্থানের অভাব দেখা দেয় তখন নিম্নবিত্তদের মধ্যে বিয়ে ভাঙ্গে বেশি। অনেক সময় বেকার বরের সংসারে স্ত্রী আর্থিক অনিশ্চয়তা ও মা-বাবাসহ আত্মীয়-স্বজনের প্ররোচনায় স্বামীকে তালাক প্রদান করে থাকে।

৩.শারীরিক কারণ

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যেসব শারীরিক কারণ বিবাহ-বিচ্ছেদের পেছনে কাজ করে তা হলো :

ক. যৌন সম্পর্ক স্থাপন, রক্ষা ও সন্তুষ্টিতে স্বামী-স্ত্রীর কোন রকম ঘাটতি বা অক্ষমতা।

খ. স্বামী বা স্ত্রীর শারীরিক অসুস্থতা, দীর্ঘমেয়াদি রোগ-ব্যাধি ও হঠাৎ পঙ্গুত্ব।

গ. স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বয়সের ব্যাপক তারতম্য।

৪. মানসিক কারণ

বিবাহ-বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে মানসিক কারণই মুখ্যত দায়ী। এ ক্ষেত্রে কারণগুলো হলো নিম্নরূপ :

ক. বর-কনের মানসিক অপরিপক্বতা, সামাজিক মর্যাদা ও শিক্ষা ইত্যাদিকে বিবেচনায় না এনে ছেলেমেয়েরা আবেগের বশবর্তী হয়ে বা মা-বাবা অর্থের মাপকাঠিতে পাত্র নির্বাচন করে বিবাহ দিলে তাতে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সমঝোতার অভাব দেখা দেয়।

খ. স্বামী-স্ত্রীর স্নেহ-ভালবাসার দুর্বল ভিত্তি।

গ. স্বামী-স্ত্রীর জীবনাচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির তারতম্য।

ঘ. স্বামী-স্ত্রী উভয়ে কর্মজীবী হলে সন্তান লালন-পালন জনিত সমস্যার পারস্পরিক দোষারোপ।

ঙ. স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক প্রত্যাশার অসন্তুষ্টি।

চ. নারী-নির্যাতন।

ছ. যৌতুকের দাবি ও প্রতিশ্রুত যৌতুক প্রদানে অক্ষমতা।

জ. স্বামী বা স্ত্রীর মধ্যে মানসিক উদ্বেগ-উত্তেজনা ও হতাশা।

ঝ. পারস্পরিক স্বীকৃতি ও শ্রদ্ধাবোধের অভাব।

ঞ. স্বামী বা স্ত্রীর সংসার-পরিবেশ মানিয়ে চলার (adjustment) অপারগতা।

ট. স্বামী বা স্ত্রীর চারিত্রিক স্খলন ও নেশাগ্রস্ততা এবং স্বামী অন্য মেয়ের প্রতি আসক্তি ও স্ত্রী অন্য পুরুষের প্রতি আকর্ষণ।

ঠ. ব্যক্তিত্বের বৈপরীত্যে পারিবারিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত।

ড. কোন না কোন পক্ষের আনুগত্যের অভাব।

৫. সামাজিক কারণ

বিবাহ-বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সামাজিক কারণগুলো হলো নিম্নরূপ :
ক. দারিদ্র্য।
খ. দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি ও পারিবারিক আয়-ব্যয়ে অসামঞ্জস্যতা।
গ. পরিবার পরিচালনায় দুজনের সমঝোতামূলক ভূমিকা বা সমান ভূমিকা পালনে ব্যর্থতা।
ঘ. বিয়ের পরও মেয়েদের বাপের বাড়ির সাথে সম্পর্ক রাখার স্বভাবজাত প্রবণতাকে স্বামী পক্ষের আত্মীয়-স্বজনের স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ না করা এবং স্বামীর যথাযথ ভূমিকা পালনে অপারগতা।
ঙ. স্বামী-স্ত্রীর সম্মতি ব্যতীত নতুন বিবাহ করা।
চ. স্বামী পরনারী এবং স্ত্রী পরপুরুষের সাথে সংস্রব ও মেলামেশা।
ছ. স্বামী-স্ত্রী অন্যের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে ভূমিকা পালন।
জ. অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ।
ঝ. পাশ্চাত্যে ব্যক্তিবাদী ও বৈষয়িক ধ্যান-ধারণা ও জীবনাচরণে অভ্যস্ত হয়ে দুর্বল সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তোলা।
ঞ. সামাজিক প্রতিষ্ঠানাদির কার্যকারিতা লোপ, দ্রুত মূল্যবোধের অবক্ষয় ও নৈতিকতার অবনতি।[৪]

বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রতিরোধে আখিরাতে বিশ্বাস

আখিরাতে বিশ্বাস স্বামী-স্ত্রীকে বিবাহ-বিচ্ছেদ থেকে দূরে রাখে এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে চিরস্থায়ী সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিম্নে তা আলোচনা করা হলো।

১. উপযুক্ত পাত্র-পাত্রী নির্বাচন

বিবাহ চিরজীবনের বন্ধন। যাচাই-বাছাই না করে যার তার সাথে এ সম্পর্ক স্থাপন করা উচিত নয়। পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে সাবধানতা অত্যন্ত জরুরি। এখানে আবেগের কোন মূল্য নেই। পিতা-মাতা বা ছেলে-মেয়ের আবেগের বশবর্তী হয়ে এই সম্পর্ক স্থাপন করলে পাত্র-পাত্রী শুধু নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না বরং ভবিষ্যৎ প্রজন্মও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের মূলনীতি হলো :

ক. পাত্র-পাত্রী মুসলমান হওয়া

আজকাল মুসলিম ছেলে-মেয়ে অমুসলিম ছেলে-মেয়ের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছে। ইসলামের দৃষ্টিতে এ বিবাহ শুদ্ধ হবে না। এ ধরনের সম্পর্ক ব্যভিচারের নামান্তর। যা আখিরাতে বিশ্বাসের পরিপন্থি। এ ধরনের সম্পর্ক স্থাপন করলে আখিরাতে ব্যভিচারের শাস্তি ভোগ করতে হবে। সুতরাং মুসলমানের বিবাহের প্রথম শর্ত হলো পাত্র-পাত্রী উভয়কে মুসলমান হতে হবে।

ক.আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

"আর তোমরা মুশরিক রমণীদেরকে বিয়ে করো না, যতক্ষণ না তারা ইমান গ্রহণ করে এবং মু'মিন দাসী মুশরিক রমণীর চেয়ে নিশ্চয় উত্তম, যদিও সে তোমাদেরকে মুগ্ধ করে। আর মুশরিক পুরুষদের সাথে (মেয়েদেরকে) বিয়ে দিয়ো না, যতক্ষণ না তারা ইমান গ্রহণ করে। আর একজন মু'মিন দাস একজন মুশরিক পুরুষের চেয়ে উত্তম, যদিও সে তোমাদেরকে মুগ্ধ করে। কেননা তারা (মুশরিকরা) তোমাদেরকে আগুনের দিকে আহ্বান করে, আর আল্লাহ তাঁর অনুমতিক্রমে তোমাদেরকে জান্নাত ও ক্ষমার দিকে আহ্বান করেন এবং মানুষের জন্য তার আয়াতসমূহ স্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।"[৫]

---

৪. ড. মোহাম্মদ জাকির হুসাইন, *আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদিসের অবদান : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪ইং), পৃ. ৫৪৬-৫৪৮
৫ . আল-কুরআন, *সূরা আল-বাকারা* ২ : ২২১

খ.আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ

"তবে যে ব্যক্তি মু'মিন, সে কি এই ব্যক্তির সমান হতে পারে, যে ব্যক্তি পাপাচারী? তারা সমান হতে পারে না। যারা ইমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে। তাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ তাদের আপ্যায়নের জন্য তাদের স্থায়ী বাসস্থান হবে জান্নাত। আর যারা পাপ করেছে তাদের বাসস্থান হলো জাহান্নাম , যখন তারা জাহান্নাম হতে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে সেখানে ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে, তোমরা জাহান্নামের যে শাস্তিকে মিথ্যা বলতে তার স্বাদ গ্রহণ করো।"[৬]

খ. দ্বীনদারীকে প্রাধান্য দেয়া

সাধারণত পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে ছেলে বা মেয়ের রূপ-সৌন্দর্য, ধন-সম্পত্তি, ও বংশ-মর্যাদাকে প্রাধান্য দেয়া হয়। রাসূলুল্লাহ (স.) বিয়ের ক্ষেত্রে দ্বীনদারীকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। দ্বীনদারী আখিরাতের মুক্তি লাভের সহায়ক হবে।

عن أبي هريرة ﷺ، عن النبي ﷺ قال: " تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين، تربت يداك "

আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, নবী (স.) বলেছেন : "নারীকে চারটি গুণের কারণে বিয়ে করা হয়। তার ধনসম্পদ, তার বংশ-মর্যাদা, তার রূপ-সৌন্দর্য ও তার দ্বীনদারী। কিন্তু তুমি দ্বীনদারীকেই প্রাধান্য দাও। অন্যথায় তোমার হাত ধূলায় ধূসরিত হোক। অর্থাৎ তুমি ধ্বংস হও।"[৭]

এই দ্বীনদারী বা দ্বীন ইসলামের অনুসরণ ছাড়া আখিরাতে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন গ্রহণ করে, তা কখনও কবুল করা হবে না আর সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"[৮]

গ. চারিত্রিক সৌন্দর্য দেখা

চরিত্র একজন মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতে সবচেয়ে বড় সম্পদ। বিয়ের পূর্বে পাত্র-পাত্রীর চারিত্রিক সৌন্দর্য দেখাও অত্যন্ত জরুরি।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلاَّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ، وَفَسَادٌ عَرِيضٌ.

আবূ হুরায়রা (রা.) বলেছেন : "যখন তোমাদের নিকট ছেলে বা মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব আসে যার দ্বীনদারী ও চরিত্রকে তোমরা পছন্দ কর, তাহলে তার সাথে বিয়ে সম্পন্ন কর। যদি তা না কর তাহলে পৃথিবীতে বিপদ দেখা দেবে এবং সুদূরপ্রসারী বিপর্যয় সৃষ্টি হবে।"[৯]

এই উত্তম চরিত্র কিয়ামতের দিন মু'মিনের মিযানের পাল্লায় সর্বাপেক্ষা ভারী হবে।

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ شَيْءٍ يُوضَعُ فِي الْمِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ، وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلُقِ لَيَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّلاَةِ.هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

আবূ দারদা (রা.) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন : "আমি রাসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি , কিয়ামতের দিন মু'মিনের মীযানের পাল্লায় সচ্চরিত্রের চেয়ে আর ভারী কোন জিনিস নেই। আর সচ্চরিত্রের অধিকারী সচ্চরিত্র

৬. আল-কুরআন, *সূরা সাজদাহ* ৩২ : ১৮-২০

৭. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, অধ্যায় : আন-নিকাহ,অনুচ্ছেদ : আল-আকফাউ ফিদ-দীন, (দারু তাওকিন নাজাহ, ১৪২২ হি.), খ. ৭, পৃ. ৭, হাদিস নং-৫০৯০

৪. আলকুরআন, *সূরা আল-বাকারা* ২ : ৮৫

৯. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত তিরমিযী*, অধ্যায় : আন-নিকাহ, অনুচ্ছেদ : মা জাআ ইযা জাআকুম মান তারদাওনা দীনাহু ফাযাওয়াজু, (বৈরুত : দারুল গুরুব আল-ইসলামি, ১৯৯৮), খ. ২,পৃ. ৩৮৫, হাদিস নং-১০৮৪

দ্বারা রোজা ও নামাজ সম্পন্নকারীর মর্যাদায় পৌঁছে যায়।"[১০] এই সচ্চরিত্র বা উত্তম চরিত্রের কারণেই অধিকাংশ মু'মিন জান্নাতে যাবে। উত্তম চরিত্র জান্নাত লাভে খুব বেশি সহায়ক হবে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الجَنَّةَ، فَقَالَ: تَقْوَى اللهِ وَحُسْنُ الخُلُقِ، وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ، فَقَالَ: الفَمُ وَالفَرْجُ.هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ هُوَ ابْنُ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَوْدِيُّ.

আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "তোমরা কি জান কোন জিনিস মানুষকে সবচেয়ে বেশি জান্নাতে প্রবেশ করাবে? তা হচ্ছে তাকওয়া বা আল্লাহর ভয়, আর উত্তম চরিত্র।" [১১]

২. অভিভাবকের মতামতের প্রতি গুরুত্বারোপ করা

ছেলে বা মেয়ের বিবাহ ঠিক করার পূর্বেই মাতা-পিতা বা অভিভাবকের কর্তব্য হচ্ছে, ভালভাবে জেনে-শুনে পাত্র বা পাত্রী নির্বাচন করা। যেহেতু সঠিকভাবে পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের উপরই তাদের দাম্পত্য জীবনের সুখ-শান্তি ও মনের মিল নির্ভর করে। এ সম্পর্কে কোন ধরনের ভুল-ভ্রান্তি হলে সে বিবাহ স্থায়ী বা সুখের হয় না। ছেলে বা মেয়ের উচিত বিবাহের ব্যাপারে পিতা-মাতা বা অভিভাবকের পরামর্শ ও মতামত গ্রহণ করা। কারণ অভিভাবক দাম্পত্য জীবনের সুখ-শান্তি সম্পর্কে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। বিশেষ করে পিতা-মাতাকে অসন্তুষ্ট করে বিবাহে পাত্র-পাত্রী নির্বাচন করা উচিত নয়। এ ধরনের সিদ্ধান্ত পিতা-মাতার হক আদায়ের পরিপন্থী।

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا حَقُّ الْوَالِدَيْنِ عَلَى وَلَدِهِمَا؟ قَالَ:هُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ

ক. আবূ উমামাহ (রা.) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! সন্তানের ওপর মাতা-পিতার কী অধিকার আছে? তিনি বললেন : "তারা তোমার জান্নাত এবং তোমার জাহান্নাম।"[১২]

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، فَأَضِعْ ذَلِكَ الْبَابَ أَوِ احْفَظْهُ

খ. আবূ দারদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি নবী (স.)-কে বলতে শুনেছেন :" পিতা হলো জান্নাতের দরজাসমূহের মধ্যবর্তী দরজা। অতএব তুমি ঐ দরজা নষ্টও করতে পারো অথবা তার হেফাজতও করতে পারো" ।[১৩]

উক্ত হাদিসদ্বয়ে বলা হয়েছে যে, পিতা-মাতার সন্তুষ্টি জান্নাত লাভের মাধ্যম এবং পিতা-মাতার অসন্তুষ্টি জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হবে। শুধুমাত্র ছেলে বা মেয়ের পছন্দের বিবাহ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জীবনই দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। এমনকি পরবর্তীতে বিবাহের বিচ্ছেদও ঘটে। এজন্যই বিবাহে অভিভাবকের পরামর্শ ও সুচিন্তিত মতামত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ»

গ. আবূ মুসা আশআরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : "অভিভাবক ছাড়া বিয়ে হয় না।"[১৪]

৩. স্বামী-স্ত্রীর চিরস্থায়ী সম্পর্ক স্থাপন

অনেকেই বিয়েকে ঝামেলা মনে করে। বিয়ে মানেই পারিবারিক দায়-দায়িত্ব, সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি নানা বিষয়ের জটিলতার সমাবেশ। আর এই জটিলতা এড়াতেই বিয়ে ছেড়ে অনেকেই লিভ টু গেদার করে। লিভ টু গেদার হলো বিবাহ ছাড়া পুরুষ ও নারী একেবারে স্বামী-স্ত্রীর ন্যায় একসঙ্গে বসবাস করা। ইসলামে লিভ টুগেদার, টু-টুগেদার, টুর টুগেদার, অস্থায়ী বিবাহ, নির্দিষ্ট সময়ের বিবাহ, চুক্তিভিত্তিক বিবাহ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

---

১০. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা আত-তিরমিযী, সুনানুত তিরমিযী, অধ্যায় : আল-বিররু ওয়াস সিলাহ, অনুচ্ছেদ : মাজাআ ফী হুসনুল খুলুক, প্রাগুক্ত, খ. ৩,পৃ. ৪৩১, হাদিস নং-২০০৩

১১. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, খ. ৩,পৃ. ৪৩১, হাদিস নং-২০০৪

১২. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযিদ ইব্ন মাজাহ আল-কাযভীনী, *সুনানু ইবনি মাজাহ*, অধ্যায় : আল-আদব, অনুচ্ছেদ : বিররুল ওয়ালিদাইন, (হালব : দারু ইহইয়ায়িল কিতাব আল-আরাবিয়্যাহ), খ. ২,পৃ. ১২০৮, হাদিস নং-৩৬৬২

১৩ . আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযিদ ইব্ন মাজাহ আল-কাযভীনী, *সুনানু ইবনি মাজাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২,পৃ. ১২০৮, হাদিস নং-৩৬৬৩

১৪. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত তিরমিযী*, অধ্যায় : আন-নিকাহ, অনুচ্ছেদ : মাজাআ লা নিকাহা ইল্লাহ বিওয়ালিয়্যি, (বৈরুত : দারুল গুরুব আল-ইসলামি, ১৯৯৮), খ.২,পৃ.৩৯৮ , হাদিস নং-১১০১

নারী-পুরুষের এ ধরনের অস্থায়ী বন্ধন জিনা-ব্যভিচারের শামিল। আখিরাতে এ ধরনের নারী-পুরুষকে জিনা ব্যভিচারের শাস্তি ভোগ করতে হবে। আখিরাতে বিশ্বাসী কোন নারী বা পুরুষ এ ধরনের অস্থায়ী বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে না। ইসলামে বিবাহ হলো স্বামীর সাথে স্ত্রীর চিরস্থায়ী সম্পর্ক স্থাপন করা। এ সম্পর্ক দুনিয়ার জীবনের মত আখিরাতেও বজায় থাকবে। স্বামী ও স্ত্রী যদি সৎকর্মশীল হন তাহলে আল্লাহ তা'আলা স্বামী ও স্ত্রী উভয়কে একত্রে জান্নাতে বসবাসের সৌভাগ্য দান করবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا

"তাদের স্ত্রীদেরকে আমি বিশেষ ভাবে সম্পূর্ণ নতুন করে সৃষ্টি করবো এবং তাদেরকে বানিয়ে দেবো কুমারী; স্বামীদের প্রতি আসক্ত আর বয়সে সমকক্ষ।"[১৫] অবশ্য এ সম্পর্ক কেবল তখনই আখিরাতের জীবনেও স্থায়ী হবে, যখন স্বামী-স্ত্রী উভয়ই মুত্তাকী হবে এবং উভয়ই জান্নাতবাসী হবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ

"দুনিয়ায় যারা পরস্পরের বন্ধু ছিল, আখিরাতে তারা পরস্পরের শত্রু হয়ে যাবে, তবে মুত্তাকীরা পরস্পরের বন্ধুই থাকবে।"[১৬] আখিরাতের জীবন পর্যন্ত নিজেদের জীবনকে চিরস্থায়ী করার প্রবল আকাঙ্ক্ষা ও ঐকান্তিক বাসনা প্রত্যেক স্বামী-স্ত্রীরই থাকা উচিত।

৪. মোহরানা আদায়ের তাগিদ

স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে মোহর প্রদান বিবাহের অন্যতম শর্ত। এই মোহর নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে বিরাট ভূমিকা পালন করতে পারে। নারী মোহর বিনিয়োগ করে সম্পদশালী হতে পারে। এই সমৃদ্ধি বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। মোহর বিবাহের সময় আদায় করাই উচিত। কিন্তু আমাদের সমাজে বিবাহের সময় মোহর আদায় করা হয় না। বিবাহের পরেও মোহর আদায় করা হয় না। আখিরাতে বিশ্বাস স্ত্রীর মোহর আদায়ের তাগিদ দেয়। যে স্বামী মোহর আদায় করল না এবং আদায়ের নিয়ত না করে সে কিয়ামতের দিন ব্যভিচারী সাব্যস্ত হবে।

রাসূল (স.) বলেছেন : "যে ব্যক্তি কোন নারীকে মোহর দানের শর্তে বিবাহ করেছে অথচ মোহর আদায়ের নিয়ত তার নেই, তবে সে ব্যভিচারী।" [১৭]

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَيُّمَا رَجُلٍ أَصْدَقَ امْرَأَةً صَدَاقًا وَاللهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُرِيدُ أَدَاءَهُ إِلَيْهَا، فَغَرَّهَا بِاللهِ، وَاسْتَحَلَّ فَرْجَهَا بِالْبَاطِلِ، لَقِيَ اللهَ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَهُوَ زَانٍ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ ادَّانَ مِنْ رَجُلٍ دَيْنًا، وَاللهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُرِيدُ أَدَاءَهُ إِلَيْهِ، فَغَرَّهُ بِاللهِ، وَاسْتَحَلَّ مَالَهُ بِالْبَاطِلِ، لَقِيَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَهُوَ سَارِقٌ "

রাসূল (স.) আরো বলেছেন : "যে ব্যক্তি (তার স্ত্রীর জন্য) মোহরানা ধার্য করলো অথচ আল্লাহ জানেন যে, তা আদায় করার কোন ইচ্ছাই তার নেই, ফলে সে ব্যক্তি আল্লাহর নামে নিজের স্ত্রীকে প্রতারিত করল এবং অন্যায়ভাবে বাতিল পন্থায় নিজ স্ত্রীর যৌনাঙ্গ নিজের জন্য হালাল মনে করে ভোগ করল, কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে ব্যভিচারী হিসেবে সাক্ষাৎ করতে বাধ্য হবে।"[১৮]

৫. বিবাহ-বিচ্ছেদে আল্লাহ তা'আলার অসন্তোষ

অকারণে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটানো একটি গর্হিত কাজ। বিবাহ-বিচ্ছেদ পরিবারে বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি করে। বিবাহ-বিচ্ছেদ সুন্দর একটি সংসার জীবনের অবসান ঘটায়। তাই অযথা বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটালে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ»

---

১৫. আল-কুরআন, *সূরা ওয়াকিয়া* ৫৬ : ৩৫-৩৭

১৬. আল-কুরআন, *সূরা যুখরুফ* ৪৩ : ৬৭-৬৮

১৭. ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল, *মুসনাদু আহমাদ*, (বৈরুত : দারুল মা'আরিফ, ১৪১২ হি.), হাদিস নং-১৮১৬৯

১৮. ইমাম আমদ ইব্‌ন হাম্বল, *মুসনাদু আহমাদ*, অধ্যায় : মুসনাদুল কুফীন,অনুচ্ছেদ : হাদীসু মুসাইব ইবনু সিনান, (মুয়সসাসাতুর রিসালাহ, ১৪২১হি./২০০১খ্রি.), খ. ১৭, পৃ. ২৬০, হাদিস নং-১৮৯৩২

ক.আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) আরো বলেছেন : "মহান আল্লাহর নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট ঘৃণিত হালাল কাজ হলো তালাক।"[১৯]

عَنْ مُحَارِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ»

খ. মুহারিব (রা.) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : " আল্লাহর নিকট হালাল বিষয়ের মধ্যে তালাকের চেয়ে অধিক ঘৃণিত আর কিছু নেই।"[২০]

গ. রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "তোমরা বিয়ে করো কিন্তু তালাক দিওনা। কেননা আল্লাহ তা'তালা সেসব স্ত্রী-পুরুষকে পছন্দ করেন না, যারা নিত্য-নতুন বিয়ে করে স্বাদ গ্রহণ করতে অভ্যস্ত।"[২১]

ঘ. রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "তোমরা বিয়ে করো কিন্তু তালাক দিওনা। কেননা তালাক দিলে তার দরুন আল্লাহর আরশ কেঁপে ওঠে।"[২২]

৬. যৌতুক প্রথা

বিবাহ-বিচ্ছেদের একটি কারণ হলো যৌতুক প্রথা। বিবাহের সময় বরপক্ষের দাবি অনুযায়ী কন্যার পিতা বা কন্যাপক্ষ বরকে যে অর্থ সামগ্রী বা সম্পদ প্রদান কারে তাকে যৌতুক বলে। বিবাহে যৌতুক দেয়ার ওয়াদা করে বিবাহ কার্য সম্পন্ন করা হয়। কিন্তু পরে কন্যার পিতা বা কন্যাপক্ষ যৌতুক দিতে ব্যর্থ হলে স্বামীগৃহে নববধূর ওপর নির্যাতন শুরু হয়। অনেক সময় যৌতুক না দিতে পারায় স্বামী বা ছেলেপক্ষ বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটায়। আবার অনেক সময় নতুন বিবাহ করলে বেশি যৌতুক পাওয়া যাবে এই আশায় অনেক পুরুষ বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটায়। সুতরাং বলা যায় যৌতুক একটি অমানবিক প্রথা। যার কারণে একজন নারীর সুখের দাম্পত্য জীবনের অবসান ঘটে। যৌতুক নেয়া সম্পূর্ণ অবৈধ। যৌতুক হিসেবে গ্রহণ করা সকল সম্পদ হারাম। যারা যৌতুক নিবে তারাই হবে জাহান্নামি।

এক. যৌতুক গ্রহণকারী জাহান্নামি

ক. আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

"হে ইমানদারগণ তোমরা একে অন্যের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে (অবৈধ পন্থায়) ভক্ষণ করো না। তবে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে ব্যবসায়িক লেনদেন করতে পার। আর তোমরা একে অন্যেকে হত্যা করো না। আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়ালু। আর যারা জুলুম করে (এ ধরনের অপরাধ করে) সীমালঙ্ঘন করবে, তাদের আমি জাহান্নামের জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করবো।"[২৩]

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ، إِنَّهُ لَا يَرْبُو لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ إِلَّا كَانَتِ النَّارُ أَوْلَى بِهِ.

খ. কাব ইব্ন উজরা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) আমাকে বললেন : "হে কাব ইব্ন উজরা! হারাম (অবৈধ পন্থায় উপার্জিত সম্পদ) দ্বারা সৃষ্ট ও পরিপুষ্ট গোশত (দেহ)-এর জন্য জাহান্নামের আগুনই উপযুক্ত।"[২৪]

---

১৯. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযিদ ইব্ন মাজাহ আল-কাযভীনী, *সুনানু ইবনি মাজাহ*, অধ্যায় : আত-তালাক, অনুচ্ছেদ : হাদ্দাসানা সুওয়াইদ ইব্ন সাঈদ, (হালব : দারু ইহইয়ায়িল কিতাব আল-আরাবিয়্যাহ), খ. ১,পৃ. ৬৫০, হাদিস নং-১৬৫০

২০ . আবূ দাউদ সুলাইমান ইব্নু আশ'আছ আস-সিজিস্তানী, *সুনানু আবী দাউদ*, অধ্যায় : আত-ত্বলাকু, অনুচ্ছেদ : ফী কারাহিইয়্যাতিত ত্বলাক, (বৈরুত : মাকতাবুল আসরিয়্যাহ), খ. ২,পৃ. ২৫৪, হাদিস নং-২১৭৭

২১. মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী,১৯৯৯ইং), পৃ. ৩৭৭

২২. মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৭৭

২৩. আল-কুরআন, *সূরা আন-নিসা* ৪ : ২৯-৩০

২৪. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত তিরমিযী*, অধ্যায় : আস-সাফার, অনুচ্ছেদ : মা জুকিরা ফী ফাদলিস সালাহ, (বৈরুত : দারুল গুরুব আল-ইসলমী, ১৯৯৮), খ. ১,পৃ. ৭৫৩, হাদিস নং-৬১৪

দুই. যৌতুক জাহান্নামে যাওয়ার পাথেয়

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَلا يَكْسِبُ عَبْدٌ مَالَ حَرَامٍ فَيَتَصَدَّقُ مِنْهُ فَيُقْبَلُ مِنْهُ، وَلا يُنْفِقُ مِنْهُ فَيُبَارَكُ لَهُ فِيهِ، وَلا يَتْرُكُهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ إِلا كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَمْحُو السَّيِّئَ بِالسَّيِّئِ، وَلَكِنْ يَمْحُو السَّيِّئَ بِالْحَسَنِ، إِنَّ الْخَبِيثَ لَا يَمْحُو الْخَبِيثَ».

খ. আব্দুল্লাহ ইব্ন মাছউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলল্লাহ (স.) বলেছেন : "কোন বান্দা হারাম মাল উপার্জন করে সদকা করলে তা কবুল করা হয় না। তা হতে (নিজের জন্য) খরচ করলে তাতে বরকত হয় না। আর ওই ধনসম্পদ উত্তরাধিকারীদের জন্য রেখে গেলে, তা তার জাহান্নামে যাওয়ার পাথেয় হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মন্দকে মন্দ দ্বারা দূর করেন না বরং ভাল দ্বারা মন্দকে দূর করে দেন। তাই মন্দ কখনই মন্দকে দূর করতে পারে না।"[২৫] সুতরাং জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করতে চাইলে যৌতুক থেকে দূরে থাকতে হবে।

৭. পরকীয়া আসক্তি প্রতিরোধ

স্বামী-স্ত্রী যে কোন একজনের অথবা উভয়ের পরকীয়া আসক্তি বিবাহ বিচ্ছেদের অন্যতম কারণ। স্বামী পরকীয়া প্রেমে জড়িত, তার গৃহে তারই স্ত্রী বঞ্চিতা। আবার কখনো স্ত্রী বাইরে কিংবা ঘরে পরকীয়া প্রেমে জড়িত। স্বামী তার স্ত্রীর প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসা থেকে বঞ্চিত ও উপেক্ষিত। আবার কোথাও কোথাও স্বামী-স্ত্রী উভয়ই ঘরে বা বাইরে পরকীয়া প্রেমে জড়িত। এসব বিষয় নিয়ে উভয়ের মাঝে চাপা আগুন কোথাও তুষের অনলের মতে দিবা-নিশি জ্বলতে থাকে হৃদয়ে। এভাবে একসময় বাদ-প্রতিবাদ, অতঃপর ছাড়াছাড়ি ও বিচ্ছেদ। কখনো আইন-আদালতে মামলা-মোকদ্দমা আবার কখনো কখনো খুন-হত্যা, গুম, অপহরণ ইত্যাদির মতো জঘন্য ঘটনা এখন যা ঘটে চলছে নিতান্তই স্বাভাবিক ঘটনার মতো।

নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার কারণে সরাসরি সাক্ষাৎ অথবা মোবাইলে, ফেসবুক বা ইন্টারনেটের মাধ্যমে অনেক স্বামী-স্ত্রী পরকীয়া সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। আবার অনেকে তো সরাসরি না দেখে শুধু মোবাইলে কথার ওপর ভিত্তি করে বিবাহের আশ্বাস পেয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটায়। নারী-পুরুষের এ ধরনের অনৈতিক সম্পর্ক জঘণ্য অপরাধ। রাসূলুল্লাহ (স.) পর নারী বা পুরুষ দেখা, তার সাথে কথা বলা, তার কথা শুনা এবং অন্তরে তার কল্পনাকেও ব্যভিচারের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এ ধরনের অপরাধের জন্য আখিরাতে ব্যভিচারের শাস্তি ভোগ করতে হবে।

ক. আল্লাহ তা'আলা বলেন : إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

"নিশ্চয়ই কান, চোখ ও অন্তর, এদের প্রত্যেকটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।"[২৬]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ –ﷺ– قَالَ « كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنَ الزِّنَى مُدْرِكٌ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ وَالأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الاِسْتِمَاعُ وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلاَمُ وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ ».

খ. আবূ হুরায়রা (রা.) নবী (স.) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : "আদম সন্তানের জন্য ব্যভিচারের একটি অংশ নির্দিষ্ট করা আছে। এটার (শাস্তি) সে নিঃসন্দেহে পাবেই। দুচোখের জিনা পরস্ত্রীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা, দুকানের জিনা হলো শ্রবণ করা, মুখের জিনা বলা, হাতের জিনা স্পর্শ করা, পায়ের জিনা ঐ উদ্দেশ্যে পথ চলা। অন্তর ঐ কাজের প্রতি কুপ্রবৃত্তিকে জাগ্রত করে এবং তার আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করে আর যৌনাঙ্গ এমন অবস্থা সত্যায়িত বা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।[২৭]

---

২৫. আবূ মুহাম্মদ আল-হুছাইন ইব্ন মাসউদ, *শারহুস সুন্নাহ*, অধ্যায় : আল-বুয়ূ', অনুচ্ছেদ : অল-কাসবু ওয়াল কাসবুল হালালি, (বৈরুত : মাকতাবুল ইসলামি, ১৪০৩হি./১৯৮৩ইং),খ. ৮, পৃ. ১০, হাদিস নং-২০৩০

২৬ . আল-কুরআন, *সূরা বানি ইসরাঈল*, ১৭ : ৩৬

২৭. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আল-ক্দর, অনুচ্ছেদ : কুদ্দিরা আলা ইবনি আদামা হাজ্জাহু মিনায যিনা ওয়া গাইরা, (বৈরুত : দারুল জাবাল), খ.৮ , পৃ. ৫২, হাদিস নং-৬৯২৫

৮. মাদকাসক্তি প্রতিরোধ

মাদকাসক্তি বিবাহ-বিচ্ছেদের অন্যতম কারণ। মাদকাসক্ত ব্যক্তি নেশার টাকা যোগাড় করতে গিয়ে জায়গা-জমি, ঘর-বাড়িসহ সবকিছু বিক্রি করে নিঃস্ব হয়ে যায়। তাই যে পরিবারে মাদকাসক্তি ঢুকেছে সে পরিবারে পারিবারিক ভাঙ্গন বা স্বামী-স্ত্রী বনিবনার অভাব অনিবার্য হয়ে পড়ে। মাদকাসক্ত স্বামী স্ত্রীর সাথে দুর্ব্যবহার করে। আবার অনেক পুরুষ মদ গ্রহণের ফলে পুরুষত্বহীন হয়ে পড়ে। এছাড়া মাদকাসক্তি একটি নিকৃষ্ট গুনাহের কাজ। এসব কারণে স্ত্রী মাদকাসক্ত স্বামীর লজ্জাকর জীবন মেনে নিতে পারে না। তাই বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটে। মাদকাসক্তি থেকে দূরে রাখতে আখিরাতে বিশ্বাসের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আখিরাতে বিশ্বাসী মদপান করতে পারে না।

এক. মদপান না করা আখিরাতে বিশ্বাসের অংশ

এ দুনিয়ায় মদ পান করলে আখিরাতে কঠিন শাস্তির কথা হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। এ কথা বিশ্বাস করলে কেউ মদ পান করতে পারে না। কারণ বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটে কর্মের মধ্যে। আর মদ পান না করা আখিরাতের বিশ্বাসের অংশ। তাই আখিরাতে বিশ্বাসী কখনো মদ পান করতে পারে না।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَشْرَبِ الْخَمْرَ، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَجْلِسْ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَخْلُوَنَّ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا مَحْرَمٌ»

ক. আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে সে যেন মদ পান না করে এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস রাখে সে ব্যক্তি সেই দস্তরখানে (টেবিল) না বসে যেখানে মদ্যপান করা হয়।"[২৮]

উক্ত হাদিসে মদপান না করার কথা এবং যারা মদ পান করে তাদের সংস্রব বর্জন করা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসের অংশ ঘোষণা করা হয়েছে। সুতরাং মদখোরদের সঙ্গদোষ প্রতিরোধে আখিরাতে বিশ্বাসের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

দুই. মদপানকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانٌ، وَلَا عَاقٌّ، وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ»

ক. আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা.) হতে বর্ণিত। নবী (স.) বলেছেন : "দান করে খোঁটাদানকারী, পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান এবং মদপানকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"[২৯]

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، مُدْمِنُ خَمْرٍ

খ. আবূ দারদা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "সর্বদা মদপানকারী জান্নাতে যাবে না।"[৩০]

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ، وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ، وَالدَّيُّوثُ، وَثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ، وَالْمُدْمِنُ عَلَى الْخَمْرِ، وَالْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى "

গ. অপর এক হাদিসে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন : "তিন ব্যক্তির জন্য জান্নাত হারাম- মদখোর, পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান এবং দায়ুছ। (দায়ুছ হচ্ছে সে ব্যক্তি, যে তার পরিবারের সদস্যদের অসৎ কাজে লিপ্ত জেনেও তা প্রতিহত করে না।)"[৩১]

২৮. সুলায়মান বিন আহমাদ বিন আইয়্যুব আবুল কাসেম আত-তিবরানী, *আল-মু'জামুল কাবীর*, অধ্যায় : আহাদীসু আব্দুল্লাহি ইবনু আব্বাস, (আল-মাওছিল : মাকতাবুল উলুম ওয়াল হিকাম, ১৪০৪হি./১৯৮৩ইং), খ. ১১, পৃ. ১৯১, হাদিস নং-১১৪৬২

২৯ . আবূ আব্দুর রহমান আহমাদ ইব্‌ন শু'আইব আন-নাসায়ী, *সুনানুন নাসায়ী*, অধ্যায় : আল আশরিবাহ, অনুচ্ছেদ : আর-রিওয়াতুতু ফিল মুসলিমিনা ফিল খামরি, আল কুতুবস সিত্তাহ, (রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০৮ইং), পৃ. ২৪৪৯, হাদিস নং-৫৬৭৫

৩০. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াযিদ ইব্‌ন মাজাহ আল-কাযভীনী, *সুনানু ইবনি মাজাহ*, অধ্যায় : আশরিবাহ, অনুচ্ছেদ : মুদমিনুল খামর, (হারব : দারু ইহইয়ায়িল কিতাব আল-আরাবিয়্যাহ), খ. ২ ,পৃ. ১১২০ , হাদিস নং-৩৩৭৬

৩১. আবূ আব্দুর রহমান আহমাদ ইবনু শু'আইব আন-নাসায়ী, *সুনানুন নাসায়ী*, অধ্যায়: আয-যাকাত,অনুচ্ছেদ : আল-মান্নানু বিমা আ'ত্বা, (হালব: মাকতাবুল মাতলু'আতি আল-ইসলামি, ১৯৮৬ইং/ ১৪০৬ হি.), খ. ৫,পৃ. ৮০, হাদিস নং-২৫৬২

৯. স্বামী কর্তৃক স্ত্রী নির্যাতন প্রতিরোধ

পৃথিবীতে নারী সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত হয় নিজের স্বামী দ্বারা। অনেক স্ত্রীই স্বামীর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। উপায়ান্তর না দেখে স্ত্রী স্বামীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। আখিরাতে বিশ্বাস স্বামীকে স্ত্রী নির্যাতন থেকে দূরে রাখে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ ضَرَبَ ضَرْبًا اقْتُصَّ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» [قال الشيخ الألباني] : صحيح

আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "যে কাউকে অন্যায়ভাবে বেত্রাঘাত করবে, কিয়ামতের দিন তার প্রতিশোধ নেয়া হবে।[৩২]

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن النبي ﷺ قال: «الظلم ظلمات يوم القيامة»

আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। নবী (স.) বলেছেন : "অত্যাচার কিয়ামতের দিন হবে অন্ধকার।"[৩৩]

১০. স্বামীর অবাধ্যতা প্রতিরোধ

স্বামীর প্রতি স্ত্রীর অবাধ্যতা বিবাহ-বিচ্ছেদের একটি কারণ। অনেক স্বামী স্ত্রীর খারাপ আচরণের কারণে সীমাহীন কষ্ট পায় এবং অশেষ দুর্ভোগ পোহায়। অনেক স্ত্রী স্বামীর কথা মান্য করে না। বরং সে বেপরোয়া, অশালীন ও উচ্ছৃঙ্খলভাবে চলাফেরা করে। স্ত্রী স্বামীর ওপর নির্ভরশীল হওয়া সত্ত্বেও তার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না। কথায় কথায় স্বামীর সাথে তর্ক করে এবং স্বামীর আদেশ অমান্য করে। এ সমস্ত আচরণের কারণে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর বিতৃষ্ণাভাব জাগে এবং স্ত্রীর প্রতি তার ভালবাসা নষ্ট হয়। আখিরাতে বিশ্বাস স্ত্রীকে করে স্বামীর অনুগতশীল।

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا: ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ "

ক. আব্দুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "নারী যখন পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে, রমজানের রোজা পালন করে, লজ্জাস্থানের হিফাজত করে ও স্বামীর আনুগত্য করে তখন সে জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে তার ইচ্ছা অনুযায়ী।"[৩৪]

আখিরাতে বিশ্বাস স্ত্রীকে স্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞশীল ও অনুগ্রহশীল বানায়। কারণ স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞ স্ত্রীরাই হবে জাহান্নামি।

عن ابن عباس، قال: قال النبي ﷺ: «أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء، يكفرن» قيل: أيكفرن بالله؟ قال: " يكفرن العشير، ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر، ثم رأت منك شيئا، قالت: ما رأيت منك خيرا قط "

খ. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স.) বলেছেন : "আমাকে জাহান্নাম দেখানো হয়। জাহান্নামের অধিবাসীদের বেশির ভাগই নারীজাতি। কারণ তারা কুফরি করে। জিজ্ঞেস করা হলো, তারা কি আল্লাহর সাথে কুফরি করে? তিনি বললেন, তারা স্বামীর অবাধ্য হয় এবং অকৃতজ্ঞ হয়। তুমি যদি দীর্ঘদিন তাদের কারো প্রতি অনুগ্রহ করতে থাক, অতঃপর সে তোমার সামান্য অবহেলা দেখতে পেলেই বলে ফেলে, আমি কখনো তোমার নিকট হতে ভালো ব্যবহার পাইনি।"[৩৫]

---

৩২ . আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *আদাবুল মুফরাদ*, অধ্যায় : কিছাছু আল-আবদি, (বৈরুত : দারুল বাসায়ির আল-ইসলামি, ১৯৮৯ইং/১৪০৯ হি.), খ. ১, পৃ. ৭৫, হাদিস নং-১৮৬

৩৩. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আল-মাজালিম ওয়াল গাছব, অনুচ্ছেদ : আজ-জুলমু জুলুমাতুন ইয়াওমাল কিয়ামাতি, (দারু তাওকিন নাজাহ, ১৪২২ হি.), খ. , পৃ. , হাদিস নং-২৪৪৭

৩৪. ইমাম আমদ ইব্‌ন হাম্বল, *মুসনাদু আহমাদ*, অধ্যায় : মুসনাদু বাকী আল আশারাতুল মুবাশসিরীন, অনুচ্ছেদ : মুসনাদু আব্দুর রহমান ইবনু আউফ (রা.), (মুয়সসাসাতুর রিসালাহ, ১৪২১হি./২০০১খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ১৯৯, হাদিস নং-১৬৬১

৩৫ . আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আল-ঈমান, অনুচ্ছেদ : কুফরানুল আশীরি দূনা কুফরিন, (দারু তাওকিন নাজাহ, ১৪২২ হি.), খ. ১, পৃ. ১৫, হাদিস নং-২৯

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- الصَّلاَةَ يَوْمَ الْعِيدِ فَبَدَأَ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلاَلٍ فَأَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَحَثَّ عَلَى طَاعَتِهِ وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ ثُمَّ مَضَى حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ فَقَالَ « تَصَدَّقْنَ فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ ». فَقَامَتِ امْرَأَةٌ مِنْ سِطَةِ النِّسَاءِ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ فَقَالَتْ لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « لأَنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ ». قَالَ فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ يُلْقِينَ فِى ثَوْبِ بِلاَلٍ مِنْ أَقْرِطَتِهِنَّ وَخَوَاتِمِهِنَّ.

গ. জাবির বিন আব্দুল্লাহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : "আমি রাসূল (স.)-এর সাথে একবার ইদের জামাতে অংশগ্রহণ করলাম। আজান-ইকামত ব্যতীত তিনি খুতবার পূর্বেই সালাত আরম্ভ করলেন। সালাত শেষে বেলাল (রা.)-এর কাঁধে ভর দিয়ে দণ্ডায়মান হলেন। সকলকে আল্লাহকে ভয় করার আদেশ দিলেন, তার আনুগত্য করার উৎসাহ প্রদান করলেন। মানুষকে উপদেশ দিলেন এবং বিভিন্ন বিষয় তাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন।" অতঃপর নারীদের নিকট গমন করে তাদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করলেন এবং তাদের (শরিয়তের বিধি-বিধান) স্মরণ করিয়ে দিলেন। তারপর বললেন : "তোমরা সদকা কর, তোমাদের অধিকাংশই হবে জাহান্নামের ইন্ধন।" বিবর্ণ-ফ্যাকাশে মুখমণ্ডল নিয়ে নারীদের মধ্য হতে একজন দাঁড়িয়ে বলল : "কেন, হে আল্লাহর রাসূল(স.)?" রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন : "কারণ তোমরা অধিক অভিযোগ কর এবং স্বামীর অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।" জাবির (রা.) বলেন : "অতঃপর তারা তাদের অলংকারাদি সদকা করতে আরম্ভ করল। তাদের কানের দুল ও আংটি বেলালের বিছানো কাপড়ে ছুঁড়ে ফেলতে লাগল।"[৩৬]

১১.স্বামীকে কষ্ট না দেয়া

কোন কোন মহিলা অহেতুক বা সামান্য কারণে স্বামীকে কষ্ট দেয়। আখিরাতে বিশ্বাস অহেতুক স্বামীকে কষ্ট দেয়া থেকে স্ত্রীকে বিরত রাখে।

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا، إِلاَّ قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الحُورِ العِينِ: لاَ تُؤْذِيهِ، قَاتَلَكِ اللَّهُ، فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكَ دَخِيلٌ يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا.هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

মুআয ইব্ন জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স.) বলেছেন : "যখন কোন স্ত্রীলোক পৃথিবীতে স্বামীকে কষ্ট দেয় তখনই জান্নাতের আয়ত লোচন হুরদের মধ্যে (ভাবি) স্ত্রী বলে, হে হতভাগিনী! তাকে কষ্ট দিও না। আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুন! তিনি তো তোমার কাছে ক্ষণস্থায়ী মেহমান। অচিরেই তিনি তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমাদের কাছে চলে আসবেন।"[৩৭]

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الجَنَّةَ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

উম্মে সালমা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "যে কোন মহিলা তার স্বামীকে সন্তুষ্ট রেখে মারা যায়, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[৩৮]

১২.স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সচেতনতা সৃষ্টি করে

বিবাহ-বিচ্ছেদের একটি কারণ হলো স্বামী-স্ত্রী পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালন না করা। স্বামীর কর্তব্য হলো স্ত্রীর মোহর আদায় করা, তার ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা, বসবাসের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করা এবং তার যৌন চাহিদা পূরণ করা ইত্যাদি। আর স্ত্রীর দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো স্বামীর অনুগত থাকা, স্বামীর সম্পদ হেফাজত করা, নিজের সতীত্ব হেফাজত করা, পর্দা মেনে চলা, সন্তানদের হেফাজত করা, শরিয়তসম্মত ওজর না থাকলে স্বামীর আহ্বানে তৎক্ষণাৎ সাড়া দেয়া ইত্যাদি। বর্তমানে চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে স্বামী-স্ত্রী উভয়ই একে অপরের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে চরম অবহেলা প্রদর্শন করতে দেখা

৩৬ . আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, সহীহ মুসলিম, অধ্যায় : সালাতুল ঈদাইন, অনুচ্ছেদ : ওয়া হাদ্দাসানী মুহাম্মদ ইবনু রাফিয়ি (বৈরুত : দারুল জাবাল), খ. ৩, পৃ. ১৯, হাদিস নং-২০৮৫

৩৭ . আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত তিরমিযী*, অধ্যায় :আন-নিকাহ , অনুচ্ছেদ : নেই , (বৈরুত : দারুল গুরুব আল-ইসালমি, ১৯৯৮), খ. ২,পৃ. ৪৬৮, হাদিস নং-১১৭৪

৩৮ . আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত তিরমিযী*, অধ্যায় : আন-নিকাহ, অনুচ্ছেদ : মা জাআ ফী হাক্কিয যাওজি আলাল মারআতি, প্রাগুক্ত, খ. ২,পৃ. ৪৬১, হাদিস নং-১১৬৭

যায়। এতে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে দূরত্ব বাড়তে থাকে। ধীরে ধীরে উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন হতে থাকে। এক পর্যায়ে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটে। অথচ স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করলে উভয়ের মাঝে সুসম্পর্ক বজায় থাকত। আখিরাতে বিশ্বাস স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের জোর তাগিদ দেয়। কারণ এই দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন না করলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার কাছে জবাবদিহি করতে হবে এবং এর জন্য শাস্তি ভোগ করতে হবে।

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول اله صلى الله عليه و سلم يقول (كلكم راع ومسؤول عن رعيته والإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته) . قال وحسبت أن قد قال (والرجل راع في مال أبيه)

ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি: "তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। তাই শাসক হলেন দায়িত্বশীল, তার দায়িত্ব সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্বশীল এবং তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। স্ত্রী তার স্বামীর ঘরের দায়িত্বশীল, তার দায়িত্ব সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করা হবে। খাদেম তার মনিবের ধন-সম্পদের দায়িত্বশীল, তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।"[৩৯]

১৩. দাম্পত্য কলহ নিরসন

দাম্পত্য কলহ বিবাহ-বিচ্ছেদের অন্যতম কারণ। দাম্পত্য কলহ নিরসনে আখিরাতে বিশ্বাস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ক. ধৈর্য ধারণ করে জান্নাত অর্জন

স্বামী-স্ত্রীর পছন্দ, চিন্তা-চেতনা ও রুচিতে ভিন্নতা থাকাই স্বাভাবিক। তাই স্ত্রীর সব আচরণ স্বামীর কাছে ভাল নাও লাগতে পারে আবার স্বামীর সব আচরণ স্ত্রীর কাছে ভাল না লাগাই স্বাভাবিক। এই ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী উভয়কে ধৈর্যশীল হতে হবে এবং একে অপরের পছন্দমত আচরণের চেষ্টা করতে হবে। এভাবে ধৈর্য ধারণ করে দাম্পত্য জীবন ঠিক রাখলে জান্নাত পাওয়া যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ

"এবং যারা স্বীয় পালনকর্তার সন্তুষ্টির জন্য ধৈর্যধারণ করে, সালাত প্রতিষ্ঠা করে আর আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং যারা ভাল দ্বারা মন্দ দূরীভূত করে, তাদের জন্য রয়েছে আখিরাতের শুভ পরিণাম (জান্নাত)।"[৪০] এ ধরনের ধৈর্যশীলরা অগণিত সওয়বের অধিকারী হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন : إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

"ধৈর্যশীলদেরকে হিসাব বহির্ভূত প্রতিদান প্রদান করা হবে।"[৪১]

খ. একে অপরকে ছাড় দেয়া

অনেক সময় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দাম্পত্য-কলহ লেগে যেতে পারে। এই দাম্পত্য কলহ দীর্ঘায়িত হলেই বিবাহ-বিচ্ছেদের দিকে এগিয়ে যায়। দাম্পত্য-কলহ শুরুতেই নিঃশেষ করতে হবে। এর সূত্র হলো–"একে অপরকে ছাড় দেয়া এবং নিজের প্রাধান্য বা রাগ বজায় না রাখা।"

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَنَا زَعِيمٌ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ، وَهُوَ مُحِقٌّ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ، وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ، وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ»

---

৩৯. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : অসিয়্যাত, অনুচ্ছেদ : তাবীলু কাওলিহী তা'আলা মিম বা'দি ওয়াসিয়্যাতি ইয়ূসী বিহা আওদাইন, (বৈরুত : দারু ইবনি কাসীর, ১৪০৭ হি.), হাদিস নং- ২৫৬৪, পৃ. ৭৩৭

৪০. আল-কুরআন, *সূরা রা'দ* ১৩ : ২২

৪১. আল-কুরআন, *সূরা যুমার* ৩৯ : ১০

ক. আবূ উমামাহ (রা.) হতে বর্ণিত। নবী (স.) বলেন : "সঠিক দাবির পক্ষে হওয়া সত্ত্বেও যে ব্যক্তি বিবাদ পরিহার করার লক্ষ্যে তার দাবি প্রত্যাহার করবে, জান্নাতের মধ্যস্থান বা সর্বশ্রেষ্ঠ আসন প্রদানের জন্য আমি তার জিম্মাদার।[৪২]

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا، وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ»

খ. আবূ উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "যে ব্যক্তি ঝগড়া-বিবাদ থেকে বিরত থাকবে, যদিও সে ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। আমি তার জন্য জান্নাতের নিম্নাংশে একটি গৃহের জামিন হলাম। যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকবে যদিও তা ঠাট্টার ছলে হোক, আমি তার জন্য জান্নাতের মধ্যবর্তী স্থানে একটি গৃহের জামিন হলাম। আর যে ব্যক্তির চরিত্র সুন্দর হবে, তার জন্য জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানে একট গৃহের জামিন হলাম।"[৪৩]

গ. স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে ক্ষমা করা

স্বামী-স্ত্রী একসাথে থাকার ফলে, মান-অভিমান ও ভুল-ভ্রান্তি হওয়া স্বাভাবিক বিষয়। এই স্বাভাবিক বিষয় যখন কলহে রূপ নেয় তখনই দেখা দেয় বিপত্তি। বিপত্তি একসময় বিবাহ-বিচ্ছেদে রূপ নেয়। তাই স্বামী-স্ত্রী একে অপরের ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমা ও সুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে হবে এবং ক্রোধ সংবরণ করতে হবে। এ ধরনের লোকদের জন্যই আল্লাহ তা'আলা জান্নাত তৈরি করে রেখেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

"আর তোমরা ধাবমান হও স্বীয় প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে এবং সেই জান্নাতের দিকে যার প্রশস্ততা আসমান সমূহ ও জমিনের ন্যায়। যা প্রস্তুত করা হয়েছে মুত্তাকিদের জন্য। যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করে এবং যারা ক্রোধ সম্বরণকারী ও মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল; আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন।"[৪৪]

ঘ. দাম্পত্য কলহ নিরসনে স্ত্রীর ভূমিকা

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক ভুল বুঝাবুঝি ও মান-অভিমানের কারণে দাম্পত্য কলহ হতে পারে। চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য কারণে স্বামী বিভিন্ন দুশ্চিন্তা ও মানসিক অশান্তিতে থাকতে পারে । এগুলো নিরসনে স্ত্রী বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে। স্ত্রীর মোহনীয় আচরণ ও আশার বাণী দাম্পত্য বন্ধনকে আরো সুদৃঢ় করতে পারে। এ ধরনের স্ত্রীই জান্নাতি।

আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "আমি কি তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে জান্নাতবাসীদের সম্পর্কে তোমাদেরকে বলব? তারা হচ্ছে : স্নেহপরায়ণ, অধিক সন্তান প্রসবকারিনী এবং স্বামীদের প্রতি বিনম্র সংবেদনশীল। যখন স্বামী কষ্ট পায় বা কষ্ট দেয়, সে স্বামীর নিকট এসে হাত ধরে এবং বলে, আল্লাহর শপথ! আপনার প্রফুল্লচিত্ত না হওয়া পর্যন্ত আমি কোন কিছুর স্বাদ নেব না।"[৪৫]

১৪.বিবাহ-বিচ্ছেদ দাবিকারিণী স্ত্রী জান্নাত পাবে না

عَنْ ثَوْبَانَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ.هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

৪২. সুলায়মান ইব্ন আহমাদ আবুল কাসেম ত্বাবরানী, *মুজেমুল কাবীর*, অধ্যায় : ছুয়াদদ, অনুচ্ছেদ : আছেম ইবনু রাজায়ি, (ক্বাহিরাহ : মাকতাবাতু ইবনু তাইমিয়াহ, ১৯৯৪ইং/ ১৪১৫ হি.), খ. ৮,পৃ. ১৮৬, হাদিস নং-৭৭৭০

৪৩ . আবূ দাউদ সুলাইমান ইব্ন আশ'আছ আস-সিজিস্তানী, *সুনানু আবী দাউদ*, অধ্যায় : আদব, অনুচ্ছেদ : ফী হুসনিল খুলকি, (বৈরুত : মাকতাবুল আসরিয়্যাহ), খ. ৪,পৃ. ২৫৩, হাদিস নং-৪৮০০

৪৪. আল-কুরআন, *সূরা আলি ইমরান* ৩ : ১৩৩-১৩৪

৪৫. ইমাম নাসায়ী, আস-সুনান আল কুবরা, অধ্যায় : ইসতিন নিসা, অনুচ্ছেদ : আল মুলা'ইকাতি, (বৈরুত : দারুল-কুতুব আল-ইসলামিয়্যাহ, ১৯৯১ইং), পৃ. ২৫০৫

সাওবান (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "যে নারী কোন বিবেচনা যোগ্য কারণ ছাড়াই স্বামীর কাছে তালাক চায় তার জন্য জান্নাতের সুগন্ধও হারাম।"[৪৬]

: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:لا تسأل المرأة زوجها الطلاق في غير كنهه فتجد ريح الجنة! وإن ريحها لتوجد من مسيرة أربعين عاما. "د – عن ابن عباس".

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "কোন নারী কোন বিবেচনাযোগ্য কারণ ছাড়াই স্বামীর কাছে তালাক না চায়। অন্যথায় সে জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না। যদিও জান্নাতের সুঘ্রাণ চল্লিশ বছর পথের দূরত্ব থেকে পাওয়া যাবে।"[৪৭]

১৫.একাধিক স্ত্রীর মধ্যে ন্যায়বিচার করা

একাধিক স্ত্রী থাকলে একাধিক স্ত্রীর মধ্যে ন্যায়বিচার করা একজন স্বামীর অন্যতম একটি দায়িত্ব। একাধিক স্ত্রীর মধ্যে ন্যায়বিচার করা না হলে একজন স্বামীকে আখিরাতে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

"তোমরা কখনও স্ত্রীদের মধ্যে সমতা রক্ষা করতে পারবে না, যদিও এর আকাঙ্ক্ষী হও। অতএব, তোমরা একজনের প্রতি সম্পূর্ণ ঝুঁকেও পড়ো না যে, একজনকে ফেলে রাখ দোদুল্যমান অবস্থায়। যদি তোমরা নিজেদেরকে সংশোধন কর এবং আল্লাহভীরু হও, তবে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, করুণাময়।[৪৮]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ»

আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি নবী (স.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলছেন : "যার দু'জন স্ত্রী আছে, আর সে তাদের কোন একজনের প্রতি অধিক ঝুঁকে পড়ে (অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে ইনসাফ করেনি), কিয়ামতের দিন সে পঙ্গু অবস্থায় উপস্থিত হবে।"[৪৯]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ، يَمِيلُ مَعَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ»

আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "যার দু'জন স্ত্রী আছে, আর সে তাদের কোন একজনের প্রতি অধিক ঝুঁকে পড়বে (অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে ইনসাফ করেনি), কিয়ামতের দিন সে তার (দেহের) এক পার্শ্ব পতিত অবস্থায় উপস্থিত হবে।"[৫০]

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, আখিরাতে বিশ্বাস মানুষের মনে বদ্ধমূল করতে পারলে বিবাহ-বিচ্ছেদ অনেকাংশে হ্রাস পাবে। কারণ আখিরাতে বিশ্বাস স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসা সৃষ্টি করে। এই ভালবাসা একে অপরের অধিকার আদায়ে সহায়তা করে। যা বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সুপারিশমালা

বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রতিরোধ করতে হলে নিম্নের সুপারিশগুলো বাস্তবায়ন করতে হবে।

---

৪৬ . আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত তিরমিযী*, অধ্যায় : আত-তালাক ওয়াল লিয়ান, অনুচ্ছেদ : মা জাআ ফীল মুখতালয়াতি, (বৈরুত : দারুল গুরুব আল-ইসালমী, ১৯৯৮ইং), খ. ২,পৃ. ৪৮৪, হাদিস নং-১১৮৭

৪৭. আলী ইব্ন হিসামুদ্দীন, *কানযুল উম্মাল ফী সুনানিল আকওয়ালি ওয়াল আফ'আল*, অধ্যায় : হারফুন নূন, অনুচ্ছেদ : আল-ফাদলুল আওয়ালু ফী তারহীবাত, (মুয়সসাসাতুর রিসালাহ, ১৪০১হি./১৯৮১ইং) খ. ১৬, পৃ. ৩৮৭, হাদিস নং-৪৫০৩১

৪৮. আল-কুরআন, *সূরা আন-নিসা* ৪ : ১২৯

৪৯. আবূ দাউদ সুলাইমান ইব্ন আশ'আছ আস-সিজিস্তানী, *সুনানু আবী দাউদ*, অধ্যায় : আন-নিকাহ, অনুচ্ছেদ : ফীল ক্বাছমি বাইনান নিসা, (বৈরুত : মাকতাবুল আসরিয়্যাহ), খ. ২,পৃ. ২৪২, হাদিস নং-২১৩৩

৫০. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযিদ ইব্ন মাজাহ আল-কাযভীনী, *সুনানু ইবনি মাজাহ*, অধ্যায় : আন-নিকাহ, অনুচ্ছেদ : আল-ক্বিছমাতু বাইনান নিসা, (হালব : দারু ইহইয়ায়িল কিতাব আল-আরাবিয়াহ), খ. ১,পৃ. ৬৩৩, হাদিস নং-১৯৬৯

১. আর্থিক সচ্ছলতা

আর্থিক সচ্ছলতা না আসা পর্যন্ত বিয়ে না করে ধৈর্য ধারণ করা।

২. পাত্র-পাত্রী নির্বাচন

পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে সতর্কতা অবলম্বন করা।

৩. কুফু বা সমতা রক্ষা

ছেলে-মেয়ের সব দিকের কুফু বা সমতা রক্ষা করা

৪. বয়সের পার্থক্য

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বয়সের পার্থক্য কম থাকা।

৫. মোহরানা আদায় করা

বিবাহের সময় স্ত্রী মোহরনা আদায় করা। এই মোহরানার মালিক স্ত্রী; বাপ, ভাই বা স্বামী নয়। তাই স্ত্রীর নামে মোহরানার টাকা লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করতে হবে।

৬. যৌতুক পরিহার

যে ছেলে যৌতুক চায়, তার কাছে মেয়ে বিয়ে না দেওয়া।

৭. পর্দার বিধান মেনে চলা

স্ত্রী পর্দার বিধান মেনে পর পুরুষ হতে দূরে থাকবে এবং স্বামীও পরনারীর সাথে অবাধে মেলামেশা থেকে দূরে থাকবে।

৮. অধিকার ও কর্তব্য পালন

স্বামী-স্ত্রীর একে অপরের অধিকার আদায়ে এবং কর্তব্য পালনে সচেষ্ট হবে।

৯. সুন্দর আচরণ করা

স্বামী স্ত্রীর সাথে সুন্দর আচরণ করবে এবং স্ত্রীও স্বামীর সাথে ভাল আচরণ করবে।

১০. পরকীয়া থেকে দূরে থাকা

পরকীয়া বা স্বামী পরনারীর আসক্তি থেকে দূরে থাকবে এবং স্ত্রীও পরপুরুষের আসক্তি থেকে দূরে থাকবে।

১১. স্বামী-স্ত্রী পারস্পরিক সমঝোতা

স্বামী-স্ত্রী পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে সংসার পরিচালনা করবে।

১২. স্বামী-স্ত্রী ভাল কাজে সহযোগিতা

ভাল কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করবে এবং পাপ কাজ থেকে একে অপরকে দূরে রাখবে।

১৩. শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা-যত্ন

স্ত্রী স্বামীর বাড়িতে শ্বশুর-শাশুড়িকে নিজের বাপ-মার মত সেবা-যত্ন করবে।

১৪. স্বামীর আনুগত্য

স্ত্রী স্বামীর আদেশের আনুগত্য করবে আর স্বামী স্ত্রীকে মন-প্রাণ দিয়ে ভালবাসবে।

১৫. স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য কলহ

স্বামী-স্ত্রী দাম্পত্য কলহ পরিহার করে চলবে।

উপসংহার

পরিবার হলো প্রশান্তি লাভের স্থান। স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক ভালবাসা ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় একটি সুন্দর পরিবার গড়ে ওঠে। কিন্তু বর্তমানে স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন ক্রমে ক্রমেই শিথিল হয়ে পড়েছে। সামান্য কারণেই স্বামী-স্ত্রীর বিরোধ কলহে রূপ নিচ্ছে। এতে স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিরা অশান্তির দাবানলে জ্বলছে। স্বামী কর্তৃক স্ত্রী নির্যাতিতা হচ্ছে; স্ত্রী কর্তৃক স্বামী নিগৃহীত হচ্ছে। ইসলামি বিধান থেকে দূরে সরে পড়ার কারণেই এই অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। অথচ ইসলামে স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন হলো চিরন্তন। দুনিয়ার জীবন শেষ হওয়ার পর আখিরাতেও এই বন্ধন টিকে থাকবে। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে জান্নাতি হলে জান্নাতেও তারা একে অপরের সঙ্গী হবে। আখিরাতের এই বিশ্বাস স্বামী-স্ত্রীর বন্ধনকে সুদৃঢ় সূত্রে গ্রথিত করে এবং একে অপরের প্রতি ধৈর্যশীল, আন্তরিক ও কল্যাণকামী হতে শেখায়। আখিরাতের বিশ্বাস বর্তমানে স্বামী-স্ত্রীর এই দুরবস্থা থেকে উদ্ধার করতে পারে। এই বিশ্বাসের কারণেই ইসলাম প্রদর্শিত দাম্পত্য জীবনের বিধি-বিধান পালন করে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে সুখময় করতে পারে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আত্মহত্যা

আত্মহত্যা একটি গুরুতর অপরাধ। মনের দুঃখে মানুষ সাধারণত আত্মহত্যা করে। মানবজীবন নিরবচ্ছিন্ন সুখের আকর নয়। এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য মানুষকে নানারকম চাহিদার সম্মুখীন হতে হয়। অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে তাকে এ চাহিদা পূরণ করতে হয়। কিন্তু মানুষের চাহিদার শেষ নেই। যার যত চাহিদা তার তত হতাশা এবং দুঃখ। হতাশা বা দুঃখ মানুষের মনের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি করে। অশান্তি মানুষের মনের মধ্যে আবেগের সৃষ্টি করে। আবেগের কারণে কাম্য বস্তু না পেলে বা হারালে সে নিজের জীবন সম্পর্কে নিরুৎসাহী হয়ে ওঠে এবং হয়ে পড়ে চরম হতাশাগ্রস্ত। এমনকি যন্ত্রণায় দগ্ধ হতে হতে অনেক সময় আত্মহত্যা পর্যন্ত করে ফেলে। মানুষ আত্মহত্যাকে হতাশা বা জীবনযুদ্ধে পরাজয় থেকে বাঁচার সহজ পথ মনে করে। প্রতিদিন সারা বিশ্বে বহু লোক আত্মহত্যা করছে। আত্মহত্যার কারণে দেশ ও জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হয় পরিবার । একজনের আত্মহত্যার কারণে অনেক সময় একটি পরিবার ধ্বংস হয়ে যায়। তাই আত্মহত্যা একটি ঘৃণ্য অপরাধ। আত্মহত্যা ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। তারপরও মানুষ আত্মহত্যা করছে। আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে আত্মহত্যার পথ থেকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে সহায়তা করে এবং জীবনকে করতে পারে শান্তিময়। নিম্নে আত্মহত্যার পরিচয়, আত্মহত্যার কারণসমূহ, আত্মহত্যার ক্ষতিসমূহ, আত্মহত্যা প্রতিরোধে আখিরাতে বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

আত্মহত্যার পরিচয়

আত্মহত্যা শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Suicide',যার ব্যুৎপত্তিগত উৎপত্তি হয়েছে ল্যাটিন শব্দ 'Suicidium' থেকে। টমাগ ব্রাউনি প্রথম ইংরেজি 'Suicide' শব্দ ব্যবহার করেন। যার অর্থ হচ্ছে নিজকে হত্যা করা।[১]
আত্মহত্যা মানে স্বেচ্ছায় নিজের দ্বারা নিজের প্রাণ নাশ।[২]

ক. সৈয়দ শওকতুজ্জামানের মতে : "আত্মহত্যা হচ্ছে মানুষের স্বেচ্ছায় জীবনাবসান ঘটান, যার সঙ্গে জড়িত থাকে সামাজিক বিচ্ছিন্নতাবোধ, মানসিক পীড়া থেকে উত্তরণের আকাঙ্ক্ষা এবং জীবন সম্পর্কে হতাশাবোধের মনো-সামাজিক বিষয়াদি।"[৩]

খ. সালেহ মাহমুদের মতে : "আত্মহত্যা হচ্ছে ব্যক্তি কর্তৃক ইচ্ছাকৃত ভাবে নিজের জীবন বিসর্জন দেয়া বা স্বতঃ প্রণোদিত হয়ে নিজের প্রাণনাশের প্রক্রিয়া বিশেষ। আত্মহত্যার মাধ্যমে ব্যক্তি আত্মাকে চরম কষ্ট ও যন্ত্রণা দেয়ার মাধ্যমে নিজকে ধ্বংস করে থাকে। নিজের হাতে নিজের জীবনের চরম পরিসমাপ্তি ঘটায়।[৪]

গ. মনোবিজ্ঞানীদের মতে "আত্মহত্যা হচ্ছে এমন একটি কাজ যার মাধ্যমে যে ব্যক্তি ঐ কাজটি করে তার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে।[৫]

বিশ্বে আত্মহত্যার পরিসংখ্যান[৬]

ক. বিশ্বে প্রতি ৪০ সেকেন্ডে একজন মানুষ আত্মহত্যা করে। বছর শেষে এ সংখ্যা পৌঁছে আট লাখে।

খ. নানা কারণে দেশে প্রতি বছর লাখে ৬ দশমিক ১ জন মানুষ আত্মহত্যা করে।

গ. নারীদের মধ্যে লাখে ৬ দশমিক ৭ জন আত্মহত্যা করে। পুরুষদের মধ্যে এ সংখ্যা কিছুটা কম, ৫ দশমিক ৫ জন।

ঘ. প্রতিবেদন অনুযায়ী, দুনিয়াজুড়ে ১৫ থেকে ২৯ বছর বয়সীদের মৃত্যুর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ কারণ আত্মহত্যা।

ঙ. উন্নত দেশের তুলনায় নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশে আত্মহত্যার হার ৭৯ গুণ বেশি।

---

১. মো. সালেহ মাহমুদ, *আত্মহত্যা : আর্থ-সামাজিক এবং মনস্তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, (ঢাকা : এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, দ্বাত্রিংশ খণ্ড, গ্রীষ্ম সংখ্যা, জুন ২০১৪ইং), পৃ.১১৫

২.শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, *সংসদ বাংলা অভিধান*, ১৩ তম সংস্করণ, (কলকাতা : সাহিত্য সংসদ, ২০০৯খ্রি.), পৃ. ৯০

৩. সৈয়দ শওকতুজ্জামান, *সামাজিক সমস্যা ও সমাজ বিশ্লেষণ কৌশল*, (ঢাকা : রোহেল পাবলিকেশন্স, ২০০৩খ্রি.),পৃ. ১৩৯

৪. মো. সালেহ মাহমুদ, *আত্মহত্যা : আর্থ-সামাজিক এবং মনস্তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯

৫. মো. সালেহ মাহমুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯

৬. বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সর্বশেষ 'গ্লোবাল হেলথ অবজারভেটরি রিপোর্ট–২০১৮' দৈনিক প্রথম আলো, ঢাকা, ১০ অক্টোবর ২০১৯, পৃ.৫

আত্মহত্যার কারণ

নিম্নলিখিত কারণে মানুষ সাধারণত আত্মহত্যা করে। যথা–

১. অর্থ সংকট ও দরিদ্রতা

দারিদ্র্যের কশাঘাত সহ্য করতে না পেরে বা অর্থ সংকটে পড়ে অনেকেই আত্মহত্যা করে।

২. নির্যাতন

মানুষ কর্তৃক মানুষ নির্যাতিত হয়। এই নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে অনেকে আত্মহত্যা করে।

৩. রোগ যন্ত্রণা

কোন মানুষ যদি দীর্ঘকাল কোন রোগে ভোগে; তার রোগ যন্ত্রণা যদি হয় দুঃসহ অথবা তার রোগ যদি হয় দুরারোগ্য, তাহলে কোন কোন মানুষ আত্মহত্যা করে।

৪. পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়া

অনেক ছাত্র পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে অথবা আশানুরূপ ফলাফল করতে না পেরে আত্মহত্যা করে।

৫. ঋণগ্রস্ত হওয়া

অনেক মানুষ বিপদগ্রস্ত হয়ে ঋণ করে। এই ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয়ে আত্মহত্যা করে।

৬. দাম্পত্য কলহ

স্বামীর নির্যাতন সইতে না পেরে অনেক স্ত্রী আত্মহত্যা করে। আবার কোন কোন স্বামীও স্ত্রীর নির্যাতন সইতে না পেরে আত্মহত্যা করে।

৭. প্রেমে ব্যর্থতা

অনেক প্রেমিক-প্রেমিকা প্রেমে ব্যর্থ হয়ে আত্মহত্যা করে।

৮. পরকীয়া

স্বামী-স্ত্রীর পরকীয়া সম্পর্কের কারণেও আত্মহত্যার মত ঘটনা ঘটছে।

৯. ইভটিজিং

বয়ঃপ্রাপ্ত মেয়েরা সাধারণত ইভটিজিংয়ের শিকার হয়। এই অপমান ও নির্যাতন থেকে মুক্তি পেতে অনেক মেয়ে আত্মহত্যা করে।

১০. আত্মাভিমান

ছেলে বা মেয়ে অনেকসময় পিতা-মাতার সাথে এবং স্ত্রী তার স্বামীর সাথে অভিমান করে আত্মহত্যা করে।

১১. বেকারত্ব

শিক্ষিত বেকার যুবকরা চাকরি না পেয়ে আত্মহত্যা করে।

১২. পদোন্নতি না পাওয়া

চাকরিজীবীদের মধ্যে কেউ কেউ কাঙ্ক্ষিত পদোন্নতি না পেয়ে আত্মহত্যা করে।

আত্মহত্যার ক্ষতিসমূহ

একজন ব্যক্তির আত্মহত্যার কারণে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, দেশ ও জাতির অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়। নিম্নে সেগুলো আলোচনা করা হলো।

আত্মহত্যার ব্যক্তিগত ক্ষতিসমূহ

আত্মহত্যার ব্যক্তিগত ক্ষতিসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো।

১. মহামূল্যবান জীবনের অবসান

একজন মানুষ আত্মহত্যার মাধ্যমে নিজেই তার মহামূল্যবান জীবনের অবসান ঘটায়।

২. ক্ষতি সাধন

একজন মানুষ আত্মহত্যার মাধ্যমে নিজেই নিজের ক্ষতি সাধন করে।

৩. দুর্দশাগ্রস্ত জীবন

যাদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা সৃষ্টি হয় তারা এবং যারা আত্মহত্যা করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে তারা পরবর্তীতে দুর্দাশাগ্রস্ত জীবন যাপনে বাধ্য হয়।

৪. শ্রেষ্ঠত্বের অবমাননা

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। আত্মহত্যার মাধ্যমে মানব সৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্বের অবমাননা করা হয়।

৫. তকদিরে বিশ্বাস

ভাল-মন্দ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হয়। আত্মহত্যাকারী তকদিরে এই বিশ্বাসে অটল থাকতে পারে না।

আত্মহত্যার পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষতিসমূহ

আত্মহত্যার পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষতিসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো।

১. পরিবারে গভীর সংকট সৃষ্টি হওয়া

পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ব্যক্তি আত্মহত্যা করলে পরিবারে গভীর সংকট সৃষ্টি হয়।

২. ব্যথিত ও শোকাহত পরিবার

পরিবারের যে কোন সদস্য আত্মহত্যা করলে, পুরো পরিবার খুব বেশি ব্যথিত ও শোকাহত হয়।

৩. পারিবারিক শান্তি ও সুখ-সমৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হওয়া

পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ব্যক্তি আত্মহত্যা করলে, পারিবারিক শান্তি ও সুখ-সমৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হয়।

৪. আত্মহত্যার প্রবণতা সৃষ্টি

পরিবারের যে কোন সদস্য আত্মহত্যা করলে, সেই পরিবারে আত্মহত্যার প্রবণতা সৃষ্টি হয়। সেই পরিবারে আরো আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে।

৫. পারিবারিক মান-সম্মান নষ্ট হওয়া

পরিবারের যে কোন সদস্য আত্মহত্যা করলে, সেই পরিবারের পারিবারিক মান-সম্মান নষ্ট হয়।

৬. সুশিক্ষিত হওয়ার অন্তরায়

পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ব্যক্তি আত্মহত্যা করলে, সেই পরিবারের ছেলে-মেয়ের লেখা-পড়া বন্ধ হয়ে যায়।

৭. আত্মহত্যাকারীর প্রতিভা থেকে বঞ্চিত হওয়া

সবার মাঝেই কিছু না কিছু প্রতিভা আছে। কোন ব্যক্তি আত্মহত্যা করলে, আত্মহত্যাকারীর প্রতিভা থেকে দেশ ও জাতি বঞ্চিত হয়।

৮. সমাজে অপরাধীর সংখ্যা বৃদ্ধি

পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ব্যক্তি আত্মহত্যা করলে, সেই পরিবারে অর্থসংকট দেখা দেয়। তাই আত্মহত্যাকারীর ছেলে-মেয়ে চুরি-ডাকাতি ও ছিনতাইয়ের মত বিভিন্ন অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। ফলে সমাজে অপরাধীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

আত্মহত্যা প্রতিরোধে আখিরাতে বিশ্বাস

আত্মহত্যা প্রতিরোধে আখিরাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব অত্যধিক। নিম্নে সেগুলো আলোচনা করা হলো।

১.আখিরাতে আত্মহত্যার শাস্তি

এক. আত্মহত্যাকারীর জন্য জান্নাত হারাম

حدثنا جندب بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقأ الدم حتى مات قال الله تعالى بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة)

ক. জুন্দুব বিন আব্দুলাহ (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "তোমাদের পূর্ব যুগে এক লোক আহত হয় এবং প্রচণ্ড ব্যথায় অস্থির হয়ে পড়ে। অতঃপর সে একটি ছুরি দিয়ে নিজের হাত কেটে ফেলে। ফলে অধিক রক্তক্ষরণে সে মারা যায়।" আল্লাহ তা'আলা তখন ঘোষণা করেন : "আমার বান্দা আমাকে ডিঙ্গিয়ে নিজের ব্যাপারে ব্যবস্থা নিয়েছে। আমি তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিলাম।"[৭]

---

৭. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আহাদীসুল আম্বিয়া, অনুচ্ছেদ : মাযুকিরা আন বানী ইসরাঈল, (বৈরুত : দারু ইবনি কাছীর, ১৯৮৭ইং/১৪০৭হি.), খ. ৩, পৃ. ১২৭৫, হাদিস নং-৩২৭৬

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ « إِنَّ رَجُلاً مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ خَرَجَتْ بِهِ قَرْحَةٌ فَلَمَّا آذَتْهُ انْتَزَعَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ فَنَكَأَهَا فَلَمْ يَرْقَإِ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ. قَالَ رَبُّكُمْ قَدْ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

খ. শায়বান (রহ.) বলেন যে, আমি হাসান (রা.)-কে বলতে শুনেছি, পূর্বের যুগে এক ব্যক্তির ফোঁড়া হয়েছিল, ফোঁড়ার যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে তার তূণ থেকে একটি তীর বের করলো। আর তা দিয়ে আঘাত করে ফোঁড়াটি চিড়ে ফেলল। তখন তার রক্তক্ষরণ বন্ধ না হওয়ায় সে মারা গেল। তোমাদের প্রতিপালক বললেন : "আমি তার ওপর জান্নাত হারাম করে দিয়েছি।"[৮]

দুই. আত্মহত্যাকারীকে জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ করা হবে

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

"আর তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি দয়ালু। আর যে ব্যক্তি সীমা লঙ্ঘন করে অন্যায়ভাবে এ কাজ (আত্মহত্যা) করবে, অচিরেই তাকে আমি আগুনে জ্বালাবো। আল্লাহর জন্য এটা খুবই সহজ।"[৯]

তিন. আত্মহত্যা যে প্রক্রিয়ায় জাহান্নামে শাস্তি সে প্রক্রিয়ায়

عن ثابت بن الضحاك: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال (من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم ولعن المؤمن كقتله ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله)

সাবিত বিন যাহ্হাক (রা.) হতে বর্ণিত। নবী (স.) বলেছেন : "যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্মের মিথ্যা কসম করে, সে ঐ দলেরই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি কোন জিনিস দিয়ে আত্মহত্যা করবে, কিয়ামতের দিন সেই জিনিস দিয়ে তাকে শাস্তি দেয়া হবে। কোন মু'মিন ব্যক্তিকে অভিশাপ দেয়া তাকে হত্যা করার সমান। আর কোন মু'মিনকে অহেতুক কাফের ঘোষণা করা, তাকে হত্যার পর্যায়ভুক্ত।"[১০]

চার. জাহান্নামে অস্ত্র দিয়ে..বিষপান করে..পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়ার শাস্তি

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- « مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِى يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِى بَطْنِهِ فِى نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ شَرِبَ سَمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَحَسَّاهُ فِى نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِى نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا ».

আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "যে ব্যক্তি লোহার কোন অস্ত্র দিয়ে আত্মহত্যা করবে, সে জাহান্নামের আগুনে বসে অনন্তকাল ধরে সেই অস্ত্র দিয়েই সে নিজের পেটে কোপাতে থাকবে। আর যে ব্যক্তি বিষপানে আত্মহত্যা করবে, জাহান্নামের মধ্যে বসেও সে অনন্তকাল ধরে বিষ পান করতে থাকবে। আর যে ব্যক্তি পাহাড়ের ওপর থেকে লাফিয়ে আত্মহত্যা করবে, জাহান্নামেও সে অনবরত উচ্চ স্থান থেকে লাফিয়ে পড়তে থাকবে। এভাবে অনন্তকাল ধরে সে নিজকে কষ্ট দিতে থাকবে।"[১১]

পাঁচ. জাহান্নামে ফাঁস লাগিয়ে... বর্শা বিদ্ধ হয়ে শাস্তি

عن أبي هريرة ﷺ قال قال النبي صلى الله عليه و سلم : (الذي يخنق نفسه يخنقها في النار والذي يطعنها يطعنها في النار

---

৮. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আল-ঈমান,অনুচ্ছেদ : গিলাজু তাহরীমি ক্বাতলিল ইনসানি নাফছাহূ ....., (বৈরুত : দারুল জাবাল), খ. ১, পৃ. ৭৪, হাদিস নং-৩২১

৯. আল-কুরআন,*সূরা আন-নিসা* ৪ : ২৯-৩০

১০. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আল-আদাব, অনুচ্ছেদ : মান কাফ্‌ফারা আখাহু বিগাইরি তা'বীলিন ফাহুয়া কামা ক্বালা, (বৈরুত : দারু ইবনি কাছীর, ১৯৮৭ইং/১৪০৭হি.), খ. ৫, পৃ. ২২৬৪, হাদিস নং-৫৭৫৪

১১. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আল-ঈমান,অনুচ্ছেদ : গিলাজু তাহরীমি ক্বাতলিল ইনসানি নাফছাহূ ....., (বৈরুত : দারুল জাবাল), খ. ১, পৃ. ৭২ , হাদিস নং-৩১৩

আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (স.) বলেছেন : "যে ব্যক্তি ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করবে, সে জাহান্নামে (অনুরূপভাবে) নিজকে ফাঁস লাগাতে থাকবে। আর যে ব্যক্তি বর্শার আঘাতে আত্মহত্যা করবে, সে জাহান্নামে (অনুরূপভাবে) বর্শা বিদ্ধ হতে থাকবে।"[১২]

ছয়. আত্মহত্যাকারী চিরস্থায়ী জাহান্নামি হবে না

আত্মহত্যাকারী ইমান নিয়ে মরতে পারলে চিরস্থায়ী জাহান্নামি হবে না। তবে তাকে দীর্ঘ সময় জাহান্নামের আগুনে আত্মহত্যার শাস্তি ভোগ করতে হবে।

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ الطُّفَيْلَ بْنَ عَمْرٍو الدَّوْسِىَّ أَتَى النَّبِىَّ –ﷺ– فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لَكَ فِى حِصْنٍ حَصِينٍ وَمَنَعَةٍ – قَالَ حِصْنٌ كَانَ لِدَوْسٍ فِى الْجَاهِلِيَّةِ – فَأَبَى ذَلِكَ النَّبِىُّ –ﷺ– لِلَّذِى ذَخَرَ اللَّهُ لِلأَنْصَارِ فَلَمَّا هَاجَرَ النَّبِىُّ –ﷺ– إِلَى الْمَدِينَةِ هَاجَرَ إِلَيْهِ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو وَهَاجَرَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ فَمَرِضَ فَجَزِعَ فَأَخَذَ مَشَاقِصَ لَهُ فَقَطَعَ بِهَا بَرَاجِمَهُ فَشَخَبَتْ يَدَاهُ حَتَّى مَاتَ فَرَآهُ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو فِى مَنَامِهِ فَرَآهُ وَهَيْئَتُهُ حَسَنَةٌ وَرَآهُ مُغَطِّيًا يَدَيْهِ فَقَالَ لَهُ مَا صَنَعَ بِكَ رَبُّكَ فَقَالَ غَفَرَ لِى بِهِجْرَتِى إِلَى نَبِيِّهِ –ﷺ– فَقَالَ مَا لِى أَرَاكَ مُغَطِّيًا يَدَيْكَ قَالَ قِيلَ لِى لَنْ نُصْلِحَ مِنْكَ مَا أَفْسَدْتَ.فَقَصَّهَا الطُّفَيْلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ –ﷺ–. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ –ﷺ– « اللَّهُمَّ وَلِيَدَيْهِ فَاغْفِرْ »

জাবির (রা.) বলেন যে, তুফাইল ইব্‌ন আম্‌র দাওসি (রা.) নবী (স.)-সামনে উপস্থিত হয়ে বললেন : "হে আল্লাহর রাসূল (স.)! আপনি কি চান যে, আপনার জন্য একটি মজবুত দুর্গ ও সেনাবাহিনী হোক? বর্ণনাকারী বলেন, দাওস গোত্রে জাহিলি যুগের একটি দুর্গ ছিল। নবী (স.) তা কবুল করলেন না। কারণ, আল্লাহ তা'আলা আনসারদের জন্য এ সৌভাগ্য নির্ধারণ করে রেখেছিলেন। যখন নবী (স.) মদিনায় হিজরত করলেন, তখন তুফাইল ইব্‌ন আম্‌র দাওসি (রা.) এবং তাঁর গোত্রের একজন লোকও তাঁর সাথে মদিনায় হিজরত করেন। কিন্তু মদিনার আবহাওয়া তাদের অনুকূল হয়নি। তুফাইল ইব্‌ন আম্‌র দাওসি (রা.)-এর সাথে আগত লোকটি অসুস্থ হয়ে পড়লো। সে রোগ যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে তীর নিয়ে তার হাতের আঙ্গুলগুলো কেটে ফেলল। এতে উভয় হাত থেকে রক্ত নির্গত হতে থাকল। অবশেষে সে মারা গেল। তুফাইল ইবনু আম্‌র দাওসি (রা.) স্বপ্নে তাকে ভাল অবস্থায় দেখতে পেলেন, কিন্তু তিনি তার উভয় হাত আবৃত দেখে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার প্রতিপালক তোমার সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? সে বললো, আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীর কাছে হিজরত করার কারণে আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। তুফাইল (রা.) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি হয়েছে যে, আমি তোমার হাত দুটো আবৃত দেখছি? সে বললো, আমাকে বলা হয়েছে যে, তুমি স্বেচ্ছায় যে অংশ নষ্ট করেছো তা কখনো ঠিক করব না। তুফাইল (র.) নবী (স.)-এর নিকট ঘটনা বর্ণনা করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (স.) দোয়া করলেন : হে আল্লাহর রাসূল (স.)! আপনি তার হাত দুটোকেও ক্ষমা করে দিন।"[১৩]

২. দুনিয়ার চাহিদাকে সীমিত করণ

পৃথিবীতে মানুষের চাহিদার শেষ নেই। মানুষ চাহিদা পূরণের পেছনে ছুটছে। দুনিয়ার জীবনে সব চাহিদা পূরণ হয় না বা হওয়া সম্ভবও নয়। মানুষ অনেক কিছুই কামনা করে, যা না পেলে মানুষ বিরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। বিরূপ পরিস্থিতি মানুষের মনে হতাশা সৃষ্টি করে। হতাশা মানুষের মনে বিষণ্নতা সৃষ্টি করে। বিষণ্নতা মানুষের মনে অশান্তি সৃষ্টি করে। এই অশান্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মানুষ আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। আখিরাতে বিশ্বাস মানুষের দুনিয়ার চাহিদা কমিয়ে দেয়। তার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে আখিরাতে মুক্তি এবং তার কামনা থাকে অনন্ত সুখের নীড় জান্নাত লাভ। তাই দুনিয়ার চাহিদা পূরণ না হলে বিরূপ পরিস্থিতি সে মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়। এ বিশ্বাসই তার মন থেকে হতাশা ও বিষণ্নতা দূর করে দেয়। আখিরাতে এ জন্য পুরস্কারের আশা তার মনে শান্তি আনয়ন করে। এভাবে তার চাহিদা পূরণ না হলেও সে আত্মহত্যা করে না। সে বিশ্বাস করে দুনিয়ার সব কিছুই নিঃশেষ হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলার কাছে যে প্রতিদান রয়েছে তা অনন্তকালের। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

---

১২. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আল-জানায়িযু,অনুচ্ছেদ : মা জাআ ফী ক্বাতলিন নাফছ , (বৈরুত : দারু ইবনি কাছীর, ১৯৮৭ইং/১৪০৭হি.), খ. ১, পৃ. ৪৫৯, হাদিস নং-১২৯৯

১৩. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আল-ঈমান, অনুচ্ছেদ : আদ-দালীলু আলা আন্না ক্বাতিলা নাফছিহী লা-য়াকফুরু, (বৈরুত : দারুল জাবাল), খ. ১, পৃ. ৭৬, হাদিস নং-৩২৬

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"তোমাদের কাছে যা আছে তা নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং আল্লাহর কাছে যা আছে তা স্থায়ী, আর যারা ধৈর্য ধারণ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে পুরস্কার প্রদান করব তাদের ভাল কাজের প্রতিদান স্বরূপ।"[১৪]

৩. দারিদ্র্যকে বরণ করার মানসিকতা সৃষ্টি

দারিদ্র্যের কশাঘাত সহ্য করতে না পেরে বা অর্থ সংকটে পড়ে অনেকেই আত্মহত্যা করে। কারণ বেঁচে থাকার জন্য অর্থ উপার্জন করতে হয়। এ অর্থ উপার্জনের জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়। এরপরও যদি অর্থ উপার্জন করতে না পারে, তবে জীবন হয় পর্যুদস্ত ও দুঃখে ভারাক্রান্ত। তাতে জনজীবনে নেমে আসে দারিদ্র্যের দুর্বিষহ যন্ত্রণা। অর্থের অভাবে সংসার অভাব-অনটনে, রোগ-শোকে জর্জরিত হয়ে পড়ে; সংসারে সুখ হয় তিরোহিত। অর্থাভাবে একজন মানুষ তার ও তার পরিবারের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণে ব্যর্থ হয়। সে তার পরিবারের কাছে নিগৃহীত ও লজ্জিত হয়; অপমানিত হয় সমাজে। এ অপমান ও লজ্জা নিবারণের জন্য আত্মহত্যা করতে প্ররোচিত হয়। আখিরাতে বিশ্বাস দারিদ্র্যকে হাসিমুখে বরণ করে নিতে শেখায়। জীবনে দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে কোন লজ্জা নেই। বিপদে ধৈর্য ধারণ করে দুঃখ-দারিদ্র্যকে সাহস ও মনোবল দিয়ে দূর করতে চেষ্টা করার মধ্যেই রয়েছে সফলতা। দারিদ্র্যের মধ্যেই রয়েছে আখিরাতে উচ্চ মর্যাদা।

ক. হাশরের ময়দানে রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সঙ্গী হওয়া

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: أَحِبُّوا الْمَسَاكِينَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ فِي دُعَائِهِ: «اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِينًا، وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ»

আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, "তোমরা মিসকিনদের ভালবাসবে।" কেননা আমি রাসূল (স.)-কে তাঁর দোয়ায় বলতে শুনেছি : "হে আল্লাহ! আপনি আমাকে মিসকিনরূপে জীবিত রাখুন, মিসকিন রূপে মৃত্যুদান করুন এবং মিসকিনদের দলভুক্ত করে হাশরের ময়দানে উত্থিত করুন।"[১৫]

খ. দরিদ্ররা ধনীর পাঁচশত বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَدْخُلُ الْفُقَرَاءُ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْأَغْنِيَاءِ بِخَمْسِمِائَةِ عَامٍ نِصْفِ يَوْمٍ.

আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "দরিদ্ররা ধনীদের চাইতে পাঁচশত বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর তা হলো (আখিরাতের) অর্ধদিনের সমান।"[১৬]

গ. দুনিয়াদারদের জাহান্নামে নিক্ষেপ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ، وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ، وَعَبْدُ الْخَمِيصَةِ، تَعِسَ وَانْتَكَسَ، وَإِذَا شِيكَ فَلَا انْتَقَشَ»

আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "দিনার ও দিরহাম ও মূল্যবান চাদরের গোলামরা ধ্বংস হোক। আল্লাহ এদেরকে অধোমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। জাহান্নামের কাঁটার খোঁচা খেয়েও সে বের হতে পারবে না।"[১৭]

ঘ. ধনীরা কিয়ামতের দিন সবচেয়ে গরিব হবে

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْأَكْثَرُونَ هُمُ الْأَسْفَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَّا مَنْ قَالَ بِالْمَالِ، هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَكَسَبَهُ مِنْ طَيِّبٍ»

---

১৪. আল-কুরআন, *সূরা নাহল* ১৬ : ৯৬

১৫. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযিদ ইব্ন মাজাহ আল-কাযভীনী, *সুনানু ইবনি মাজাহ*, অধ্যায় : আয-যুহুদ, অনুচ্ছেদ : মুজালিছাতুল ফুক্বারায়ি, (মিশর: দারু ইহইয়ায়িল কিতাব আল-আরাবিয়্যাহ), খ.২,পৃ. ১৩৮১, হাদিস নং-৪১২৬

১৬. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত তিরমিযী*, অধ্যায় : আয-যুহুদ, অনুচ্ছেদ : মা জাআ আন্না ফুক্বারাআল মুহাজিরীনা ইয়াদখুলুনাল জান্নাতা ক্বাবলা আগনিয়ায়িহিম, (বৈরুত : দারুল গুরুব আল-ইসলামি, ১৯৯৮ইং), খ. ৪,পৃ. ১৫৬, হাদিস নং-২৩৫৩

১৭. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযিদ ইব্ন মাজাহ আল-কাযভীনী, *সুনানু ইবনি মাজাহ*, অধ্যায় : আয-যুহুদ, অনুচ্ছেদ : ফীল মুকছিরীন, (হালব : দারু ইহইয়ায়িল কিতাব আল-আরাবিয়্যাহ), খ.২,পৃ. ১৩৮৬, হাদিস নং-৪১৩৬

আবূ যার (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন: "ধনীরা কিয়ামতের দিন সবচেয়ে গরিব হবে। কিন্তু যারা নিজেদের মাল এদিক-সেদিক (আল্লাহর পথে) খরচ করে এবং পবিত্র পন্থায় তা উপার্জন করে তারা ছাড়া।"[১৮]

৪. রোগ-যন্ত্রণায় আখিরাতে জান্নাত লাভ ও গুনাহ মাফ

সুস্থতা আল্লাহ তা'আলার একটি বড় নিয়ামত। মানুষ কখনো চায় না সে অসুস্থ হোক। এ জন্য সে প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যায় সুস্থ থাকার জন্য। তারপরও সে অসুস্থ হয় এবং বিভিন্ন রোগ-ব্যাধিতে ভোগে। যখন তার রোগ-যন্ত্রণা সহ্য করা কষ্টকর হয়ে পড়ে তখন তার সুখ হয় তিরোহিত। সে সকলের সেবা-যত্নের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে। কোন মানুষ যদি দীর্ঘকাল কোন রোগে ভোগে, তার রোগ যন্ত্রণা যদি হয় দুঃসহ অথবা তার রোগ যদি হয় দুরারোগ্য হয়, তাহলে কোন কোন মানুষ আত্মহত্যা করে। আখিরাতে বিশ্বাসীর রোগ যন্ত্রণায় আখিরাতে জান্নাত লাভ হয় এবং তার গুনাহ মাফ হয়। তাই আখিরাতে বিশ্বাসী রোগ-যন্ত্রণায় সান্ত্বনা পায় এবং আত্মহত্যা থেকে দূরে থাকে।

এক. রোগ-যন্ত্রণায় গুনাহ মাফ হওয়া

عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال (ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه)

ক. আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত । নবী (স.) বলেছেন : "মুসলিম ব্যক্তির ওপর যে কষ্ট-ক্লেশ, রোগ-ব্যাধি, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা, কষ্ট ও পেরেশানী আসে, এমনকি যে কাঁটা তার দেহে ফুটে, এ সবের মাধ্যমে আল্লাহ তার গুনাহ ক্ষমা করে দেন।"[১৯]

قال عبد الله بن مسعود : دخلت على رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو يوعك وعكا شديدا فمسسته بيدي فقلت يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم (أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم) . فقلت ذلك أن لك أجرين ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم (أجل) . ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (ما من مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه إلا حط الله له سيئاته كما تحط الشجرة ورقها)

খ. আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাস'উদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে প্রবেশ করলাম। তখন তিনি ভয়ানক জ্বরে আক্রান্ত ছিলেন। আমি তাঁর গায়ে হাত বুলিয়ে দিলাম এবং বললাম হে আল্লাহর রাসূল(স.)! অপনি ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত। রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, হ্যাঁ আমি এমন জ্বরে আক্রান্ত হই, যা তোমাদের দুজনের হয়ে থাকে। আমি বললাম : এটা এ জন্য যে, আপনার জন্য বিনিময়ও দ্বিগুণ। রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, হ্যাঁ। এরপর রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন : যে কোন মুসলিমের কোন কষ্ট বা রোগ-ব্যাধি হলে আল্লাহ তাঁর গুনাহগুলো ঝরিয়ে দেন, যেভাবে গাছ তার পাতাগুলো ঝরিয়ে দেয়।"[২০]

দুই. রোগ-যন্ত্রণায় জান্নাত লাভ

عطاء بن أبي رباح قال : قال لي ابن عباس ألا أريك امرأة من أهل الجنة ؟ قلت بلى قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت إني أصرع وإني أتكشف فادع الله لي قال (إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك) . فقالت أصبر فقالت إني أتكشف فادع الله أن لا أتكشف فدعا لها

ক. আতা ইব্‌ন রাবাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা.) আমাকে বললেন : "আমি কি তোমাকে জান্নাতি মহিলা দেখাব না? আমি বললাম : অবশ্যই।" তখন তিনি বললেন : "এই কালো রঙের

---

১৮. অবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াযিদ ইব্‌ন মাজাহ আল-কাযভীনী, *সুনানু ইবনি মাজাহ*, প্রাগুক্ত, খ.২,পৃ. ১৩৮৪, হাদিস নং-৪১৩০

১৯. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আল-মারদা,অনুচ্ছেদ : মা জা-আ ফী কাফ্‌ফারাতিল মারাদি, (বৈরুত : দারু ইবনি কাছীর, ১৯৮৭ইং/১৪০৭হি.), খ. ৫, পৃ. ২১৩৭, হাদিস নং-৫৩১৮

২০. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আল-মারদা,অনুচ্ছেদ : ওয়াদ'উল ইয়াদি আলাল মারাদ, (বৈরুত : দারু ইবনি কাছীর, ১৯৮৭ইং/১৪০৭হি.), খ. ৫, পৃ. ২১৩৪, হাদিস নং-৫৩৩৬

মহিলাটি, সে নবী (স.)-এর নিকট এসেছিল। তারপর বলল : আমি মৃগী রোগে আক্রান্ত হই এবং এ অবস্থায় আমার লজ্জাস্থান খুলে যায়। সুতরাং আপনি আমার জন্য দোয়া করুন। নবী (স.) বললেন : তুমি যদি চাও, ধৈর্য ধারণ করতে পার। তোমার জন্য জান্নাত। আর তুমি যদি চাও, তাহলে আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করি, যেন তোমাকে আরোগ্য করেন। স্ত্রীলোকটি বললেন : আমি ধৈর্য ধারণ করব। তিনি বললেন : ঐ অবস্থায় আমার লজ্জাস্থান খুলে যায়, কাজেই আল্লাহর নিকট দোয়া করুন যেন আমার লজ্জাস্থান খুলে না যায়। নবী (স.) তাঁর জন্য দোয়া করলেন।”[২১]

عن أنس بن مالك ﷺ قال: سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول (إن الله قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة) . يريد عينيه تابعه أشعث بن جابر وأبو ظلال بن هلال عن أنس عن النبي صلى الله عليه و سلم

খ. আনাস ইব্ন মালিক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি নবী (স.)-কে বলতে শুনেছেন যে, আল্লাহ বলেছেন : “আমি যদি আমার কোন বান্দাকে তার অতি প্রিয় দুটি বস্তু সম্পর্কে পরীক্ষায় ফেলি, আর সে তাতে ধৈর্য ধরে, তাহলে আমি তাকে সে দু'টির বিনিময়ে জান্নাত দান করব। আনাস (রা.) বলেন, দু'টি প্রিয়বস্তু হলো সে ব্যক্তির চক্ষুদ্বয়।”[২২]

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَوَدُّ أَهْلُ العَافِيَةِ يَوْمَ القِيَامَةِ حِينَ يُعْطَى أَهْلُ البَلَاءِ الثَّوَابَ لَوْ أَنَّ جُلُودَهُمْ كَانَتْ قُرِضَتْ فِي الدُّنْيَا بِالمَقَارِيضِ،.

জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : “কিয়ামতের দিন বিপদে নিপতিত (ধৈর্যধারণকারী) মানুষদের যখন প্রতিদান দেয়া হবে, তখন (পৃথিবীতে) বিপদমুক্ত মানুষেরা আকাঙ্ক্ষা (পরিতাপ) করবে, হায়! দুনিয়াতে যদি কাঁচি দ্বারা তাদের শরীরের চামড়া কেটে টুকরা টুকরা করে দেয়া হতো।”[২৩]

৫. বিপদে ধৈর্য ধারণের উৎসাহ প্রদান

বিপদে ধৈর্য ধারণের উৎসাহ প্রদান করে আখিরাতে বিশ্বাস। মানুষ বিভিন্নভাবে বিপদে নিপতিত হয়। যেমন অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া, ব্যবসায় লস হওয়া, ঋণগ্রস্ত হওয়া, চাকরিতে প্রমোশন না হওয়া, পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়া, বেকারত্ব, সঞ্চিত টাকা হারানো বা ছিনতাই হওয়া, ঘরে চুরি বা ডাকাতি হওয়া, ফসল না হওয়া বা ফসল নষ্ট হওয়া, অসুস্থতা, আপন জনের মৃত্যু মানুষের বিপদগুলোর অন্যতম। এ সমস্ত বিপদে মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। এতে একজন মানুষ যেমন আর্থিক কষ্টে নিপতিত হয়, ঠিক তেমনি মানসিক কষ্টেও ভোগে। অনেক সময় তা সহ্য করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। এ জ্বালা সইতে না পেরে অনেকেই আত্মহত্যা করে ফেলে। একজন আখিরাতে বিশ্বাসী মু'মিন এ ধরনের বিপদে নিপতিত হলে আত্মহত্যা করতে পারে না। সে মনে করে এ বিপদ আল্লাহ তা'আলার পরীক্ষা স্বরূপ। এ বিপদ আল্লাহ অচিরেই দূর করে দিবেন এবং দুনিয়া ও আখিরাতে এ বিপদের পরিপূর্ণ প্রতিদান ও পুরস্কার দান করবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ

“মানুষ এমন যে, যখন তার পালনকর্তা তাকে পরীক্ষা করেন, তাকে সম্মান ও সম্পদ দান করেন, তখন সে বলে, আমার পালনকর্তা আমাকে সম্মানিত করেছেন। আর যখন তাকে পরীক্ষা করেন, তার রিজিক সংকীর্ণ করে দেন, তখন সে বলে, আমার প্রতিপালক আমাকে অপমানিত করেছেন।”[২৪]

২১. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্নু ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আল-মারদা, অনুচ্ছেদ : ফাদলু মান ইয়াছরা'উ মিনার রীহি , প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২১৪০, হাদিস নং-৫৩২৮

২২. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আল-মারদা,অনুচ্ছেদ : ফাদলু মান যাহাবা বাছারাহু, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২১৪০, হাদিস নং-৫৩২৯

২৩. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্নু ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত তিরমিযী*, অধ্যায় : আয-যুহুদ, অনুচ্ছেদ : নেই, (বৈরুত : দারুল গুরুব আল-ইসলামী, ১৯৯৮খ্রি.), খ. ৪,পৃ. ১৮১, হাদিস নং-২৪০২

২৪. আল-কুরআন, *সূরা ফজর* ৮৯:১৫-১৬

এক. বিপদে ধৈর্যশীলদের জন্য সুসংবাদ

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

"আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব, ভয়, ক্ষুধা এবং সম্পদ, জীবন ও ফসলের ক্ষয়-ক্ষতির মাধ্যমে। আপনি শুভসংবাদ দিন ধৈর্যশীলদেরকে। যারা বিপদে নিপতিত হলে বলে, নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমরা তাঁরই নিকট ফিরে যাব।"[২৫]

মানুষের ধন-সম্পদ, টাকা পয়সা, ভোগ-বিলাসসহ সবকিছু নিঃশেষ হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা বিপদে ধৈর্যশীলদের আখিরাতে যে পুরস্কার দিবেন তা হবে চিরস্থায়ী।

ক. আল্লাহ তা'আলা বলেন **مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ**

"তোমাদের কাছে যা আছে তা নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং আল্লাহর কাছে (আখিরাতে) যা আছে তা স্থায়ী, আর যারা ধৈর্য ধারণ করে আমি অবশ্যই তাদেরকে পুরস্কার প্রদান করব তাদের ভাল কর্মের প্রতিদান স্বরূপ।"[২৬]

খ. আল্লাহ তা'আলা বলেন : **إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ**

"নিশ্চয়ই যারা ধৈর্যশীল তাদেরকে অগণিত প্রতিদান দেয়া হবে।"[২৭]

উপরোক্ত বিপদসমূহ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন : **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ**

"হে ইমানদারগণ! ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।"[২৮]

আল্লাহ তা'আলার সাহায্য প্রার্থনার সাথে সাথে বিপদ মুক্ত হওয়ার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না। তাহলেই আল্লাহ তা'আলা খুশি হয়ে বিপদ মুক্ত করে দিবেন এবং বিপদে ধৈর্য ধরা এবং বিপদ মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করার পরিপূর্ণ প্রতিদান দান করবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى

"আর মানুষের জন্য কিছুই নেই, শুধু তা ছাড়া যার জন্য সে চেষ্টা করে এবং তার চেষ্টা-সাধনা খুব শিঘ্রই দেখা হবে। অতঃপর এর পূর্ণ প্রতিফল তাকে দেয়া হবে।"[২৯]

দুই. বিপদ-আপদে ধৈর্যশীলদের আখিরাতে সাফল্য

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ جِبْرِيلَ، عَلَيْهِ السَّلَامُ، عَنِ اللهِ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: «إِذَا وَجَّهْتُ إِلَى عَبْدٍ مِنْ عَبِيدِي مُصِيبَةً فِي بُدْنِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ وَلَدِهِ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ ذَلِكَ بِصَبْرٍ جَمِيلٍ اسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ أَنْصِبَ لَهُ مِيزَانًا أَوْ أَنْشُرَ لَهُ دِيوَانًا»

আনাছ ইব্ন মালিক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি নবী (স.) হতে, তিনি জিব্রাইল (আ.) হতে এবং তিনি আল্লাহ হতে বর্ণনা করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন : "যখন আমি বান্দাদের মধ্য থেকে কোন বান্দার ওপর তার দৈহিক, সন্তানাদি বিষয়ক ও অর্থ-সম্পদ সম্পর্কীয় বিপদ-আপদে ফেলি, আর সে পরিপূর্ণ ধৈর্য দ্বারা তা মোকাবেলা করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য মীযানের পাল্লা স্থাপন করতে ও তার সামনে তার আমলনামা উন্মুক্ত করতে লজ্জাবোধ করি।"[৩০]

---

২৫. আল-কুরআন, *সূরা বাকারা* ২ : ১৫৫-১৫৬

২৬. আল-কুরআন, *সূরা নাহল* ১৬ : ৯৬

২৭. আল-কুরআন, *সূরা যুমার* ৩৯ : ১০

২৮. আল-কুরআন, *সূরা বাক্বারা* ২ : ১৫৩

২৯. আল-কুরআন, *সূরা নাজম* ৫৩ : ৩৯-৪১

৩০. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ছালাবাহ, *মুসনাদুশ শাবাব*, অধ্যায় : ইযা ওয়াজ জাহতু ইলা আবদিন মিন আবীদী মুছিবাতান ফী বুদনিহী ওয়া মালিহী ওয়া ওলাদিহী ছুম্মা ইসতিকবালা জালিকা বিছবরিন জামিলিন, (বৈরুত : মুয়সসাসাতুর রিসালাহ, ১৪০৭হি./১৯৮৬খ্রি.), খ. ২,পৃ. ৩৩০, হাদিস নং-১৪৬২

তিন. বিপদে ধৈর্যশীলদের প্রতিদান

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ العُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ, وَبِهَذَا الإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ عِظَمَ الجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ البَلَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ.هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

আনাছ ইব্‌ন মালিক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁর কোন বান্দার কল্যাণ চান তখন তাড়াতাড়ি দুনিয়াতে তাকে বিপদে ফেলেন। আর কোন বান্দার অকল্যাণ চান তখন তাকে তার অপরাধের শাস্তি দান থেকে বিরত থাকেন। অতঃপর কিয়ামতের দিন তাকে পুরোপুরি শাস্তি দিবেন।" এ সনদেই নবী (স.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন : "বিপদ যত মারাত্মক হবে, প্রতিদান তত বেশি হবে। আর আল্লাহ যখন কোন জাতিকে ভালবাসেন তখন তাদেরকে (বিপদে ফেলে) পরীক্ষা করেন। যে ব্যক্তি তাতে (বিপদে) সন্তুষ্ট থাকে, তার জন্য (আল্লাহর) সন্তুষ্টি বিদ্যমান থাকে। আর যে ব্যক্তি অসন্তুষ্ট হয় তার জন্য (আল্লাহর) অসন্তুষ্টি বিদ্যমান থাকে।"[৩১]

চার. আপনজন মৃত্যুতে ধৈর্যধারণের পুরস্কার

عن أنس بن مالك ﷺ، قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من الناس مسلم، يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث، إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم»

আনাছ ইব্‌ন মালিক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "যে কোন মুসলিম ব্যক্তির এমন তিনটি (সন্তান) মারা যাবে, যারা বালিগ হয়নি, আল্লাহ তাদের প্রতি তাঁর রহমতের কারণে সে ব্যক্তিকে (মা-বাবাকে) জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।"[৩২]

عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ وَلَدُ العَبْدِ قَالَ اللَّهُ لِمَلَائِكَتِهِ: قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي، فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ، فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: مَاذَا قَالَ عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ: حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ، فَيَقُولُ اللَّهُ: ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتًا فِي الجَنَّةِ، وَسَمُّوهُ بَيْتَ الحَمْدِ.هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَاسْمُ أَبِي سِنَانٍ عِيسَى بْنِ سِنَانٍ.

আবূ মুসা আসআরী (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "যে কোন বান্দার কোন সন্তান মারা গেলে তখন আল্লাহ তাঁর ফেরেশতাদের বলেন, তোমরা আমার বান্দার সন্তানকে কি ছিনিয়ে আনলে? তারা বলে, হ্যাঁ। পুনরায় আল্লাহ বলেন, তোমরা তার কলিজার টুকরাকে ছিনিয়ে এনেছ? তারা বলে, হ্যাঁ। পুনরায় তিনি বলেন, তখন আমার বান্দা কি বলেছে? তারা বলে, সে আপনার প্রশংসা করেছে এবং ইন্নালিল্লাহ.. (নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য..) বলেছে। আল্লাহ বলেন, জান্নাতে আমার এই বান্দার জন্য একটি ঘর তৈরি কর এবং তার নাম রাখ "বাইতুল হামদ" বা প্রশংসার ঘর।"[৩৩]

৬. অবৈধ প্রেম ও পরকীয়া প্রতিরোধ

ছেলে-মেয়ে প্রেমে ব্যর্থ হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। যা কোনভাবেই কাম্য নয়। কারণ নারী-পুরুষের একে অপরের প্রতি আকর্ষণ একটি সহজাত প্রবৃত্তি। মানুষ হলো সৃষ্টির সেরা জীব। তার রয়েছে বিবেক-বুদ্ধি। যার তার সাথে সে সম্পর্ক করতে পারে না। একজনকে একবার দেখেই তার প্রেমে পড়ে যেতে পারে না। অথবা একজনকে না পেলে সে আত্মহত্যা করতে পারে না। কারণ পৃথিবীতে ছেলেরও অভাব নেই, তেমনি মেয়েরও কমতি নেই। যাকে তাকে চিরসঙ্গী বানানো যায় না। চকচক করলে যেমন সোনা হয় না তেমনি বাহ্যিক সৌন্দর্য দেখে আকৃষ্ট হয়ে গেলে পরিণাম ভয়াবহ হতে পারে। একজন আরেক জনকে না পেয়ে আত্মহত্যার করলে

---

৩১. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত তিরমিযী*, অধ্যায় : আয-যুহ্‌দ, অনুচ্ছেদ : মা জা আ ফিস সাবাবি আলাল বালা, (বৈরুত : দারুল গুরুব আল-ইসলামি, ১৯৯৮), খ. ৪,পৃ. ১৭৯, হাদিস নং-২৩৯৬

৩২. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌নু ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আল-জানাযিজ,অনুচ্ছেদ : মা ক্বীলা ফী আওলাদিল মুসলি মীন, (দারু তাওকিন নাজাহ, ১৪২২ হি.), খ. ২, পৃ. ১০০, হাদিস নং-১৩৮১

৩৩. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌নু ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত তিরমিযী*, অধ্যায় : আল-জানায়িজ, অনুচ্ছেদ : ফাদলুল মুছিবাতি ইযা ইহতাসাবা, (বৈরুত : দারুল গুরুব আল-ইসলামি, ১৯৯৮), খ. ২,পৃ. ৩৩২, হাদিস নং-১০২১

দুনিয়াতে নিজের ক্ষতি করা হলো; পরিবারেরও ক্ষতি করা হলো। সাথে সাথে আত্মহত্যার কারণে আখিরাতেও কঠিন শাস্তি অবধারিত হয়ে গেল। সমাজের প্রচলিত প্রেম ইসলাম অনুমোদিত নয়। বিয়ের উদ্দেশ্য ছাড়া পর নারী-পুরুষের দেখা-সাক্ষাৎ ইসলামে জঘন্য অপরাধ। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ

"(হে নবী!) আপনি মু'মিন পুরুষদের বলে দিন তারা যেন স্বীয় দৃষ্টি অবনত রাখে এবং নিজ নিজ লজ্জাস্থানের হিফাজত করে। এটা তাদের জন্য পবিত্রতম কাজ। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবই জানেন যা কিছু তারা করে। আর মু'মিন নারীদেরকে বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাজত করে আর নিজেদের সাজ-সজ্জা প্রকাশ না করে, কেবল সেসব স্থানসমূহ ছাড়া, যা সাধারণত প্রকাশমান থাকে ।"[৩৪]

স্বামী-স্ত্রীর পরকীয়া সম্পর্কের কারণেও আত্মহত্যার মত ঘটনা ঘটছে। অথচ বিবাহ একটি পবিত্র বন্ধন। বিবাহের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রী একজন হবে অন্যজনের জীবন পথের সাথী ও সহযোগী। উভয়ের সমন্বিত প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠবে সুখী-সংসার; সন্তান হবে সুশিক্ষিত, মার্জিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার কারণে ভাঙ্গছে সংসার, স্বামী-স্ত্রী বঞ্চিত হচ্ছে সংসারের জান্নাতি সুখ-শান্তি হতে, সন্তান বঞ্চিত হচ্ছে সংসারে মাতা-পিতার অনাবিল স্নেহ-মায়া-মমতা থেকে। স্বামী বাইরে পরকীয়া প্রেমে জড়িত, তারই গৃহে তারই স্ত্রী বঞ্চিতা ও নির্যাতিতা। আবার কখনো স্ত্রী বাইরে পরকীয়া প্রেমে জড়িয়ে পড়েছে, স্বামী তার নিজ স্ত্রীর প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আবার কখনো স্বামী-স্ত্রী উভয়ে বাইরে পরকীয়া প্রেমে জড়িত। এসব বিষয় নিয়ে উভয়ের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ, বাদ-বিবাদ চলে। কখনো স্ত্রী স্বামীর পরকীয়া সইতে না পেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে। আবার কখনো স্ত্রীর পরকীয়া প্রেমে জড়িয়ে পড়ায় নিজের মান-সম্মান ভূলুণ্ঠিত হওয়ায় স্বামীও আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে। অথবা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ছাড়াছাড়ি বা বিচ্ছেদ হচ্ছে। এভাবে সুখের সংসার ভেঙ্গে খান খান হয়ে যাচ্ছে।

নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার কারণে সরাসরি সাক্ষাৎ অথবা মোবাইলে, ফেসবুকে বা ইন্টারনেটের মাধ্যমে অনেক স্বামী-স্ত্রী পরকীয়া সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। আবার কোন কোন স্ত্রী তো সরাসরি না দেখে শুধু মোবাইলে কথার ওপর ভিত্তি করে, বিবাহের আশ্বাস পেয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটায় বা স্বামী ছেড়ে চলে যায়। আবার কখনো স্বামী স্ত্রী ছেড়ে চলে যায়। তখন স্বামী বা স্ত্রী বিচ্ছেদ সইতে না পেরে আত্মহত্যা করে। স্বামী-স্ত্রী যদি আখিরাতে বিশ্বাসী হত, তাহলে পর্দা মেনে চলত। পর্দা মেনে চললে এবং অবাধে নারী-পুরুষের মেলামেশা না হলে পরকীয়া প্রেমের সম্পর্ক সৃষ্টি হত না। এই অবৈধ প্রেম ও পরকীয়া নির্লজ্জতার বহিঃপ্রকাশ ছাড়া কিছু নয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"নিশ্চয়ই যারা পছন্দ করে যে, (মুসলমানদের মধ্যে) নিলর্জ্জতার প্রসার হোক, তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি এবং আল্লাহ (সব কিছু) জানেন, তোমরা জানো না।"[৩৫]

অবৈধ প্রেম ও পরকীয়া প্রতিরোধে পরিবারবর্গের বেহায়াপনা ও দুরাচারকে প্রশ্রয় দেয়া কোনভাবেই উচিত নয়। যারা এ ধরনের কাজে শৈথিল্য প্রদর্শন করে তারাই দায়ুছ। দায়ুছের জন্য জান্নাত হারাম।

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ، وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ، وَالدَّيُّوثُ، وَثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ، وَالْمُدْمِنُ عَلَى الْخَمْرِ، وَالْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى

সালিম ইব্‌ন আব্দুল্লাহ তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "তিন ব্যক্তির প্রতি মহা মহীয়ান আল্লাহ কিয়ামতের দিন (রহমতের) দৃষ্টি দিবেন না। তারা হলো পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, পুরুষের বেশধারী নারী এবং দায়ুছ (নিজ স্ত্রী ও কন্যার পাপাচারে যে বাধা দেয় না)। আর তিন ব্যক্তি জান্নাতে

---

৩৪. আল-কুরআন, *সূরা নূর* ২৪ : ২৯-৩০

৩৫. আল-কুরআন, *সূরা নূর* ২৪ : ১৯

প্রবেশ করতে পারবে না। এক. পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, দুই. মাদকাসক্ত ব্যক্তি, তিন. দানকৃত বস্তুর খোঁটা দানকারী ব্যক্তি।"[৩৬]

৭. শক্তিশালী পারিবারিক বন্ধন সৃষ্টি

দুর্বল পারিবারিক বন্ধন এবং পারিবারিক সংহতি নষ্ট হওয়া আত্মহত্যার অন্যতম কারণ। যেসব পরিবারে প্রতিনিয়ত ঝগড়া-ঝাঁটি, গালি-গালাজ, মারপিট চলে সেসব পরিবারে আত্মহত্যার প্রবণতা বেশি দেখা যায়। পারিবারিক সমস্যা, অশান্তি, হতাশা, বিষাদ, নিঃসঙ্গতা মানুষকে ঠেলে দেয় আত্মহত্যার দিকে। এ সমস্ত পরিবারে স্নেহ-মায়া-মমতা ও ভালবাসার অভাব প্রচণ্ডভাবে পরিলক্ষিত হয়। সকলের মধ্যে থাকে বিচ্ছিন্ন ভাব। মান-অভিমানে কেউ কাউকে সহ্য করতে পারে না। তাই সকলেই মানসিক অশান্তিতে ভোগে। এই অশান্তি থেকে মুক্তি পেতে মানুষ আত্মহত্যা করে।

পারিবারিক সকল সমস্যার মূল কারণ হলো, শক্তিশালী ভালবাসাপূর্ণ পারিবারিক বন্ধনের অভাব। আখিরাতে বিশ্বাস পরিবারের সদস্যদেরকে এমন এক শক্তিশালী বন্ধনে আবদ্ধ করে যে বন্ধন দুনিয়ার জীবন পেরিয়ে জান্নাতেও টিকে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ

"সেটা হবে চিরস্থায়ী জান্নাত। তারা তাতে প্রবেশ করবে আর প্রবেশ করবে তাদের পিতা-মাতা, স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করেছে। প্রত্যেক দরজা দিয়ে ফেরেশতাগণ তাদের নিকট প্রবেশ করবে। তাঁরা তাদের বলবে, শান্তি বর্ষিত হোক তোমাদের ওপর। তোমরা (দুনিয়াতে) ধৈর্য ধারণ করেছিলে, এ কারণেই তোমরা এই জান্নাতের অধিকারী হয়েছ। সুতরাং কতই না উত্তম আখিরাতের এই ঘর। আর যারা আল্লাহর সাথে দৃঢ় অঙ্গীকার করার পর তা ভঙ্গ করে এবং আল্লাহ যে সম্পর্ক বজায় রাখার আদেশ দিয়েছেন, তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে, তাদের জন্য আছে অভিশাপ এবং আখিরাতে তাদের পরিণাম হবে অশুভ।"[৩৭]

আখিরাতে বিশ্বাসের কারণে স্বামী-স্ত্রী, পিতা-মাতা, ছেলে-মেয়ে, ভাই-বোনের মধ্যে এমন ভালবাসাপূর্ণ সুসম্পর্ক স্থাপিত হয় যা সামান্য মান-অভিমানের কারণে ছিন্ন হতে পারে না আত্মহত্যার মাধ্যমে।

৮. মাদকাসক্তি প্রতিরোধ

মাদকাসক্তি আত্মহত্যার একটি কারণ। আখিরাতে বিশ্বাস মাদকাসক্তি প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মাদকাসক্তরা সাধারণত নিষ্ঠুর, বিবেকহীন ও নিয়ন্ত্রণহীন। তারা থাকে চরম হতাশাগ্রস্ত। তাদের দ্বারা যে কোন কাজই সম্ভব। তাই মাদকাসক্তদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা থাকে। আবার অনেক সময় মাদকের ওভারডোজ বা মাত্রার অতিরিক্ত মদ পানও মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ করে নেশাখোর মাদক সংগ্রহে ব্যর্থ হলে ক্রোধে যা ইচ্ছা তাই করে ফেলে। অনেক সময় ঘনিষ্ঠ স্বজন মাদকাসক্তদের দ্বারা হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়। নেশার টাকা না পেয়ে সন্তানকে খুন করা, স্ত্রীকে পুড়িয়ে মারা, মাকে খুন করা, আদরের সন্তানকে বিক্রি করে দেয়ার মত মর্মস্পর্শী ঘটনাও ঘটে। এমনকি এমন ধরনের ঘটনা না ঘটাতে পারলে নিজেই আত্মহত্যা করে। আখিরাতে বিশ্বাসী মাদকাসক্ত হতে পারে না। মাদকাসক্তি থেকে দূরে রাখতে আখিরাতে বিশ্বাসের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আখিরাতে বিশ্বাসী মদপান করতে পারে না।

এক. মদ পান না করা আখিরাতে বিশ্বাসের অংশ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَشْرَبِ الْخَمْرَ، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَجْلِسْ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَخْلُوَنَّ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا مَحْرَمٌ»

---

৩৬. আবূ আব্দুর রহমান আহমাদ ইবন শু'আইব আন-নাসায়ী, *সুনানুন নাসায়ী*, অধ্যায় : আয-যাকাত, অনুচ্ছেদ : আল-মান্নানু বিমা আ'ত্বা, (হালব : মাকতাবুল মাতলু'আতি আল-ইসলামি, ১৯৮৬ইং/ ১৪০৬ হি.), খ. ৫,পৃ. ৮০, হাদিস নং-২৫৬২

৩৭. আল-কুরআন, *সূরা রা'দ* ১৩ : ২৩-২৫

ক. আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে সে যেন মদ পান না করে এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস রাখে সে ব্যক্তি সেই দস্তরখানে (টেবিল) না বসে যেখানে মদপান করা হয়।"[৩৮]

উক্ত হাদিসে মদপান না করার কথা এবং যারা মদ পান করে তাদের সংস্রব বর্জন করা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসের অংশ ঘোষণা করা হয়েছে। সুতরাং মাদকাসক্ত সঙ্গদোষ প্রতিরোধে আখিরাতে বিশ্বাসের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

দুই. মদপানকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانٌ، وَلَا عَاقٌّ، وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ»

ক. আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা.) বর্ণনা করেছেন। নবী (স.) বলেছেন, "দান করে খোঁটাদানকারী, পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান এবং মদপানকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"[৩৯]

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، مُدْمِنُ خَمْرٍ

খ. আবূ দারদা (রা.) হতে বর্ণিত। নবী (স.) বলেছেন : "সর্বদা মদপানকারী জান্নাতে যাবে না।"[৪০]

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ، وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ، وَالدَّيُّوثُ، وَثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ، وَالْمُدْمِنُ عَلَى الْخَمْرِ، وَالْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى "

ঘ. সালিম ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (রা.) তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "তিন ব্যক্তির জন্য জান্নাত হারাম- মদখোর, পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান এবং দায়ুছ। (দায়ুছ হচ্ছে সে ব্যক্তি, যে তার পরিবারের সদস্যদের অশ্লীল কাজে লিপ্ত জেনেও তা প্রতিহত করে না।)"[৪১]

৯. নির্যাতন প্রতিরোধ

আত্মহত্যার একটি কারণ নির্যাতন। স্বামী কর্তৃক স্ত্রী নির্যাতিত হয়ে, গৃহিণী কর্তৃক গৃহকর্মী নির্যাতিত হয়ে অথবা অন্য যে কেহ নির্যাতনের শিকার হয়ে আত্মহত্যা করে। আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে মানুষের প্রতি নিষ্ঠুর নির্যাতন চালানো থেকে বিরত রাখে। আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে ভালবাসতে শেখায়। মানুষকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা বা কষ্ট দেওয়া মারাত্মক অপরাধ। আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে এই অপরাধ থেকে দূরে রাখে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ ضَرَبَ ضَرْبًا اقْتُصَّ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

[قال الشيخ الألباني] : صحيح

আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "যে কাউকে অন্যায়ভাবে বেত্রাঘাত করবে, কেয়ামতের দিন তার প্রতিশোধ নেয়া হবে।"[৪২]

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن النبي ﷺ قال: «الظلم ظلمات يوم القيامة»

আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা.) হতে বর্ণিত। নবী (স.) বলেছেন : "অত্যাচার কিয়ামতের দিন হবে অন্ধকার।"[৪৩]

---

৩৮. সুলায়মান বিন আহমাদ বিন আইয়্যুব আবুল কাসেম আত-তিবরানী, *আল-মু'জামুল কাবীর*, অধ্যায় : আহাদীসু আব্দিল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস, (আল-মাওছিল : মাকতাবুল উলুম ওয়াল হিকাম, ১৪০৪হি./১৯৮৩ইং), খ. ১১, পৃ. ১৯১, হাদিস নং-১১৪৬২

৩৯. আবূ আব্দুর রহমান আহমাদ ইব্‌ন শু'আইব আন-নাসায়ী, *সুনানুন নাসায়ী*, অধ্যায় : আল আশরিবাহ, অনুচ্ছেদ : আর-রিওয়ায়াতু ফিল মুসলিমিনা ফিল খামরি, আল কুতুবস সিত্তাহ, (রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০৮খ্রি.), পৃ. ২৪৪৯, হাদিস নং-৫৬৭৫

৪০. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াযিদ ইব্‌ন মাজাহ আল-কাযভীনী, *সুনানু ইবনি মাজাহ*, অধ্যায় : অশরিবাহ, অনুচ্ছেদ : মুদমিনুল খামর, (মিশর : দারু ইয়াহইয়ায়িল কিতাব আল-আরাবি), খ. ২ ,পৃ. ১১২০ , হাদিস নং-৩৩৭৬

৪১. আবূ আব্দুর রহমান আহমাদ ইব্‌ন শু'আইব আন-নসায়ী, *সুনানুন নাসায়ী*, অধ্যায় : আয-যাকাত,অনুচ্ছেদ : আল-মান্নানু বিমা আ'ত্বা, (হালব : মাকতাবুল মাতলু'আতি আল-ইসলামি, ১৯৮৬ইং/ ১৪০৬ হি.), খ. ৫,পৃ. ৮০, হাদিস নং-২৫৬২

৪২. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *আদাবুল মুফরাদ*, অধ্যায় : কিছাছু আল-আবদি, (বৈরুত : দারুল বাসায়ির আল-ইসলামী, ১৯৮৯ইং/১৪০৯ হি.), খ. ১, পৃ. ৭৫, হাদিস নং-১৮৬

৪৩. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আল-মাজালিম ওয়াল গাছব, অনুচ্ছেদ : আজ-জুলমু জুলুমাতুন ইয়াওমাল কিয়ামাতি, (দারু তাওকিন নাজাহ, ১৪২২ হি.), খ. ৩, পৃ. ১২৯, হাদিস নং-২৪৪৭

১০. ইভটিজিং প্রতিরোধ

ইভটিজিং হলো কোন নারীর প্রতি অশালীন মন্তব্য, শিস বাজানো, যৌন আবেদনময়ী গান বাজানো, যৌন সম্পর্কের প্রস্তাব, অনভিপ্রেত বিয়ের প্রস্তাব, লোলুপ চাহনি, উস্কানিমূলক তালি বাজানো, মোবাইলে অশ্লীল ম্যাসেজ পাঠানো বা মিস কল দেয়া, চলার পথে বাধা দান বা পিছু নেয়া বা ধাক্কা দেয়া, শরীরে হাত দেয়া, চুমু খাওয়া ইত্যাদি। স্কুল-কলেজগামী উঠতি বয়সের ছেলে, পাড়ার বখাটে ছেলে, দোকানদার, ফেরিওয়ালা, রিক্সাচালক, বাসের হেল্পার, শিক্ষক, কর্মক্ষেত্রে পুরুষ সহপাঠীদের দ্বারা নারীরা ইভটিজিংয়ের শিকার হয়। ইভটিজিংয়ের সবচেয়ে বেশি শিকার হয় স্কুল-কলেজগামী মেয়েরা, গার্মেন্টসে কর্মরত নারীশ্রমিক ও অল্প বয়সের মেয়েরা।

নারীরা ইভটিজিংকে নিজের জন্য অত্যন্ত অপমানজনক মনে করে। এই অপমান সইতে না পেরে অনেক মেয়ে আত্মহত্যা পর্যন্ত করে বসে। ইভটিজিং করে আনন্দ পাওয়া একটি মানসিক রোগ, এই রোগের চিকিৎসা হলো আখিরাতে বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করা। আখিরাতের বিশ্বাসে যার দৃঢ় প্রত্যয় রয়েছে, সে কখনো ইভটিজিং করতে পারে না। কারণ ইভটিজিং একটি অশ্লীল কর্ম। আখিরাতের বিশ্বাস এই অপকর্ম থেকে দূরে রাখে।

এক. দুনিয়া ও আখিরাতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"নিঃসন্দেহে যারা ইমানদারদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার ভালবাসে, তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা যা জান না।"[৪৪]

দুই. আল্লাহর কাছে মর্যাদায় নিকৃষ্ট ব্যক্তি

أن عائشة، أخبرته: أنه استأذن على النبي ﷺ رجل فقال: «ائذنوا له، فبئس ابن العشيرة – أو بئس أخو العشيرة –» فلما دخل ألان له الكلام، فقلت له: يا رسول الله، قلت ما قلت، ثم ألنت له في القول؟ فقال: «أي عائشة، إن شر الناس منزلة عند الله من تركه – أو ودعه الناس – اتقاء فحشه»

খ. আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী (স.)-এর নিকট প্রবেশের অনুমতি চাইল। তিনি বললেন : " তাকে অনুমতি দাও। সে তার বংশের নিকৃষ্ট সন্তান। অথবা বললেন : সে তার গোত্রের ঘৃণ্যতম ভাই। যখন সে প্রবেশ করল, তখন তিনি তার সাথে নম্রভাবে কথা বললেন। আমি বললাম : হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এর ব্যাপারে যা বলার তা বলেছেন। এখন আপনি তার সাথে নম্রভাবে কথা বললেন। তিনি (সা.) বললেন : "হে আয়িশা (রা.)! আল্লাহর কাছে মর্যাদায় নিকৃষ্ট সে ব্যক্তি, যার অশালীন ব্যবহার থেকে বেঁচে থাকার জন্য তার সংসর্গ বর্জন করে।"[৪৫]

১১. ধর্ষণ প্রতিরোধ :

ধর্ষণ নারী নির্যাতনের অত্যন্ত ভয়াবহ একটি রূপ। ধর্ষণের ফলে নারী অবাঞ্ছিত গর্ভধারণ ও এইডসসহ দুরারোগ্য যৌন ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। গণধর্ষণের ফলে গর্ভধারণ ক্ষমতা নষ্ট হওয়া এবং অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। এতে নারী ভয় ও আতংকে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। নারীর সকল আশা-আকাঙ্ক্ষার মৃত্যু ঘটে। নারী এই অপমান সইতে না পেরে লোকলজ্জার ভয়ে অনেক মেয়ে আত্মহত্যা করে। ধর্ষণ প্রতিরোধে আখিরাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব অত্যধিক। মানুষ কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় ধর্ষণের দিকে ধাবিত হয়। কুপ্রবৃত্তির হাত থেকে রক্ষা করে আখিরাতে বিশ্বাস। কারণ নিজেকে কু-প্রবৃত্তির হাত থেকে রক্ষা করতে পারলে জান্নাত লাভ করা যায়।

ক. আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى

---

৪৪. আল-কুরআন, *সূরা নূর* ২৪ : ১৯

৪৫. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আল-আদব, অনুচ্ছেদ : আল-মুদারাতু মা'আন নাস, (দারু তাওকিন নাজাহ, ১৪২২ হি.), খ. ৮, পৃ. ৩১, হাদিস নং-৬১৩১

"আর যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াতে ভয় পায় এবং নিজকে কু-প্রবৃত্তির হাত থেকে রক্ষা করে তার ঠিকানা জান্নাত।"[৪৬]

খ. আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

"যৌনাঙ্গ হিফাজতকারী পুরুষ ও যৌনাঙ্গ হিফাজতকারী নারী; আল্লাহর অধিক জিকিরকারী পুরুষ ও জিকিরকারী নারী তাদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত করে রেখেছেন ক্ষমা ও মহা পুরস্কার (জান্নাত)।"[৪৭]

عن سهل بن سعد : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال (من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة)

গ. সাহল ইব্ন সা'দ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন : "তোমরা দুটি জিনিস তথা মুখ ও লজ্জাস্থানের দায়িত্ব নাও, আমি তোমাদের জান্নাতের দায়িত্ব নিব।"[৪৮]

১২. দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সচেতনতা সৃষ্টি করে

আত্মহত্যার একটি কারণ হলো অভিভাবকের তার অধীনস্থদের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালন না করা। বর্তমানে চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে অভিভাবকগণ তার অধীনস্থদের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিক ভাবে পালনের ব্যাপারে চরম অবহেলা প্রদর্শন করতে দেখা যায়। অভিভাবকগণ অধীনস্থদের প্রতি তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করলে উভয়ের মাঝে সুসম্পর্ক বজায় থাকত। আখিরাতে বিশ্বাস অভিভাবকের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের জোর তাগিদ দেয়। কারণ এই দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন না করলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার কাছে জবাবদিহি করতে হবে এবং এর জন্য শাস্তি ভোগ করতে হবে।

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول اله صلى الله عليه و سلم يقول (كلكم راع ومسؤول عن رعيته والإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته) . قال وحسبت أن قد قال (والرجل راع في مال أبيه)

ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি : "তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। তাই শাসক হলেন দায়িত্বশীল, তার দায়িত্ব সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেসা করা হবে। পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্বশীল এবং তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। স্ত্রী তার স্বামীর ঘরের দায়িত্বশীল, তার দায়িত্ব সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করা হবে। খাদেম তার মনিবের ধন-সম্পদের দায়িত্বশীল, তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।"[৪৯]

সুপারিশমালা

আত্মহত্যা প্রতিরোধ করতে হলে নিম্নের সুপারিশগুলো বাস্তবায়ন করতে হবে।

১.আল্লাহর ভয় ও আখিরাতের বিশ্বাসকে মানুষের মনে বদ্ধমূল করা

আল্লাহর ভয় ও আখিরাতের বিশ্বাসকে মানুষের মনে বদ্ধমূল করতে পারলে আত্মহত্যা বন্ধে সহায়ক হতে পারে।

২. আত্মহত্যার আখিরাতের শাস্তি বিষয়ক কুরআনের আয়াত ও হাদিস

আত্মহত্যার আখিরাতের শাস্তি বিষয়ক কুরআনের আয়াত ও হাদিস বেশি বেশি প্রচার করতে হবে।

---

৪৬. আল-কুরআন, *সূরা নাযিয়াত* ৭৯ : ৪০-৪১

৪৭. আল-কুরআন, *সূরা আহযাব* ৩৩ : ৩৫

৪৮. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আর-রিকাক, অনুচ্ছেদ : হিফজিল লিসান, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২৩৭৬, হাদিস নং-৬১০৯

৪৯. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : অসিয়াত, অনুচ্ছেদ : তাবীলু কাওলিহী তা'আলা মিন বাদি ওয়আসিয়্যাতি ইয়ূসী বিহা আওদা-ইন, (বৈরুত : দারু ইবনি কাসীর, ১৪০৭ হি.), হাদিস নং-২৫৬৪, পৃ. ৭৩৭

৩. ইসলামি শিক্ষা
ইসলামি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে।
৪. ইসলাম ধর্মীয় অনুশাসন
ইসলাম ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার বাস্তব প্রশিক্ষণ দিতে হবে।
৫. দাম্পত্য কলহ পরিহার
স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য কলহ পরিহার করতে হবে।
৭. পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় করা
স্বামীর সাথে স্ত্রীর, পিতা-মাতার সাথে সন্তানের পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় করতে হবে। পারিবারিক এই বন্ধনকে স্নেহ-ভালবাসায় সিক্ত করতে হবে। এজন্য তাদের সময় দিতে হবে।
৯.যৌতুক প্রথা নিষিদ্ধ
যৌতুক প্রথা নিষিদ্ধ করতে হবে।
১০.পর্দার বিধান
পর্দার বিধান মেনে চলতে হবে।
১১. ইভটিজিং প্রতিরোধ
ইভটিজিং প্রতিরোধ করতে হবে।
১২. অল্পে সন্তুষ্ট থাকা
অল্প ধন-সম্পদে সন্তুষ্ট থাকতে হবে।
১৩. মাদক নিষিদ্ধ
মাদক নিষিদ্ধ করতে হবে।
১৪. ইবাদত-বন্দেগী
অবসর সময়ে ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত থাকার অভ্যাস করতে হবে।
১৫. আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ
বেশি বেশি আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করতে হবে।

উপসংহার

আত্মহত্যার প্রবণতা একটি বিকৃত মানসিকতা ও মানসিক রোগ। আত্মহত্যা একটি মানবতা বিরোধী জঘন্য অপরাধ। প্রতিদিন সারা বিশ্বে অসংখ্য মানুষ মনের দুঃখে আত্মহত্যা করে। অথচ মানুষের জীবন অত্যন্ত মূল্যবান। সামান্য কারণে নিজেই নিজের জীবন শেষ করে দেয়া বোকামি। মানব জীবনে চাওয়া-পাওয়ার শেষ নেই। সফলতা-ব্যর্থতা নিয়েই মানুষের জীবন। ব্যর্থতাকে বরণ করে নেয়ার মানসিকতা সকলের থাকা উচিত। আমাদের জীবন ও সম্পদের প্রকৃত মালিক আল্লাহ তা'আলা। এই জীবনকে আমি নিঃশেষ করে দিতে পারি না। ইসলামে আত্মহত্যা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। যারা আত্মহত্যা করবে, আখিরাতে তাদের কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। আখিরাতে বিশ্বাসী আখিরাতে কঠিন শাস্তির কথা জেনে আত্মহত্যা করতে পারে না। এজন্যই মুসলমানদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা অন্যান্য জাতির তুলনায় অনেক কম। পরিশেষে বলা যায় যে, আখিরাতে বিশ্বাস মানুষের মনে বদ্ধমূল করতে পারলে আত্মহত্যা অনেক কমিয়ে আনা সম্ভব।

অষ্টম অধ্যায়
হত্যাকাণ্ড

এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকা (নিরাপত্তা) একজন মানুষের সবচেয়ে বড় অধিকার। এ অধিকার আমাদের সমাজে চরমভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে। প্রকাশ্য হত্যা, গুপ্ত হত্যা, গুম ও অপহরণ দিন দিন বেড়েই চলেছে। একের পর এক এ ধরনের হত্যাকাণ্ডের ঘটনা সাধারণ মানুষের মধ্যে এখন আতঙ্ক সৃষ্টি করছে। নৃশংসভাবে অহরহ খুন হচ্ছে মানুষ। নিজ গৃহেও খুন হচ্ছে দেশের মানুষ। খুনের ঘটনা বেড়ে যাওয়ায় জনজীবনে উদ্বেগ বাড়ছে। কে কখন কোথায় নিখোঁজ হবেন তা নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। কারো জীবনের নিরাপত্তা নেই। এর মূল কারণ হলো মানুষের আখিরাতকে ভুলে যাওয়া। যারা নিরপরাধ মানুষকে খুন করে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে এবং এর কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। মানুষের মনে আখিরাতের জবাবদিহিতা ও জাহান্নামের শাস্তির ভয় থাকলে মানুষ এ ধরনের খুনের শিকার হত না। খুনিরাও আইনের ফাঁক-ফোকর দিয়ে বের হয়ে যেতে পারত না। খুনিদেরও প্রকৃত শাস্তি হত। শূন্যের কোঠায় চলে আসত এ ধরনের অপমৃত্যুর ঘটনা। নিম্নে হত্যার পরিচয়, প্রকারভেদ, হত্যাকাণ্ডের প্রভাব ও ক্ষতিসমূহ এবং হত্যা প্রতিরোধে আখিরাতে বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

হত্যার পরিচয়

হত্যার আভিধানিক অর্থ

আরবি ভাষায় হত্যার প্রতিশব্দ হলো 'কূদ'। যার শাব্দিক অর্থ হলো কর্তন করা, দূরীভূত করা। এমনিভাবে 'কিয়াস' শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো অনুসরণ করা, কর্তন করা, বিচ্ছিন্ন করা ইত্যাদি।[১] ইংরেজিতে হত্যাকে বলা হয় মার্ডার (Murder)।

হত্যার পারিভাষিক অর্থ

১. শামছুদ্দিন রামেলী বলেন : "হত্যা এমন একটি কর্ম যা মানুষের পক্ষ থেকে সংঘটিত হয়ে থাকে, যা দ্বারা মানুষের জীবনাবসান হয়। অর্থাৎ একজন মানুষের প্রাণ অন্য মানুষের কর্ম দ্বারা চলে যাওয়াকে হত্যা বলা হয়।"[২]

২. আনোয়ার আহমেদ কুদরী বলেন : Religion prohibits the killing of man other, except on the basis of Quran.[৩]

অর্থাৎ ধর্মীয় কারণ ব্যতিরেকে এক মানুষ অন্য মানুষের জীবন নষ্ট করাকে কুরআন অনুযায়ী হত্যা বলে।

৩. Oxford Dictionary তে বলা হয়েছে-

Murder Means unlawful killing of a human being, intentionally commited is murder.[৪]

অর্থাৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত বেআইনিভাবে উত্তেজনার বশীভূত হয়ে মানুষের জীবন সংহার করাকে মার্ডার (হত্যা) বলা হয়।

হত্যার প্রকারভেদ

হত্যার অনেক প্রকারভেদ রয়েছে। হত্যার ধরণ অনুযায়ী হত্যা সধারণত দুই প্রকার। যথা–

ক. প্রকাশ্য হত্যা

খ. গুপ্ত হত্যা

ক. প্রকাশ্য হত্যা

---

১. জুবাঈদী, *তাজ আল-উরুস*, (মিশর : আল খাইরীয়া প্রেস, ১৩০৬ হি.), খ.৩, পৃ.৬২১

২. শামছুদ্দীন রামলী, *মিহায়াতুল মুহতাজ*, (মিশর : মুস্তফা বাবী হালবী লাইব্রেরী, ১৩৮৯ ইং), পৃ. ২৩৩

৩. Anwar Ahmed Quadri, *Islamic Jurisprudense in the mordern world,* (Newdelhe: Tajcompany, 1986),P.293

৪. A.P. cowie, *oxford Advance Learner's Dictionary of current English,* (New York: oxford University press, 1993), p. 85

যে হত্যাকাণ্ডে হত্যাকারীর পরিচয় জানা যায় অথবা যে হত্যাকাণ্ড জনসম্মুখে সংঘটিত হয় তাকে প্রকাশ্য হত্যা বলে।

খ. গুপ্ত হত্যা

যে হত্যা লোকচক্ষুর অন্তরালে সংঘটিত হয় এবং যে হত্যাকাণ্ডে হত্যাকারীর পরিচয় জানা যায় না তাকে গুপ্ত হত্যা বলে।

হত্যাকাণ্ডের প্রভাব ও ক্ষতিসমূহ

এক. হত্যাকাণ্ডের পারিবারিক ক্ষতি

ক. পরিবারে দুঃখ-কষ্ট

হত্যা একটি জঘন্য অপরাধ। হত্যা একজন মানুষের জীবনকেই নিঃশেষ করে দেয় না, তার পরিবারকেও ঠেলে দেয় দুঃখের সাগরে। আপনজন সারাজীবন এ জন্যে দুঃখ-বেদনার দংশনে দংশিত হয়। এতে প্রিয়জন শোকাহত হয়; হয় দুর্দশাগ্রস্ত, হয় সংকটাপন্ন, হয় ব্যথিত এবং সন্তানের ভবিষ্যত হয় অন্ধকার।

খ. গুপ্ত হত্যাকাণ্ডে পরিবারের দুঃখ-কষ্ট

গুপ্ত হত্যাকাণ্ডের শিকার ব্যক্তি প্রথমে গুম হয়। ক্ষেত্র বিশেষ অল্প দিন বা অনেক দিন পরে ধরে নিয়ে যাওয়া ব্যক্তির লাশ পাওয়া যায়, বা কখনো লাশও পাওয়া যায় না। লাশ পাওয়া গেলে পরিবারের জন্য একটি সান্ত্বনা যে তাদের আপনজনটি বেঁচে নেই। কিন্তু লাশ পাওয়া না গেলে তারা দিনের পর দিন, মাসের পর মাস তার জন্য অপেক্ষায় থাকে। তারা জানতে পারে না যে, তাদের প্রিয়জনের ভাগ্যে কী ঘটেছে! আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে! মানত করে! বছরের পর বছর আশায় আশায় বুক বেঁধে থাকে। ছেলে, বাবা, স্বামী, ভাই, বোন অথবা অন্য কোন আপনজন ফিরে আসবে। এ প্রতীক্ষার সময় যেন শেষ হচ্ছে না! প্রিয়জনটি কি আবার ফিরে আসবে? কবে ফিরে আসবে? ভুক্তভোগী পরিবারের কাছে গুম হওয়া মানুষটি একটি বেদনা, একটি শূন্যতা। সে একই সঙ্গে আছে এবং নেই। সে কী জীবিত না মৃত? এ এক নির্মম বাস্তবতা। যা মৃত্যুর চেয়েও ভয়াবহ ও বেদনাদায়ক অনুভূতি। যা আপনজনকে কুরে কুরে খায়।

গ. পরিবারের অর্থসংকট

একমাত্র উপার্জনক্ষম পরিবারের একজন সদস্য নিহত হলে পরিবার চরম অর্থসংকটে নিপতিত হয়। অনেক সময় নিহত ব্যক্তির পরিবারের পথে বসা বা মানুষের নিকট হাত পাতা ছাড়া উপায় থাকে না। পরিবারের সদস্যরা তাদের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করতে ব্যর্থ হয়; অনাহারে, অর্ধাহারে, বিনা চিকিৎসায় রোগে-শোকে ভোগে।

ঘ. ছেলে-মেয়ের লেখা-পড়া বন্ধ

একজন মানুষ নিহত হলে তার পরিবারের অর্থসংকটের কারণে ছেলে-মেয়ের লেখা-পড়া বন্ধ হয়ে যায়।

ঙ. ছেলে-মেয়ে বখাটে ও নীতিভ্রষ্ট হওয়া

নিহত ব্যক্তির ছেলে-মেয়ে অর্থ সংকটে ও লেখা-পড়া না করার কারণে বখাটে ও নীতিভ্রষ্ট হয়ে যায়। তারাই সমাজে বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে।

চ. পরিবার অভিভাবক হীন হওয়া

পরিবারের কর্তা নিহত হলে পরিবার অভিভাবকহীন হয়ে পড়ে। অভিভাবকহীন পরিবার কাণ্ডারীহীন নৌকার মত। যার ধ্বংস অনিবার্য। অভিভাবকহীন পরিবার অভিভাবকের দিক নির্দেশনা না পেয়ে কুপথে ধাবিত হয়।

দুই. হত্যাকাণ্ডের সামাজিক ক্ষতি

ক. সামাজিক দ্বন্দ্ব-কলহের সৃষ্টি

যখন হত্যাকারী নিরপরাধ লোককে হত্যা করে, তখন হত্যাকৃত ব্যক্তির পরিবারে হত্যাকারীর বিরুদ্ধে ক্রোধের দাবানল জ্বলে ওঠে। ফলে প্রতিশোধ নিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সমাজের বহু লোক তাদের পক্ষে এবং কিছু লোক হত্যাকারীর পক্ষে চলে যায়। এতে সামাজিক দ্বন্দ্ব-কলহের সৃষ্টি হয়।

খ. বহু হত্যাকাণ্ডের সূচনা

প্রাক ইসলামি যুগে কোন গোত্রের একজন ব্যক্তি নিহত হলে তার গোত্রের লোকেরা হত্যাকারী থেকে প্রতিশোধ নেয়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টায় লিপ্ত হয়ে পড়ত। শতাব্দী ধরে তাদের যুদ্ধের বীভৎসতা জ্বলতে থাকতো, ফলে বহু

নিরপরাধ লোকের জীবনহানি ঘটত। ঠিক তেমনি আমাদের সমাজেও হত্যার প্রতিশোধ নিতে পাল্টা হত্যার ঘটনা ঘটে। এভাবে হত্যা,পাল্টা হত্যা চলতে থাকে। একটি মাত্র হত্যাকাণ্ড বহু হত্যাকাণ্ডের সূচনা করে। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

"এ কারণেই আমি বানি ইসরাঈলের প্রতি নির্দেশ দিয়েছি যে, যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে, অন্য প্রাণের বিনিময় ব্যতীত কিংবা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অপরাধ ছাড়া, সে যেন সব মানুষকে হত্যা করলো। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কারো জীবন রক্ষা করে, সে যেন সব মানুষকেই রক্ষা করলো।"[৫]

গ. মানুষের জীবনের নিরাপত্তাহীনতা

যে সমাজে অহরহ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়, সে সমাজে মানুষের জীবনের নিরাপত্তা থাকে না। কে কখন কাকে হত্যা করে বলা যায় না। সবাই নিজের ও আপনজনের জীবনে নিরাপত্তা নিয়ে আতঙ্কের মধ্যে থাকে।

ঘ. সম্পদের নিরাপত্তাহীনতা

কোন কোন সময় হত্যাকারীর হত্যা দ্বারা তার উদ্দেশ্য থাকে নিহত ব্যক্তির সম্পত্তির মালিক হওয়া। মানুষ হত্যা করে যদি তার টাকা-পয়সা, ধন-সম্পদ, জায়গা-জমি দখল করে নেয়া হয় তাহলে মানুষের সম্পদেরও নিরাপত্তা থাকে না।

ঙ. বহু অপরাধের জন্ম

যে সমাজে জীবনের নিরাপত্তা নেই, সে সমাজে অন্য সব কিছুই নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়ে। ফলে সমাজে চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই, মারামারি-কাটাকাটি, জবর-দখল, জিনা-ব্যভিচার, ধর্ষণ ইত্যাদি অপরাধ সংঘটিত হয়।

চ. মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের অবমাননা করা

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব; মানুষ পশু নয়। মানুষকে আল্লাহ তা'আলা সম্মান দান করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ "আর আমি আদম সন্তানকে সম্মানিত করেছি।"[৬]

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেক দান করেছেন। একজন মানুষ কিভাবে আরেকজন মানুষকে হত্যা করতে পারে! বিনা কারণে ও বিনা অপরাধে নির্দোষ একজন মানুষ অন্য একজন মানুষকে হত্যা করতে পারে না। একজন মানুষকে বিনা বিচারে ও বিনা অপরাধে হত্যা করলে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের অবমাননা করা হয়; মানুষকে অপমান করা হয়। তাই যারা বিনা বিচারে ও বিনা অপরাধে মানুষ হত্যা করে তারা মানুষরূপী পশু! বরং তার চেয়েও নিকৃষ্ট। তাদের আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাতে কঠিন শাস্তি দিবেন।

ছ. হত্যাকাণ্ডের অপূরণীয় ক্ষতি

হত্যা একটি জঘন্য অপরাধ। হত্যার মাধ্যমে একটি পরিবারের অপূরণীয় ক্ষতি করা হয়। যা কখনো পূরণ হবার নয়। সমাজ বঞ্চিত হয় তার সেবা থেকে; দেশ বঞ্চিত হয় তার প্রতিভা ও যোগ্যতা থেকে। এভাবে একটি হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে পরিবার, সমাজ ও দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একটি হত্যাকাণ্ড শুধু একটি পরিবারকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে না বরং দেশ ও জাতিরও অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করে। দেশ ও জাতি তাঁর সেবা থেকে বঞ্চিত হয়। শুধু তা-ই নয়, একটি হত্যাকাণ্ড বহু হত্যাকাণ্ডের অনুপ্রেরণা জোগায়।

পৃথিবীতে প্রথম হত্যাকাণ্ড

এ পৃথিবীতে সর্বপ্রথম মানুষ-হত্যা সংঘটিত হয়েছিল প্রথম মানুষ আদম (আ.)-এর দুই পুত্র হাবিল ও কাবিলের মধ্যে, এক ভাই তারই অপর এক ভাইকে হত্যা করেছিল। কুরআনে হত্যাকারীকে জাহান্নামি বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ

---

৫. আল-কুরআন, *সূরা মায়িদাহ* ৫ : ৩২

৬. আল-কুরআন, *সূরা বানি ইসরাঈল* ১৭ : ৭০

"আর আপনি তাদেরকে আদমের দুই পুত্রের ঘটনা যথাযথভাবে পাঠ করে শুনিয়ে দিন। যখন তারা উভয়ে কিছু কুরবানি করল, তখন তাদের একজনের কুরবানি কবুল হলো, অপরজনের কুরবানি কবুল হলো না; সে (অপরজন) বললো, অবশ্যই আমি তোমাকে হত্যা করবো। সে (প্রথমজন) বললো, আল্লাহ কেবল মুত্তাকিদের (কুরবানি) কবুল করেন। তুমি যদি আমাকে হত্যা করার জন্য আমার দিকে হাত প্রসারিত করো, তথাপি আমি তোমাকে হত্যার উদ্দেশ্যে তোমার দিকে আমার হাত প্রসারিত করবো না। কেননা আমি বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করি। আমি চাই, আমার ও তোমার উভয়ের পাপের বোঝা তুমি একা বহন করো। অতঃপর তুমি জাহান্নামিদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। এটাই জালিমদের কর্মফল। অতঃপর তার নফস তাকে স্বীয় ভাই হত্যায় উদ্বুদ্ধ করলো। অতএব তাকে হত্যা করে ফেললো, ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হলো।"[৭]

হত্যাকাণ্ড প্রতিরোধে আখিরাতে বিশ্বাস

আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে হত্যাকাণ্ড থেকে দূরে রাখে এবং আখিরাতে বিশ্বাস মানুষের জান-মাল রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিম্নে সেগুলো আলোচনা করা হলো।

এক. মানুষ হত্যা করা গুরুতর অপরাধ

১.মানুষ হত্যা করা সবচাইতে বড় গুনাহ

মানুষ হত্যা করা সবচাইতে বড় গুনাহ বা কবিরা গুনাহ। এই গুনাহর জন্য আখিরাতে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه و سلم قال (أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور أو قال وشهادة الزور)

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (স.) বলেছেন : "কবিরা গুনাহসমূহের সবচাইতে বড় গুনাহ হচ্ছে আল্লাহর সাথে শরিক করা, প্রাণী হত্যা করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, মিথ্যা বলা অথবা বলেছেন, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া।"[৮]

২.মানুষ হত্যা করা গুনাহে জারিয়া

একটি হত্যা অসংখ্য হত্যাকাণ্ডের সূচনা করে। তাই মানুষ হত্যা করা গুনাহে জারিয়া।

عن عبد الله ﷺ : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال (لا تقتل نفس إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها)

আব্দুল্লাহ (রা.) নবী (স.) থেকে বর্ণনা করেন। নবী (স.) বলেছেন : "কোন মানুষ হত্যা করা হলে আদম (আ.)-এর প্রথম সন্তান (কাবিল)-এর ওপর (অপরাধের) কিছু অংশ অবশ্যই পড়বে।"[৯]

৩. মানুষ হত্যা করা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ

আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার যে কোন অপরাধের গুনাহ ক্ষমা করবেন কিন্তু মানুষ হত্যাকাণ্ডের গুনাহ ক্ষমা করবেন না। এ অপরাধের শাস্তি আখিরাতে ভোগ করতেই হবে।

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما)

ক. ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "মু'মিন ব্যক্তি তার দ্বীনের ব্যাপারে পূর্ণ স্বস্তিতে থাকে, যে পর্যন্ত না সে কোন হারাম (অবৈধ) রক্তপাতে লিপ্ত হয়।" অর্থাৎ অন্যের রক্ত প্রবাহিত না করা পর্যন্ত বান্দার ধর্মীয় বিষয়ে আখিরাতে সকল গুনাহ মাফ হওয়ার অবকাশ থাকে।"[১০]

---

৭. আল-কুরআন, *সূরা মইয়িদা* ৫ : ২৭-২৮

৮. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আদ-দিয়্যাত, অনুচ্ছেদ : কাওলিল্লাহি তা'আলা ওয়া মান আহইয়াহা, (বৈরুতঃ দারু ইবনি কাছীর, ১৯৮৭ইং/১৪০৭হি.), খ. ৬, পৃ. ২৫১৯, হাদিস নং-৬৪৭৭

৯. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আদ-দিয়্যাত, অনুচ্ছেদ : কাওলিল্লাহি তা'আলা ওয়া মান আহইয়াহা, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২৫১৮, হাদিস নং-৬৪৭৩

১০. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আদ-দিয়্যাত, অনুচ্ছেদ : কাওলিল্লাহি তা'আলা ওয়া মাই ইয়াকতুল মু'মিনান মুতা'আমমিদান, (বৈরুত : দারু ইবনি কয়ীর, ১৯৮৭ইং/১৪০৭হি.), খ. ৬, পৃ. ২৫১৭, হাদিস নং-৬৪৬৯

عن عبد الله بن عمر قال : إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله

খ. আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : "যেসব বিষয়ে কেউ নিজেকে লিপ্ত করার পরে তার ধ্বংস থেকে নিজকে রক্ষা করার কোন উপায় থাকে না, সেগুলোর একটি হচ্ছ হালাল ছাড়া হারাম রক্ত প্রবাহিত করা (অর্থাৎ অবৈধভাবে কাউকে হত্যা করা)।"[১১]

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: هَلْ لِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ: «لَا». وَقَرَأْتُ عَلَيْهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} [الفرقان:68] قَالَ: " هَذِهِ آيَةٌ مَكِّيَّةٌ نَسَخَتْهَا آيَةٌ مَدَنِيَّةٌ {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} [النساء: 93] "

গ. সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা.) বর্ণনা করেছেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম : "যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে, তার তওবা কবুল হবে কি? তিনি বললেন না। আমি সূরা ফুরকানের এ আয়াতের শেষ পর্যন্ত পাঠ করলাম। {আল্লাহ তা'আলা বলেন : "আর যারা আল্লাহর সাথে অপর কোন প্রভুকে আহ্বান করে না, আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ প্রাণকে যথার্থ কারণ ছাড়া হত্যা করে না...}[১২] তিনি বললেন : "এই আয়াতটি মক্কায় নাযিল হয়েছে। আর মদিনায় অবতীর্ণ সূরা নিসার উপরোক্ত আয়াত একে রহিত করে দিয়েছে।[১৩] {আল্লাহ তা'আলা বলেন :"যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করবে, তার পরিণাম জাহান্নাম।"}[১৪]

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ، إِلَّا مَنْ مَاتَ مُشْرِكًا، أَوْ مُؤْمِنٌ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا»،

আবূ দারদা (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি, "আল্লাহ সব গুনাহই ক্ষমা করবেন; কিন্তু মুশরিক অবস্থায় কেউ মারা গেলে অথবা কোন ইমানদার ব্যক্তি অপর কোন ইমানদারকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করলে (তা ক্ষমা করবেন না)।"[১৫]

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ مُعْنِقًا صَالِحًا، مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا، فَإِذَا أَصَابَ دَمًا حَرَامًا بَلَّحَ».

আবূ দারদা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "ইমানদার ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত কোন হারাম রক্তপাত না ঘটাবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে সৎ ও হালকা পিঠবিশিষ্ট গণ্য হবে। যখন সে কোন হারাম রক্তপাত ঘটাবে তখন দুর্বল হয়ে পড়বে।"[১৬]

৪. ফরয বা নফল ইবাদত কবুল করবেন না

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا فَاعْتَبَطَ بِقَتْلِهِ، لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا، وَلَا عَدْلًا»

---

১১. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আদ-দিয়্যাত ,অনুচ্ছেদ : কাওলিল্লাহি তা'আলা ওয়া মাই ইয়াকতুল মু'মিনান মুতা'আমমিদান..., প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২৫, হাদিস নং-৬৪৭০

১২. আল-কুরআন, *সূরা ফুরকান* ২৫ : ৬৮

১৩. আবূ আব্দুর রহমান আহমাদ ইবন শু'আইব আন-নাসায়ী, *সুনানুন নাসায়ী*, অধ্যায় : তাহরীমুদ দাম, অনুচ্ছেদ : তাজীমুদ দাম, (হালব : মাকতাবুল মাতলু'আতি আল-ইসলামি, ১৯৮৬ইং/ ১৪০৬ হি.), খ. ৭,পৃ. ৮৫, হাদিস নং-৪০০১

১৪. আল-কুরআন, *সূরা আন-নিসা* ৪ : ৯৩

১৫. আবূ দাউদ সুলাইমান ইবন আশ'আছ আস-সিজিস্তানী, *সুনানু আবী দাউদ*, অধ্যায় : আল-ফিতনা ওয়াল মালাহিম, অনুচ্ছেদ : ফী তা'জীমি ক্বাতলি মু'মিন, (বৈরুত : মাকতাবুল আসরিয়্যাহ), খ. ৪,পৃ. ১০৩, হাদিস নং-৪২৭০

১৬. আবূ দাউদ সুলাইমান ইবনু আশ'আছ আস-সিজিস্তানী, *সুনানু আবী দাউদ*, অধ্যায় : আল-ফিতনা ওয়াল মালাহিম, অনুচ্ছেদ : ফী তা'জীমি ক্বাতলি মু'মিন, প্রাগুক্ত, খ. ৪,পৃ. ১০৪, হাদিস নং-৪২৭০

উবাদা ইব্ন সামিত (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) হতে শুনে হাদিস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন : "যে ব্যক্তি কোন ইমানদারকে হত্যা করলো এবং এতে আনন্দিত হলো, আল্লাহ তার কোন ফরজ বা নফল ইবাদত কবুল করবেন না।"[১৭]

দুই. হাশরের ময়দানে হত্যাকারীর ভয়াবহ অবস্থা

৫.সর্বপ্রথম হত্যাকাণ্ডের বিচার

মানুষ দুনিয়াতে যে কোন অপরাধই করুকনা কেন আখিরাতে তাকে বিচারের সম্মুখীন হতেই হবে। তবে সর্বপ্রথম হত্যাকাণ্ডের বিচার হবে।

عبد الله ﷺ : قال النبي صلى الله عليه و سلم (أول ما يقضى بين الناس بالدماء)

আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "(কিয়ামতের দিন) মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম হত্যার বিচার করা হবে।"[১৮]

৬. হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে জবাবদিহিতা

মানুষকে তার কৃতকর্মের জন্যে আখিরাতে জবাবদিহি করতে হবে। বিশেষ করে খুনি বা হত্যাকারীকে জবাবদিহি করতে হবে–কেন সে মানুষ হত্যা করল? কী ছিল তার অপরাধ? আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

"আর যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কোন অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল?"[১৯]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو يَرْفَعُهُ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا، سَأَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: «حَقُّهَا أَنْ تَذْبَحَهَا فَتَأْكُلَهَا، وَلَا تَقْطَعْ رَأْسَهَا فَيُرْمَى بِهَا»

আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "যে ব্যক্তি একটি চড়ুই পাখি বা তার চেয়ে ছোট কোন প্রাণী অন্যায়ভাবে হত্যা করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে কিয়ামতের দিন এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করবেন। তখন জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল (স.)! তার হক কী? তিনি বললেন, তার হক হলো তাকে জবাই করে খাওয়া এবং তার মাথা কেটে নিক্ষেপ না করা।"[২০]

৭. গুপ্ত হত্যাকারীকে কিয়ামতের দিন পাকড়াও করা

গুপ্ত হত্যা, গুম, অপহরণ আমাদের সমাজে অহরহ ঘটছে। মানুষ যতই গোপনে মানুষ হত্যা করুক না কেন আল্লাহ তা'আলা তা দেখেন জানেন। আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই হত্যাকারীকে হত্যাকাণ্ডের শাস্তি দিবেন।

ক. কুরআনে বর্ণিত গুপ্ত হত্যাকারীর পরিচয় তুলে ধরা

গুপ্ত হত্যা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

"আর যখন তোমরা একজন লোককে হত্যা করে এ ব্যাপারে একে অপরকে দোষারোপ করছিলে। আর আল্লাহ প্রকাশ করে দিয়েছেন, যা তোমরা গোপন করতেছিলে। অনন্তর আমি বললাম, তাকে (নিহত ব্যক্তিকে) উহার

---

১৭. আবূ দাউদ সুলাইমান ইব্ন আশ'আছ আস-সিজিস্তানী, *সুনানু আবী দাউদ*, অধ্যায় : আল-ফিতনা ওয়াল মালাহিম, অনুচ্ছেদ : ফী তা'জীমি ক্বাতলি মু'মিন, (বৈরুত : মাকতাবুল আসরিয়্যাহ), খ. ৪,পৃ. ১০৩, হাদিস নং-৪২৭০

১৮. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আর-রিকাক, অনুচ্ছেদ : আল-কিছাছু ইয়াওমাল কিয়ামাহ..... , (বৈরুত : দারু ইবনি কাছীর, ১৯৮৭ইং/১৪০৭হি.), খ. ৫, পৃ. ২৯৪, হাদিস নং-৬১৬৪

১৯. আল-কুরআন, *সূরা আত-তাকবীর* ৮১ : ৮-৯

২০. আবূ আব্দুর রহমান আহমাদ ইবন শু'আইব আন-নাসায়ী, *সুনানুন নাসায়ী*, অধ্যায় : আদ-দাহায়া, অনুচ্ছেদ : মান ক্বতালা আছফুরান বিগাইরি হাক্কিহা, (হালব : মাকতাবুল মাতলু'আতি আল-ইসলামি, ১৯৮৬ইং/ ১৪০৬ হি.), খ. ৭,পৃ. ২৩৯, হাদিস নং-৪৪৪৫

(গাভীর) একটি টুকরা দ্বারা আঘাত কর। এভাবেই আল্লাহ মৃতকে জীবিত করেন এবং তোমাদেরকে দেখান তাঁর নিদর্শন যেন তোমরা বুঝতে পার।”[২১]

উক্ত ঘটনাটি এভাবে বর্ণিত আছে। ‘বনি ইসরাঈল’ সম্প্রদায়ের ভিতর একজন নিঃসন্তান ব্যক্তি ছিল। সে বিপুল সম্পত্তির অধিকারী ছিল। তার ভাবী উত্তরাধিকারী ছিল তার এক ভ্রাতুষ্পুত্র। এক রাতে সে পিতৃব্যকে হত্যা করে তার লাশ স্বগোত্রের জনৈক ব্যক্তির গৃহের সামনে রেখে দিল। সকালে ওঠে সেই ব্যক্তি ও তার দলবলের বিরুদ্ধে তার পিতৃব্যকে হত্যার অভিযোগ আনল। ফলে দুই দলের মধ্যে সশস্ত্র লড়াই শুরু হল। তখন বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ বলল–তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রাসূল বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কেন তোমরা পরস্পরকে হত্যা করছ? এ কথা শুনে তারা সঙ্গে সঙ্গে সদলবলে মূসা (আ.)-এর নিকট গিয়ে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করল। তিনি বললেন : তোমাদেরকে আল্লাহ তা’আলা অবশ্যই একটি গাভী জবেহ করতে আদেশ করেছেন।

উবাদা সালামি বলেন : তারা কোন প্রশ্ন না তুলে যে কোন একটি গাভী জবেহ করলে চলত। কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের জন্য কষ্টসাধ্য কাজ ডেকে আনল। ফলে আল্লাহ তা’আলা তাদেরকে দুঃসাধ্য নির্দেশ প্রদান করলেন। তারা প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে এমন এক বিশেষত্বপূর্ণ গাভী জবেহের জন্যে আদিষ্ট হল, যা সারা দেশে মাত্র একটিই ছিল এবং তার মালিক সুযোগ বুঝে তার চামড়ার থলিতে যে পরিমাণ স্বর্ণ ধরানো যায় তা-ই তার মূল্য দাবি করল। সে পরিষ্কার ঘোষণা করল-আল্লাহর কসম! এর কমে আমি গাভী বিক্রয় করব না। অগত্যা তারা সে মূল্যে গাভী খরিদ করল। তারপর তা জবেহ করে তার একটি অংশ মৃত ব্যক্তির দেহে লাগার সাথে সাথে সে জীবিত হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। সকলে জিজ্ঞেস করল : তোমার হত্যাকারী কে? সে ভ্রাতুষ্পুত্রকে দেখিয়ে বলল : এ ব্যক্তি। এ বলে সে পুনরায় মরে গেল। ফলে হন্তা ভ্রাতুষ্পুত্র তার সম্পত্তির সামান্যতম অংশও পেল না। এ ঘটনার পর হতে আর কোন হত্যাকারী নিহতের সম্পত্তির উত্তরাধিকার পাচ্ছে না।[২২]

খ. নিহত ব্যক্তি তার হত্যাকারীকে ধরে নিয়ে আসবে

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَجِيءُ الْمَقْتُولُ بِالقَاتِلِ يَوْمَ القِيَامَةِ نَاصِيَتُهُ وَرَأْسُهُ بِيَدِهِ وَأَوْدَاجُهُ تَشْخَبُ دَمًا، يَقُولُ: يَا رَبِّ، قَتَلَنِي هَذَا، حَتَّى يُدْنِيَهُ مِنَ العَرْشِ قَالَ: فَذَكَرُوا لِابْنِ عَبَّاسٍ، التَّوْبَةَ، فَتَلاَ هَذِهِ الآيَةَ: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا}، قَالَ: مَا نُسِخَتْ هَذِهِ الآيَةُ، وَلاَ بُدِّلَتْ، وَأَنَّى لَهُ التَّوْبَةُ.

ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি নবী (স.) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : “কিয়ামতের দিন নিহত ব্যক্তি নিজ হাতে তার হত্যাকারীকে তার কপালের চুল ও মাথা ধরে নিয়ে আসবে। তার ঘাড়ের কর্তিত রগসমূহ থেকে রক্ত বের হতে থাকবে। সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! এ লোক আমাকে হত্যা করেছে। এমনকি সে তার হত্যাকারীকে নিয়ে আরশের নিকট পৌঁছে যাবে।”[২৩]

عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ: عَمَّنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، ثُمَّ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، ثُمَّ اهْتَدَى، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَنَّى لَهُ التَّوْبَةُ سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " يَجِيءُ مُتَعَلِّقًا بِالْقَاتِلِ تَشْخَبُ أَوْدَاجُهُ دَمًا يَقُولُ: سَلْ هَذَا فِيمَ قَتَلَنِي "، ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ لَقَدْ أَنْزَلَهَا وَمَا نَسَخَهَا

সালিম ইব্‌ন আবুল জাদ (রা.) বর্ণনা করেছেন, কেউ ইব্‌ন আব্বাস (রা.)-এর নিকট জিজ্ঞেস করলো : যদি কেউ কোন মুসলমানকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে, পরে তওবা করে, ইমান আনে এবং সৎকাজ করে, সোজা পথে আসে, তবে কি তাঁর তওবা কবুল হবে? ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বললেন : আমি তোমাদের নবী (স.)-কে বলতে শুনেছি : “কিয়ামতের দিন নিহত ব্যক্তি হত্যাকারীকে ধরে আনবে, তখনও তার ধমনি হতে রক্তধারা

---

২১. আল-কুরআন, *সূরা বাকারা* ২ : ৭২-৭৩

২২. আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবন উমর ইব্‌ন কাছীর, *তাফসীরুল কুরআনিল আজীম,* (বৈরুত : দারুল কিতাবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১৯হি.), খ. ১, পৃ. ১৯৩-১৯৭

২৩. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত তিরমিযী*, অধ্যায় : তাফসিরুল কুরআন, অনুচ্ছেদ : ওয়া মিন সূরাতুন নিসা, (বৈরুত : দারুল গুরুব আল-ইসলামি, ১৯৯৮), খ. ৫,পৃ. ৯০, হাদিস নং-৩০২৯

প্রবাহিত হতে থাকবে। সে বলবে : হে আল্লাহ! একে জিজ্ঞেস করুন, সে আমাকে কেন হত্যা করেছিল? ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বললেন : এই আদেশ আল্লাহ নাযিল করেছেন, তিনি তা রহিত করেননি।"[২৪]

গ. মু'মিন গুপ্তহত্যা করবে না

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْإِيمَانُ قَيَّدَ الْفَتْكَ لَا يَفْتِكُ مُؤْمِنٌ»

আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন, নবী (স.) বলেছেন : "ইমানের দাবি হলো, কাউকে ধোঁকা দিয়ে হত্যা না করা। কাজেই কোন মু'মিন গুপ্তহত্যা করবে না।"[২৫]

তিন. খুনি বা মানুষ হত্যাকারীর জান্নাত থেকে বঞ্চিত হওয়া

৮. হত্যাকাণ্ড থেকে বিরত থাকা জান্নাত লাভের উপায়

عن عبادة بن الصامت ﷺ قال : إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه و سلم بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل النفس التي حرم الله ولا ننتهب ولا نعصي بالجنة إن فعلنا ذلك فإن غشينا من ذلك شيئا كان قضاء ذلك إلى الله

উবাদা ইবন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ঐ নির্বাচিত নেতাদের একজন ছিলাম যারা রাসূলুল্লাহ (স.)-এর হাতে বায়াত হয়েছিলেন। আমরা তাঁর হাতে এ শর্তে বায়াত হয়েছি যে, "আমরা আল্লাহর সাথে কিছুকে শরিক করব না; জিনা করব না; চুরি করব না; এমন প্রাণ হত্যা করব না, যা আল্লাহ হারাম করেছেন; আমরা লুণ্ঠন করব না; নাফরমানি করব না। যদি আমরা এগুলো যথাযথভাবে পালন করি তবে জান্নাত লাভ হবে। আর যদি এর মধ্য থেকে কোন একটি করে ফেলি তাহলে তার ফয়সালা আল্লাহর কাছে সমর্পিত।"[২৬]

৯. জান্নাতে যাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি

দুনিয়ার সৎকর্মের পুরস্কার হিসেবে নেকবান্দাদেরকে আল্লাহ তা'আলা জান্নাত দান করবেন। কিন্তু খুনি বা অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যাকারী জান্নাতে যাওয়ার ক্ষেত্রে হত্যা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে।

عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَحُولَنَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ مِلْءُ كَفٍّ مِنْ دَمٍ يُهْرِيقُهُ

জুনদুব বিন আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "যে ব্যক্তি সামর্থ্য রাখে যে এক আঁজলা পরিমাণ রক্তপাত ঘটিয়ে তার ও জান্নাতের মাঝে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে।"[২৭]

১০. জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না

ইসলাম জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের নিরাপত্তা বিধান করে। অন্যায়ভাবে মুসলমান হত্যা করা যেমন অপরাধ ঠিক তেমনি অপরাধ অমুসলিমকে হত্যা করা।

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال (من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما)

---

২৪. আবূ আব্দুর রহমান আহমাদ ইবন শু'আইব আন-নাসায়ী, *সুনানুন নাসায়ী*, অধ্যায় : আল-কাছামাহ, অনুচ্ছেদ : মা জাআ ফী কিতাবিল ক্বাছাছি মিনাল মুজতাবী, (হালব : মাকতাবুল মাতলু'আতি আল-ইসলামি, ১৯৮৬ইং/ ১৪০৬ হি.), খ. ৮,পৃ. ৬৩, হাদিস নং-৪৮৬৬

২৫. আবূ দাউদ সুলাইমান ইব্‌ন আশ'আছ আস-সিজিস্তানী, *সুনানু আবী দাউদ*, অধ্যায় : আল-জিহাদ, অনুচ্ছেদ : ফীল আদুওয়ি ইউ'তি গাররাতিন ওয়ুতাশাব্বাহু বিহিম, (বৈরুত : মাকতাবুল আসরিয়্যাহ), খ. ৫,পৃ. ৮৭, হাদিস নং-২৭৬৯

২৬. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌নু ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আদ-দিয়্যাত, অনুচ্ছেদ : কাওলিল্লাহি তা'আলা ওয়া মান আহইয়াহা, (বৈরুত : দারু ইবনি কাছীর, ১৯৮৭ইং/১৪০৭হি.), খ. ৬, পৃ. ২৫১৯, হাদিস নং-৬৪৭৯

২৭. সুলায়মান আহমাদ ইব্‌ন আইয়ুব আবুল কাসিম আত তিবরানী, *মুজিমুল কাবীর*, অধ্যায় : আল-জীম, অনুচ্ছেদ : মা রাওয়া আর-হাসানুল বসরী আন জুনদুব বিন আব্দুল্লাহ (রা.), (কাহেরাহ : মাকতাবাতু ইবনি তাইমিয়াহ, ১৪১৫হি./১৯৯৪খ্রি.), খ.২,পৃ. ১৬০, হাদিস নং-১৬৬২

আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর হতে বর্ণিত। নবী (স.) বলেছেন : "যে ব্যক্তি কোন মু'আহিদকে (অমুসলিম-যার নিরাপত্তা দেয়ার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে) অন্যায়ভাবে হত্যা করবে, সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। যদিও জান্নাতের ঘ্রাণ চল্লিশ বছরের দূরত্ব হতে পাওয়া যায়।"[২৮]

চার. হত্যাকারী জাহান্নামি ও হত্যাকারীর জাহান্নামের শাস্তি

১১. হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি দুজনই জাহান্নামি

পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ, অহংকার, পরশ্রীকাতরতা, অন্যের অনিষ্ট কামনা ও শত্রুতা মানুষের মনে ঝগড়া-বিবাদের ইন্ধন জোগায়। ঝগড়া-বিবাদ মানুষের মাঝে একে অপরকে হত্যার আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করে। এই আকাঙ্ক্ষাও মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যায়। আখিরাতে বিশ্বাস মানুষের মন থেকে একে অপরকে হত্যার আকাঙ্ক্ষা দূরীভূত করতে সহায়তা করে। কারণ একে অপরকে হত্যার ইচ্ছা পোষণ করার কারণে উভয়েই জাহান্নামি হয়।

عن الأحنف بن قيس قال : فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول (إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار) . قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول ؟ قال (إنه كان حريصا على قتل صاحبه)

আহনাফ ইব্ন কায়স হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল (স.)-কে বলত শুনেছি : "যখন দুজন মুসলমান তরবারি (মারণাস্ত্র) নিয়ে পরস্পরের ওপর আক্রমণ করে, তখন হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি দুজনই জাহান্নামী হবে। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, হত্যাকারীর পরিণতি তো বুঝলাম কিন্তু নিহত ব্যক্তির এ পরিণতি হবে কেন? রাসূল (স.) বলেন : "কেননা সেও তার বিরোধী পক্ষকে হত্যা করতে চেয়েছিল।"[২৯]

১২. জাহান্নামে কঠিন শাস্তি

মানুষ হত্যাকারীকে মানুষ হত্যার অপরাধে জাহান্নামে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।
ক. আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

"যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করবে, তার পরিণাম জাহান্নাম। সেখানে সে চিরদিন থাকবে। আল্লাহ তা'আলা তার ওপর ক্রুদ্ধ হন এবং তার জন্য ভয়ংকর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।"[৩০]

عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، فَلَا تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي عَهْدِهِ، فَمَنْ قَتَلَهُ طَلَبَهُ اللَّهُ حَتَّى يَكُبَّهُ فِي النَّارِ، عَلَى وَجْهِهِ»

খ.আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ পড়েছে, সে আল্লাহ তা'আলার জিম্মাদারিতে এসে গেছে। তাই আল্লাহ তায়ালার এ জিম্মাদারির অপমান করো না। অতএব যে কেউ তাকে হত্যা করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ডেকে মুখ উল্টো করে (জাহান্নামের) আগুনে নিক্ষেপ করবেন।"[৩১]

---

২৮. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আল-জিযইয়াতু ওয়াল মুওয়াদা'আতু, অনুচ্ছেদ : ইছমু মান ক্বাতালা মু'আহাদান বিগাইরি জুরমিন, (বৈরুত : দারু ইবনি কাছীর, ১৯৮৭ইং/১৪০৭হি.), খ. ৩, পৃ. ১১৫৫, হাদিস নং-২৯৯৫

২৯. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আল-ঈমান, অনুচ্ছেদ : ওয়া ইন তায়িফাতানি মিনাল মু'মিনীনাকতাতালু, (দারু তাওকিন নাজাহ, ১৪২২ হি.), খ. ১, পৃ. ১৫, হাদিস নং-৩১

৩০. আল-কুরআন, *সূরা আন-নিসা* ৪ : ৯৩

৩১. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযিদ ইব্ন মাজাহ আল-কাযভীনী, *সুনানু ইবনি মাজাহ*, অধ্যায় : আল-ফিতান, অনুচ্ছেদ : আল-মুসলিমূনা ফী যিম্মাতিল্লাহি আয্যা ওয়া জাল্লা, (হালব : দারু ইহইয়ায়িল কিতাব আল-আরাবী), খ. ২,পৃ.১৩০১, হাদিস নং-৩৯৪৫

১৩. দ্বিগুণ শাস্তি

আখিরাতে মানুষ হত্যাকারীর শাস্তি হবে দ্বিগুণ। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

"আর যারা আল্লাহর সাথে অপর কোন প্রভুকে আহ্বান করে না, আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ প্রাণকে যথার্থ কারণ ছাড়া হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না (আল্লাহর প্রিয় বান্দা তারাই)। আর যারা এসব (পাপ) করে, তারা মহাপাপী। কিয়ামতের দিন তাদের শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং সেথায় তারা অপমানিত হয়ে চিরকাল অবস্থান করবে। কিন্তু যারা তওবা করে ইমান আনে এবং নেক আমল করে তারা উক্ত আজাব থেকে পরিত্রাণ পাবে।"[৩২]

১৪. হত্যাকাণ্ডে সহযোগিতার জন্য জাহান্নামের শাস্তি

আমাদের সমাজে অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তি রয়েছে, যারা সরাসরি হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে না। বরং তারা আড়ালে থেকে হত্যার আদেশ দান করে অথবা অর্থের বিনিময়ে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করে। হত্যাকারী ধরা পড়লেও এই প্রভাবশালীমহল সবসময় থাকে ধরাছোঁয়ার বাইরে। আবার অনেক সময় গডফাদারদের সহযোগিতায় হত্যাকারী শাস্তি থেকে মুক্তিও পেয়ে যায় । তারা দুনিয়ার শাস্তি থেকে রেহাই পেলেও আখিরাতে আল্লাহ তা'আলার শাস্তি থেকে রেহাই পাবে না। আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে এ ধরনের অপরাধ থেকে দূরে রাখে । কারণ অপরাধ থেকে নিজকে দূরে রাখার সাথে সাথে অপরাধ প্রতিহত করা সকলের দায়িত্ব। তাই আখিরাতে বিশ্বাসী কোন মানুষ অপরাধীকে সাহায্য করতে পারে না। যারা অপরাধীকে সাহায্য করবে তাদের জন্য আখিরাতে কঠিন শাস্তির ঘোষণা রয়েছে ।

ক. আল্লাহ তা'আলা বলেন: **وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ**

"সৎকর্ম ও আল্লাহভীতিতে একে অন্যকে সাহায্য কর। পাপ ও সীমা সংঘনের ব্যাপারে একে অপরকে সাহায্য করো না । আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তিদানে অত্যন্ত কঠোর ।"[৩৩]

عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقَاتِلِ وَالْآمِرِ، قَالَ: " قُسِّمَتِ النَّارُ سَبْعِينَ جُزْءًا، فَلِلْآمِرِ تِسْعٌ وَسِتُّونَ، وَلِلْقَاتِلِ جُزْءٌ وَحَسْبُهُ "

মারছাদ ইব্ন আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি নবী (স.)-এর কোন এক সাহাবি হতে বর্ণনা করেন। রাসূল (স.)-কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, যদি কেউ কাউকে হত্যা করার আদেশ দেয় তাহলে তার হুকুম কী ? উত্তরে রাসূল (স.) বলেন : "জাহান্নামের আগুনকে সত্তুর ভাগ করা হবে। হত্যার নির্দেশ দাতাকে ঊনসত্তুরভাগ দেয়া হবে। আর হত্যাকারীকে একভাগ দেয়া হবে। আর ওটাই তার জন্য যথেষ্ট হবে।"[৩৪]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ وَلَوْ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ، لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ: آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ "

আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে হত্যার কাজে একটি বাক্য দ্বারাও সাহায্য করে, তাকে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে উপস্থিত করা হবে এবং তার কপালে লিখা থাকবে : "এ ব্যক্তি আল্লাহর রহমত (অনুগ্রহ) থেকে বঞ্চিত ও নিরাশ।"[৩৫]

---

৩২. আল-কুরআন, *সূরা আল-ফুরকান* ২৫ : ৬৮-৭০

৩৩. আল-কুরআন, *সূরা মায়িদাহ* ৫ : ২

৩৪. ইমাম আমদ ইব্ন হাম্বল, *মুসনাদু আহমাদ*, অধ্যায় : আহাদীসু রিজালিন মিন আসহাবিন নাবিয়্যি (স.), (মুয়সসাসাতুর রিসালাহ, ১৪২১হি./২০০১খ্রি.), খ. ৩৮,পৃ. ১৬৫, হাদিস নং-২৩০৬৬

৩৫. অবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াযিদ ইব্ন মাজাহ আল-কাযভীনী, *সুনানু ইবনু মাজাহ*, অধ্যায় : অদ-দিয়াত, অনুচ্ছেদ : আত-তাগলীজু ফী কাততলি মুসলিমিন জুলমান, (হালব : দারু ইহইয়ায়িল কিতাব আল-আরাবিয়্যাহ), খ. ২,পৃ. ৮৭৪, হাদিস নং-২৬২০

عن أنس ﷺ، قال: قال رسول الله ﷺ: «انصر أخاك ظالما أو مظلوما» ، قالوا: يا رسول الله، هذا ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: «تأخذ فوق يديه»

খ. আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিন বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "মুসলমান ভাইকে সাহায্য কর সে অত্যাচারী হোক কিংবা অত্যাচারিত। সাহাবাগণ বিস্ময়সহকারে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! অত্যাচারিত ভাইকে সাহায্য করার অর্থ আমরা বুঝি, কিন্তু অত্যাচারী ভাইকে সাহায্য করার অর্থ কি? রাসূল (স.) বললেন : তাকে অত্যাচার থেকে বিরত রাখা । এটাই তাকে সাহায্য করা ।"[৩৬]

পাঁচ. প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম

১৫. হত্যাকাণ্ড প্রতিরোধে তওবা

হত্যাকাণ্ড প্রতিরোধে তওবা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বড় বড় পেশাদার খুনিও তওবা করে ভাল মানুষ হয়ে যায়। কারণ আখিরাতে বিশ্বাসী একজন মানুষ অপরাধ করার পর তার মনে অনুশোচনার অনলে সর্বদা দগ্ধ হতে থাকে । কিছুতেই সে স্বস্তি লাভ করতে পারে না । তার মনে পড়ে অপরাধ করার কারণে তাকে আখিরাতে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।" আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

"এমন লোকদের জন্য তওবা (করার কোন অবকাশ) নেই যারা শুধু গুনাহের কাজ করতেই থাকে, এভাবেই যখন তাদের কারো মৃত্যু এসে উপস্থিত হয়, তখন বলতে থাকে। আমি এখন তওবা করছি । আর তওবা নেই তাদের জন্য যারা কুফরি অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। আমি তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।"[৩৭]

তাই আখিরাতে বিশ্বাসী ভুলক্রমে একটি অপরাধ করে ফেললে জাহান্নামের শাস্তির ভয়ে এবং জান্নাত লাভের আশায় তৎক্ষণাৎ তওবা করে পাপ থেকে ফিরে আসে এবং পাপ ছেড়ে দেয়। ফলে তার দ্বারা আর কোন পাপ দ্বিতীয়বার সংঘটিত হতে পারে না। তওবার দ্বারা তওবাকারী ভবিষ্যতে অপরাধ না করার ব্যাপারে সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

"অবশ্যই আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করেন যারা ভুলবশত মন্দ কাজ করে। অতঃপর অনতিবিলম্বে তওবা করে। অতএব এরাই হলো সেসব লোক যাদের তওবা আল্লাহ কবুল করবেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"[৩৮]

শুধু তাই নয়, অপরাধী অপরাধ থেকে তওবা করে অপরাধ ছেড়ে দিয়ে অপরাধের ক্ষতিপূরণ হিসেবে বেশি বেশি সৎকর্ম করে । আল্লাহ তা'আলা বলেন : إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ

"নিঃসন্দেহে সৎকাজসমূহ মন্দ কাজসমূহকে মিটিয়ে দেয় । যারা উপদেশ গ্রহণ করে, এটি তাদের জন্য একটি উপদেশ ।"[৩৯] অপরাধ করে অপরাধ থেকে ফিরে এসে যারা তওবা করে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ

"তারা কখনও কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা কোন মন্দ কাজ করে ফেললে কিংবা কোন মন্দ কাজে জড়িত হয়ে নিজের উপর জুলুম করে ফেললে, আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা

---

৩৬. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আল-মাজালিমু ওয়াল গাদাব, অনুচ্ছেদ : আয়িন আখাকা জালিমান আও মাজলুমান, (দারু তাওকিন নাজাহ, ১৪২২ হি.), খ. ৩, পৃ.১২৮ , হাদিস নং-২৪৪৩

৩৭. আল-কুরআন, *সূরা আন-নিসা* ৪ : ১৮

৩৮. আল-কুরআন, *সূরা নিসা* ৪ : ১৭

৩৯. আল-কুরআন, *সূরা হূদ* ১১ : ১১৪

করে। আল্লাহ ছাড়া আর কে আছে পাপ ক্ষমা করতে পারে ? আর তারা যা করে ফেলে, জেনে শুনে তা পুনরাবৃত্তি করে না । তাদের জন্য প্রতিদান হল তাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও জান্নাত যার তলদেশে প্রবাহিত হচ্ছে ঝর্ণাসমূহ, সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে। যারা সৎকাজ করে তাদের জন্য কতইনা চমৎকার প্রতিদান।"[৪০]

আল্লাহ তা'আলা আরো বললেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

"হে ইমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট তওবা কর, আন্তরিক তওবা, আশা করা যায় তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিবেন এবং তোমাদেরকে এমন জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশে ঝর্ণাসমূহ প্রবাহিত ।"[৪১]

আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে তওবার দিকে ধাবিত করে । আর তওবা সমাজ থেকে অপরাধ নির্মূলে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে।

১৬. রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা, নেতৃত্ব ও পদমর্যাদা লাভের লোভ দূরীকরণ

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা, নেতৃত্ব ও পদমর্যাদা লাভের লোভ মানুষের চরিত্রের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এর জন্যে প্রচেষ্টা চালানো অন্যায় কিছু নয়। অনেক সময় শত চেষ্টার পরও তা লাভ করা সম্ভব হয় না। কারণ তার চেয়ে যোগ্য ও জনপ্রিয় ব্যক্তি থাকায় তার পক্ষে উক্ত পদ লাভ সম্ভব হচ্ছে না। তখন পদের লোভে যোগ্য ব্যক্তিকে হত্যা করে উক্ত পদ লাভে সচেষ্ট হয়। অথচ হত্যা একটি জঘন্য অপরাধ। পৃথিবীতে যত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়, তার অধিকাংশ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে। আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে এ ধরনের হত্যাকাণ্ড থেকে বিরত রাখে। ইসলামে নেতৃত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষা নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। কারণ উক্ত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন না করতে পারলে আখিরাতে চরম লাঞ্ছনার কারণ হবে।

عن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال (إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة)

আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। নবী (স.) বলেছেন : "তোমরা অচিরেই ক্ষমতা ও পদের জন্য লালায়িত হয়ে পড়বে এবং এর কারণে অতিসত্বর কিয়ামতের দিন লজ্জিত হতে হবে।"[৪২]

عَنْ أَبِى ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلاَ تَسْتَعْمِلُنِى قَالَ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِى ثُمَّ قَالَ « يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْىٌ وَنَدَامَةٌ إِلاَّ مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِى عَلَيْهِ فِيهَا ».

আবূ যর (রা.) হতে বর্ণিত , তিনি বলেন, আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে কোন কাজে কেন নিয়োগ দেন না? তিনি বলেন, তিনি [রাসূলুল্লাহ (স.)] আমার কাঁধে তাঁর হাত দিয়ে একটি ঝাঁকুনি দিলেন। তারপর বললেন : "হে আবু যর! তুমি দুর্বল। এ দায়িত্ব একটি আমানত এবং কিয়ামতের দিন এটা লাঞ্ছনা ও লজ্জিত হওয়ার কারণ হবে। তবে সে ব্যক্তি ব্যতীত যে ন্যায়ভাবে গ্রহণ করেছে এবং নিষ্ঠার সাথে তার দায়িত্ব পালন করেছে।"[৪৩]

১৭. প্রতিশোধের স্পৃহা দূরীকরণ

কোন ব্যক্তি যদি কারো দ্বারা কোন কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় অথবা কারো কথায় বা কাজে তার মনে আঘাত লাগে তখন সে প্রতিশোধ নিতে অস্থির হয়ে পড়ে। প্রতিশোধ নিতে গিয়ে সামান্য কারণে হত্যাকাণ্ড পর্যন্ত ঘটিয়ে থাকে। অথচ এ সামান্য কারণ ইচ্ছা করলে উপেক্ষা করা সম্ভব হত। আখিরাতে বিশ্বাস মানুষের মনের প্রতিশোধ স্পৃহা দূরীভূত করে ক্ষমা করার মনোভাব গড়ে তোলে।

---

৪০. আল-কুরআন, *সূরা আলি ইমরান* ৩ : ১৩৫-১৩৬

৪১. আল-কুরআন, *সূরা আত-তাহরীম* ৬৬ : ৮

৪২. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আল-আহকাম,অনুচ্ছেদ : মা ইয়ুক্‌রাহু মিনাল হারছি 'আলাল ইমারাহ, (বৈরুত : দারু ইবনি কাছীর, ১৯৮৭ইং/১৪০৭হি.), খ. ৬, পৃ. ২৬১৩, হাদিস নং-৬৭২৯

৪৩. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আল-ইমারাহ,অনুচ্ছেদ : কারাহাতিল ইমারাতি বিগাইরি দারুরাহ, (বৈরুত : দারুল জাবাল), খ. ৬, পৃ. ৬, হাদিস নং-৪৮২৩

عن معاذ بن أنس. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من كتم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رءوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين يزوجه منها ما شاء» (حسن)

মুয়াজ ইব্‌ন আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "যে ব্যক্তি প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও প্রতিশোধ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকল, রাগ দমন করল, ক্ষমা প্রদর্শন করল, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে সব সৃষ্টির সামনে উপস্থিত করে হুরদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা নিজের জন্য বাছাই করে নেয়ার স্বাধীনতা দান করবেন।"[৪৪]

১৮. লোভ-লালসা নিয়ন্ত্রণ

ভোগের নিমিত্তে উদভ্রান্ত আবেগ আর দুর্দমনীয় বাসনাই লোভ। লোভ মানুষকে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য করে অসৎ উপায় অবলম্বন করতে প্ররোচিত করে। লোভে সে বৈষয়িক বুদ্ধি ও প্রেরণায় পার্থিব ধন-সম্পদ আহরণে হয় ব্রতী। কিন্তু যখনই সে লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়, তখন নির্দ্বিধায় পাপাচারে হয় নিমজ্জিত। অবৈধ ও জঘন্য পথে সে ক্রমশ অগ্রসর হয়। লোভে পড়ে মানুষ খুন করতেও সে দ্বিধা করে না। আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে লোভ-লালসা নিয়ন্ত্রণে অনুপ্রেরণা জোগায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ

"তবে কি তোমরা আখিরাতের বিনিময়ে পার্থিব জীবনের ওপর পরিতুষ্ট হয়ে গেলে। বস্তুতঃ পার্থিব জীবনের ভোগ-বিলাসতো আখিরাতের তুলনায় অতি নগণ্য।"[৪৫]

১৯. ঝগড়া-বিবাদ দূরীকরণ

অনেক সময় সামান্য ঝগড়া-বিবাদ থেকে হত্যাকাণ্ড পর্যন্ত সংঘটিত হয়। তাই পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক অপকর্ম। কেননা এরই জের ধরে কত অগণিত পাপাচার, অন্যায় ও অপকর্ম সংঘটিত হয়েছে তার কোন ইয়ত্তা নেই। আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে ঝগড়া-বিবাদ থেকে বিরত থাকতে উৎসাহিত করে। সমাজ রক্ষা পায় হত্যাকাণ্ডের মত জঘন্য অপরাধ থেকে।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَرَكَ الكَذِبَ وَهُوَ بَاطِلٌ بُنِيَ لَهُ فِي رَبَضِ الجَنَّةِ، وَمَنْ تَرَكَ المِرَاءَ وَهُوَ مُحِقٌّ بُنِيَ لَهُ فِي وَسَطِهَا، وَمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ بُنِيَ لَهُ فِي أَعْلَاهَا.وَهَذَا الحَدِيثُ حَدِيثٌ حَسَنٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ وَرْدَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ.

আনাস বিন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "সঠিক দাবির পক্ষে হওয়া সত্ত্বেও যে ব্যক্তি বিবাদ পরিহার করার লক্ষ্যে তার দাবি প্রত্যাহার করবে, জান্নাতের মধ্যস্থানে বা সর্বশ্রেষ্ঠ আসন প্রদানের জন্যে আমি তার জিম্মাদার।"[৪৬]

২০. হিংসা দূরীকরণ

হিংসার কারণেও মানুষ অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা করে। এই পৃথিবীর বুকে মানুষ হত্যা প্রথম অপরাধ সংঘটিত হয়েছিল প্রথম মানুষ আদম (আ.)-এর দুই পুত্রের মধ্যে। যার মূল কারণ ছিল হিংসা। দুই ভাই কুরবানী করল। হাবিলের কুরবানী কবুল করা হলো বলে তাকে হত্যা করা হল, আর কাবিলের কুরবানী কবুল করা হল না বলে সে হল হত্যাকারী। কাবিলের মনে তীব্রভাবে জেগে ওঠা হিংসাই তার মুখ থেকে সর্ব প্রথম বের হলো-'আমি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করব।' পরে সে হিংসার বশবর্তী হয়েই কার্যত হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিল। যার ফলে সে হল

---

৪৪. নাসীরুদ্দীন আলবানী, সহীহ আল জামি আস-সাগীর, অধ্যায় : হারফুল মীম, (ওমান : মাকতাবুল ইসলামী), খ. ২, পৃ. ১১১১, হাদিস নং-৬৫১৮

৪৫. আল-কুরআন, *সূরা আত-তাওবা* ৯ : ৩৮

৪৬. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত তিরমিযী*, অধ্যায় : আল-বির্‌রু ওয়াছছিলাহ, অনুচ্ছেদ : মা জাআ ফীল মিরায়ি, (বৈরুত : দারুল গুরুব আল-ইসলামি, ১৯৯৮), খ. ৩, পৃ.৪২৬ , হাদিস নং-১৯৯৩

প্রথম মানুষ হত্যাকারী। আখিরাতে বিশ্বাস মানুষের মন থেকে হিংসা-বিদ্বেষ দূরীভূত করতে সহায়তা করে। কারণ হিংসা মানুষের নেক আমলসমূহ নষ্ট করে দেয়। নেক আমল ছাড়া মানুষ জান্নাতে যেতে পারবে না।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِىَّ –ﷺ– قَالَ « إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ ». أَوْ قَالَ « الْعُشْبَ »

আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। নবী (স.) বলেছেন : "তোমরা হিংসা থেকে দূরে থাক। কেননা হিংসা নেক আমলকে খেয়ে ফেলে যেমনিভাবে আগুন লাকড়িকে জ্বালিয়ে নিঃশেষ করে দেয়।"[৪৭]

ছয়. আখিরাতের ভয়

২১. সদা-সর্বদা আখিরাতের ভয়

আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

"তোমরা সেদিনটিকে ভয় করো, যেদিন তোমাদের সবাইকে আল্লাহর নিকট ফিরিয়ে নেয়া হবে, সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তিকেই (সারা জীবনের) কর্মফল পুরোপুরি দেয়া হবে। কারো ওপর (সেদিন) কোন ধরনের জুলুম করা হবে না।"[৪৮]

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে আখিরাতের কর্মফলের ভয় প্রদর্শন করেছেন। একজন মু'মিন যেমন নিজের জ্ঞাত-অজ্ঞাত পাপের কারণে আখিরাতের শাস্তির ভয়ে ভীত থাকে এবং নিজের ও অন্যান্য মু'মিনের ক্ষমার জন্য আল্লাহ তা'আলার দরবারে সর্বদা আকুতি জানায়। সে আল্লাহ তা'আলার দরবারে প্রার্থনা জানিয়ে বলে–

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নিজেদের ওপর জুলুম করেছি, আপনি যদি আমাদের ক্ষমা না করেন তাহলে অবশ্যই আমরা (আখিরাতে) চরম ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।"[৪৯]

সুতরাং হত্যার মত একটি গুরুতর অপরাধ আখিরাতে বিশ্বাসী মু'মিনের মাধ্যমে সংঘটিত হওয়া অসম্ভব।

عَنِ الصُّنَابِحِ الْأَحْمَسِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا إِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، وَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ فَلَا تَقْتَتِلُنَّ بَعْدِي»

আস সুনাবিহ আল-আহমাসী (রা.) বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "সাবধান! আমি হাউযে কাওসারে তোমাদের আগেই উপস্থিত থাকবো এবং আমি অন্যান্য উম্মতের উপর তোমাদের সংখ্যাধিক্যের গৌরব প্রকাশ করবো। সুতরাং তোমরা আমার পরে পরস্পর হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হয়ো না।"[৫০]

সুপারিশমালা

হত্যাকাণ্ড প্রতিরোধ করতে হলে নিম্নলিখিত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে। যথা-

১.আল্লাহর ভয় ও আখিরাতের বিশ্বাসকে মানুষের মনে বদ্ধমূল করা

আল্লাহর ভয় ও আখিরাতের বিশ্বাসকে মানুষের মনে বদ্ধমূল করতে পারলে হত্যাকাণ্ড বন্ধে সহায়ক হতে পারে।

---

৪৭. আবূ দাউদ সুলাইমান ইবন আশ'আছ আস-সিজিস্তানী, *সুনানু আবী দাউদ*, অধ্যায় : আল-আদব, অনুচ্ছেদ : ফিল-হাসাদ, (বৈরুত : দারুল কিতাব আল-আরাবি), খ. ৪,পৃ. ৪২৭, হাদিস নং-৪৯০৫

৪৮. আল-কুরআন, *সূরা আল-বাকারা* ২ : ২৮১

৪৯. আল-কুরআন, *সূরা আল-আরাফ* ৭ : ২৩

৫০. অবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াযিদ ইবন মাজাহ আল-কাযভীনী, *সুনানু ইবনি মাজাহ*, অধ্যায় : আল-ফিতান, অনুচ্ছেদ : লা তুরজি'য়ূনা বা'য়দী কাফ্ফারান ইয়াদরিবু বা'দুকুম রিক্বাবা বা'য়দ, (হালব : দারু ইহইয়ায়িল কিতাব আল-আরাবিয়্যাহ), খ. ২,পৃ. ১৩০০, হাদিস নং-৩৯৪৪

২.হত্যাকাণ্ডের আখিরাতের শাস্তি বিষয়ক কুরআনের আয়াত ও হাদিস
হত্যাকাণ্ডের আখিরাতের শাস্তি বিষয়ক কুরআনের আয়াত ও হাদিস বেশি বেশি প্রচার করতে হবে।

৩. ইসলামি শিক্ষা
ইসলামী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে।

৪.ইসলাম ধর্মীয় অনুশাসন
ইসলাম ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার বাস্তব প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

৫.কিছাছের বিধান চালু করা
কিছাছের বিধান চালু করতে হবে।

৬.উপযুক্ত শাস্তি দেয়া
খুনি যে-ই হোক না কেন তাকে কোন ধরনের অনুকম্পা না দেখিয়ে বিচারের আওতায় এনে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে।

৭.বিচার স্বল্প সময়ে শেষ করা
খুনিদের বিচার স্বল্প সময়ে শেষ করে শাস্তি কার্যকর করতে হবে।

উপসংহার

অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা করা একটি জঘন্যতম অপরাধ। বিশেষত অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা মানবতা বিধ্বংসী অপরাধগুলোর মধ্যে অন্যতম। সারা পৃথিবীতে সব দেশেই অহরহ মানুষ খুন হচ্ছে। এই হত্যাকাণ্ড প্রতিরোধ করার জন্য সব দেশেই আইন রয়েছে; রয়েছে কঠিন শাস্তির বিধান; আছে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। তবু থেমে নেই মানুষ হত্যা। মানুষ নিজ বাড়িতেও নিরাপদ নয়। সেখানেও খুন হচ্ছে মানুষ। অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যাকারী আখিরাতে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে। আখিরাতে বিশ্বাসী কোন ব্যক্তি মানুষ হত্যা করতে পারে না। কারণ যতই গোপনে মানুষ হত্যা করা হোক না কেন, আল্লাহ তা'আলা তা জানেন এবং আল্লাহ তা'আলার আদালতে তার বিচার হবেই। আর অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যাকারীকে হত্যাকাণ্ডের শাস্তি ভোগ করতে হবেই। আখিরাতে এই বিশ্বাস মানুষকে অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা থেকে বিরত রাখতে পারে, যদি আখিরাতে বিশ্বাস তার হৃদয়ে বদ্ধমূল থাকে। সুতরাং আখিরাতের কঠিন শাস্তি থেকে বাঁচতে হলে আমাদের সবাইকে হত্যাকাণ্ডের মত গুরুতর অপরাধ থেকে বিরত থাকা উচিত।

নবম পরিচ্ছেদ
মাদকদ্রব্য ও মাদকাসক্তি সমস্যা

মাদকাসক্তি সমস্যা আজকের বিশ্বে এক ভয়াবহ সামাজিক সমস্যা। বর্তমানে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিষবাষ্পের মতো ছড়িয়ে পড়েছে জীবন বিনাশী মাদকদ্রব্য। নেশার সর্বনাশা ক্ষতি জেনেও মানুষ এর নীল দংশনে জর্জরিত হচ্ছে। মাদক সেবনের কারণে সন্ত্রাস, সংঘাত ও রক্তপাত বেশি হচ্ছে। সামাজিক অপরাধ সংঘটনের অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার ও মাদকসেবন। মাদক গ্রহণকারীরা মাদকদ্রব্য ক্রয়ের অর্থ সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে। সমাজের অধিকাংশ চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, চাঁদাবাজি, মারামারি, হত্যা, রাহাজানি, ব্যভিচার, সন্ত্রাস, অত্যাচার সংঘটিত হচ্ছে মাদকসেবীদের দ্বারা। ফলে মাদকাসক্তি একটি সামাজিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে বিশ্বব্যাপী। মাদক ব্যক্তি,পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। বিশ্বের এমন কোন দেশ পাওয়া যাবে না যেখানে মাদকাসক্তির কালো থাবা তরুণ ও যুব সমাজকে স্পর্শ না করছে। তাই মাদকাসক্তির সমস্যা নিয়ে এখন বিশ্বজুড়ে তোলপাড় শুরু হয়েছে। সারা বিশ্বে মাদকের নিয়ন্ত্রণ ও বিস্তার রোধ করতে আইন ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থা চরমভাবে ব্যর্থ হচ্ছে। তারা শত চেষ্টা করেও এ ব্যাপারে কার্যকর ফল লাভ করতে পারছে না। মানুষের মনে আখিরাতে বিশ্বাস সুদৃঢ় করা ছাড়া মাদকাসক্তি দূর করা সম্ভব নয়। আখিরাতে বিশ্বাসই পারে মানুষকে মাদকাসক্তির করাল গ্রাস থেকে রক্ষা করতে। নিম্নে মাদক ও মাদকাসক্তির পরিচয়, মাদকাসক্তির বৈশিষ্ট্যাবলি, মাদকাসক্ত ব্যক্তির লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য, মাদক দ্রব্যের শ্রেণিবিভাগ, মাদকদ্রব্যের ক্ষতিসমূহ, মাদক ও মাদকাসক্ত প্রতিরোধে আখিরাতে বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

মাদক ও মাদকাসক্তির পরিচয়

মাদকের আরবি প্রতিশব্দ আল খামার। এর অর্থ হচ্ছে, গোপন করা, সংমিশ্রণ, ঢেকে ফেলা, অনুভূতি পরিবর্তন করা, আবরণ দেয়া ও নৈকট্য লাভ করা ইত্যাদি।[১]

নামকরণ

যেহেতু মদপান করলে মানুষের জ্ঞানবুদ্ধিকে ঢেকে ফেলে ও এলোমেলো করে পর্দা তথা আবরণ যুক্ত করে, অনুভূতিকে ছেয়ে ফেলে তাই বিবেক বুদ্ধি বিলোপের নিকটবর্তী হয়ে যায়- এজন্যই একে খামার বলে।[২] ইসলামি শরিয়াহ আইনে খামার শব্দটি প্রত্যেক মাদকদ্রব্যের ওপর ব্যবহার হয়।

হাদিসের ভাষায় মাদক ও মাদকাসক্তির পরিচয়

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ عَنِ النَّبِيِّ –ﷺ– قَالَ « كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ ».

ক. ইব্‌ন উমর (রা.) হতে বর্ণিত। সম্ভবত তিনি নবী (স.) থেকেই বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : প্রত্যেক নেশা উৎপাদনকারী জিনিসই মদ এবং প্রত্যেক মদই হারাম।"[৩]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –ﷺ– قَالَ « كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ».

খ. ইব্‌ন উমর (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "প্রত্যেক নেশা উৎপাদনকারী জিনিসই মদ এবং প্রত্যেক নেশা উৎপাদনকারী জিনিসই হারাম।"[৪]

---

১. ইব্‌ন মনজুর আল-আফ্রিকী, লিসানুল আরব, (বৈরুত : দারুস সাদেক, তা.বি.), খ. ৪র্থ, পৃ. ২৫৪

২. ইব্‌ন মনজুর আল আফ্রিকী, লিসানুল আরব, প্রাগুক্ত, খ. ৪র্থ, পৃ. ২৫৪

৩. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, সহীহ মুসলিম, অধ্যায় : আল-আশরিবাহ, অনুচ্ছেদ : বায়ানু আন্না কুল্লা মুছকিরিন খামরুন ওয়া কুল্লা খামরিন হারামুন, (বৈরুত : দারুল জাবাল), খ. ৬, পৃ. ১০০, হাদিস নং-৫৩৩৭

৪. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, সহীহ মুসলিম, অধ্যায় : আল-আশরিবাহ, অনুচ্ছেদ : বায়ানু আন্না কুল্লা মুছকিরিন খামরুন ওয়া কুল্লা খামরিন হারামুন, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ১০১, হাদিস নং-৫৩৩৯

মাদক পরিচয়

"Drinking wine intoxications gambling are prohibited by the Law" – অর্থাৎ এমন মদ পান করা বা গলাধঃকরণ করা যাতে নিষিদ্ধ মাস্তানি আসে, যা আইনের দ্বারা নিষিদ্ধ করা হয়েছে ।[৫]

মাদকাসক্তির পরিচয়

মাদকাসক্তির ইংরেজি প্রতিশব্দ Drug Addiction আর ইংরেজি 'ড্রাগ' শব্দটি ইতালীয় মূল শব্দ 'ড্রাগ' থেকে এসেছে। যার অর্থ গাছ-গাছড়া থেকে আহরণ করা, শুষ্ক ঔষধি। ড্রাগের বাংলা প্রতিশব্দ 'ভেজষ বা মাদক' যা সেবনে আসক্তি সৃষ্টি করে। সাধারণত মাদকাসক্তি হলো মাদক দ্রব্যের প্রতি আসক্তি। মাদক দ্রব্যের প্রতি কোন ব্যক্তির ক্রমাগত নির্ভরশীলতাকেই মাদকাসক্তি বলে ধরা হয়। মাদকাসক্তি মূলত এক ধরনের অবস্থা যেখানে মাদকের ব্যবহারকারী শারীরিক ও মানসিক উভয় দিক থেকেই মাদকের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, মাদকের প্রতি সে তীব্র আকর্ষণ অনুভব করে এবং এরই সাথে মাদক গ্রহণের মাত্রা বা পরিমাণ দিনে দিনে বৃদ্ধি পেতে থাকে। উল্লেখ্য, যে কোন ধরনের 'আসক্তি' হলো নিউরোট্রান্সমিশন (Neurotransmission), স্ব-অবেশিত এমন এক পরিবর্তন যা সমস্যা সৃষ্টিকারী আচরণের সৃষ্টি করে। 'আসক্তি'- এর এই ধারণার আলোকে বলা হয় যে, মাদকাসক্তি হলো একটি স্নায়ুবিক ধারণা বা বিষয় যার প্রভাবে আসক্ত ব্যক্তির আচার-আচরণে অসামঞ্জস্যতা ও অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয়।[৬]

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত মাদকাসক্তির সংজ্ঞাতে বলা হয়েছে- "নেশা বা মাদকাসক্তি হচ্ছে ব্যক্তি ও সমাজের জন্য ক্ষতিকর এমন একটি মানসিক বা শারীরিক প্রতিক্রিয়া যা জীবিত প্রাণী ও মাদকের মিথস্ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয়।

WHO অন্যত্র বলেছে–"Drug addiction is a state of periodic or chronic intoxication detrimental to the individual and the society produced by the repeated consumption of a drug (natural or synthetic)" অর্থাৎ কোন ব্যক্তি বেশি পরিমাণে কোন মাদক (প্রাকৃতিক বা বিজ্ঞানসম্মতভাবে তৈরিকৃত) ঘন ঘন গ্রহণ করে এবং এর ফলে সমাজ এবং নিজের জন্য ক্ষতিসাধন করে।[৭]

আবার মাদকাসক্তি সম্পর্ক বলা হয়েছে–"Drug addiction is the habitual use of certain narcotics that leads in the time to mental and moral deterioration, as well as to deterious social effects."[৮] অর্থাৎ মাদকাসক্তি কিছু নির্দিষ্ট মাদকের প্রতি অনবরত অভ্যাসকে বুঝায় যা মানসিক ও শারীরিকভাবে অধঃপতন ঘটায় এবং যা সামাজের উপরও কুপ্রভাব সঞ্চার করে।

মাদকাসক্তি সম্পর্কে New IIIustrated Columbia Encyclopaedia-তে বলা হয়েছে–"Drug addiction is the chronic or habitual use of any chemical substance to alter states of body or mind for other than medically warranted purposes."[৯] অর্থাৎ মাদকাসক্তি হলো যে কোন রাসায়নিক দ্রব্যের জটিল অথবা অভ্যাসগত ব্যবহার যা চিকিৎসাগত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ছাড়াও শরীর এবং মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

---

৫. ড. মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল, মৌলিক সমস্যা সমাধানে ইসলামী আইন, (ঢাকা : ইসলামিক ফউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৬ খ্রি.), পৃ. ৪৩১

৬. ড. মো. নূরুল ইসলাম, *সামাজিক সমস্যা বিশ্লেষণ*, (ঢাকা : তাসমিয়া পাবলিকেশন্স, ২০০৮ইং), পৃ. ১৮৭-১৮৮

৭. WHO Expert Committee on Drug Dependence, "*World Helth Organiazation Technical Report Series,* No. 407, Report, Geneva, 1969.

৮. Kimbal Young, Mack Raymond, *Sociology and Social Life,* (New York : 1962), P. 446

৯. *The New Illustatated Columbia Encyclopaedia*, (New York : Colombia University Press, 2007.), Vol-7

মাদকাসক্তির সাথে সম্পৃক্ত বিষয়সমূহ

মাদকাসক্তি মূলত তিনটি বিষয় বা প্রেক্ষিতের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। এগুলো হলো–মাদক দ্রব্যের উপর অধিক নির্ভরশীলতা; মাদক দ্রব্যের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি এবং শারীরিকভাবে মাদকের প্রতি নির্ভরশীলতা। মাদকাসক্তি মূলত এক ধরনের শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতা যার দরুন কোন ব্যক্তি মাদক বা ড্রাগের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এগুলো গ্রহণের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠে এবং এর ফলে তার আচরণে অসংলগ্নতা দেখা এবং সে বিচ্যুত আচরণ করে।[১০]

মাদকাসক্তির বৈশিষ্ট্যাবলি

মাদকাসক্তির সংজ্ঞা ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে এর মধ্যে বেশ কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন-

- যারা মাদকাসক্ত হয়েছে, তাদের মধ্যে মাদক গ্রহণের দুর্দমনীয় ইচ্ছা প্রবল মাত্রায় বর্তমান থাকে।
- নিয়মিত নেশা গ্রহণের সাথে সাথে নেশা আরও প্রবলভাবে বৃদ্ধি পায়।
- মাদক গ্রহণের ফলে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, আসক্ত ব্যক্তির কাছে তার প্রতিক্রিয়া ও অনুভূতি লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা বিরাজমান।
- নেশা বৃদ্ধির সাথে সাথে মাদক গ্রহণের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়।
- আসক্ত ব্যক্তির দৈহিক, মানসিক, চিন্তনসহ অন্যান্য কর্মক্ষমতা মারাত্মকভাবে হ্রাস পায়।
- মাদকাসক্তি সমস্যা শুধু ব্যক্তির একার সমস্যা নয়। এটা ব্যক্তি, দল, পরিবার, সমষ্টি ও গোটা সমাজের জন্য সমস্যা।
- মাদকাসক্তি সমস্যার সাথে বিভিন্ন ধরনের অপরাধমূলক কার্যক্রম জড়িত থাকে। যেমন- চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, ধর্ষণ, খুন, পতিতাবৃত্তি, পুরুষদের পতিতালয়ে গমন ও অস্বাভাবিক যৌনক্রিয়া, বিবাহ-বিচ্ছেদসহ পারিবারিক ভাঙ্গন ইত্যাদি।
- আসক্ত ব্যক্তির কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে এবং দৈহিক কর্মকাণ্ডের উপর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে।
- প্রেমে ব্যর্থতা, হতাশা, পারিবারিক বিশৃঙ্খলা প্রভৃতি সামাজিক ও পারিবারিক অসঙ্গতির কারণে আসক্তদের সংখ্যা ও পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পায়।[১১]

মাদকাসক্ত ব্যক্তির লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য

এ দেশে মাদকাসক্তের ক্রমবর্ধমান হার এবং এ সম্পর্কিত সামাজিক অবক্ষয়ের ফলে সমাজের প্রায় প্রতিটি পরিবার, বাবা-মা এবং সমাজ সচেতন ব্যক্তি চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন। মাদকাসক্তি সম্পর্কিত বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে মূলত তরুণ এবং উঠতি বয়সের ছেলে-মেয়েদের মাঝেই মাদকের প্রতি আসক্ত হবার প্রবণতা বেশি। আবার মেয়েদের তুলনায় ছেলেরা বেশি আসক্ত। এমনি প্রেক্ষিতে পারিবারিক পরিবেশে একজন সচেতন বাবা-মা এবং পরিবারের সদস্যরা যে সকল বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণের ভিত্তিতে ছেলে বা মেয়ে মাদকাসক্ত কি না তা বুঝতে পারেন তার মধ্যে অন্যতম হলো–

১. ছেলে-মেয়েদের আচরণে হঠাৎ অস্বাভাবিক পরিবর্তন, অন্যমনস্কতা ও একাকী সময় কাটানোর চেষ্টা;
২. অসময়ে ঘুম ঘুম ভাব বা ঝিমুনি আসা;
৩. চোখে-মুখে সবসময় অপরাধের অভিব্যক্তি প্রকাশ;
৪. বিরক্তিকর ব্যবহার, মেজাজের রুক্ষতা ও অসংলগ্ন কথাবার্তা;
৫. পোশাক-আশাকের প্রতি অমনোযোগিতা এবং ময়লা কাপড়-চোপড় পরিধান এবং অপরিচ্ছন্ন থাকা;
৬. নির্জন স্থানে, বিশেষত অন্ধকার ঘরে এবং স্নানাগার বা শৌচাগারে অধিক সময় ব্যয়;
৭. চোখ-ঘোলাটে ও দৃষ্টি-অস্বাভাবিক থাকা;
৮. ক্ষুধামন্দা ও কম খাবার প্রবণতা;
৯. বিলম্বে ঘুম থেকে উঠা এবং অধিক রাত পর্যন্ত জাগা;
১০. অপরিচিত ও সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের সাথে হঠাৎ করেই চলাফেরা, কথাবার্তা ও সম্পর্ক সৃষ্টি;

---

৯. ড. নুরুল ইসলাম, *সামাজিক সমস্যা বিশ্লেষণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮

১১. ড. মোহাম্মদ জাকির হুসাইন, *আর্থ সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদিসের অবদান : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪ইং) পৃ. ৪৫৬

১১. অপরিচিত ও সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি হওয়ার পাশাপাশি পুরনো বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সম্পর্কের অবনতি;
১২. বেহিসাবি খরচ, ঋণ করার প্রবণতা এবং টাকা-পয়সার হিসাব মেলাতে না পারা;
১৩. অভিভাবক ও আত্মীয়-স্বজনের মুখোমুখি না হওয়ার চেষ্টা করা ও তাদের সঙ্গ তথা সাহচর্য এড়িয়ে যাবার প্রবণতা;
১৪. খেলাধুলা ও স্বাভাবিক চিত্তবিনোদনের প্রতি অনাগ্রহ;
১৫. মাঝে মাঝে প্রচণ্ড অস্থিরতা প্রকাশ, চিৎকার চেঁচামেচি করা ও শরীরে খিঁচুনি হওয়া;

উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলোর সবগুলোই যে কোন মাদকাসক্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয় তা নয়। বরং ব্যক্তি ভেদে এ সমস্ত পরিলক্ষিত বৈশিষ্ট্যও কোন কোন ক্ষেত্রে তারতম্য দেখা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে কেবল একটি বৈশিষ্ট্যই আসক্ত ব্যক্তির মাঝে ধরা পড়ে, আবার কখনও বা একাধিক লক্ষণ একই ব্যক্তির মাঝে প্রকাশ পায়। অবশ্য কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে ঠিক কোন কোন বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ প্রকাশ পাবে এবং প্রকাশিত লক্ষণের মাত্রা কিরূপ হবে তা আসক্ত ব্যক্তি কর্তৃক গৃহীত মাদকের প্রকৃতি, মাদকের পরিমাণ এবং তার শারীরিক, মানসিক ও স্নায়ুবিক বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে।[১২]

মাদকদ্রব্যের শ্রেণিবিভাগ

নেশা সৃষ্টিকারী বা বিভ্রান্তকারী দ্রব্যসমূহ মাদকদ্রব্য হিসেবে পরিচিত। পূর্ব প্রচলন ছাড়া বর্তমানে মাদকদ্রব্য হিসেবে নতুন নতুন নামে বা পদার্থে বেশ কিছু দ্রব্য মাদকদ্রব্য হিসেবে পরিচিত। মাদকদ্রব্য দুটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। (ক) প্রাকৃতিক (খ) রাসায়নিক।

ক. প্রাকৃতিক : প্রাকৃতিক উপায়ে যে সকল দ্রব্য উৎপন্ন হয় তাই প্রাকৃতিক মাদকদ্রব্য। প্রাকৃতিক মাদকদ্রব্য গাছ থেকে আসে। যেমন : তাড়ি, আফিম, গাঁজা, ভাঙ্গ, চরস, হাশিশ, মারিজুয়ানা ইত্যাদি।

খ. রাসায়নিক : পরীক্ষাগারে রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ার মাধ্যমে যে মাদকদ্র্যব্য প্রস্তুত হয় তা-ই রাসায়নিক মাদকদ্রব্য। রাসায়নিক মাদকদ্রব্য প্রাকৃতিক উপায়ে উৎপন্ন মাদকদ্রব্য থেকে বেশি নেশা সৃষ্টিকারী ও ক্ষতিকর। যেমন : হেরোইন, মরফিন, কোকেন, প্যাথেডিন, ফেনসিডিল, সঞ্জীবনী সুরাসহ বিভিন্ন প্রকার এলকোহল ইত্যাদি।

আধুনিককালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) নির্ভরতা সৃষ্টিকারী ওষুধের এক আন্তর্জাতিক শ্রেণিবিভাজন করে দিয়েছে। এগুলো হচ্ছে :

১. আচ্ছন্নভাব উদ্রেককর মাদক : যেমন :

ক. আফিম ধরনের : যথা– মরফিন, হেরোইন, পেথেডিন, কোডেইন, মিথাডন ইত্যাদি।
খ. বার্বিচ্যুরেট ধরনের : যথা– গার্ডিনাল, সোনেরিল, ক্রোরাল, মেপ্রোবামেট, ডায়জিপাম, মেথাকোয়ালোন প্রভৃতি।

২. উত্তেজক ধরনের মাদক : যেমন :

ক. ক্যানাবিস জাতীয় : যথা– গাঁজা, চরস, ভাঙ, সিদ্ধি ইত্যাদি।
খ. অ্যামফিটামিন জাতীয় : যথা– মেথেড্রিন, ডেক্সিড্রিন, ফেনপ্লোরামিন ইত্যাদি।
গ. কোকেন জাতীয় : যথা– কোকেন বড়ি বা নস্যি।

৩. ভ্রম বা মায়া উৎপাদনকারী মাদক : যথা-এল.এস.ডি মেসক্যালিন।

৪. বিভিন্ন ধরনের ওষুধ যেমন :

ক. যন্ত্রণা নিবারক ওষুধ : যথা-অ্যাসপিরিন, পেন্টাজেনিন ইত্যাদি।
খ. পেট্রোলিয়াম উদ্ভূত দ্রব্য : যথা-আটা শোঁকা, পেট্রোল শোঁকা, জুতো পলিশ শোঁকা ইত্যাদি।[১৩]

---

১২. ড. নুরুল ইসলাম, *সামাজিক সমস্যা বিশ্লেষণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯-১৯০
১৩. *সাপ্তাহিক রোববার*, সংখ্যা ২১, এপ্রিল ২০০৪, পৃ. ৩০

কয়েকটি মাদকদ্রব্যের পরিচিতি

গাঁজা : গাঁজা বা ক্যানবিস হচ্ছে এক ধরনের নেশা জাতীয় উদ্ভিদ। এর ল্যাটিন নাম "ক্যানাবিস স্যাটাইভা"। এতে রয়েছে টি. এইস.সি বা 'টেট্রাহাইড্রোক্যানবিনল' নামক এক সক্রিয় উপাদান যা ব্যবহারকারীর মানসিক অবস্থা ও চেতনার পরিবর্তন ঘটায় এবং মানসিক ও শারীরিক নির্ভরশীলতা সৃষ্টি করে।

হেরোইন : আফিম থেকে প্রস্তুত একটি মারাত্মক মাদক দ্রব্যের নাম হেরোইন। সাধারণত সাদা অথবা বাদামি রঙের পাউডার আকারে পাওয়া যায়। 'চেজিং দ্যা ড্রাগন' পদ্ধতিতে ধূমপানের মাধ্যমে হেরোইনের ধোঁয়া নিঃশ্বাসের সাথে টেনে নেয়া হয়। এর ফলে নেশার সৃষ্টি হয়।

কোডিন : কোডিন আফিম থেকে উদ্ভূত একটি উপজাত দ্রব্য। বেদনা-নাশক অথবা কাশি দমনকারী ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ট্যাবলেট, ক্যাপসুল, এলিকসার, সলিউশন আকারে পাওয়া যায়। উল্লেখ্য, কোডিন ফেনসিডিলের মূল উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

ফেনসিডিল : ফেনসিডিল একটি কাশির ওষুধ যার মধ্যে রয়েছে আফিম থেকে উদ্ভূত কোডিন ফসফেট। এ ওষুধ বাংলাদেশে অবৈধ হলেও এশিয়ার অন্যান্য দেশে বৈধ এবং পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে চোরাচালান হয়ে বাংলাদেশে আসে। এটা একটি সিরাপ জাতীয় ওষুধ এবং এর গন্ধ তীব্র। বাংলাদেশে এর ব্যবহারকারীদের নিকট এটি 'ডাইল' বা ফেনসিডিল নামে পরিচিত।

পেথেডিন : পেথেডিন বেদনা-নাশক হিসেবে ব্যবহৃত একটি ওষুধ জাতীয় মাদকদ্রব্য। এটি সম্পূর্ণ কৃত্রিমভাবে তৈরি ওষুধ যা সাধারণত ইনজেকশনের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়। একাধিক ব্যক্তি একই সিরিঞ্জ ব্যবহার করে বলে ব্যবহারকারীদের মধ্যে হেপাটাইটিস বি/সি এবং এইচআইভি/এইডস বিস্তার লাভ করে।

আফিম : পপি গাছের ফল থেকে কষ সংগ্রহ করে আফিম প্রস্তুত করা হয়। খয়ের বা পিচের আকৃতিবিশিষ্ট গাঢ় বাদামি রংয়ের পিণ্ড বা খণ্ড আকারে পাওয়া যায়। গিলে খাওয়ার বা ধূমপানের মাধ্যমে আফিম গ্রহণ করা হয়। আফিমের গন্ধ তেঁতুলের মতো, স্বাদ অত্যধিক তেতো। ব্রিটিশ আমল থেকে এদেশে আফিমের প্রচলন ছিল।

মরফিন : আফিম থেকে উদ্ভূত বেদনা-নাশক ওষুধরূপে এটি ব্যবহার হয়ে আসছে। ইনজেকশনের জন্য, সলিউশনের আকারে এবং ট্যাবলেট বা সাপোজিটরি আকারে পাওয়া যায়। এটি পেথেডিনের মতই মারাত্মক আসক্তির সৃষ্টি করে থাকে। এর গন্ধ তেঁতুলের মতো, দেখতে ইটের গুঁড়ার মতো লালচে।

ট্রাংকুলাইজার : টেনশন, উদ্বেগ বা অস্থিরতা অথবা নিদ্রাহীনতা লাঘবের জন্য ব্যবহৃত মাদকদ্রব্য জাতীয় ওষুধ। এ ধরনের ওষুধ অপব্যবহার হলে মস্তিষ্ক ও শরীরের ক্রিয়া ক্ষীণ হয় ও নিস্তেজ অবস্থার সৃষ্টি করে। বাংলাদেশে সুপরিচিত কয়েকটি ট্রাংকুলাইজার হলো ডায়াজিপাম, ক্লোবাজাম, ক্লোনানিপাম ইত্যাদি।

ইয়াবা : 'Yaba' ইয়াবা শব্দটি থাই শব্দ (Yar ev bah) থেকে এসছে। এর অর্থ হলো 'Crazy Medicine' বা উত্তেজক ওষুধ। উত্তেজক মাদক (Amphetamine) এর অ্যানালগ Metham Phetamine সঙ্গে আরো কতিপয় যৌগ-এর সংমিশ্রণ ঘটিয়ে ইয়াবা তৈরি করা হয়। রাসায়নিক চরিত্র, শক্তি, কার্যকারিতা, প্রতিক্রিয়া বিচারে অ্যামফিটামিন, মেথামফিটামিন কিংবা কোকেনের চেয়েও ইয়াবা শক্তিশালী উচ্চমাত্রার উত্তেজক মাদকদ্রব্য। সাধারণত ৪ থেকে ৫ মি.মি. ব্যাস এবং আড়াই থেকে ৩ মি.মি. পুরু গোলাকৃতির ট্যাবলেট আকারে এটি তৈরি হয়। দেখতে অনেকটা ছোট আকারের ক্যান্ডির মতো। এর রং লালচে, কমলা, কিংবা সবুজাভ। এটি আঙ্গুর, কমলা, ভ্যানিলা ইত্যাদি স্বাদ ও গন্ধের হয়ে থাকে। এ কারণে কোমলমতি শিশু-কিশোর ও তরুণ-তরুণীদেরকে শক্তিদায়ক ক্যান্ডি বলে বিভ্রান্ত করে সহজে ধরিয়ে দেয়া যায়। এর গায়ে "WY", "R", "OK", "SY" ইত্যাদি লোগো অঙ্কিত থাকে যা দেখে ব্যবহারকারীরা সহজে একে সনাক্ত করতে পারে। ইয়াবা পাউডার আকারেও তৈরি হয়। ইয়াবা সেবন করলে ২ বা ৩ ঘণ্টার মধ্যে স্নায়ু উত্তেজক ক্রিয়া শুরু হয়ে প্রায় ১০ থেকে ১২ ঘণ্টা স্থায়ী হয়। মাদকের প্রভাব কেটে যাবার পর ব্যবহারকারী দ্বিগুণ পরিমাণে ভেঙ্গে পড়ে। তার মধ্যে নেমে আসে নিস্তেজতা, নিঃস্বতা ও অসারতা।[১৪]

---

১৪. মো. আবু তালেব, ইয়াবা : পরিচিতি ও পরিণতি, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ৭২

মাদকদ্রব্যের ক্ষতিসমূহ

১. **দৈহিক ক্ষতি :** রক্তহীনতা, ক্ষুধামন্দা, অপুষ্টি, যক্ষা, ফুসফুসে পানি জমা, নিউমোনিয়া, হৃদরোগ, পেপটিক আলসার, প্যানক্রিয়াসের অসুখ, পরিপাক তন্ত্র থেকে রক্তক্ষরণ, লিভার প্রদাহ, জন্ডিস, সিরোসিস, কিডনি রোগ, (নিফ্রটিক সিনড্রম) টিটেনাস, মৃগীরোগ, মস্তিষ্ক বিকল, দৃষ্টিহীনতা (অপটিকস নিউরাইটিস), যৌনরোগ, এইডস, মাসিকের অনিয়ম, বন্ধ্যত্ব, বিকলাঙ্গ সন্তান প্রসবের সম্ভাবনা, সড়ক দুর্ঘটনাজনিত মাথায় আঘাত ও অন্যান্য জটিল আঘাত, চর্মরোগ, ক্যান্সার, শরীরের রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা হ্রাস, বিষক্রিয়া (পেপটিসেমিয়া), মৃত্যু।

২. **মানসিক ক্ষতি :** উচ্ছৃঙ্খল ও অসংলগ্ন আচরণ, উত্তেজনা, খিটখিটে মেজাজ, অনিদ্রা, স্মৃতিবৈকল্য, বুদ্ধিবৃত্তির ক্রমাবনতি, চিন্তার অসংলগ্নতা, চরম স্বার্থপরতা, শিক্ষা জীবনের ক্রমাবনতি, কর্মদক্ষতার অবনতি, নিরুৎসাহ, উদাসীনতা, দয়ামায়াহীনতা, হতাশা, অবসাদ, বিষণ্নতা, আত্মহত্যার প্রবণতা, গুরুতর মানসিক ব্যাধি, ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন, মিথ্যুক ও অধার্মিক হওয়া।

৩. **পারিবারিক ক্ষতি :** পারিবারিক কর্মকাণ্ড থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেয়া, নানাবিধ অশান্তি সৃষ্টি ও সম্পর্কের অবনতি করা। বৈবাহিক জীবন দুঃসহ, পরিবারের মর্যাদাহানি ও আর্থিক দেউলিয়াপনা, নিত্য ব্যবহার্য গৃহস্থালি দ্রব্য বিক্রি করা ইত্যাদি।

৪. **সামাজিক ক্ষতি :** অপরাধমূলক আচরণ, চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, ছিনতাই, সন্ত্রাস, হত্যা ইত্যাদির সঙ্গে জড়িত থাকা। সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকা, সামাজিক মূল্যবোধের চরম অবক্ষয়, বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজন থেকে বারবার টাকা ধার নেয়া, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা কর্মক্ষেত্রে প্রায়ই অনুপস্থিতি ও বেকার হওয়া, উৎপাদন বিমুখ হওয়া, সমাজে আপাঙক্তেয় হওয়া হত্যাদি।

৫. **আর্থিক ক্ষতি :** মাদকের পেছনে প্রচুর অর্থ খরচ হয়। এতে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, দেশ ও জতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জাতিসংঘের মাদক নিয়ন্ত্রণ সংস্থা ইউএনওডিসির মতে, বাংলাদেশে বছরে শুধু ইয়াবা বিক্রি হয় ৪০ কোটির বেশি। যার বাজারমূল্য প্রায় ছয় হাজার কোটি টাকা।[১৫]

মাদকদ্রব্য ব্যবহারে শরীরে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া

স্বল্পমেয়াদি প্রতিক্রিয়া

- ক্ষুধা ও যৌন অনুভূতি দ্রুত কমে যায়।
- রক্তচাপ কমায় এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের হার হ্রাস করে।
- শ্বাস-প্রশ্বাস ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসে।
- ব্যবহারকারী ক্রমান্বয়ে নিস্তেজ এবং অবসন্ন হয়ে যায়।
- ব্যবহারকারীর মতিবিভ্রম ঘটে এবং তার মধ্যে সন্ত্রস্তভাব পরিলক্ষিত হয়।
- চলাফেরায় অসংলগ্নতা ধরা পড়ে।
- হৃদ স্পন্দন দ্রুত হয় এবং রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়।
- চোখ লালচে হয় এবং মুখ শুকিয়ে যায়।
- স্মৃতিশক্তি ও মনোযোগের ক্ষমতা সাময়িকভাবে কমে যায়, তাই চলাফেরায় তাদের জীবন যেকোনো সময় হয়ে উঠতে পারে বিপজ্জনক।
- কোন কোন ক্ষেত্রে চামড়ায় ফুসকুড়ি, বমি বমি ভাব ও নানা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে।
- কোনো কোনো ক্ষেত্রে আরো কিছু প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। যেমন-উগ্র মেজাজ, রাগান্বিত ভাব, নিদ্রাহীনতা।
- অধিক মাত্রায় মাদক গ্রহণকারী ব্যক্তি মাতালের মতো আচরণ করতে পারে এবং ঘুমিয়ে পড়তে পারে।

দীর্ঘমেয়াদি প্রতিক্রিয়া

- মাদকাসক্ত ব্যক্তির ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা লোপ পায়।
- স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটতে থাকে।

---

১৫. দৈনিক প্রথম আলো, ঢাকা, ২৩ আগষ্ট, পৃ. ৩

- মাদকাসক্ত মেয়েদের গর্ভের সন্তানের ওপরও ক্ষতিকর প্রভাব পড়তে পারে এবং মায়ের মতো সন্তানেরও মাদকাসক্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

মস্তিষ্ক কোষের ক্ষয়ক্ষতিসমূহ

- স্মৃতিশক্তি লোপ পায়।
- জীবনের সব বিষয়ে নিরাসক্ত হয়ে পড়ে।
- কোনো কোনো মাদকদ্রব্য নির্ভরশীল ব্যক্তিকে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়।[১৬]

কিয়ামতের পূর্বে মাদকের ব্যাপক প্রসার ঘটা

কেয়ামতের পূর্বে মাদকের ব্যাপক প্রসার ঘটবে। ইসলামে মদ নিষিদ্ধ। তাই মানুষ মদ পানের জন্য মদের নাম পরিবর্তন করে ভিন্ন নামে পান করবে।

أَبُو مَالِكٍ الْأَشْعَرِيُّ أَنَّهُ: سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا "

আবূ মালিক আল-আশআরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি নবী (স.)-কে বলতে শুনেছেন "আমার উম্মতের কিছু লোক মদ পান করবে, তবে সেটাকে অন্য নামে আখ্যায়িত করবে।"[১৭]

মাদক ও মাদকাসক্ত প্রতিরোধে আখিরাতে বিশ্বাস

আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে মাদকাসক্তি থেকে দূরে রাখতে এবং মাদকাসক্তি প্রতিরোধেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিম্নে তা আলোচনা করা হলো।

১. মদপান না করা আখিরাতে বিশ্বাসের অংশ

এ দুনিয়ায় মদ পান করলে আখিরাতে কঠিন শাস্তির কথা হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। এ কথা বিশ্বাস করলে কেউ মদ পান করতে পারে না। কারণ বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটে কর্মের মধ্যে। আর মদ পান না করা আখিরাতের বিশ্বাসের অংশ। তাই আখিরাতে বিশ্বাসী কখন মদ পান করতে পারে না।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَشْرَبِ الْخَمْرَ، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَجْلِسْ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَخْلُوَنَّ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا مَحْرَمٌ»

ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলছেন : "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে সে যেন মদ পান না করে এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস রাখে সে ব্যক্তি সেই দস্তরখানে (টেবিল) না বসে যেখানে মদপান করা হয়।"[১৮]

২. তওবা কবুল হয় না

মানুষ গুনাহ করে তওবা ছাড়া মারা গেলে আখিরাতে তার পাপের কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে, যদি আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা না করেন। মদ পানকারীদের মরার আগে তওবা করার সুযোগ কমে যায়।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَهُوَ فِي حَائِطٍ لَهُ بِالطَّائِفِ يُقَالُ لَهُ الْوَهْطُ، وَهُوَ مُخَاصِرٌ فَتًى مِنْ قُرَيْشٍ يُزَنُّ ذَلِكَ الْفَتَى بِشُرْبِ الْخَمْرِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ شَرْبَةً لَمْ تُقْبَلْ لَهُ تَوْبَةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ لَمْ تُقْبَلْ تَوْبَتُهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» اللَّفْظُ لِعَمْرٍو "

---

১৬. ডা. মাহবুব মোরশেদ, মাদকাসক্তির ক্ষতি, করণীয় এবং চিকিৎসা, স্বাস্থ্য বিষয়ক পত্রিকা *মনোজগত*, ২য় বর্ষ, ৩ য় সংখ্যা, জানুয়ারি ২০০০, পৃ. ৫১

১৭. ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল, *মুসনাদু আহমাদ*, অধ্যায় : আহাদীসুল আনসার, অনুচ্ছেদ : হাদিস আবী মালিক আল-আনসারী, (মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪২১হি./২০০১খ্রি.), খ. ১২,পৃ. ৪৫, হাদিস নং-২২৯০০

১৮. সুলায়মান বিন আহমাদ বিন আইয়্যুব আবুল কাসেম আত তিবরানী, *আল-মু'জামুল কবীর*, অধ্যায় : আহাদীসু আব্দুল্লাহ ইবনি আব্বাস, (আল-মাওছিল : মাকতাবুল উলুম ওয়াল হিকাম, ১৪০৪হি./১৯৮৩ইং), খ. ১১, পৃ. ১৯১, হাদিস নং-১১৪৬২

আব্দুল্লাহ ইব্‌ন দায়লামী (রহ.) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, ...রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন : "যে ব্যক্তি এক ঢোক মদ পান করবে, আল্লাহ চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার তওবা কবুল করেন না। অতঃপর যদি সে তওবা করে, তবে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন। যদি সে পুনরায় মদ পান করে,তবে তার তওবা চল্লিশ দিন পর্যন্ত কবুল করেন না। সে পুনরায় তওবা করলে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন। এরপরও যদি সে মদ পান করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা নিশ্চিতরূপে তাকে কিয়ামতের দিন জাহান্নামিদের পুঁজ পান করাবেন।"[১৯]

৩. মূর্তি পুজারি হিসেবে আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «مَا أُبَالِي شَرِبْتُ الْخَمْرَ، أَوْ عَبَدْتُ هَذِهِ السَّارِيَةَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»

ক. আবূ বুরদাহ ইব্‌ন আবূ মূসা আশাআরী (রা.) তাঁর পিতা হতে থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "আমি মদই পান করি, আর আল্লাহ ব্যতীত এই মূর্তিটি পূজা করি, এর ভেতর পার্থক্য দেখি না।"[২০]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ مَاتَ مُدْمِنَ خَمْرٍ لَقِيَ اللهَ كَعَابِدِ وَثَنٍ»

খ. ইবন আব্বাস (রা.) হকে বর্ণিত। নাবী (স.) বলেছেন : "মদ পানকারী মাতাল অবস্থায় মারা গেলে, সে আল্লাহর সাথে একজন মূর্তিপুজকের মত সাক্ষাৎ করবে।"[২১]

৪. মদপানকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانٌ، وَلَا عَاقٌّ، وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ»

ক. আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা.) হতে বর্ণিত। নবী (স.) বলেছেন : "দান করে খোঁটাদানকারী, পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান এবং মদপানকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"[২২]

عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، مُدْمِنُ خَمْرٍ

খ. আবূ দারদার (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "সর্বদা মদপানকারী জান্নাতে যাবে না।"[২৩]

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ، وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ، وَالدَّيُّوثُ، وَثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ، وَالْمُدْمِنُ عَلَى الْخَمْرِ، وَالْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى

গ. সালিম ইব্‌ন আব্দুল্লাহ তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "তিন ব্যক্তির প্রতি মহা মহীয়ান আল্লাহ কিয়ামতের দিন (রহমতের) দৃষ্টি দিবেন না। তারা হলো পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, পুরুষের বেশধারী নারী এবং দায়ুছ (নিজ স্ত্রী ও কন্যার পাপাচারে যে বাধা দেয় না)। আর তিন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। এক. পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, দুই. মাদকাসক্ত ব্যক্তি, তিন. দানকৃত বস্তুর খোঁটা দানকারী ব্যক্তি।"[২৪]

---

১৯. আবূ আব্দুর রহমান আহমাদ ইব্‌ন শু'আইব আন-নাসায়ী, *সুনানুন নাসায়ী*, অধ্যায় : আল-আশরিবাহ,অনুচ্ছেদ : তাওবাতু শারবিল খামরি, (হালব : মাকতাবুল মাতলু'আতি আল-ইসলামী, ১৯৮৬ইং/ ১৪০৬ হি.), খ. ৮,পৃ. ৩১৭, হাদিস নং-৫৬৭০

২০. আবূ আব্দুর রহমান আহমাদ ইব্‌ন শু'আইব আন-নাসায়ী, *সুনানুন নাসায়ী*, অধ্যায় : আশরিবাহ, অনুচ্ছেদ : জিকরুর রিওয়ায়াতিল মুগাল্লাজাতি ফী শারবিল খামরি, (হালব : মাকতাবুল মাতলু'আতি আল-ইসলামী, ১৯৮৬ইং/ ১৪০৬ হি.), খ. ৮,পৃ. ৩১৪, হাদিস নং-৫৬৬৩

২১. সুলায়মান আহমাদ ইব্‌ন আইয়ুব আবুল কাসিম আত-তিবরানী, *মুজিমুল কাবীর*, অধ্যায় : আল-আইন, অনুচ্ছেদ : সাঈদ ইবনু জুবাইর, (কাহেরাহ : মাকতাবাতু ইবনু তাইমিয়াহ, ১৪১৫হি./১৯৯৪খ্রি.), খ. ১২,পৃ. ৪৫, হাদিস নং-৫৮০৩

২২. আবূ আব্দুর রহমান আহমাদ ইব্‌ন শু'আইব আন-নাসায়ী, *সুনানুন নাসায়ী*, অধ্যায় : আল আশরিবাহ, অনুচ্ছেদ : আর-রিওয়ায়াতু ফিল মুসলিমিনা ফিল খামরি, আল কুতুবস সিত্তাহ, (রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০৮খ্রি.), পৃ. ২৪৪৯, হাদিস নং-৫৬৭৫

২৩. অবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াযিদ ইব্‌ন মাজাহ আল-কাযভীনী, *সুনানু ইবনি মাজাহ*, অধ্যায় : অশরিবাহ, অনুচ্ছেদ : মুদমিনুল খামর, (মিশর : দারু ইহইয়ায়িল কিতাব আল-আরবি), খ. ২ ,পৃ. ১১২০ , হাদিস নং-৩৩৭৬

২৪. আবূ আব্দুর রহমান আহমাদ ইব্‌ন শু'আইব আন-নাসায়ী, *সুনানুন নাসায়ী*, অধ্যায় : আয-যাকাত, অনুচ্ছেদ : আল-মান্নানু বিমা আ'ত্বা, (হালব : মাকতাবুল মাতলু'আতি আল-ইসলামী, ১৯৮৬ইং/ ১৪০৬ হি.), খ. ৫,পৃ. ৮০, হাদিস নং-২৫৬২

৫. জান্নাতের পানীয় থেকে বঞ্চিত

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- « كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِى الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَتُبْ لَمْ يَشْرَبْهَا فِى الآخِرَةِ

ইবন্ উমর (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "প্রত্যেক নেশা উৎপাদনকারী জিনিসই মদ এবং প্রত্যেক নেশা উৎপাদনকারী জিনিসই হারাম। যে ব্যক্তি এ দুনিয়াতে মদ পান করবে এবং সবসময় এ কাজ করে তওবা না করে মৃত্যুবরণ করে, সে আখিরাতে তা পান করতে পারবে না।"[২৫]

৬. মদপানকারীর জাহান্নামে শাস্তি

মদপানকারী জাহান্নামে প্রবেশ করবে। সেখানে জাহান্নামিদের শরীর হতে গলে পড়া (দুর্গন্ধযুক্ত) রস পান করতে বাধ্য হবে।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ وَسَكِرَ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، وَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ عَادَ، فَشَرِبَ، فَسَكِرَ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ، فَإِنْ تَابَ، تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ عَادَ، فَشَرِبَ، فَسَكِرَ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ عَادَ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ، أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ رَدَغَةِ الْخَبَالِ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا رَدَغَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: «عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ

আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "যে ব্যক্তি মদপান করে মাতাল হয়ে যাবে, তার চল্লিশ দিনের সালাত কবুল করা হবে না। সে যদি এ অবস্থায় মারা যায় তাহলে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (মদপান করার পর) যদি সে তওবা করে তাহলে আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন। অতঃপর সে যদি পুনরায় মদপান করে মাতাল হয়ে যায় তাহলে তার চল্লিশ দিনের সালাত কবুল করা হবে না, অতঃপর সে যদি এমতাবস্থায় মারা যায় তাহলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (দ্বিতীয়বার মদ পান করার পর) যদি যে তওবা করে তাহলে আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন, অতঃপর সে যদি আবারও মদ পান করে মাতাল হয়ে যায় তাহলে তার চল্লিশ দিনের সালাত কবুল করা হবে না, অতঃপর সে যদি এমতাবস্থায় মারা যায় তাহলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

(তৃতীয় বার মদ পান করার পর) যদি সে পুনরায় তওবা করে তাহলে আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন। অতঃপর সে যদি (চতুর্থবার) মদ পান করে তাহলে কিয়ামতের দিন আল্লাহর উপর অপরিহার্য হয়ে যায় তাকে 'রাদগাতুল খাবাল' পান করানো। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! 'রাদগাতুল খাবাল' কী? রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন : (আগুনের তাপে) জাহান্নামিদের শরীর হতে গলে পড়া (দুর্গন্ধযুক্ত) রস।"[২৬]

৭. মদের প্রতি ঘৃণাবোধ সৃষ্টি

মন্দ বা ঘৃণিত জিনিসের প্রতি কারো কোন আগ্রহ বা কৌতূহল থাকে না। আখিরাতে বিশ্বাস মানুষের মনে মদের প্রতি ঘৃণাবোধ সৃষ্টি করে। এই ঘৃণাবোধ মানুষকে মদ থেকে দূরে রাখে।

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلاً قَدِمَ مِنْ جَيْشَانَ - وَجَيْشَانُ مِنَ الْيَمَنِ - فَسَأَلَ النَّبِىَّ -ﷺ- عَنْ شَرَابٍ يَشْرَبُونَهُ بِأَرْضِهِمْ مِنَ الذُّرَةِ يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ فَقَالَ النَّبِىُّ -ﷺ- « أَوَمُسْكِرٌ هُوَ ». قَالَ نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- « كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ إِنَّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ قَالَ « عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ أَوْ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ

জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। 'জাইশান থেকে জনৈক লোক আসলো। জাইশান ইয়ামানের একটি অঞ্চল। অতঃপর সে নবী (স.)-কে তাদের অঞ্চলে তারা শস্য দিয়ে প্রস্তুত 'মিয্‌র' নামক যে মদ পান করে সে সম্পর্কে

---

২৫. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আল-আশরিবাহ,অনুচ্ছেদ : বায়ানু আন্না কুল্লা মুছকিরিন খামরুন ওয়া আন্না কুল্লা খামরিন হারামুন, (বৈরুত : দারুল জাবাল), খ. ৬, পৃ. ১০০, হাদিস নং-৫৩৩৬

২৬. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াযিদ ইব্‌ন মাজাহ আল-কাযভীনী, *সুনানু ইবনি মাজাহ*, অধ্যায় : আশরিবাহ, অনুচ্ছেদ : মান শরিবাল খামরা লাম তুকবাল লাহু সালাতান, (মিসর : দারু ইহইয়ায়িল কিতাব আল-আরবিয়্যাহ), খ. ২ ,পৃ.১১২০ , হাদিস নং-৩৩৭৭

প্রশ্ন করলো। নবী (স.) বললেন : "এটা কি নেশা তৈরি করে? সে বললো, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন : নেশা উদ্রেক করে এমন সবই নিষিদ্ধ। মহান আল্লাহর ওয়াদা হচ্ছে : "যে ব্যক্তি নেশাযুক্ত জিনিস পান করবে তাকে তিনি 'তীনাতুল খাবাল' পান করাবেন। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (স.)! 'তীনাতুল খাবাল' কি জিনিস? রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন : "জাহান্নামবাসীদের ঘাম অথবা জাহান্নামবাসীদের শরীর থেকে নির্গত (দুর্গন্ধযুক্ত) রস।"[২৭]

৮. মদের প্রতি কৌতূহল দূরীকরণ

মনের স্বাভাবিক কৌতূহলের কারণে অনেকেই মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। কারণ মানব জীবনে কৈশোর বা যৌবনের প্রারম্ভ এমন একটা বয়স যখন সে রঙিন স্বপ্নে বিভোর থাকে। এ সময় সে কোন নিয়ম-শৃঙ্খলা মানতে চায় না। অজানাকে জানা, অচেনাকে চেনা এবং নতুন কিছুর প্রতি তার কৌতূহল থাকে প্রচুর। এ সময় বেশি মানুষ কুপথে পা বাড়ায়। শুধুমাত্র কৌতূহলের বশবর্তী হয়েও অনেক তরুণ-তরুণী মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। সে ভাবে, দেখি জিনিসটা কেমন, কী তার স্বাদ! এভাবে স্বাদ নিতে গিয়ে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। মাদকের প্রতি কৌতূহল দূরীকরণে আখিরাতে বিশ্বাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ইসলামে মদ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে যারা মদপান করবে, তাদের জন্য জাহান্নামের কঠোর শাস্তির ঘোষণা রয়েছে। এই কঠিন শাস্তির ঘোষণা মানুষের মন থেকে মাদকের প্রতি কৌতূহল দূরীভূত করে মাদকাসক্ত হওয়া থেকে রক্ষা করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا

"(হে নবী!) আপনি বলুন, সত্য (দ্বীন) তোমাদের পালন কর্তার পক্ষ থেকে আগত। সুতরাং যার ইচ্ছা বিশ্বাস করুক কিংবা যার ইচ্ছা অমান্য করুক। নিশ্চয়ই আমি জালিমদের জন্য আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি, যার বেষ্টনী তাদেরকে ঘিরে রাখবে। তারা (পিপাসায়) পানি চাইলে গলিত তামার (পুঁজের) মত পানি দেয়া হবে, যা মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে। কতই না নিকৃষ্ট সে পানীয়! কতই না খারাপ সে আবাস!"[২৮]

৯. মাদকাসক্ত সঙ্গদোষ প্রতিরোধ

বন্ধুদের পল্লায় পড়ে বা তাদের পীড়াপীড়িতে অনেকেই মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। বিশেষ করে মাদকাসক্ত ও দুশ্চরিত্র বন্ধু-বান্ধবদের সাথে অবাধ মেলামেশার ফলে অনেকেই মাদকাসক্ত হয়। যুবক-যুবতীদেরকে মাদকাসক্ত করার ক্ষেত্রে বন্ধু-বান্ধব অনেকটাই দায়ী। মাদকাসক্ত সঙ্গদোষ প্রতিরোধে আখিরাতে বিশ্বাসের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَشْرَبِ الْخَمْرَ، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَجْلِسْ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَخْلُوَنَّ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا مَحْرَمٌ»

ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলছেন : "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে সে যেন মদ পান না করে এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস রাখে সে ব্যক্তি সেই দস্তরখানে (টেবিল) না বসে যেখানে মদপান করা হয়।"[২৯]

উক্ত হাদিসে মদ পান না করার কথা এবং যারা মদ পান করে তাদের সংস্রব বর্জন করা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসের অংশ ঘোষণা করা হয়েছে। সুতরাং মাদকাসক্ত সঙ্গদোষ প্রতিরোধে আখিরাতে বিশ্বাসের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

---

২৭. হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আল-আশরিবাহ,অনুচ্ছেদ : বায়ানু আন্না কুল্লা মুছকিরিন খামরুন ওয়া আন্না কুল্লা খামরিন হারামুন, (বৈরুত : দারুল জাবাল), খ. ৬, পৃ. ১০০, হাদিস নং-৫৩৩৫

২৮. আল-কুরআন, *সূরা আল-কাহ্‌ফ* ১৮ : ২৯

২৯. সুলায়মান বিন আহমাদ বিন আইয়্যুব আবুল কাসেম আত তিবরানী, *আল-মু'জামুল কবীর*, অধ্যায় : আহাদীসু আব্দুল্লাহ ইবনি আব্বাস, (আল-মাওছিল : মাকতাবুল উলুম ওয়াল হিকাম, ১৪০৪হি./১৯৮৩ইং), খ. ১১, পৃ. ১৯১, হাদিস নং-১১৪৬২

১০. স্বামী স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি

পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সমঝোতার অভাব, ঝগড়া-বিবাদ, স্ত্রীর ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ, ধৈর্যহীনতা ইত্যাদি স্বামীকে ক্রমশ পারিবারিক বন্ধন থেকে দূরে সরিয়ে দেয় এবং স্বামীকে মাদকাসক্ত করে তোলে। পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বনিবনার অভাব তাদের সন্তানদের ওপর মারাত্মক মানসিক চাপ সৃষ্টি করে। এ ধরনের পরিবেশ সন্তানকে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। পিতা-মাতার সঠিক দিক-নির্দেশনার অভাব এবং পরিবারের অস্থির পরিবেশ সন্তানদের মাদকাসক্তির দিকে ঠেলে দেয়। বিশেষত কৈশোর ও যৌবনের প্রারম্ভকালে মাতা-পিতার মধ্যে বনিবনার অভাব সন্তানদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড বা মাদকাসক্তির দিকে বেশি ধাবিত করে। আখিরাতে বিশ্বাস স্বামী-স্ত্রীর মাঝে পারস্পরিক সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি করে। যা পরিবারের সদস্যদের মাদক থেকে দূরে রাখে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

"মু'মিন নর ও মু'মিন নারী একে অপরের বন্ধু, তারা সৎকাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজে নিষেধ করে, সালাত কায়েম করে, জাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এদের প্রতিই আল্লাহ রহমত বর্ষণ করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আল্লাহ্ (এ ধরনের) মু'মিন নর ও মু'মিন নারীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জান্নাতের-যার নিচ দিয়ে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে এবং স্থায়ী জান্নাতে উত্তম বাসস্থানে। আল্লাহর সন্তুষ্টিই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং এটাই মহাসাফল্য।"[৩০]

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন : "যে ব্যক্তি নিজ স্ত্রীর দুর্ব্যবহারে ধৈর্য ধারণ করবে, সে আইয়ুব (আ.) এর ন্যায় পুরস্কৃত হবে। যে স্ত্রী স্বামীর দুর্ব্যবহারে ধৈর্য ধারণ করবে, সে ফিরাউনের স্ত্রী আসিয়া বিনতে মুযাহিমের ন্যায় পুরস্কৃত হবে।"[৩১]

১১. সন্তানের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সচেতনতা সৃষ্টি

সন্তান যত বড় হতে থাকে ততই পিতা-মাতার দায়িত্ব বাড়তে থাকে। সন্তান বড় হতে থাকলে তার মধ্যে নানা বিষয়ে সচেতনতাবোধ গড়ে তোলার দায়িত্বও পিতা-মাতার। বিশেষ করে বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেমেয়েরা সঙ্গদোষে বিপথগামী হয়ে যেতে পারে। আর এই সঙ্গদোষের কারণেই শুরু হয় মাদকের প্রতি আসক্তি। সিগারেট থেকে থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের ড্রাগের নীল থাবার শিকার হয় ছেলেমেয়েরা এ সময় থেকেই। এ সময় সন্তানকে ভাল থাকতে সাহায্য করার জন্য পিতা-মাতাকে সর্বদাই তাদের পাশে থাকা দরকার। সন্তানের খুবই প্রয়োজন পিতা-মাতার সাহচর্য। এ সময় সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য অত্যধিক। আখিরাতে বিশ্বাস সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সচেতনতা সৃষ্টি করে।

ক. আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

"হে ইমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারবর্গকে (জাহান্নামের) সেই আগুন থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। সেখানে নিয়োজিত আছে পাষাণ হৃদয় ও কঠোর স্বভাবের ফেরেশতাগণ। তারা আল্লাহ যা আদেশ করেন তা অমান্য করে না এবং যা করতে আদেশ করেন, তা-ই করে।"[৩২]

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ

৩০. আল-কুরআন, *সূরা আত-তাওবাহ্*- ৯ : ৭১-৭২

৩১. শামসুদ্দীন আযযাহাবী, *কবীরা গুনাহ*, (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ১২৮

৩২. আল-কুরআন, *সূরা আত-তাহরীম* ৬৬ : ৬

খ. রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন : "পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্বশীল। আর সে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। তেমনিভাবে স্ত্রী স্বামীর গৃহের এবং তার সন্তানের দায়িত্বশীল । আর এ ব্যাপারে সে জিজ্ঞাসিত হবে।"[৩৩]

১২. মাদক ব্যবসা ও চোরাচালান প্রতিরোধ

ক. কঠোর শাস্তির ভয় প্রদর্শন

মাদক ব্যবসা অত্যন্ত লাভজনক। তাই কিছু দুষ্ট প্রকৃতির মানুষ বিনিয়োগের ঝুঁকি সত্ত্বেও মাদক ব্যবসা সরাসরি অথবা তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে এই ব্যবসা পরিচালনা করে। বিশেষ করে মাদকদ্রব্য আন্তর্জাতিক চোরাচালানের মাধ্যমে বিপুল অর্থ উপার্জনের সুযোগ থাকায় আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীরা ঝুঁকি নিয়ে মাদক একদেশ থেকে অন্য দেশে পাচার করছে। মাদকদ্রব্য সকলের নিকট সহজলভ্য করে তুলেছে। এজন্যে বিপুল সংখ্যক মানুষ মাদকের করাল গ্রাসে নিপতিত হচ্ছে। মাদকদ্রব্য সহজলভ্য না হলে হয়ত অনেক মানুষ মাদক থেকে দূরে থাকত। আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে মাদক ব্যবসা ও মাদক চোরাচালান থেকে দূরে রাখতে সহায়তা করে। যদিও মাদক ব্যবসা অত্যন্ত লাভজনক। একজন আখিরাতে বিশ্বাসী কখনো মাদক ব্যবসা ও মাদক চোরাচালানের সাথে জড়িত হতে পারে না। কারণ এতে পাপ কাজে সহায়তা করা হয়। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"সৎকর্ম ও আল্লাহ ভীতিতে একে অন্যকে সাহায্য কর। পাপ ও সীমালংঘনের ব্যাপারে একে অন্যকে সাহায্য করো না। আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তিদানে অত্যন্ত কঠোর।"[৩৪]

খ. মদের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতি রাসূলুল্লাহ (স.)-এর অসন্তোষ প্রকাশ

আখিরাতে মুক্তির জন্য রাসূলুল্লাহ (স.)-এর শাফায়াত প্রয়োজন হবে। অথচ মদের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতি রাসূলুল্লাহ (স.) অসন্তোষ প্রকাশ করে অভিশাপ দিয়েছেন।

عن ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لُعِنَتِ الْخَمْرُ عَلَى عَشَرَةِ أَوْجُهٍ: بِعَيْنِهَا، وَعَاصِرِهَا، وَمُعْتَصِرِهَا، وَبَائِعِهَا، وَمُبْتَاعِهَا، وَحَامِلِهَا، وَالْمَحْمُولَةِ إِلَيْهِ، وَآكِلِ ثَمَنِهَا، وَشَارِبِهَا، وَسَاقِيهَا "

ইব্ন উমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "মদের ওপর দশভাবে অভিশাপ দেয়া হয়েছে। মদ নিজেই (অভিশপ্ত), মদ উৎপাদনকারী, যে মদ উৎপাদন করায়, তার বিক্রেতা, তার ক্রেতা, তার বহনকারী, তা যার জন্য বহন করা হয়, এর মূল্য ভোগকারী, তা পানকারী ও পরিবেশনকারী।"[৩৫]

গ. জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে হবে

وقال جابر ﷺ حرم النبي صلى الله عليه و سلم بيع الخمر

জাবির (রা.) বলেন : "নবী (স.) মদ বিক্রি করা হারাম করেছেন।"

عن عائشة ﷺ : لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها خرج النبي ﷺ فقال (حرمت التجارة في الخمر)

আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : "যখন সূরা আল-বাকারার শেষ আয়াতগুলো নাযিল হলো, তখন নবী (স.) বের হয়ে বললেন, মদের ব্যবসা হারাম করা হয়েছে।"[৩৬]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –ﷺ– قَالَ « إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَثَمَنَهَا وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَثَمَنَهَا وَحَرَّمَ الْخِنْزِيرَ وَثَمَنَهُ ».

৩৩. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আল-ইমারাহ, অনুচ্ছেদঃ ফাদীলাতিল্ ইমামিল আদিল, বৈরুতঃ দারুল জাবাল), খ. ৬ ,পৃ. ৭ , হাদিস নং-৪৮২৮

৩৪. আল-কুরআন, *সূরা আল-মায়িদা* ৫ : ৩

৩৫. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযিদ ইব্ন মাজাহ আল-কাযভীনী, *সুনানু ইবনি মাজাহ*, অধ্যায় : আশরিবাহ, অনুচ্ছেদ : লুয়িনাতিল খামরু আলা আশরাতি আওজুহিন, (হালব : দারু ইহইয়ায়িল কিতাব আল-আরাবিয়্যাহ), খ. ২,পৃ. ১১২১, হাদিস নং-৩৩৮০

৩৬. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আল-বু'য়ূ ,অনুচ্ছেদ : তাহরীমুত তিজারাতি ফীল খামরি, (বৈরুত : দারু ইবনি কাছীর, ১৯৮৭ইং/১৪০৭হি.), খ.3 , পৃ. 82, হাদিস নং-২২২৬

আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "নিশ্চয়ই আল্লাহ মদকে ও মদের মূল্যকে হারাম করেছেন, মৃত জন্তু ও এর মূল্য হারাম করেছেন।"[৩৭]

সুতরাং উক্ত হাদিসগুলো দ্বারা প্রমাণিত হলো মাদক ব্যবসা ও চোরাচালানের মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ-সম্পদ সম্পূর্ণ হারাম। হারাম উপার্জনের জন্য জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে হবে।

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ، إِنَّهُ لاَ يَرْبُو لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ إِلاَّ كَانَتِ النَّارُ أَوْلَى بِهِ.

কাব ইব্ন উজরা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) আমাকে বললেন : "হে কাব ইব্ন উজরা! হারাম (অবৈধ পন্থায় উপার্জিত সম্পদ) দ্বারা সৃষ্ট ও পরিপুষ্ট গোশত (দেহ)-এর জন্য জাহান্নামের আগুনই উপযুক্ত।"[৩৮]

সুপারিশমালা

মাদক ও মাদকাসক্তি প্রতিরোধ করতে হলে নিম্নলিখিত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে। যথা–

১. আল্লাহর ভয় ও আখিরাতের বিশ্বাসকে মানুষের মনে বদ্ধমূল করা

আল্লাহর ভয় ও আখিরাতের বিশ্বাসকে মানুষের মনে বদ্ধমূল করতে পারলে মাদক নির্মূলে সহায়ক হতে পারে।

২. মাদক পানের আখিরাতের শাস্তি বিষয়ক কুরআনের আয়াত ও হাদিস

মাদক পানের আখিরাতের শাস্তি বিষয়ক কুরআনের আয়াত ও হাদিস বেশি বেশি প্রচার করতে হবে।

৩. মাদকের বিরূপ প্রভাব ও ক্ষতিসমূহ

মাদকের বিরূপ প্রভাব ও ক্ষতিসমূহ বেশি বেশি প্রচার করতে হবে।

৪. ইসলামি শিক্ষা

ইসলামি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে।

৫. ইসলাম ধর্মীয় অনুশাসন

ইসলাম ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার বাস্তব প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

৬. দাম্পত্য কলহ পরিহার

স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য কলহ পরিহার করতে হবে।

৭. পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় করা

স্বামীর সাথে স্ত্রীর এবং পিতা-মাতার সাথে সন্তানের পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় করতে হবে। পারিবারিক এই বন্ধনকে স্নেহ-ভালবাসায় সিক্ত করতে হবে। এজন্য তাদের সময় দিতে হবে।

৮. অতিরিক্ত টাকা না দেয়া

ছেলে-মেয়েদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা দেয়া যাবে না।

৯. বিজাতীয়, বস্তুবাদী ও ভোগবাদী অপসংস্কৃতি পরিহার

বিজাতীয়, বস্তুবাদী ও ভোগবাদী অপসংস্কৃতি পরিহার করতে হবে।

১০. মাদক উৎপাদন ও আমদানি

মাদক উৎপাদন ও আমদানি বন্ধ করতে হবে।

১১. মাদকের সংশ্লিষ্টতা

মাদকের সংশ্লিষ্টতার জন্য কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

---

৩৭. আবূ দাউদ সুলাইমান ইব্ন আশ'আছ আস-সিজিস্তানী, *সুনানু আবী দাউদ*, অধ্যায় : আল-ইজারাহ, অনুচ্ছেদ : ফী ছামানিল খামরি ওয়াল মাইতাতি, (বৈরুত : দারুল কিতাব আল-আরাবি), খ. ৩,পৃ. ২৭৯, হাদিস নং-৩৪৮৫

৩৮. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত তিরমিযী*, অধ্যায় : আস-সাফার, অনুচ্ছেদ : মা জুকিরা ফী ফাদলিস সালাহ, (বৈরুত : দারুল গুরুব আল-ইসলামী, ১৯৯৮খ্রি.), খ. ১,পৃ. ৭৫৩, হাদিস নং-৬১৪

উপসংহার

মাদক একটি মারাত্মক সামাজিক সমস্যা। মাদক অসংখ্য অপরাধের জন্মদাতা। মাদকের কারণেই সমাজে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস ও খুন-খারাবিসহ অসংখ্য অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে। মাদক কেড়ে নিচ্ছে মানুষের মেধা, বিবেক-বুদ্ধি, মানুষত্ব, শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা। মাদকের কারণেই ধ্বংস হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসা, সন্তানের প্রতি স্নেহ-মায়া-মমতা, বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি ও পারিবারিক বন্ধন। মাদক বাধাগ্রস্ত করছে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন। মাদকের কারণেই বিঘ্নিত হচ্ছে মানুষের শান্তি ও নিরাপত্তা। দেশের প্রচলিত আইন ও সামাজিক মূল্যবোধ মাদক প্রতিরোধে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হচ্ছে। ইসলামে মদ পান, মদের উপার্জন এবং মদের সংশ্লিষ্টতা হারাম ঘোষণা করেছে। ইসলামে মদ পানের শাস্তির বিধান রয়েছে। আখিরাতেও মদ পানকারীকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। আখিরাতে মদ পানের শাস্তি না জানার কারণে অথবা আখিরাতের শাস্তির কথা ভুলে যাওয়ার কারণেই সমাজ মদে সয়লাব। আখিরাতের বিশ্বাসকে মানুষের মনে বদ্ধমূল করতে পারলে মাদক নির্মূলে সহায়ক হতে পারে।

দশম পরিচ্ছেদ

ধূমপান প্রতিরোধ

'ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর'–এ কথা জেনেও বিশ্বে লক্ষ লক্ষ মানুষ ধূমপান করছে। তারা শুধু নিজেদেরই ক্ষতি করছে না, আশেপাশের লোকদেরও ক্ষতি করছে। ধূমপান করে মানুষ নিজের সুন্দর স্বাস্থ্য নষ্ট করে দিচ্ছে। পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ মানুষ ধূমপানজনিত বিভিন্ন জটিল-কঠিন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। মানুষ ধূমপান করে প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা পুড়ে ছাই করে দিচ্ছে। তাই ধূমপান সমগ্র বিশ্বের একটি অন্যতম সামাজিক সমস্যা। এজন্য গোটা বিশ্ব জুড়ে ধূমপানের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলছে। বাংলাদেশেও ধূমপানের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ধূমপানের ক্ষতিকর দিকগুলো জাতির সামনে তুলে ধরছে। ধূমপান বিরোধী বিভিন্ন সংগঠন গড়ে ওঠেছে। তারা ধূমপানের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। সরকারও ধূমপান বন্ধ করার জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। দেশে এ ব্যাপারে নিত্য নতুন আইনও পাস হয়েছে জাতীয় পার্লামেন্টে। কিন্তু এত কিছুর পরেও পরিস্থিতির তেমন কোন পরিবর্তন হচ্ছে না। ধূমপানের হার দিন দিন বেড়েই চলেছে। এমনকি চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা পর্যন্ত ধূমপানে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছেন। এর একমাত্র কারণ আখিরাতে বিশ্বাসের দুর্বলতা অথবা আখিরাতে বিশ্বাস না থাকা। কোন আখিরাতে বিশ্বাসী ভীষণ ক্ষতিকর ধূমপান করতে পারে না। তাই ধূমপান বন্ধ করতে হলে আখিরাতে ধূমপানের ক্ষতিকর দিকগুলো মানুষের সামনে তুলে ধরতে হবে। তাহলেই ধূমপান বিরোধী আন্দোলন সফল হবে। নিম্নে ধূমপানের সূচনা, ধূমপানের ক্ষতিসমূহ এবং ধূমপান প্রতিরোধে আখিরাতে বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

ধূমপানের সূচনা

ক্রিসটোফার কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কারের পর দেখতে পান যে, সেখানকার অধিবাসীরা আজকালকার মত ধূমপানে অভ্যস্ত। আমেরিকান ইন্ডিয়ানরা বিশ্বাস করতো ধূমপানে ওষুধের মত উপকারিতা আছে এবং এই ধারণা বসেই ইউরোপে ধূমপানের সূচনা হয়। রেড ইন্ডিয়ানদের কাছে ধূমপান ছিল একটি শাণিত নল (peace pipe)। উত্তর ও এবং দক্ষিণ আমেরিকার আদিম অধিবাসীরা তামাকের চাষ করতো। ইউরোপে ধূমপানের অভ্যাস ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে এটা সারা বিশ্বে বিস্তৃতি লাভ করে। প্রথমে ধূমপান শুরু হয় ফ্রান্সে ১৫৫৬ সালে, পর্তুগালে ১৫৫৮ সালে, স্পেনে ১৫৫৯ সালে এবং ইংল্যান্ডে ১৫৬৫ সালে। পর্তুগীজ এবং স্পেনীয় নাবিকেরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তামাক নিয়ে যায় এবং ধূমপানের অভ্যাস বিস্তারে সাহায্য করে।[১]

ধূমপানের ক্ষতিসমূহ

ধূমপানের ক্ষতিসমূহ পাঁচ প্রকার। যথা–

ক. শারীরিক ক্ষতিসমূহ

খ. পরোক্ষ ধূমপানের ক্ষতিসমূহ

গ. আত্মিক ক্ষতিসমূহ

ঘ. আর্থিক ক্ষতিসমূহ

ঙ. সামাজিক ক্ষতিসমূহ

ক. শারীরিক ক্ষতিসমূহ

শারীরিক ক্ষতিসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো।

১. সিগারেটের কারণে ফুসফুসে ক্যান্সার হয়।

২. হার্ট এটাক ও স্ট্রোক ঘটায়।

৩. ধমণিতে (করনারি আর্টারি) ব্লকেজ তৈরি করে। তখন এনজিওপ্লাস্টি করে আর্টারিতে রিং পরাতে হয়, এই রিং ১০ বছরের মতন থাকে। এরপর অবস্থার উন্নতি না হলে বাইপাস সার্জারি (ওপেন হার্ট) করানো ছাড়া কোনো উপায় থাকে না।

---

১. শাহ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ধূমপান ও মাদকের অপকারিতা*, (ঢাকা : সীরাত লাইব্রেরী, ১৯৯৩ ইং), পৃ. ৫৮

৪. দিনে ২০টা সিগারেট খাওয়া স্মোকার প্রতি বছর প্রায় ১ কাপ পরিমাণ টার (আলকাতরা) ধোঁয়ার সাথে ভেতরে নেয়। এই টার ফুসফুসে ঝুল সৃষ্টি করে আবৃত করে রাখে।
৫. কার্বন মনোক্সাইড আমাদের পেশি, টিস্যু ও ব্রেনের অক্সিজেনকে নিঃশেষ করে দেয়। ফলে হার্টকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হয় এসব টিস্যুকে অক্সিজেনেটেড রাখতে। ফলে একসময় দেহের বায়ু প্রবেশপথ ফুলে ওঠে ও শেষে দেখা যায় ফুফুসে কম বাতাস প্রবেশ করে।
৬. সিগারেট ফুসফুসে 'এমফাইসেমা' সৃষ্টি করে। 'এমফাইসেমা' হলে ধীরে ধীওে ফুসফুস পচে যায়। 'এমফাইসেমা' রোগীর যখন তখন ব্রংকাইটিস হয়ে থাকে। যেকোনো সময় হার্ট কিংবা ফুসফুসের স্পন্দন বন্ধ করে দিতে পারে।
৭. গর্ভাবস্থায় স্মোকিং করলে ঘনঘন গর্ভপাত, জন্মের আগেই বাচ্চার মৃত্যু হতে পারে, আর বাচ্চার যদি জন্ম হয়ও দেখা যায় সেই বাচ্চা কম ওজন নিয়ে বা অপরিণত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে।
৮. এছাড়া সিগারেট মুখে বাজে গন্ধ সৃষ্টি করে। দাঁতের ও মাড়ির ক্ষয় ঘটায়।
৯. সিগারেটের কারণে স্কিনে অক্সিজেন কম আসে, ফলে অল্প বয়সে বৃদ্ধদের মত রুক্ষ ত্বকের সৃষ্টি হয়। এমনকি কম অক্সিজেনের কারণে অঙ্গে পচন দেখা দিলে শেষ পর্যন্ত তা কেটে ফেলা ছাড়া উপায় থাকে না।
১০. হাড়ের ক্ষয় ঘটায়। মেয়েদের ক্ষেত্রে এটি আরো মারাত্মক। কেননা মেয়েরা এমনিতেই অস্টিওপরেসিসে ভোগে বেশি, তার উপর ধূমপায়ী মেয়েরা ১০-১৫% বেশি এ রোগে আক্রান্ত হবার ঝুঁকিতে পড়ে।
১১. পাকস্থলীর ক্যান্সার বা আলসার, কিডনি, অগ্ন্যাশয়, ব্লাডারের ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ায়। সুতরাং দেখা যায়, স্মোকিং হলো নিজেই নিজেকে ধীরে ধীরে অপমৃত্যুর দিকে এগিয়ে নেবার অপর নাম। তাই সচেতন হয়ে এখনি আমাদের সিগারেট ছেড়ে দিতে উদ্যোগী হতে হবে। আবার ঝোঁকের বশে হাজার বার, হঠাৎ করে নয়, ধীরে ধীরে নিজের কল্যাণেই সিগারেট ছেড়ে বিশুদ্ধ খাবারের দিকে আমাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে আনতে পারলেই সুস্থ জাতি হিসেবে আমাদের আগামীর যাত্রায় নেতৃত্ব দেয়ার যোগ্যতা হবে।[২]
ধূমপানের ফলে নিম্নোক্ত মারাত্মক ও যন্ত্রণাদায়ক রোগসমূহ হয়ে থাকে :
১. ক্যান্সার ২. যক্ষ্মা ৩. গ্যাস্ট্রিক ৪. আলসার ৫. ফুসফুসের প্রদাহ ৬. হাই ব্লাড প্রেসার ৭.হৃদ্‌রোগ ৮. কাশি-হাঁপানি ৯. কোষ্ঠ-কাঠিন্য ইত্যাদি।[৩]
এছাড়া তামাকের নিকোটিন এবং কার্বন মনোঅক্সাইড মানুষের যৌনক্ষমতাও নষ্ট করে দেয়। ধূমপায়ী যে শুধু নিজেরই ক্ষতি করছে তাই নয়, সে তার সন্তান এবং যারা তার সাথে চলাফেরা করে তাদেরও ক্ষতি করছে।[৪]

বিশ্বে ধূমপানে মৃত্যু সংখ্যা

বিশ্বে প্রতি ১০ সেকেন্ডে একজন মারা যায়। প্রতি বছর ধূমপানজনিত রোগে ২৫ লক্ষ মানুষ মৃত্যুবরণ করে, এই হিসেবে প্রতি ১০ সেকেন্ডে একজন মারা যায়।[৫]

খ. পরোক্ষ ধূমপানের ক্ষতিসমূহ

পরোক্ষ ধূমপান কী?

সহজ কথায় ধূমপানরত ব্যক্তির বিড়ি-সিগারেটের ধোঁয়া দ্বিতীয় ব্যক্তি গ্রহণ করলে সেটাকে পরোক্ষ ধূমপান বলা হয়। এটা দুভাবে আসতে পারে, ধূমপানরত ব্যক্তির জ্বলন্ত বিড়ি কিংবা সিগারেটের পাশ থেকে নির্গত ধোঁয়া কিংবা ধূমপায়ী ধোঁয়া গ্রহণের পর নিঃশ্বাসের সঙ্গে পরিত্যক্ত ধোঁয়া। বিড়ি-সিগারেটের জ্বলন্ত অংশের পাশ থেকে নির্গত ধোঁয়া দিয়ে কোনো একটি কক্ষের মোট ধোঁয়ার ৮৫ শতাংশ ভরে থাকে।

---

২. http://preachingauthenticislaminbangla.blogspot.com/2013/11/blog-post_2708.html
৩. মোহাম্মদ লুৎফর রহমান সরকার সম্পাদিত, স্বাস্থ্যশিক্ষা ও ইসলাম, প্রবন্ধ এম. আবদুর রব, ধূমপান আত্মহত্যার শামিল, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১৩ইং), পৃ. ৩১
৪. মোহাম্মদ লুৎফর রহমান সরকার সম্পাদিত, স্বাস্থ্যশিক্ষা ও ইসলাম, প্রবন্ধ : এম. আবদুর রব, ধূমপান আত্মহত্যার শামিল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১
৫. শাহ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ধূমপান ও মাদকের অপকারিতা*, (ঢাকা : সিরাত লাইব্রেরী, ১৯৯৩ ইং), পৃ. ৭৯

তামাকের ধোঁয়ায় কী থাকে?

তামাকের ধোঁয়ায় চার হাজারের বেশি উপাদান থাকে। এগুলোর মধ্যে যেসব কণা রয়েছে তা হলো আলকাতরা, নিকোটিন, বেনজিন ও বেনজোপাইরিন। আর গ্যাসীয় উপাদানগুলো রয়েছে কার্বন মনোক্সাইড, অ্যামোনিয়া, ডাই-মিথাইল নাইট্রোস অ্যামাইন, ফরমালডিহাইড, হাইড্রোজেন সায়ানাইড ও অ্যাক্রোলিন। এক হিসাবে দেখা যায়, তামাকের ধোঁয়ায় অন্তত ৬০ রকমের উপাদান রয়েছে, যেগুলো ক্যান্সার সৃষ্টি করতে পারে। আর শ্বাসনালির জন্য উত্তেজক যে কত উপাদান রয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিবেশ সুরক্ষা সংস্থা (Environment protection agency) তামাকের ধোঁয়াকে অ্যাসবেস্টস এবং আর্সেনিকের মতোই প্রথম শ্রেণির ক্যান্সার সৃষ্টিকারী উপাদান হিসেবে গণ্য করে।[৬]

সিগারেটের ধোঁয়ায় যা থাকে

ক্যান্সার উৎপাদক কারসিনোজেন সমূহ	মূল প্রবাহ (Main stream) পরিমাণ (১)	পার্শ্ববর্তী প্রবাহ (side stream) পরিমাণ (২)	অনুপাত ২:১
বেনজোপাইরিন	২০-৪০	৬৮-১৩৬	৩.৪ গুণ
ডাইমিথাইল নাইট্রোসামিন	৫.৭-৪৩	৬৮০-৮২৩	১৯-৯,,
ডাই-ইথাইল নাইট্রোসামিন	০.৪-৫.৯	৯.৪-৩০	৫-২৫ ,,
এন নাইট্রেসোনার নিকোটিন	১০০-৫৫০	৫০০-২৭৫০	৫,,
৪- এন মিথাইল এন-নাইট্রেসামিন -১(৩-পাইবিডিল)১বুটাইন	৮০=২২০	৮০-২২০০	১০,,
নাইট্রেসোপাইরোলিডিন	৫.১	২০৪-৩৮৭	৯-৭৬ ,,
কুইনোলিন	১৭০০	১৮০০	১১,,
মিথাইল কুইনোলিন	৭০০	৮০০০	১১ ,,
হাইডোজিন	৩২	৯৬	৩ ,,
২-নাপতালমিন	১.৭	৬৭	৩৯ ,,
৪-এমাইনোবাই ফিনাইল	৪.৬	১৪০	৩০ ,,
০.টুলোডিন	১৬০	৩০০০	১৯ ,,

উপরোক্ত বৈজ্ঞানিক তথ্য থেকে এটা পরিষ্কার যে, সিগারেট খেলে ধূমপায়ীর যা ক্ষতি হবে, তার বহুগুণ বেশি ক্ষতি হবে, তার সঙ্গদানকারী অধূমপায়ী বন্ধুটির।[৭]

পরোক্ষ ধূমপায়ীর কী ক্ষতি হয়?

অন্যের ধোঁয়া পান করলে চোখ জ্বালাপোড়া, মাথাব্যথা, গলাব্যথা, বমি বমি ভাব ইত্যাদি হয়। ৩০ মিনিট পরোক্ষ ধূমপান করলে হৃদপিণ্ডের মধ্য দিয়ে রক্ত চলাচল বন্ধ করার জন্য তা যথেষ্ট। হাঁপানি রোগীর হাঁপানির প্রকোপ বাড়ানোর জন্য পরোক্ষ ধূমপান বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

দীর্ঘমেয়াদে কী হয়?

বাড়িতে পরোক্ষ ধূমপানের ফলে হৃদরোগ এবং ফুসফুসের ক্যান্সারের প্রকোপ ২৫ শতাংশ বেড়ে যায়। আর কর্মস্থল এবং পথেঘাটে পরোক্ষ ধূমপানের ফলে হৃদরোগের হার বেড়ে যায় ৫০-৬০ শতাংশ। অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য প্রতিবেদনে দেখা যায়, অধূমপায়ীদের ফুসফুসের ক্যান্সার এবং হৃদরোগের কারণ পরোক্ষ ধূমপান।

পরোক্ষ ধূমপানের ব্যাপকতা কী?

প্রকৃতপক্ষে এর ব্যাপকতা অনেক বিস্তৃত। এক হিসাবে দেখা যায়, ব্রিটেনের অর্ধেক শিশুই বাড়িতে পরোক্ষ ধূমপানের শিকার।

---

৬. http://*preachingauthenticislaminbangla.blogspot.com*/2013/11/blog-post_2708.html

৭. শাহ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ধূমপান ও মাদকের অপকারিতা*, (ঢাকা : সিরাত লাইব্রেরী, ১৯৯৩ ইং), পৃ. ৮৬

ধূমপায়ী মা-বাবার শিশুদের মধ্যে শ্বাসনালির রোগ-ব্যাধির প্রকোপ তুলনামূলকভাবে বেশি। উন্মুক্ত স্থানে ধূমপান নিষিদ্ধ করে বাংলাদেশ একটি ভালো দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এখন আমাদের পরোক্ষ ধূমপানের বিরুদ্ধে সচেতন হতে হবে।

ঘরের ভেতর ধূমপান করলে তা ধূমপায়ীর জন্য তো বটেই, সঙ্গে সঙ্গে তা তার পরিবারের অন্যদের, বিশেষত শিশুদের জন্যও ক্ষতিকর।[৮]

ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক। এতে ক্যান্সার হতে পারে। সিনেমা হল থেকে শুরু করে, বাস, ট্রাক, মেট্রো এমনকি সিগারেটের প্যাকেটেও লেখা থাকে একথা। তবুও সে সব লেখাকে পাত্তা না দিয়ে একের পর এক সুখটান দিয়ে চলেছেন । তবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পেশ করা নতুন রিপোর্ট দেখে চোখ কপালে ওঠতে পারে ধূমপায়ীদের! তা কী রিপোর্ট পেশ করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা !

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নতুন রিপোর্ট অনুযায়ী, গোটা বিশ্বের প্রায় কোটি কোটি অর্থ খরচ হয় সিগারেট কিনতে। আর এই হিসাব যদি এই রকমই চলতে থাকে, তাহলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গবেষণা মতে ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হতে পারে। এরকম তথ্য উঠে এসেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যান্সার ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকেও।

তবে শুধু তথ্য পেশ করেই ব্যাপারটিতে ইতি টানেনি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। সঙ্গে জানিয়েছে কীভাবে এই অবস্থা থেকে বিশ্বকে বাঁচানো যেতে পারে । WHO-জানিয়েছে, সিগারেট বিক্রির ক্ষেত্রে শুল্ক বাড়িয়ে, সচেতনতা বাড়িয়ে এটা রোধ করা যেতে পারে। এই ব্যাপারে দেশের রাজনীতিকদের কঠোর পদক্ষেপও নিতে অনুরোধ করছে WHO ।[৯]

গ. ধূমপানের আত্মিক ক্ষতি

ধূমপানের আত্মিক ক্ষতিসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো।

১.সময় নষ্ট

ধূমপায়ীকে দিনে বহুবার ধূমপান করতে হয়। এতে প্রচুর সময় নষ্ট হয়।

২.ইবাদতে বিঘ্ন ঘটায়

ধূমপায়ীর মুখের দুর্গন্ধ সম্মিলিত ইবাদত যেমন নামাজে অন্যদের বিঘ্ন সৃষ্টি হয়।

৩.আত্মা কলুষিত

ধূমপান মানুষের আত্মাকে কলুষিত করে।

৪.দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা

ধূমপায়ী বিভিন্ন জটিল-কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়। তাই দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা ধূমপায়ীর নিত্য সঙ্গী হয়।

৫.মানসিক অশান্তিতে ভোগা

ধূমপান মানুষের মনের শান্তি কেড়ে নেয়। এজন্য ধূমপায়ী সবসময় মানসিক অশান্তিতে ভোগে।

৬. ধৈর্য কমে যাওয়া

ধূমপানের কারণে মানুষের ধৈর্য কমে যায়।

৭. ক্লান্তি অনুভব

ধূমপানের বিষক্রিয়ায় ধূমপায়ী সবসময় ক্লান্তি অনুভব করে।

৮. নেশা বাড়তে থাকা

ধূমপায়ী যত ধূমপান করে ধূমপানের নেশা তত বাড়তে থাকে।

৯. ধূমপানের জন্য অস্থির হওয়া

ধূমপায়ী ধূমপান করার কিছু সময় পর আবার ধূমপান করার জন্য অস্থির হয়ে পড়ে।

---

৮. ডা. এ আর এম সাইফুদ্দীন একরাম, http://preachingauthenticislaminbangla.blogspot.com/2013/11/blog-post_2708.html

৯ . Akash Misra, *News18 Bangla*, Updated : Jan 10, 2017 08:54 PM IST http://bengali.news18.com/news/news/smoking-to-kill-8-million-cost-1-trillion-a-year-who-121391.html

১০. নিষ্ঠুর প্রকৃতির হওয়া

ধূমপায়ীর মন থেকে দয়া-মায়া কমে যায়। তাই তারা নিষ্ঠুর প্রকৃতির হয়।

১২. চিন্তা শক্তি কমে যাওয়া

ধূমপান মানুষের স্মৃতি শক্তি নষ্ট করে দেয়। ফলে তাদের চিন্তা শক্তি কমে যায়।

ঘ. ধূমপানের আর্থিক ক্ষতিসমূহ

ধূমপানের আর্থিক ক্ষতিসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো।

১.প্রচুর অর্থ নষ্ট হওয়া

ধূমপান মানুষের স্বাস্থ্যের জন্যে অত্যন্ত ক্ষতিকর। এই ক্ষতিকর কাজে ধূমপায়ীর ধূমপানে প্রচুর অর্থ নষ্ট হয়।

২. পারিবারে অর্থ সংকট

ধূমপায়ীর ধূমপানে প্রচুর অর্থ খরচ হওয়ায় পারিবারে অর্থ সংকট দেখা দেয়।

৩. চিকিৎসা বাবদ প্রচুর অর্থ খরচ

ধূমপান মানুষের স্বাস্থ্যের জন্যে অত্যন্ত ক্ষতিকর। ধূমপায়ী বিভিন্ন জটিল-কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়। তার চিকিৎসা বাবদ প্রচুর অর্থ খরচ হয়।

৪. ঋণগ্রস্ত হওয়া

ধূমপায়ীর ধূমপানে প্রচুর অর্থ খরচ হওয়ায় অথবা ধূমপানের কারণে জটিল-কঠিন রোগে আক্রান্ত হওয়ার কারণে তার চিকিৎসা বাবদ প্রচুর অর্থ খরচ হওয়ায় সে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে ।

৫. স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি হাতছাড়া হওয়া

ধূমপায়ী ধূমপানের কারণে অর্থ-সংকটে পড়ে স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি হাতছাড়া করতে বাধ্য হয়।

৬. অনৈতিক অপরাধে জড়িয়ে পড়া

ধূমপায়ীরা ধূমপানের অর্থ জোগাড় করতে গিয়ে অনেক সময় অনৈতিক অপরাধে জড়িয়ে পড়ে।

ঙ. ধূমপানের সামাজিক ক্ষতিসমূহ

ধূমপানের সামাজিক ক্ষতিসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো।

১.মানুষের সাথে অসদাচরণ করা

ধূমপায়ীরা নিষ্ঠুর প্রকৃতির হয়। তাই তারা সবসময় মানুষের সাথে অসদাচরণ করে।

২.ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হওয়া

ধূমপায়ীদের ধৈর্য-সহ্য শক্তি কম থাকায় তারা অহেতুক মানুষের সাথে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয়।

৩. পরিবেশ দূষিত হওয়া

ধূমপায়ীদের ধূমপানের সময় ধোঁয়ার সাথে অনেক বিষাক্ত দ্রব্য নির্গত হয়। এতে পরিবেশ দূষিত হয়।

৪. সম্মিলিত ইবাদতকারীদের কষ্ট হওয়া

ধূমপায়ীর মুখের উৎকট গন্ধে সম্মিলিত ইবাদতকারীদের খুব কষ্ট হয়।

৫. আগুন লাগা

ধূমপানের সময় ধূমপায়ীর অসতর্কতার কারণে অনেকসময় তার কাপড়ে আগুন লেগে সে অগ্নিদগ্ধ হয় অথবা সিগারেটের ফেলে দেয়া উচ্ছিষ্টাংশ থেকে আগুন লেগে বড় ধরনের অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়।

ধূমপান প্রতিরোধে আখিরাতে বিশ্বাস

আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে ধূমপান থেকে দূরে রাখতে এবং ধূমপান প্রতিরোধেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিম্নে তা আলোচনা করা হলো।

১. ধূমপান আত্মহত্যার নামান্তর

তামাকের মধ্যে লুকিয়ে আছে জীবন-নাশক মারাত্মক ধরনের বিষাক্ত কেমিক্যালস–যা ব্যবহারকারীকে যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুর দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। একজন ধূমপায়ীকে ধুঁকে ধুঁকে এর চরম মূল্য পরিশোধ করতে

হয়।[১০] আত্মহত্যার যেসব পদ্ধতি রয়েছে (যেমন বিষ খাওয়া, গলায় ফাঁস লাগানো, ওপর থেকে লাফ দিয়ে পড়া, ছুরি দিয়ে শরীরে আঘাত করে রক্ত ক্ষরণ ঘটানো ইত্যাদি) সেসব পদ্ধতির মাধ্যমে মানুষ তাৎক্ষণিক বা কিছু সময়ের মধ্যে মৃত্যুবরণ করে। ধূমপায়ী ধূমপানের মাধ্যমে ধীরে ধীরে নিজের জীবনী শক্তি নষ্ট করেছে এবং ইচ্ছা করেই জটিল-কঠিন রোগ তার শরীরে বাসা বাধার সুযোগ সে নিজেই দিচ্ছে। সে ক্রমান্বয়ে মৃত্যুর দিকে ধাবিত হচ্ছে। যা আত্মহত্যার নামান্তর। তাই তাকে আখিরাতে আত্মহত্যার শাস্তি ভোগ করতে হবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলে দিয়েছেন : وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ
"তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিও না।"[১১]

আখিরাতে আত্মহত্যার শাস্তি

ক. আত্মহত্যাকারীকে জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ করা হবে

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

"আর তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি দয়ালু। আর যে ব্যক্তি সীমা লঙ্ঘন করে অন্যায়ভাবে এ কাজ (আত্মহত্যা) করবে, অচিরেই তাকে আমি আগুনে জ্বালাবো। আল্লাহর জন্য এটা খুবই সহজ।"[১২]

খ. আত্মহত্যা যে প্রক্রিয়ায় জাহান্নামে সে প্রক্রিয়ায় শাস্তি

عن ثابت بن الضحاك: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال (من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم ولعن المؤمن كقتله ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله)

সাবিত বিন যাহ্হাক (রা.) হতে বর্ণিত। নবী (স.) বলেছেন : "যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্মের মিথ্যা কসম করে, সে ঐ দলেরই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি কোন জিনিস দিয়ে আত্মহত্যা করবে, কিয়ামতের দিন সেই জিনিস দিয়ে তাকে শাস্তি দেয়া হবে। কোন মু'মিন ব্যক্তিকে অভিশাপ দেয়া তাকে হত্যা করার সমান। আর কোন মু'মিনকে অহেতুক কাফের ঘোষণা করা, তাকে হত্যার পর্যায়ভুক্ত।"[১৩]

গ. জাহান্নামে অস্ত্র দিয়ে..বিষপান করে..পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়ার শাস্তি

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- « مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِى يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِى بَطْنِهِ فِى نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ شَرِبَ سَمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَحَسَّاهُ فِى نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِى نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا ».

আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "যে ব্যক্তি লোহার কোন অস্ত্র দিয়ে আত্মহত্যা করবে, সে জাহান্নামের আগুনে বসে অনন্তকাল ধরে সেই অস্ত্র দিয়েই নিজের পেটে কোপাতে থাকবে। আর যে ব্যক্তি বিষপানে আত্মহত্যা করবে, জাহান্নামের মধ্যে বসেও সে অনন্তকাল ধরে বিষ পান করতে থাকবে। আর যে ব্যক্তি পাহাড়ের ওপর থেকে লাফিয়ে আত্মহত্যা করবে, জাহান্নামেও সে অনবরত উচ্চ স্থান থেকে লাফিয়ে পড়তে থাকবে। এভাবে অনন্তকাল ধরে সে নিজকে কষ্ট দিতে থাকবে।"[১৪]

---

১০. মোহাম্মদ লুৎফর রহমান সরকার সম্পাদিত, স্বাস্থ্যশিক্ষা ও ইসলাম, প্রবন্ধ এম. আবদুর রব, ধূমপান আত্মহত্যার শামিল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

১১ . আল-কুরআন, *সূরা আল বাকারা* ২ : ১৯৫

১২ . আল-কুরআন,*সূরা নিসা* ৪ : ২৯-৩০

১৩. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আল-আদব,অনুচ্ছেদ : মান কাফ্ফারা আখাহু বিগাইরি তা'বীলিন ফাহুয়া কামা ক্বালা, (বৈরুত : দারু ইবনি কাছীর, ১৯৮৭ইং/১৪০৭হি.), খ. ৫, পৃ. ২২৬৪, হাদিস নং-৫৭৫৪

১৪. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আল-ঈমান,অনুচ্ছেদ : গিলাজু তাহরীমি ক্বাতলিল ইনসানি নাফছাহূ ....., (বৈরুত : দারুল জাবাল), খ. ১, পৃ. ৭২ , হাদিস নং-৩১৩

২. অর্থ-সম্পদ খরচের ব্যাপারে আখিরাতে জবাবদিহিতা

ধূমপান নিজের জন্য ক্ষতিকর এবং আশেপাশের লোকদের জন্যও ক্ষতিকর। তাই ধূমপানে অর্থ ব্যয় করা পাপ কাজে অর্থ ব্যয় করার মধ্যে গণ্য। পাপ কাজে অর্থ ব্যয় করলে আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে।

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَزُولُ قَدَمُ ابْنِ آدَمَ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ، عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلاَهُ، وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ.

ইব্‌ন মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন : "কিয়ামতের দিন আদম সন্তানকে পাঁচটি প্রশ্ন না করা পর্যন্ত তার প্রতিপালকের নিকট থেকে এক পা অগ্রসর হতে দেয়া হবে না। তার জীবন সম্পর্কে, সে কিভাবে অতিবাহিত করেছে? যৌবন সম্পর্কে, সে তা কিভাবে কাটিয়েছে ? তার সম্পদ সম্পর্কে, সে কিভাবে তা উপার্জন করেছে, আর কোথায় তা খরচ করেছে? যা সে শিক্ষা করেছে, তার ওপর সে কী আমল করেছে।"[১৫]

৩. ধূমপায়ী আল্লাহর ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত

আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা লাভের উপায়। কিন্তু ধূমপায়ী আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হবে। কারণ ধূমপান একটি অপচয়। আর অপচয়কারীকে আল্লাহ তা'আলা ভালোবাসেন না। আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

"তোমরা খাও, পান কর; কিন্তু অপচয় কর না; তিনি (আল্লাহ) অপচয়কারীদের ভালোবাসেন না।"[১৬]

৪. ধূমপান আল্লাহর নিকট অপছন্দনীয় কাজ

ধূমপানে অর্থ-সম্পদ খরচ করা, অর্থ-সম্পদ নষ্ট করার নামান্তর। অর্থ-সম্পদ নষ্ট করা আল্লাহর নিকট অত্যন্ত অপছন্দনীয়।

كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة: أن اكتب إلي بشيء سمعته من النبي ﷺ، فكتب إليه: سمعت النبي ﷺ يقول: " إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال "

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের তিনটি কাজ অপছন্দ করেন। ক. অনর্থক কথাবার্তা, খ. সম্পদ নষ্ট করা, এবং গ. অত্যধিক প্রশ্ন করা।"[১৭]

৫. ধূমপায়ীরা অকৃতজ্ঞ

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে অর্থ-সম্পদ দান করেছেন তাঁর সন্তুষ্টির কাজে ব্যয় করার জন্য। কিন্তু ধূমপায়ীরা ধূমপান করে তাদের অর্থ অপব্যয় করে। অপব্যয়কারী শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার প্রতিপালকের অসংখ্য নেয়ামত পেয়েও অকৃতজ্ঞ। ঠিক তেমনি ধূমপায়ীরাও অকৃতজ্ঞ। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

"নিশ্চয়ই অপব্যয়কারী শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার প্রতি পালকের প্রতি খুবই অকৃতজ্ঞ।"[১৮]

অকৃতজ্ঞ বান্দাদের শাস্তির ভয় প্রদর্শন

আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের মধ্যে যারা আল্লাহ তা'আলার নেয়ামত পেয়েও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না এবং অকৃতজ্ঞ হবে তাদের তিনি আখিরাতে কঠিন আজাবের ভয় প্রদর্শন করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

---

১৫ . আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত তিরমিযী*, অধ্যায় : সিফাতুল কিয়ামাহ ওয়ার রাকাইক ওয়াল ওরা, অনুচ্ছেদ : ফিল কিয়ামাহ, (বৈরুত : দারুল গুরুব আল-ইসলামী, ১৯৯৮), খ. ৪,পৃ. ১৯০, হাদিস নং-২৪১৬

১৬ . আল-কুরআন, *সূরা আ'রাফ* ৭ : ৩১

১৭ . আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আয-যাকাহ, অনুচ্ছেদ : কাওলিল্লাহ তা'আলা : লা ইয়াছআলূনান নাছা ইলহাফা, (দারু তাওকিন নাজাহ, ১৪২২ হি.), খ. ২, পৃ. ১২৪, হাদিস নং-১৪৭৭

১৮ . আল-কুরআন, *সূরা বানি ইসরাঈল* ১৭ : ২৭

"স্মরণ করুন, যখন আপনার প্রতিপালক ঘোষণা করলেন, যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, তাহলে তোমাদেরকে আমি অবশ্যই আরো বৃদ্ধি করে দিবো। আর যদি অকৃতজ্ঞ হও, তাহলে অবশ্যই আমার শাস্তি হবে অত্যন্ত কঠোর।"[১৯]

৬. সালাত ও অন্যান্য ইবাদত

আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে সালাত ও অন্যান্য ইবাদতের দিকে ধাবিত করে। অন্যথায় তাকে জাহান্নামে যেতে হবে। সালাত সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ

"তারা জান্নাতে থাকবে। তথায় তারা অপরাধী লোকদের নিকট জিজ্ঞেস করবে, কোন অপরাধ তোমাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে গেছে? তারা বলবে, আমরা সালাত আদায়কারী ছিলাম না।"[২০]

এই সালাত মানুষকে অশ্লীল ও মন্দ কর্ম থেকে দূরে রাখে। আল্লাহ তা' আলা বলেন :

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

"নিশ্চয়ই সালাত মানুষকে অশ্লীল ও মন্দ কর্ম থেকে দূরে রাখে। আল্লাহর স্মরণই সর্বশ্রেষ্ঠ। তোমরা যা কর অল্লাহ তা জানেন।"[২১]
ধূমপান যেহেতু একটি মন্দ কর্ম সেহেতু সালাত মানুষকে ধূমপান থেকেও দূরে রাখবে। যদি প্রকৃত সালাত হয়।

৭. ধূমপান প্রতিরোধে তওবা

ধূমপান প্রতিরোধে তওবার গুরুত্ব অত্যধিক। তওবা অর্থ ফিরে আসা। তওবা হলো অন্যায়-অপকর্ম থেকে আল্লাহ তা'আলার পথে ফিরে আসা। আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে মন্দ কর্ম থেকে তওবা করার তাগিদ দেয়। এই বিশ্বাস মানুষকে মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে পাপের শাস্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের কথা স্মরণ করে মানুষ তওবা করে। তওবা দ্বারা যে অনুশোচনা ও অনুতাপের উৎপত্তি হয়, মনুষ্য স্বভাবকে মন্দ দিক থেকে ভালোর দিকে ফিরিয়ে আনতে তার এক বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। কেননা, এর দ্বারা পাপীর মনে পাপের নিকৃষ্টতা প্রতিভাত হয়ে ওঠে এবং পাপীর কাছে পাপের পরিণাম-ফল আর এর অশুভ পরিণতি প্রকাশিত হয়ে পড়ে। অতএব তওবা হলো ঐ প্রকৃত পরিবর্তন ও অনুতাপ যা মানুষকে তার স্বভাব পরিবর্তন করতে উদ্বুদ্ধ করে। তার কলুষিত জীবনকে পাপমুক্ত জীবনে রূপান্তরিত করে দেয়।[২২] তাই ধূমপান মুক্ত জীবন গড়তে অথবা ধূমপানে অভ্যস্ত ব্যক্তির ধূমপান ছেড়ে দিতে তওবার গুরুত্ব অত্যধিক।

ক.তওবার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ

আল্লাহ তা'আলা বলেন : إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারীকে ভালোবাসেন।"[২৩]

عن أنس ﷺ قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاة

---

১৯. আল-কুরআন, *সূরা ইবরাহীম* ১৪ : ৭

২০. আল-কুরআন, *সূরা মুদ্দাসির* ৭৪ : ৪০-৪৩

২১. আল-কুরআন,*সূরা আনকাবূত* ২৯ : ৪৫

২২. আফীফ আবদুল ফাত্তাহ্ তাব্বারা, অনুবাদ : মাওলানা মুহাম্মদ রেজাউল করীম ইসলামাবাদী, *ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ*, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪ইং), পৃ. ৪৫

২৩. আল-কুরআন, *সূরা বাকারা* ২ : ২২২

আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "আল্লাহ তা'আলা বান্দার তওবার কারণে সেই ব্যক্তির চেয়েও বেশি খুশি হন, যে ব্যক্তি মরুভূমিতে তার উট হারিয়ে পরে তা পেয়ে যায়।"[২৪]

খ. তওবাকারীর গুনাহ মাফ

আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

"তিনি তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করেন এবং পাপ ক্ষমা করেন আর তোমরা যা কর তিনি তা জানেন।"[২৫]

ঘ. তওবাকারীর জান্নাত লাভ

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

"হে ইমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর কাছে বিশুদ্ধ তওবা করো। আশা করা যায় তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন আর তোমাদেরকে এমন জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত।"[২৬]

সুতরাং বলা যায়, একজন আখিরাতে বিশ্বাসী তওবার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার সন্তুটি লাভ, গুনাহমাফ, জাহান্নাম হারাম এবং জান্নাত লাভ করেন। তাই সে পাপ থেকে তওবা না করে থাকতে পারে না। তওবা করলে সে আর ধূমপান করতে পারে না।

৮. ধূমপানে অন্যের কষ্ট

ক. অন্যকে কষ্ট না দেয়া আখিরাতে বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُؤْذِى جَارَهُ

আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ও আখিরাতের ওপর ইমান রাখে সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়।"[২৭]

খ. অন্যকে কষ্ট দেয়া আল্লাহকে কষ্ট দেয়ার মত

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- «مَنْ آذَى مُسْلِمًا فَقَدْ آذَانِي , وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللهَ عَزَّ وَجَلَّ»

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : "যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে কষ্ট দিল, সে যেন আমাকে কষ্ট দিল। আর যে ব্যক্তি আমাকে কষ্ট দিল সে যেন আল্লাহকে কষ্ট দিল।"[২৮]

গ. অন্যকে কষ্ট দেয়ার পরিণতি জাহান্নাম

ধূমপানের দরুন পরিবেশ মারাত্মকভাবে দূষিত হয়, তার প্রচণ্ড আক্রমণে আশে-পাশের লোকেরা অসহনীয় বিশ্রী দুর্গন্ধে কষ্ট পেয়ে থাকে। শুধু তা-ই নয়, ধূমপায়ীর আশে-পাশের লোকদের স্বাস্থ্যের মারাত্মক ক্ষতি করে তাদেরকে কষ্টের মধ্যে নিপতিত করে। মানুষকে কষ্ট দেয়ার কারণে এ ধরনের ধূমপায়ীদের পরিণতি জাহান্নাম।

ক. আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ

"নিশ্চয়ই যারা মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদের কষ্ট দেয়, এরপর তওবা করে না, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আজাব এবং আরো আছে তাদের জন্য দহন যন্ত্রণা।"[২৯]

---

২৪ . আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আদ্-দু'আ, অনুচ্ছেদ : আত্-তাওবাহ, (বৈরুত : দারু ইবনি কছীর, ১৯৮৭ইং/১৪০৭হি.), খ. ৫, পৃ. ২৩২৫, হাদিস নং-৫৯৫০

২৫. আল-কুরআন, *সূরা শূরা* ৪২ : ২৫

২৬. আল-কুরআন, *সূরা তাহরীম* ৬৬ : ৮

২৭. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী,*সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আল-ঈমান, অনুচ্ছেদ : বায়ানু তাহরীমি ইজায়িল জারি, (বৈরুত : দারুল জাবাল), খ. ১, পৃ. ৪৯ , হাদিস নং-১৮৩

২৮. সুলায়মান ইব্‌ন আহমাদ আত তিবারানী, *আল-মুজামুস সগীর*, অধ্যায় : আস-সীন, অনুচ্ছেদ : মান ইসমুহু সাঈদ, (বৈরুত : আল- মাকতাবুল ইসলামি, ১৪০৫/১৯৮৫ খ্রি.), খ. ১,পৃ. ২৮৪, হাদিস নং-৪৬৮

২৯. আল-কুরআন, *সূরা বুরুজ* ৮৫ : ১০

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ « لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ

খ. আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ থাকে না, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"[৩০]

সুপারিশমালা

ধূমপান প্রতিরোধ করতে হলে নিম্নের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়িত করতে হবে।

১.আল্লাহর ভয় ও আখিরাতের বিশ্বাসকে মানুষের মনে বদ্ধমূল করা

আল্লাহর ভয় ও আখিরাতের বিশ্বাসকে মানুষের মনে বদ্ধমূল করতে পারলে ধূমপান ছাড়তে সহায়ক হতে পারে।

২. আখিরাতের জবাবদিহিতা ও শাস্তি বিষয়ক কুরআনের আয়াত ও হাদিস

ধূমপানে অর্থ নষ্ট করার ব্যাপারে আখিরাতে জবাবদিহিতা ও ধূমপানের মাধ্যমে অন্যকে কষ্ট দেওয়ায় আখিরাতের শাস্তি বিষয়ক কুরআনের আয়াত ও হাদিস বেশি বেশি প্রচার করতে হবে।

৩. ধূমপানের বিরূপ প্রভাব ও ক্ষতিসমূহ

ধূমপানের বিরূপ প্রভাব ও ক্ষতিসমূহ বেশি বেশি প্রচার করতে হবে।

৪.সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা

ধূমপান ছেড়ে দেয়ার সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে।

৫.ইসলাম ধর্মীয় অনুশাসন

ইসলাম ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার বাস্তব প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

৬.পারিবারিক সদস্যদের সহযোগিতা

ধূমপান ছাড়তে পারিবারিক সদস্যদের সহযোগিতা করতে হবে।

৭.বিজাতীয়, বস্তুবাদী ও ভোগাদী অপসংস্কৃতি পরিহার

বিজাতীয়, বস্তুবাদী ও ভোগাদী অপসংস্কৃতি পরিহার করতে হবে।

৮.সিগারেটের উৎপাদন ও আমদানি

সিগারেটের উৎপাদন ও আমদানির ওপর বেশি পরিমাণে কর আরোপ করতে হবে।

৯. তামাক চাষে নিরুৎসাহিত করা

স্থানীয়ভাবে তামাক চাষে নিরুৎসাহিত করতে তামাক চাষের উপর উচ্চহারে কর বসিয়ে দিতে হবে এবং তামাক চাষের জন্য ঋণ বন্ধ করে দিতে হবে।

১০. সিগারেট ফ্যাক্টরি স্থাপনের অনুমোদন

সিগারেট ফ্যাক্টরি স্থাপনের অনুমোদন দেয়া বন্ধ ককরতে হবে।

উপসংহার

ধূমপান একটি ক্ষতিকর অভ্যাস। জীবন, স্বাস্থ্য, সম্পদ ও পরিবেশ নষ্ট করে ধূমপান। ধূমপানের কারণে বিভিন্ন জটিল রোগ বাসা বাঁধছে মানুষের শরীরে। ধূমপানের ক্ষতি জেনেও মানুষ তা পান করছে। দিন দিন ধূমপানের হার বেড়েই চলেছে। ধূমপান বিরোধী আন্দোলন ও সরকারি সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছে। ধূমপান একদিকে অর্থের অপচয় অন্যদিকে নিজের ও অন্যের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে। এজন্য আখিরাতে আল্লাহ তা'আলার নিকট জবাবদিহি করতে হবে এবং কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। আল্লাহ তা'আলার ভয় ও আখিরাতে জবাবদিহিতার চেতনা মানুষের মনে জাগ্রত করা ছাড়া ধূমপান বন্ধ করা যাবে না। তাই ধূমপান ছেড়ে দেয়ার সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা এবং মানুষের মনে আখিরাতে বিশ্বাস বদ্ধমূল করতে পারলে ধূমপান ছেড়ে দেয়া সম্ভব হবে।

---

৩০. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আল-ঈমান, অনুচ্ছেদ : বায়ানু তাহরীমি ইজায়িল জারি, (বৈরুত : দারুল জাবাল), খ. ১, পৃ. ৪৯ , হাদিস নং-১৮১

একাদশ পরিচ্ছেদ

ভেজাল প্রতিরোধ

গুণগত ও মানসম্মত পণ্যসামগ্রী আমাদের কাম্য। স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য ও খাঁটি পণ্য সামগ্রী দিন দিন দুর্লভ হয়ে যাচ্ছে। এর করণ হলো পণ্যসামগ্রীতে ভেজাল মিশ্রণ। তাই এটি একটি অন্যতম সামাজিক সমস্যা। একশ্রেণির অতিলোভী ও মুনাফাখোর পণ্যে ভেজাল মিশ্রণের সাথে জড়িত। এই ভেজাল দ্রব্যের কারণে জনস্বাস্থ্য চরম হুমকির সম্মুখীন। এতে মানুষ জটিল-কঠিন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। নিত্য-নতুন আইন করেও এই অপরাধ বন্ধ করা যাচ্ছে না। এই অপরাধীর সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। অথচ পণ্যসামগ্রী ও খাদ্যে ভেজাল মিশানো ইসলামে একটি গুরুতর অপরাধ। মানুষের মনে আল্লাহর ভয় ও আখিরাতে কঠিন শাস্তির ভয় থাকলে পণ্যে ভেজাল মেশাতে পারত না। তাই মানুষের মনে আখিরাতে বিশ্বাস বদ্ধমূল করে পণ্যে ভেজাল মেশানো প্রতিরোধ করা সম্ভব। নিম্নে ভেজালের পরিচয়, ভেজাল পণ্যসামগ্রীর ক্ষতিসমূহ এবং ভেজাল প্রতিরোধে আখিরাতে বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

ভেজালের পরিচয়

'ভেজাল' শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো মিশ্রিত; মেকি; খাঁটি নয় এমন; উৎকৃষ্ট দ্রব্যের সাথে নিকৃষ্ট দ্রব্যের মিশ্রণ।[১]
বিশুদ্ধ দ্রব্যের সঙ্গে মেশনো অপকৃষ্টদ্রব্য, অপকৃষ্ট দ্রব্যমিশ্রিত, বিশুদ্ধ নয় এমন (ভেজাল খাবার)।[২]
কোন পণ্যে প্রতারণা, ধোঁকাবাজি, অনৈতিকতা বা অসততার আশ্রয় নেয়া অথবা পণ্যের দোষ-ত্রুটি গোপন করা বা গুণগতমান নষ্ট করা বা তরতাজা রাখার জন্য ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা অথবা নিম্নমানের পণ্য আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করাকে পণ্যে ভেজাল বলে।

ভেজাল পণ্যসামগ্রীর ক্ষতিসমূহ

ক. ভেজাল পণ্যসামগ্রীর ব্যক্তিগত ক্ষতি

১. আর্থিক ক্ষতি

স্বল্পমূল্যের জিনিস বেশিদাম দিয়ে কিনে ক্রেতা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

২. প্রতারিত হওয়া

ক্রেতার ইচ্ছা ছিল বাজারের সর্বোৎকৃষ্ট পণ্য কিনবে কিন্তু সে পণ্যে ভেজাল শনাক্ত করতে না পেরে নিম্নমানের পণ্য ক্রয় করে প্রতারিত হলো।

খ. ভেজাল পণ্যসামগ্রীর স্বাস্থ্যগত ক্ষতি

৩. তাৎক্ষণিক অসুস্থ হয়ে যাওয়া

খাদ্যে ভেজাল থাকার কারণে ভেজাল খাদ্য খেয়ে তাৎক্ষণিক অসুস্থ হয়ে পড়ে।

৪. জটিল-কঠিন রোগে আক্রান্ত হওয়া

ভেজাল খাদ্য খেয়ে তাৎক্ষণিক অসুস্থ না হলেও ধীরে ধীরে জটিল-কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে।

৫. শিশু স্বাস্থ্যের ক্ষতি

শিশুদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকায় ভেজাল খাদ্য খেয়ে শিশুরা তাৎক্ষণিক অসুস্থ হয়ে পড়ে অথবা ধীরে ধীরে জটিল-কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়।

৬. গর্ভস্থ সন্তানের ক্ষতি

মা ভেজাল খাদ্য খেলে গর্ভস্থ সন্তান বিকলাঙ্গ হওয়া বা গর্ভস্থ সন্তান প্রতিবন্ধি হওয়া বা জটিল-রোগ নিয়ে জন্ম গ্রহণ করা অথবা তাৎক্ষণিক গর্ভপাত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

---

১. ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হক (সম্পাদিত), *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০০০ইং), পৃ. ৯৩৬
২. জামিল চৌধুরী, *বাংলা একাডেমী আধুনিক বাংলা অভিধান*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১৮ইং), পৃ. ১০৫৬

৭. দুঃসহ জীবন

ভেজাল খাদ্য খেয়ে জটিল-কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে দুঃসহ জীবন কাটাতে হয়।

গ. ভেজাল পণ্যসামগ্রীর সামাজিক ক্ষতি

৮. ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হওয়া

ভেজাল পণ্য ক্রয় করে ক্রেতা যখন বুঝতে পারে তখন ক্রেতা-বিক্রেতার সাথে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

৯. একশ্রেণির মানুষের হঠাৎ বড় লোক হওয়া

ভেজাল পণ্য বিক্রি করে এক শ্রেণির মানুষ হঠাৎ বড় লোক হয়ে যায়।

১০. সমাজে অপরাধ বৃদ্ধি পাওয়া

একশ্রেণির অতিলোভী ও মুনাফাখোর পণ্যে ভেজাল মিশ্রণের সাথে জড়িত। তারা হঠাৎ বড় লোক হয়ে সামাজিক বিভিন্ন অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়ে।

ভেজাল প্রতিরোধে আখিরাতে বিশ্বাস

আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে যাবতীয় অপরাধ থেকে দূরে রাখে এবং ভেজাল প্রতিরোধেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিম্নে সেগুলো আলোচনা করা হলো।

১. সদা-সর্বদা আখিরাতের শাস্তির ভয়

আখিরাতে বিশ্বাসী ব্যক্তি সদা-সর্বদা আখিরাতের শাস্তির ভয়ে ভীত থাকে। এমন কাজ থেকে সে সবসময় দূরে থাকে যার কারণে আখিরাতে শাস্তি ভোগ করতে হবে। সুতরাং পণ্যে ভেজাল মিশিয়ে মানুষের ক্ষতি করার মত একটি গুরুতর অপরাধ আখিরাতে বিশ্বাসী মু'মিনের মাধ্যমে সংঘটিত হতে পারে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۱.

"তোমরা সেদিনটিকে ভয় করো, যেদিন তোমাদের সবাইকে আল্লাহর নিকট ফিরিয়ে নেয়া হবে, সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তিকেই (সারা জীবনের) কর্মফল পুরোপুরি দেয়া হবে। কারো ওপর (সেদিন) কোন ধরনের জুলুম করা হবে না।"[৩]

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে আখিরাতের ভয়প্রদর্শন করেছেন। একজন মু'মিন যেমন নিজের জ্ঞাত-অজ্ঞাত পাপের কারণে আখিরাতের শাস্তির ভয়ে ভীত থাকে। তাই সে পণ্যে ভেজাল মেশাতে পারে না।

২. কিয়ামতের দিন ভেজালের সাক্ষী

যারা পণ্যে ভেজাল দেয় তারা অত্যন্ত সংগোপনেই এই কাজ করে। কেউ অনুসন্ধান করে যাতে সহজে ভেজাল ধরতে না পারে। দুনিয়ার কোন মানুষ অনুসন্ধান করে ভেজাল ধরতে না পারলেও কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার আদালতে এই ভেজাল ঠিকই ধরা পড়বে। কারণ আল্লাহ তা'আলা তার আদালতে বিচার সম্পন্ন করার জন্য চার ধরনের সাক্ষীর ব্যবস্থা রেখেছেন:-

প্রথম সাক্ষী : আমলনামা : আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا

"আর আমি প্রতিটি মানুষের কৃতকর্মকে তার জন্য গলার হার বানিয়ে রেখেছি, আর কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য কিতাব (আমলনামা) বের করব যা সে খোলা পাবে। (বলা হবে) তুমি তোমার কিতাব (আমলনামা) পাঠ কর, আজ তোমার হিসাবের জন্য তুমি নিজেই যথেষ্ট।"[৪]

---

২. আল-কুরআন, *সূরা আল-বাকারা* ২ : ২৮১

৪. আল-কুরআন, *সূরা বানি ইসরাঈল* ১৭ : ১৩-১৪ ১

আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا

"আর আমলনামা সামনে রাখা হবে। তাতে যা লেখা আছে তার কারণে আপনি অপরাধীদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত দেখবেন। আর তারা বলবে, হায় আফসোস! এটা কেমন আমলনামা! যা ছোট বড় কোন কিছুই বাদ দেয়নি বরং সব কিছুর হিসাবই এতে রয়েছে। তারা সামনে উপস্থিত পাবে তারা যা করেছে। আপনার প্রতিপালক কারো প্রতি জুলুম করবেন না।"[৫]

দ্বিতীয় সাক্ষী : কিরামুন কাতিবীন

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন : كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ

"কখনো না বরং তোমরা প্রতিদান (কিয়ামতের) দিনকে মিথ্যা মনে করছ, আর নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য সংরক্ষক নিযুক্ত আছেন। (তারা হলেন) কিরামুন কাতিবীন বা সম্মানিত লেখকবৃন্দ (ফেরেশতাগণ)। তারা জানে তোমরা যা কর।"[৬]

তৃতীয় সাক্ষী : জমিন

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন : وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا

"আর মানুষ বলবে, এর (জমিনের) কি হলো? সেদিন সে তার সব খবর বর্ণনা করবে । তা এ কারণে যে, আপনার পালনকর্তা তাকে এরূপ আদেশ করবেন।"[৭] এভাবে জমিন মানুষের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে।

চতুর্থ সাক্ষী : মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ

আল্লাহ তা'আলা বলেন : الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

"আজ আমি তাদের মুখ বন্ধ করে দেব, এদের হাত আমার সাথে কথা বলবে, এদের পা কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে।"[৮] কিয়ামতের দিন এই ৪ ধরনের সাক্ষীর কারণে পণ্যে ভেজালকারীদের ভেজাল মিশ্রণের অপরাধ সকল মানুষের সামনে প্রকাশ হবেই এবং এই অপরাধের কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবেই।

৩. কিয়ামতের দিন মহাপাপী রূপে উত্থিত হওয়া

কিয়ামতের দিন পণ্যে ভেজাল মিশ্রণকারী ব্যবসায়ীরা মহাপাপী রূপে উত্থিত হবে।

عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُصَلَّى، فَرَأَى النَّاسَ يَتَبَايَعُونَ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ، فَاسْتَجَابُوا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَفَعُوا أَعْنَاقَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ إِلَيْهِ، فَقَالَ: إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا، إِلاَّ مَنْ اتَّقَى اللَّهَ، وَبَرَّ، وَصَدَقَ.هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন : "কিয়ামতের দিন ব্যবসায়ীরা মহাপাপী রূপে উত্থিত হবে। তবে সে সব ব্যবসায়ীরা নয়, যারা আল্লাহকে ভয় করবে, সৎভাবে লেনদেন করবে, সততার সাথে লেনদেন পরিচালনা করবে।"[৯]

৪. অর্থ-সম্পদ উপার্জনের ব্যাপারে পরকালীন জবাবদিহিতা

অর্থ-সম্পদের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত মোহ মানুষকে পণ্যে ভেজাল মিশ্রণের দিকে ধাবিত করে। মানুষ পণ্যে ভেজাল দিয়ে মানুষকে ঠকিয়ে অগাধ ধন-সম্পদ উপার্জন করে চরম ভোগ-বিলাসে মত্ত হতে চায়। অথচ সে ভুলে যায় কিয়ামতের দিন তার সম্পদ কিভাবে উপার্জন করা হয়েছে এবং কোথায় খরচ করা হয়েছে সেই ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে। এই জবাবদিহিতার ভয় মানুষকে পণ্যে ভেজাল মিশানো থেকে দূরে রাখতে পারে।

---

৫. আল-কুরআন, *সূরা আল-কাহাফ* ১৮ : ৪৯

৬. আল-কুরআন, *সূরা আল ইনফিতার* ৮২ : ৯-১২

৭. আল-কুরআন, *সূরা যিলযাল* ৯৯ : ৩-৫

৮. আল-কুরআন, *সূরা ইয়াসিন* ৩৬ : ৬৫

৯. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত তিরমিযী*, অধ্যায় : আল-বুয়ূ, অনুচ্ছেদ : আত-তুজ্জার ওয়া তাসমিয়াতুন নাবিয়্যি (স.) ইয়্যা হুম, (বৈরুত : দারুল গুরুব আল-ইসলামি, ১৯৯৮খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৫০৬, হাদিস নং-১২১০

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَزُولُ قَدَمُ ابْنِ آدَمَ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ، عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلاَهُ، وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ.

ক. ইব্‌ন মাসউদ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন : "কিয়ামতের দিন আদম সন্তাকে পাঁচটি প্রশ্ন না করা পর্যন্ত তার প্রতিপালকের নিকট থেকে এক পাও অগ্রসর হতে দেয়া হবে না। তার জীবন সম্পর্কে, সে কিভাবে অতিবাহিত করেছে? তার যৌবন সম্পর্কে, সে তা কিভাবে কাটিয়েছে? তার সম্পদ সম্পর্কে, সে কিভাবে তা উপার্জন করেছে? আর কোথায় তা খরচ করেছে? যা সে শিক্ষা করেছে তার ওপর সে কী আমল করেছে।"[১০]

সুতরাং আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে সম্পদ বৈধভাবে উপার্জন করার তাগিদ দেয় এবং অর্থ উপার্জনের যাবতীয় অন্যায় ও গর্হিত পন্থা যেমন : চুরি-ডাকাতি, ধোঁকাবাজি, প্রতারণা,সুদ, ঘুষ, দুর্নীতি, পণ্যে ভেজাল দেয়া ইত্যাদি থেকে দূরে রাখে। কারো মনের মধ্যে যদি আখিরাতে জবাবদিহিতার ভয় সৃষ্টি হয়, তাহলে সে দুনিয়ার জীবনে কোন পণ্যে ভেজাল মেশাতে পারে না।

৫. পণ্যে ভেজাল মিশ্রণকারী ব্যক্তি হাশরের ময়দানে সবচেয়ে নিঃস্ব ব্যক্তি

পণ্যে ভেজাল মিশ্রণকারী ব্যক্তি পণ্যে ভেজাল মিশিয়ে বান্দার হক নষ্ট করে। তাই সে হাশরের ময়দানে সবচেয়ে নিঃস্ব ব্যক্তি হয়ে জাহান্নামে যাবে। কারণ বান্দার হক বান্দা ক্ষমা না করলে আল্লাহ সাধারণত ক্ষমা করবেন না। নেকীর মাধ্যমে হকসমূহ আদায় করা হবে। তাতে বান্দার হক নষ্টকারী নিঃস্ব হয়ে যাবে এবং অন্যের গুনাহ নিয়ে জাহান্নামে যেতে হবে।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ « أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ ». قَالُوا الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ. فَقَالَ « إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِى يَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِى قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِى النَّارِ »

ক. আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (স.) সাহাবাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জান সবচেয়ে নিঃস্ব (দরিদ্র) ব্যক্তি কে? সাহাবাগণ (রা.) বললেন, যার কোন টাকা-পয়সা এবং ধন-সম্পদ নেই। আমরা তো তাকেই দরিদ্র মনে করি। প্রতি-উত্তরে রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন : "আমার উম্মতের মধ্যে (প্রকৃত) দরিদ্র সেই ব্যক্তি, যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত ইত্যাদি নিয়েই উপস্থিত হবে। অথচ সে এ অবস্থায় আসবে যে, সে কাউকে গালি দিয়েছে, কাউকে অপবাদ দিয়েছে, অমুকের সম্পদ ভোগ করেছে, কারো রক্ত প্রবাহিত করেছে, সে কাউকে মেরেছে। তখন সমস্ত পাওনাদারের দাবি মিটানো হবে ঐ ব্যক্তির নেকী দ্বারা। লোকটির নেকী শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু পাওনাদার শেষ হবে না। তখন অবশিষ্ট পাওনাদারের গুনাহ তার ওপরে চাপানো হবে। এরপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (এই ব্যক্তিটিই সবচেয়ে নিঃস্ব ব্যক্তি।)[১১]

عن أبي هريرة ﷺ قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه

আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "কেউ যদি তার ভাইয়ের উপর জুলুম করে তাহলে তার উচিত সেই দিন (কিয়ামতের দিন) আসার পূর্বেই (হক আদায় করে বা ক্ষমা প্রার্থনা করে) লেনদেন পরিষ্কার করে নেয়। যেদিন কোন দিরহাম-দিনার (টাকা-পয়সা) থাকবে না। (অন্যথায়) তার কোন নেক

---

১০. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌নু ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত তিরমিযী*, অধ্যায় : সিফাতুল কিয়ামাহ ওয়ার রাকাইক ওয়াল ওরা, অনুচ্ছেদ : ফিল কিয়ামাহ, (বৈরুত : দারুল গুরুব আল-ইসলামী, ১৯৯৮), খ.৪,পৃ. ১৯০, হাদিস নং-২৪১৬

১১. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আল-বিররু ওয়াছ ছিলাতু ওয়াল আদাবু ,অনুচ্ছেদ : তাহরীমিজ জুলম , (বৈরুত : দারুল জাবাল), খ. ৮, পৃ. ১৮, হাদিস নং-৬৭৪৪

আমল থাকলে কিয়ামতের দিন জুলুম পরিমাণ নেক আমল তার থেকে নিয়ে মজলুম ব্যক্তিকে দিয়ে দেয়া হবে। আর যদি তার কোন নেক আমল না থাকে তাহলে মজলুম ব্যক্তির সমপরিমাণ গুনাহ তার মাথায় চাপানো হবে।"[১২]

৬. কিয়ামতের দিন উচ্চ মর্যাদা লাভ

অর্থোপার্জনের অন্যতম একটি মাধ্যম ব্যবসা। ব্যবসা সততা ও বিশ্বস্ততার সাথে করতে পারলে আখিরাতে নবী, সিদ্দীক ও শহীদদের সঙ্গী হওয়া যাবে। এর চেয়ে সৌভাগ্য আর কি হতে পারে। আখিরাতে বিশ্বাসী কখনো বিশ্বাস ভঙ্গ করে পণ্যে ভেজাল মিশ্রিত করতে পারে না।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ، وَالصِّدِّيقِينَ، وَالشُّهَدَاءِ.

আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "সত্যবাদী বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী (কিয়ামতের দিন) নবী, সিদ্দীক ও শহীদদের সাথে থাকেন।" [১৩]

৭.ভজাল মেশানো জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হবে

পণ্যে ভেজাল মিশ্রিত করা এক ধরনের প্রতারণা ও ধোঁকাবাজি। আখিরাতে বিশ্বাসী কখনো প্রতারণা ও ধোঁকাবাজি করে পণ্যে ভেজাল মিশ্রিত করতে পারে না। প্রতারণা ও ধোঁকাবাজির পরিণাম হলো জাহান্নাম।

عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ خِبٌّ وَلاَ مَنَّانٌ وَلاَ بَخِيلٌ.هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

ক. আবূ বকর (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "প্রতারক-ধোঁকাবাজ জান্নাতে যেতে পারবে না। কৃপণ, উপকার করে খোঁটাদানকারীও জান্নাতে যেতে পারবে না।[১৪]

عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ فِى خُطْبَتِهِ. وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلاَثَةٌ ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُتَصَدِّقٌ مُوَفَّقٌ وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِى قُرْبَى وَمُسْلِمٍ وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ - قَالَ - وَأَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ الضَّعِيفُ الَّذِى لاَ زَبْرَ لَهُ الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعًا لاَ يَتْبَعُونَ أَهْلاً وَلاَ مَالاً وَالْخَائِنُ الَّذِى لاَ يَخْفَى لَهُ طَمَعٌ وَإِنْ دَقَّ إِلاَّ خَانَهُ وَرَجُلٌ لاَ يُصْبِحُ وَلاَ يُمْسِى إِلاَّ وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ ». وَذَكَرَ الْبُخْلَ أَوِ الْكَذِبَ « وَالشِّنْظِيرُ الْفَحَّاشُ».

খ. ইয়ায ইব্‌ন হিমার আল মুজাশি'ই (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (স.) খুতবাহ্ প্রদানকালে বললেন : "পাঁচ ধরনের মানুষ জাহান্নামি হবে। এক. এমন দুর্বল মানুষ, যাদের মধ্যে (ভাল-মন্দ) পার্থক্য করার বুদ্ধি নেই, যারা তোমাদের এমন তাবেদার যে, না তারা পরিবার-পরিজন চায়, না ধনৈশ্বর্য। দুই. এমন খিয়ানতকারী মানুষ, সাধারণ বিষয়ও যে খিয়ানত করে। যার লোভ কারো নিকটই লুকায়িত নেই। তিন. ঐ লোক, যে তোমার পরিবার-পরিজন এবং ধন-সম্পদের ব্যাপারে তোমার সাথে সকাল-সন্ধ্যা প্রতারণা করে। চার. কৃপণতা ও পাঁচ. মিথ্যা বলা এবং গালমন্দ করার কথা উল্লেখ করেছেন।"[১৫]

৮. ধনলিপ্সা দূরীকরণ

লোভ পণ্যে ভেজাল মিশাতে উৎসাহিত করে। লোভ এক ভয়ঙ্কর নেশা। ধন-সম্পদের মোহ মানুষকে পাগল করে তোলে। যে যত পায়, সে আরও তত পেতে চায়। মানুষ যখন লোভের বশবর্তী হয়ে পড়ে, তখন তার হিতাহিত

১২.আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আল-মাজালিম, অনুচ্ছেদ : মান কানাত লাহু মাজলামাতুন ইনদার রাজুলি ফাহাল্লালাহা লাহু হাল ইউবায়্যিনু মাজলামাতাহু, (বৈরুত : দারু ইবনি কাছীর, ১৯৮৭ইং/১৪০৭হি.), খ. ২, পৃ. ৮৬৫, হাদিস নং-২৩১৭

১৩. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত তিরমিযী*, অধ্যায় : আল-বুয়ূ, অনুচ্ছেদ : আততুজ্জার ওয়া তাসমিয়াতুন নাবিয়্যি (স.) ইয়্যাহুম, (বৈরুত : দারুল গুরুব আল-ইসলামি, ১৯৯৮), খ.২,পৃ. ৫০৬, হাদিস নং-১২০৯

১৪. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত তিরমিযী*, অধ্যায় : আল-বির্‌রু ওয়াস সিলাহ, অনুচ্ছেদ : মা জাআ ফিল বাখীলি, (বৈরুত : দারুল গুরুব আল-ইসলামি, ১৯৯৮), খ. ৩,পৃ. ৪০৮, হাদিস নং-১৯৬৩

১৫. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : সিফাতুল জান্নাতি ওয়া সিফাতু নায়ীমিহা ওয়া আহলিহা, অনুচ্ছেদ : আস-সিফাতু আল্লাতী য়ুয়রাফু বিহা ফিদ দুনিয়া আহলুল জান্নাতি ওয়া আহলুন নারি, (বৈরুত : দারুল জাবাল), খ. ৩, পৃ. ১৫৮, হাদিস নং-৭৩৮৬

জ্ঞান থাকে না। লোভ মানুষকে পণ্যে ভেজাল মিশ্রণের কাজে নিয়োজিত করে। আখিরাতে বিশ্বাস মানুষের মন থেকে লোভ দূরীভূত করে পণ্যে ভেজাল মেশানো থেকে দূরে রাখে। কারণ আখিরাতে বিশ্বাসী ব্যক্তির নিকট দুনিয়ার ধন-সম্পদ আখিরাতের তুলনায় অতি নগণ্য ও মূল্যহীন। তাই আখিরাতে বিশ্বাসী ব্যক্তি পণ্যে ভেজাল মেশাতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন : قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا
"হে নবী! আপনি বলে দিন, পার্থিব ভোগ্যসামগ্রী সামান্য এবং যে মুত্তাকি তার জন্য আখিরাত উত্তম।" [১৬]

আখিরাতে বিশ্বাসী নির্লোভ ব্যক্তি। তাই তার দুনিয়ায় নিরাসক্ত জীবনে ভোগের তাড়না নেই। তার জীবনেই রয়েছে প্রকৃত দুনিয়ার সুখ ও আখিরাতে জান্নাত লাভের বাসনা। পক্ষান্তরে যারা আখিরাতকে ভুলে যায় অথবা আখিরাতকে বিশ্বাস করে না সাধারণত তাদের ধন-সম্পদের প্রতি থাকে প্রচণ্ড আসক্তি। তারা পরস্পর আত্মগরিমায় লিপ্ত হয়। আর তাদের ধন-সম্পদ অর্জনের প্রতিযোগিতা চলতে থাকে মৃত্যু পর্যন্ত। ধন-সম্পদের লোভে তারা পণ্যে ভেজাল মিশিয়ে অবৈধভাবে সম্পদ অর্জনে প্রবৃত্ত হয়। আখিরাতে তাদের ভয়াবহ পরিণতি ভোগ করতে হবে।
আল্লাহ তা'আলা বলেন :

أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ عَنِ النَّعِيمِ يَوْمَئِذٍ

"প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে (আখিরাত) ভুলিয়ে রাখে। এমনকি তোমরা কবরে পৌঁছে যাও। এটা কখনোই উচিত নয়, তোমরা অচিরেই জানতে পারবে। আবারো বলছি, এটা কখনো উচিত নয়, তোমরা অচিরেই জানতে পারবে। কখনো না, যদি তোমরা নিশ্চিত রূপে অবগত হতে। তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম দেখবে, অতঃপর তোমরা অবশ্যই তা দেখবে, যা প্রত্যক্ষ বিশ্বাস। তারপর তোমরা সবাই সেদিন নিয়ামত সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে।"[১৭]

৯. আখিরাত কেন্দ্রিক জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধকরণ

এই দুনিয়ার জীবন সংক্ষিপ্ত ও ক্ষণস্থায়ী। এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের পরে রয়েছে স্থায়ী ও অনাদি-অনন্তকালের আখিরাতের জীবন। সে জীবনের তুলনায় এ পৃথিবীর জীবন নিতান্তই তুচ্ছ ও নগণ্য। পণ্যে ভেজাল মিশ্রণকারীরা পণ্যে ভেজাল মিশিয়ে অবৈধভাবে অর্জিত সম্পদ দ্বারা দুনিয়ার সুখ-শান্তি ও ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে পড়ে।

ক. আল্লাহ তা'আলা বলেন : بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى

"কিন্তু তোমরা তো দুনিয়ার জীবনকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকো অথচ আখিরাতের জীবনই হচ্ছে উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী।"[১৮]

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- « وَاللَّهِ مَا الدُّنْيَا فِى الآخِرَةِ إِلاَّ مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَذِهِ - وَأَشَارَ يَحْيَى بِالسَّبَّابَةِ - فِى الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَ يَرْجِعُ

খ. রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন : "আল্লাহর শপথ, দুনিয়া আখিরাতের তুলনায় শুধু ততটুকু, যেমন তোমাদের কেউ যদি তার এই আঙ্গুল সমুদ্রের পানিতে ডুবিয়ে বের করে আনে, অতঃপর সে দেখবে যে, সেই আঙ্গুল কতটুকু পানি নিয়ে ফিরছে।"[১৯]

---

১৬. আল-কুরআন, *সূরা আন-নিসা* ৪ : ৭৭

১৭. আল-কুরআন, *সূরা তাকাছুর* ১০২ : ১-৮

১৮. আল-কুরআন, *সূরা আল-আলা* ৮৭ : ১৬-১৭

১৯. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : ছিফাতিল জান্নাতি ওয়া ছিফাতু না'য়ীমিহা ওয়া আহ্‌লিহা, অনুচ্ছেদ : ফানায়িদ্দুনইয়া ওয়া বায়ানিল হাস্‌রি ও ইয়ামিল ক্বিয়ামাতি, (বৈরুত : দারুল জাবাল), খ. ৮, পৃ. ১৫৬, হাদিস নং-৭৩৭৬

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي أَرَى مَا لاَ تَرَوْنَ، وَأَسْمَعُ مَا لاَ تَسْمَعُونَ أَطَّتِ السَّمَاءُ، وَحُقَّ لَهَا أَنْ تَئِطَّ مَا فِيهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ إِلاَّ وَمَلَكٌ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدًا لِلَّهِ، وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الفُرُشِ وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُدَاتِ تَجْأَرُونَ إِلَى اللهِ، لَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ شَجَرَةً تُعْضَدُ.

গ. আবূ যর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন : "আমি অদৃশ্য জগতের এমন সব বিষয় দেখতে পাই যা তোমরা দেখতে পাওনা, এমন সব আওয়াজ শুনতে পাই যা তোমরা শুনতে পাওনা। আকাশ মণ্ডল চড় চড় করছে। আর চড় চড় করাই স্বাভাবিক। আমি সেই মহান আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, যার মুষ্টির মধ্যে আমার প্রাণ আকাশ মণ্ডলে এমন চার আঙ্গুল স্থানও নেই যেখানে কোন না কোন ফেরেশতা আল্লাহর উদ্দেশ্যে মাথা রেখে সেজদায় পড়ে নাই। আমি যেসব বিষয় জানি তোমরাও যদি জানতে, তবে তোমরা খুব কমই হাসাহাসি করতে পারতে, তবে খুব বেশি করে কান্নাকাটি করতে এবং সুখ-শয্যায় স্ত্রীদের সাথে মিলন-স্বাদও গ্রহণ করতে পারতে না। অধিকন্তু তোমরা আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ ও আর্তচিৎকার করতে করতে জঙ্গল বা উষর মরুভূমির দিকে বের হয়ে পড়তে।"[২০]

আখিরাত সংক্রান্ত এ সমস্ত কুরআনের আয়াত ও হাদিসগুলো মানুষকে দুনিয়ার ধন-সম্পদের তুচ্ছ ও মূল্যহীনতা অনুধাবন করতে সহায়তা করে। এই চেতনা মানুষকে আখিরাতের চিরস্থায়ী অফুরন্ত নিয়ামত লাভের বাসনা নিয়ে আখিরাত কেন্দ্রিক জীবন যাপনে অভ্যস্ত করে। যে ব্যক্তি আখিরাত কেন্দ্রিক জীবন যাপনে অভ্যস্ত, সে ব্যক্তি কখনো পণ্যে ভেজাল মেশাতে পারে না।

১০. পণ্যে ভেজাল মিশিয়ে অন্যকে কষ্ট দেয়া

ভেজাল পণ্য কিনার সময় ক্রেতা বুঝতে না পারলেও কিছুদিন পরে ঠিকই বুঝতে পারে যে, তার ক্রয়কৃত পণ্যটি ভেজাল। তখন সে মানসিক কষ্ট পায় অথবা ভেজাল খাদ্য খেয়ে অসুস্থ হয়ে শারীরিক ও মানসিক কষ্ট পায়। অন্যকে কষ্ট দেয়া আখিরাতে বিশ্বাসের পরিপন্থী এবং এর পরিণাম জাহান্নাম।

ক. অন্যকে কষ্ট না দেয়া আখিরাতে বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ -ﷺ- « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُؤْذِى جَارَهُ

আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ও আখিরাতের ওপর ইমান রাখে সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়।"[২১]

খ. অন্যকে কষ্ট দেয়ার পরিণতি জাহান্নাম

ভেজাল পণ্য বা খাদ্য স্বাস্থ্যের মারাত্মক ক্ষতি করে একজন মানুষকে কষ্টের মধ্যে নিপতিত করে। মানুষকে কষ্ট দেওয়ার কারণে এ ধরনের ভেজাল মিশ্রণকারী ব্যবসায়ীদের পরিণতি জাহান্নাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ

"নিশ্চয়ই যারা মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদের কষ্ট দেয়, এরপর তওবা করে না, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি এবং আরো আছে তাদের জন্য দহন যন্ত্রণা।"[২২]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -ﷺ- قَالَ « لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ

২০. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত তিরমিযী*, অধ্যায় : আয-যুহুদ, অনুচ্ছেদ : ফী কাওলিন নাবিয়্যি (স.) লাও তা'য়লামুনা মা আ'লামু লাদাহিকতুম ক্বালিলা, (বৈরুত : দারুল গুরুব আল-ইসলামী, ১৯৯৮ইং), খ. ৪,পৃ. ১৩৪, হাদিস নং-২৩১২

২১. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আল-ঈমান, অনুচ্ছেদ : বায়ানু তাহরীমি ইজায়িল জারি, (বৈরুত : দারুল জাবাল), খ. ১, পৃ. ৪৯ , হাদিস নং-১৮৩

২২. আল-কুরআন, *সূরা বুরুজ* ৮৫ : ১০

আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ থাকে না, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"[২৩]

১১. মানব সেবার মাধ্যমে জান্নাত লাভ

মানব সেবার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করা যায়। মানব সেবার একটি উপায় হলো ব্যবসা-বাণিজ্য। পণ্যে ভেজাল না মিশিয়ে ক্রেতাকে বিশুদ্ধ ও খাঁটি পণ্য সরবরাহ করা সর্বোত্তম সেবা। এই সেবার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করে জান্নাত লাভ করা যায়।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ قَضَى لِأَحَدٍ مِنْ أُمَّتِي حَاجَةً يُرِيدُ أَنْ يَسُرَّهُ بِهَا فَقَدْ سَرَّنِي، وَمَنْ سَرَّنِي فَقَدْ سَرَّ اللهَ، وَمَنْ سَرَّ اللهَ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ "

আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "যে ব্যক্তি আমার কোন উম্মতের প্রয়োজন মিটিয়ে দিবে, এর দ্বারা সে চাইবে তাকে খুশি করতে। সে যেন আমাকে খুশি করল। আর যে ব্যক্তি আমাকে খুশি করল সে যেন আল্লাহকে খুশি করল। যে ব্যক্তি আল্লাহকে খুশি করল আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।"[২৪]

১২. কুপ্রবৃত্তি দমনের পুরস্কার জান্নাত

মানুষ অর্থ-সম্পদের মোহে পড়ে পণ্যে ভেজাল মিশ্রিত করে। এই মোহ সৃষ্টি হয় কুপ্রবৃত্তি থেকে। এই রোগের চিকিৎসা মানুষের মনে আখিরাতে বিশ্বাস সুদৃঢ় করা। আখিরাতে বিশ্বাস মানুষের কুপ্রবৃত্তিকে দুর্বল করে দেয়। এভাবে কুপ্রবৃত্তি দমন করে আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে অর্থ-সম্পদের মোহ থেকে রক্ষা করে। তাই আখিরাতে বিশ্বাসী সহজেই পণ্যে ভেজাল মিশ্রিত করা থেকে বেঁচে থাকতে পারে। আর কুপ্রবৃত্তি দমনের পুরস্কার জান্নাত। আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى

"আর যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াতে ভয় পায় এবং কুপ্রবৃত্তির হাত থেকে নিজকে রক্ষা করে চলে, তার ঠিকানা জান্নাত।[২৫]

সুপারিশমালা

ভেজাল মুক্ত সমাজ গঠন করতে হলে নিম্নলিখিত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।

১. তাকওয়া বা আল্লাহর ভয়

ব্যবসায়ীদের সুসংগঠিত করে সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করার জন্য তাদের মনের মধ্যে তাকওয়া বা আল্লাহর ভয় জাগিয়ে তুলতে হবে। এই আল্লাহ তা'আলার ভয় তাদেরকে পণ্যসামগ্রীতে ভেজাল মেশানো থেকে রক্ষা করবে।

২. আখিরাতে বিশ্বাস মানুষের মনে বদ্ধমূল করা

মৃত্যুই শেষ নয়, মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে দুনিয়ার অপকর্মের শাস্তি ভোগ করতে হবে। এই চেতনা বা আখিরাতের এই বিশ্বাস মানুষকে পণ্যসামগ্রীতে ভেজাল মেশানো থেকে রক্ষা করতে পারে।

৩. আখিরাতের জবাবদিহিতা ও শাস্তি বিষয়ক কুরআনের আয়াত ও হাদিস

ভেজালের মাধ্যমে অন্যের অর্থ আত্মসাৎ করার ব্যাপারে আখিরাতের জবাবদিহিতা ও ভেজালের মাধ্যমে অন্যকে কষ্ট দেয়ার আখিরাতের শাস্তি বিষয়ক কুরআনের আয়াত ও হাদিস বেশি বেশি প্রচার করতে হবে।

৪. ভেজালের বিরূপ প্রভাব ও ক্ষতিসমূহ

ভেজালের বিরূপ প্রভাব, শারীরিক ও মানসিক ক্ষতিসমূহ বেশি বেশি প্রচার করতে হবে। এতে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে সচেতন হবে।

---

২৩. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আল-ঈমান, অনুচ্ছেদ : বায়ানু তাহরীমি ইজায়িল জারি, (বৈরুত: দারুল জাবাল), খ. ১, পৃ. ৪৯ , হাদিস নং-১৮১

২৪. আহমদ ইব্ন হুসাইন ইব্ন আলী আবু বকর আল-বায়হাকী, *শু'আবিল ঈমান*, অধ্যায় : আত-তাআওয়ানু আলাল বিররি ওয়াত তাক্বওয়া, (রিয়াদ : মাকতাবাতার রুশদ লিন নাশরি ওয়াত তাওযী,১৪২৩হি./২০০৩খ্রি.), খ. ১০, পৃ. ১১১, হাদিস নং-৭২৭৪

২৫ . আল-কুরআন, *সূরা নাযি'আত* ৩৭৯ : ৪০-৪১

৫. ইসলাম ধর্মীয় অনুশাসন

ব্যবসায়ীদের ইসলাম ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার বাস্তব প্রশিক্ষণ দিতে হবে। ইসলাম ধর্মীয় অনুশাসন ব্যবসায়ীদের পণ্যে ভেজাল মিশ্রণ থেকে দূরে রাখবে।

৬. বিজাতীয়, বস্তুবাদী ও ভোগাদী অপসংস্কৃতি পরিহার

বিজাতীয়, বস্তুবাদী ও ভোগাদী অপসংস্কৃতি পরিহার করতে হবে। বিজাতীয়, বস্তুবাদী ও ভোগাদী মানসিকতা মানুষকে রাতারাতি বড় লোক হওয়ার জন্য ব্যবসায়ীদের পণ্যে ভেজাল মিশ্রণে অনুপ্রাণিত করে।

৭.কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা

পণ্যসামগ্রীতে ভেজাল মেশানো রোধকল্পে সরকারকে কঠোর নীতি অবলম্বন করতে হবে। এই অপরাধে অপরাধী যে-ই হোকনা কেন তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। যাতে অন্য কেউ পণ্যসামগ্রীতে ভেজাল মেশাতে সাহস না পায়।

৮. মসজিদের ইমাম এবং আলেম-উলামা

মসজিদের ইমামদের জুমার খুতবায় এবং আলেম-উলামাদেরকে বিভিন্ন ওয়াজ মাহফিলে পণ্যসামগ্রীতে ভেজাল মেশানোর দুনিয়া ও আখিরাতের ক্ষতিসমূহ তুলে ধরতে হবে।

৯. ক্রেতা-বিক্রেতাকে সচেতন হওয়া

ক্রেতাকে ভেজালমুক্ত জিনিস কিনতে সচেষ্ট হতে হবে এবং বিক্রেতাকেও সুদৃঢ় সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, যতই লাভ হোক ভেজাল পণ্য বিক্রি করবো না।

১০. বাজার কমিটি গঠন

সৎলোকদের নিয়ে বাজার কমিটি গঠন করতে হবে। এই কমিটির লোকেরা ভেজাল ব্যবসায় জড়িতদের চিহ্নিত করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে সোপর্দ করবে।

১১. ভেজাল বিরোধী অভিযান পরিচালনা

সৎ, দক্ষ ও অভিজ্ঞ লোকদের মাধ্যমে সারা বছর ভেজাল বিরোধী অভিযান পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।

উপসংহার

অর্থ উপার্জনের সর্বোত্তম পদ্ধতি হলো হালাল ব্যবসা। কিন্তু পণ্যসামগ্রীতে ভেজাল মেশানোর কারণে ব্যবসা কলুষিত হচ্ছে। পণ্যসামগ্রীতে ভেজাল মিশিয়ে বিক্রি করা হারাম। সামান্য লোভের বশবর্তী হয়ে এই ধরনের ব্যবসায়ীরা মানুষের সীমাহীন ক্ষতি করছে। যার কারণে তারা আল্লাহ তা'আলার ক্রোধে নিপতিত হচ্ছে। তারা ছলচাতুরী করে দুনিয়ার শাস্তি থেকে রেহাই পেলেও আখিরাতের কঠিন শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে না। ব্যবসায়ীদেরকে আখিরাতের কঠিন শাস্তি থেকে মুক্তি পেতে চাইলে পণ্যসামগ্রীতে ভেজাল মিশিয়ে বিক্রি করা হতে বিরত থাকতে হবে। অতএব ব্যবসায়ীদের মনে আখিরাতে বিশ্বাস বদ্ধমূল করাতে পারলে ভেজাল মুক্ত সমাজ গঠন সম্ভব হবে। এ ক্ষেত্রে সাধারণ জনগণ, শিক্ষক, মসজিদের ইমাম, সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে হবে। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য ভেজাল মুক্ত সুন্দর সমাজ গড়ে তুলতে হলে সকলকে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে। তাহলেই ভেজাল মুক্ত সমাজ গঠন সম্ভব হবে। এ ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা জোগাবে আখিরাতে বিশ্বাস।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

মানবাধিকার

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। মানুষ জন্মগতভাবে কিছু অধিকার পেয়ে থাকে। ঠিক তেমনি অন্যের প্রতিও তার কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। এ দায়িত্ব ও কর্তব্যই অন্যের জন্য অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। জীবনকে সুন্দর ও সুখময় করার জন্য এ অধিকারগুলো প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত প্রয়োজন। এ অধিকার লঙ্ঘিত হলে জীবনে নেমে আসে অমানিশার ঘোর অন্ধকার। ইসলামই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম পূর্ণ মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করে। এর মূলে ছিল আখিরাতে বিশ্বাসের অনুপ্রেরণা। প্রতিটি ধর্মেই মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রের সংবিধানে মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকার রক্ষার কথা লিখিত আছে এবং জাতিসংঘ ও অন্যান্য বিভিন্ন সংস্থা পৃথিবীর সব দেশে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানাচ্ছে। তারপরও পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে চরমভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। কোনভাবেই মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধ করা যাচ্ছে না। আইন করে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। তাই মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন আখিরাতে বিশ্বাস। নিম্নে মানবাধিকারের পরিচয়, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও মানবাধিকার আইন, বর্তমান বিশ্বে জাতিসংঘ ও মানবাধিকার, মানবাধিকার লঙ্ঘনের কারণ, মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরূপ প্রভাব ও ক্ষতিসমূহ এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় আখিরাতে বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। নিম্নে মানবাধিকারের পরিচয়, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় নবী-রাসূলগণ, মুহাম্মদ (স.) সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানবাধিকার প্রতিষ্ঠাতা, বর্তমান বিশ্বে জাতিসংঘ ও মানবাধিকার, মানবাধিকার লঙ্ঘনের কারণ, মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরূপ প্রভাব ও ক্ষতিসমূহ এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় আখিরাতে বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

মানবাধিকারের পরিচয়

মানবাধিকার শব্দটি দ্বারা বুঝায় মানবের অধিকার বা মানুষের অধিকার। মানুষ মানুষ হিসেবে যে সকল অধিকার পাওয়া উচিত সে অধিকারগুলোই হলো মানবাধিকার। মানবাধিকার সর্বযুগে সব দেশে মানুষ হিসাবে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় অধিকার। মানবাধিকারের সংজ্ঞা নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

ক. The New Encyclopedia Britannica-তে মানবাধিকার সম্পর্কে বলা হয়-"Rights thought to belong to the individual under natural law as a consequence of his being human."[১]

অর্থাৎ মানুষ হিসেবে জন্মানোর কারণে প্রাকৃতিক আইনের অধীনে ব্যক্তি যে অধিকারগুলো প্রাপ্য তাই মানবাধিকার।

খ. প্রকৃতপক্ষে মানব পরিবারের সকল সদস্যের জন্য সহজাত, সার্বজনীন ও অহস্তান্তরযোগ্য (Inalienable) কিছু অধিকারই হচ্ছে মানবাধিকার।[২]

গ. ইসলামের দৃষ্টিতে মানবাধিকার হলো, জীবন ধারণের জন্য করণীয় ও বর্জনীয় শরিয়াহ স্বীকৃত মৌলিক অধিকারসমূহ।[৩]

এখানে বান্দার হক বা অধিকারটি শরিয়াহ স্বীকৃত হতে হবে। যেমন, কোন মুসলিম মদ বা শূকরের গোশত খেতে চাইলে তাকে সেটা বারণ করা তার অধিকারের খর্ব নয়।

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

বর্তমান বিশ্বে বলা হয়, খ্রিস্টপূর্ব ১৭৫০ সালে রাজা হাম্বুরাবি প্রণীত Babylonia Code থেকে জানা যায় যে, বিপদকালে নাগরিকগণ পরস্পর সাহায্য করার কিছু বিধান প্রণয়ন করেন। এছাড়াও তার Code of Justice

১. *The New Encyclopedia Britannica,* Founded-1968.15th edition, Printed in USA, Vol-5, P-200.

২. ড. মো. নূরুল ইসলাম, *মানবাধিকার সামাজিক ন্যায় বিচার ও সমাজকর্ম*, (ঢাকা : তাসমিয়া পাবলিকেশন্স, ২০০৮খ্রি.), পৃ. ৬

৩. মুস্তফা আহমাদ যারকা, *আল-মাদখাল আল-ফিকহীল 'আম*, (দামেশ্‌ক : দারুল কলম, ২০০৪ইং), খ. ৩, পৃ. ৯-১০

মানবাধিকার সংরক্ষণের হাতিয়ার হিসেবে বিশেষ গুরুত্ববহ। খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ অব্দে গ্রীকে দানশীলতাকে প্রাতিষ্ঠানিকরূপ দানের মাধ্যমে মানবাধিকার সমুন্নত করার চেষ্টা করা হয়।
খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ অব্দে চীনা সম্রাট "সামাজিক জীব হিসেবে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন বাধ্যতামূলক" এই ঘোষণা রাষ্ট্রীয় পর্যায় মানবাধিকার ধারণাকে শক্তিশালী করে।[৪]

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় নবী-রাসূলগণ

উপরের কথাগুলো আংশিক সত্য হলেও পুরোপুরি সত্য নয়। কারণ আল্লাহ তা'আলা মানব সৃষ্টির সূচনালগ্নে ফেরেশতাদেরকে বলেছিলেন আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করব। এই প্রতিনিধি দুটি কাজ করবে। এক. আল্লাহর হক আদায় করা। দুই. বান্দার হক আদায় করা। বান্দার হকই হলো মানবাধিকার। এই দুটি বিষয় সমস্ত নবী-রাসূলদের ওপর অবতীর্ণ আসমানী কিতাবের প্রধান আলোচ্য বিষয়। প্রথম মানব আদম (আ.) আল্লাহর নির্দেশে সর্বপ্রথম মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার শুভ সূচনা করেছিলেন। তারপর সব নবী-রাসূলগণও এ পৃথিবীতে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার করেন।
ক. আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

"আর স্মরণ করুন! আপনার প্রতিপালক যখন ফেরেশতাদেরকে বললেন : 'আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি বানাবো', তখন ফেরেশতাগণ বলল, আপনি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যে অশান্তি সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে ? অথচ আমরাই তো আপনার প্রশংসা করছি এবং পবিত্রতা ঘোষণা করছি। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই আমি যা জানি, তোমরা তা জান না।"[৫]
এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, পৃথিবীতে কিছু মানুষ মানবাধিকার লঙ্ঘন করবে। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা আদম (আ.) থেকে শুরু করে যুগে যুগে অনেক নবী-রাসূলদেরকে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। তাদের কাজ ছিল আল্লাহর বিধান মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়া এবং এই পৃথিবীতে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা।
খ. আল্লাহ তা'আলা বলেন :

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"আমি বললাম, তোমরা সবাই এখান থেকে নিচে নেমে যাও। অতঃপর যখন তোমাদের নিকট আমার পক্ষ থেকে কোন হেদায়েত আসবে, তখন যারা আমার হেদায়েত অনুসরণ করবে তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না। আর যারা তা অস্বীকার করবে এবং আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা মনে করবে, তারাই হবে জাহান্নামি, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।"[৬] উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ অমান্যকারীদেরকে জাহান্নামের শাস্তির ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে।

মুহাম্মদ (স.) সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানবাধিকার প্রতিষ্ঠাতা

নবী-রাসূলদের মধ্যে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ হলো মুহাম্মদ (স.)। তাঁর মাধ্যমেই দ্বীন ইসলাম পরিপূর্ণতা লাভ করে। তাই ইসলামের আইন হলো সর্বশ্রেষ্ঠ মানবাধিকার আইন। আর মুহাম্মদ (স.) ছিলেন বিশ্বের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানবাধিকার প্রতিষ্ঠাতা। মুহাম্মদ (স.)-এর মদীনার সনদ ও বিদায় হজের ভাষণ এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ। মুহাম্মদ (স.) ৬২২ সালে মদিনায় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। যে রাষ্ট্র ছিল মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার মডেল। যেখানে মানবাধিকার পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল।

---

৪. ড. মো. নুরুল ইসলাম, *মানবাধিকার সামাজিক ন্যায়বিচার ও সমাজ কর্ম*, (ঢাকা : তাসমিয়া পাবলিকেশন্স, ২০০৮ইং), পৃ. ৮৯
৫. আল-কুরআন, *সূরা বাকারাহ* ২ : ৩০
৬. আল-কুরআন, *সূরা বাকারা* ২ : ৩৮-৩৯

বর্তমান বিশ্বে জাতিসংঘ ও মানবাধিকার

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র ইতালি ও জার্মানি কর্তৃক সংঘটিত নৃশংস ও বর্বরতা বিশ্বকে স্তম্ভিত ও হতবাক করে দেয়। মানবাধিকার কমিশন একটি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বিল প্রণয়ন করে যা ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর সাধারণ পরিষদে অনুমোদিত হয়। এই মানবাধিকার ঘোষণায়, "সকল জাতি (মানুষ) ও সকল দেশের সকল মানুষের জন্য কতগুলো অভিন্ন অধিকার চিহ্নিত করা হয়।"[৭]

বিশ্বশান্তি ও বিশ্বমৈত্রীর জন্য রাষ্ট্রসংঘের (জাতিসংঘ) সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু রাষ্ট্রসংঘের স্রষ্টাদের এই আশা সফল হয় নাই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে কতগুলো মীমাংসার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসংঘ সাফল্য অর্জন করেছে। উদাহরণ স্বরূপ সুয়েজের ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে বৃহৎশক্তিবৃন্দ লীগ অব নেশন্সের ন্যায় রাষ্ট্রসংঘকে স্বার্থসিদ্ধির যন্ত্রে পরিণত করেছে। ১৯৫০ সালে কোরিয়ার যুদ্ধের পর লীগ ও রাষ্ট্রসংঘের সাদৃশ্য বৃদ্ধি পেয়েছে। রাষ্ট্রসংঘ বহুক্ষেত্রে বৃহৎ শক্তিবৃন্দের মুখপাত্রের ন্যায় ব্যবহৃত হয়েছে। ভেটো[৮] প্রয়োগ মারফত বৃহৎ শক্তিবৃন্দের স্বার্থ সুরক্ষিত হয়েছে।[৯] এই কারণেই বর্তমান বিশ্বে জাতিসংঘ মানবাধিকার সংরক্ষণে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। ফিলিস্তান, সিরিয়া, ইয়েমেন, মায়ানমারে মানবাধিকার চরমভাবে লংঘন করা হচ্ছে। জাতিসংঘ সেখানে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে।

মানবাধিকার লঙ্ঘনের কারণ

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মানবাধিকার চরমভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে। মানবাধিকার লঙ্ঘনের কারণগুলো নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

ক. প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসার অভাব

মানুষের প্রতি মানুষের প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসা বিলুপ্ত হওয়া এবং অন্য মানুষের দুঃখ-বেদনা ও কষ্ট অনুধাবন করতে না পারা মানবাধিকার লঙ্ঘনের অন্যতম প্রধান কারণ।

খ. স্বার্থের সংঘাত

বর্তমান বিশ্বে মানুষ নিজের বা নিজেদের স্বার্থটাকে বড় করে দেখে। অন্যের ক্ষতি করে হলেও নিজের স্বার্থ উদ্ধারে সচেষ্ট। এটা শুধু ব্যক্তি জীবনেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটা ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র এমনকি আন্তর্জাতিক পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত।

গ. আধিপত্যবাদ

আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রবণতা ব্যক্তি থেকে শুরু করে সমাজপতি, শাসকগোষ্ঠী এমনকি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডল পর্যন্ত বিদ্যমান। বৃহৎ রাষ্ট্রগুলো ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোর ওপর প্রভাব ও আধিপত্য বিস্তারে সচেষ্ট। বৃহৎ রাষ্ট্রগুলোর উদ্দেশ্য হলো আধিপত্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলো থেকে নিজস্ব স্বার্থ হাসিল করা।

ঘ. যুদ্ধ-বিগ্রহ

যুদ্ধ-বিগ্রহ কারো কাম্য হতে পারে না। তারপরও বিশ্বে যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগেই আছে। যুদ্ধ-বিগ্রহ হলো মানবাধিকার লঙ্ঘনের অন্যতম প্রধান কারণ।

ঙ. ধর্ম বিদ্বেষ

বর্তমান বিশ্বে এক ধর্মের প্রতি অন্য ধর্মের বিদ্বেষ মানবাধিকার লঙ্ঘনের অন্যতম একটি কারণ। ধর্মের বিদ্বেষের প্রধান শিকার হলো মুসলিম জাতি। ধর্মের বিদ্বেষের কারণেই ফিলিস্তিনের মুসলমানরা যুগ যুগ ধরে নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। একই কারণে কাশ্মীরের মুসলমানরা যুগ যুগ ধরে নির্যাতিত হচ্ছে। মিয়ানমারের মুসলমানরাও ধর্ম বিদ্বেষের কারণে দশ লক্ষ মুসলমান নির্যাতিত হয়ে দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছে এবং যারা মিয়ানমারে আছে তারাও নির্যাতন ভোগ করছে।

---

৭. ড. মো. নুরুল ইসলাম, *মানবাধিকার সামাজিক ন্যায়বিচার ও সমাজ কর্ম*, (ঢাকা: তাসমিয়া পাবলিকেশন্স, ২০০৮ইং), পৃ. ৯৭-৯৯

৮. ভেটোর অধিকার হলো এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রস্তাব নাকচ করার ক্ষমতা। ভেটো পাওয়ার প্রাপ্ত কোন একটি দেশ ভেটো দিলে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ব্যাপারে কোন বিষয়ে আলোচনা হবে না।

৯. অসিত কুমার সেন, *আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস*, (কলকাতা : কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ১৯৯৪ইং), পৃ. ১৬৪

চ. মানুষের মনের নিষ্ঠুরতা ও পাশবিকতা

মানুষই মানুষের ওপর নির্যাতন করে এবং প্রাপ্য অধিকার বঞ্চিত করে মানবাধিকার লঙ্ঘন করে। মানুষের মনের নিষ্ঠুরতা ও পাশবিকতাই হলো এর কারণ।

ছ. ক্ষমতার অপব্যবহার

মানুষ মানুষের উপকার করতে পারে আবার মানুষ ক্ষমতার অপব্যবহার করে মানবাধিকার লঙ্ঘনও করতে পারে। মানবাধিকার লঙ্ঘনের অন্যতম প্রধান কারণ ক্ষমতার অপব্যবহার। দুর্বলের ওপর ক্ষমতার অপব্যবহার করে মানবাধিকার লঙ্ঘন করা হয়।

জ. সেবামূলক মনোভাবের অভাব

আমাদের সকলের সেবামূলক মনোভাব থাকা উচিত। সেবামূলক মনোভাবের অভাবের কারণেই সর্বাধিক মানবাধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে।

ঝ. সচেতনতার অভাব

পৃথিবীর অনেক মানুষই তাদের অধিকার সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন নয়। সচেতনতার অভাবে এক শ্রেণির মানুষ আরেক শ্রেণির মানুষের অধিকার লঙ্ঘন করার সুযোগ পাচ্ছে।

ঞ. সুশিক্ষার অভাব

সুশিক্ষা মানুষকে মানবতা শিক্ষা দেয়। সুশিক্ষার অভাবে আজ মানুষ মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে।

ট. অসহায়ত্ব ও দুর্বলতা

অসহায় ও দুর্বল মানুষ অন্যায়ের প্রতিবাদ করার সাহস হারিয়ে ফেলে। অসহায়ত্ব ও দুর্বলতার সুযোগে আরেক শ্রেণির মানুষ তাদের অধিকার লঙ্ঘন করার সুযোগ পাচ্ছে।

ঠ. সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ভেটো পাওয়ার

সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ভেটো পাওয়ার মানবাধিকার লঙ্ঘনের অন্যতম কারণ। জাতিসংঘে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত রাশিয়া, ব্রিটেন, ফ্রান্স, চীনকে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী পঞ্চবৃহৎশক্তি হিসেবে 'ভেটো'[১০] দেয়ার অধিকার দান করা হয়েছে।[১১] ভেটো পাওয়ার প্রাপ্ত কোন একটি দেশ ভেটো দিলে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ব্যাপারে কোন বিষয়ে আলোচনা হবে না। তাই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ভেটো পাওয়ার মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রতিবন্ধক।

মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরূপ প্রভাব ও ক্ষতিসমূহ

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মানবাধিকার চরমভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে। মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরূপ প্রভাব ও ক্ষতিসমূহ নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

ক. মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া

মানবাধিকার লঙ্ঘনের কারণে মানুষ মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া মানে মানুষের জন্মগত অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া। এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করার অর্থই হলো মানুষের শ্রেষ্ঠত্বকে অপমান করা।

খ. মানুষের দুঃখ-কষ্ট বৃদ্ধি পাওয়া

মানুষ মানুষের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করার কারণে বা মানবাধিকার লঙ্ঘন করার কারণে মানুষের দুঃখ-কষ্ট বৃদ্ধি পাচ্ছে।

গ. জুলুম-নির্যাতন বৃদ্ধি পাওয়া

মানুষ মানবাধিকার লঙ্ঘন করার কারণেই মানুষের ওপর জুলুম-নির্যাতন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ঘ. দ্বন্দ্ব-সংঘাত বৃদ্ধি পাওয়া

মানবাধিকার লঙ্ঘন করার কারণেই পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দ্বন্দ্ব-সংঘাত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ঙ. উন্নতি বাধাগ্রস্ত হওয়া

---

১০. ভেটোর অধিকার হলো এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রস্তাব নাকচ করার ক্ষমতা।

১১. অসিত কুমার সেন, *আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস*, (কলকাতা : কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ১৯৯৪ইং), পৃ. ১৩৬

দেশ ও জাতির উন্নতি বাধাগ্রস্ত হওয়ার অন্যতম কারণ হলো মানবাধিকার লঙ্ঘন করা।

চ. জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট হওয়া

দেশে মানবাধিকার লঙ্ঘন করার কারণেই জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট হয়।

ছ. দুঃখ-কষ্ট নিয়ে মানুষের মৃত্যু

কোন দেশে মানবাধিকার খুব বেশি লঙ্ঘন হলে মানুষ মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে এবং নির্যাতন ভোগ করে দুঃখ-কষ্ট নিয়ে মৃত্যুবরণ করে।

জ. মানুষের মনুষ্যত্ববোধ বিলুপ্ত হওয়া

মানুষের মনের নিষ্ঠুরতা ও পাশবিকতা এতই বৃদ্ধি পেয়েছে যে, পৃথিবীর যত্রতত্র মানবাধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে; বাধা দেয়ার কেউই নেই! এর একমাত্র কারণ মানুষের মনুষ্যত্ববোধ বিলুপ্ত হওয়া।

ঝ. মানুষের হৃদয় ব্যথিত হওয়া

মানবাধিকারকর্মী ও সাধারণ অনেক মানুষ মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে; কিন্তু ক্ষমতাধর ব্যক্তি, সমাজপতি, শাসকগোষ্ঠী ও বিশ্ব মোড়লদের অসহযোগিতার কারণে বিশ্বে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হচ্ছে না। তাই মানবাধিকারকর্মী ও সাধারণ মানুষের হৃদয় ব্যথিত হচ্ছে।

ঞ. কলংকিত ইতিহাস রচিত হওয়া

প্রথম মহাযুদ্ধে ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে প্রাণহানি

প্রথম মহাযুদ্ধে (১৯১৪-১৮) ৭৩ লক্ষ ৩৮ হাজার লোককে প্রাণ দিতে হয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মোট ১ কোটি ৬ লক্ষ ৫০ হাজার মানুষ প্রাণ হারায়, এক কোটি মানুষ গৃহহারা হয়।[১২]

হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে যুক্তরাষ্ট্রের আণবিক বোমা বর্ষণে প্রাণহানি

জাপানকে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণে বাধ্য করতে মার্কিন সামরিক বাহিনী ১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট হিরোশিমা এবং ৯ আগস্ট নাগাসাকিতে আণবিক বোমা নিক্ষেপ করে। আণবিক বোমা নিক্ষেপে তাৎক্ষণিক নিহত হয় ১ লাখ ২০ হাজার লোক এবং পরে প্রাণ হারায় তার দ্বিগুণ।[১৩]এ ধরনের অসংখ্য যুদ্ধ-বিগ্রহে অসংখ্য মানুষের **প্রাণহানির** ঘটনা পৃথিবীতে মানবাধিকার লংঘনের কলংকিত ইতিহাস ।

ট. আত্মঘাতী ও গুপ্ত হামলা বৃদ্ধি

মানুষ প্রতিশোধ পরায়ণ। সে বা তার ভালবাসার মানুষগুলো নির্যাতিত বা আঘাত প্রাপ্ত হলে সে প্রতিশোধ নিতে চায়। প্রতিশোধ নেয়ার অন্য কোন উপায় না পেয়ে আত্মঘাতী ও গুপ্ত হামলার আশ্রয় নেয়। আর এ কারণেই আত্মঘাতী ও গুপ্ত হামলা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় আখিরাতে বিশ্বাস

আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে যাবতীয় মানবাধিকার লঙ্ঘন থেকে দূরে রাখে এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিম্নে তা আলোচনা করা হলো।

১. জীবনের অধিকার ও নিরাপত্তা

মানুষের জীবনের অধিকার সবচেয়ে বড় মানবাধিকার। এ অধিকার দ্বারা মানুষ অন্যান্য অধিকার ভোগ করার সুযোগ পায়। এ অধিকার প্রতিষ্ঠায় আখিরাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব অত্যধিক। আখিরাতে বিশ্বাসের কারণেই একজন আখিরাতে বিশ্বাসী প্রকাশ্যে বা গোপনে কারো এ অধিকার নষ্ট করতে পারে না।

এক. মানুষ হত্যা নিষিদ্ধ

মানুষের জীবনের মালিক হলেন আল্লাহ তা'আলা। অন্যায়ভাবে কারো জীবন সংহার করার অধিকার অন্য কারো নেই। কেউ অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করলে আখিরাতে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে ।

---

১২. *ইনসাক্লোপেডিয়া*, খণ্ড ২৩, পৃষ্ঠা-৭৭৫ এবং ৭৯৩ হতে উদ্ধৃত মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, *মহান রাষ্ট্রনায়ক হযরত রাসূলে কারীম (স.)*, (ঢাকা : গাওসিয়া পাবলিকেশন্স, ২০১৩ইং), পৃ. ২৬০-২৬১

১৩. সাহাদাত হোসেন খান, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ট্রাজেডি, (ঢাকা : আফসার ব্রাদার্স, ২০০৮ইং), পৃ. ৩০৭

ক. আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

"আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করবে, তার শাস্তি হচ্ছে জাহান্নাম, সেখানে সে স্থায়ী হবে এবং আল্লাহ তার ওপর ক্রুদ্ধ হবেন, তাকে অভিসম্পাত করবেন আর তার জন্য কঠিন শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।"[১৪]

খ. রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন :

إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار) . قيل فهذا القاتل فما بال المقتول ؟ قال (إنه أراد قتل صاحبه

"যখন দুজন মুসলমান তরবারি নিয়ে পরস্পরের ওপর আক্রমণ করে তখন হত্যাকারী ও নিহত উভয় ব্যক্তিই জাহান্নামী হয়। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো যে, হত্যাকারীর কথা তো বুঝলাম কিন্তু নিহত ব্যক্তির এ পরিণতি হবে কেন? রাসূল (স.) বললেন : কেননা সেও তার প্রতিপক্ষকে হত্যা করতে চেয়েছিল।"[১৫]

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال (من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما

গ. আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা.) নবী (স.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন : "কোন মু'আহাদকে (মুসলিম রাষ্ট্রে অবস্থানরত চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম নাগরিককে) হত্যাকারী জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না। যদিও জান্নাতের সুঘ্রাণ চল্লিশ বছর দূরত্ব থেকে পাওয়া যায়।"[১৬]

দুই. আত্মহত্যা নিষিদ্ধ

আত্মহত্যাকারী নিজেই নিজের জীবন সংহার করে। ইসলামে জীবনের মালিক আল্লাহ তা'আলা। তাই নিজেই নিজের জীবন সংহার করার অধিকার নেই। তাই আত্মহত্যা করলে আখিরাতে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

ক. আত্মহত্যাকারীকে জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ করা হবে

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

"আর তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি দয়ালু। আর যে ব্যক্তি সীমালঙ্ঘন করে অন্যায়ভাবে এ কাজ (আত্মহত্যা) করবে, অচিরেই তাকে আমি আগুনে জ্বালাবো। আল্লাহর জন্য এটা খুবই সহজ।"[১৭]

খ. আত্মহত্যা যে প্রক্রিয়ায় জাহান্নামে সে প্রক্রিয়ায় শাস্তি

عن ثابت بن الضحاك: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال (من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم ولعن المؤمن كقتله ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله)

সাবিত বিন যাহ্‌হাক (রা.) হতে বর্ণিত। নবী (স.) বলেছেন : "যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্মের মিথ্যা কসম করে, সে ঐ দলেরই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি কোন জিনিস দিয়ে আত্মহত্যা করবে, কিয়ামতের দিন সেই জিনিস দিয়ে তাকে শাস্তি দেয়া হবে। কোন মু'মিন ব্যক্তিকে অভিশাপ দেয়া তাকে হত্যা করার সমান। আর কোন মু'মিনকে অহেতুক কাফের ঘোষণা করা, তাকে হত্যার পর্যায়ভুক্ত।"[১৮]

---

১৪. আল-আল-কুরআন, *সূরা আন-নিসা* ৪ : ৯৩

১৫. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌নু ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আল-ফিতনা, অনুচ্ছেদ : ইযা ইলতাকাল মুসলিমানি বিসাইফিহিমা, (দারু তাওকিন নাজাহ, ১৪২২ হি.), খ. ৯, পৃ. ৫১, হাদিস নং-৭০৮৩

১৬. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌নু ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আল-জিযইয়া ওয়াল মু'আহাদান, অনুচ্ছেদ : ইছমু মান কাতালা মু'আহাদান বি-গাইরি জুরমিন, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১১৫৫, হাদিস নং-২৯৯৫

১৭. আল-কুরআন, *সূরা আন-নিসা* ৪ : ২৯-৩০

১৮. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌নু ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুলবুখারী*, অধ্যায় : আল-আদব, অনুচ্ছেদ : মান কাফ্‌ফারা আখাহু বিগাইরি তা'বীলিন ফাহুয়া কামা ক্বালা, (বৈরুত : দারু ইবনি কাছীর, ১৯৮৭ইং/১৪০৭হি.), খ. ৫, পৃ. ২২৬৪, হাদিস নং-৫৭৫৪

গ. জাহান্নামে অস্ত্র দিয়ে ...বিষপান করে...পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়ার শাস্তি

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- « مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِى يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِى بَطْنِهِ فِى نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ شَرِبَ سَمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَحَسَّاهُ فِى نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِى نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا ».

আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "যে ব্যক্তি লোহার কোন অস্ত্র দিয়ে আত্মহত্যা করবে, সে জাহান্নামের আগুনে বসে অনন্তকাল ধরে সেই অস্ত্র দিয়েই সে নিজের পেটে কোপাতে থাকবে। আর যে ব্যক্তি বিষপানে আত্মহত্যা করবে, জাহান্নামের মধ্যে বসেও সে অনন্তকাল ধরে বিষপান করতে থাকবে। আর যে ব্যক্তি পাহাড়ের ওপর থেকে লাফিয়ে আত্মহত্যা করবে, জাহান্নামেও সে অনবরত উচ্চ স্থান থেকে লাফিয়ে পড়তে থাকবে। এভাবে অনন্তকাল ধরে সে নিজকে কষ্ট দিতে থাকবে।"[১৯]

তিন. নবজাতক হত্যা নিষিদ্ধ

ইসলামে নবজাতক শিশু হত্যা নিষিদ্ধ। এমনকি অবাঞ্ছিত বা জারজ শিশু হত্যা করাও অপরাধ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

"আর যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে,কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছে?"[২০]

চার. গর্ভপাত নিষিদ্ধ

ইসলামে গর্ভপাত কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। পৃথিবীর সাধারণ আইনে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে প্রাণের নিরাপত্তার অধিকার কার্যকর হয়। কিন্তু আল্লাহ্‌র আইনে মাতৃ উদরে গর্ভ সঞ্চার হওয়ার পর থেকেই প্রাণের মর্যাদা স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। এমনকি রাসূলুল্লাহ (স.) আজলকে[২১] গোপন হত্যা ঘোষণা করেছেন।

عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ الْأَسَدِيَّةِ، وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلِ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُئِلَ عَنِ الْعَزْلِ، فَقَالَ: " هُوَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ "

আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি জুদামাহ বিনতি ওয়াহাব আল-আস্দিয়্যাহ যিনি ছিলেন প্রথম মুহাজির হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.)-এর নিকট শুনেছি, তাঁকে আজল সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তিনি বলেছেন : 'তা হলো গোপন হত্যা।'[২২]

গর্ভধারণের ১২০ দিনের মধ্যে গর্ভস্থ শিশু মানবাকৃতি ধারণ করে এবং তার মধ্যে প্রাণের সঞ্চার ঘটে। বিশেষ করে এ সময়ের পর থেকে গর্ভপাত ঘটানো আর মানুষ হত্যা করা সমান কথা। একজন মানুষকে হত্যা করলে যে শাস্তি এ ধরনের গর্ভপাত ঘটালে দুনিয়া ও আখিরাতে একই শাস্তি ভোগ করতে হবে। অথচ বর্তমান বিশ্বে অনেক দেশেই গর্ভপাতকে বৈধতা দেয়া হয়েছে। গর্ভপাতকে বৈধতা দানের পশ্চাতে যুক্তি এই যে, যেহেতু ধর্ষণ, অবৈধ যৌন সম্পর্ক ইত্যাদির ফলে জন্মগ্রহণকারী অনাকাঙ্ক্ষিত সন্তান, মা ও তার পরিবারের জন্য ক্ষতিকর বিবেচিত হতে পারে। সুতরাং, জন্মের পূর্বেই শিশুটিকে হত্যা করা বৈধতা থাকা উচিত। প্রকৃতপক্ষে, গর্ভপাতের বৈধতার ফলে ধর্ষণ প্রবণতা ও বিবাহ-পূর্বকালীন অবৈধ যৌনসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার নির্বিঘ্ন পথ খুলে যাবে। ইসলাম বিবাহ ব্যতীত অন্য সকল উপায়ে যৌনকর্মকে নিষিদ্ধ (হুদূদ দণ্ডে দণ্ডার্হ অপরাধ) হিসেবে ঘোষণা করে অনাকাঙ্ক্ষিত সন্তানের জন্মলাভের সম্ভাবনাকেই নাকচ করে দিয়েছে।[২৩]

---

১৯. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী,*সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আল-ঈমান, অনুচ্ছেদ : গিলাজু তাহরীমি ক্বাতলিল ইনসানি নাফছাহূ ....., (বৈরুত : দারুল জাবাল), খ. ১, পৃ. ৭২ , হাদিস নং-৩১৩

২০. আল-কুরআন, *সূরা আত-তাকবীর* ৮১ : ৮-৯

২১. আজল হলো স্ত্রীর গুপ্তাঙ্গের বাইরে বীর্যপাত করা। যাতে স্ত্রী গর্ভধারণ না করে।

২২. ইমাম আমদ ইব্‌ন হাম্বল, *মুসনাদু আহমাদ*, অধ্যায় : মুসনাদু জুদামাহ বিনতু ওয়াহাব, (মুয়সসাসাতুর রিসালাহ, ১৪২১হি./২০০১খ্রি.), খ.৪৪, পৃ. ৫৮৬, হাদিস নং-২৭০৩৬

২৩. ড. মোঃ নুরুল ইসলাম, *মানবাধিকার সামাজিক ন্যায়বিচার ও সমাজ কর্ম*, (ঢাকা : তাসমিয়া পাবলিকেশন্স, ২০০৮ইং), পৃ, ১১০

ইসলামে ধর্ষণ বা অবৈধ যৌন সম্পর্ক ইত্যাদির ফলে গর্ভবতী হলেও গর্ভপাতকে বৈধতা দেয় না। এই কারণে মহানবী (স.) গামেদ গোত্রের নারীকে ব্যভিচারের সুস্পষ্ট স্বীকারোক্তি সত্ত্বেও হত্যার নির্দেশ প্রদান করেননি। কেননা সে তার জবানবন্দিতে নিজকে গর্ভবতী ব্যক্ত করে। অতঃপর সন্তান প্রসব ও দুগ্ধ পানের সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর তাকে মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি দেয়া হয়েছিল। তাৎক্ষণিকভাবে শাস্তি কার্যকর করলে অন্যায়ভাবে সন্তানের প্রাণ নাশের আশংকা ছিল।[২৪]

২. মান-সম্মান রক্ষার অধিকার

প্রত্যেক ব্যক্তির মান-সম্মান রক্ষার আইনগত অধিকার রয়েছে। ইসলাম মানুষের মানহানিকর সবধরনের আচরণ নিষিদ্ধ করেছে। এজন্যই কাউকে অহেতুক অপমান করা, কারো গোপন দোষ-ত্রুটি খোঁজা, কাউকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও হেয় প্রতিপন্ন করা, কারো মান-সম্মান ও সুনামের ওপর আক্রমণ করা, কারো বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানো, কাউকে মিথ্যা অপবাদ দেয়া, কাউকে বিনা কারণে নিন্দা বা উপহাস বা ভর্ৎসনা করা, কারো গীবত করা, কাউকে মন্দ বা বিকৃত নামে ডাকা গুরুতর অপরাধ। এ ধরনের অপরাধের জন্য আখিরাতে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

ক. এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"হে ইমানদারগণ! কোন পুরুষ যেন অপর কোন পুরুষকে উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোন নারী অপর কোন নারীকেও যেন উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। তোমরা একে অপরকে দোষারোপ করো না এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। কেউ ইমান গ্রহণের পর তাকে মন্দ নামে ডাকা গুনাহ। যারা এ ধরনের কাজ থেকে তওবা না করে তারাই জালেম।"[২৫]

খ. আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ

"হে ইমানদারগণ! তোমরা বহুবিধ ধারণা থেকে বিরত থাক। নিশ্চয়ই কতক ধারণা গুনাহ এবং তোমরা একে অপরের গোপন বিষয় অনুসন্ধান করো না। তোমাদের একজন আরেকজনের গীবত করো না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? বস্তুত তোমরা তো একে ঘৃণাই কর। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।"[২৬]

গ. আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ

"নিশ্চয়ই যারা সতী-সাধ্বী, সরল ইমানদার নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারা দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি। যেদিন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে তাদের জিহবা, তাদের হাত ও তাদের পা, যা কিছু তারা করত। সেদিন আল্লাহ্ তাদের সমুচিত শাস্তি পুরোপুরি দেবেন এবং তারা জানতে পারবে যে, আল্লাহই সত্য, স্পষ্ট ব্যক্তকারী।"[২৭]

---

২৪. মুহাম্মদ সালাহুদ্দীন, *ইসলামে মানবাধিকার*, (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী ২০১১ইং), পৃ. ২২৫

২৫. আল-কুরআন, সূরা হুজরত ৪৯ : ১১

২৬. আল-কুরআন, *সূরা হুজরত* ৪৯ : ১২

২৭. আল-কুরআন, *সূরা আন-নূর* ২৪ : ২৩-২৫

عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " مَنْ حَمَى مُؤْمِنًا مِنْ مُنَافِقٍ، أُرَاهُ قَالَ: بَعَثَ اللَّهُ مَلَكًا يَحْمِي لَحْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ، وَمَنْ رَمَى مُسْلِمًا بِشَيْءٍ يُرِيدُ شَيْنَهُ بِهِ، حَبَسَهُ اللَّهُ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ "

ঘ. সাহল ইব্ন মু'আয ইব্ন আনাস আল-জুহানী (রহ.) তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। নবী (স.) বলেছেন : "যে ব্যক্তি কোন মু'মিনকে মুনাফিক হতে রক্ষা করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার শরীর জাহান্নাম হতে রক্ষার জন্য একজন ফেরেশতা প্রেরণ করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে অপমান করার উদ্দেশ্যে তাকে দোষারোপ করবে তাকে মহান আল্লাহ জাহান্নামের সেতুর ওপর প্রতিরোধের ব্যবস্থা করবেন যতক্ষণ না তার কৃতকর্মের ক্ষতি পূরণ হয়।"[২৮]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْقَاسِمِ نَبِيُّ التَّوْبَةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ وَهُوَ بَرِيءٌ مِمَّا قَالَ جُلِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَدًّا» قَالَ مُؤَمَّلٌ: حَدَّثَنَا عِيسَى، عَنِ الْفُضَيْلِ يَعْنِي ابْنَ غَزْوَانَ

ঙ. আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তওবার নবী আবুল কাসিম (স.) বলেছেন : "যে ব্যক্তি তার নির্দোষ গোলামের ওপর মিথ্যা অপবাদ দিবে, কিয়ামতের দিন তাকে বেত্রাঘাত করা হবে।"[২৯]

৩. ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার

ইসলামে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষ তার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার রাখে। এ অধিকারে হস্তক্ষেপ করার অধিকার কারো নেই। মানুষের গোপন বিষয় অনুসন্ধান দ্বারা অন্যের দোষ-ত্রুটি খোঁজা হয়। তারপর তার দোষ-ত্রুটি অন্যের নিকট প্রকাশ করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অপমানিত করা হয়। যা ইসলামে কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ رَأَى عَوْرَةً فَسَتَرَهَا، كَانَ كَمَنْ أَحْيَا مَوْءُودَةً»

উক্বাহ ইব্ন আমের (রা.) বর্ণনা করেছেন, নবী (স.) বলেছেন : "যে ব্যক্তি (অন্য কারোর) গোপনীয় দোষ দেখতে পেয়েও তা গোপন করলো সে যেন জীবন্ত কবরস্থ কন্যাকে জীবন দিলো।"[৩০]

৪. সম্পত্তির মালিকানার অধিকার

ইসলামে হালালভাবে অর্জিত ব্যক্তিগত সম্পদের মালিকানা স্বীকৃত। একজন মানুষ বৈধভাবে অর্জিত সম্পত্তি বৈধভাবে ভোগ করা, বৈধভাবে বিনিয়োগ করে মুনাফা লাভ করা এবং হস্তান্তর করার পূর্ণ অধিকার লাভ করে। এ অধিকার কেউ অন্যায়ভাবে কেড়ে নিতে পারে না। এ সম্পত্তি তার মৃত্যুর পর তার বৈধ উত্তরাধিকাররা লাভ করবে।

ক. সম্পত্তিতে পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের অধিকার

একজনের সম্পত্তি সে নিজে বৈধভাবে ভোগ করবে, সাথে সাথে তার সম্পত্তিতে তার স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, পিতা-মাতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন ও অন্যান্য পাড়া-প্রতিবেশীর অধিকার রয়েছে। এ অধিকার আদায়ের মধ্যে আখিরাতে মুক্তি নিহিত রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ

"আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে তোমাদের এই বিধান দিচ্ছেন এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান হবে।"[৩১]

---

২৮. আবূ দাউদ সুলাইমান ইবন আশ'আছ আস-সিজিস্তানী, *সুনানু আবী দাউদ*, অধ্যায় : আল-আদাব, অনুচ্ছেদ : মান রাদ্দা আন মুসলিমিন গীবাতান, (বৈরুত : মাকতাবুল আসরিয়্যাহ), খ. ,পৃ. , হাদিস নং-৪৮৮৩

২৯. আবূ দাউদ সুলাইমান ইব্নু আশ'আছ আস-সিজিস্তানী, *সুনানু আবী দাউদ*, অধ্যায় : আন-নাওমু, অনুচ্ছেদ : ফী হাক্কিল মামলূকি, (বৈরুত : মাকতাবুল আসরিয়্যাহ), খ. ৪,পৃ. ৩১৪, হাদিস নং-৫১৬৫

৩০. আবূ দাউদ সুলাইমান ইব্নু আশ'আছ আস-সিজিস্তানী, *সুনানু আবী দাউদ*, অধ্যায় : আল-আদাব, অনুচ্ছেদ : ফিস সাতরি আলাল মুসলি, প্রাগুক্ত, খ. ৪,পৃ. ২৭৩, হাদিস নং-৪৮৯১

৩১. আল-কুরআন, *সূরা আন-নিসা* ৪ : ১১

এই আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে যে, فَرِيضَةً مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا
"এ হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে ফরয তথা অবশ্য পালনীয় বিধান। নিশ্চয়ই আল্লাহ হলেন সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"[৩২]
উত্তরাধিকার বিধান বর্ণনার পর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

"এগুলো হচ্ছে আল্লাহর সীমারেখা। উত্তরাধিকার বণ্টনের ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, আল্লাহ তাকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তল-দেশ দিয়ে ঝর্ণাসমূহ প্রবাহিত। সেখানে সে চিরকাল অবস্থান করবে। এটা হবে মহাসাফল্য। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স.) এর উল্লেখিত বিধান অমান্য করবে এবং তাঁর উত্তরাধিকারের নির্ধারিত সীমা রেখা লংঘন করবে আল্লাহ তাকে জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করাবেন। যেখানে সে চিরকাল অবস্থান করবে। তার জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।"[৩৩]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "যে ব্যক্তি ওয়ারিশী সম্পদ থেকে কোন উত্তরাধিকারীকে বঞ্চিত করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে জান্নাতের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করবেন।"[৩৪]

খ. ধনীদের সম্পদে গরিবের অধিকার

ইসলামে সম্পদের প্রকৃত মালিক আল্লাহ তা'আলা। তাই ধনীদের সম্পদে জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে গরিব-দুঃখী, বিপদগ্রস্ত, অন্ধ, প্রতিবন্ধী, নিঃস্ব মানুষের অধিকার রয়েছে। এই অধিকার আদায়ের মাধ্যম হলা ফরজ জাকাত, সদকাতুল ফিতর, কুরবানী ও নফল দান-সদকা। এ অধিকার আদায় করলে দুনিয়া ও আখিরাতে এর পূর্ণ প্রতিদান সে পাবে। এ অধিকার আদায় না করলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

এক. কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার কাছে জবাবদিহি করা

ক্ষুধার্ত মানুষকে খাদ্য না দিলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ –ﷺ– « إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِى. قَالَ يَا. رَبِّ وَكَيْفَ أُطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِى فُلاَنٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِى

আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন : "মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ কিয়ামতের দিন বলবেন : হে আদম সন্তান! আমি তোমার কাছে খাবার চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে খাবার দাওনি। বান্দা বলবে : হে আমার প্রতিপালক! আমি কি করে আপনাকে খাবার দিব, আপনি তো বিশ্বজগতের প্রতিপালক। তিনি বলবেন : তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে খাবার চেয়েছিল, কিন্তু তুমি তাকে খাবার দাওনি। তুমি কি জানতে না যে, তুমি যদি তখন তাকে খাবার খাওয়াতে তা হলে আমার কাছে (আজ) তা পেয়ে যেতে।"[৩৫]

দুই. খাদ্যদান জান্নাত লাভের মাধ্যম

পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণীরই খাদ্যের প্রয়োজন। ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের বেঁচে থাকার অবলম্বন এই খাদ্য। তাই মানুষের মৌলিক চাহিদার প্রথমটিই হলো খাদ্য। সমাজের অনেক মানুষ প্রয়োজনীয় খাদ্য চাহিদা

---

৩২. আল-কুরআন *সূরা নিসা* ৪ : ১১

৩৩. আল-কুরআন, *সূরা নিসা* ৪ : ১৩-১৪

৩৪. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযিদ ইব্ন মাজাহ আল-কাযভীনী, *সুনানু ইবনি মাজাহ*, অধ্যায় : আল-ওসাইয়া, অনুচ্ছেদ : আল-হাইফু ফীল ওসিয়্যাহ, (হালব : দারু ইহইয়ায়িল কিতাব আল-আরাবিয়্যাহ), খ.২, পৃ. ৯০২, হাদিস নং-২৭০৩

৩৫. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আল-বিররু ওয়াস সালাহওয়াল আদাব, অনুচ্ছেদ : ফাদলু ইয়াদাতিল মারিদ, (বৈরুত : দারুল জাবাল), খ. ৮, পৃ. ১৩, হাদিস নং-৬৭২১

পূরণে ব্যর্থ হয়ে অনাহারে-অর্ধাহারে দিনপাত করছে। অনেকেই খাচ্ছে অখাদ্য ও কুখাদ্য। ধনী ও সম্পদশালী মানুষ গরিব, অভাবী ও নিরন্ন মানুষের পাশে দাঁড়ালে তাদের খাদ্য সমস্যা সমাধান হতে পারে। ধনী ও সম্পদশালীরা যদি গরিব-দুঃখী, অভাবী ও নিরন্ন মানুষকে খাদ্য দান করে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জান্নাতে এর প্রতিদান দান করবেন।

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ عَنِ النَّبِىِّ –ﷺ– قَالَ « أَيُّمَا مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِمًا ثَوْبًا عَلَى عُرْىٍ كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ خُضْرِ الْجَنَّةِ وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلَى جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِمًا عَلَى ظَمَإٍ سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ ».

ক. আবূ সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (স.) বলেন : "যে মুসলমান অন্য কোন ক্ষুধার্ত মুসলমানকে খাদ্য দান করবে আল্লাহ তাকে জান্নাতের ফল খাওয়াবেন।"[৩৬]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اعْبُدُوا الرَّحْمَنَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَأَفْشُوا السَّلاَمَ، تَدْخُلُوا الجَنَّةَ بِسَلاَمٍ.

খ. আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "তোমরা দয়াময়ের ইবাদত করবে, দরিদ্রকে খাদ্য দান করবে আর সালামের প্রচলন করবে। ফলে নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[৩৭]

তিন. জাহান্নামের শাস্তি ভোগ

যারা গরিব, অভাবী ও নিরন্ন মানুষকে খাদ্যদানে অনীহা প্রকাশ করবে, এজন্য তারা জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করবে। গরিব মিসকিনদের খাদ্যদান না করা জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হবে।

ক. আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ

"তারা থাকবে জান্নাতে, তারা অপরাধী লোকদের কাছে জিজ্ঞেস করবে, কোন অপরাধ তোমাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে গেছে? তারা বলবে, আমরা সালাত আদায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না এবং অভাবগ্রস্তদের খাদ্যদান করতাম না। আমরা সমালোচনাকারীদের সাথে সমালোচনা করতাম আর প্রতিফল দিবসকে মিথ্যা মনে করতাম।"[৩৮] নিরন্ন মানুষকে খাদ্য দানে উৎসাহ না দেয়ার অপরাধে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

খ. আল্লাহ তা'আলা বলেন :

خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ

"ধর একে, গলায় বেড়ি লাগিয়ে দাও। অতঃপর তাকে শৃঙ্খলিত কর সত্তর গজ দীর্ঘ এক শিকলে। নিশ্চয়ই সে মহান আল্লাহর উপর বিশ্বাসী ছিল না এবং অভাবীদের খাদ্য দিতে উৎসাহিত করত না।"[৩৯]

৫. আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান বিবেচিত হওয়া এবং ন্যায় বিচার লাভের অধিকার

ইসলামে আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান এবং আইন সবার জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। নিরপেক্ষভাবে আইন প্রয়োগের মাধ্যমেই ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা যায়। ইসলাম ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার প্রতি অত্যধিক গুরুত্বারোপ করেছে। ন্যায়বিচার না থাকলে মানবাধিকার চরমভাবে লঙ্ঘিত হয় এবং মানুষ তাদের ন্যায্য অধিকার হতে বঞ্চিত হয়। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ফলে বিচার বিভাগ স্বাধীনভাবে প্রচলিত আইন অনুযায়ী অপরাধীকে শাস্তি দেয় এবং নিরপরাধীকে মুক্তি ও ক্ষতিপূরণ দেয়। এতে সবলের অত্যাচার থেকে দুর্বল রক্ষা পায় এবং ধনী-দরিদ্র ও

---

৩৬. আবূ দাউদ সুলাইমান ইবনু আশ'আছ আস-সিজিস্তানী, *সুনানু আবী দাউদ*, অধ্যায় : আয-যাকাত, অনুচ্ছেদ : ফী ফাদলি ছাকা আল-মাআ, (বৈরুত : দারুল কিতাব আল-আরাবী), খ. ২,পৃ. ৫৫, হাদিস নং-১৬৮৪

৩৭. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত তিরমিযী*, অধ্যায় : আল-আত্বআমাহ, অনুচ্ছেদ : মাজাআ ফী ফাদলি ইত্বআ'মাতুত ত্বয়াম, (বৈরুত : দারুল গুরুব আল-ইসলামি, ১৯৯৮), খ. ৩,পৃ. ৩৫১, হাদিস নং-১৮৫৫

৩৮. আল-কুরআন, *সূরা মুদ্দাছছির* ৪০-৪৬।

৩৯. আল-কুরআন, *সূরা হাক্কাহ* ৬৯ : ৩১-৩৪

সবল-দুর্বলের বৈষম্য হ্রাস পায়। এভাবে সকলের অধিকার নিশ্চিত হওয়ায় ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা হলে জাতি, ধর্ম, পেশা, লিঙ্গ নির্বিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তি অভিন্ন মানদণ্ডে নিরূপিত হয়। তাতে মানবাধিকার সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ জন্যই রাসূল (স.) নিজকেও আইনের ঊর্ধ্বে মনে করতেন না। নবী করীম (স.) অসুস্থ হয়ে পড়লে একদিন মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে ঘোষণা দেন,"আমার নিকট কারো কিছু প্রাপ্য থাকলে তা যেন সে চেয়ে নেয়। কারো ওপর অবিচার করে থাকলে সে যেন তার প্রতিশোধ আমার থেকে নিয়ে নেয়। এ কথা শুনে সাওদা ইব্ন কাইস (রা.) দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যখন তায়েফ থেকে উটের পিঠে চড়ে প্রত্যাবর্তন করছিলেন, আপনার হাতে উট চালানোর চাবুক ছিল। আপনি চাবুক ঊর্ধ্বে তুললে আমার পেটে লেগে ছিল। তখন নবী করীম (স.) নিজের পৃষ্ঠদেশ উন্মুক্ত করে দিয়ে বললেন, আজ তুমি তার প্রতিশোধ গ্রহণ কর। তখন সাওদা নবী করীম (স.)-এর পিঠে মুখ রাখার অনুমতি নিয়ে বললেন, আমি রাসূলের উপর প্রতিশোধ নেয়ার স্থানের বিনিময়ে জাহান্নাম থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ চাই। রাসূলুল্লাহ (স.) জিজ্ঞেস করলেন, হে সাওদা! তুমি প্রতিশোধ নিবে নাকি ক্ষমা করে দিবে? সাওদা বললেন, আমি বরং ক্ষমা করে দিচ্ছি।"[৪০] আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

"হে ইমানদারগণ! তোমরা ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাক। আল্লাহর (সন্তুষ্টির) জন্য ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্যদান কর। তাতে যদি তোমাদের নিজের বা পিতা-মাতার অথবা আত্মীয়-স্বজনের ক্ষতি হয় তবুও। কেউ যদি ধনী হয় অথবা দরিদ্র হয়, তবে আল্লাহ তাদের শুভাকাঙ্ক্ষী তোমাদের চেয়ে বেশি। সুতরাং তোমরা ন্যায়বিচার করতে গিয়ে প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কথা বলো কিংবা পাশকেটে যাও, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজকর্ম সম্পর্কে অবগত।"[৪১]

অর্থাৎ তোমরা যদি সত্য কথা বলতে পিছপা হও অথবা চাপের মুখে কিংবা প্রাণের ভয়ে অথবা লালসার বশবর্তী হয়ে পেঁচালো কথা বলে মুনাফিক সুলভ আচরণ কর, তাহলে জেনে রাখ, দুনিয়ার শাস্তি থেকে রক্ষা পেলেও আখিরাতে এহেন অপরাধের শাস্তি থেকে রেহাই পাবে না।

৬. একজনের অপরাধে অন্য জনের দায়ী না হওয়ার অধিকার

ইসলামে একজন অন্য জনের অপরাধে দায়ী না হওয়া অন্যতম একটি অধিকার। বর্তমান সভ্যতায় পিতার অপরাধে পুত্র, মা-বোন, বন্ধু-বান্ধব ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনকেও গ্রেফতার করে নির্যাতন করা হয় হয়। স্ত্রীকে এমনকি দুধের সন্তানকে পর্যন্ত নির্যাতন করা হয়। যা ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। কিয়ামতের দিন কেউ কারো পাপের বোঝা বহন করবে না। ঠিক তেমনি দুনিয়াতেও একজনের অপরাধে অপরজনকে অপরাধী সাব্যস্ত করা যাবে না।

ক. আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

"প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় কৃতকর্মের জন্য দায়ী। কেউ কারো বোঝা বহন করবে না। অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন তোমাদের প্রতিপালকের নিকটেই। তারপর তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন, যেসব বিষয়ে তোমরা মতবিরোধ করতে।"[৪২]

খ. আল্লাহ তা'আলা বলেন : فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

"অত্যাচারী ব্যতীত কারো ওপর হস্তক্ষেপ করা চলবে না।"[৪৩]

---

৪০. গাজী শামছুর রহমান ও অন্যান্য সম্পাদিত, *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*, ৩য় ভাগ, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০১), পৃ.২৭৫

৪১. আল-কুরআন, *সূরা নিসা* ৪ : ১৩৫

৪২. আল-কুরআন, *সূরা আন'আম* ৬ : ১৬৪

৪৩. আল-কুরআন, *সূরা বাকারা* ২ : ১৯৩

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: «أَلَا لَا يَجْنِي جَانٍ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ. لَا يَجْنِي وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ، وَلَا مَوْلُودٌ عَلَى وَالِدِهِ»

গ. আমর ইব্ন আহওয়াস (রা.) বর্ণনা করেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.)-কে বিদায় হজের দিন বলতে শুনেছি : "সাবধান! অপরাধী তার অপরাধ দ্বারা নিজকেই দায়বদ্ধ করে। পিতার অপরাধে পুত্রকে এবং পুত্রের অপরাধে পিতাকে দায়ী করা যাবে না।"[৪৪]

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا أَيُّ يَوْمٍ أَحْرَمُ؟» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالُوا: يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، قَالَ: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلَا لَا يَجْنِي جَانٍ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ، وَلَا يَجْنِي وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ، وَلَا مَوْلُودٌ عَلَى وَالِدِهِ،

ঘ. আমর ইব্ন আহওয়াস (রা.) বর্ণনা করেছেন, আমি নবী (স.)-কে বিদায় হজের দিন বলতে শুনেছি : "হে লোক সকল! কোন দিনটি সর্বাধিক সম্মানিত? তিনি এ কথা তিনবার বললেন। তারা বললেন, হজের বড়দিন। তিনি বললেন : তোমাদের রক্ত (জীবন), তোমাদের সম্পদ, তোমাদের মান-সম্ভ্রম তোমাদের পরস্পরের জন্য (তাতে হস্তক্ষেপ করা) হারাম, যেমন তোমাদের এ দিনে, এই মাসে এবং এই শহরে হারাম। সাবধান! কেউ অপরাধ করলে সেজন্য তাকেই গ্রেফতার করা হবে। পিতার অপরাধের জন্য পুত্রকে দায়ী করা যাবে না এবং পুত্রের অপরাধের জন্য পিতাকে দায়ী করা যাবে না।"[৪৫]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ قَسْمًا أَقْبَلَ رَجُلٌ فَأَكَبَّ عَلَيْهِ، فَطَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُرْجُونٍ كَانَ مَعَهُ، فَجُرِحَ بِوَجْهِهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَعَالَ فَاسْتَقِدْ» فَقَالَ: بَلْ عَفَوْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

ঙ. আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (স.) কিছু সম্পদ বণ্টনের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তখন এক ব্যক্তি এসে তাঁর ওপর ঝুঁকে পড়লো। রাসূলুল্লাহ (স.) খেজুরের লাঠি দিয়ে তাকে আঘাত করলেন এবং এতে তার চেহারায় দাগ পড়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (স.) তাকে বললেন : "তুমি এসো, আমার থেকে কিসাস নাও। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (স.) বরং আমি ক্ষমা করে দিলাম।"[৪৬]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْقَاسِمِ نَبِيُّ التَّوْبَةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ وَهُوَ بَرِيءٌ مِمَّا قَالَ جُلِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَدًّا» قَالَ مُؤَمَّلٌ: حَدَّثَنَا عِيسَى، عَنِ الْفُضَيْلِ يَعْنِي ابْنَ غَزْوَانَ

চ. আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তওবার নবী আবুল কাসিম (স.) বলেছেন : " যে ব্যক্তি তার নির্দোষ গোলামের ওপর মিথ্যা অপবাদ দিবে, কিয়ামতের দিন তাকে বেত্রাঘাত করা হবে।"[৪৭]

৭. নির্যাতন, নিষ্ঠুর ও অমানবিক আচরণ ও বিধিবহির্ভূত আটক থেকে মুক্তি লাভের অধিকার

ইসলামে কাউকে নির্যাতন করা বা কারো সাথে অমানবিক আচরণ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কোন ব্যক্তিকে আদালতে সাক্ষ্য দেয়া বা তথ্য সরবরাহের জন্য বল প্রয়োগ বা নির্যাতন করা, আদালতের পরওয়ানা (Warrrant) ব্যতীত পুলিশী তল্লাশি, মিথ্যা মামলা দ্বারা হয়রানি, গৃহবন্দি বা প্রতিরোধাত্মক আটক (Preventive detention) যা নাগরিকগণের মৌলিক অধিকার হরণ ও তাদের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের কারণ ঘটায় ইসলামে তা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। ইসলামী শরীয়া অনুযায়ী কোন ব্যক্তিকে

---

৪৪. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযিদ ইব্ন মাজাহ আল-কাযভীনী, *সুনানু ইবনি মাজাহ*, অধ্যায় : আদ-দিয়ত, অনুচ্ছেদ : লা ইয়াজনী আহাদুন আলা আহাদিন, (হালব : দারু ইহইয়ায়িল কিতাব আল-আরাবিয়্যাহ), খ. ২,পৃ. ৮৯০, হাদিস নং-২৬৬৯

৪৫. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযিদ ইব্ন মাজাহ আল-কাযভীনী, *সুনানু ইবনি মাজাহ*, অধ্যায় : আল-মানাসিক, অনুচ্ছেদ : আল-খুতবাতু ইয়ামুন নাহরি, (হালব : দারু ইহইয়ায়িল কিতাব আল-আরাবিয়্যাহ), খ. ২, পৃ. ১০১৫, হাদিস নং-৩০৫৫

৪৬. আবূ দাউদ সুলাইমান ইব্নু আশ'আছ আস-সিজিস্তানী, *সুনানু আবী দাউদ*, অধ্যায় : আদ-দিয়্যাত, অনুচ্ছেদ : আল-কাওদু মিনাদ দারবাতি ওয়া কাছাছিল আমীরি মিন নাফসিহী, (বৈরুত : মাকতাবুল আসরিয়্যাহ), খ. ৪,পৃ. ১৮২, হাদিস নং-৪৫৩৬

৪৭. আবূ দাউদ সুলাইমান ইব্নু আশ'আছ আস-সিজিস্তানী, *সুনানু আবী দাউদ*, অধ্যায় : আন-নাওমু, অনুচ্ছেদ : ফী হাক্কিল মামলূকি, প্রাগুক্ত, খ. ৪,পৃ. ৩১৪, হাদিস নং-৫১৬৫

আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে বিচার করা বা আটক করা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। কেবলমাত্র আদালতের আদেশের ভিত্তিতে তদন্ত করার কিংবা কারাদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিকে আটক করার বিধান ছাড়া অন্য সকল আটকাদেশ বা বন্দিত্ব ইসলামে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ।[৪৮]

এ ধরনের কাজ সবগুলোই নির্যাতনের অন্তর্ভুক্ত।

ক. আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا

"আর যারা বিনা অপরাধে মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে কষ্ট দেয়, তারা মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন করে।"[৪৯]

খ. আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ

"নিশ্চয়ই যারা মু'মিন পুরুষ ও নারীদের নির্যাতন করেছে, অতঃপর তওবা করেনি, তাদের জন্যে আছে জাহান্নামের শাস্তি, আর আছে আগুনে দগ্ধ হওয়ার যন্ত্রণা।"[৫০]

عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَرَّ هِشَامُ بْنُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَلَى أُنَاسٍ مِنَ الأَنْبَاطِ بِالشَّامِ قَدْ أُقِيمُوا فِي الشَّمْسِ فَقَالَ مَا شَأْنُهُمْ قَالُوا حُبِسُوا فِي الْجِزْيَةِ. فَقَالَ هِشَامٌ أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- يَقُولُ « إِنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا ».

গ. হিশাম (রা.)-এর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হিশাম ইব্ন হাকীম ইব্ন হিযাম (রা.) সিরিয়ার কৃষকদের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এদের কঠিন রৌদ্রে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল। তিনি বললেন, এদের কী হয়েছে? তারা বলল, জিযয়ার জন্য এদের গ্রেফতার করা হয়েছে। অতঃপর হিশাম বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন : "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে কঠোর শাস্তি দিবেন যারা দুনিয়ায় মানুষকে নির্যাতন করে।"[৫১]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ

ঘ. আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা.) নবী (স.) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন : "প্রকৃত মুসলিম সে-ই, যার জিহ্বা ও হাত থেকে সকল মুসলিম নিরাপদ এবং প্রকৃত মুহাজির সে-ই, যে আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তা ত্যাগ করে।"[৫২]

৮. নিজ দেশে স্বাধীনভাবে চলাচল, বসবাস এবং অন্য দেশে গমন, রাজনৈতিক আশ্রয় ও নাগরিকত্ব লাভের অধিকার

ইসলামি রাষ্ট্রে প্রতিটি নাগরিক রাষ্ট্রের যেকোন স্থানে স্বাধীনভাবে চলাচল, বসবাস করার অধিকার রাখে। ধর্মীয় কারণে বা অর্থনৈতিক প্রবৃত্তির জন্য যে কোন রাষ্ট্রে যাওয়া এবং নির্যাতিত হলে অন্য রাষ্ট্রে রাজনৈতিক আশ্রয় চাওয়ার ও নাগরিকত্ব লাভের অধিকার রাখে।

ক. আল্লাহ তা'আলা বলেন : هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

"তিনি তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে সুগম করেছেন, অতএব, তোমরা এর পথে-প্রান্তরে বিচরণ কর এবং তাঁর দেয়া রিযিক থেকে আহার কর। আর তাঁরই কাছে পুনরুজ্জীবিত হবে।"[৫৩]

---

৪৮. ড. মো. নুরুল ইসলাম, *মানবাধিকার সামাজিক ন্যায় বিচার ও সমাজকর্ম*, (ঢাকা : তাসমিয়া পাবলিকেশন্স, ২০০৮ইং), পৃ. ১১৪

৪৯. আল-কুরআন, *সূরা আহযাব* ৩৩ : ৫৮

৫০. আল-কুরআন, *সূরা বুরুজ* ৮৫ : ১০

৫১. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আল-বিররু ওয়াসসিলাতি ওয়াল আদাব, অনুচ্ছেদ : আল-ওয়ায়ীদুস সাদীদু লিমান আযযাবান নাছা বিগাইরি হাক্কিন, (বৈরুত : দারুল জাবাল), খ. ৮, পৃ. ৩২, হাদিস নং-৬৮২৪

৫২. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, অধ্যায় : আল-ঈমান, অনুচ্ছেদ : আল-মুসলিমু মান সালিমাল মুসলিমুনা মিন লিসানিহী ওয়া ইয়াদিহী, (দারু তাওকিন নাজাহ, ১৪২২ হি.), খ. ১, পৃ. ১১, হাদিস নং-১০

৫৩. আল-কুরআন, *সূরা মুলক* ৬৭ : ১৫

উক্ত আয়াতে রিযিকের জন্য পৃথিবীতে বিচরণ করতে বলা হয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলা ও আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে।

খ. আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

"যে কেউ আল্লাহ্‌র পথে দেশত্যাগ করে, সে এর বিনিময়ে অনেক স্থানে সচ্ছলতা প্রাপ্ত হবে। যে কেউ নিজ গৃহ থেকে বের হয় আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি হিজরত করার উদ্দেশে, অতঃপর মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে তার সওয়াব আল্লাহর কাছে অবধারিত হয়ে যায়। আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।"[৫৪]

কোন স্থানে ইমানের হেফাজত করা, আমল করা ও দ্বীনের ওপর চলা যদি কঠিন হয়ে পড়ে তাহলে ঐ স্থান ত্যাগ না করলে জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

"নিশ্চয়ই যারা নিজেদের প্রতি জুলুমকারী, ফেরেশতারা তাদের জান কবজ করার সময় বলে, তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তারা বলে : এ ভূ-খণ্ডে আমরা দুর্বল ছিলাম। ফেরেশতারা বলে : আল্লাহর পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা দেশত্যাগ করে সেখানে চলে যেতে? অতএব, এদের বাসস্থান হলো জাহান্নাম এবং তা অত্যন্ত মন্দ স্থান।"[৫৫] ইসলামে কোন মানুষকে তার ঘরবাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা মারাত্মক অপরাধ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

"অতঃপর তোমরাই পরস্পর খুনাখুনি করছ এবং তোমাদেরই একদলকে তাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করছ। তাদের বিরুদ্ধে পাপ ও অন্যায়ের মাধ্যমে আক্রমণ করছ। আর যদি তারাই কারও বন্দি হয়ে তোমাদের কাছে আসে, তবে বিনিময় নিয়ে তাদের মুক্ত করছ। অথচ তাদের বহিষ্কার করাও তোমাদের জন্য অবৈধ। তবে কি তোমরা আল্লাহর কিতাবের কিয়দংশ বিশ্বাস কর এবং কিয়দংশ অবিশ্বাস কর? যারা এরূপ করে পার্থিব জীবনে দুর্গতি ছাড়া তাদের আর কোনই পথ নেই। কিয়ামতের দিন তাদের কঠোরতম শাস্তির দিকে পৌঁছে দেয়া হবে। আল্লাহ্ তোমাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে বেখবর নন।"[৫৬]

ইসলাম প্রত্যেক নির্যাতিত মানুষকে নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণের অধিকার দেয়; চাই সে মুসলিম হোক বা অমুসলিম হোক। আশ্রয়দাতা রাষ্ট্র তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। তবে শর্ত হলো, আশ্রয় প্রার্থনাকারী ইসলামি শরিয়া মোতাবেক অপরাধী না হওয়া। এমনকি কোন অমুসলিম আশ্রয় চাইলে তাকেও নিরাপদ আশ্রয় দিতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ

"আর যদি মুশরিকদের কেউ তোমার কাছে আশ্রয় চায়, তবে তাকে আশ্রয় দাও, যাতে সে আল্লাহ্‌র কালাম শুনতে পায়, অতঃপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেবে। এটি এজন্যে যে এরা জ্ঞান রাখে না।"[৫৭]

৯. অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে বিরত থাকার অধিকার

ইসলামে শাসক বা যে কোন ব্যক্তির অন্যায় ও পাপ কাজে লিপ্ত হওয়ার আদেশ অথবা এ ধরনের কাজে সহায়তা করার আদেশ অমান্য করার অধিকার যে কোন মানুষের রয়েছে। এসব আদেশ মান্য করা আল্লাহ

---

৫৪. আল-কুরআন, *সূরা আন-নিসা* ৪ : ১০০

৫৫. আল-কুরআন, *সূরা আন-নিসা* ৪ : ৯৭

৫৬. আল-কুরআন, *সূরা বাকারা* ২ : ৮৫

৫৭. আল-কুরআন, *সূরা তাওবা* ৯ : ৬

তা'আলার আদেশ অমান্য করার শামিল। আল্লাহ তা'আলার আদেশ অমান্য করলে জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে হবে।

ক. এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"পাপ ও সীমালংঘনের ব্যাপারে একে অন্যকে সহায়তা করো না। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।"[৫৮]

عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- بَعَثَ جَيْشًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلاً فَأَوْقَدَ نَارًا وَقَالَ ادْخُلُوهَا. فَأَرَادَ نَاسٌ أَنْ يَدْخُلُوهَا وَقَالَ الآخَرُونَ إِنَّا قَدْ فَرَرْنَا مِنْهَا. فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- فَقَالَ لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا « لَوْ دَخَلْتُمُوهَا لَمْ تَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ». وَقَالَ لِلآخَرِينَ قَوْلاً حَسَنًا وَقَالَ « لاَ طَاعَةَ فِى مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوفِ ».

খ. আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : "রাসূলুল্লাহ (স.) একটি সেনাবাহিনী পাঠান এবং এক ব্যক্তিকে তার আমির নিযুক্ত করে দেন। সে একটি অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করলো এবং তাদেরকে তাতে ঝাঁপ দিতে নির্দেশ দিল। একদল লোক তাতে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুতি নিলো এবং অপর দল বলল, আমরা (ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে) আগুন থেকে বেঁচে গেছি। (সুতরাং আগুনে ঝাঁপ দেয়ার প্রশ্ন উঠে না) যথাসময়ে রাসূলুল্লাহ (স.)-এর দরবারে এ ব্যাপারটি উপস্থাপন করা হলো। তখন তিনি যারা আগুনে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত হয়েছিল তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, যদি তোমরা তাতে প্রবেশ করতে তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করতে। পক্ষান্তরে অপর দলকে লক্ষ্য করে তিনি ভাল কথা বললেন। তিনি আরো বললেন, আল্লাহর অবাধ্যতা হয় এমন কাজে আনুগত্য নেই।"[৫৯]

১০. বাক স্বাধীনতা ও অন্যায়ের প্রতিবাদ করার অধিকার

ইসলাম দেশ ও জাতির দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য কল্যাণকর যে কোন মতামত প্রকাশের অধিকার প্রদান করে। বিশেষ করে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করা ইমানি দায়িত্ব। রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন বিষয়সমূহ ও মানুষের ওপর জুলুম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে বজ্রকণ্ঠে প্রতিবাদ করা ইসলামের অন্যতম শিক্ষা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ

"তারা আল্লাহ্‌র প্রতি ও আখিরাতের প্রতি ইমান রাখে এবং সৎকাজের আদেশ দেয় এবং অসৎকাজে নিষেধ করে আর ভালকাজে প্রতিযোগিতা করে। আর এরাই হলো সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত।"[৬০]

আল্লাহ তা'আলা বলেন : كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

"তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্যেই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ করবে ও অন্যায় কাজে নিষেধ করবে এবং আল্লাহর প্রতি ইমান আনবে।"[৬১]

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ تِسْعَةٌ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعَةٌ، أَحَدُ الْعَدَدَيْنِ مِنَ الْعَرَبِ، وَالْآخَرُ مِنَ الْعَجَمِ، فَقَالَ: «اسْمَعُوا، هَلْ سَمِعْتُمْ أَنَّهُ سَتَكُونُ بَعْدِي أُمَرَاءُ، مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَصَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ، وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ، وَلَيْسَ يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ، وَمَنْ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ، وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، وَسَيَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ»

কাব ইব্‌ন উজরা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "শোন! তোমরা শুনে থাকবে, আমার পরে অনেক শাসক হবে, যারা তাদের নিকট গিয়ে তাদের মিথ্যাকে সত্য বলে প্রতিপাদন করবে, আর অত্যাচারে তাদের সাহায্য করবে, আমি তার নই সেও আমার নয়। সে আমার কাছে হাওযে আসতে পারবে

---

৫৮. আল-কুরআন, *সূরা মায়িদা* ৫ : ২

৫৯. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আল-ইমারাহ,অনুচ্ছেদ : ওজুবু ত্ব'আতিল উমারায়ি ফী গাইরি মায়ছিয়্যাতিন ওয়া তাহরীমিহা ফীল মায়ছিয়্যাতি, (বৈরুত : দারুল জাবাল), খ. ৬, পৃ. ১৫, হাদিস নং- ৪৮৭১

৬০. আল-কুরআন, *সূরা আলি 'ইমরান* ৩ : ১১৪

৬১. আল-কুরআন, *সূরা আলি-'ইমরান* ৩ : ১১০

না। আর যারা তাদের নিকট যাবে না, তাদের মিথ্যাকে সত্য প্রতিপাদন করবে না এবং তাদের অত্যাচারে সাহায্য করবে না, সে আমার এবং আমিও তার, আর সে আমার কাছে হাওযে আগমন করবে।"[৬২]

১১. নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা

বিশ্বের সকল মানুষের মধ্যে প্রায় অর্ধেক নারী। তাই নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। অথচ বর্তমান বিশ্বের সর্বত্র নারী চরমভাবে নির্যাতিত হচ্ছে এবং তাদের ন্যায্য অধিকার কেড়ে নেয়া হচ্ছে। একমাত্র ইসলামই নারীকে দিয়েছে সকল অধিকার ও পরিপূর্ণ মর্যাদা। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

"পুরুষ যা অর্জন করে সেটা তার প্রাপ্য অংশ এবং নারী যা অর্জন করে সেটা তার প্রাপ্য অংশ।"[৬৩] নারীরা প্রাপ্য অংশ থেকে বঞ্চিত করলে আখিরাতে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

১২. অমুসলিম ও সংখ্যালঘুদের অধিকার প্রতিষ্ঠা

ইসলাম অমুসলিম নাগরিকদের পূর্ণ নাগরিক অধিকার প্রদান করেছে। ইসলামে নাগরিক অধিকারের ক্ষেত্রে মুসলিম-অমুসলিম, সংখ্যালঘু-সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের মাঝে কোনো ভেদাভেদ নেই। ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সকল নাগরিকেরই রয়েছে সমান ও অভিন্ন অধিকার। ইসলাম ইসলামি রাষ্ট্রের বশ্যতা স্বীকারকারী প্রতিটি অমুসলিম সংখ্যালঘু ব্যক্তির জানমাল, ইজ্জত-আব্রুসহ সকল কিছুর চূড়ান্ত নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিয়েছে। জিযিয়া করের বিনিময়ে অমুসলিমরা মুসলমানের সমান বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে মুসলমানদের চেয়ে বেশি সুবিধা ভোগ করে। এ কারণেই একজন বিধর্মী অমুসলিম সমাজের চেয়ে ইসলামি রাষ্ট্রে বেশি নিরাপত্তা পেয়ে থাকে। ইসলাম অমুসলিমদের ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতিতে সমঅধিকার প্রদান করে। ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিমরা স্বাধীনভাবে তাদের ধর্ম-কর্ম পালন করতে পারে। কেউ তাদের বাধা দিতে পারবে না। এমনকি উপার্জনহীন অমুসলিমদের জিযিয়া কর মওকুফ, বেকার ভাতা ও শিক্ষা ভাতা দেয়ার নির্দেশ ইসলামে রয়েছে। ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম তার অনুসারী ছাড়া ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রাপ্য অধিকার কেড়ে নেয়। নিজ ধর্ম ছাড়া অন্য ধর্মাবলম্বীদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালায়। যা মানবাধিকার লংঘনের সামিল। ইসলামে অমুসলিমদের অধিকার কেড়ে নেয়া বা তাদের ওপর নির্যাতন চালানোর কোনো সুযোগ নেই। তাদের নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব সরকার ও সকল মুসলিম জনগণের ওপর অর্পিত হয়। ইসলামের বিধান অনুযায়ী একজন অমুসলিমকে রাষ্ট্র প্রদত্ত তাদের অধিকার কেড়ে নেয়া জঘন্য অপরাধ। এজন্য তাকে আখিরাতে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

ক. রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন :

أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوِ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"যে ব্যক্তি চুক্তিবদ্ধ জিম্মীর[৬৪] ওপর জুলুম করবে অথবা তাকে তার প্রাপ্য অধিকারের চেয়ে কম দেয় কিংবা সাধ্যবহির্ভূত কোনো কাজ তার ওপর চাপিয়ে দেয় বা তার সন্তুষ্টি ছাড়া তার মাল কেড়ে নেয়, তাহলে কিয়ামতের দিন আমি তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করব।" [৬৫]

---

৬২. আবূ আব্দুর রহমান আহমাদ ইব্‌ন শু'আইব আন-নাসায়ী, *সুনানুন নাসায়ী*, অধ্যায় : আল-বাই'আতু, অনুচ্ছেদ : যিকরুল ওয়ীদি লিমান লাম ইয়ুয়িন আমীরান আলাজ জুলমি, (হালব : মাকতাবুল মাতলু'আতি আল-ইসলামি, ১৯৮৬ইং/ ১৪০৬ হি.), খ. ৭,পৃ. ১৬০, হাদিস নং-৪২০৮

৬৩. আল-কুরআন, *সূরা আন-নিসা* ৪ : ৩২ .

৬৪. ইসলামী সমাজে যেসব অমুসলিম বসবাস করে, ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় তাদেরকে জিম্মী বলা হয়।

৬৫. আবূ দাউদ সুলাইমান ইব্‌ন আশ'আছ আস-সিজিস্তানী, *সুনানু আবী দাউদ*,, অধ্যায় : আল-খারাজ, অনুচ্ছেদ : তাশীরু আহযিল যিম্মাতি ইযাখতালাফূ বিত্তিজারাত, (বৈরুত:দারু কিতাবিল আরাবী), খ. ৩, পৃ. ১৩৬, ৩০৫৪

খ. রাসূলুল্লাহ (স.) আরো বলেন :

من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما

"যে ব্যক্তি কোনো চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিকে হত্যা করবে, সে জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না, অথচ এর ঘ্রাণ চল্লিশ বছরের রাস্তার দূরত্ব থেকেও পাওয়া যায়।"[৬৬]

সুপারিশমালা

মানবাধিকার লঙ্ঘনমুক্ত সমাজ গঠন করতে হলে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে–

১. তাকওয়া বা আল্লাহর ভয়

জনসাধারণকে সুসংগঠিত করে সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করার জন্য তাদের মনের মধ্যে তাকওয়া বা আল্লাহর ভয় জাগিয়ে তুলতে হবে। এই আল্লাহ তা'আলার ভয় তাদেরকে মানবাধিকার লঙ্ঘন থেকে রক্ষা করবে।

২. আখিরাতে বিশ্বাস মানুষের মনে বদ্ধমূল করা

মৃত্যুই শেষ নয়, মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে দুনিয়ার অপকর্মের শাস্তি ভোগ করতে হবে। এই চেতনা বা আখিরাতের এই বিশ্বাস মানুষকে মানবাধিকার লঙ্ঘন করা থেকে রক্ষা করতে পারে।

৩. কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা

মানবাধিকার লঙ্ঘন করলে সরকারকে কঠোরনীতি অবলম্বন করতে হবে। এই অপরাধে অপরাধী যে-ই হোকনা কেন তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। যাতে অন্য কেউ মানবাধিকার লংঘন করতে সাহস না পায়। ব্যভিচারের শাস্তি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

"আল্লাহর বিধান কার্যকর করার ক্ষেত্রে তাদের উভয়ের প্রতি তোমাদের মনে কণামাত্র দয়া আসা উচিত নয়। যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি এবং আখিরাতের বিশ্বাসী হয়ে থাকো। আর উভয়ের শাস্তি প্রদানকালে একদল মু'মিন উপস্থিত থাকা প্রয়োজন।[৬৭]

৪. মসজিদের ইমাম এবং আলেম-উলামা

মসজিদের ইমামদের জুমার খুতবায় এবং আলেম-উলামাদেরকে বিভিন্ন ওয়াজ মাহফিলে মানবাধিকার লঙ্ঘনের দুনিয়া ও আখিরাতের ক্ষতিসমূহ তুলে ধরতে হবে।

৫. মানবতাবোধ জাগ্রত করা

মানুষের মনে মানবতাবোধ জাগ্রত করতে হবে।

৬. মানুষের দুঃখ-কষ্ট অনুধাবন করা

আমাদের সকলের উচিত অন্য মানুষের দুঃখ-কষ্ট অনুধাবন করা। তাহলেই মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে।

৭. নিঃস্বার্থ চিন্তা-চেতনাবোধ জাগ্রত করা

মানুষের মনে নিঃস্বার্থ চিন্তা-চেতনাবোধ জাগ্রত করতে হবে।

৮. অন্যের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা দেখানো

আমাদের সবাইকে অন্যের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে হবে।

৯. বাস্তবমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ

মানবাধিকার রক্ষায় বাস্তবমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

১০. ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা

---

৬৬. অবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াযিদ ইবন মাজাহ আল-কাযভীনী, *সুনানু ইবনি মাজাহ*, অধ্যায় : আদ-দিয়াত, অনুচ্ছেদ : মান কাতালা মু'আহাদান, (বৈরুত : দারুল ফিকর, তা. বি), খ. ২, পৃ. ৮৯৬, হাদিস নং-২৬৮৬, হাদিসটির সনদ সহিহ।

৬৭. আল-কুরআন, *সূরা আন-নূর* ২৪ : ২

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ছাড়া মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। তাই ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

১১. ইসলামের বিধান মেনে চলা

ইসলাম মানবতার ধর্ম। ইসলামের বিধান মেনে চললেই মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে।

১২. সঠিক চিত্র তুলে ধরা

মানবাধিকার লঙ্ঘনের সঠিক চিত্র তুলে ধরতে হবে।

১৩. ভেটো পাওয়ার বাতিল করা

বৃহৎ শক্তিগুলোর ভেটো পাওয়ার বাতিল করতে হবে।

উপসংহার

আজ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মানবাধিকার খুব বেশি লংঘিত হচ্ছে। বিশ্ব মানবাধিকার ঘোষণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। যুদ্ধ-বিগ্রহ, নির্যাতন-নিপীড়ন, দুর্ভিক্ষ, খাদ্যসংকট, ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অপুষ্টি, অশিক্ষা-কুশিক্ষা, বেকারত্ব, অধিকার হরণ, আধিপত্য বিস্তার, আগ্রাসন ইত্যাদি সারা বিশ্বের অনেক দেশেই পরিলক্ষিত হচ্ছে। ফলে মানবাধিকার প্রতিনিয়ত লংঘন হচ্ছে। বিশ্বে স্বার্থপরতা, নিষ্ঠুরতা ও পাশবিকতা চরম আকার ধারণ করছে। প্রতিদিন মানুষ মারা যাচ্ছে, বোমার আঘাতে জর্জরিত হচ্ছে শিশু, নারী ও অসংখ্য মানুষ। পুষ্টি ও চিকিৎসার অভাবে অসংখ্য শিশু জীবন্ত কংকাল হয়ে বেঁচে আছে অতি কষ্টে। আরেক শ্রেণির মানুষ ভোগ-বিলাসে আরাম-আয়েশে মত্ত। অন্য মানুষের প্রতি সামান্য দায়িত্বানুভূতিও তাদের মনে জাগ্রত হচ্ছে না। এর কারণ হলো মানুষের মনে আখিরাতে আল্লাহ তা'আলার নিকট জবাবদিহিতার অনুভূতি, ভাল কাজের পুরস্কারের আশা ও মানবাধিকার লংঘন করলে আখিরাতে কঠিন শাস্তির ভয় নেই। মানুষের মনে আখিরাতে বিশ্বাস বদ্ধমূল করতে পারলেই বিশ্বে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে।

উপসংহার

মানব জীবনে আকিদা-বিশ্বাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ আকিদা-বিশ্বাস অনুযায়ী তার জীবন পরিচালনা করে। আকিদা-বিশ্বাস ভাল হলে মানুষ সৎপথে পরিচালিত হয়। আর আকিদা-বিশ্বাস খারাপ হলে জীবন ধ্বংস হয়। আমরা মুসলমান। আমাদের আকিদা-বিশ্বাস ইমান। ইমানের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আখিরাতে বিশ্বাস। এজন্যই কুরআন ও হাদিসে বহু জায়গায় আল্লাহর সাথেই আখিরাতের কথা উল্লেখ রয়েছে এবং আল্লাহকে ভয় করার সাথে সাথে কিয়ামতের ভয়াবহ দিনকে তথা আখিরাতকে ভয় করার আদেশ দেয়া হয়েছে। আখিরাত হলো মৃত্যুর পরবর্তী অনন্তকালীন ও চিরস্থায়ী জীবন। অনেক মানুষ আল্লাহ তা'আলাকে বিশ্বাস করলেও আখিরাত সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষের রয়েছে, অজ্ঞতা, সন্দেহ, সংশয় ও অবিশ্বাস। এমনকি বর্তমানে মুসলমানদের আখিরাতে বিশ্বাসও অত্যন্ত দুর্বল ও ক্ষীণ। যার কারণে আখিরাতে বিশ্বাস মুসলমানদের জীবনে তেমন কোন প্রভাব ফেলছে না। অথচ কুরআন ও হাদিসে আখিরাতে বিশ্বাসকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আমাদের আখিরাতে বিশ্বাস শক্তিশালী হলে আমাদের জীবন হতো আখিরাত কেন্দ্রিক। আখিরাত কেন্দ্রিক জীবন হলো পাপাচার মুক্ত ও সাফল্যময় জীবন। এ জীবনই আল্লাহ তা'আলা চান।

এই আখিরাতে বিশ্বাস আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। আর আদর্শ সমাজ দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতের মুক্তি নিশ্চিত করে। আদর্শ সমাজেই মানুষ সুখে-শান্তিতে, নিরাপদে ও নিশ্চিন্তে বাস করতে পারে। এই আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে সবাইকে এগিয়ে আসা অত্যন্ত প্রয়োজন। এই ক্ষেত্রে আখিরাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব সর্বাধিক। এজন্যই আমরা এই অভিসন্দর্ভের শুরুতেই আদর্শ সমাজের পরিচয়, আদর্শ সমাজের স্বরূপ-প্রকৃতি, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছি।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে আখিরাত সম্পর্কে মানুষের অজ্ঞতা দূর করে আখিরাত সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। দুনিয়ার জীবনই একমাত্র জীবন নয়। দুনিয়ার জীবনের পরেই আছে আখিরাতের জীবন। দুনিয়ার জীবন হলো ক্ষণকালের জীবন আর আখিরাত হলো অনন্তকালের জীবন। দুনিয়ার জীবন হলো পরীক্ষার স্থান আর আখিরাত হলো ফলাফল ভোগের প্রকৃত স্থান। একজন ইমানদারের বিশ্বাস হলো এটাই।

চতুর্থ অধ্যায়ে ব্যক্তি চরিত্র গঠনে আখিরাতে বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। মূলত যারা দুনিয়ার জীবনকেই একমাত্র জীবন মনে করে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি খুবই সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। আর যারা আখিরাতে বিশ্বাসী তাদের দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত সুদূর প্রসারী এবং অনেক ব্যাপক। যে ব্যক্তি আখিরাতে বিশ্বাসী, সে আল্লাহ তা'আলার নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে আল্লাহ তা'আলার সার্বভৌমত্ব ও কর্তৃত্ব মেনে নেয়। সে ব্যক্তি একটি ক্ষুদ্র কাজও আল্লাহ তা'অলার বিধানের বাইরে করে না। একমাত্র আল্লাহ তা'আলার অনুগত বান্দা হিসেবে জীবন যাপন করে সে। তাই আখিরাতে বিশ্বাস মানুষের ব্যক্তি চরিত্র গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এই বিশ্বাসে তার চরিত্র উন্নত হয় এবং আল্লাহ তা'আলার বিধান মেনে চলতে উৎসাহী হয়। আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন ও তাঁর পুরস্কার প্রাপ্তির বাসনা তার মনে সদা জাগরুক থাকে।

এই অধ্যায়ে আমরা আদর্শ পরিবার গঠনে আখিরাতে বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা করেছি। পারিবারিক জীবনের মাধ্যমেই একজন মানুষ অনাবিল সুখ-শান্তি লাভ করতে পারে। কিন্তু বর্তমানে পারিবারিক জীবনে অসংখ্য সহিংস ও নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে। স্বামী কর্তৃক স্ত্রী, স্ত্রী কর্তৃক স্বামী, সন্তান কর্তৃক পিতা-মাতা, পিতা-মাতা কর্তৃক সন্তান নির্যাতিত হওয়ার লোমহর্ষক ঘটনা ঘটেছে। পারিবারিক সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে আত্মহননের মত ঘটনাও ঘটছে। এর একমাত্র কারণ ইসলামি বিধানের অজ্ঞতা এবং আখিরাতে বিশ্বাসের দুর্বলতা। ইসলামি বিধান মত

চললেই পারিবারিক জীবনের কাঙ্ক্ষিত সুখ-শান্তি পাওয়া সম্ভব। এজন্য প্রয়োজন আখিরাতে বিশ্বাস। আখিরাতে বিশ্বাস সচ্চরিত্রবান পিতা-মাতার মাধ্যমে মানবীয় মূল্যবোধসম্পন্ন ও উন্নত চরিত্রবান বংশধর সৃষ্টি করে।

এই অধ্যায়ে আমরা আরো আলোচনা করেছি আদর্শ সমাজ গঠনে আখিরাতে বিশ্বাস সম্পর্কে। আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসের ভিত্তিতে ইসলামি আদর্শ সমাজে মানুষকে পরস্পরের সাথে অটুট ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে দেয় এবং সে আকীদা-বিশ্বাসের সূত্র ধরেই সাদা-কালো, আরব-অনারব, গ্রীক-পারসী ও নিগ্রোসহ শতধা বিভক্ত জাতিগুলোকে একই উম্মাতে শামিল করে দেয়। এ সমাজের সর্বময় ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য এবং মানুষ তাঁর সামনেই মাথা নত করে, অন্য কারো কাছে নয়। তাদের একমাত্র আশা থাকে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি এবং আখিরাতে জান্নাত লাভের বাসনা। যে ব্যক্তির চরিত্র যতো উন্নত, এ সমাজে তার মর্যাদা ততো ওপরে। আল্লাহ প্রদত্ত আইনের চোখে সমাজের সকল মানুষ সমান। এ সমাজে মানবতাকে সর্বোচ্চ স্থান দেয়া হয় এবং সেখানে মানুষের চারিত্রিক উৎকর্ষতাকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়।

এই অধ্যায়ে আমরা আরো আলোচনা করেছি আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় আখিরাতে বিশ্বাস সম্পর্কে। সমাজের বৃহৎরূপ হলো রাষ্ট্র। দেশ ও জাতির উন্নতি-অগ্রগতি ও শান্তির পূর্ব শর্ত হলো রাষ্ট্রে সুশাসন। সুশাসন ছাড়া আদর্শ রাষ্ট্র গঠন সম্ভব নয়। বর্তমানে পৃথিবীর কোন রাষ্ট্রেই পরিপূর্ণ সুশাসন নেই। কারণ আখিরাতে বিশ্বাস ছাড়া প্রকৃত সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। ন্যায়ভিত্তিক সুশাসন সত্যিকার অর্থে ধনী-গরিব, নারী-পুরুষ, ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায় এবং অঞ্চল নির্বিশেষে সকল মানুষের নিজ নিজ অধিকার ও সমমর্যাদা ভোগের নিশ্চয়তা বিধান করে। কিন্তু সুশাসন না থাকলে মানবাধিকার হরণ, অর্থনৈতিক বঞ্চনা, অনাচার, দুর্নীতি, জুলুম-অত্যাচার ও বৈষম্য বিস্তার লাভ করে। মুসলিম দেশগুলোতে সুশাসনের অভাব সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হচ্ছে। আখিরাত ভুলে যাওয়ার কারণে মুসলিম উম্মাহ আজ রাজনৈতিকভাবে বহু দলে বিভক্ত। বেশিরভাগ মুসলিম দেশেই রাজতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্র বিদ্যমান। যার যাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছে মুসলিম জনগণ। মুসলিম দেশগুলোর শিক্ষা-সংস্কৃতি, রাজনীতি ও অর্থনীতিসহ সব কিছুই পশ্চিমা ব্যবস্থায় পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত। সাম্রাজ্যবাদ, ইহুদি-খ্রিস্টান ও ব্রাহ্মণ্যবাদী ষড়যন্ত্রে মুসলিম জাতি অজ পর্যুদস্ত। মুসলিম রাষ্ট্রে কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক ইসলামের সুশাসন না থাকার ফলে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রে এবং রাজনীতি-অর্থনীতি, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও নৈতিকতাসহ সকল ক্ষেত্রেই অধঃপতন ঘটছে। আর এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামী আদর্শ অনুসরণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই আদর্শই জনগণের শান্তি, নিরাপত্তা, উন্নয়ন ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে পারে। এর জন্য প্রয়োজন আখিরাতে বিশ্বাস। আখিরাতে বিশ্বাস ছাড়া ইসলামি আদর্শ অনুসরণ ও বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। এজন্যই আমরা আলোচনা করেছি আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় আখিরাতে বিশ্বাস সম্পর্কে। দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে আমাদের সবাইকে আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসতে হবে।

পঞ্চম অধ্যায়ে অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে আখিরাতে বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের গুরুত্ব অত্যধিক। অর্থনৈতিক সমস্যার মধ্যে দারিদ্র্য একটি অন্যতম সমস্যা। যে সমস্যা মানুষের দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতের মুক্তির পথ বিনষ্ট করে। সমাজের দরিদ্র মানুষগুলো অন্ন-বস্ত্র, শিক্ষা-চিকিৎসা ও বাসস্থানসহ তাদের বিভিন্ন চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হচ্ছে। ফলে তারা চরম অশান্তি ও বিভিন্ন মানসিক কষ্টে ভুগছে। দারিদ্র্য মুক্ত হওয়ার পথ ক্রমে ক্রমেই রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। সরকার দেশের মানুষকে দারিদ্র্য মুক্ত করার যত চেষ্টা চালাচ্ছে সাফল্য খুব কমই হচ্ছে। অথচ ইসলামি অর্থব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে অতিসহজেই দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব। এর জন্য প্রয়োজন আখিরাতে বিশ্বাস। আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করে। মুসলিম বিশ্বে শুধুমাত্র জাকাত প্রদানের মাধ্যমেই দারিদ্র্য নির্মূল সম্ভব। কিন্তু মুসলমানরা আখিরাতে বিশ্বাসে দুর্বলতার কারণে সঠিকভাবে জাকাত আদায় করছে না। দারিদ্র্যও দূর হচ্ছে না।

এই অধ্যায়ে আমরা আরো আলোচনা করেছি সুদ প্রতিরোধে আখিরাতে বিশ্বাস সম্পর্কে। সুদ সামাজিক শোষণের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার। সুদের কারণেই দরিদ্র মানুষগুলো আরো দরিদ্র এবং ধনীরা আরো ধনী হচ্ছে।

সুদের ক্ষতিসমূহ ও এর বিরূপ প্রভাব শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং এর ক্ষতিসমূহ ও ধ্বংসকারিতা মানব জীবনের নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও মারাত্মক আঘাত হানে। সুদে পৃথিবীর সব দেশ সয়লাব হয়ে আছে। মানুষ লোভের বশবর্তী হয়ে সুদে জড়িয়ে পড়ে। সুদের জন্য আখিরাতে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। আখিরাতে বিশ্বাস ছাড়া সমাজ থেকে সুদ দূর করা সম্ভব নয়। এজন্যই আমরা সুদ প্রতিরোধে আখিরাতে বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা করেছি।

দুর্নীতি একটি সমাজের দুষ্ট ক্ষত। দুর্নীতির কারণেই দেশের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে এবং অযোগ্য ও দুশ্চরিত্রের লোক প্রশাসনে ঢুকছে। তারা আরো বেশি দুর্নীতি করছে। দুর্নীতি কোনভাবেই দূর করা সম্ভব হচ্ছে না। আল্লাহর ভয় ও আখিরাতে বিশ্বাসই পারে সমাজ থেকে দুর্নীতি দূর করতে।

বর্তমান বিশ্বে শ্রমিকরা সবচেয়ে বেশি অবহেলিত ও নির্যাতিত শ্রেণি। অথচ তারাই দেশকে সচল রাখছে। মালিক কর্তৃক শ্রমিক নির্যাতিত হচ্ছে আবার শ্রমিকরাও মালিকের ক্ষতি সাধন করছে। মালিক-শ্রমিক যেন প্রতিদ্বন্দ্বী দুটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। আখিরাতে বিশ্বাস মালিক-শ্রমিক সমস্যার সুন্দর সমাধান দিতে পারে। তাই এ বিষয়টি আমরা আলোচনা করেছি।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে সামাজিক সমস্যা সমাধানে আখিরাতে বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমান সমাজ নিত্য-নতুন সমস্যায় জর্জরিত। এ সব সমস্যা দূর করতে পারলেই আদর্শ সমাজ বিনির্মাণ সম্ভব হবে। একদিন মুসলিম জাতি জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ ছিল। তারাই সারা বিশ্বে জ্ঞান-বিজ্ঞান ছড়িয়ে দিয়েছিল। এতে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল আখিরাতে বিশ্বাস। বর্তমানে মুসলিম জাতি জ্ঞান-বিজ্ঞানে পিছিয়ে পড়েছে। যার কারণে মুসলিম জাতি পৃথিবীতে লাঞ্ছিত-অপমানিত ও নির্যাতিত হচ্ছে। অথচ জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা করে দুনিয়ার উন্নতি ও আখিরাতে উচ্চ মর্যাদা লাভ সম্ভব। এজন্যই জ্ঞানার্জন ও শিক্ষা বিস্তারে আখিরাতে বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

অপরাধ আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার অন্যতম একটি সমস্যা। অপরাধ দমনের জন্য যত পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে, সমাজে অপরাধীর সংখ্যা ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইসলামি বিধান মেনে আখিরাতমুখী জীবন যাপনের মাধ্যমে সমাজ থেকে অপরাধ দূর করা সম্ভব। আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত বিধানেই রয়েছে ইনসাফপূর্ণ বণ্টননীতি। এই বিধান চালু করলেই সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারলে দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতের মুক্তি নিশ্চিত হবে। তাই অপরাধ দূরীকরণ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় আখিরাতে বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

বর্তমান বিশ্বের সর্বত্র নারী নির্যাতন খুব উচ্চহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে । শিশু থেকে শুরু করে সব বয়সের নারীরাই এ নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। ঘরে-বাইরে, শিক্ষাঙ্গনে ও কর্মস্থলে কোথাও নারীর জীবন নিরাপদ নয়। সমাজে নারী উত্ত্যক্তকরণ, অপহরণ, গুম, হত্যা, আত্মহত্যা, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন দিন দিন বেড়েই চলেছে। এজন্যই গুরুত্বসহকারে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে আখিরাতে বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ব্যভিচার, ধর্ষণ ও সমকামিতা অশ্লীলকর্ম এবং ঘৃণ্য অপরাধ। মানুষের মনে আখিরাতের বিশ্বাস বদ্ধমূল করা ছাড়া সমাজ থেকে ব্যভিচার ও ধর্ষণ নির্মূল করা সম্ভব নয়। আখিরাতের বিশ্বাসের কারণেই মুসলিম সমাজে ব্যভিচার ও ধর্ষণের অপরাধ অনেক কম। আখিরাতে প্রকৃত বিশ্বাসী মুসলিম ব্যভিচারে লিপ্ত হতে পারে না। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, মানুষের মনে আখিরাতের বিশ্বাস বদ্ধমূল করতে পারলে সমাজ থেকে ব্যভিচার নির্মূল করা সম্ভব হবে।

বিবাহ-বিচ্ছেদ একটি অন্যতম সামাজিক সমস্যা। অথচ বিবাহ একটি পবিত্র বন্ধন। এটি অটুট রাখা স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই দায়িত্ব। দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ এই বন্ধন অটুট রাখার মধ্যে নিহিত। তাই বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রতিরোধে আখিরাতে বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

আত্মহত্যা একটি মানবতা বিরোধী ঘৃণ্য অপরাধ। প্রতিদিন সারা বিশ্বে অসংখ্য মানুষ মনের দুঃখে অত্মহত্যা করে। অথচ মানুষের জীবন অত্যন্ত মূল্যবান। ইসলামে আত্মহত্যা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। আখিরাতে বিশ্বাস মানুষের মনে বদ্ধমূল করতে পারলে আত্মহত্যা অনেক কমিয়ে আনা সম্ভব। তাই আত্মহত্যা প্রতিরোধে আখিরাতে বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।
অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা করা একটি জঘন্যতম অপরাধ। বিশেষত অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা মানবতা বিধ্বংসী অপরাধগুলোর মধ্যে অন্যতম। সারা পৃথিবীতে সব দেশেই অহরহ মানুষ খুন হচ্ছে। আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা থেকে বিরত রাখতে পারে, যদি আখিরাতে বিশ্বাস তার হৃদয়ে বদ্ধমূল থাকে। তাই এই বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

মাদক একটি মারাত্মক সামাজিক সমস্যা। মাদক অসংখ্য অপরাধের জন্মদাতা। মাদকের কারণেই সমাজে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস ও খুন-খারাবিসহ অসংখ্য অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে। আখিরাতের বিশ্বাসকে মানুষের মনে বদ্ধমূল করতে পারলে মাদক নির্মূলে সহায়ক হতে পারে।
ধূমপান একটি ক্ষতিকর অভ্যাস। জীবন, স্বাস্থ্য, সম্পদ ও পরিবেশ নষ্ট করে ধূমপান। ধূমপানের কারণে বিভিন্ন জটিল রোগ বাসা বাঁধছে মানুষের শরীরে। তাই ধূমপান ছেড়ে দেওয়ার সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা এবং মানুষের মনে আখিরাতে বিশ্বাস বদ্ধমূল করতে পারলে ধূমপানমুক্ত সমাজ গঠন করা সম্ভব হবে।

পণ্যসামগ্রীতে ভেজাল মিশ্রণ একটি অন্যতম সামাজিক সমস্যা। একশ্রেণির অতিলোভী ও মুনাফাখোর পণ্যে ভেজাল মিশ্রণের সাথে জড়িত। এই ভেজাল দ্রব্যের কারণে জনস্বাস্থ্য চরম হুমকির সম্মুখীন। এতে মানুষ জটিল-কঠিন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। নিত্য-নতুন আইন করেও এই অপরাধ বন্ধ করা যাচ্ছে না। এই অপরাধীর সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। অথচ পণ্যসামগ্রী ও খাদ্যে ভেজাল মিশানো ইসলামে একটি গুরুতর অপরাধ। তাই মানুষের মনে আখিরাতে বিশ্বাস বদ্ধমূল করে পণ্যে ভেজাল মেশানো প্রতিরোধ করা সম্ভব।

আজ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মানবাধিকার খুব বেশি লঙ্ঘিত হচ্ছে। বিশ্বে মানবাধিকার ঘোষণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। ফলে মানবাধিকার প্রতিনিয়ত লংঘন হচ্ছে। বিশ্বে স্বার্থপরতা, নিষ্ঠুরতা ও পাশবিকতা চরম আকার ধারণ করছে। প্রতিদিন মানুষ মারা যাচ্ছে, বোমার আঘাতে জর্জরিত হচ্ছে শিশু, নারী ও অসংখ্য মানুষ। পুষ্টি ও চিকিৎসার অভাবে অসংখ্য শিশু জীবন্ত কংকাল হয়ে বেঁচে আছে অতি কষ্টে। আরেক শ্রেণির মানুষ ভোগ-বিলাসে ও আরাম-আয়েশে মত্ত। অন্য মানুষের প্রতি সামান্য দায়িত্বানুভূতিও তাদের মনে জাগ্রত হচ্ছে না। মানুষের মনে আখিরাতে বিশ্বাস বদ্ধমূল করতে পারলেই বিশ্বে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে।

আমাদের সবসময় মনে রাখতে হবে যে, মানুষের জীবনের দুটি ধাপ। একটি দুনিয়ার জীবন আর অন্যটি আখিরাতের জীবন। দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী আর আখিরাতের জীবন চিরস্থায়ী। মানুষ কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে আখিরাতকে ভুলে আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত ও রাসূল (স.) প্রদর্শিত জীবন পরিচালনার দিক-নির্দেশনা অমান্য করে। ফলে মানুষ সমাজে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়ে পড়ে। এ সব সমস্যার সমাধান হলো ইসলামের বিধান মেনে চলা। আখিরাতের বিশ্বাস দৃঢ় প্রত্যয় না হলে ইসলামি সব বিধান মেনে চলা সম্ভব নয়। আখিরাতে বিশ্বাস মানুষের মনে দৃঢ় প্রত্যয় বা বদ্ধমূল করতে পারলেই মানুষ আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (স.)-এর নির্দেশ মেনে চলবে এবং ইসলামী বিধান সমাজে বাস্তবায়িত হবে। ইসলামি বিধান সমাজে বাস্তবায়িত হলেই ইসলামের আদর্শ সমাজ বিনির্মাণ সম্ভব হবে। সুতরাং আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে আমাদের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সহায় হোন। (আমীন)

গ্রন্থপঞ্জি

কুরআন ও তাফসীর

১. আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্‌ন জারীর আত-তাবারী, জামি'উল বায়ান ফী তা'বীলুল কুরআন, মুয়াস্‌সাসাতুর রিসালাহ, ১৪২০হি./২০০০ইং।

২. আবুল ফিদা ইসমাঈল ইব্‌ন উমর ইব্‌ন কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল আজীম, বৈরুত : দারুল কিতাবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১৯হি.।

৩. আল্লামা ইবনুল আরাবী, আহকামুল কোরআন, আল কাহিরা : ইসা আল-বারী আল-হালবী এন্ড কোং, ১৯৬৯ইং।

৪. মুফতী শফী (র.), তাফসীরে ম'আরেফুল কোরআন, অনুবাদ ও সম্পাদনায়, মাওলানা মুহিউদ্দিন খান, মদীনা মোনাওয়ারা : বাদশাহ কুর'আন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩ হি.।

হাদিস

৫. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, সহীহুলবুখারী, দারু তাওকিন নাজাহ, ১৪২২ হি.।

৬. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, সহীহ মুসলিম, বৈরুত : দারুল জাবাল।

৭. আবূ দাউদ সুলাইমান ইব্‌ন আশ'আছ আস-সিজিস্তানী, সুনানু আবী দাউদ, বৈরুত : মাকতাবুল আসরিয়্যাহ।

৮. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা আত-তিরমিযী, সুনানুত তিরমিযী, বৈরুত : দারুল গুরুব আল-ইসলামী, ১৯৯৮ইং।

৯. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াযিদ ইব্‌ন মাজাহ আল-কাযভীনী, সুনানু ইবনি মাজাহ, হালব : দারু ইহইয়ায়িল কিতাব আল-আরাবিয়্যাহ।

১০. আবূ আব্দুর রহমান আহমাদ ইব্‌ন শু'আইব আন-নাসায়ী, সুনানুন নাসায়ী, হালব : মাকতাবুল মাতলু'আতি আল-ইসলামী, ১৯৮৬ইং/ ১৪০৬ হি.।

১১. মালিক ইব্‌ন আনাস, আল-মুয়াত্তা, বৈরুত : মুয়াছ্‌ছাছাতু যায়িদ ইব্‌ন সুলতান আন-নিহইয়ান, ১৪২৫হি.।

১২. ইমাম আমদ ইব্‌ন হাম্বল, মুসনাদু আহমাদ, মুয়সসাসাতুর রিসালাহ, ১৪২১হি./২০০১খ্রি.।

১৩. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, আদাবুল মুফরাদ, বৈরুত : দারুল বাসায়ির আল-ইসলামী, ১৯৮৯ইং/১৪০৯ হি.।

১৪. আবূ আব্দুর রহমান আহমাদ ইব্‌ন শু'আইব আন-নসায়ী, সুনানুল কুবরা লিন নাসায়ী, হালব : মাকতাবুল মাতলু'আতি আল-ইসলামী, ১৯৮৬ইং/ ১৪০৬ হি.।

১৫. আল-হাকিম মুহামুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ, আল-মুসতাদরাকু আলাস সহীহাইন, বৈরুত : দারু কুতুবিল ইলমিয়্যাহ,১৪১১হি./১৯৯০ইং।

১৬. মুহাম্মদ ইব্ন হিব্বান ইব্ন আহমদ আবু হাতিম আত্-তামিমী আল-বাসাতি, সহীহ ইবনি হিব্বান, (বৈরুত : মুয়াস্‌সাসাতুর রিসালাহ, ১৯৯৩ইং/১৪১৪হি.।

১৭. মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইব্ন খুযায়মা, সহীহ ইবনি খুযায়মা, বৈরুত : আল-মাকাতাবুল ইসলামী।

১৮. আহমদ ইব্ন হুছাইন ইব্ন আলী আবু বাকর আল-বায়হাকী, শু'আবিল ঈমান, রিয়াদ : মাকতাবাতার রুশদ লিন নাশরি ওয়াত তাওযী, ১৪২৩হি./২০০৩খ্রি.।

১৯. আহমাদ ইব্ন হুসাইন আবু বাকর আল-বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা, বৈরুত : দারুল কিতাব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৪২৪হি./২০০৩খ্রি.।

২০. সুলায়মান আহমাদ ইব্ন আইয়ুব আবুল কাসিম আত-তিবরানী, আল-মুজিমুল কাবীর, কাহেরাহ : মাকতাবাতু ইবনি তাইমিয়াহ, ১৪১৫হি./১৯৯৪খ্রি.।

২১. সুলায়মান আহমাদ ইব্ন আইয়ুব আবুল কাসিম আত-তিবরানী, আল-মুজিমুল আওসাত, কাহেরাহ : দারুল হারামাইন।

২২. সুলায়মান ইব্ন আহমাদ আত-তিবারানী, আল-মুজামুস সগীর, বৈরুত : আল- মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৫/১৯৮৫ খ্রি.।

২৩. আবূ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্দুর রহমান আদ-দারিমী, সুনানুদ দারিমী, সৌদি আরব : দারুল মুগনী লিন নাশরি ওয়াত তাওযী,১৪১২হি./২০০০খ্রি.।

২৪. ইমাম আবূ হানীফা (র.), মুসনাদে ইমাম আযম আবূ হানীফা, অনুবাদ : মুহাম্মদ সিরাজুল হক, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মার্চ ২০০৭ ইং।

২৫. আবূ ইয়া'লা আহমাদ ইব্ন আলী আল-মাওসিলী, আল-মুসনাদ, দারুল মামুন লিত তুরাছ, ১৪০৪ হি./১৯৮৪খ্রি.।

২৬. আবূ ইয়ায়লী আহমাদ ইব্ন আলী আল-মাওছিলী, আল-মুজামু আবূ ইয়ায়লী আল-মাওছিলী, ফায়সালাবাদ : ইদারাতুল উলুম আল-উছরিয়্যাহ, ১৪০৭হি.।

২৭. আবূ নাঈম আহমাদ ইব্ন আব্দুল্লাহ, হুলইয়তুল আওলিয়া, বৈরুত : দরুল কিতাবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪০৯হি.।

২৮. ইব্ন আবী শায়বা, আল-মুসন্নাফ, বৈরুত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৩ হি.।

২৯. আবূ মুহাম্মদ হুসাইন ইব্ন মাসউদ আশ-শামী, শারহুস সুন্নাহ, দামেশক/বৈরুত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৩হি./১৯৮৩ইং।

৩০. আলী ইব্ন হিসামুদ্দীন, কানযুল উম্মাল ফী সুনানিল আকওয়ালি ওয়াল আফ'আল, মুয়সসাসাতুর রিসালাহ, ১৪০১হি.।

৩১. শামসুদ্দীন আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন আহমাদ আয-যাহাবী, আদ-দীনার মিন হাদীসিল মাশায়িখিল কিবার, কাহিরা : মাকাতাবুল কুরআন।

৩২. মুহাম্মদ ইব্ন আলী আশ-শওকানী, ফাতহুল কাদীর, বৈরুত : দারু ইবনি কাছীর, ১৪১৪ হি.।

৩৩. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী, উমদাতুল ক্বারী, বৈরুত : দারুল ফিক্‌র,১৯৭৯ইং।

৩৪. আল্লামা ইব্ন হাজার অসকালানী, ফাতহুল বারী, আল-কাহিরা : দারুল মা'আরিফ, ১৯৫২ইং।

৩৫. ইমাম মাজদুদ্দীন ইবনুল আছীর, আননিহায়াতু ফী গারীবিল হাদীস অল-আছার, বৈরুত : আলা মাকাতাবুল আছরিয্যাতু ছাইদা ২০০৮খ্রি.।

৩৬. আবুল হাসান নূরুদ্দীন আলী ইব্ন আবূ বকর আল হায়সামী, মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কাহিরা : মাকতাবুল কুদসী, ১৪১৪হি./১৯৯৪ইং।

সিরাত

৩৭. ইব্ন হিসাম, আস-সিরাহ্ আন-নাবাবিয়্যাহ, দামেস্ক : দারুল খাইর, ১৯৯৯ইং।

৩৮. অধ্যাপক এ.টি.এম মুসলেহ উদ্দীন ও অন্যান্য সম্পাদিত, সীরাত বিশ্বকোষ, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩ইং।

৩৯. তফাজ্জল হুসাইন, হযরত মুহাম্মাদ (স.) সমকালীন পরিবেশ ও জীবন, ঢাকা : ইসলামিক রিসার্চ ইন্সটিটিউট ১৯৯৮ইং।

ফিক্হ ও অন্যান্য

৪০. ড. ওয়াহহাব আল-মুহাযলী, আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু, বৈরুত : দারুল ফিকির, ১৯৮৯ইং।

৪১. ড. মুস্তফা আল-খিন ও ড. মুস্তাফা আল-বুগা, আল-ফিকহুল মানহাজী, দামেশক : দারুল কলম, ১৯৯৬ খ্রি.।

৪২. মুস্তফা আহমাদ যারকা, আল-মাদখাল আল-ফিকহীল 'আম, দামেশ্ক : দারুল কলম, ২০০৪ইং।

৪৩. আল-মাওসূআতুল ফিক্হিয়্যাহ (ইসলামী ফিক্হ বিশ্বকোষ), ইসলামের পরিবারিক আইন, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ২০১২ খ্রি.।

৪৪. মুফতী আমীমুল ইহসান, ক্বাত্তায়ায়িদুল ফিক্হ, দেওবন্দ : আশরাফিরা বুক ডিপো : ১৩৮১হি.।

৪৫. ড. সাঈদ আবূ হাবীব, আল-কামূছুল ফিকহী লুগাতান ওয়া ইসতিলাহান, (দামেশক: দারুল ফিক্হ, ১৪০৮হি./১৯৮৮ইং।

৪৬. আহমাদ শালাবী, আল-হুমুমাতুল ইসলামিয়্যাহ, কায়রো : দাবুল আরব, ১৯৯১ ইং।

৪৭. আবুল হাছান আলী বিন হাবীব আল্ বছরী আল-বোগদাদী আল-মাওয়ার্দী, আল আহ্কাম আল-সুলতানিয়া ওয়াল বেলায়েতিদ দ্বীনিয়াহ, ৩য় সংস্করণ, মিশর : মুস্তফা আল্-বাবী আল্- হালাভী প্রেস, ১৯৯৩ হি./ ১৯৭৩ ইং।

৪৮. শহীদ বিচারক আব্দুল কাদের আওদাহ, আততাশরী আল-ইসলামী মুকারেনান বিল কানুল অজয়ী, বৈরুত : মুয়াস্সাসাতুর রিসালাহ্, ১৪০১ হি.।

৪৯. ড. আমীন হাসান আব্দুল্লাহ, আল-আদায়িউল মাসরাফীয়্যাহ আন-নুকুদিয়াহ ওয়া ইসতেছমারুহা ফীল ইসলাম, রিয়াদ : দারুশ্শুরুক্ক, ১৯৮৩ইং।

৫০. গাজী শামছুর রহমান ও অন্যান্য সম্পাদিত, বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, ৩য় ভাগ, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন,২০০১ইং।

অভিধান

৫১. আব্দুল আজীজ সাইয়্যেদুল আহলী, কামূছুল কুরআন আও ইছলাহুল ওয়াজূহি ওয়ান নজায়িরি ফিল কুরআনিল কারীম, বৈরুত : দারুল উলুম লিল মালায়ীন, ১৯৮০ইং।

৫২. শাইখ কামেল মুহাম্মদ আল জাযযার, আল-মু'জামুল ফারীদ লিমাআনী কালিমাতি কুরআনিল মাজীদ, কায়রোঃ দারুত তাওযী ওয়ান্নশরিল ইসলামিয়া, ২০০৬খ্রি.।

৫৩. জুবরান মাসউদ, আর-রায়িদু মু'জামুন আলিফবাইয়্যন ফিল লুগাতি ওয়াল আলাম, (বৈরুত : দারুল ইলম লিল মালাঈন, ২০০৫খি.।

৫৪. ইব্রহীম ইব্ন আস-সুরী আবূ ইসহাক আয-যুজাজ, নাআি'মল কুরআন ওয়া ইরাবুহূ, বৈরুত : আলিমুল কুতুব, ১৪০৮হি./১৯৮৮ইং

৫৫. আবূ আব্দুল্লাহ 'আমির আব্দুল্লাহ ফলিহ, মু'জামু আলফাজিল আকিদাহ, রিয়াদ : মাকতাবুল উলীবাহ, ১৪১৭হি./ ১৯৯৭ইং।

৫৬. ড. রুহী বা'আলা বাক্কী, আল মাওরিদ, বৈরুত : দারুল ইলম লিল মালাঈন, ১৯৯৫ইং।

৫৭. ইব্ন মানযুর, লিসানুল আরব, বৈরুত : দারু ইহইয়াউত তুরাছিল আরাবী, ১৯৯৩খ্রি./ ১৪১৩হি.।

৫৮. আহমদ মুখতার আব্দুল হামিদ, মু'জিমু লুগাতিল আছরিয়্যাহ আল-মু'আছারাহ, (আলিমুল কুতুব ১৪২৯হি./২০০৮খ্রি.),

৫৯. ইবন রুশদ আল হাফীদ, বিছায়াতুল মুজতাহিদ ফী নিহাইয়াতিল মুকতাসিদ, বৈরুত : দারুল মারিফাহ, ১৯৭৮ খ্রি.।

৫৮. শামছুদ্দীন আল-রামেলী, নেহায়েত আল মুহতাজ আল-শরহিল মিনহাজ, ৭ম খন্ড. মিশর : মুস্তফা আল বাবী আল হালবী লাইব্রেরী ও প্রেস, ১৩৮৭ হি.।

৬০. আমর বিন হজম, আল মুহাল্লা, ১১তম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, মিশর : আল জামহুরীয়া আরাবীয়া প্রেস, ১৩৮৭ হি./ ১৯৭০ খ্রি.।

৬১. ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হক (সম্পাদিত), ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০১১ইং।

৬২. আবু তাহের মোসবাহ, আল-মানার, ঢাকা : মোহাম্মদী লাইব্রেরী, ১৯৯০ইং।

৬৩. জুবাঈদী, তাজুল উরুস, মিশর : আল খাইরীয়া প্রেস, ১৩০৬ হি.।

৬৪. শামছুদ্দীন রামলী, মিহায়াতুল মুহতাজ, মিশর : মুস্তফা বাবী হালবী লাইব্রেরী, ১৩৮৯ ইং।

৬৫. ইব্রাহীম মুস্তফা, মুজিমুল ওসীত, কাহিরা : দারুদ দাওয়া।

৬৬. আলমুনজিদ ফীল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ আল মুফাছ্ছারাহ, বৈরুত : দারুল মাশায়িক, ২০০১ইং।

৬৭. শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, সংসদ বাংলা অভিধান, ১৩ তম সংস্কবণ, কলকাতা : সাহিত্য সংসদ, ২০০৯ইং।

বাংলা বই-পুস্তক

৬৮. মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, মহান রাষ্ট্রনায়ক হযরত রাসূলে কারীম (স.), ঢাকা : গাওসিয়া পাবলিকেশন্স, ২০১৩ইং।

৬৯. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, পরিবার ও পারিবারিক জীবন, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৯৯ইং।

৭০. লেখকমণ্ডলী, সম্পাদনা পরিষদ সম্পাদিত, দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৮ইং।

৭১. নূরুল ইসলাম মানিক সম্পাদিত, সন্ত্রাস প্রতিরোধে ইসলাম, প্রবন্ধ : সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী, অনুবাদ : আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী, সীরাতে মুহম্মদী (স.)-এর পয়গাম বর্তমান বিশ্বের প্রতি, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৯ইং।

৭২. লেখকমণ্ডলী, ফাতাওয়া ও মাসাইল, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬), খ. ১ম ও ২য়।

৭৩. সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামী বিশ্বকোষ, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ২০০৪ ইং), খ. ১ম।

৭৪. এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম,ইসলামে আত্মশুদ্ধি ও চরিত্র গঠন, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩ ইং।

৭৫. গাজী শামছুর রহমান ও অন্যান্য সম্পাদিত, বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, ৩ য় ভাগ, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০১ইং।

৭৬. মুহাম্মদ সালাহুদ্দীন, ইসলামে মানবাধিকার, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী ২০১১ইং।

৭৭. অধ্যাপক মাওলানা হারুন-অর-রশিদ খান, কুরআন হাদিসের আলোকে পূর্ণাঙ্গ মানব জীবন, ঢাকা : প্রফেসরস পাবলিকেশন্স, ২০০৪ইং।

৭৮. লেখকমণ্ডলী, সম্পাদনা পরিষদ সম্পাদিত, দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৮ইং।

৭৯. ফরিদ উদ্দীন মাসউদ, ইসলামে শ্রমিকের অধিকার, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৮খ্রি.।

৮০. আফীফ আবদুল ফাত্তাহ্ তাব্বারা, অনুবাদ : মাওলানা মুহাম্মদ রেজাউল করীম ইসলামাবাদী, ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪ইং।

৮১. প্রফেসর মো. আনসার আলী, শিক্ষানীতি পরিক্রমা, ঢাকা-চট্টগ্রাম : মিতা ট্রেডার্স ১৯৯৫ইং।

৮২. শাহ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ধূমপান ও মাদকের অপকারিতা, ঢাকা : সীরাত লাইব্রেরী, ১৯৯৩ইং।

৮৩. ড. মো. নুরুল ইসলাম, মানবাধিকার সামাজিক ন্যায়বিচার ও সমাজ কর্ম, ঢাকা : তাসমিয়া পাবলিকেশন্স, ২০০৮ইং।

৮৪. মো. আমেজ উদ্দীন, শিক্ষাদর্শন, ঢাকা : জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ২০০৮ইং।

৮৫. অসিত কুমার সেন, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস, কলকাতা : কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ১৯৯৪ইং।

৮৬. সাহাদাত হোসেন খান, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ট্রাজেডি, ঢাকা : আফসার ব্রাদার্স, ২০০৮ইং।

সামাজিক বিজ্ঞান

৮৭. লেখক মণ্ডলী, হাদিস ও সামাজিক বিজ্ঞান, খ. ২ , ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৮ইং।

৮৮. ডা. মো. ছামিউল হক ফারুকী, ইসলাম ও সমাজ সেবা, ঢাকা : কাঁটাবন বুক কর্ণার, ২০০৯ইং।

৮৯. মো. ইব্রাহীম খলিল, ইসলামে সামাজিক ব্যবস্থা ও পরিবার কল্যাণ, ঢাকা : লিজেন্ড পাবলিকেশন্স।

৯০. ড. মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল, মৌলিক সমস্যা সমাধানে ইসলামী আইন, ঢাকা : ইসলামিক ফউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৬ খ্রি.।

৯১. সৈয়দ শওকাতুজ্জামান, সামাজিক সমস্যা ও সমাজ বিশ্লষণ কৌশল, ঢাকা : রোহেল পাবলিকেশন্স, ২০০৩),পৃ.১৩৯

৯২. মো. আতিকুর রহমান, বাংলাদেশের প্রধান প্রধান সামাজিক সমস্যা ও সরকারী নীতি, ঢাকা : আল-কুরআন পাবলিকেশন্স, ২০০০ইং।

৯৩. আবু সিনা সৈয়দ তারেক ও খ. ম. আমিনুল ইসলাম, প্রারম্ভিক সমাজ বিজ্ঞান, ঢাকা : আজিজিয়া বুক ডিপো, ২০০৮খ্রি.।

৯৪. প্রফেসর রেবেকা সুলতানা, প্রারম্ভিক সমাজ বিজ্ঞান, ঢাকা : ওয়াইড পাবলিকেশন্স ২০০৯ইং।

৯৫. ড. মো. নূরুল ইসলাম, বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা, ঢাকা : তাসমিয়া পাবলিকেশন্স ২০০৪ইং।

৯৬. ড. মো. নূরুল ইসলাম, মানবাধিকার সামাজিক ন্যায় বিচার ও সমাজকর্ম, ঢাকা : তাসমিয়া পাবলিকেশন্স, ২০০৮খ্রি.।

অর্থনীতি

৯৭. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম , অর্থনৈতিক সুবিচার ও মুহাম্মদ (সা.), দিনাজপুর : ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১৯৮০ ইং।

৯৮. ড. মোহাম্মদ জাকির হুসাইন, আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের অবদান, ঢাকা : ইসলামিক ফউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪ খ্রি.।

৯৯. শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, ইসলামী অর্থনীতি নির্বাচিত প্রবন্ধ, রাজশাহী : স্টুডেন্ট’স ওয়ালফেয়ার ফাউন্ডেশন ২০০5 ইং।

১০০. অধ্যাপক মুহাম্মাদ শরীফ হুসাইন, সুদ সমাজ অর্থনীতি, ঢাকা : ইসলামিক্স রিসার্চ ব্যুরো, ১৯৯২ ইং।

১০১. মুহাম্মাদ লোকমান হাকীম, দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাতের ভূমিকা, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন,২০১২ ইং।

মৃত্যু ও পরবর্তী জীবন

১০২. আবু হামিদ মুহাম্মদ আল-গাযালী, ইহ্ইয়াউ উলূমিদ্দীন, বৈরুত : দারুল মা'আরিফ।

১০৩. আত-তাফতাজানী, শরহুল আকায়িদিন নাছাফিয়া , কায়রো : মুহাম্মদ আলী ছরীহ প্রেস, ১৩৫৮ হি.।

১০৪. মাওলানা মোহাম্মদ তৈয়ব আলী, জান্নাতের অফুরন্ত নেআমত ও জাহান্নামের অন্তহীন শাস্তি, ঢাকা : ফয়জুল্লাহ প্রকাশনী, ২০০৭ইং।

১০৫. আব্বস আলী খান, মৃত্যু যবনিকার ওপারে, ঢাকা : ইসলামিক পাবলিকেশন্স লি. ১৯৮২ইং।

১০৬. আব্দুল মতীন জালালাবাদী, জীবন মৃত্যু পরকাল ও আত্মার হাল চাল, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ২০০৪ইং।

১০৭. কাজী মো. মরতুজা আলী, বিশ্বাস ও আত্মোন্নয়ন, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ২০০৭ ইং।

তুলনামূলক ধর্ম

১০৮. ইঞ্জিল শরীফ, ঢাকা : দ্যা বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি, ২০০৮ইং।

১০৯. শ্রী প্রাণকুমার ভট্টাচার্য সম্পাদিত, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ঢাকা : নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ১৯৯৯ইং।

১১০. ড. রাধাকৃষ্ণাণ, উপনিষদ কি ভূমিকা, দিল্লি : রাজ পাল এন্ড সন্স।

ইংরেজি বই-পুস্তক

১১১. A.S Hornby, Oxford Advance Learner's of current English, Oxford University press, 2000.

১১২. A.P.Cowie : Oxford Advanced Larners Dictionary of current English, 4th edition. (Oxford University press-1989. Muthim Press. New York-1993) .

১১৩. Gillin John lawis, Criminology and Penology, U.S.A : Green Wood Press, 1977.

১১৪. Garofalo Raffacle, Criminology, Boston: 1914.

১১৫.WEdited by Gorge T.Abed and Sajeev Gupta Washing to International monetary Fund, 2000.

১১৬. Samuel Koenig, ph.D. : Sociology, an Introdution to the Science of Society; Barnes & Noble, Inc, New York 1968 : p.-21..

১১৭. F.H Gideircgs, Elements of Sociology, (Newyork:Mecmillon Company 1927)..p.

১১৮. Gisbert, Fundamandamentals of Sociology, Orient Longman Ltd,Third edition,1973.

১১৯. J.M. keynes,The General Theory of Employment Interest and Money (New York: 1978).

১২০. Red clif committee Report : Her Majesty's, Stationary offices. London : 1959.

১২১. Dr Anwar iqbal Qurdishi, Islam and the Theory of Interest, Dhaka : Islamic Foundation Bangladesh, 1987.

১২২. L.Stone,The Commodity Future Game, Paris : 1965.

১২৩. M.S.Risk. Stoek market Economics (London:1991).

১২৪. R.T.Tuwells, C.V. Harlow & L. stone, The commodity Future Game (paris :1965).

১২৫. J.L. Hanson, A Dictionary of Economics and Commerce, London : 1975.

১২৬. Charles Booth, Labour and life of the People in London, London: 1975.

১২৭. Seebohm Rowntree, Poverty and Progress, London : 1941.

১২৮. S.M. Miler and Pamela Roby, Poverty Changing Social Stratification, New York : 1969.

১২৯. P. D. Ojha, Canfiguration of Indian Society, Delhi : Adam Publisher's and Distributors, 1995.

১৩০. Desia, Rural Development of Rural Poor, Ahmadabad : 1991.

১৩১. Rose Michael, The Relief of Poverty, London: Macmilan, 1989.

১৩২. Robert Chambers, poverty in In India, Concepts, Research and Reality, Delhi : Concept Publishing Co, 1996.

১৩৩. Jyoti Talkukdhar, Violence Against Women in Nepal, Country Report CWCD, Nepal, 1997.

১৩৪. H.P. Fairchild led littletield, Dictionary of Sociology, New yersy: Adams & co. 1966.

১৩৫. Websters, Third New international Dictionary (chicago: 1966), vol.1.

১৩৬. WHO Expert Committee on Drug Dependence, "World Helth Organiazation

১৩৭. Technical Report Series, No. 407, Report, Geneva, 1969.

১৩৮. Kimbal Young, Mack Raymond, Sociology and Social Life, New York : 1962.

১৩৯. The New Illustatated Columbia Encyclopaedia, New York : Colombia University Press, 2007.), Vol-7

Dhaka University Institutional Repository

১৪০. Anwar Ahmed Quadri,Islamic Jurisprudense in the mordern world (Newdelhe: Tajcompany, 1986).

১৪১. A.P. cowie, oxford, Advance Learner’s, Dictionary of current English, (New York : oxford University press, 1993).

১৪২. The New Encyclopedia Britannica Founded-1988.15th edition, Printed in USA, Vol-5.

১৪৩. http://preachingauthenticislaminbangla.blogspot.com/2013/11/blog-post_2708.html

১৪৪. Akash Misra, News18 Bangla, Updated : Jan 10, 2017 08:54 PM IST

১৪৫. http://bengali.news18.com/news/news/smoking-to-kill-8-million-cost-1-trillion-a-year-who-121391.html

পত্র-পত্রিকা

১৪৬. মাসিক পৃথিবী, সম্পাদক এ কে. এম. নাজির আহমদ, ঢাকা : ইসলামিক সেন্টার, ফেব্রুয়ারি ২০০৭ইং।

১৪৭. বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, ঢাকা : এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, দ্বাত্রিংশ খণ্ড, গ্রীষ্ম সংখ্যা, জুন ২০১৪ ।

১৪৮. ঢাকা : মাসিক ইতিহাস অন্বেষা, মার্চ ২০০৬ইং

১৪৯. দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা ।

১৫০. দৈনিক প্রথম আলো, ঢাকা ।

১৫১. সাপ্তাহিক রোববার, ঢাকা, সংখ্যা ২১, এপ্রিল ২০০৪ইং।

১৫২. মাসিক গণ স্বাস্থ্য, ২২বর্ষ, ১১ সংখ্যা, (ঢাকা : গণ স্বাস্থ্য প্রকাশনা, নভেম্বর ২০০৩ ইং।

১৫৩. মাসিক ইতিহাস অন্বেষা, ঢাকা ,মার্চ ২০০৬ইং।